

বঙ্গী জিৱিত

কালিদাসৰ গ্ৰন্থাবলী

মহাকবি কালিদাস ৰিৱৰ্চিত

—অৰ্থ সঙ্গ্ৰহ ব্যাখ্যা—তাৎপৰ্য—বিবৰণ—অনুবাদ

প্ৰথম ভাগ

প্ৰতিঃ ৰাজেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

সংসাহিত্য, শাস্ত্ৰগ্ৰন্থ প্ৰচাৰক

উপদ্রৱ্য, মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

ও

জ্যোতিষচক্ৰ মুখোপাধ্যায় কৰ্তৃক

বিশেষভাবে পৰিৱৰ্তিত—পৰিৱৰ্তিত—পৰিশুদ্ধ ভাৱ-সৌন্দৰ্য-শোভিত

[চতুৰ্থ সংস্কৰণ ইতি পুনৰুদ্ৰণ]

দশম সংস্কৰণ

১৩৫৬



মূল্য—তিন টাকা

STATE CENTRAL LIBRARY BENGAL
ACCESSION No. 211077
DATE

সূচীপত্র

কাব্য ও অধ্যায়

পৃষ্ঠা হইতে পৃষ্ঠা

কাব্য ও অধ্যায়

পৃষ্ঠা হইতে পৃষ্ঠা

১। রঘুবংশ—(মহাকাব্য)

১—৩২০

“ প্রথম সর্গ	১—১৪
“ দ্বিতীয় সর্গ	১৫—২৮
“ তৃতীয় সর্গ	২৯—৪২
“ চতুর্থ সর্গ	৪৩—৬০
“ পঞ্চম সর্গ	৬১—৭৭
“ ষষ্ঠ সর্গ	৭৮—১০৩
“ সপ্তম সর্গ	১০৪—১১৮
“ অষ্টম সর্গ	১১৯—১৪০
“ নবম সর্গ	১৪১—১৫৯
“ দশম সর্গ	১৬০—১৭৩
“ একাদশ সর্গ	১৭৪—১৯২
“ দ্বাদশ সর্গ	১৯৩—২০৮
“ ত্রয়োদশ সর্গ	২০৯—২২৭
“ চতুর্দশ সর্গ	২২৮—২৪৮
“ পঞ্চদশ সর্গ	২৪৯—২৬৪
“ ষোড়শ সর্গ	২৬৫—২৮৩
“ সপ্তদশ সর্গ	২৮৪—২৯৫
“ অষ্টাদশ সর্গ	২৯৬—৩০৫
“ একোবিংশ সর্গ	৩০৬—৩১৭
“ উপসংহার	৩১৮—৩২০

২। মালবিকাগ্নিমিত্র (নাটক)

৩২১—৪৩১

“ প্রথম অঙ্ক	৩২৩—৩৪০
“ প্রথম অঙ্কের তাৎপর্য	৩৪১—৩৪৪
“ দ্বিতীয় অঙ্ক	৩৪৫—৩৫২
“ দ্বিতীয় অঙ্কের তাৎপর্য	৩৫৩—৩৫৭
“ তৃতীয় অঙ্ক	৩৫৮—৩৭৯
“ তৃতীয় অঙ্কের তাৎপর্য	৩৮০—৩৮৩
“ চতুর্থ অঙ্ক	৩৮৪—৪০৫
“ চতুর্থ অঙ্কের তাৎপর্য	৪০৬—৪০৭
“ পঞ্চম অঙ্ক	৪০৮—৪২৭
“ পঞ্চম অঙ্কের তাৎপর্য	৪২৮—৪৩১

৩। ঋতুসংহার (দৃশ্য-লীলা)

৪৩৩—৪৬৬

“ গ্রীষ্মবর্ণন	৪৩৫—৪৪০
“ বর্ষাবর্ণন	৪৪১—৪৪৬
“ শরৎ-বর্ণন	৪৪৭—৪৫২
“ হেমন্ত-বর্ণন	৪৫৩—৪৫৬
“ শিশির-বর্ণন	৪৫৭—৪৫৯
“ বসন্ত-বর্ণন	৪৬০—৪৬৫

৪। পুষ্পবাণবিলাস—

(খণ্ড-কাব্য)

৪৬৭—৪৭৬

৫। শৃঙ্গারতিলক—

(রসবৈচিত্র্য)

৪৭৭—৪৮৫

৬। শৃঙ্গাররসায়ক—(রসধারা)

৪৮৬—৪৮৮

৭। উপসংহার—(সমালোচনা)

৪৮৯—৪৯৬

সম্পাদকের নিবেদন

অমর কবি কালিদাসের গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ড এত দিনে প্রকাশিত হইল। আরও দুই খণ্ডে গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ হইবে।

বসুমতীর স্বত্বাধিকারী, বঙ্গসাহিত্যের অগ্রতম মুহূর্ত, আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে এই সম্পাদন-কার্যের জন্ত প্রথম যখন অমরোদ্ধ করেন, এবং আমিও স্বীকার করি, তখন কিন্তু ইহার গুরুত্ব সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। লিখিতে বসিয়া ক্রমে বুঝি যে, মদপেঙ্কা কোনো যোগ্যতর ব্যক্তির উপর এ ভার হস্ত হইলেই সঙ্গত এবং শোভন হইত।

মূল, অমর, বঙ্গার্থ, তাৎপর্য, বিবরণ, প্রধানতঃ এই কয় অংশে গ্রন্থাবলী নিবদ্ধ হইয়াছে। আবশ্যক স্থলে, অবয়ব-সরল সংস্কৃতে, যেখানে সম্ভব, মল্লিনাথের পদাঙ্কানুসরণে ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। কোথায়—কোন কবিতার এবং কবির উক্তির ব্যঞ্জনাভ্যর্থ কি প্রকার, তাহাও ‘তাৎপর্য’ প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছি। ‘বিবরণে’ কালিদাস-প্রদত্ত স্থান-সমূহের ভৌগোলিক সংস্থান বিবৃত হইয়াছে।

লিখিতে বসিয়া—সাদা জীবন যে মহাকবির গ্রন্থাবলীর পাঠে এবং পাঠনায় জীবন কৃতার্থ বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহার সম্পাদন-কালে, কোনোরূপ আয়োগোপন করি নাই বা কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া লিখি নাই। যেখানে যেমন বন্ধিয়াছি, তাহাই অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছি। জননী বাগদেবতার সেবায় বসিয়া—স্বতি ও নিন্দা—দুই-ই সমভাবে দৃষ্টিত হইবার চেষ্টা করিয়াছি।

ঈতিপূর্বে, অগ্রান্তকর্মা, বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃত গ্রন্থদির সুলভ প্রচারে অবহিতপ্রাণ, বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরের প্রধান এবং প্রথম পুণ্ডিত, স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধনায় ও সম্পাদনে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে মহাকবি কালিদাসের সামুদ্রিক গ্রন্থাবলীর তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থলবিশেষে, আবশ্যক-বোধে—আমি বসুমতীর পূর্বসংস্করণের যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমূল পরিবর্তন ও বিশেষভাবে পরিবর্তনে বর্তমান চতুর্থ সংস্করণ সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থাবলী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই গ্রন্থাবলী সম্পাদনকালে, আমাকে বারাণসীর নানা পুস্তকালয়ে ও বরেন্দ্র অধ্যাপকমণ্ডলীর সকাশে, ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। সংসাহিত্য-প্রচারক শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রের এই মহান উদ্যমে—সকলেই প্রসন্ন হইয়া, আমাকে আশীর্বাদরূপে সুপারামর্শদানে ও আদর্শ গ্রন্থাদি প্রদর্শনে পরম আপ্যায়িত করিয়াছেন।

বারাণসী রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় অতি সহৃদয়তার সহিত, উক্ত কলেজের পুস্তকালয় আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়া পরম সৌহার্দ ও সৌজন্তের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। শিক্ষা-সাধনায় সদা যত্নতার মধ্যেও, তিনি এই গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লিখিয়া দিতে প্রীতিশ্রুত হইয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডের সহিত তাহা প্রণীত হইবে।

বাংলাগামী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ, আমার অগ্রজপ্রতিভ অধ্যাপক ও গুরুস্থানীয়, সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় যখন যেমন বলিয়াছি, আমাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাদি দানে সাহায্য করিয়াছেন। অনেক স্থলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তদীয় উপদেশ অনুসারে ‘তাৎপর্য’ লিখিয়াছি। তাঁহার জ্ঞান আদর্শ ব্রাহ্মণ এবং সুপণ্ডিতের সহায়তা, আশীর্বাদ এই সুপ্রকাণ্ড গ্রন্থাবলী-সম্পাদনে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত এবং গ্রন্থাবলী পরিসমাপ্তির আশায় উদ্বীণিত করিয়াছে।

এই গ্রন্থাবলী সম্পাদনে যে সকল পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি, তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা তৃতীয় খণ্ডে প্রদত্ত হইবে। কিন্তু যে গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে, ইহার ‘বিবরণ’ অংশ আদৌ সম্পন্ন হইত না, এবং ‘বিবরণ’ লিখিতে বসিয়া প্রতিপদে যে উপাদেয় গ্রন্থের আমি শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছি, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে, এম, এ, বি, এল মহোদয়ের সেই “The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India. Second Edition (1927)” গ্রন্থখানি যদি আমি না পাইতাম, তবে “বিবরণ” কদাচ লিখিতে পারিতাম না। শ্রীযুক্ত নন্দ বাবুর ঐ পুস্তক, ভারতবাসিমাত্রেই দ্রষ্টব্য ও প্রতি পুস্তকালয়ে উহার সংস্করণ সর্বথা বস্তুব্য। “অভিধান”—এই সঙ্কেতে আমি ৮সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সরল বাঙ্গালা অভিধানের এবং N. L. D. এই সঙ্কেতে শ্রীযুক্ত নন্দ বাবুর গ্রন্থের আবশ্যক স্থলে নাম উল্লেখ করিয়াছি।

স্বনামখ্যাত ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীমাচার্য কবিরত্ন মহাশয় অসুস্থ দেহেও এই গ্রন্থাবলীর প্রথম সংশোধন করিয়া না দিলে হয়ত আরও কত ভ্রমপ্রসাদ থাকিয়া যাইত; কেন না, এ বিদ্যা আমার আদৌ নাত। তৎকাল তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

সংসাহিত্য-সমাজে মহাকবির গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও প্রচারের সময় যতই সন্নিকটবর্তী হইতেছে—আমাদি অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া স-সঙ্কম-আতঙ্কে ততই সঙ্কোচবোধ করিতেছি। মনে হইতেছে—বিশ্ববরেণ্য মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় কব-কল্পনার সৌন্দর্য—উপমা-সম্পদের প্রাচুর্য—ভাবব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য—শব্দ-অলঙ্কারের ঐশ্বর্য—প্রেম-সুখমার মাধুর্য—বুঝি সম্যকভাবে পরিস্ফুট করিতে পারি নাই। সুধীজন-সমাজ আমার সে অক্ষমতার জন্য আমার অপূর্ণযুক্ততা স্মরণ করিয়া সাহুগ্রহে ক্ষমা করিয়া লইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

বাংলাগামী গায়
অনন্ত চতুর্দশী—১৩৩৬ সাল

বিনীত
শ্রীরাভেঙ্কনাথ বিদ্যাভূষণ

রঘুবংশ

(কাব্য)

(মূল, অঙ্কয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য ও বিবরণ সংবলিত)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত

রঘুবংশম

প্রথমঃ সর্গঃ

বাগর্থ্যবিস সম্পূক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে । ভগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্কতী-পরমেশ্বরৌ ॥ ১ ॥
ক সৃষ্টি-প্রভবো বংশঃ ক চান্ন-বিষয়া মতিঃ । তিতীর্ঘ-দুস্তরং মোহা-দুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ॥ ২ ॥
মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থা গমিযাম্মাপহাস্যতাম্ । প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভা-দুদ্বাহরিব বামনঃ ॥ ৩ ॥
অথবা কৃত-বাগদ্বারে বংশেষস্মিন পূর্ব-স্মৃতিভিঃ । মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে স্মৃত্যশ্চেষ্টাস্তি মে গতিঃ ॥ ৪ ॥
সোহহমাজন্ম-শুদ্ধানা-মাফলোদয়কর্মণাম্ । আসমুদ্র-ক্ষিতীশানা-মানাক-রথ-বত্নানাম্ ॥ ৫ ॥
যথাবিধিতত্ত্বানীনাং যথাকামাচ্চিত্তাণিনাম্ । যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল-প্রবোধিনাম্ ॥ ৬ ॥

অম্বয়।—বাগর্থ্যে ইব সম্পূক্তৌ ভগতঃ পিতরৌ পার্কতীপরমেশ্বরৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে (অহং) বন্দে ॥ ১ ॥

সূর্য্য-প্রভবঃ বংশঃ কঃ চান্নবিষয়া মে মতিঃ চ কঃ ? (তথাহি) অহং দুস্তরং সাগরং মোহাৎ উড়ুপেন তিতীর্ঘঃ অস্মি ॥ ২ ॥

মন্দঃ কবিষশঃপ্রার্থা (অহং) প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহঃ বামনঃ ইব উপহাস্যতাং গমিযামি ॥ ৩ ॥

অথবা পূর্ব-স্মৃতিভিঃ কৃত-বাগদ্বারে অস্মিন বংশে বজ্র-সমুৎকীর্ণে মণৌ স্মৃত্যশ্চেষ্টা ইব মে গতিঃ অস্মি ॥ ৪ ॥

সঃ অহং (“রঘুণাম্ অম্বয়ং বক্ষ্যে”—ইতি নবমশ্লোকেন সঙ্কটঃ)—অজন্ম-শুদ্ধানাম্, আফলোদয়-কর্মণাম্, আসমুদ্র-ক্ষিতীশানাম্, আনাক-রথবত্নানাম্ ॥ ৫ ॥

যথাবিধিতত্ত্বানীনাং, যথাকামাচ্চিত্তাণিনাং, যথাপরাধ-দণ্ডানাং, যথাকাল-প্রবোধিনাম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—শস্য এবং অর্থের দ্বারা নিত্য-সম্বন্ধ জগতের জনক-জননী পার্কতী এবং পরমেশ্বরকে শস্য এবং অর্থের সম্যক জ্ঞানের নিমিত্ত আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ১ ॥

কোণায় অভিবৃহৎ সূর্য্যবংশ, আর কোণায়ই বা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ? আমি অজ্ঞানবশতঃ—যেন তেলার দ্বারা দুস্তর সমুদ্র পার হইতে যাইতেছি ॥ ২ ॥

উন্নত তরুস্থিত কোনও ফল উন্নত শরীরধারী পুরুষই

পাড়িতে পারেন, লোভবশতঃ কোনও বামন যদি তাহা পাড়ি-বার জন্য বাহ উত্তোলন করে, তবে লোক-সমাজে সে উপ-হাস্যস্পদই হয় । ভদ্রপ নিকোঁধ হইয়া আমি যে অনর কবি-দিগের যশঃস্পর্শ করিতেছি, ইহাতে আমিও উপহাসিত হইব—সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥

অথবা, কঠিন মণিকে হীরক দ্বারা বিদ্ধ করিলে যেমন সেই ছিদ্র দিয়া অনায়াসে ঐ মণির মধ্যে স্মৃত্তের প্রবেশ সম্ভব, তদ্রূপ বাস্তবিক প্রভৃতি পূর্ব-পণ্ডিতগণ এই রঘুবংশের বর্ণনা করিয়া তাহার যে দ্বার প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, আমি তদনুসারেই তরুহ রঘুবংশের বর্ণনা করিব (বাস্তবিক প্রভৃতির প্রদর্শিত পথেই আমি গমন করিব) ॥ ৪ ॥

রঘুবংশীয়গণ জন্মাবধিই সকল সংস্কারের দ্বারা সুবিশুদ্ধ ছিলেন । তাঁহাদের অধ্যবসায় অতিশয় দৃঢ় ছিল, আরক কার্য্য কদাচ অসম্পূর্ণ রাখিতেন না । সঙ্গারী ধরণীর তাঁহারা অধিপতি ছিলেন । তাঁহাদের রথ আকাশপথে গমনাগমন করিত ॥ ৫ ॥

তাঁহারা যথাশাস্ত্র যাগযজ্ঞ করিতেন, যে যাহা প্রার্থনা করিত, তাহাই পূর্ণ করিতেন এবং যেমন অপরাধ, তদনুযায়ী দণ্ড দিতেন (লঘু পাপে শুক, বা শুক পাপে লঘুদণ্ড বিধান তাঁহাদের ছিল না) ॥ ৬ ॥

ভাঃপৰ্য্য।—হীরকবিদ্ধ মণি স্মৃত্তসাহায্যে যেমন বাজায় পরিণত হয়, বাস্তবিক-আদির বর্ণিত এই রঘুবংশের ঘটনা বলীও, কালিদাসের অতুল প্রতিভায়, সেইরূপ মনোজ্ঞ বস্তুর প্রতিভা হইবে ॥ ৪ ॥

তাগায় সমুত্তর্যনাং সত্যায় মিতভাষিণাম্ । যশসে বিত্তিগীর্ষণঃ প্রজায়ৈ গৃহ-মেদিনাম্ ॥ ৭ ॥
 শৈশবেভাস্তবিজ্ঞানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্ । বাদ্ধিকে মনিবৃত্তীনাং যোগেনাস্তে তনুভাজাম্ ॥ ৮ ॥
 বয়ুণামঘয়ং বক্ষ্যে তনু-বাগ্-বিভবোহপি সন্ । তদুপনৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ ॥ ৯ ॥
 তং সমুঃ শ্রোতুমহীন্তি সদসদ-বাক্তি-হেতবঃ । হেয়ং সংস্ফাভে হায়ৌ নিশুদ্ভিঃ শ্রামিকাপি বা ॥ ১০ ॥
 বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্ । আসীমহীক্ষিতামাভ্যঃ প্রণবচ্ছন্দসামিব ॥ ১১ ॥
 তদঘয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ । দিলীপ ইতি বাজেন্দু-রিন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব ॥ ১২ ॥
 ব্যাচোরক্ষো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাঃপুর্নহাভুজঃ । আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো পশু ইবাস্থিতঃ ॥ ১৩ ॥
 সর্কাত্তিরিক্তসারেণ সর্কতেজোহভিভাবিনা । স্থিতং সর্কোন্নতেনোর্বদীঃ ক্রাস্তা মেব রিবাত্মনা ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ—তাগায় সমুত্তর্যনাং, সত্যায় মিত-
 ভাষিণাং, যশসে বিজিগীষুণাং, প্রজায়ৈ গৃহ-মেদিনাম্ ॥ ৭ ॥

শৈশবে অভ্যস্ত-বিজ্ঞানাং, যৌবনে বিষয়ৈষিণাং, বাদ্ধিকে
 মনিবৃত্তীনাং, অস্তে যোগেন তনুভাজাম্ ॥ ৮ ॥

বয়ুণাম্ অঘয়ং বক্ষ্যে । (কিস্তুতঃ ?) তনু বাগ্-বিভবঃ অপি
 তদুপনৈঃ কর্ণম্ আগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ সন্ (অংম=) ॥ ৯ ॥

তং সদস্যবাক্তিহেতবঃ সতঃ শ্রোতুম্ অহন্তি । হি
 (তথাহি) হেয়ঃ বিভুদ্ভিঃ শ্রামিকা অপি বা অগ্নৌ সংস্ফাভে ॥ ১০ ॥

মনীষিণাং মাননীয়ঃ, ছন্দসাং প্রণব ইব মনীক্ষিতাম
 আভ্যঃ, বৈবস্বতঃ নাম (প্রসিদ্ধ) মনুঃ আসীৎ ॥ ১১ ॥

(শুদ্ধিমতি) ক্ষীরনিধৌ (শুদ্ধিঃ স্তরঃ) ইন্দুঃ ইব শুদ্ধিমতি
 তদঘয়ে (মনোঃ বংশে) দিলীপ ইতি (নাম্নাখ্যাতঃ)
 শুদ্ধিমত্তরঃ রাজেন্দুঃ প্রসূতঃ (ভাতঃ) ॥ ১২ ॥

(পুনঃ কিস্তুতঃ সঃ ?) ব্যাচোরক্ষঃ, বৃষস্কন্ধঃ, শালপ্রাঃপুঃ,
 মহাভুজঃ, আত্ম-কর্ম-ক্ষমং দেহম্ আস্থিতঃ ক্ষাত্রো পশুঃ ইব
 (স্থিতঃ) ॥ ১৩ ॥

(পুনঃ কিস্তুতঃ ?) সর্কাত্তিরিক্ত-সারেণ, সর্কতেজোহভি-
 ভাবিনা, সর্কোন্নতেন আত্মনা (শরীরেণ) মেয়ঃ ইব উর্বদীঃ
 ক্রাস্তা স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থঃ—তাহারা সংপাত্রে দানের নিমিত্ত অর্থ
 সঞ্চয় করিতেন, শোণবুদ্ধির ভজ্য বসিতেন না । পাছে মিথ্যা
 বলিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় তাহারা সর্কদা মিতভাষী
 ছিলেন । ভোগের জন্ত নহে,—শুদ্র ক্ষত্রিয় নৃপতির স্পৃহণীয়
 যশের জন্তই তাহারা রাজ্য ভয় করিতেন এবং কামবুদ্ধির
 জন্ত নহে,—সত্যের জন্ত তাহারা দারগ্রহণ করিতেন ॥ ৭ ॥

তাহারা শৈশবে বিজ্ঞান, যৌবনে বিষয়ভোগ, বৃদ্ধবয়সে

সংসারবিমুক্ত মনুদিগের সংযম, আচার ও কৃচ্ছতা অবলম্বন-
 পূর্বক পণিত বয়সে যোগবলে দেহভোগ্য করিতেন ॥ ৮ ॥

এমনই তাহাদের বংশের গুণ-গণিমা ছিল । আমি অতি
 ওড়ন্থি, ভাষাবৈদগ্ধ্য আমার নাই বলিতেই হয়, তবুও
 তাঁদের বংশাবলীর গুণরাশির কথা শুনিয়া আমি হুই
 ভূষণ কার্যে প্রতী হইয়াছি । ইহা আমার চাপল্য ॥ ৯ ॥

গুণদোষের বিচারকর্তা পণ্ডিতমণ্ডলীই সংস্কৃত এই বয়ুঃংশ
 রূপাণুর্কক প্রবণ বকুন । কেন না,—সোণা গাটি কি ভাষাতে
 খাদ আছে—ইহা অগ্নিতেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বেদের মধ্যে প্রণব যেমন সকল মন্ত্রের আদিভূত এবং
 সকল মনীষীদিগের মাননীয়, তদ্রূপ ভাবং ভূপতিবৃন্দের
 আদিভূত এবং মনীষীদিগের মাননীয় বর্ষাতনয় বৈবস্বত মনু
 নামে এক নৃপতি ছিলেন ॥ ১১ ॥

অতি বিমল ক্ষীরদোদ-সমুদ্রে যেমন বিমলতম ইন্দু আবির্ভূত
 হইয়াছিলেন, তদ্রূপ, সেই বৈবস্বত মনুর অতি পবিত্র কুলে
 পবিত্রতম-চরিত দিলীপ নামে এক নৃপতি জন্মপরিগ্রহ করিয়া-
 ছিলেন ॥ ১২ ॥

সেই দিলীপের স্বক্ৰদেশ বুয়ের স্বক্ৰেয় ত্রায় বিপুল এবং
 বশঃস্থল বিশাল । ভুজদ্বয় আজামূল্যবিত এবং দেহ শাল-
 স্কন্ধবৎ সমুন্নত । তাহাকে দেখিলে মনে হইত, বুঝি সাক্ষাৎ
 ক্ষত্রিয়-ধর্ম রাজত্বগণের কঠোর কর্মক্ষম দেহ পরিগ্রহপূর্বক
 দিলীপরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

তাহার তেজ সকলকে পরাভূত করিত, তাহার দেহের
 বলবীর্ঘ্য সর্কোপেক্ষা অধিক ছিল এবং তাহার দেহ সকলের
 অপেক্ষা সমুন্নত ছিল । দেখিলে মনে হইত, যেক্ষ পর্কভের ত্রায়
 তিনি যেন বিশাল পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া অর্ধাৎ চাপিয়া
 বিঘমান রাখিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

আকারসদৃশ-প্রজঃ প্রজয়া সদৃশাগমঃ । আগমৈঃ সদৃশারম্ভঃ আরম্ভ-সদৃশোদয়ঃ ॥ ১৫ ॥
 ভীমকাস্তৈঃ নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্ । অধ্বগ্যশ্চাভিগমাশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ ॥ ১৬ ॥
 রেখামাত্রমপি ক্ষুধা-দা মনোবর্জিতঃ পরম্ । ন ব্যতীযুঃ প্রজাস্থস্য নিয়ন্তর্নৈমিবৃত্তয়ঃ ॥ ১৭ ॥
 প্রজানামেব ভূতার্থে স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ । সহস্রগুণমুৎশষ্ট-মাদভে তি রসং রবিঃ ॥ ১৮ ॥
 সেনা পরিচ্ছদস্তস্য দয়ামেবার্থ-সাধনম্ । শাস্ত্রেষু কুষ্টিতা বুদ্ধিমৌর্কী ধনুবি চাততা ॥ ১৯ ॥
 তস্য সংবৃত-মস্তস্য গৃঢ়াকারেদ্রিতস্য চ । ফলান্নমোয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব ॥ ২০ ॥
 জুগোপায়া-ন-মত্রস্তো ভেজে ধর্ম্য-মনাতুরঃ । অগ্নুদাদদে সৌত্র-মদন্তঃ স্ত্রুমম্বভূৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—(পুনঃ কিস্তুঃ ১) আকার সদৃশ-প্রজঃ, প্রজয়া সদৃশাগমঃ, আগমৈঃ সদৃশারম্ভঃ, আরম্ভ-সদৃশোদয়ঃ (স্থিতঃ) ॥ ১৫ ॥

ভীমকাস্তৈঃ নৃপগুণৈঃ সঃ (দিলীপঃ) উপজীবিনাং যাদোরত্নৈঃ অর্ণব ইব অধ্বগ্যঃ চ অভিগম্যঃ চ বভূব ॥ ১৬ ॥

নিয়ন্তুঃ তস্য নৈমিবৃত্তয়ঃ প্রজঃ আ মনোঃ ক্ষুধাৎ বয়নঃ পরং রেখামাত্রমপি ন ব্যতীযুঃ ॥ ১৭ ॥

সঃ (দিলীপঃ) প্রজানাম্ ভূতার্থম্ এব তাভ্যো বলিম অগ্রহীৎ হি (তথাহি) রবিসং সহস্রগুণমুৎশষ্টং রসম্ আদভে ॥ ১৮ ॥

তস্য (রাজঃ) সেনা পরিচ্ছদঃ (আসীৎ), অর্থ-সাধনম্ তু দয়ামেব।—(কিং ভৎ দয়ম্ ?) শাস্ত্রেষু অকুষ্টিতা বুদ্ধিঃ, (ভবা) ধনুবি চাততা মৌর্কী চ ॥ ১৯ ॥

সংবৃতমস্তস্য গৃঢ়াকারেদ্রিতস্য চ তস্য (রাজঃ) প্রারম্ভাঃ প্রাক্তনাঃ সংস্কারা ইব ফলান্নমোয়াঃ (আসন্) ॥ ২০ ॥

সঃ অত্রস্তঃ সন্ আয়া-ন-মাত্রস্তো ভেজে, অগ্নুঃ সন্ অর্থম্ আদদে, (ভবা) অসন্তঃ সন্ স্ত্রুমম্বভূৎ ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—তাহার যেমন সর্গশ্রেষ্ঠ আকার, বুদ্ধিও সেই-রূপ সর্গাভিযায়িনী। আবার যেমন বুদ্ধি, শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানও তদনুরূপ ছিল। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানের অনুরূপ বৃহৎ বৃহৎ বস্তুর অন্বেষণ করিতেন এবং তৎ তৎ কক্ষানুরূপিনী সিদ্ধিও তাঁহাকে আসিয়া বরণ করিত। তাঁহার সকলই ছিল বিরাট ॥ ১৫ ॥

তিনি ভেজঃ-পতাপাদ এবং দয়া-দাক্ষিণ্যাদি—এই উভয়বিধ ভয়ঙ্কর এবং কোমল রাজ-গুণাবলীতে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া তাহার উপজীবীদের পক্ষে তিনি যেমন অগম্য অর্থাৎ ভয়ের হেতু ছিলেন, তেমনই আবার সুকোমল

গুণাবলীর আবর্ষণে, তাহাদের অন্তস্ত স্ত্রুমম্ব অর্থাৎ আশ্রয়-ণীয়ও ছিলেন। এক কথায় তিনি সমুদ্রবৎ ভীষণ অথচ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। নানাবিধ হিংস্র জলজন্তুর ভয়ে হঠাৎ কেহ সমুদ্রে প্রবেশ করিতে চাহে না, আবার রত্নাদির আকর্ষণে তাহাতে রত্নাঘেদীর নিভয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

স্তনিপুণ সাংখি-চালিত রথেন চক্র যেমন পূর্ববর্তী রথ-চক্রের বদ্ব্য অর্থাৎ দাগ বা “খাৎ” হইতে সামান্য একটুও এ-দিক ও-দিক যায় না, সেইরূপ তাহার প্রজাগণও তদীয় শাসনপ্রভাবে মনুর সময় হইতে প্রচলিত চিরাচরিত আচার-পদ্ধতি হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইত না ॥ ১৭ ॥

হুয়া যেমন বথাসময়ে সহস্রগুণ প্রদান করিবার নিমিত্তই পৃথিবী হইতে বাষ্পরূপে জল-গ্রহণ করেন, তিনিও স্ত্রুপ প্রজাবৃন্দের চিত্তকর কার্যে অধিকতর ভাবে ব্যয় করিবার জন্য, তাহাদের নিবট হইতে করগ্রহণ করিতেন ॥ ১৮ ॥

ছত্র চামর প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র রাজকীয় আসবাবের মত সৈন্ত-সামন্তও তাহার এ-একটা আসবাব মাত্র ছিল। রাজার রাখিতে হয়, তাই তিনি সেই মত রাখিতেন। নতুবা তাহার শাস্ত্রাদিতে যে অপ্রতিহত বুদ্ধি এবং সর্বদা সজ্জিত শরাসন, এই উভয়ের দ্বারাই তাহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। তিনি এমনই আয়নির্ভরশীল ছিলেন ॥ ১৯ ॥

তিনি অতি গোপনে বস্তুর মন্ত্রণা করিতেন। আকার-ইন্দ্রিতেও কেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। জয়াস্তরীয় সংস্কারেণ গায়, ফল দেখিয়া তাহার কাজ বুঝা যাইত। নতুবা তিনি কি ভক্ত কি করিতেছেন, তাহা ঘূণাক্ষরেও কেহ কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে জ্ঞানিতে পারিত না ॥ ২০ ॥

তিনি ভীত না হইয়া ধম্মাচরণ, লুক্ক না হইয়া অর্থগ্রহণ এবং আসক্ত না হইয়া বিষয় ভোগ করিতেন ॥ ২১ ॥

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ভ্যাগে শ্লাঘা-বিপর্যায় । গুণা গুণানুবন্ধিহাং তস্মা সপ্রসবা ইব ॥ ১১ ॥
 অনাকুষ্ঠস্ত বিষয়েকিচ্ছানাং পারদৃশনঃ । তস্মা ধর্মরতেরাসীদ বুদ্ধত্বং জরসা বিনা ॥ ১৩ ॥
 প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি । স পিতা পিতরত্নাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥ ২৪ ॥
 স্থিতৌ দণ্ডয়তো দণ্ডান্ পরিণেতুঃ প্রস্তুতয়ে । অপার্থক্যমৌ তস্মাস্তাং ধর্ম্য এব মনীষিণঃ ॥ ২৫ ॥
 ছদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্ত্রায় মঘবা দিবম্ । সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুভূবন-দ্রয়ম্ ॥ ১৬ ॥
 ন কিলানুযযুস্তস্মা রাজানৌ রক্ষিতুর্যশঃ । বাবুস্তা যৎ পরশ্বেভ্যঃ শ্রুতৌ তস্মরতা স্থিতা ॥ ২৭ ॥
 দ্বেষ্টোহপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্মাং শৃণু যথোষধম্ । তাজো দুষ্টঃ পিয়োহিপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা ॥ ২৮ ॥

অন্বয় .—(তস্ত) জ্ঞানে (সতি) মৌনং, -শক্তৌ (সত্যং) ক্ষমা, ভ্যাগে (সতি) শ্লাঘা-বিপর্যায়ঃ (আসীৎ)
 তস্ত গুণাঃ গুণানুবন্ধিত্বং সপ্রসবাঃ ইব (অভূবন্) ॥ ১১ ॥

বিষয়ে: অনাকুষ্ঠস্ত বিজ্ঞানাং পারদৃশনঃ ধর্মরতঃ তস্ত
 (রাজঃ) জরসা বিনা বুদ্ধত্বম্ আসীৎ ॥ ১৩ ॥

প্রজানাং বিনয়াধানাং, রক্ষণাং, ভরণাং, অপি (চ) স
 (রাজা) পিতা) অভূৎ,) তাসাং পিতরঃ (তু) জন্মহেতবঃ
 কেবলং (অভূবন্) ॥ ২৪ ॥

দণ্ডান্ স্থিতৌ দণ্ডয়তঃ, প্রস্তুতয়ে পরিণেতুঃ তস্মা
 মনীষিণঃ অর্থ-কামৌ অপি ধর্ম্যঃ এব আস্তান ॥ ২৫ ॥

স রাজা যজ্ঞায় গাং ছদোহ, মঘবা শস্ত্রায় দিবং ছদোহ ।
 (এবম্) উভৌ সম্পদ্বিনিময়েন ভূবন-দ্রয়ং দধতুঃ ॥ ১৬ ॥

রাজানঃ রক্ষিতুঃ তস্ত যশঃ ন অনুযযুঃ কিল । যৎ
 (যশাং) তস্মরতা পরশ্বেভ্যঃ ব্যবুস্তা (সতী) শ্রুতৌ
 স্থিতা ॥ ২৭ ॥

শিষ্টঃ দ্বেষ্যঃ অপি আর্ন্তস্ত ঔষধমিব তস্ত সম্মতঃ (আসীৎ) ।
 দুষ্টঃ প্রিয়ঃ অপি উরগক্ষতা অঙ্গুলী ইব (তস্ত) ভ্যাগ্যঃ
 আসীৎ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ .—তাহার জ্ঞান-সত্ত্বেও মৌনাবলম্বন, দান-সত্ত্বেও
 শ্লাঘার অভাব এবং শক্তি-সত্ত্বেও ক্ষমা ছিল। (দেখিলে
 মনে হইত) তাহাতে জ্ঞান, শক্তি ও দান প্রভৃতি গুণাবলী
 মৌন, ক্ষমা ও শ্লাঘা প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণের সহিত সোদরের
 জায় অবিরোধে যেন বাস করিতেছে ॥ ১১ ॥

তিনি যুবা হইলেও বিষয়ের মোহে আকৃষ্ট ছিলেন না।
 বেদ-বেদাদি সমস্ত বিজ্ঞায় তিনি পারদর্শী এবং পরম
 ধার্মিক ছিলেন। এই সব দেখিয়া মনে হইত, যেন বুদ্ধবয়স
 তাহার সদা সহচরী জরাকে পরিত্যাগ পূর্বক, তাহাকে

আশ্রয় করিয়াছিল অর্থাৎ যুবা হইয়াও তিনি বিষয়-বিশক্ত,
 পরম-বিদ্বান্ এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন ॥ ১৩ ॥

প্রজাতির শিক্কাদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ—এ
 সমস্তই তিনি করিতেন বলিয়া তিনিই তাহাদের পিতাম্বরূপ
 ছিলেন। আর প্রজাগণের প্রকৃত মাতা-পিতা কেবল
 জন্মের হেতুরূপ গণ্য হইতেন ॥ ২৪ ॥

তিনি লোকহিতকামনায়—নওযোগ্যদিগকে শাস্তি দিতেন
 এবং বংশরক্ষার বাসনায় তিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।
 সুতরাং তাহার অর্থ এবং বিষয়সন্তোষ এই দুই-ই ধর্ম্যভূগত
 ছিল (ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবিধও তাহার ধর্ম্য হইতে
 অভিন্নই ছিল) ॥ ২৫ ॥

মহারাজ দিলীপ যাগ-যজ্ঞাদির নিমিত্ত পৃথিবীকে দোহন
 করিতেন অর্থাৎ বৈধ রাজকর ও অগ্রাণ্ড যজ্ঞীয়দ্রব্য সংগ্রহ
 করিতেন। আবার স্বর্গপতি ইন্দ্রও রাজার যজ্ঞে পরিতুষ্ট
 হইয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিবার নিমিত্ত স্বর্গকে দোহন
 অর্থাৎ প্রচুর বারির্বর্ষণ করিতেন। এই ভাবে স্বর্গমর্তের দুই
 অধিপতি পরস্পরের সম্পদের বিনিময়েই যেন পরস্পরের
 রাজ্যের পোষণ করিতেন ॥ ২৬ ॥

অগ্রাণ্ড নৃপতিগণ রাজ্য রক্ষণ-নিগূণ দিলীপের যশঃ কখনও
 অনুকরণ করিতে পারেন নাই। কেন না, তাহার রাজত্বকালে
 ‘চৌর্য’ এই শব্দটি কেবল ভাষাতেই ছিল, ইহার কার্য
 আদৌ ছিল না—অর্থাৎ পরের ধনাদি, তাহার সময়ে কদাচ
 অপহৃত হইত না ॥ ২৭ ॥

পরম শত্রুও সজ্জন হইলে, রোগীর নিকটে তিলক ঔষধের
 গ্রায়—তাহার অনুমত অর্থাৎ প্রিয় হইতেন। আবার অতিপ্রিয়
 ব্যক্তিও যদি দোষ-সুপ্ত হইতেন, তবে তাহাকে সর্পদষ্ট
 অঙ্গুলীর জায় তিনি ভৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতেন ॥ ২৮ ॥

তং বেদা বিদদে নুনং মহাভূত-সমাধিনা । তথাহি সৰ্বে তস্মাসন্ পরার্থৈক-ফলা গুণাঃ ॥ ১৯ ॥
 স বেলাবপ্র-বলয়াঃ পরিশী-কৃত-সাগরাম্ । অনন্ত-শাসনামুখী শশািসৈক-পুরীমিব ॥ ২০ ॥
 তস্মা দাক্ষিণ্যকৃতেন নায়্য মগধবংশজা । পত্নী সুদক্ষিণেতাঙ্গী-দধবরশ্চৈব দক্ষিণা ॥ ২১ ॥
 কলত্রবন্ত-মাত্মান-মবরোধে মহতাপি । তয়া মেনে মনস্বিত্যা লক্ষ্মা চ বসুধাদিপঃ ॥ ২২ ॥
 তস্মা-মাত্মাক্রপায়া-মায়-জন্ম-সমুৎসুকঃ । বিলম্বিত-ফলৈঃ কালঃ স নিনায় মনোরথৈঃ ॥ ২৩ ॥
 সন্তানার্থায় বিদয়ে স্বভূজাদবতারিতা । তেন বৃজ্জগতো গুরুবী সচিবেষু নিচিক্ষিপে ॥ ২৪ ॥
 অথাভার্তা বিধাতারঃ প্রমতো পুত্র-কামায়া । তৌ দম্পতী বশিষ্ঠস্ম গুরোজগাতুরাশ্রমম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—বেদাঃ তং মহাভূত-সমাধিনা নুনং বিদদে । তথাহি তস্মা (রাজ্যঃ) সৰ্বে গুণাঃ পরার্থৈকফলাঃ আসন্ ॥ ১৯ ॥

সঃ (দিলীপঃ) বেলা বপ্র বলয়াঃ পরিশীকৃত-সাগরাম্ অনন্ত-শাসনাম্ উক্যাম্ একপুত্রীম্ ইব শশািস ॥ ২০ ॥

তস্মা (রাজ্যঃ) মগধবংশজা দাক্ষিণ্যকৃতেন নায়্য অধবরশ্চৈব দক্ষিণা (পত্নী) ইব সুদক্ষিণা ইতি (প্রসিদ্ধা) পত্নী আসীৎ ॥ ২১ ॥

বসুধাদিপঃ (সঃ) অবরোধে মহতি (সতি) অপি মনস্বিত্যা তয়া (সুদক্ষিণয়া) লক্ষ্মা চ আত্মানং কলত্রবন্তং মেনে ॥ ২২ ॥

সঃ আত্মাক্রপায়াং ভাত্যাম্ (পত্নীম্) আত্মজন্ম-সমুৎসুকঃ (সন্) বিলম্বিত ফলৈঃ মনোরথৈঃ কালঃ নিনায় ॥ ২৩ ॥

তেন (দিলীপেন) সন্তানার্থায় বিদয়ে স্বভূজাৎ অব-তারিতা জগতো গুরুবী পুঃ সচিবেষু নিচিক্ষিপে ॥ ২৪ ॥

অথ পুত্র-কামায়া প্রমতো তৌ দম্পতী (রাজা রাজ্ঞী চ) বিধাতারম্ অভ্যর্চ্য গুরোঃ বশিষ্ঠস্ম আশ্রমং ভ্রূতুঃ ॥ ২৫ ॥

বক্তার্থঃ—বিধাতা যে যে উপাদানে গন্ধমহাভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেও নিশ্চয়ই সেই সেই উপাদানের দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলেন । কেন না, ক্ষিত-অপ-ভূত-ময়-ব্যোম এই গন্ধমহাভূতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি পঞ্চ গুণ যেমন শুদ্ধ পরের প্রয়োজনেই লাগিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারও সমস্ত গুণ গরার্থেই লাগিত ॥ ২৯ ॥

ভুব-বিজয়ী মহারাজ দিলীপ স্বীয় নাকুলে এই বিশাল

পৃথিবীকে একটি রাজপুরীর হায় অনায়াসে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । সহস্রসমূহ যেন ছিল তাঁহার সেই পৃথিবীরূপ রাজপুরীর বিশাল পরিধা এবং সহস্রের বেলাভূমি ছিল যেন সে পুরীর অজন্ম প্রাচীর অর্থাৎ তিনি সসাগরা ধরণীকে অনায়াসে শাসন করিতেন, এমনই তাঁহার নৈপুণ্য ছিল ॥ ২০ ॥

দয়াদাক্ষিণ্যাদি নানা গুণে বিভূষিতা, সুদক্ষিণা নারী মগধ-রাজ-নন্দিনী, যজ্ঞের দক্ষিণার ত্রায়, তাঁহার প্রধান মহিষী ছিলেন ॥ ২১ ॥

যদিও দিলীপের আরও অনেক পত্নী ছিলেন, কিন্তু তিনি উদার-হৃদয়া মহিষী সুদক্ষিণা এবং রাজ-লক্ষ্মী এই দুইটির দ্বারাই নিজকে প্রকৃত কলত্রবান্ (ভাৰ্য্যাবান্) বলিয়া গর্ক করিতেন ॥ ২২ ॥

রাজা দিলীপ সেই আত্মাক্রপিনী পত্নী সুদক্ষিণার গর্ভে একটি পুত্রজন্মের জন্য নিত্যন্ত উৎসুক হইয়া, মনোরথসিদ্ধির বিলম্বহেতু বড়ই দুঃখে কালতিপাত করিতেছিলেন ॥ ২৩ ॥

পরিশেষে তিনি সন্তান-জন্মের জন্য দৈবকারণ্যের অহুষ্ঠানের উদ্দেশে বিশাল সাম্রাজ্যের গুরভার মন্ত্রিমণ্ডলের হস্তে হস্ত করিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর সেই রাজা ও রাজ্ঞী পুত্র-কামনায় একান্ত সংযত হইয়া বিধাতার অক্ষানপূর্বক কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে (বৈরাগ্যস্তির নিমিত্ত) যাত্রা করিলেন ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্যঃ—একটা কথা আছে—দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ বিফল । দক্ষিণা যজ্ঞের পত্নী । সুদক্ষিণাও রাজার মূর্তিমতী সার্থকতা ছিলেন । উভয়ের যেন এক সত্তা ছিল । একতরের অভাবে অজ্ঞের যেন কোনও সার্থকতা থাকিত না । এমনই পরস্পরের বন্ধন ছিল ॥ ২১ ॥

ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে—বালিদাস কবিতার ও বজ্রনার আলোচয়ন্ত্রের সাহায্যে যেমন সুন্দর ভাবে ও সতর্কহস্তে পাঠকের অজ্ঞাতসারে তদীয় হৃদয়ে সনাতন আর্ধ্য-ধর্মের প্রভাব অহুস্মিত করিয়া দিতেছেন । ক্রমে দেখিব,

স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্যোয-মেক-সুন্দনমাস্থিতৌ । প্রাবৃষেণং পয়োবাহং বিছাদৈরাবতাবিব ॥ ৩৬ ॥
 মা ভূদাশ্রম-পীড়তি পরিমেয়-পুরন্দরৌ । অন্তঃপাবিশেষাং তু সেনাপরিগতাবিব ॥ ৩৭ ॥
 সেবামানৌ সূখ-স্পর্শৈঃ শাল-নির্যাস-গন্ধিভিঃ । পুষ্প-রেণুংকিরিতবাতৈ-রাধুত-বনরাজিভিঃ ॥ ৩৮ ॥
 মনোভিরামাঃ শৃগন্তৌ রথনেমিস্বনোগুথৈঃ । যড়-জ-সংবাদিনী কেকা দ্বিধা-ভিন্নাঃ শিখণ্ডিভিঃ ॥ ৩৯ ॥
 পরস্পরাঙ্গি-সাদৃশ্য-মদুরোজ্জ্বিত-বদ্যসু । মৃগ-দন্দেব পশ্যন্তৌ সান্দনাবদ্ধ-দৃষ্টিষু ॥ ৪০ ॥
 শ্রেণীবদ্ধা দ্বিত্বস্তাং তোরণ-শ্রুতম্ । সারঙ্গৈঃ কল-নিহ্নাদৈঃ কচিচ্চরমিতাননৌ ॥ ৪১ ॥

অর্থ :- (বিশৃঙ্খলিত) ১) স্নিগ্ধগম্ভীরনির্যোযম একং তেজঃপতাবে মনে হইল, যেন তাঁহারা কত সেনায় পরিবৃত্ত
 সুন্দনম্ আস্থিতৌ প্রাবৃষেণং পয়োবাহং আস্থিতৌ বিছাদৈরা-
 বতৌ ইব (তৌ দম্পতী ভগ্নাতুরিত পূর্ণেণ সম্বন্ধঃ) ॥ ৩৬ ॥ হইয়াই যাইতেছেন ॥ ৩৭ ॥

আশ্রমপাড়া মা ভূৎ ইতি পরিমেয় পুরন্দরৌ । তু (কিন্তু)
 অমৃতাব-বিশেষাং (হেতোঃ) সেনাপরিগতৌ ইব ॥ ৩৭ ॥ তাঁহাদের যাত্রাকালে অভিলಾষ-সিদ্ধির প্রধান চিহ্ন
 সূখ-স্পর্শৈঃ শাল-নির্যাস-গন্ধিভিঃ আপৃত-বন-রাজিভিঃ অশুকল বায় মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া বনরাজিকে ঈশং
 পুষ্পরেণুংকিরৈঃ বাতৈঃ সেব্যাননৌ ॥ ৩৮ ॥ আন্দোলিত করিতে লাগিল। শালতরুর পত্রভেদে সুগন্ধযুক্ত
 রথ-নেমি-স্বনোগুথৈঃ শিখণ্ডিভিঃ দ্বিধা-ভিন্নাঃ যড়-জ-সংবাদিনী মনোভিরামাঃ কেকাঃ শৃগন্তৌ ॥ ৩৯ ॥ এবং কুসুমপাগবাহী সেই মধুর বায়ু তাঁহাদিগকে সেবা
 করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

মদুরগণ তাঁহাদের রথের সেই মেঘমগ্ন চক্রধ্বনি-শ্রবণপূর্বক
 মেঘধ্বনি-লমে রথের দিকে বর্ষা উত্তোলন করিয়া চাহিল
 এবং দ্বিবিধ যড়-জ-সদৃশ মধুর কেকারব করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥
 মদুর সেই আশ্রমপথে কোন জীবহিংসা ছিল না। তাই
 অনুরোধে, মৃগমিথুনসমূহ গতিশীল রথের পথ ছাড়িয়া রথের
 দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তখন রাজ্যী মৃগের চক্ষে
 রাজার নয়নের এবং রাজা কুঞ্জীর চক্ষে রাজ্যীর নয়নের সাদৃশ্য
 মিলাইয়া দৃষ্টিতে লাগিলেন ৪০ ॥

শ্রেণীবদ্ধাং অন্তস্তাং তোরণযুগং বিত্বদ্যভিঃ কলনিহ্নাদৈঃ
 সারঙ্গৈঃ কচিৎ উরমিতাননৌ ॥ ৪১ ॥ অনুরোধে, মৃগমিথুনসমূহ গতিশীল রথের পথ ছাড়িয়া রথের
 দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তখন রাজ্যী মৃগের চক্ষে
 রাজার নয়নের এবং রাজা কুঞ্জীর চক্ষে রাজ্যীর নয়নের সাদৃশ্য
 মিলাইয়া দৃষ্টিতে লাগিলেন ৪০ ॥
বঙ্গার্থ :- বর্ষাকালে মধুর-গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত মেঘে
 আরোহণ করিয়া বিছাদ এবং পায়ের যেনন যায়, তেননই
 তাঁহারা উভয়ে স্নিগ্ধ-গম্ভীরধ্বনিবিশিষ্ট একই রথে চড়িয়া
 যাইতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

পাছে আশ্রমের শান্তিভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় বেশা
 লোকজন তাঁহারা সঙ্গে লন নাই, তথাপি শারঙ্গিক
 করিয়া দেখিতেছিলেন ॥ ৪১ ॥

দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, গো-ব্রাহ্মণের সেবা, অতিথি-সৎকার, লোক-বঞ্জন এবং কৃত্যের পালনার্থে দেবেরও অসাধ্য কার্যের
 অমুষ্ঠান মাছুষের দ্বারা করাইয়াছেন। শতবৎসরব্যাপিনী শত শত বাগ্মীর বক্তৃতায় যে ফল না ফলিত, কবির এই কৌশলময়ী
 কল্পনাসুন্দরীর একবার মাত্র আবির্ভাবে তাহা হইয়াছে। পাঠকের হৃদয়ে একটা কল্পবৃক্ষ, একটা ধর্মের বন্ধনের ড্রাপ
 পড়িয়াছে। সংহিতাদিতে ধর্মমূলক কল্পবৃক্ষ উপদেশ প্রচুর আছে, কিন্তু তদপেক্ষা এইরূপ কবিকোশলে অধিক ফল হয়।
 কবির মধুর স্বরূপ আবরণে, শরৎকালিত তিলক ঔষধের জায় এই কল্পবৃক্ষ উপধ সবলেই সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত ও
 নিরাময় হইবেন—সন্দেহ নাই। পাঠকের হৃদয়ে অতিক্রান্ত হবে একটা সৎকালের রেখা চিরন্তনরূপে টানিয়া দিয়াছেন।
 সাগরী ধরণীর অধিপতি আবুল হইয়া মহিমার সহিত দুর্দৈবপ্রতিকারের জন্য গুণগুণে চলিলেন, আধাধর্মের ইহা
 মনোহর চিত্র !

৩৬ হইতে ৪৩ কবিতা পঞ্চাশত রাজা ও রণীর গুণগুণে যাত্রার বর্ণন। কবির অগ্রগণ্য কল্পনায় সেই শান্ত ভূপোবনের,
 ভূপোবন-পথের ও পারিপার্শ্বিক বস্ত্তসমূহের কি সুন্দর চিত্রই পরিদৃষ্টিত হইয়াছে। পাঠকগণের যেন কেমন একটা আবেশে
 ভ্রমায় হৃদয় ছাইয়া আসে। প্রকৃতিসুন্দরী তাঁহার সৌন্দর্যের ভাণ্ডার কবির সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছেন, আর কবির

পবনস্তানুকূলত্বাৎ প্রার্থনা-সিদ্ধি-শংসিনঃ । বজ্রোভিস্তরগোৎকৌর্ণৈ-রম্পৃষ্টালক-বেষ্টনৌ ॥ ৪২ ॥
 সরসীস্বরবিন্দানাং বীচি-বিক্ষোভ-শীতলম্ । অমোদমুপজিভ্রতো অনিষ্টাসানুকারিণম্ ॥ ৪৩ ॥
 গ্রামেষাং-বিসৃষ্টেষু যুপচিহ্নেষু যজ্ঞনাম্ অমোঘাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তা-দর্শনাত্মপদমাশিষঃ ॥ ৪৪ ॥
 হৈয়ঙ্গবীন-মাদায় ঘোষণদ্বাত্তপস্থিতান্ । নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বহান্নাং মার্গ-শাখিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
 কাপাভিখা তয়োরামীদ বজ্রতো শুদ্ধবেশয়োঃ । হিমনিম্মুক্তয়োঃসংগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব ॥ ৪৬ ॥
 তত্বে ভূমিপতিঃ পট্টো দর্শয়ন প্রিয়ার-দর্শনঃ । অপি লজ্জিতমক্খানাং বুধে ন বুধোপমঃ ॥ ৪৭ ॥
 স দুঃপ্রাপযশাঃ প্রাপ-দাশ্রম শ্রান্ত-বাহনঃ । সায়াঃ সংসমিনস্থস্য মহর্ষের্মহিষীসখঃ ॥ ৪৮ ॥

অর্থঃ—প্রার্থনা-সিদ্ধি-শংসিনঃ পবনস্তানুকূলত্বাৎ তুরগোৎকৌর্ণৈঃ বজ্রোভিঃ অম্পৃষ্টালকবেষ্টনৌ ॥ ৪২ ॥

সরসীস্বরবিন্দানাং বীচি-বিক্ষোভ-শীতলং অনিষ্টাসানুকারিণম্ অর-বিন্দনাম্ অমোদম উপজিভ্রতো ॥ ৪৩ ॥

গ্রামবিসৃষ্টেষু যুপচিহ্নেষু গ্রামেষু যজ্ঞনাম্ অমোঘাঃ আশিষঃ অর্ঘ্যানুপদং প্রতিগৃহ্ণন্তৌ ॥ ৪৪ ॥

হৈয়ঙ্গবীনম্ আদায় উপস্থিতান্ ঘোষণদ্বান্ বহান্নাং মার্গশাখিনাং নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ (তৌ দম্পতৌ আশয়ং জগতুঃ) ॥ ৪৫ ॥

বজ্রতোঃ শুদ্ধবেশয়োঃ তয়োঃ হিমনিম্মুক্তয়োঃ চিত্রাচন্দ্র-মসোঃ ইব যোগে (সতি) কাপি অভিখা আসীৎ ॥ ৪৬ ॥

প্রিয়দর্শনঃ বুধোপমঃ ভূমিপতিঃ পট্টো তৎ তৎ (দ্রষ্টব্যঃ বস্ত্র) দর্শয়ন লজ্জিতম্ অপি অক্খানাং ন বুধে ॥ ৪৭ ॥

দুঃপ্রাপ-যশাঃ শ্রান্ত-বাহনঃ মহিষী-সখঃ স রাজা সায়াঃ সংযমিনঃ ভক্ত মহর্ষেঃ আশ্রমং প্রাপৎ ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গার্থঃ—অভিলাষসিদ্ধির প্রথম এবং প্রধান চিহ্ন বায়ু অনুকূলভাবে বহিতেছিল বলিয়া রথারোহিত থলিপটল রাজার উষ্ণব বা রাণীর চূর্ণবস্ত্র স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না ॥ ৪২ ॥

আশ্রমগমনকালে পথিমধ্যে কোথাও সরোবর-সমূহের ক্ষুদ্রভরঙ্গম্পর্কে সুশীতল, পদ্মপরাগবাহী মনঃসমীরণ আভ্রাণ করিতে করিতে তাঁহারা যাইতে লাগিলেন । সে সমীরণ যেন তাঁহাদেরই নিশ্বাসের শুষ্করূপ বহিয়া তাঁহারা মনে করিতেছিলেন ॥ ৪৩ ॥

মহারাজ দিলীপ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে যে সমুদয় গ্রাম

গুরুর দান করিয়াছিলেন, বজ্রীয় যুপ-বাটের দ্বারা সেই সেই গ্রাম চিহ্নিত ছিল । আজ যাইবার সময়ে সেই গ্রামসমূহের যাজ্ঞিকগণ আশীর্বাদ করিতে আসিয়া পথের ধারে দাঁড়াইলেন এবং নৃপতিও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্ঘ্য ও আশীর্বাদ অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

রাজা ও রাণী যাইতেছেন—শুনিয়া গোপ পল্লীর বৃদ্ধ ঘোষণগণ সন্তোঃপ্রস্তুত উত্তম যত্ন লইয়া উপচৌকন দিতে উপস্থিত হইল । নৃপতিও “এটা কি গাছ ? এ পথে কোথায় যাইতে হয় ?—” ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে করিতে চলিলেন ॥ ৪৫ ॥

সেই রাজ-দম্পতী নয়নাভিরাম অতি উজ্জ্বল বেশে গমন করিতেছিলেন । স্তরার শিশিরাবসানে চিত্রা নক্ষত্র ও চন্দ্রের মিলনে যে অপূর্ণ শোভা হয়, তাঁহাদেরও ভজপ শোভা হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

শৌর্যদর্শন এবং প্রাকৃতিকসৌন্দর্য্যদর্শন-পট্ট রাজা মহিষীকে সেই সুন্দর সুন্দর দর্শনীয় পদার্থগুলি অত্যন্ত মনঃসংযোগ-সহকারে দেখাইতে দেখাইতে কত পংই অভিক্রম করিলেন, কিন্তু অজ্ঞানদৃষ্টা নিবন্ধন, কতদূর আসিলেন, আর কত পংই বা বাকী, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৪৭ ॥

অপ্রতিম-কীর্তি দিলীপ অনেক দূর আসিয়াছেন । রথের অশ্বগুলিও সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পাড়িয়াছে । ক্রমে সাংকাল উপস্থিত হইলে, রাজাও মহিষীর সহিত গুরুদেবের আশ্রমে উপনীত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

কবি কালিদাস নিজে দেখিতেছেন—উপভোগ করিতেছেন,—অপরকেও দেখাইতেছেন ও উপভোগ করাইতেছেন । রাজা ও রাণীর নিরঙ্কর, অনাড়ম্বর, ভক্তিরসোচ্ছল হৃদয়ের ছবি যেন মুহূর্ত্তে পরিগ্রহ করিয়াছে ।

বনাস্তুরাভূপারূঢ়ৈঃ সমিং-কুশ-ফলাহরৈঃ । পূর্যমাণমদৃশ্যাগ্নি-প্রত্নাদ্যাতৈস্তপস্বিভিঃ ॥ ৪৯ ॥
 আকীর্ণমৃষিপত্নীনা-মুটজ-দ্বাররোধিভিঃ । অপতৈর্যিব নীবার-ভাগধেয়োচিঠৈর্মৃগৈঃ ॥ ৫০ ॥
 সেকান্তে মুনি-কল্যাভিস্তংক্ষণোজ্জ্বলিতবৃক্ষকম্ । বিশ্বাসায় বিহঙ্গানা-মালবালাম্পায়িনাম্ ॥ ৫১ ॥
 আতপাত্যয়সংক্ষিপ্ত-নীবারাসু নিষাদিভিঃ । মৃগৈর্বভিত-রোমস্ত-মুটজাঙ্গন-ভূমিষ ॥ ৫২ ॥
 অভূখিতাগ্নি-পিশুনৈ-রতিথীনাশ্রমোন্মথান্ । পুনানং পবনোদ্ধৃতৈশ্চ মৈরাভূতি-গন্ধিভিঃ ॥ ৫৩ ॥
 অথ যন্তারনাদিশ্য ধূয়ান বিশ্রাময়েতি সঃ । তামবারোহয়ং পত্নীং রখাদবততার চ ॥ ৫৪ ॥
 তস্মৈ সভাঃ সভাৰ্যায় গোপ্তে গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ । অর্হণামর্হতে চক্রমূর্নয়ো নয়-চক্ষুযে ॥ ৫৫ ॥
 বিধেঃ সায়ন্তনস্তাস্তে স দদর্শ তপোনিধিम् । অধামিতমবদন্তা স্বাহয়েব হবিভূজম্ ॥ ৫৬ ॥

অম্বয়।—(পুনঃ কিস্তৃতং আশ্রমঃ ?) বনাস্তুরাং উপারূঢ়ৈঃ সমিংকুশফলাহরৈঃ অদৃশ্যাগ্নি-প্রত্নাদ্যাতৈঃ তপ-স্বিভিঃ পূর্যমাণম্ ॥ ৪৯ ॥

নীবারভাগধেয়োচিঠৈঃ উটজদ্বাররোধিভিঃ ঋষি-পত্নীনাম্ অপতৈর্যিব মৃগৈঃ আকীর্ণম্ ॥ ৫০ ॥

(পুনঃ কিস্তৃতং আশ্রমঃ ? : প্রাপ্তং ?) আলবালাম্প-পায়িনাং বিহঙ্গানাং বিশ্বাসায়, সেকান্তে মুনি কল্যাভিঃ তংক্ষণোজ্জ্বলিত-বৃক্ষকম্ ॥ ৫১ ॥

আতপাত্যয়-সংক্ষিপ্ত-নীবারাসু উটজাঙ্গনভূমিষ নিষা-দিভিঃ মৃগৈঃ বভিত-রোমহম্ ॥ ৫২ ॥

আহতি-গন্ধিভিঃ, পবনোদ্ধৃতৈঃ অভূখিতাগ্নি-পিশুনৈঃ ধূমৈঃ আশ্রমোন্মথান্ অতিথীন পুনানম্ ॥ ৫৩ ॥

অথ সঃ (রাজা) “ধূয়ান্ বিশ্রাময়”—ইতি যন্তারম আদিশ্য রথাং অবততার, তাং চ অবারোহয়ং ॥ ৫৪ ॥

সভাঃ গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ মুনয়ঃ, সভাৰ্যায় গোপ্তে অহতে নয়চক্ষুযে তস্মৈ (রাজে) অর্হণং চক্রুঃ ॥ ৫৫ ॥

সায়ন্তনস্ত বিধেঃ অস্তে স্বাহয়া অধাসিতং হবিভূজম্ ইব অরুদ্রত্যা অধাসিতং (ভং) ভপোনিধিং সঃ (রাজা) দদর্শ ॥ ৫৬ ॥

বজ্রার্ঘ্য।—দিবাবসানে আশ্রমের সে সৌন্দর্য বড়ই চমৎকার। সমিং, কুশ ও নানাবিধ ফল প্রভৃতি আহরণ-পূরক বন-বনাস্তুর হইতে তপস্বিগণ আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। আশ্রমের হোমাগ্নি অদৃশ্যভাবে যেন ঔহা-দিগকে অভিযুক্ত করিয়া লইতেছে ॥ ৪৯ ॥

ঋষিদিগের সংগৃহীত তৃণধাত্তের কলক অংশ আশ্রমের মৃগগুলি বরাবরই পাইয়া থাকে। ঋষিপত্নীরা তাহাদিগকে

অপভিনির্কীর্ষণে ঘেহ করিতেন। সায়ংকাল আগন্ত, তাই তাহার দলে দলে আসিয়া পর্ণশালার দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

(কেমন আশ্রম ?)—পাছে নিকটে থাকিলে আসিয়া ভাল না পায়, এই ভয় গাঢ়ের গোড়ায় জলসেচন করিয়াই মুনিবর্গের তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন। মৃত্তি-কার বেটনী দ্বারা মূলদেশ বাধাণে ছিল, তাব মধ্যে চল জমিত আপ পাণ্ডুরা নির্ভয়ে আসিয়া তাহা পান করিত ॥ ৫১ ॥

রোদ্র চলিয়া গিয়াছে, পর্ণশালার চত্বরে তৃণধাত্তগুলি শুড়াইয়া রাখা হইয়াছে, আর তারই আশে-পাশে হরিণসমূহ ইয়া শুইয়া ওাবর কাটিতেছে ॥ ৫২ ॥

প্রজ্বলিত হোমানলে আহত দ্রব্য-সমূহের মনোরম গন্ধোদগারী যজ্ঞধুম আশ্রমোত্তম অতিথিদিগকে পবিত্র করিতেছে ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর নরনাথ দিলীপ, রথের অশ্বগুলিকে বিশ্রাম করাইবার নিমিত্ত সারথিকে আদেশ করিয়া নিজে রথ হইতে নামিলেন এবং মহিষীকেও হাত ধরিয়া নামাই-লেন ॥ ৫৪ ॥

জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ, ভপোবনের রক্ষাকর্তা, নীতিবিৎ রাজাকে মহিষীর সহিত আশ্রমে সমাগত দেখিয়া, পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ সায়ংকালীন হোম সমাপনপূরক, স্বাহা-সহিত অগ্নির ত্রায়, পত্নী অরুদ্রভীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ৫৬ ॥

তয়োৰ্জগহতঃ পাদান্ রাজা রাজ্ঞী চ মাগধী । তৌ গুরুগুরুপত্নী চ শ্রীতা । প্রতিনন্দতঃ ॥ ৫৭ ॥
 তমাতিথা-ক্রিয়া-শাস্ত্র-রথক্ষেভ-পরিশ্রমম্ । পপ্রচ্ছ কুশলং রাজো রাজ্যাশ্রম-মুনিং মুনিঃ ॥ ৫৮ ॥
 অথাথর্বনিধেস্তস্য বিজিতারি-পুরঃ পুরঃ । অর্থ্যামর্থপতির্বাচমাদদে বদতাং বরঃ ॥ ৫৯ ॥
 উপপন্নং নন্ত শিবং সপ্তস্বদ্বৈয় যস্য মে । দৈবীনাং মানুযীণাং চ প্রতিহর্তা ভ্রমাপদাম্ ॥ ৬০ ॥
 তব মন্তকৃতো মন্তৈর্দূরাং প্রশমিতারিভিঃ । প্রত্যাশিস্ত ইব মে দৃষ্ট-লক্ষ্য-ভিদঃ শরাঃ ॥ ৬১ ॥
 হবিরাবজ্জিতং হোতাং ! ত্বয়া বিধিবদগ্নিষু । বৃষ্টির্ভবতি শস্ত্রানামবগ্রহ-বিশোষণাম্ ॥ ৬২ ॥
 পুরুষায়ুযজীবিহো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ । যমদীয়াঃ প্রজাস্তস্য হেতুস্তদ্রক্ষাবর্চসম্ ॥ ৬৩ ॥
 ত্বয়েবাং চিন্ত্যমানস্ত গুরুণা ব্রহ্মযোনিনা । মানুবন্ধাঃ কথং ন স্যুঃ সম্পদো মে নিরাপদঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—মাগধী রাজ্ঞী রাজা চ ৬৪ঃ পাদান্
 জগহতঃ । ১) গুরুঃ গুরুপত্নী চ শ্রীতা প্রতিনন্দতঃ ॥ ৫৭ ॥
 আতিথ্য-ক্রিয়া-শাস্ত্র-রথ-ক্ষেভ পরিশ্রমং রাজ্যাশ্রমমুনিং
 তং (রাজাং) মুনিঃ রাজ্যে কুশলং পপ্রচ্ছ ॥ ৫৮ ॥
 অথ বিজিতারি-পুরঃ বদতাং বরঃ অর্থপতিঃ (রাজা)
 অর্থর্ক-নধেঃ তস্ত পুরঃ অর্থ্যাং বাচম্ আদদে ॥ ৫৯ ॥
 যস্য মে দৈবীনাং মানুযীণাং চ আপদাং ত্বং
 প্রতিহর্তা (অসি), (তস্য মে) সপ্তস্ব অজ্ঞেয় শিবম উপপন্নং
 নন্ত ॥ ৬০ ॥

দূরাং প্রশমিতারিভিঃ মন্তকৃতঃ তব মন্তৈঃ দৃষ্ট-লক্ষ্য-ভিদঃ
 মে শরাঃ প্রত্যাশিস্ত ইব ॥ ৬১ ॥

হে হোতাং ! ত্বয়া বিধিবৎ অগ্নিষু আবজ্জিতং হবিঃ
 অবগ্রহাবশোষণাং শস্ত্রানাং বৃষ্টিঃ ভবতি ॥ ৬২ ॥

যমদীয়াঃ প্রজাঃ পুরুষায়ুযজীবিহাঃ নিরাতঙ্কাঃ নিরীতয়ঃ—
 (ইতি) যৎ তস্ত হেতুঃ তদ্রক্ষ-বর্চসম্ (এব) ॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্মযোনিনা গুরুণা ত্বয়া এবং চিন্ত্যমানস্ত নিরাপদঃ মে
 সম্পদঃ মানুবন্ধাঃ কথং ন স্যুঃ ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা দিলীপ ও মগধ-রাজ-নন্দিনী সুদক্ষিণা
 তাঁহাদিগের সমীপে গমনপূর্বক প্রণাম ও পাদ-গ্রহণ করিলেন,
 গুরু এবং গুরুপত্নীও পৃথকভাবে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত ও
 আশীর্বাদ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর আতিথ্য সংকার দ্বারা রাজ-দম্পতির পরিশ্রম
 দূর হইলে, গুরুদেব বশিষ্ঠ, অনাভ্র, রাজা হইয়াও ভোগস্থলে
 উদাসীন, রাজ্যরূপ আশ্রমের মুনিষ্বরূপ দিলীপকে রাজ্যের
 কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তার পর সেই শত্রুর বিজয়ী শরণার্থীতন্ত্রজ বাগ্মি-প্রবর
 রাজা দিলীপ অপর বেদাভিজ্ঞ সেই মহর্ষির সম্মুখে কুতাজলি-
 পুটে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

গুরুদেব ! আপনি যখন আমার দৃষ্টিক মারীভয় প্রভৃতি
 দৈবী আপদের এবং দম্ভ্য-ভঙ্করাদি-কৃত মানুযী আপদের
 নিবারণে তাঁহা করিয়াছেন, তখন আমার রাজ্যেব (স্বামি-অনাত্য-
 স্ত্রহৎ-কোন-সঙ্কে-দুর্গ-বল—এই) সপ্ত বিভাগেই মঙ্গল
 ত অবিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে ॥ ৬০ ॥

আমার শর সকল যাহা দেখে, তাহাই মাত্র ভেদ
 করিতে পারে । আর আপনার মন্ত্রবলে শত্রুগণ দূর হইতেই
 প্রতিহত হয় । অর্থাৎ আপনি মন্ত্রশক্তিদ্বারা নয়নের অগোচর
 শত্রুকেও পরাভূত ও নিবারিত করিয়া থাকেন, কাজে কাজেই
 সেই ময়ের নিকটে আমার শর অকর্মণ্য হইয়া বহিয়াছে ।
 যুদ্ধবিগ্রহাদি রাজ্যের কোথাও নাই ॥ ৬১ ॥

হে যাজ্ঞিক ! আপনি অগ্নিতে যথাবিধি যে হোম করিয়া
 থাকেন, অর্থাৎ ঘৃতাভি দিয়া থাকেন, তাহাই বৃষ্টিরূপে
 পরিণত হইয়া পৃথিবীকে শস্ত্রশালিনী করিয়া থাকে । আপ-
 নার দ্বায় আমার রাজ্যে বৃষ্টির অভাবে অভয়া নাই ॥ ৬২ ॥

আপনার ব্রহ্মভেজের বলেই আমার প্রজাপুঞ্জ শতবর্ষ
 জীবিত থাকে এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সর্ববিধ আতঙ্ক-
 পরিশূন্ত হইয়া নিভয়ে কালাতিপাত করে ॥ ৬৩ ॥

বিধাতার পুত্র আপনার ত্রায় গুরুদেব পূর্বোক্তপ্রকারে
 সতত যে শিষ্যের নদ্ব্যচিন্তা করেন, তাহার রাজ্যে আপদ-
 বিপদ বা কোনরূপ অমঙ্গলের সস্তাবনা কোথায় ? আমার
 একপ্রকার সর্বত্রই মঙ্গল ॥ ৬৪ ॥

কিন্তু বধ্যাঃ তবৈতস্ত্যামদৃষ্ট-সদৃশ-প্রভম্ । ন মামবতি সদীপা রত্নসূরপি মেদিনী ॥ ৬৫ ॥
 নুনঃ মত্তঃ পরঃ বংশাঃ পিণ্ডবিচ্ছেদ-দর্শিনঃ । ন প্রকাম-ভুজঃ শ্রাদ্ধে স্বধা-সংগ্রহ-তৎপরাঃ ॥ ৬৬ ॥
 মৎপরাঃ তুল্লভিং মত্তা নুনমাবজ্জিতং ময়া । পয়ঃ পূর্কৈঃ স্নিঃস্বাসৈঃ কবোক্ষমুপভূজাতে ॥ ৬৭ ॥
 সোহহমিজা-বিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপ-নিমীলিতঃ । প্রকাশশচাপ্রকাশ চ লোকালোক ইবাচলঃ ॥ ৬৮ ॥
 লোকান্তরস্থঃ পুণ্যং তপোদান-সমুদ্ভবঃ , সত্ত্বতিঃ শুদ্ধবংশা হি পরত্রেহ চ শশ্মণে ॥ ৬৯ ॥
 তয়া তীর্ন্য বিদ্যাতমাং কথং পশ্যন্ ন দৃয়সে । সিন্ধুঃ স্বয়মিব স্নেহাদ্ বক্ষ্যমাশ্রমব্রহ্মকম্ ॥ ৭০ ॥
 অসহৃদী-ভগবন্ স্বপ্না-তমাবেহি মে । অরতদমিবালানমনিব্বাণস্তা দন্তিনঃ ॥ ৭১ ॥
 তস্যান মুচ্যে যথা তাত ! সংবিদ্যাতুং তথার্থসি । ইক্ষুবৃণাং তুরাপেতথৈ তদধীনা তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭২ ॥

অস্বপ্ন ।—কিন্তু তব এতস্ত্যং বধ্যাম অদৃষ্ট-সদৃশ-প্রভম্
 মাং সদীপা রত্নসূরপি আপ মেদিনী ন অবতি ॥ ৬৫ ॥

মত্তঃ পরঃ পিণ্ডবিচ্ছেদ-দর্শিনঃ বংশাঃ স্বধা-সংগ্রহ-
 তৎপরাঃ (মত্তঃ) শ্রাদ্ধে প্রকামভুজঃ ন (তবন্তি) নুনম্ ॥ ৬৬ ॥

মৎপরাঃ তুল্লভিং মত্তা ময়া আবজ্জিতং পয়ঃ পূর্কৈঃ স্নিঃ-
 স্বাসৈঃ (কবোক্ষৈঃ) কবোক্ষং (বধ্যা তদা) উপভূজাতে ॥ ৬৭ ॥

ইজা-বিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপ-নিমীলিতঃ : : ৬৮ং লোকা-
 লোকঃ অচল ইব প্রকাশঃ চ অপ্রকাশঃ চ (জাতঃ) ॥ ৬৮ ॥

তপোদান সমুদ্ভবং পুণ্যং লোকান্তরস্থং (ভবতি),
 শুদ্ধবংশা সত্ত্বতিঃ হি পরত্রে ইহ চ শশ্মণে (ভবতি ইতি
 শেষঃ) ॥ ৬৯ ॥

হে বিদ্যাতা ! তয়া হীনবুদ্ধিঃ স্নেহাৎ অস্বপ্ন (এব) সিন্ধুঃ
 বক্ষ্যমাশ্রমব্রহ্মকং ইব পশ্যন্ কথং ন দৃয়সে ॥ ৭০ ॥

হে ভগবন্ ! মে অস্ত্যম লগ্নম্ অনীকীণস্তা দন্তিনঃ অরতদম
 আলানম্ ইব অসহৃদী-ভগবন্ অবোহি ॥ ৭১ ॥

হে তাত ! ভগ্নাৎ যথা (অহং) মুচ্যে তথা সংবিদ্যাতুং
 অর্থসি । তি (যস্ত্যং) ইক্ষুবৃণাং তুরাপে অর্থৈ সিদ্ধয়ঃ
 তদধীনাঃ (ভবন্তি) ॥ ৭২ ॥

বজ্জার্থ ।—তবে আপনার বধূর গর্ভে অচ্যুতপ সন্তান
 উৎপন্ন হইতেছে না বলিয়া সসাগরা ধরণীর ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী লাভ
 করিয়াও আমার হৃদয়ের স্তুতি বা শাস্তি নাই ॥ ৬৭ ॥

আমার পর বংশে আর কেহ পিণ্ড দিবার মত রহিল
 না—দেখিয়া নিশ্চয়ই স্বর্গগত আমার পিতৃপুরুষগণ এখন
 হইতেই শ্রাদ্ধের বিয়দংশ উত্তরবালের নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়া
 রাখিতেছেন বলিয়া ২৫-কৃত শ্রাদ্ধাদিতে আর পর্য্যাপ্ত পরি-
 মাণে আহার করিতে পাইতেছেন না ॥ ৬৬ ॥

আমার অভাবে বংশে আর কেহ জলটুকু দিবার মতও
 রহিল না—দেখিয়া পিণ্ডলোপ আশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া মদীয়
 পুরুপুরুষগণ মৎপ্রেদন্ত জল দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত পান করিয়া
 থাকেন । হায়, তাঁহাদের গেই দুঃখের নিঃশ্বাসে সে জল
 নিশ্চয়ই দ্রব্যদ্রব্য হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

আমি যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা অন্তঃশুদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু
 সন্তানবিচ্ছেদহেতু বাহ্য অন্ধকারে জন্মে আবৃত হইতে
 বসিয়াছি । গুরুদেব ! লোকালোক পুরুষের অভ্যুতর
 সৌরাকরণমালায় আলোকিত থাকিলেও যেমন তাহার
 বহিঃপ্রদেশ তিমিরচ্ছন্ন, অদৃশ্য, অমারও ঠিক সেই দশা ।
 আমার পর সব অন্ধকার ॥ ৬৮ ॥

দেব ! তপস্যা, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা পরজন্মেই
 সুখসন্তোষ হয়, কিন্তু সংপুত্রের দ্বারা ইহলোক পর-
 লোক দুই-ই সুখময় হইয়া থাকে । আমার সে সন্তাননা
 কোথায় ॥ ৬৯ ॥

ইচ্ছাময় ! স্বপ্ন-পরিণামিত আশ্রমতরিতে ফল না হইলে
 যেমন দুঃখানুভব করেন, আমাকে নিঃসন্তান দেখিয়া আপ-
 নার কি ভেদমন দুঃখ হইতেছে না ॥ ৭০ ॥

ভগবন্ ! অস্মাত গজরাজের বন্ধনস্তম্ব যেমন তাহার
 মর্ম্মপীড়াদায়ক হয়, সেইরূপ পিতৃধ্বণের কষ্ট আমার অত্যন্ত
 অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭১ ॥

হে পৃষ্ঠাতম ! সেই অসহ্য পীড়াদায়ক পিতৃধ্বণ হইতে
 যাচাতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায়
 করিয়া দিন । কেন না,—শুধু আশ্রম নহে, চিরদিন ইক্ষুবৃ-
 বংশীয়গণ আপনার কৃপাবলেই অতীব দুষ্কর ও অসাধ্য
 কার্য্যেও সিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছেন ॥ ৭২ ॥

ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজ্ঞা ধ্যানস্থিমিতলোচনঃ । ক্ষণমাত্রমযিস্তম্ভো সুশুশ্রীত ইব হৃদঃ ॥ ৭৩ ॥
 সোতপশ্যৎ প্রণিপাদেনে সন্ততেঃ স্তম্ভকারণম্ । ভাসিতায়া ভূপো ভবু রথেন প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৭৪ ॥
 পুরা শক্রমুপস্থায় তবোক্ষীঃ প্রতি যাস্ততঃ । ভাসীৎ কল্পতরুচ্ছায়ামাশ্রিতা সুরভিঃ পথি ॥ ৭৫ ॥
 ধর্মলোপভয়াৎ রাজ্ঞীমুত্থাতামিমাং সুরন । প্রদক্ষিণক্রিয়াহীয়াং তস্যাং হং সাধু নাচরঃ ॥ ৭৬ ॥
 অবজানাসি মাং যস্মাদতস্তে ন ভবিষ্যতি । মৎপ্রসূতিমনারামা প্রজ্জতি ভাং শশাপ না ॥ ৭৭ ॥
 স শাপো ন হুয়া রাজন্ ন চ সারথিনা শ্রুতঃ । নদতাকাশগঙ্গায়াঃ স্রোতস্বাদ্দমদিগ্গজে ॥ ৭৮ ॥
 ঈপিতং তদবজ্ঞানাদ বিদ্ধি সার্গলমায়নং । প্রতিবরাতি তি শ্রেয়ঃ পূজা-পূজাব্যতিক্রমঃ ॥ ৭৯ ॥
 হবিষে দাযনব্রজ্য স চেদানী প্রচেতনঃ । ভুজঙ্গ-পিহিত-দ্বারং পাতালমদিতিষ্ঠতি ॥ ৮০ ॥

অন্বয়।—রাজ্ঞা ইতি বিজ্ঞাপিতঃ স্বাঃ ধ্যান-স্থিমিত-
 লোচনঃ (সন) সুশুশ্রীতঃ হৃদ ইদ ক্ষণমাত্রং ভবন্তে ॥ ৭৩ ॥

ভাসিতায়া স যুগিঃ প্রণিপাদেনে ভূঃ ভবুঃ সন্ততেঃ স্তম্ভ-
 কারণম্ অপশ্যৎ অথ এনং (সাপনং) প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

পুরা শক্রং উপস্থায় উক্ষীঃ প্রতি যাস্ততঃ তব পথি
 কল্পতরুচ্ছায়াম্ আশ্রিতা সুরভিঃ ভাসীৎ ॥ ৭৫ ॥

ধর্মলোপভয়ং ইমাং রাজ্ঞীং ধর্মলোপভয়াৎ সুরন ত্বং
 প্রদক্ষিণক্রিয়াহীয়াং তস্যাং সাধু ন আচরঃ ॥ ৭৬ ॥

যস্মাৎ নাম অবজানাসি, অতঃ মৎ-প্রসূতিম্ অনারাম্য
 তে প্রজা ন ভবিষ্যতি ইতি সা (সুরভিঃ) ভাং শশাপ ॥ ৭৭ ॥

রাজন্ ! উদ্ভাসিত-দিগ্গজে আকাশগঙ্গায়াঃ স্রোতসি
 নদতি (সতি) সঃ শাপঃ ন হুয়া ন চ সারথিনা শ্রুতঃ ॥ ৭৮ ॥

তদবজ্ঞানং আদ্যনঃ ঈপিতং সার্গলং বিদ্ধি । হি
 (তথাহি) পূজ্য-পূজ্য-ব্যতিক্রমঃ শ্রেয়ঃ প্রতিবরাতি ॥ ৭৯ ॥

সা (সুরভিঃ) চ ইদানীং দৌৰ্ঘ-সত্রজ্য প্রচেতসঃ হবিষে
 ভুজঙ্গ পিহিতদ্বারং পাতালং অধিতিষ্ঠতি ॥ ৮০ ॥

বক্তার্থ।—মহারাজ দিলীপ এই ভাবে নিবেদন করিলে
 মহর্ষি বশিষ্ঠ, ক্ষণকালের জন্ত নয়ন মুদ্রণপূর্বক নিদ্রিত-
 মৎস্য-সমন্বিত জলাশয়ের ত্রায় স্থিমিতভাবে অবলম্বন
 করিলেন ॥ ৭৩ ॥

পবিত্রহৃদয় মহর্ষি ধ্যানযোগে ভূপতির সন্ততির অভাবের
 কারণ অবগত হইলেন এবং নৃপতিকেও তাহা বিবৃত করিতে
 লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

—ভাঃপার্থ্য।—সাগরী পৃথিবীর অধিপতি বিপন্ন হইয়া আকুল-হৃদয়ে মহিষীর সহিত গুরুর নিকটে আসিয়া-
 ন, বিপদের যদি কোন প্রতিবিধান হয় এই অভিপ্রায়ে । তুমি রাজাই হও, আর মহারাজকুবর্তী হও, যখন অসজ্জি-
 ক্ষিত-হৃদয়ে কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছ, তখন তোমাকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে । অজ্ঞান অবস্থায় যে

মহারাজ ! পূর্বে একদিন দেববাজ ইন্দের উপাসনা
 করিয়া আপনি যখন পৃথিবীর দিকে দিগ্গজ হইতেছিলেন,
 তখন আপনার পথের পার্শ্বে বসিয়া কামধেনু সুরভি
 কল্পতরুর ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল ॥ ৭৫ ॥

আপনার এই মহিষী সেই দিন ঋতুমান করিয়া পবিত্র
 হইয়াছিলেন,—সুরর ইন্দের সমীপে উপগত না হইলে ধর্ম-
 লোপ হইবে—এই আশঙ্কায় আপনি ক্ষিপ্তপ্রাণিমন, অর্চ-
 নীয় সুরভিকে প্রদক্ষিণ প্রভৃতির দ্বারা অর্চিত না করিয়াই
 অগ্রায় কাষ্য করিয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥

এই ক্রমীয় জন্ত, তুমি যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিলে,
 তেমনি আমার সন্ততির আরাধনা ব্যতিরেকে তোমার সন্তান
 জন্মিবে না—এই অভিপ্রায়ে সুরভি আপনাকে দিয়াছিল ॥ ৭৭ ॥

রাজন্ ! সুরভির সেই অভিসম্পাতদান সময়ে, উচ্ছৃঙ্খল
 দিগ্গজবৃন্দ মন্দাকিনীর প্রবাহে চীৎকার করিয়া কেলি
 করিতেছিল, তাই আপনি বা আপনার সারথি—কেহই
 তাহা শুনিতে পান নাই ॥ ৭৮ ॥

সেই পূজনীয় কামধেনুর অবজ্ঞা হেতু আপনার মনোরথ
 প্রতিহত হইতেছে । কেন না, পূজনীয়দিগের পূজার ব্যতিক্রম
 ঘটিলে মঙ্গল হয় না ॥ ৭৯ ॥

সেই সুরভি বরুণের দৌর্ঘকালব্যাপী এক যজ্ঞে বধি ঘৃণ্ত
 প্রভৃতি যজ্ঞীয় বস্তু যোগাইবার জন্ত পাতালে এখন বাস
 করিতেছে, সেখানে প্রবেশেরও কোন উপায় নাই । কেন না,
 সেই পাতালদ্বার ভীষণ অঙ্গুর সর্পের দ্বারা নিরুদ্ধ ॥ ৮০ ॥

সুতাং তদীয়াং সুরভেঃ কৃষা প্রতিনিধিং শুচিঃ । আরাধ্য সপত্নীকঃ প্রীতা কামদুখা হি সা ॥ ৮১ ॥
 ইতি বাদিন এবাস্ত হোতুরাহতিসাধনম্ । অনিন্দ্যা নন্দিনী নাম ধেনুরাবরতে বনাৎ ॥ ৮২ ॥
 ললাটোদয়মাভুগ্নং পল্লব-স্নিগ্ধ-পাটল । বিভ্রতী শ্বেতরোমাক্ষং সঙ্কোচ শশিনং নবম্ ॥ ৮৩ ॥
 ভুবং কোষেন কুণ্ডোয়ী মেধ্যেনাবভূতাদপি । প্রস্রবেনাভিবর্ষন্তী বৎসালোকপ্রবর্তিনী ॥ ৮৪ ॥
 রজঃ-কণৈঃ খুরোদ্ধুতৈঃ স্পৃশদভির্গাত্রমস্তিকাং । তীর্থাভিষেকজাং শুদ্ধিমাধানা মহীক্ষিতঃ ॥ ৮৫ ॥
 তাং পুণ্যদর্শনাং দৃষ্ট্বা নিমিত্তজন্তুপোনিধিঃ । যাজ্ঞমাশংসিতাবক্ষ্যপ্রার্থনং পুনরব্রবীৎ ॥ ৮৬ ॥
 অদূরবর্তিনীং সিদ্ধিং রাজন্ বিগণয়াঘ্ননঃ । উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্তিত এব যৎ ॥ ৮৭ ॥

অর্থঃ—(তুঃ বিং কর্তব্যম্?)—তদীয়াং সুতাং
 সুরভেঃ প্রতিনিধিং কৃষা শুচিঃ সপত্নীকঃ (৮) (সন্)
 আরাধ্য । হি (যস্মাৎ) সা প্রীতা (সতী) কামদুখা
 (ভবতি) ॥ ৮১ ॥

ইতি বাদিনঃ হোতুঃ অস্ত্র (মুনেঃ) অহতি-সাধনং
 নন্দিনী-নাম অনিন্দ্যা ধেনুঃ বনাৎ আবরতে ॥ ৮২ ॥

(কিছুতঃ সা ধেনুঃ) পল্লব-স্নিগ্ধ-পাটলা ললাটোদয়ম্
 আভুগ্নং শ্বেতরোমাক্ষং বিভ্রতী, (অন্তঃ) নবং শশিনং বিভ্রতী
 সন্ধ্যা ইব (স্থিতা) ॥ ৮৩ ॥

কুণ্ডোয়ী, বৎসালোকপ্রবর্তিনী কোষেন অবভূতাদপি
 মেধ্যেন প্রস্রবেন ভুবং অভিবর্ষন্তী ॥ ৮৪ ॥

খুরোদ্ধুতৈঃ অস্তিক্যং গাত্রং স্পৃশদভিঃ রজঃকণৈঃ মহী-
 ক্ষিতঃ তীর্থাভিষেকজাং শুদ্ধিম্ আদখানা ॥ ৮৫ ॥

নিমিত্তজঃ তপোনিধিঃ (বিশিষ্টঃ) পুণ্যদর্শনাং তাং
 দৃষ্ট্বা আশংসিতাবক্ষ্যপ্রার্থনং যাজ্ঞং (রাজ্যং) পুনর-
 ব্রবীৎ ॥ ৮৬ ॥

রাজন্! আঘ্ননঃ সিদ্ধিং অদূরবর্তিনীং বিগণয় । যৎ
 (যস্মাৎ) ইয়ং কল্যাণী (নন্দিনী) নাম্নি কীর্তিতে এব
 উপস্থিতা (ভবতি) ॥ ৮৭ ॥

বজ্রার্থঃ—তবে এক উপায় আছে। সেই সুরভির
 স্তন্যকে সুরভির প্রতিনিধিক্রমে যদি আপনি সংযত হইয়া
 মহিষীর সহিত একযোগে আরাধনা করিতে পারেন,
 তবেই এই অভিশাপের প্রতিগ্রসব হইতে পারে। যেহেতু

সেই সুরভি-স্তন্য প্রস্রব হইলে অভিলাস পূরণ করিয়া
 থাকেন ॥ ৮১ ॥

এই কথা বলা মাত্রই হবনবারী ঋষির হোমের প্রধান
 সাধনস্বরূপিণী নন্দিনী নামিকা সেই অনিন্দিনীয়া ধেনু বন
 হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল ॥ ৮২ ॥

সন্ধ্যা যেমন তাঁহার আবাসরূপ ললাটে নবোদিত চন্দ্রমা
 ধারণ করেন, তদ্রূপ সেই পল্লবের ত্রায় স্নিগ্ধ, পাটলবর্ণ-
 বিশিষ্টা ধেনু ললাটে কুঞ্চিত শ্বেতরোমাবলা, ধারণ করায়
 পরম শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৮৩ ॥

বৎস-দর্শনে তাঁহার কুণ্ডের ত্রায় পানন্তন (পালান)
 হইতে প্রস্রবিত দৈঘদুগ্ধ দুগ্ধ-ধারায় ভূমিতল অভিসিক্ত
 হইতেছিল। সে দুগ্ধ-নির্ঘর অবভূতস্নান অপেক্ষাও
 পবিত্রতর ॥ ৮৪ ॥

নন্দিনীর খুরোদ্ধুত ঘূলিপটল নিকটবর্তী রাজার গাত্র-
 স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে তীর্থস্থানের পুণ্যে বিমগ্নিত করিতে-
 ছিল ॥ ৮৫ ॥

নাম করিতে করিতেই নন্দিনী উপস্থিত হইয়াছেন,
 ইহা একটা যে অত্যন্ত শুভলক্ষণ, তাহা ঋষি বিলক্ষণ
 জানিতেন, তাই তাঁহাকে দেখিয়াই তাপস বশিষ্ঠ শিষ্যকে
 কহিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

রাজন্! আপনার মনোরথ-সিদ্ধির আর বড় অধিক
 বিলম্ব নাই, কেন না, এই দেখুন, নাম করিতে করিতেই
 আমার কল্যাণী নন্দিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

অকার্য্য করিয়াছ, এখন সম্ভ্রান্ত অবস্থায় তাহার প্রতিগ্রসব কর। উপযুক্ত ফলভোগ কর,—এই কথা কালিদাস
 বশিষ্ঠের মুখ দিয়া জলধগম্ভীর স্বরে প্রকাশ করাইলেন।

বহুবৃত্তিরিমাং শব্দদাত্তানুগমনেন গাম্ । বিছামভ্যসনেনেব প্রসাদয়িতুমর্হসি ॥ ৮৮ ॥
 প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠেথা: স্থিতায়াং স্থিতিমাচরে: । নিষদ্বায়াং নিষীদাস্ত্যাং পীতাস্তসি পিবেরপ: ॥ ৮৯ ॥
 বধূভক্তিমতী চেনামচ্চিতামাতপোবনাং । প্রযতা প্রাতরদেতু সায়: প্রতাদব্রজেদপি ॥ ৯০ ॥
 ইতাপ্রসাদাদসাস্ত্যং পরিচর্যা-পরে। ভব । অবিলম্বমস্ত তে স্তেরা: পিতবে ধুরি পুত্রিণাম্ ॥ ৯১ ॥
 তথ্যতি প্রতিজগ্রাহ প্রীতিমান্ স-পরিগ্রহ: । আদেশং দেশকালজ: শিষ্য: শাসিতুরানত: ॥ ৯২ ॥

অন্বয়।—বহুবৃত্তি: (সন্) ইমা' গাং শব্দং আত্মা-
 গমনেন অভ্যাসনেন বিছাম্ ইব প্রসাদয়িতুং ওর্হসি ॥ ৮৮ ॥

অস্ত্যাং (নন্দিন্যাং) প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠেথা:; স্থিতায়াং
 স্থিতিম্ আচরে:; নিষদ্বায়াং নিষীদ, পীতাস্তসি অপ: পিবে:
 (সর্বত্র তং ইতি অধ্যাহার্যম্) ॥ ৮৯ ॥

বধু: ৫ ভক্তিমতী প্রযতা (৫) (সতী) অচ্চিতাম্ এনাং গাং
 প্রাত: আতপোবনাং অস্তুতু, সায়ম্ অপি প্রতাদব্রজেৎ ॥ ৯০ ॥

ইতি (অনেন প্রকারেণ) তুম্ আ-প্রসাদাৎ অস্ত্যা: পরি-
 চর্যা-পরে: ভব । তে অবিলম্বম্ অস্ত । পিতা ইব পুত্রিণাং ধুরি
 স্তেরা: ॥ ৯১ ॥

দেশকালজ: প্রীতিমান্ শিষ্য: (রাজা) সপরিগ্রহ:
 আনত: (সন্) শাসিতু: আদেশং তথা ইতি প্রতিজগ্রাহ ॥ ৯২ ॥

বঙ্গার্থ।—এক্ষণে আপনি বহু ফলমূল্যাদি আহার
 করিয়া, অভ্যাসের দ্বারা বিছালাভের ত্রায়, নিরন্তর ইহার
 অমুসরণের দ্বারা ইহাকে সন্তুষ্ট করুন ॥ ৮৮ ॥

নন্দিনী গমন করিলে আপনিও গমন করিবেন, বসিলে

বসিবেন ও দাঁড়াইলে দাঁড়াইবেন এবং নন্দিনী জলপান
 করিলে আপনিও জলপান করিবেন ॥ ৮৯ ॥

আমার এই বধুমাতা সুদক্ষিণাও ভক্তিমতী হইয়া ইহার
 অর্চনা করিবেন এবং প্রভাতে বনগমনকালে তপোবনের
 প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত অল্পগমন ও সায়াহ্নে উক্ত প্রান্তদেশ
 হইতে প্রত্যুদগমন অর্থাৎ অগ্রসর হইয়া অত্যধিক
 করিবেন ॥ ৯০ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত নন্দিনী প্রসন্ন না হইবে, ততদিন এই-
 ভাবে তাহার সেবা করিতে হইবে। রাজন্। আপনার
 মঙ্গল হউক। আশীর্বাদ করি, আপনার পিতা যেমন
 আপনার ত্রায় যোগ্যপুত্র পাইয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ
 সর্বোত্তম পুত্র লাভ করুন ॥ ৯১ ॥

হোমানলের সমীপে হোমাবসানসময়ে গুরু বশিষ্ঠের এই
 উক্তি কদাচ বিফল হইতে পারে না—ভাবিয়া, রাজা
 অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং পত্নীর সহিত আনত মস্তকে
 গুরুর আদেশ স্বীকার করিলেন ॥ ৯২ ॥

ভাঃপর্য্য।—নন্দিনী চলিলে চলিবে, বসিলে বসিবে, দাঁড়াইলে দাঁড়াইবে, পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও
 নন্দিনীর জলগ্রহণের পূর্বে জলস্পর্শ করিতে পাইবে না,—ফলমূল খাইয়া ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন পূর্বক, পত্নীর সহিত একত্রে
 বাস করিতে হইবে, সারাদিন বনচরের ত্রায় বনে বনে ঘুরিতে হইবে,—ইত্যাদি গুরুর কঠোর আদেশ ধরণীর
 অধীশ্বর দিলীপ নীরবে ও প্রসন্নহৃদয়ে মাথা পাতিয়া লইলেন। একদিনের এক মুহূর্তের ভ্রমে, ঋতুস্রাতা পত্নীর কথা মনে পড়ায়
 এক নিমেষের স্থলনে,—এককথায় রাজ-রাজেশ্বরকে মহিষীর সহিত কি কুচ্ছ কষ্টেই পড়িতে হইল। যাঁহার মোহে
 তোমার মতিব্রংশ ঘটিয়াছিল, এখন তাঁহারই সহিত, সেই পত্নীর সহিত, ব্রহ্মচারিতাবে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বাস করিতে
 হইবে, এই তোমার শাস্তি। কোথায় ইহার নিকট সেই বিরহী যক্ষের দণ্ড? এ দণ্ডের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর।
 তোমার ক্ষতি, —“পূজাপূজাব্যতিক্রমের” কথা শুনিয়াছি, এই তার প্রতিপ্রসব—বলিয়াই বশিষ্ঠ,—“মঙ্গল হউক”
 এই ইচ্ছিতে রাজাকে বিদায় করিলেন। অত্ৰ কোন কথা নাই! প্রকৃত গুরুর হৃদয়ের বল যে কত, ইহা তাহারই
 প্রমাণ। আবার পূর্বোক্ত ৫৬ শ্লোকে গুরুগৃহে রাজা আসিয়াছেন,—বশিষ্ঠ হোমগৃহে সন্ধ্যাবন্দনাদিতে নিমগ্ন,
 রাজা বসিয়া আছেন, রাণী বসিয়া আছেন, এখন দেখা হইবে না। বিলম্ব করিতে হইবে।—কি চমৎকার দৃশ্য! হায় রে
 কাল। কবি কালিদাস আর্য্যধর্ম্মের এই যে চিত্র অঙ্কন করিলেন, ইহার তুলনা নাই।

গুরুদেব বশিষ্ঠ উপবিষ্ট, সমীপে দেবী অরুন্ধতী আসীন; হোমায়িসৌরভে সে স্থল আমোদিত। তথায় উপস্থিত
 হইয়াছেন রাজা দিলীপ, সঙ্গে আত্মানুরূপিণী প্রিয়ভামা পত্নী সুদক্ষিণা। আকাজক্ষা—পুত্রলাভ! কি সুন্দর আলোচ্য! আর
 একবার দেখিয়াছি, জগন্তের আদি জনক-জননী মারীচ ও অদিত উপবিষ্ট, তথায় উপস্থিত হইয়াছেন নানাদৃশ-বিধুর
 রাজা দুয়ন্ত, সঙ্গে পতিপ্রাণা কণ্বহিষ্ঠা শকুন্তলা ও দেবশিশুবৎ সর্বদমন। কবির উদ্দেশ্যে উভয়স্থলেই অনেকটা এক ॥ ৮৮ ৮৯ ॥

অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ সংবেশায় বিশাম্পতিম্ । সূনুঃ সূনুত-বাক্শ্রুত্বিসসর্জোজ্জিতশ্রিয়ম্ ॥ ৯৩ ॥

সত্যামপি তপঃসিন্ধৌ নিয়মাপেক্ষয়া মুনিঃ । কল্পবিৎ কল্পয়ামাস বহ্ন্যমেবাস্ত্র সংবিধাম্ ॥ ৯৪ ॥

নির্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালামধ্যাস্ত্র প্রযতপরিগ্রহ-দ্বিতীয়ঃ ।

তচ্ছিষ্যাধ্যয়ন-নিবেদিতাবসানাং সংবিষ্টঃ কুশ-শয়নে নিশাং নিনায় ॥ ৯৫ ॥

অর্থ্য।—অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ সূনুত-বাক্ শ্রুত্বঃ প্রসন্নতায় বর্দ্ধিত-কান্তি নরপতি দিলীপকে নৈশবিরামের
সূনুঃ (বশিষ্ঠঃ) ঐজ্জিতশ্রিয়ঃ বিশাম্পতিং সংবেশায় ভগ্ন আদেশ করিলেন ॥ ৯৩ ॥

বিসপর্জ ॥ ৯৩ ॥

কল্পবিৎ মুনিঃ তপঃসিন্ধৌ সত্যাম্ অপি নিয়মাপেক্ষয়া
অস্ত্র (রাজ্যঃ) বহ্ন্যাং এব সংবিধাং কল্পয়ামাস ॥ ৯৪ ॥

স রাজা কুলপতিনা নির্দিষ্টাং পর্ণশালাম্ অধ্যাস্ত্র প্রযত-
পরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ কুশ-শয়নে সংবিষ্টঃ (সন্) তচ্ছিষ্যাধ্যয়ন-
নিবেদিতাবসানাং নিশাং নিনায় ॥ ৯৫ ॥

বহ্ন্যর্থ।—অনন্তর প্রদোষকাল উপস্থিত দেখিয়া
জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার মানসপুত্র, মিষ্টভাষী মহর্ষি বশিষ্ঠ গুরু

নিয়মভিজ্ঞ মুনিবর, তপস্তাপ্রভাবে হ্রাসজোচিত শয্যা-
দির নিশ্চাণে সমর্থ হইলেও, ইহাদের সম্বন্ধে অরণ্য-সুগত
পর্ণশয্যাই বিধান করিলেন ॥ ৯৪ ॥

সংযমিনী পত্নীর সহিত নরনাথ দিলীপ কুলপতি
বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রদর্শিত পর্ণশালায় প্রবেশপূর্বক কুশের
শয্যায় নিদ্রিত-হইলেন এবং বশিষ্ঠ-শিষ্যগণের বেদপাঠ-
ধ্বনিতে রাত্রি শেষ হইয়াছে, জানিতে পারিয়া গাত্রোথান
করিলেন ॥ ৯৫ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অথ প্রজ্ঞানামধিপঃ প্রভাতে জায়া-প্রতিগ্রাহিত-গন্ধমালায় ।
 বনায় পীতপ্রতিবন্ধবৎসাম যশোধনো ধেনুযযের্মমোচ ॥ ১ ॥
 তস্তাঃ খুর-গ্যাস-পবিত্র-পাংশুমপাংশুলানাং ধুরি কীৰ্ত্তনীয়া ।
 মার্গং মনুষ্যেশ্বর-ধর্মপত্নী ঋতেরিবার্থঃ স্মৃতিরদ্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥
 নিবর্ত্য রাজা দয়িতাং দয়ালুস্তাং সৌরভেয়ীং সুরভির্ষশোভিঃ ।
 পয়োধরীভূত-চতুঃসমুদ্রাং জুগোপ গোক্রপধরামিবোববীম ॥ ৩ ॥
 ব্রতায় তেনানুচরণে ধেনোর্নাষেধি শোযোতপানুযায়িবর্গঃ ।
 ন চান্নাতস্তস্য শরীররক্ষা স্ববীৰ্য্যগুপ্তা হি মনোঃ প্রসূতিঃ ॥ ৪ ॥

অর্থঃ—অথ যশোধনঃ প্রজ্ঞানাম্ অধিপঃ জায়া-প্রতি-
 গ্রাহিত-গন্ধমালাং পীত-প্রতিবন্ধবৎসাম ঋষেঃ ধেনুং বনায়
 (বনং গচ্ছৎ) মুমোচ ॥ ১ ॥

অপাংশুলানাং ধুরি কীৰ্ত্তনীয়া মনুষ্যেশ্বর-ধর্মপত্নী খুর-গ্যাস-
 পবিত্র-পাংশুং তস্তাঃ (ধেনোঃ) মার্গং ঋতেঃ অর্থঃ স্মৃতিরিব
 অদ্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥

দয়ালুঃ যশোভিঃ সুরভিঃ রাজা তাং দয়িতাং (সুদক্ষিণাং)
 নিবর্ত্য সৌরভেয়ীং (সুরভি-নন্দিনীং নন্দিনীং)
 পয়োধরী-ভূত চতুঃসমুদ্রাং গোক্রপধরাং উক্যো হিব
 জুগোপ ॥ ৩ ॥

ব্রতায় ধেনোঃ অনুচরণে তেন (দিলীপেন) শেষঃ অপি
 অনুযায়ি-বর্গঃ যযেধি । তস্য শরীররক্ষা চ অগ্নতঃ (অগ্ন্যাং
 পুরুষাং) ন (ভবতি) । হি (যতঃ) মনোঃ প্রসূতিঃ
 স্ববীৰ্য্যগুপ্তা ॥ ৪ ॥

বক্তার্থঃ—অনন্তর প্রভাতে প্রজ্ঞানাথ রাজা দিলীপ
 নন্দিনীর বৎসন্তরকে দুগ্ধপান করাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেন,

তাৎপর্য্যঃ—আর্য্য-ধর্ম বেদানুমোদিত । যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা আর্য্য-ধর্মের বাহির্ভূত । স্মৃতির দ্বারা আর্য্যধর্ম
 অনেকটা অমুশাসিত । কি তাই বলিয়া যে স্মৃতি বেদের বিরোধিনী—অর্থাৎ বেদানুমত নাহ, তাহা অগ্রাহ্য ।
 স্মৃতি বেদার্থের অনুসারিণী হইলেই আমরা মানিতে বাধ্য ॥ ২ ॥

রাজা চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিতা পৃথিবীকে যতটা যত্ন, আগ্রহ এবং দক্ষতার সহিত পালন করিতেন, নন্দিনীকেও
 তেমনই ভাবে পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই কামধেনু নন্দিনীর সতত-দুগ্ধ-বহুল স্তনচতুষ্টয়ের নিকট অনন্ত-
 গলিলপূর্ণ সমুদ্রও অকিঞ্চিৎকর । অর্থাৎ তাহার স্তন চারিটিই যেন চারিটি সমুদ্র । আর্য্য নৃপতির নিকট পৃথিবীর
 পালন অপেক্ষা গোপালন কোন অংশেই হয় নহে, বরঞ্চ অধিকতর স্পৃহণীয় । গো-নন্দিনী এবং ব্রাহ্মণ—বশিষ্ঠ—এই
 গোব্রাহ্মণের সেবায় সম্মত যে কতটা তৎপর, তাহা কালিদাস দেখাইলেন ॥ ৩ ॥

রাজা সুদক্ষিণাও নন্দিনীকে পুষ্প-চন্দন-মালাদির দ্বারা
 অর্চনা করিলেন ॥ ১ ॥

নন্দিনীর খুরের সংস্পর্শে পথের ধূলি-জাল পবিত্র হইল ।
 পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্য রাজ-মহিষী সুদক্ষিণাও স্মৃতি
 যেন ঋতির অর্থের অনুসারিণী হয়, তদ্রূপ সেই নন্দিনীর
 পথেব অনুসরণ করিলেন, অর্থাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 চলিলেন ॥ ২ ॥

রাজ্য তপোবনের প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিলে, স্নেহময়
 দয়াদ্রীচক্ৰ রাজা তাঁহাকে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ
 করিয়া পয়োধর- (নন্দিনীর চারিটি স্তন) রূপ চতুঃসমুদ্র-বিশিষ্ট
 গোক্রপ-ধারিণী পৃথিবীর গায় নন্দিনীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

ব্রত-পালনের জন্য তিনি নন্দিনীর অনুগমন করিতেছেন
 বলিয়া অবশিষ্ট অনুচরদিগকেও সঙ্গে যাইতে নিষেধ করি-
 লেন । আর তাঁহার গায় বীরশ্রেষ্ঠের অনুচরের প্রয়োজনই
 বা কি ? কেন না, মনুষ্যশীঘ্র নৃপতিগণ বাহবলেই আত্মরক্ষা
 করিতে যথেষ্ট সমর্থ ॥ ৪ ॥

অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ সংবেশায় বিশাম্পতিম্ । স্নুহুঃ স্নুহুত-বাক্শ্চু বিসসর্জোজ্জ্বলিতশ্রিয়ম্ ॥ ৯৩ ॥
সত্যামপি তপঃসিন্ধৌ নিয়মাপেক্ষয়া মুনিঃ । কল্লবিং কল্লয়ামাস বত্লামেবাস্ত্র সংবিধাম্ ॥ ৯৪ ॥

নির্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালামধ্যাস্ত্র প্রযতপরিগ্রহ-দ্বিতীয়ঃ ।

তচ্ছিষ্যাধায়ন-নিবেদিতাবসানাং সংবিষ্টঃ কুশ-শয়নে নিশাং নিনায় ॥ ৯৫ ॥

অন্থয়।—অথ প্রদোষে দোষজ্ঞঃ স্নুহুত-বাক্শ্চুঃ প্রসন্নতায় বর্দ্ধিত-কান্তি নরপতি দিলীপকে নৈশবিরামের
স্নুহুঃ (বশিষ্ঠঃ) উজ্জ্বলিতশ্রিয়ং বিশাম্পতিং সংবেশায় জন্তু আদেশ করিলেন ॥ ৯৩ ॥
বিসসর্জ ॥ ৯৩ ॥

কল্লবিং মুনিঃ তপঃসিন্ধৌ সত্যাম্ অপি নিয়মাপেক্ষয়া
অস্ত্র (রাজ্যঃ) বত্লাম্ এব সংবিধাং কল্লয়ামাস ॥ ৯৪ ॥

স রাজা কুলপতিনা নির্দিষ্টাং পর্ণশালাম্ অধ্যাস্ত্র প্রযত-
পরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ কুশ-শয়নে সংবিষ্টঃ (সন্) তচ্ছিষ্যাধায়ন-
নিবেদিতাবসানাং নিশাং নিনায় ॥ ৯৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর প্রদোষকাল উপস্থিত দেখিয়া
জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার মানসপুত্র, মিষ্টভাষী মহর্ষি বশিষ্ঠ গুরু

নিয়মভিজ্ঞ মুনিবর, তপস্রাগ্রভাবে রোজোচিত শয্যা-
দির নির্মাণে সমর্থ হইলেও, ইহাদের সম্বন্ধে অরণ্য-স্নুহুত
পর্ণশয্যাই বিধান করিলেন ॥ ৯৪ ॥

সংযমিনী পত্নীর সহিত নরনাথ দিলীপ কুলপতি
বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রদর্শিত পর্ণশালায় প্রবেশপূর্বক কুশের
শয্যায় নিদ্রিত-হইলেন এবং বশিষ্ঠ-শিষ্যগণের বেদপাঠ-
ধ্বনিতে রাত্রি শেষ হইয়াছে, জানিতে পারিয়া গাত্রোথান
করিলেন ॥ ৯৫ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অথ প্রজ্ঞানামধিপঃ প্রভাতে জায়া-প্রতিগ্রাহিত-গন্ধমালায়াম্ ।

বনায় পীতপ্রতিবন্ধবৎসাং যশোধনো ধেনুযেবমুঁমোচ ॥ ১ ॥

তস্যাঃ খুর-ত্বাস-পবিত্র-পাংশুমপাংশুলানাং ধুরি কীৰ্ত্তনীয়া ।

মার্গং মনুষ্যেশ্বর-ধর্মপত্নী শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরম্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥

নিবর্ত্য রাজা দয়িতাং দয়ালুস্তাং সৌরভেয়ীং সুরভির্যশোভিঃ ।

পয়োধরীভূত-চতুঃসমুদ্রাং জুগোপ গোকুপধরামিবোবর্ষীম্ ॥ ৩ ॥

ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনোর্নামেধি শেবোতপান্নযায়িবর্গঃ ।

ন চাগ্রতন্তস্যা শরীররক্ষা স্ববীৰ্য্যগুপ্তা হি মনোঃ প্রসূতিঃ ॥ ৪ ॥

অর্থঃ—অথ যশোধনঃ প্রজ্ঞানাম্ অধিপঃ জায়া-প্রতি-গ্রাহিত-গন্ধমালায়াম্ পীত-প্রতিবন্ধবৎসাম্ ঋষেঃ ধেনুং বনায় (বনং গন্তুং) মুমোচ ॥ ১ ॥

অপাংশুলানাং ধুরি কীৰ্ত্তনীয়া মনুষ্যেশ্বর-ধর্মপত্নী খুর ত্বাস-পবিত্র-পাংশুং তস্যাঃ (ধেনোঃ) মার্গং শ্রুতঃ অর্থঃ স্মৃতিরিব অম্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥

দয়ালুঃ যশোভিঃ সুরভিঃ রাজা তাং দারিত্র্যং (সুদক্ষিণাং) নিবর্ত্য সৌরভেয়ীং (সুরভি-নন্দিনীং নন্দিনীং) পয়োধরী-ভূত চতুঃসমুদ্রাং গোকুপধরাং উক্সাং ইব জুগোপ ॥ ৩ ॥

ব্রতায় ধেনোঃ অনুচরেণ তেন (দিলীপেন) শেবঃ আপি অনুযায়ি-বর্গঃ যশেধি । তন্ত শরীররক্ষা চ অগ্রতঃ (অগ্রস্যাং পুরুষাং) ন (ভবতি) । হি (যতঃ) মনোঃ প্রসূতিঃ স্ববীৰ্য্যগুপ্তা ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থঃ—অনন্তর প্রভাতে প্রজ্ঞানাম্ রাজা দিলীপ নন্দিনীর বৎসভরকে দুগ্ধ-পান করাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেন,

রাজ্য সুদক্ষিণাও নন্দিনীকে পুষ্প-চন্দন-মালাদির দ্বারা অর্চনা করিলেন ॥ ১ ॥

নন্দিনীর খুরের সংস্পর্শে পথের ধূলি-জাল পবিত্র হইল । পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্য রাজ-মণ্ডিণী সুদক্ষিণাও স্মৃতি যেমন শ্রুতির অর্থের অনুগামী হই, তদ্রূপ সেই নন্দিনীর পথের অনুসরণ করিলেন, অর্থাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ॥ ২ ॥

রাজ্য ত্যাগবনের প্রান্ত পর্যন্ত গমন করিলে, স্নেহময় দয়াদ্রষ্টা রাজা তাঁহাকে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া পয়োধর- (নন্দিনীর চারিটি স্তন) রূপ চতুঃসুদ-বিশিষ্টা গোকুপ-ধারিণী পৃথিবীর ত্রায় নন্দিনীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

ব্রত-পালনের জন্য তিনি নন্দিনীর অনুগমন করিতেছেন বলিয়া অবশিষ্ট অনুচরদিগকেও সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন । আর তাঁহার ত্রায় বীরশ্রেষ্ঠের অনুচরের প্রয়োজনই বা কি ? কেন না, মনুষ্যবংশীয় নৃপতিগণ বাহুবলেই আত্মরক্ষা করিতে যথেষ্ট সমর্থ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্যঃ—আর্য্য-ধর্ম বেদান্তমোদিত । যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা আর্য্য-ধর্মের বহির্ভূত । স্মৃতির দ্বারা আর্য্যধর্ম অনেকটা অনুশাসিত । কি তাই বলিয়া যে স্মৃতি বেদের বিরোধিনী—অর্থাৎ বেদানুসৃত নাহ, তাহা অগ্রাহ্য । স্মৃতি বেদান্তের অনুসারিণী হইলেই আমরা মানিতে বাধ্য ॥ ২ ॥

রাজা চতুঃসুদ-বেষ্টিতা পৃথিবীকে যতটা যত্ন, আগ্রহ এবং দক্ষতার সহিত পালন করিতেন, নন্দিনীকেও তেমনিভাবে পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই কামধেনু নন্দিনীর সতত-দুগ্ধ-বহুল স্তনচতুষ্টয়ের নিকট অনন্ত-সলিলপূর্ণ সমুদ্রও অকিঞ্চিৎকর । অর্থাৎ তাহার স্তন চারিটিই যেন চারিটি সমুদ্র । আর্য্য নৃপতির নিকট পৃথিবীর পালন অপেক্ষা গোপালন কোন অংশেই হয় নহে, বরঞ্চ অধিকন্তর স্পৃহণীয় । গো-নন্দিনী এবং ব্রাহ্মণ—বশিষ্ঠ—এই গোব্রাহ্মণের সেবায় সজাট যে কতটা তৎপর, তাহা কালিদাস দেখাইলেন ॥ ৩ ॥

আস্বাদবস্তিঃ কবলৈস্তৃণানাং কণ্ডুয়নৈর্দংশ-নিবারণৈশ্চ ।
 অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স তস্তাঃ সম্রাট্ সমারাধনতৎপরোভূৎ ॥ ৫ ॥
 স্থিতঃ স্থিতামুচ্চলিতঃ প্রয়াতাং নিষেদুধীমাসনবন্ধ-ধীরঃ ।
 জলাভিলাষী জলমাদদানাং ছায়েব তাং ভূপতিরঘগচ্ছৎ ॥ ৬ ॥
 স হস্ত-চিহ্নমপি রাজ-লক্ষ্মীং তেজো-বিশেষান্তুমিতাং দধানঃ ।
 আসীদনাবিকৃত-দান-রাজিরন্তর্মদাবস্থ ইব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥
 লতাপ্রতানোদগ্রথিতৈঃ স কৈশৈরধিজ্য-ধন্য বিচচার দাবম্ ।
 রক্ষাপদেশান্ মুনিহোম-ধেনোর্বহ্নান্ বিনেয়ান্নিব ভূষ্ট-সত্ত্বান্ ॥ ৮ ॥
 বিন্ধুপার্শ্বানুচরস্য তস্য পার্শ্বক্রমাঃ পাশভূতা সমস্তা ।
 উদীরয়ামাস্তুরিবোদ্ধদানামালোকশব্দং বয়সাং বিরাবৈঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয় ।—সম্রাট্ সঃ (দিলীপঃ) আস্বাদবস্তিঃ দংশ (ডাঁশ) এবং মশকাদি নিবারণ করিতেন ।
 তৃণানাং কবলৈঃ, কণ্ডুয়নৈ, দংশনিবারণঃ, অব্যাহতৈঃ নন্দিনী যে দিকে ইচ্ছা যাইত, রাজা কদাচ তাহাতে
 স্বৈরগতৈশ্চ তস্তাঃ (নন্দিতাঃ) সমারাধন-তৎপরঃ বাধা দিতেন না । এই ভাবে তাহার সেবা করিতে
 ভূৎ ॥ ৫ ॥ লাগিলেন ॥ ৫ ॥

ভূপতিঃ তাং (গাং) স্থিতাং (সত্যং) স্থিতঃ, প্রয়াতাং
 (সত্যম্) উচ্চলিতঃ, নিষেদুধীং (সত্যম্) আসন-বন্ধধীঃ,
 জলম্ আদদানাং (সত্যং) জলাভিলাষী (সন্) (ইৎ)
 ছায়া ইব অঘগচ্ছৎ ॥ ৬ ॥

হস্তচিহ্নম্ অপি তেজো-বিশেষান্তুমিতাং রাজলক্ষ্মীং
 দধানঃ সঃ রাজা অনাবিকৃত-দান রাজিঃ অন্তর্মদাবস্থঃ দ্বিপেন্দ্রঃ
 ইব অসীৎ ॥ ৭ ॥

লতা-প্রতানোদগ্রথিতৈঃ কৈশৈঃ (উপলক্ষিতঃ) সঃ
 অধিজ্য-ধন্য (সন্) মুনিহোম ধেনোঃ রক্ষাপদেশাং বহ্নান্ ভূষ্ট-
 সত্ত্বান্ বিনেয়ান্ ইব দাবং বিচচার ॥ ৮ ॥

বিন্ধুপার্শ্বানুচরস্য পাশভূতা সমস্তা তস্য রাজঃ পার্শ্বক্রমাঃ
 উদ্বাদানাং বয়সাং বিরাবৈঃ আলোকশব্দম্ উদীরয়ামাস্তুঃ
 ইব ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ ।—সসাগরা ধরণীর অধিপতি সম্রাট্ দিলীপ
 আজ সুদক্ষ গে:পালকের জ্ঞান অভিনিপুণভাবে
 নন্দিনীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন । কখনো
 সুস্বাদু তৃণ এবং ঘাসের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়া
 খরিতেন, কখনো তাহার গাত্র কণ্ডুয়ন করিয়া দিতেন,

নন্দিনী দাঁড়াইলে তিনি দাঁড়াইতেন, চলিলে চলিতেন,
 বসিলে বসিতেন, জল পান করিলে জল-গ্রহণ করিতেন ।
 এই ভাবে ঠিক ছায়ায় মতন রাজা তাহার অনুগমন করিতে
 লাগিলেন ॥ ৬ ॥

নরনাথ দিলীপ হস্তচিহ্নম্ প্রভৃতি রাজ-চিহ্নমুহ
 পরিত্যাগ করিলেও, তদীয় শারীরিক তেজঃপুঞ্জের প্রভাবে
 তাঁহাকে অন্তর্মদাবস্থ গজ-রাজের জায় রাজলক্ষ্মী-সম্বিত
 বলিয়া মনে হইত ॥ ৭ ॥

রাজা লতা-প্রতানের দ্বারা উন্নমিত কেশকলাপ
 বন্ধন করিয়া ধনুবাণহস্তে বনগধ্যে বিচরণ করিতে
 লাগিলেন । তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি
 মূনির হোমধেনুর রক্ষার ছলে বনের হিংস্র প্রাণি-
 সমূহকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তই ঘুরিয়া বেড়াইতে-
 ছেন ॥ ৮ ॥

বরুণকল্প মহারাজ দিলীপ স্বীয় অহুচরবৃন্দকে পরিত্যাগ
 করিলেও পার্শ্বস্থিত তুরুরাজি পার্শ্বচরের জায়, শিখরস্থিত
 মন্ড-কল বিহঙ্গমগণের কলরবের দ্বারা রাজার জয়-শব্দ কীর্তন
 করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

মরুৎপ্রযুক্তাশ্চ মরুৎ-সখাভং তমর্চ্যমারাদভিবর্তমানম্ ।
 অবাকিরন্ বাল-লতাঃ প্রস্ননৈরাচার-লাজৈরিব পৌর-কন্ঠাঃ ॥ ১০ ॥
 ধনুভ্রতোহপাস্ত্র দয়াদ্র্ভাবমাখ্যাতমন্তঃ-করণৈবিশষ্টৈঃ ।
 বিলোকয়ন্তো বপুরাপুরঙ্কং প্রকাম-বিস্তার-ফলং হরিণাঃ ॥ ১১ ॥
 স কীচকৈর্মারুতপূর্ণ-রন্ধৈঃ কৃজন্তিরাপাদিত-বংশ-কৃত্যম্ ।
 শুশ্রাব কুঞ্জেষু যশঃ স্মৃচ্চৈরুদগীয়মানং বনদেবতাভিঃ ॥ ১২ ॥
 পুস্তস্তবায়ৈরিগিরিনিবারণামনোকহাকম্পিত-পুষ্পগন্ধী ।
 তমাতপক্লান্তমনাতপত্রমাচারপূতং পবনঃ সিসেবে ॥ ১৩ ॥
 শশাম বৃষ্টাপি বিনা দবাগ্নিরাসীদ্ বিশেষা ফলপুষ্পবুদ্ধিঃ ।
 উনং ন সত্বেষু অধিকো ববোধে তস্মিন্ বনং গোপ্তরি গাহমানে ॥ ১৪ ॥
 সঞ্চারপৃষ্ঠানি দিগন্তরাগি কৃতা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্ ।
 প্রচক্রম পল্লব-রাগতাত্ৰা প্রভা পতঙ্গস্য মুনৈশ্চ ধেমুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্থয়।—মরুৎ-প্রযুক্তা: বাল-লতা: আরাং অভিভং-
 মাং মরুৎ-সখাভম্ অর্চ্যং তং দিলীপং প্রস্ননৈ: পৌরকন্ঠা:
 আচার লাটভ: ইব অবাকিরন্ ॥ ১০ ॥

ধনুভ্রত: অপি অস্ত্র (শস্ত্র): বিশষ্টৈ: অস্ত্র: করণৈ: দয়াদ্র্ভাবম্
 আখ্যাতং বপু: (দয়াদ্র্ভাবত্বেন পরিচিতং অথবা) দয়াদ্র্ভাবং
 (কর্ম) আখ্যাতং (কথয়ং, গৃহং গত ইতিবৎ কর্তরি ক্ত:)
 বিলোকয়ন্ত্য: হরিণা: অঙ্কং প্রকাম-বিস্তার-ফলম্ আপু: ॥ ১১ ॥

স (দিলীপ:) মারুত পূর্ণরন্ধৈ: কৃজন্তি: কাচকৈ: আপা-
 দিত-বংশ-কৃত্যং (যথা ভবা) কুঞ্জেষু বন-দেবতাভি: উদ্-
 গীয়মানং যং যশ: শুশ্রাব ॥ ১২ ॥

গিরিনিবারণাং তুষারৈ: পুস্ত: অনেকহাকম্পিত-পুষ্পগন্ধী
 পবন: অনাতপক্লান্তম্ আন্তপক্লান্তম্ আচারপূতং তং (মুপং) সিসেবে ॥ ১৩ ॥

গোপ্তরি তস্মিন্ (রাজনি) বনং গাহমানে (সতি)
 বৃষ্টা বিনা আপি দবাগ্নি: শশাম । ফল-পুষ্প-বুদ্ধি: বিশেষা
 আসীৎ । সত্বেষু অধিক: উনং ন ববোধে ॥ ১৪ ॥

পল্লব-রাগ-তাত্ৰা পতঙ্গস্য প্রভা মুনৈ: ধেমু: চ দিগন্তরাগি
 সঞ্চারপৃষ্ঠানি কৃতা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুং প্রচক্রমে ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অগ্নি পবনের সখা, রাজা দিলীপও রূপে এবং
 তেজে অগ্নি-তুল্য; তাই সুশীতল পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া
 নবীন লতাবল্লরী আন্দোলিত করিল এবং তাহা হইতে কুমুম-
 রাশি রাজার মস্তকে পড়িল, মনে হইল যেন পুর্ব্বালিকারা
 লাজালি বর্ষণ করিয়া রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা করিতেছে ॥ ১০ ॥

রাজা শরাসন-ধারী হইলেও ভদ্রীয় শাস্ত্র শৌধ্য ও
 দয়া-স্নিগ্ধ মুক্তি-দর্শনে, বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া হরিণীগণ
 আশ্বস্তহৃদয়ে, আকর্ণবিশ্রান্ত-নয়নে সেই কমলীয় বপু দেখিতে
 লাগিল । এতদিনে যেন তাহারা উপযুক্ত দ্রষ্টব্য দর্শন পূর্ব্বক
 দীর্ঘ নয়নের সার্থকতা উপলব্ধি করিল ॥ ১১ ॥

সেই বনের কুঞ্জে কুঞ্জে লংশসমূহের গাত্রস্থিত রন্ধে বায়ু প্রবেশ
 করায় অতি সুশ্রাব্য বংশীধ্বনির জায় একপ্রকার সুমধুর শব্দ
 হইতেছিল । মহারাজ দিলীপ মনে করিলেন, যেন বনদেবতাগণ
 বংশীধ্বনি-সহযোগে তারস্বরে তাঁহারই গুণগান করিতেছেন ॥ ১২ ॥

পর্ব্বত-নিবাসের তুষারকণায় সুশীতল ও মৃদু মৃদু বিকম্পিত
 তরঙ্গাজির কুমুম-গন্ধে সুরভি মন্দ সমীরণ, সেই ছত্রবিহীন,
 রৌদ্রতপ্ত ও সংস্কারপূত নৃপতিকে সেবা করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

পৃথিবীর রক্ষা-কর্ত্তা দিলীপ সেই বনে প্রবেশ করায়,
 ভদ্রীয় মাহাত্ম্যে বিনাবর্ষণেই দাবানল নিবিয়াছিল, প্রচুর
 পরিমাণে ফল-পুষ্পাদি জন্মিয়াছিল এবং বস্ত্র জন্তুদের মধ্যে
 দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার কমিয়া গিয়াছিল ॥ ১৪ ॥

অগ্নিগমনোত্তম সূর্য্যদেবের প্রভা এবং বশিষ্ঠের হোমধেমু
 নন্দিনীর গাত্রের বর্ণ—উভয়েই নব-পল্লবের জায় দিবং
 আরক্তিম । সূর্য্যের কিরণ-সঞ্চারে এবং নন্দিনীর পাদ-
 সঞ্চারে দিগন্ত পবিত্র হইয়াছে । এখন দিব্যবাসনে তাঁহার
 উভয়েই স্ব স্ব আবাসে অর্থাৎ একজন অন্তাচলে, অতুল
 ভূপোবনে গমন করিতে উত্তত হইলেন ॥ ১৫ ॥

তাং দেবতাপিত্রতিথি-ক্রিয়ার্থাম্বগ্যযৌ মধ্যম-লোকপালঃ ।
 বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন শ্রদ্ধেব সাক্ষাদ্ বিধিনোপপন্না ॥ ১৬ ॥
 স পল্লোলৌগীর্ণ-বরাহমৃধাশ্রাবাসবৃক্ষোন্মুখ-বহিণানি ।
 যযৌ যুগাধ্যাসিত-শাদ্বলানি শ্রামায়মানানি বনানি পশুন্ ॥ ১৭ ॥
 আপীনভারোদ্রহন-প্রযত্নাদ্ গৃষ্টিগুরুত্বাদ্ বপুষো নরেন্দ্রঃ ।
 উভাবলঞ্চক্রেতুরাধিতাভ্যাং তপোবনারুতি-পথং গতাত্ম্যাম্ ॥ ১৮ ॥
 বশিষ্ঠধেনোরম্মযায়িনং তন্ম আবর্তমানং বনিতা বনাস্তাৎ ।
 পপৌ নিমেষালস-পঙ্ক-পংক্তিৰুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্ ॥ ১৯ ॥
 পুরস্কৃতা বহুনি পার্থিবেন প্রত্যাগতা পার্থিব-ধম্মপত্ন্যা ।
 তদন্তরে সা বিররাজ ধেনুদিনক্ষপামধ্যগতেব সক্ষ্যা ॥ ২০ ॥

অঙ্কন।—মধ্যম-লোক-পালঃ দেবতাপিত্রতিথি-ক্রিয়ার্থং তাং (ধেনুং) অবগ্যযৌ। সতাং মতেন তেন (রাজা) উপপন্না সা, সতাং মতেন বিধিনা উপপন্না সাক্ষাৎ শ্রদ্ধা ইব বভৌ ॥ ১৬ ॥

রাজা পল্লোলৌগীর্ণ বরাহমৃধানি আবাসবৃক্ষোন্মুখবহিণানি যুগাধ্যাসিত-শাদ্বলানি শ্রামায়মানানি বনানি পশুন্ যযৌ ॥ ১৭ ॥

গৃষ্টিঃ নরেন্দ্রঃ (চ) উভৌ (যথাক্রমে) আপীনভারোদ্রহনপ্রযত্নাৎ বপুষঃ গুরুত্বাৎ (চ) অধিতাভ্যাং গতাত্ম্যাম্ তপোবনারুতিপথং অলঙ্কৃতুঃ ॥ ১৮ ॥

বশিষ্ঠধেনোরম্মযায়িনং বনাস্তাৎ আবর্তমানং তং (দিলীপং) বনিতা নিমেষালসপঙ্ক-পঙ্ক্তিঃ (সতী) উপোষিতাভ্যাম্ ইব লোচনাভ্যাং পপৌ ॥ ১৯ ॥

বহুনি পার্থিবেন পুরস্কৃতা পার্থিব-ধর্মপত্ন্যা প্রত্যাগ-গতা সা ধেনুঃ তদন্তরে দিনক্ষপামধ্যগতা সক্ষ্যা ইব বিররাজ ॥ ২০ ॥

বক্তার্থ।—সেই নন্দিনীর দুহ-জাত স্তন-দধি প্রভৃতির দ্বারা বশিষ্ঠের দেবকাষ্য পিতৃকার্য এবং অতিথি-সৎকার সম্পন্ন হইত। সজ্জন-মাতৃ ভূ-পতি দিলীপ সেই নন্দিনীর অঙ্গুগমন করায় শ্রদ্ধার সহিত কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিলে তাহার যেরূপ শোভা হয়, নন্দিনীরও তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

সায়ংকাল আগত প্রায়। তাই পঙ্কিল সামগ্র্য জল-বিশিষ্ট গর্ভ হইতে বরাহগণ কর্দমাক্ত-দেহে উঠিতেছে,

ময়ুরময়ুরীরা স্ব স্ব আবাসবৃক্ষের দিকে উন্নতকণ্ঠে ছুটিয়াছে, যুগ-রাজি নবীন তৃণাবৃত স্থানে শয়ন করিয়া আছে। ইহাদের সমবায়ে এবং দিনাবসানের ছায়ায়, রাজা ফিরিবার কালে দেখিলেন, সমগ্র বনভূমি শ্রাম-বর্ণে বিভূষিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

নন্দিনী সারাদিন বৎসকে গুজ্ঞদান করে নাই, তাই তাহার আপীনের অর্থাৎ পালানের ভারে সে ধীরে ধীরে দুলিয়া দুলিয়া আশ্রমে ফিরিতেছে, মহারাজ দিলীপেরও স্থল মাংসল দেহের ভারে, ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে দুলিয়া দুলিয়া চলিতে হইতেছে। এই ভাবে নন্দিনী এবং দিলীপ মনোহর দোলায়মান গতির দ্বারা তপোবনে ফিরিবার পথ কি অলঙ্কৃতই না করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই কথন প্রত্যাষে নরনাথ দিলীপ গোচারণের গুহ্র বনে গিয়াছেন, তাহার সন্দর্শনে পতিব্রতা রাজ্ঞী সারাদিন বঞ্চিতা। তাই তিনি আবুলহৃদয়ে নন্দিনীর প্রত্যাগমনের গুহ্র তপোবনের প্রান্তভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দূর হইতে, ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজাকে দেখিতে পাইয়া রাজ্ঞী, জল-দর্শনে অতি তৃষাতুর ব্যক্তির গ্রায় নিভাস্ত আগ্রহান্বিত নয়নে পতিদেবতাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ধেনু আগত প্রায় দেখিয়া রাজার ধর্মপত্নী হৃদক্ষণা গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা পূর্বক লইয়া আসিতে লাগিলেন, আর রাজা স্বয়ং ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। সেই দম্পতীর মধ্যবর্তিনী পাটলবর্ণা নন্দিনীর দিন-যায়িনীর মধ্যবর্তিনী সক্ষ্যার গ্রায় শোভা হইল ॥ ২০ ॥

প্রদক্ষিণীকৃত্য পয়স্বিনীং তাং সুদক্ষিণা সাক্ষত-পাত্র-হস্তা ।
 প্রণম্য চানর্চ বিশালমস্তাঃ শৃঙ্গাস্তবঃ দ্বারমিবার্থ-সিন্ধে: ॥ ১১ ॥
 বৎসোৎসুক্যপি স্তিমিতা সপর্ঘ্যাং প্রতাগ্রহীং সেতি ননন্দতুস্তৌ ।
 ভক্তোপপন্নেষু তি তদ্বিধানাং প্রসাদ-চিহ্নানি পুরঃফলানি ॥ ১২ ॥
 গুরোঃ সদারম্ভ নিপীডা পাদৌ সমাপ্য সাক্ষাৎ চ বিধি দিলীপঃ ।
 দোহাবসানে পুনরেব দোক্ষীং ভেজে ভূজোচ্ছিন্ন-রিপুর্নিষধাম্ ॥ ১৩ ॥
 নামহিকাস্তবলি-প্রদীপামম্বাস্ত গোপ্তা গৃহিণী-সহায়ঃ ।
 ক্রমেণ সুপ্তামন্ত সংবিবেশ সুপ্তোখিতাং প্রাতরনুদতিষ্ঠৎ ॥ ১৪ ॥
 ইথা ব্রতং ধারয়তঃ প্রজার্থং সমং মতিয়া মননীয়-কীর্তেঃ ।
 সপ্ত বাতীযুস্ত্রিগুণানি তস্য দিনানি দীনোদ্ধরণোচিতস্য ॥ ১৫ ॥
 অগ্নোদ্ধারাস্ত্রচরস্য ভাবং জিজ্ঞাসনামা মুনিহোম-ধেহুঃ ।
 গঙ্গাপ্রপাতাস্তবিরূঢ়-শম্পং গৌরী-গুরোগ্রহরমাবিবেশ ॥ ১৬ ॥

অম্বাস্ত—সাক্ষত-পাত্র-হস্তা সুদক্ষিণা পয়স্বিনীং তাং (ধেহুং) প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণম্য চ অস্তাঃ বিশালং শৃঙ্গাস্তবম্ অর্থসিন্ধে: দ্বারম্ ইব অনর্চ ॥ ১১ ॥

সা (নন্দিনী) বৎসোৎসুক্য অপি স্তিমিতা (সতী) সপর্ঘ্যাং প্রতাগ্রহীং ইতি (হেতোঃ) ভৌ (দম্পতী) ননন্দতুঃ । হি (তথাহি) ভক্ত্যা উপপন্নেষু ভবিষ্যৎ প্রসাদ-চিহ্নানি পুরঃফলানি (ভবন্তি) ॥ ১২ ॥

ভূজোচ্ছিন্ন-রিপুঃ দিলীপঃ সদারম্ভ গুরোঃ পাদৌ পিণ্ডা সাক্ষাৎ বিধি চ সমাপ্য দোহাবসানে নিষধাং দোক্ষীং (ধেহুং) এব পুনঃ ভেজে ॥ ১৩ ॥

গোপ্তা (দিলীপঃ) গৃহিণী-সহায়ঃ (সন্) অস্তিক-কৃত-বলি-প্রদীপাং তাম্ অম্বাস্ত ক্রমেণ সুপ্তাম্ অহু সংবিবেশ, প্রাতঃ সুপ্তোখিতাং অহু উদতিষ্ঠৎ ॥ ১৪ ॥

ইথা প্রজার্থং মতিয়া সমং ব্রতং ধারয়তঃ মননীয়-কীর্তে: দীনোদ্ধরণোচিতস্য তস্য (রাজঃ) ত্রিগুণানি সপ্ত দিনানি বাতীযুঃ ॥ ১৫ ॥

অগ্নোদ্ধারঃ মুনিহোম-ধেহুঃ আত্মাহুচরস্য ভাবং জিজ্ঞাস-নামা (সতী) গঙ্গাপ্রপাতাস্ত-বিরূঢ় শম্পং গৌরীগুরোঃ গ্রহরম্ আবিবেশ ॥ ১৬ ॥

বজ্রার্থ—সুদক্ষিণা অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া সেই পয়স্বিনী ধেহুকে প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণাম করিলেন এবং অভিপ্রেত কার্য-সিদ্ধির দ্বাররূপ ঐহার

শৃঙ্গস্যের মধ্যভাগে পুষ্পাদি-বিশ্রাস দ্বারা অর্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

নন্দিনী বৎসের জন্ত একান্ত উৎসুক থাকা সত্ত্বেও স্থিভাবে রাজার পূজা গ্রহণ করিলেন বলিয়া রাজ-দম্পতী পরম পরিতুষ্ট হইলেন । কেন না, ভক্তিমান সেবকের প্রতি নন্দিনীর জায় মজীদসী দেবতার সন্তোষের লক্ষণ অচিরকালমধ্যেই ফল-শস্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অনন্তর নন্দিনী বৎস-সম্মিধানে গমন করিলে, রাজা দিলীপও গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনাপূর্বক, দোহনাস্তে পুনরায় সেই দেবদেহুর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥

শয়না নন্দিনীর নিকটে একটি প্রদীপ জালিয়া রাখিয়া, ঐহার পতি-পত্নী আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । ক্রমে নন্দিনী নিদ্রিত হইলে, ঐহারও নিদ্রা গেলেন এবং পরদিন প্রভাতে নন্দিনী উত্তীর্ণ হইলে, ঐহারও গাত্রোথান করিলেন ॥ ১৪ ॥

পূজিত-কীর্তি দীনপালক রাজা দিলীপ পুত্রকামনায় মহিষীর সহিত এইরূপ কঠোরভাবে ব্রতপালন করিতে করিতে ক্রমে একুশ দিন অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৫ ॥

পরদিবস (দ্বাবিংশ-দিবসে) হোমধেহু নন্দিনী স্বীয় অম্বচের রাজার প্রকৃত মনোভাব পরীক্ষার গূঢ় উদ্দেশ্যে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া, গঙ্গাপ্রপাতের অন্তর্দেশে নবজাত, নিরুৎসাহ তৃণ ভক্ষণার্থে যেন হিমালয়ের এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬ ॥

সা দুঃপ্রার্থা মনসাপি হিংস্রৈরিতাদ্রিশোভা-প্রহিতেক্ষণেন ।
 অলক্ষিতাভ্যুৎপতনো নৃপেণ প্রসহা সিংহঃ কিল তাং চকৰ্ষ ॥ ২৭ ।
 তদীয়মাক্রন্দিতমার্ত-সাধো-গুহা-নিবন্ধ-প্রতিশব্দ-দীৰ্ঘম্ ।
 রশ্মিষ্বিদাদায় নগেন্দ্র-সক্তাং নিবর্তয়ামাস নৃপস্য দৃষ্টিম্ ॥ ২৮ ।
 স পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং ধনুর্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ ।
 অধিতাকায়ামিব ধাতুমযাং লোভ্রক্রমং সানুতঃ প্রফুল্লম্ ॥ ২৯ ।
 ততো মুগেন্দ্রস্য মুগেন্দ্র-গামী বধায় বধাস্য শরং শরণাং ।
 জাতাভিষঙ্গে নৃপতিনিষঙ্গাতুর্নু মৈচ্ছৎ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ ॥ ৩০ ।
 বামেতরস্তস্য করঃ প্রহর্ত নখপ্রভাভূষিত-কঙ্কপত্রে ।
 সক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খা এব চিত্রাপিতারস্ত ইবাবতস্থে ॥ ৩১ ।
 বাহ-প্রতিষ্ঠস্ত-বিবন্ধ-মম্বারভার্ণমাগঙ্কতমম্পৃশদভিঃ ।
 রাজা স্বতেজোভিরদহাতান্তুর্ভোগীব মন্ত্রোষধি-রুদ্ধ-বীৰ্য্যঃ ॥ ৩২ ।

অম্বয় ।—সা (ধনুঃ) হিংস্রৈঃ মনসা অপি দুঃপ্রার্থা ইতি (হেতুঃ) অঙ্গি-শোভা-প্রহিতেক্ষণেন নৃপেণ অলক্ষিতাভ্যুৎপতনঃ সিংহঃ তাং (ধনুঃ) প্রসহ চকৰ্ষ কিল । (কিল ইতি অলীকে) ॥ ২৭ ॥

গুহা-নিবন্ধ-প্রতিশব্দ-দীৰ্ঘং তদীয়ং আক্রন্দিতম্ আর্ন্তসাধোঃ নৃপস্য নগেন্দ্র-সক্তাং দৃষ্টিং রশ্মিষু আদায় ইব নিবর্তয়ামাস ॥ ২৮ ॥

ধনুর্ধরঃ সঃ পাটলায়াং গবি তস্থিবাংসং কেশরিণং সানু-মতঃ ধাতুমযাং অধিতাকায়ং প্রফুল্লং লোভ্রক্রমং ইব দদর্শ ॥ ২৯ ॥

ততঃ মুগেন্দ্র-গামী শরণাঃ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ নৃপতিঃ জাতাভিষঙ্গঃ (পরাত্তনঃ সন্) বধাস্য মুগেন্দ্রস্য বধায় নিষঙ্গাং শরম্ উদ্ধর্তুম্ ঐচ্ছৎ ॥ ৩০ ॥

প্রহর্তুঃ তস্য (রাজঃ) বামেতরঃ করঃ নখ-প্রভা-ভূষিত-কঙ্কপত্রে সায়ক-পুঙ্খা এব সক্তাঙ্গুলিঃ (সন্) চিত্রাপিতারস্তঃ ইব অবতস্থে ॥ ৩১ ॥

বাহ-প্রতিষ্ঠস্ত-বিবন্ধ-মম্বাঃ রাজা মন্ত্রোষধি-রুদ্ধবীৰ্য্যঃ ভোগীব অত্যর্ঘম্ আগঙ্কতম্ অম্পৃশদভিঃ স্ব-তেজোভিঃ তন্তঃ অদহত ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থঃ—রাজার ধারণা ছিল যে, দেব-ধনু নন্দিনী হিংস্র স্বাপদাদির আক্রমণের অতীত, তাই তিনি বিরাট হিমাচলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে যেমন আশ্বহারী হইয়া পড়িলেন, অমনি কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড সিংহ আসিয়া হঠাৎ নন্দিনীকে টানিয়া লইয়া গেল । রাজা ইহার কিছুই জানিলেন না ॥ ২৭ ॥

নন্দিনী তারস্বরে আর্ন্তনাদ করিয়া উঠিল, গুহায়

গুহায় প্রতিক্ষণিত হইয়া সে আর্ন্তনাদ দ্বিগুণতর হইল, রাজা চমকিয়া উঠিলেন । তাঁহার গিরি-সংলগ্ন দৃষ্টি যেন হঠাৎ কোন রশ্মির আকর্ষণে সেই দিকে ফিরিয়া আসিল ॥ ২৮ ॥

তিনি তৎক্ষণাৎ দৃঢ় করে ধনুর্ধারণ ধারণ পূর্বক সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সেই তান্ত্রবর্ণা নন্দিনীর উপর এক বৃহৎ কেশরী উপবিষ্ট । যেন পর্বতের নানা ধাতুময়ী অধিত্যকা-ভূমিতে প্রফুল্ল লোভ্র-কুণ্ডলক্রম বিরাজমান । রাজা অবাক হইলেন ॥ ২৯ ॥

তখন সেই সিংহ-পরাক্রম, আশ্রিতবৎসল; শত্রু-দমনকারী রাজা একান্ত পরাজয় অমুভব করিয়া অত্যাচারী সিংহের বিনাশসাধনের নিমিত্ত পৃষ্ঠ-লম্বিত তুণ হইতে শরগ্রহণে অভি-লাষী হইলেন ॥ ৩০ ॥

কিন্তু—তাঁহার দক্ষিণ কর তুণস্থিত বাণে সংলগ্ন হওয়া মাত্রেই অসাড় হইয়া লাগিয়া রহিল । বাণ আর তুলিতে পারিলেন না । তদীয় আরক্ত নখাবলীর প্রভায় বাণের পুঙ্খ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল । নিম্পন্দ প্রতীকারাসমর্থ রাজা চিত্তলিখিতের ত্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন । হাত আর তুলিতে পারিলেন না ॥ ৩১ ॥

নিজের বাহ এইরূপে স্তম্ভিত হওয়ায় অপরাধী সিংহ সমাপবর্তী থাকা সত্ত্বেও রাজা তাহার কিছুই করিতে না পারিয়া, মস্ত্র এবং বৃক্ষের শিকড় প্রভৃতির দ্বারা সাপুড়িয়াগণ কতৃক রুদ্ধবীৰ্য্য ফণধর কালশর্পের ত্রায় নিজের ভেজে নিজেই পুড়িতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

তমার্ষা-গৃহং নিগৃহীত-ধেনু-মল্লয়াবাচা মনুবাংশকেতুম্ ।
 বিস্মায়য়ন্ বিস্মিতমাত্ম-বৃত্তৌ সিংহোরুসব্ধং নিজগাদ সিংহঃ ॥ ৩৩ ॥
 অলং মহীপাল ! তব শ্রমেণ প্রযুক্তমপ্যস্ত্রমিতো বথা স্মাৎ ।
 ন পাদপোন্মূলন-শক্তি রংহঃ শিলোচ্চয়ে মূৰ্ছতি মারুতস্য ॥ ৩৪ ॥
 কৈলাস-গৌরং বৃষমারুৰক্ষোঃ পাদার্পণানুগ্রহ-পূত-পৃষ্ঠম্ ।
 অবৈহি মাং কিঙ্করমষ্টমূর্ত্তেঃ কুস্তোদরং নাম নিকুস্তমিত্রম্ ॥ ৩৫ ॥
 অম্বং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং ? পুত্রীকৃতোহমৌ বৃষভধ্বজেন ।
 যো হেম-কুস্ত-স্তননিঃসৃতানাং স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ ॥ ৩৬ ॥
 কণ্ডুয়মানেন কটং কদাচিৎ বজ্রদ্বিপেনোন্মথিতা হগস্তা ।
 অর্ধৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ সেনাতামালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ ॥ ৩৭ ॥
 তদা প্রভৃতো বনদ্বিপানাং ত্রাসার্থমগ্নিন্নহমদ্রিকুক্ষৌ ।
 ব্যাপারিতঃ শূলভূতা বিধায় সিংহরমক্ষাগত-সত্ত্ব-বৃত্তি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—নিগৃহীত-ধেনু: (স:) সিংহ: আর্ষা-গৃহং সিংহোরুসব্ধম্ আত্মবৃত্তৌ বিস্মিতং ভং দিলীপং মল্লয়া-বাচা বিস্মায়য়ন্ নিজগাদ ॥ ৩৩ ॥

হে মহীপাল ! তব শ্রমেণ অসম্ । ইতঃ (স্বনির্দেশপূর্ব্বকম্ অস্মিন্ মাং ইত্যর্থঃ) প্রযুক্তম্ অপি অস্তং বথা স্মাৎ । (তথাহি) পাদপোন্মূলন-শক্তি মারুতস্য রংহঃ শিলোচ্চয়ে ন মূৰ্ছতি ॥ ৩৪ ॥
 কৈলাস-গৌরং বৃষম্ আরুৰক্ষোঃ অষ্টমূর্ত্তে: পাদার্পণানুগ্রহ-পূত-পৃষ্ঠং নিকুস্তমিত্রে কুস্তোদরং নাম কুর্য্যকি মাং অবৈহি ॥ ৩৫ ॥
 পুং: অম্বং দেবদারুং পশ্যসি, অসৌ (দেবদারু:) বৃষভ-ধ্বজেন পুত্রীকৃত:, যঃ (দেবদারু:) স্কন্দস্য মাতুঃ হেমকুস্ত-স্তননিঃসৃতানাং পয়সাং রসজ্ঞঃ ॥ ৩৬ ॥
 কদাচিৎ-কটং কণ্ডুয়মানেন বজ্র-দ্বিপেন অস্ত্র ঙ্ক উন্মথিতা (আসীৎ) । অথ অদ্রে: তনয়া (গৌরী) অসুরাস্ত্রৈ: আলীঢ়ং সেনাতাম্ ইব এতৎ শুশোচ ॥ ৩৭ ॥

তদা প্রভৃতি এব বনদ্বিপানাং ত্রাসার্থং শূলভূতা অক্ষাগত-সত্ত্ববৃত্তি সিংহং বিধায় অস্মিন্ অদ্রিকুক্ষৌ অহং ব্যাপা-রিভ: ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সজ্জন-প্রিয় রাজা দিলীপ সিংহ কর্তৃক ধেনু আক্রান্ত হওয়ায় একান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন এখন আবার মানুষের ছায় কথ্য কহিয়া সে রাজাকে আরও বিস্মিত করিল ॥ ৩৩ ॥

সিংহ কহিল—জগৎপতে ! আর বৃথা পরিশ্রমে লাভ

কি ? বাণ ত ভুলিতেই পারিলেন না, তার পর যদিও বা তুলিয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করেন, তাহাও ব্যর্থ হইবে । এবল বক্ষায় বুক্ষাদি উপাটিত হইতে পারে, কিন্তু ভাহাতে মহীষরের কিছুই আসে যায় না ॥ ৩৪ ॥

আমি কে জানেন ? আমার নাম কুস্তোদর । নিকুস্তেব আমি মিত্রে এবং ভগবান্ অষ্টমূর্ত্তি ত্রিপুরারির আমি দাসাত্মদাস । তিনি আমারই পৃষ্ঠদেশ, কৃপাপূর্ব্বক, পাদ-বিজ্ঞাসে পবিত্র করিয়া কৈলাসপর্ব্বতের মত শ্বেতকায় বৃষ-রাজে আরোহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

সম্মুখে এই যে দেবদারু বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহা সেই বৃষভধ্বজ শস্তুর পুত্রবরূপ । দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জননী স্বয়ং গৌরী স্ববর্ণকুস্তরূপ স্তন্যরসে ইহাকে পর্ব্ববদ্ধিত করিয়া-ছেন, অর্থাৎ তিনি স্বহস্তে ইহাকে জলসেক করিতেন ॥ ৩৬ ॥

একদিন একটা বন্য হস্তী আসিয়া ইহার গাত্রে গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করায় এই দেবদারুর ঙ্ক খেঁচাইয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অসুরাস্ত্রের দ্বারা পুত্র কার্ত্তিকেয় অজ ক্ষত-বিফল দেখিলে যেমন হন, তেমনই দুঃখিত হইয়া পার্শ্বভী কত শোক করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

তদবধি, বন্য গজদিগের ত্রাস-উৎপাদনের জন্য, শূলধারী ত্রিলোচন আমাকে সিংহরূপী করিয়া এই পর্ব্বত-গুহায় পাঠাইয়াছেন । তাঁহারই বিধানে আমার ক্ষুধার খাণ্ড আপনিই আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

তস্মালমেবা ক্ষুধিতস্ত তৃপ্তৌ প্রদীষ্ট-কাল। পরমেশ্বরেণ ।
 উপস্থিতা শোণিত-পারণা মে সুর-দ্বিষচ্চান্দ্রমসী সুধেব ॥ ৩৯ ॥
 স ত্বং নিবর্তস্ব বিহায় লজ্জাং গুরোঃ ভবান্ দর্শিত-শিষ্য-ভক্তিঃ ।
 শস্ত্রেণ রক্ষাং যদশকারক্ষং ন তদ্ যশঃ শস্ত্রভূতাং ক্ষিপোতি ॥ ৪০ ॥
 ইতি প্রগলভং পুরুষাধিরাজো মুগাধিরাজসা বচো নিশমা ।
 প্রতাহতাস্তো গিরিশপ্রভাবাদানুগবজ্জাং শিথিলীচকার ॥ ৪১ ॥
 প্রতাব্রবীচৈনমিষু-প্রয়োগে তৎপূর্বভঙ্গে বিতথপ্রযতঃ ।
 জড়ীকৃতস্তান্মকবীক্ষণেন বজ্জং মুমুক্ষুনিব বজ্রপাণিঃ ॥ ৪২ ॥
 সংরুদ্ধ-চেষ্টসা মুগেন্দ্র ! কামং হাসাং বচস্তদ্ যদহং বিবক্ষুঃ ।
 অন্তর্গতং প্রাণভূতাং হি বেদ সর্বং ভবান্ ভাবমতোভিধাসো ॥ ৪৩ ॥

অর্থঃ—পরমেশ্বরেণ প্রদীষ্টকাল। উপস্থিতা এবা
 শোণিত-পারণা সুর-দ্বিষঃ চান্দ্রমসী সুধা ইব তস্ত ক্ষুধিতস্ত
 মে তৃপ্তৌ অলম্ ॥ ৩৯ ॥

স ত্বং লজ্জাং বিচায় নিবর্তস্ব । ভবান্ গুরোঃ দর্শিত-শিষ্য-
 ভক্তিঃ (অস্তি) । যৎ রক্ষাং শস্ত্রেণ অশকারক্ষং (ভবতি),
 তৎ (রক্ষাং নষ্টং অপি) শস্ত্রভূতাং যশঃ ন ক্ষিপোতি ॥ ৪০ ॥
 পুরুষাধিরাজঃ ইতি প্রগলভং মুগাধিরাজস্ত বচঃ নিশমা
 গিরিশপ্রভাবাৎ প্রতাহতাস্তো (সন্) আত্মনি অবজ্জাং
 শিথিলীচকার ॥ ৪১ ॥

তৎপূর্বভঙ্গে ইষু-প্রয়োগে বিতথপ্রযতঃ, বজ্জং মুমুক্ষু-
 নীক্ষণেন জড়ীকৃতঃ বজ্রপাণিঃ ইব (স্থিতঃ সঃ নৃপঃ) এনং অত্রবীৎ
 চ ॥ ৪২ ॥

হে মুগেন্দ্র ! সংরুদ্ধ-চেষ্টা (যম) তদ্ বচঃ কামং হাসং (ভবেৎ)
 অহং যদ্ (বচঃ) বিবক্ষুঃ (অস্মি) । হি (যতঃ) ভবান্ প্রাণভূতাং
 অন্তর্গতং সর্বং ভাং বেদ, অতঃ (অহম্) অভিধাস্তে ॥ ৪৩ ॥

বক্তার্থঃ—আমি বড়ই ক্ষুধার্ত। পরমেশ্বরেরই রূপায়
 রাহর ভোজনের জন্য চন্দ্রমার অমৃতের ন্যায় আমার খাণ্ড
 আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে আমার পর্যাণ্ড
 পরিতৃপ্তি হইবে ॥ ৩৯ ॥

ভাৎপার্থ্যঃ—মহারাজ দিলীপ গুরুর হোমধেনু রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বনে বনে ঘুরিতেছেন। তাঁহার
 হৃদয়ের একটা অংশ,—গুরুর আদেশ, তাহা যত কঠোরই হউক না কেন, পালন করিতে দ্বিধা না করায়,—কবি
 অতি স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এইক্ষেণে আশ্রিত-বৎসল রাজার হৃদয়ের অপরাংশও যে কত অশুশ, কত মহৎ,
 তাহা কবি দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। গিরিশের প্রভাবে তিনি এইরূপ পরাজিত হইয়াছেন, দেবতার বিধানের উপর
 মাহুঘের কোনই হাত নাই, ইত্যাদি বিচার করিয়া রাজা প্রত্যাবৃত্ত হইলে কেহই কোন দোষ দিতে পারিত না। যাহা
 মাহুঘের সাধ্যাভীত, তাহাতে চেষ্টা করাও মাহুঘের পক্ষে অজ্ঞতার কার্য। রাজা দিলীপের হৃদয় এতই বলিষ্ঠ যে,
 তিনি সেই সাধ্যের অন্তরিক্ত বিষয়ের সাধনে অগ্রসর হইলেন। অন্তিমাহুঘতার পরিচয় দিলেন।

সুতরাং আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন। ইহাতে লাজিত
 হইবেন না। আপনি গুরুদেবের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়া-
 ছেন। রাজন্! রক্ষণীয় বস্তু যদি অশুভলে রক্ষা করা না
 যায়, তবে তাহাতে অনুধারীর কোনো অপোহুয়ের কারণ
 নাই, তাহাতে যশঃক্ষয় হয় না ॥ ৪০ ॥

পুরুষাধিরাজ দিলীপ সিংহের এইরূপ গম্ভীর
 বাক্য শ্রবণ পূর্বক, শিবের প্রভাবে পরাজয় ঘটিয়াছে—
 জানিয়া, আত্মগ্লানি এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪১ ॥

মহারাজ দিলীপের ভীতনে সেই প্রথম পরাজয়।
 দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিতে উত্তত হইয়া ত্রিলোকনের
 দৃষ্টিতে যেরূপ নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়াছিলেন, রাজাও তজ্জপ
 হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৪২ ॥

মুগেন্দ্র ! আমার সমস্ত প্রয়াসই যখন ব্যর্থ হইল, তখন
 আমি যাহাই বলি না কেন, তাহা উপহাসেরই কারণ হইবে,
 জানিয়াও আমি বলিতেছি, কেন না, দৈববলে তুমি প্রাণী-
 দিগের হৃদয়গত অভিপ্রায় সকলই জানিতে সমর্থ। সুতরাং
 আমার মনোভাবও বুঝিতেছ ॥ ৪৩ ॥

মায়াঃ স মে স্থাবরজঙ্গমানাং সর্গস্থিতি-প্রত্যবহার-হেতুঃ ।
 গুরোরপীদং ধনমাহিতাগ্নেনশৃৎ পুরস্তাদনুপেক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
 স ত্বং মদীয়েন শরীরবৃত্তিং দেহেন নির্বর্তয়িতুং প্রসীদ ।
 দিনাবসানোৎসুক-বাল-বৎসা বিশ্বজাতাংধেনুরিয়ং মহর্ষে: ॥ ৪৫ ॥
 অথাক্রকারং গিরিগহ্বরানাং দংষ্ট্রীময়ুখে: শকলানি কুর্ব্বন ।
 ভূয়ঃ স ভূতেশ্বর-পার্শ্ববর্তী কিঞ্চিদ বিহস্যার্থপতিং বভাষে ॥ ৪৬ ॥
 একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং নবং বয়ঃ কাস্তমিদং বপুশ্চ ।
 অল্পস্যা হেতোর্বহ হাতুমিচ্ছন্ বিচারমৃঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্ ॥ ৪৭ ॥
 ভূতানুকম্পা তব চৈচ্ছিয়ং গৌরেকা ভবেৎ স্বস্তিমতী তদন্তে ।
 জীবন্ পুনঃ শশ্বদুপপ্লবেভ্যঃ প্রজাঃ প্রজানাথ ! পিতেব পাসি ॥ ৪৮ ॥
 অথৈকধেনোরপরাধচণ্ডাদ গুরোঃ কৃশানু-প্রতিমাদ্ বিভেষি ।
 শকোহস্য মনুর্ভবতা বিনেতুং গাঃ কোটিশঃ স্পর্শয়িতা ঘটোঙ্গীঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয় ।—স্থাবরজঙ্গমানাং সর্গস্থিতি-প্রত্যবহার-হেতুঃ
 স: (ঈশ্বরঃ) মে মায়া: (ভবতি) । পুরস্তাৎ নশ্রুৎ ইদম্
 আহিতাগ্নে: গুরো: ধনম্ অপি অনুপেক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

স: ত্বং মদীয়েন দেহেন শরীরবৃত্তিং নির্বর্তয়িতুং প্রসীদ ।
 দিনাবসানোৎসুকবাল-বৎসা মহর্ষে: ইয়ং ধেনুঃ বিশ্বজাতাম্ ॥ ৪৫ ॥

অথ ভূতেশ্বর-পার্শ্ববর্তী স: (সিংহঃ) গিরিগহ্বরানাং অক-
 কারং দংষ্ট্রী-ময়ুখে: শকলানি কুর্ব্বন কিঞ্চিদ বিহস্য অর্থ-
 পতিং (ভং নৃপং) ভূয়ঃ বভাষে ॥ ৪৬ ॥

একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং, নবং বয়ঃ, ইদং কাস্তং বপুঃ
 চ—(ইতি এতং) বহু অল্পস্যা হেতোঃ হাতুন্ ইচ্ছন্ ত্বং
 বিচারমৃঢ়ঃ মে প্রতিভাসি ॥ ৪৭ ॥

তব ভূতানুকম্পা চেৎ, (ভহি) তদন্তে সতি ইয়ম্ একা
 গো: স্বস্তিমতী ভবেৎ । হে প্রজানাথ । জীবন্ পুনঃ পিতা
 ইব প্রজা: উপপ্লবেভ্য: শশ্বৎ পাসি, (স্বমিতি শেষ:) ॥ ৪৮ ॥

অথ (অথবা) এক-ধেনো: (অতএব) অপরাধ-চণ্ডাৎ,
 (অতএব) কৃশানু-প্রতিমাৎ গুরো: বিভেষি (কিং ? ইতি
 কাহু:) । অস্মা যস্থা: ঘটোঙ্গী: কোটিশ: গা: স্পর্শয়িতা
 (প্রতিপাদয়তা) ভবতা বিনেতুং শক্য: ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ ।—চলাচল জগতের সেই সৃষ্টি স্থিতি-সংহার-কর্তা
 মহাদেব আমারও পরম পূজনীয় । আমার আমারই সমক্ষে
 নিয়ত-যজ্ঞাঘুষ্ঠায়ী গুরুদেবের যজ্ঞের প্রধান উপকরণরূপ এই
 গোধন বিনষ্ট হইবে, ইহাই বা কি করিয়া উপেক্ষা করিব ? ৪৪ ॥

সুভরাং আমার প্রার্থন,—তুমি ইহার পরিবর্তে আমার
 এই দেহের ঘায়া তোমার ক্ষুধানির্বৃত্তি কর । সারাদিন মাকে
 না দেখিয়া ইহার অচিরপ্রসূত বৎসের আশ্রমে উৎকর্ষায়
 কাস্তর, তুমি দয়া করিয়া, ইহাকে ছাড়িয়া দাও ॥ ৪৫ ॥

মহাদেবের অন্তরে সেই সিংহ রাজার কথায় হাসিয়া
 পড়িল, ভাহার ধবল দস্তাবলীর প্রভায় গিরিগহ্বরের গাঢ়
 অন্ধকার তিরোহিত হইল, সে ধীরে ধীরে যেন কত ব্যাহীয়া
 রাজাকে কহিল,— ৪৬ ॥

রাজন্ ! জগতের একচ্ছত্র আধিপত্য, নবীন যৌবন, আর
 এই কমলীয় শরীর,—আপনি এই সমস্ত দুলভ বস্তু তুচ্ছ একটা
 ধেনুর জন্ত পরিত্যাগ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন—দেখিয়া আমার
 ধ্রুপ বিশ্বাস, আপনার কোন্‌ই কাণ্ডাকাণ্ডজান নাই ॥ ৪৭ ॥

যথার্থ ই যদি আপনার জীবের প্রতি দয়া থাকে, তবে
 একটু প্রণিধান করিয়া দেখুন,—আপনি দেহ দান করিলে
 কেবল এই একটি ধেনুর প্রাণরক্ষা হইবে;—কিন্তু আপনি
 যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে কত আপদ-বিপদ হইতে মরণোন্মুখ
 প্রজাপুঞ্জকে পিতার ছায় রক্ষা করিতে পারিবেন ॥ ৪৮ ॥

তবে যদি বলেন যে, আপনার গুরুদেবের এই একটিমাত্র
 হোমধেনু, ইহার বিনাশে তিনি চটিয়া আশ্বন হইবেন,
 এই আপনার ভয় । তদুত্তরে বক্তব্য যে, ইচ্ছা করিলে
 আপনি এইরূপ কোটি কোটি পয়ষিণী ধেনু তাঁহাকে দান
 করিতে পারেন ॥ ৪৯ ॥

তদক্ষ কল্যাণপরম্পরাগাং ভোক্তারমুর্জ্জ্বলমাত্ম-দেহম্ ।
 মহীতল-স্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদং হি রাজ্যং পদমৈল্লমাত্তঃ ॥ ৫০
 এতাবদ্ভক্তা বিরতে যুগেন্দ্রে প্রতিস্বনেনাসা গুহাগতেন ।
 শিলোচ্চয়োহপি ক্ষতিপালমুচ্চৈঃ প্রীত্যা তমেবার্থমভাষতেব ॥ ৫১
 নিশমা দেবানুচরসা বাচং মনুষ্যদেবঃ পুনরপ্যবাচ ।
 ধেন্বা তদধ্যাসিতকাতরাক্ষা নিরীক্ষামাগঃ সূতরাং দয়ালুঃ ॥ ৫২
 ক্ষতাং কিল ত্রায়ত ইতু্যদগ্রং ক্ষত্রসা শকো ভুবনেষু রুঢ়ঃ ।
 রাজ্ঞান কিং তদ্বিপরীতবৃত্তেঃ প্রাণৈরুপক্ৰোশমলীমসৈব ॥ ৫৩
 কথং ন শকোহনুনায়া মহর্ষে-বিশ্রাণনাচ্চাপয়স্বিনীনাং ।
 ইমামনুনাং সুরভেরবেহি রুদ্রোজসা তু প্রহৃতং দয়াসাম্ ॥ ৫৪

অন্বয় :—৫০, কল্যাণপরম্পরাগাং ভোক্তারম্ উর্জ্জ্বলম্
 আত্মদেহং রক্ষ । হি (যতঃ) পদং রাজ্যং মহীতল-
 স্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদং পদম্ অহঃ ॥ ৫০ ॥

যুগেন্দ্রে এতাবৎ উক্তা বিরতে (সতি) গুহাগতেন অশ্ব
 প্রতিস্বনেন শিলোচ্চয়ঃ অপি প্রীত্যা তম্ এব অর্থম্ উচ্চৈঃ
 অভাষত ইব ॥ ৫১ ॥

দেবানুচরস বাচং নিশমা মনুষ্যদেবঃ পুনঃ অপি উবাচ ।
 (কিস্তুতঃ সন্) তদধ্যাসিত-কাতরাক্ষা ধেন্বা নিরীক্ষা-
 মাগঃ (অতএব) সূতরাং দয়ালুঃ (সন্) ॥ ৫২ ॥

উদগ্রঃ ক্ষত্রশ শব্দঃ ক্ষতাং ত্রায়তে ইতি (ব্যাপ্ত্য)
 ভুবনেষু রুঢ়ঃ কিল । তদ্বিপরীতবৃত্তেঃ (জনশ) রাজ্যেন কিম্ ?
 উপক্ৰোশমলীমসৈঃ প্রাণৈব (বিম্) ॥ ৫৩ ॥

চ (অথবা) মহর্ষেঃ অনুনায়াঃ অন্যপয়স্বিনীনাং বিশ্রাণনাং
 কথং শব্দঃ হু ? ইমাং ধেন্বাং সুরভেঃ অনুনাং অবহি । অশ্বাং
 জয়া (কর্তব্য) প্রহৃতং তু রুদ্রোজসা । (ন তু স্বসামর্থ্যেন
 ইতি ভাবঃ) ॥ ৫৪ ॥

—অতএব আপনি এই অসৎ অধ্যবসায়
 হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন এবং আপনার এই বলিষ্ঠ দেহ রক্ষা
 পূর্বক অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করুন । রাজন্ ! সমৃদ্ধি-সম্পন্ন
 আপনার এই বরাটু সাম্রাজ্য আর স্বর্গের ইন্দ্রকে কোন

প্রভেদ নাই, শুধু আপনার রাজ্য মধ্যে আর ইন্দ্রের রাজ্য
 সূর্গে, এই যা ইন্দ্র-বিশেষ ॥ ৫০ ॥

এই বলিয়া যুগরাজ বিরত হইলে, পর্বতের গুহায়
 সিংহের সেই উচ্চৈঃস্বর প্রতিক্রিয়া হইল, যেন গিরিবরও
 সন্তুষ্ট হৃদয়ে সিংহের সেই যুক্তিযুক্ত উত্তরই অনুমোদন
 করিলেন ॥ ৫১ ॥

সিংহ এবং রাজার এইরূপ কথোপকথনকালে সিংহের
 আক্রমণে একান্ত কাতর হইয়া করণ নয়নে নন্দিনী বার
 বার রাজার দিকে চাহিতেছিলেন—তদর্শনে দয়াদ্রুত
 দিলীপের দয়ার নিয়ম যেন উচ্ছল হইয়া উঠিল, তিনি পুনরায়
 সেই দেবানুচর যুগেন্দ্রকে কহিলেন ॥ ৫২ ॥

পশুপতি ! বিপন্নকে ত্রাণ করিতে যে পারে, সেই
 প্রকৃত ক্ষত্রিয় । ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও যে বিপন্ন-
 ত্রাণে অক্ষম, তার রাজ্য এবং জীবন—উভয়ই নিরর্থক ।
 ক্ষত্রিয়-পদ-বাচ্যই নহে ॥ ৫৩ ॥

অন্য পয়স্বিনী ধেন্ব দান করিয়া মহর্ষির ক্রোধের উপশম
 কি করিয়া করিব ? এই নন্দিনী স্বর্গীয় কামধেনু সুরভি
 অপেক্ষা কোন অংশে নান নহে । শুধু রুদ্র-ভৈরবের প্রভাবেই
 তুমি ইহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছ,—নতুবা তোমার
 সাধ্যও ছিল না ॥ ৫৪ ॥

ভাৎপর্য্য।—কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার অলঙ্কার ছিলেন । রাজার প্রকৃত কর্তব্য কি, রাজ্যের ভিত্তি
 রাজার কিরূপ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, তাহা শুধু বিক্রমাদিত্যকে নহে,—তাৎ নরপতিকেই চোখে আঙ্গুল
 দিয়া বুঝাইয়া দিলেন । কবির যে উক্তি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান তিন কালেই সমভাবে প্রযোজ্য, তাহাই প্রবৃত্ত কবি ।
 কালিদাসের এই উক্তি—সর্বদেশে এবং সর্বকালেই সকল নৃপতির প্রশিধান-যোগ্য ॥ ৫৩ ॥

সেয়ং স্বদেহার্পণ-নিষ্কয়েণ শ্রায়া ময়া মোচয়িতুং ভবন্তঃ ।
 ন পারণা সাদ্ বিহতা তবৈবং ভবেদলুপ্তশ্চ মূনে: ক্রিয়ার্থঃ ॥ ৫৫ ॥
 ভবানপীদং পরবানবৈতি মহান্ হি যত্নস্তব দেবদারৌ ।
 স্থাতুং নিষোক্তূর্ন হি শক্যমগ্রে বিনাশ্য রক্ষাং স্বয়মক্ষতেন ॥ ৫৬ ॥
 কিমপ্যহিংস্যস্তব চেন্ মতোহহম্ যশঃ-শরীরে ভব মে দয়ালুঃ ।
 একান্তবিক্ষংসিষু মদ্বিধানাং পিণ্ডেষুনাশ্চা খলু ভৌতিকেষু ॥ ৫৭ ॥
 সম্বন্ধনাভাষণপূর্ববাহুবৃত্তঃ স নো সঙ্গতয়োর্বনাশ্তে ।
 তদ্বৃত্তনাথানুগ! নাইসি ত্বং সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুম্ ॥ ৫৮ ॥
 তথ্যেতি গামুক্তবতে দিলীপঃ সতঃ প্রতিষ্ঠন্তবিমুক্তবাহুঃ ।
 স শাস্তশাস্ত্রো হরয়ে স্বদেহমুপানয়ৎ পিণ্ডমিবাশ্রয় ॥ ৫৯ ॥

অর্থঃ—সঃ ইয়ং গোঃ স্বদেহার্পণ নিষ্কয়েণ ময়া
 ভবন্তঃ মোচয়িতুং শ্রায়া । এবং (সতি) তব পারণা ন বিহতা
 শ্রাৎ, মূনে: ক্রিয়ার্থঃ চ অনুপ্তঃ ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥

পরবান্ ভবান্ অপি ইদম্ (বক্ষ্যমাণং) অবৈতি । হি
 (যতঃ) তব দেবদারৌ মহান্ যত্নঃ রক্ষাং (বস্ত্র) বিনাশ্য স্বয়ম্
 অক্ষতেন নিষোক্তুঃ অগ্রে স্থাতুং শক্যং ন হি ৫৬ ॥

কিম্ অপি (কিংবা) অহং তব অহিংস্রঃ মতঃ ৫৭, (তর্হি)
 যে যশঃ-শরীরে দয়ালুঃ ভব । মদ্বিধানাং একান্ত বিক্ষংসিষু
 ভৌতিকেষু পিণ্ডেষু অনাশ্চা খলু ৫৭ ॥

সম্বন্ধম্ আভাষণ-পূর্বম্ আহুঃ (পণ্ডিতঃ ইতি শেষঃ) ।
 সঃ (সম্বন্ধঃ) বনাশ্তে সঙ্গতয়োঃ নো (আবয়োঃ) বৃত্তঃ । তৎ
 (তন্ময়ং) হে ভূতনাথানুগ! সম্বন্ধিনঃ যে প্রণয়ং বিহন্তং ত্বং
 ন অহসি ॥ ৫৮ ॥

তথা (এবং অস্ত) ইতি গাম্ (বাচং) উক্তবতে হরয়ে
 সতঃ প্রতিষ্ঠন্তবিমুক্তবাহুঃ সঃ (দিলীপঃ) ন্যত্নয়ঃ (সন্)
 স্বদেহম্ আমিশ্রয় পিণ্ডম্ ইব উপানয়ৎ ॥ ৫৯ ॥

বক্তার্থঃ—যাহা হউক, আমার নিজের শরীর উৎসর্গ
 করিয়াও এই ধেমুকে আমি তোমার কবল হইতে রক্ষা করিতে
 ন্যায়তঃ ধর্মতঃ বাধ্য এবং প্রস্তুত । আর তাহা হইলে তোমারও
 পারণার অর্থাৎ দীর্ঘ উপবাসের অস্ত্রে আধারের কোনই
 বাধা হইবে না; পক্ষান্তরে গুরুদেবেরও যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ড
 অব্যাহত থাকিবে ॥ ৫৫ ॥

মৃগরাজ ! তুমিও পরাধীন, স্ত্রতয়াং এ কথাটা ত সহজেই

বুঝিতেছ যে, এই দেবদাক্ষর উপর তোমার বৈরূপ যত্ন,
 নন্দিনীর উপর আমারও সেইরূপ । তুমিই বল ত, রক্ষণীয়
 বস্তুটি হারাইয়া স্বয়ং অক্ষতদেহে কোন্ মুখে আমি গুরুদেবের
 সম্মুখে কিরিয়া যাইব ? ৫৬ ॥

আর আমার দেহের উপর তোমার যদি এতই ময়া
 হয়, আমাকে হিংসা করিতে না-ই চাও, তবে আমার
 অনশ্বর যশোরূপ দেহের প্রতি দয়ালু হইয়া, এই নশ্বর
 পাক্ভৌতিক দেহ গ্রহণ কর । মৃগেন্দ্র ! আমাদের মত
 লোকের এই ক্ষণভঙ্গু মাংস-পিণ্ডের কলেবরে ভিলমাত্রও
 আস্থা নাই ॥ ৫৭ ॥

পণ্ডিতেরা বলেন,—ক্ষণকালব্যাপী আলাপ-আপ্যায়নেই
 সাধুব্যক্তিদের সৌহার্দ্য, সখিত্ব জন্মিয়া থাকে । এই
 নিচ্ছিন্ন বনে আমাদের উভয়ের সে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছে ।
 আমরা পরস্পর বন্ধুত্বমুদ্রে আবদ্ধ হইয়াছি । অতএব হে
 দেবানুচর ! তুমি তোমার বন্ধুর সেই আকিঞ্চন উপেক্ষা
 করিতে পারো না । আমার প্রার্থনা পূরণ করিতেই
 হইবে ॥ ৫৮ ॥

রাজার এবং বিধ উক্তিতে স্বীকৃত হইয়া মৃগেন্দ্র যেমন
 কহিল—“আচ্ছ, তাহাই হউক,”—অমনি রাজার সেই
 তুণ-লয় অগাড় হস্তের জড়ত্বও দৃঢ়ীভূত হইল । নর-
 পতি দিলীপ তখন অশ্রুশ্রবণ পরিত্যাগপূর্বক, মাংস-
 পিণ্ডের ন্যায় নিজের দেহটাকে সিংহের সম্মুখে সমর্পণ
 করিলেন ॥ ৫৯ ॥

তস্মিন্ ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানাং উৎপত্ততঃ সিংহনিপাতমুগ্রম্ ।
 অবাধ্যুখসোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত বিদ্যধর-হস্তমুক্তা ॥ ৬০ ॥
 উত্তিষ্ঠ বৎসেত্যমৃতায়মানং বচো নিশাম্যোখিতমুখিতঃ সন্ ।
 দদর্শ রাজা জননীমিব স্বাং গামগ্রতঃ প্রস্রবিণীং ন সিংহম্ ॥ ৬১ ॥
 তং বিস্মিতং ধেনুরবাচ “সাধো ! মায়াং ময়োদ্ভাবা পরীক্ষিতোহসি ।
 ঋষি-প্রভাবান্ ময়ি নান্তকোহপি প্রভুঃ প্রহৰ্ত্তুং কিমুতাত্ম-হিংস্রাঃ ॥” ৬২ ॥
 ভক্তা গুরৌ মযান্তকম্পয়া চ প্রীতাস্মি তে পুত্র ! বরং বৃণীষ ।
 ন কেবলানাং পয়সাং প্রস্তুতি-মবেহি মাং কামদুঘাং প্রসন্নাং ॥ ৬৩ ॥
 ততঃ সমানীয় স মানিতার্থী হস্তৌ স্বহস্তাঙ্জিতবীরশকঃ ।
 বংশস্য কৰ্ত্তারমনন্তকীর্ত্তিং স্তদক্ষিণায়াং তনয়ং যযাচে ॥ ৬৪ ॥

অর্থঃ—তস্মিন্ ক্ষণে উগ্রং সিংহ-নিপাতম্ উৎপত্ততঃ
 অবাধ্যুখসোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ উপরি বিদ্যধরহস্তমুক্তা
 পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত ॥ ৬০ ॥

রাজা অমৃতায়মানং “বৎস ! উত্তিষ্ঠ” ইতি উখিতং বচঃ
 নিশয় উখিতঃ সন্ অগ্রতঃ প্রস্রবিণীং গাং স্বাং জননীম্ ইব
 দদর্শ । সিংহং ন (দদর্শ) ॥ ৬১ ॥

বিস্মিতং তং (দিলীপং) ধেনুঃ উবাচ—“হে সাধো ! ময়া
 মায়াম্ উদ্ভাব্য পরীক্ষিতঃ অসি । ঋষিপ্রভাবাং ময়ি অন্তকঃ অপি
 প্রহৰ্ত্তুং ন প্রভুঃ (ভবতি,) অন্ত-হিংস্রাঃ কিম্ উত ?” ৬২ ॥

“হে পুত্র ! গুরৌ ভক্ত্যা ময়ি অমুকম্পয়া চ তে (ভুভ্যং)
 প্রীতা স্মি । বরং বৃণীষ । (ভবাহি) মাং কেবলানাং পয়সাং
 প্রস্তুতিং ন অবেহি, (কিন্তু) প্রসন্নাং মাং কামদুঘাম্
 (অবেহি) ॥” ৬৩ ॥

ততঃ মানিতার্থী স্বহস্তাঙ্জিতবীরশকঃ সঃ (রাজা) হস্তৌ সমা-
 নীয় বংশস্ত কৰ্ত্তারম্ অনন্তকীর্ত্তিং তনয়ং স্তদক্ষিণায়াং যযাচে ॥ ৬৪ ॥

বক্তার্থঃ—রাজা প্রতিক্ষণেই সিংহের শেষ আক্রমণ
 প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই আনত-বদন
 প্রজারজক নৃপতির উপর আকাশ-চর বিদ্যধরদিগের হস্ত
 হইতে অজস্র কুম্ম-বৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

ভাৎপর্য্য—কালিদাস এই পুস্তকের কেন “রঘুবংশ” নাম দিয়াছেন, তাহার একটুকৈফিয়ৎ অতি
 কৌশলে দিলেন । দিলীপই বর-প্রার্থনার সময়ে কহিলেন—“বংশস্ত কৰ্ত্তারং” “বংশের কৰ্ত্তা” অর্থাৎ পরিচায়ক পুত্র
 চাই । এমন পুত্র যেন পাই, যাহার নামে আমার বংশ চিরকাল পরিচিত হইবে । তাই দিলীপ-পুত্র রঘুর নামাহ-
 সারেই “রঘুবংশ” নামকরণ হইয়াছে । কিন্তু বায়ীকি-রামায়ণে বহুপূর্বে এই বংশকে “রঘুবংশ” নামে আখ্যাত
 করা হইয়াছে । ও নামটি কালিদাসের নিজস্ব নহে । “রঘুবংশস্ত চরিতং চকার ভগবান্ মুনি ।” রামায়ণ, বাল-
 কাণ্ড, ৩য় সর্গ, ৯ শ্লোক ॥ ৬৪ ॥

“বৎস ! উঠ,”—এই অমৃতের মত মধুর বাক্য শ্রবণ
 পূর্বক রাজা মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, জননীর জায়
 সেই সুরভি-নন্দিনী নন্দিনী সম্মুখে দাঁড়াইয়া । তাঁহার
 গুন হইতে পুত্রদর্শনে মাতার যেমন হয়, তেমনই ভাবে অজস্র-
 ধারে দুগ্ধধারা নিঃসৃত হইতেছে । সিংহের নাম-গন্ধও ভাষায়
 নাই ॥ ৬১ ॥

এই ব্যাপারে রাজা যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন ।
 ধেনুও তাঁহাকে কহিলেন—“হে সাধু ! আমি মায়াবলে
 সিংহরূপ ধারণপূর্বক তোমার ভক্তি পরীক্ষা করিলাম ।
 মহর্ষির প্রভাবে স্বয়ং যমও আমার কিছু করিতে পারে না ।
 হিংস্র পশুপ্রভৃতি ভ ভুজ্জ” ॥ ৬২ ॥

তোমার এই অটল গুরুভক্তি এবং আমার উপর
 তোমার অমূল্য অমুকম্পা দর্শনে বড়ই প্রীত হইয়াছি । এক্ষণে
 তুমি বর গ্রহণ কর । আমি কেবল পয়স্বিনী-ধেনু নহি, প্রসন্ন
 হইলে আমি সকল বাসনাই পূরণ করিতে পারি ॥ ৬৩ ॥

প্রার্থাদিগের মনোরথ-পূরক, বাহবলে “বীর” এই আখ্যা
 অর্জনকারী নৃপতি দিলীপ কৃতাজলি পুটে, স্তদক্ষিণার গর্ভে
 একটি অশেষ-কীর্ত্তি-সম্পন্ন বংশের অবতৎসবরূপ পুত্র প্রার্থনা
 করিলেন ॥ ৬৪ ॥

সন্তান-কামায় তথৈতি কামং রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্যা পয়স্বিনী সা ।
 দুষ্ক। পয়ঃ পত্রপুটে মদীয়ং পুত্রোপভুক্ত্যেতি তমাদিদেশ ॥ ৬৫ ॥
 বৎসস্য হোমার্থবিধেচ্চ শেষমুষেরনুভুজ্যামধিগমা মাতঃ ।
 ঔধস্তমিচ্ছামি তবোপভোক্তুং যষ্ঠাংশমুর্বা। ইব রক্ষিতায়াঃ ॥ ৬৬ ॥
 ইথাং ক্ষিতীশেন বশিষ্ঠেধেনুবিজ্ঞাপিতা প্রীততরা বভূব ।
 তদস্বিতা হৈমবতাচ্চ কুক্ষেঃ প্রত্যাযয়াবাপ্রমমশ্রমেণ ॥ ৬৭ ॥
 তস্তাঃ প্রসন্নেন্দুমুখঃ প্রসাদং গুরুনৃপাণাং গুরবে নিবেত্ত ।
 প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং প্রিয়ায়ৈ শশংস বাচা পুনরুক্তয়েব ॥ ৬৮ ॥
 স নন্দিনী-সুত্ৰমনিন্দিতাত্মা সদৎসলে বৎস-হৃতাবশেষম্ ।
 পপৌ বশিষ্ঠেন কৃতাত্মনুজঃ শুভ্রং যশো মূর্ত্তমিবাতিতৃষ্ণঃ ॥ ৬৯ ॥
 প্রাতর্যথোক্ত-ব্রত-পারণাতে প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য ।
 তৌ দম্পতী স্বাং প্রতি রাজধানীং প্রস্থাপয়ামাস বশী বশিষ্ঠঃ ॥ ৭০ ॥

অনুব্রূয় :—সা পয়স্বিনী (নন্দিনী) সন্তান-কামায় (তনয়ে)
 রাজ্ঞে “তথা”—ইতি কামং (বরণ) প্রতিশ্রুত্যা “হে পুত্র! মদীয়ং
 পয়ঃ পত্রপুটে দুষ্ক। উপভুক্ত্যে” ইতি ভুম্ (রাজানম্) আদিদেশ ॥ ৬৫ ॥

হে মাতঃ! বৎসস্য (বৎস-পীতস্ত) হোমার্থবিধে:
 চ শেষং তব ঔধস্তং রক্ষিতায়াঃ উর্য্যা: যষ্ঠাংশম্ ইব ঋষে-
 রনুভুজ্যাম্ অধিগম্য উপভোক্তুম্ ইচ্ছামি ॥ ৬৬ ॥

ইথাং ক্ষিতীশেন বিজ্ঞাপিতা বশিষ্ঠ-ধেনু: প্রীততরা (পূর্ব্বং
 রাজ্ঞ: সেবয়া প্রীতা, ইদানীম্ অনয়া উক্ত্যা প্রীততরা) বভূব ।
 তদস্বিতা হৈমবতাং কুক্ষে: অশ্রমেণ আশ্রমং প্রত্যাযযৌ চ ॥ ৬৭ ॥

প্রসন্নেন্দুমুখঃ নৃপাণাং গুরু: প্রহর্ষচিহ্নানুমিতং তস্তা:
 (ধেনো:) প্রসাদং পুনরুক্তয়া ইব বাচা গুরবে নিবেত্ত
 (পশ্চাৎ) প্রিয়ায়ৈ শশংস ॥ ৬৮ ॥

অনিন্দিতাত্মা সদৎসল: বশিষ্ঠেন কৃতাত্মনুজঃ স: (রাজা)
 বৎস-হৃতাবশেষং (পীতহৃতাবশিষ্টং) নন্দিনী-সুত্ৰং শুভ্রং
 মূর্ত্তং যশ ইব অতিতৃষ্ণ: (সনৃ) পপৌ ॥ ৬৯ ॥

বশী বশিষ্ঠ: প্রাত: যথোক্ত-ব্রত-পারণাতে প্রাস্থানিকং
 স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য তৌ দম্পতী (বর্ষ) স্বাং রাজধানীং
 প্রতি প্রস্থাপয়ামাস ৭০ ॥

বক্তার্থ:—নন্দিনীও “তথাস্ত” বলিয়া রাজাকে বর
 প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, বৎস! পূর্ণপুট নির্মাণ-পূর্ব্বক,
 তাহাতে আমার দুগ্ধ লইয়া পান কর ॥ ৬৫ ॥

তখন রাজা অতি বিনয়ের সহিত কহিলেন—মা!

প্রজাপুঞ্জের শস্তাদি গ্রহণ করার পর, আমার স্বরক্ষিত পৃথিবীর
 করক্ৰমে যে যষ্ঠ অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আমি যেমন
 গ্রহণ করিয়া থাকি, তদ্রূপ ঋষির আদেশক্রমে আপনার
 বৎসের পীতাবশিষ্ট এবং ঋষির হোমার্থ দুগ্ধের অবশিষ্ট
 দুগ্ধ আমি পান করিতে ইচ্ছা করি। সর্বাগ্রে আমি কি
 করিয়া পান করিব—বলুন? ৬৬ ॥

রাজার এই কথায় নন্দিনীর প্রীতির আর অবধি রহিল
 না। তিনি তখন রাজাকে লইয়া হিমাদ্রিগহ্বর পরিভ্রাণ-
 পূর্ব্বক আশ্রমভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৬৭ ॥

নরেন্দ্রকুল-শিরোমণি দিলীপ আশ্রমে গিয়া, ঋষিকুল-
 শিরোমণি বশিষ্ঠের নিকট পরম পুলকিত হৃদয়ে আশ্রিত
 সমস্ত বর্ণন করিলেন। ঋষি অভ্যস্ত আনন্দিত হইলেন। রাজার
 প্রসন্ন মুখ-চ্ছবি দর্শনে রাজ্যী অতীষ্টসিদ্ধি কন্তকটা-অনুমান
 করিলেও, রাজা পুনরায় তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন ॥ ৬৮ ॥

অনিন্দিত-চরিত সজ্জনপ্রিয় দিলীপ সন্ত্যা-বন্দনাদি সমাপন
 করিয়া বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে নন্দিনীর বৎসের পীতাবশিষ্ট দুগ্ধ
 পানপূর্ব্বক তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল
 যেন, তিনি ধবল অকলঙ্ক স্বকীয় মূর্ত্তমান যশঃসুধা পান
 করিতেছেন ॥ ৬৯ ॥

পরদিন প্রভাতে জিভেন্দ্রিয় মহর্ষি সেই গোচারণ ভ্রমের
 পারণ করাইয়া, যাত্রাকালোচিত শাস্তি-স্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান-
 পূর্ব্বক, রাজা ও রাজ্যীকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৭০ ॥

প্রদক্ষিণীকৃত্য হৃতং হতাশমনস্তরং ভর্তু রক্ষস্বতীং চ ।
 ধেনুং সবৎসাং চ নৃপঃ প্রতস্থে সম্মঙ্গলোদগ্রতর-প্রভাবঃ ॥ ৭১ ॥
 শ্রোত্রাভিরামধ্বনিনা রথেন স ধর্ম্মপত্নী-সহিতঃ সহিষ্ণুঃ ।
 যযাবমুদঘাত-সুথেন মার্গং শ্বেনৈব পূর্ণেন মনোরথেন ॥ ৭২ ॥
 তমাহিতৌৎসুক্যমদর্শনেন প্রজাঃ প্রজার্থত্রতকর্ষিতাজ্ঞম্ ।
 নৈত্রৈঃ পপুস্তৃপ্তিমনাপ্নুবদ্ভিনবোদয়ং নাথমিবৌষধীনাং ॥ ৭৩ ॥
 পুরন্দর-শ্রীঃ পুরমুৎপতাকং প্রবিশ্য পৌরৈরভিনন্দ্যমানঃ ।
 ভূজে ভূজঙ্গেন্দ্র-সমান-সারে ভূয়ঃ স ভূমেধুর্মাসসজ্জ ॥ ৭৪ ॥

অথ নয়ন-সমুখং জ্যোতিরত্রেবিত্তোঃ সুর-সরিদিব তেজো বহ্নিনিষ্ঠুতমৈশম্ ।
 নরপতি-কুলভূতৈ গর্ভমাধত্ত রাজ্ঞী গুরুভিরভিনিবিষ্টং লোক-পালাভুভাবৈঃ ॥ ৭৫ ॥
 ইতি দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

অনুবাদ ।—নৃপঃ হৃতং হতাশং ভর্তুঃ অনন্তরম্ অরক্ষস্বতীং
 চ সবৎসাং ধেনুং চ প্রদক্ষিণীকৃত্য সম্মঙ্গলোদগ্রতর-প্রভাবঃ
 (সন্) প্রতস্থে ॥ ৭১ ॥

ধর্ম্মপত্নী-সহিতঃ সহিষ্ণুঃ সঃ (নৃপঃ) শ্রোত্রাভিরাম-ধ্বনিনা
 অমুদঘাত-সুথেন রথেন শ্বেন পূর্ণেন মনোরথেন ইব মার্গং
 যযৌ ॥ ৭২ ॥

অদর্শনেন অহিতৌৎসুক্যং প্রজার্থত্রতকর্ষিতাজ্ঞং নবোদয়ং
 ভং (রাজানং) প্রজাঃ তৃপ্তম্ অনাপ্নুবাস্তুঃ নৈত্রৈঃ (নবোদয়ম্)
 ওষধীনাং নাথম্ ইব পপুঃ ॥ ৭৩ ॥

পুরন্দরশ্রীঃ সঃ পৌরৈঃ অভিনন্দ্যমানঃ (সন্) উৎপতাকং পুরং
 প্রবিষ্ট ভূজঙ্গেন্দ্র-সমানসারে ভূজে ভূয়ঃ ভূমে ধুং আসসজ্জ ॥ ৭৪ ॥

অথ চোঃ অত্রৈঃ নয়ন সমুখং জ্যোতিঃ ইব, সুর-সরিৎ
 বহ্নিনা নিষ্ঠুৎ ঐশং তেজঃ ইব, রাজ্ঞী (সুদক্ষিণা) নর-
 পতিকুলভূতৈ, গুরুভিঃ লোকপালাভুভাবৈঃ অভিনিবিষ্টং গর্ভং
 আধত্ত ॥ ৭৫ ॥

বঙ্গার্থ ।—রাজা ও রাজ্ঞী যাত্রাকালে প্রজালিত
 হোমায়ি, গুরু বশিষ্ঠ, গুরুপত্নী অরক্ষস্বতী এবং সবৎসা
 নন্দিনীকে প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন ।
 এই সকল শুভ কার্যে অর্থাৎ প্রদক্ষিণাদি কর্ষের ফলে
 তাঁহার কান্তি ও প্রভাব যেন আরও বর্ধিত হইল ॥ ৭১ ॥

সহিষ্ণু দিলীপ সহধর্ম্মচারিণীর সহিত স্বকীয় সফল
 মনোরথের ভ্রায়, মনোহর ধ্বনিযুক্ত অনাহত-গতি সুখকর
 স্বীয় রথে আরোহণপূর্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥

সন্তানের ভ্রাতৃ বশিষ্ঠকর ব্রতপালনে রাজার শরীর অত্যন্ত
 ক্লেশ হইয়াছিল, প্রজাবৃন্দও তাঁহার দর্শন-লালসায় অত্যন্ত
 উৎকণ্ঠিত ছিল। এক্ষণে দর্শনোৎসুক প্রজাগণ বহুদিনের
 পর রাজ-দর্শন লাভ করিয়া নবোদিত চন্দ্রমার ভ্রায় তাঁহাকে
 অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥

রাজা ফিরিয়া আসিতেছেন,—ভাই সর্কটাই উৎসব ।
 পতাকাদি দ্বারা নগর সজ্জিত করা হইয়াছে । রাজদম্পতি
 নগরে প্রবেশপূর্বক, পৌরগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া,—
 বাস্তবিক সদৃশ দীর্ঘ ও বলশালী হস্তে পুনরায় বিশাল পৃথিবীর
 ভার গ্রহণ করিলেন ও পরম সুখে রাজকার্য্য করিতে
 লাগিলেন ।

অনন্তর আকাশ যেমন অগ্নিমুনির নয়ন-সমুদ্ভূত তেজঃ
 অর্থাৎ চন্দ্রমাকে এবং সুরধুনী যেমন অনলনিহিত রৌদ্র-তেজঃ
 অর্থাৎ বড়ানকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার
 রাজমহাবী সুদক্ষিণাও লোকপালগণের তেজঃপূর্ণ, রাজকুলের
 অভ্যাদয়-স্বচক দিলীপনিহিত সুরহৎ তেজঃ ধারণ করিলেন,
 অর্থাৎ গতিলা হইলেন ॥ ৭৫ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অথৈপ্সিতং ভৰ্তৃরুপস্থিতোদয়ং সখীজনোদীক্ষণকৌমুদীমুখম্ ।
 নিদানমিক্ষ্মাকু-কুলস্থ সন্ততেঃ সুদক্ষিণা দৌহৃদ-লক্ষণং দধৌ ॥ ১ ।
 শরীর-সাদাদসমগ্রভূষণা মুখেন সালক্ষ্যত লোভ্র-পাণ্ডুনা ।
 তনু-প্রকাশেন বিচেয়তারকা প্রভাত-কল্পা শশিনেব শৰ্বরী ॥ ২
 তদাননং মৃৎসুরভি ক্ষিতীশ্বরো রহস্যপাশ্রায় ন তৃপ্তিমাযযৌ ।
 করীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং শুচি-বাপায়ে বনরাজিপল্লবম্ ॥ ৩ ।
 দিবং মরুতানি বোক্ষাতে ভুবং দিগন্তবিশ্রান্ত-রথো হি তংসুতঃ ।
 অতোহভিলাষে প্রথমং তথাবিধে মনো ববন্ধান্তরসান্ বিলজ্য সা ॥ ৪
 ন মে হ্রিয়া শংসতি কিঞ্চিদীপ্সিতং স্পৃহাবতী বস্ত্রযু কেষু মাগধী
 ইতি স্ম পৃচ্ছতানুবলমাদৃতঃ প্রিয়া-সখীকৃত্তরকোশলেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ ।—অথ (গর্তধারণানন্তরং) সুদক্ষিণা উপস্থিতো-
 দয়ং ভৰ্তৃরুপস্থিতং সখীজনোদীক্ষণ-কৌমুদীমুখম্ ইক্ষ্মাকুলস্থ
 সন্ততেঃ (অধিচ্ছদস্ত) নিদানং দৌহৃদ-লক্ষণং (বক্ষ্যমাণং)
 দধৌ ॥ ১ ॥

শরীর-সাদাৎ অসমগ্রভূষণা লোভ্র-পাণ্ডুনা মুখেন
 (উপলক্ষিতা) সা সুদক্ষিণা বিচেয়-তারকা তনু-প্রকাশেন
 শশিনা (উপলক্ষিতা) প্রভাত-কল্পা শৰ্বরী ইব অলক্ষ্যত ॥ ২ ॥

ক্ষিতীশ্বরঃ মৃৎ-সুরভি তদাননং রহস্য উপাশ্রায় তৃপ্তিং ন
 আযযৌ (কঃ কিমিবা?)—শুচিব্যাপায়ে পয়োমুচাং পৃষতৈঃ
 সিক্তং বন-রাজি-পল্লবম্ উপাশ্রায় করী ইব ॥ ৩ ॥

হি (যস্মাৎ) দিগন্ত-বিশ্রান্ত-রথঃ তংসুতঃ মরুতান্
 দিবম্ ইব ভুবং বোক্ষাতে, অতঃ প্রথমং সা (সুদক্ষিণা) তথা-
 বিধে অভিলাষে অন্তরসান্ বিলজ্য মনঃ ববন্ধ ॥ ৪ ॥

মাগধী (সুদক্ষিণা) হ্রিয়া মে কিঞ্চিৎ (অপি) দীপ্সিতং
 ন শংসতি, (সা) কেষু বস্ত্রযু স্পৃহাবতী ইতি অহুবেলম্
 আদৃতঃ (সন্) উত্তর কোশলেশ্বরঃ প্রিয়াগথীং পৃচ্ছতি স্ম ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থঃ ।—অনন্তর ইক্ষ্মাকুলের বংশধারার অবি-
 ছেদের নিদান অর্থাৎ কারণস্বরূপ, মহারাজ দিলীপের বহু-
 দিনের আকাঙ্ক্ষিত, রাজ্ঞী সুদক্ষিণার কল্যাণকর গর্ত-লক্ষণ
 সফল প্রকাশ পাইল! মহিষীর ভদ্রানীন্তন কান্তি-প্রকল্প মুখ
 তদীয় সহস্রী-বৃন্দে নয়নে জ্যোৎস্না-বিমণ্ডিত চন্দ্রমার জ্য
 প্রতিভাত হইতে লাগিল ॥ ১ ॥

শরীর দিন দিন একটু একটু করিয়া কৃশ হওয়ায়,
 রাজ্ঞী আর পূর্ববৎ অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে পারেন
 না। মুখখানা লোভ্র-কুসুমের মত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল।
 এক কণায়,—প্রভাতকালে নক্ষত্রাবলী ক্রমে কমিয়া গেলে
 এবং শশাঙ্ক দীপ্তি-হীন হইলে রজনী-সুন্দরীর যেমন হয়,
 তাঁহারও তদ্রূপ শোভা হইল ॥ ২ ॥

গ্রীষ্মাবসানে মেঘের বারি-ধারাসিক্ত বন-মধ্যস্থিত শূদ্র
 বিশুদ্ধ সরোবরের অভিনব গন্ধে মাতঙ্গের যেমন আগ্রহ-
 নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ গভিনীদের সন্ত-বাহিত মৃত্তিকা-
 ভক্ষণদ্বারা সুদক্ষিণার সুরভি বদন নির্জনে রাজ্ঞী যতই
 আশ্রয় করিতেন, তাঁহার আরও আশ্রয়ে আগ্রহ জন্মিত।
 আশা আর মিটিত না ॥ ৩ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন, তদ্রূপ,
 তাঁহার পুত্রও এই বিশাল ভূগোল একাধিপত্যে সন্তোষ
 করিবে এবং দিগ্দিগন্তে ভ্রমার বিজয়-রথ অপ্রতিহত-ভাবে
 গমনাগমন করিবে, এই জ্ঞাই যেন রাজমহিষী অস্ত্র সর্বপ্রকার
 উপভোগ্য পরিহারপূর্বক, প্রথম হইতেই মৃত্তিকা-ভক্ষণ দ্বারা
 গর্তস্থ সন্তানকে ভূ-সন্তোষে অভিযুক্ত করাইতেছিলেন ॥ ৪ ॥

“কৈ? মগধ রাজ-পুত্রী সুদক্ষিণা লজ্জায় আমাকে ত
 কিছুই বলেন না, কোন্ কোন্ দ্রব্যে তাঁহার অভিলাষ
 যায়?”—এই কথা সর্বদাই নরনাথ রাজ্ঞীর সখীদিগকে
 জিজ্ঞাসা করিতেন ॥ ৫ ॥

উপেতা সা দোহদ-দুঃখ-শীলতাং যদেব বত্রে তদপশ্যদাহতম্ ।
 ন হীষ্টমসা ত্রিদিবেহপি ভূপতেরভূদনাসাত্মমধিজ্যধ্বনঃ ॥ ৬ ॥
 ক্রমেণ নিস্তীৰ্ঘা চ দোহদ-বাথাং প্রচীয়মানাবয়বা ররাজ সা ।
 পুরাণপত্রাপগমাদনস্তরং লতেব সন্নদ্ধ-মনোজ্ঞ-পল্লবা ॥ ৭ ॥
 দিনেষু গচ্ছৎসু নিত্যান্তপীবরং তদীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্ ।
 তিরশ্চকার ভ্রমরাভিলীনয়োঃ সুজাতয়োঃ পঙ্কজ-কোশয়োঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥
 নিধান-গর্ভামিব সাগরাধরাং শমীমিবাতান্তর-লীন-পাবকাম্ ।
 নদীমিবাস্তুঃসলিলাং সরস্বতীং নৃপঃ স-সত্ত্বাং মহিষীমমৃত্যুত ॥ ৯ ॥
 প্রিয়ানুরাগস্ত মনঃসমুন্নতেভ্জাজ্জিতানাং চ দিগন্ত-সম্পদাম্ ।
 যথাক্রমং পুংসবনাদিকাঃ ক্রিয়া ধৃতেশ্চ ধীরঃ সদৃশীৰ্য্যধত্ত্বং সঃ ॥ ১০ ॥
 সুরেন্দ্রমাত্রাশ্রিত-গর্ভগৌরবাং প্রযত্নমুক্তাসনয়া গৃহাগতঃ ।
 তয়োপচারাজ্জলি-খিন্ন-হস্তয়া ননন্দ পারিপ্লবনেদ্রয়া নৃপঃ ॥ ১১ ॥

অনুব্র।—সা (সুদক্ষিণা) দোহদ-দুঃখ-শীলতাম্ উপেতা
 যৎ এব (বস্ত) বত্রে, তৎ আহতম্ অপশ্যৎ । হি (যস্মাৎ)
 অস্ত ভূপতে: (দিলীপস্ত) অধিজ্যধ্বনঃ (গতঃ) ত্রিদিবে অপি
 হীষ্টম্ (বস্ত) অনাসাৎ ন অভূৎ ॥ ৬ ॥

সা (সুদক্ষিণা) ক্রমেণ দোহদ ব্যথাং নিস্তীৰ্ঘা চ প্রচীয়মানা-
 বয়বা (সতী) পুরাণপত্রাপগমাৎ অনস্তরং সন্নদ্ধ-মনোজ্ঞ-পল্লবা
 লতা ইব ররাজ ॥ ৭ ॥

দিনেষু গচ্ছৎসু (গৎসু) নিত্যান্তপীবরম্ আনীলমুখং তদীয়ং
 স্তনদ্বয়ং ভ্রমরাভিলীনয়োঃ সুজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃ শ্রিয়ং
 তিরশ্চকার ॥ ৮ ॥

নৃপঃ স-সত্ত্বাং মহিষীং, নিধান-গর্ভাং সাগরাধরাম্ (রত্নগর্ভাং
 ধরিত্রীং) ইব, অভ্যন্তর-লীন-পাবকাং শমীম্ ইব, অন্তঃসলিলাং
 সরস্বতীং নদীম্ ইব অমৃত্যুত ॥ ৯ ॥

ধীরঃ সঃ (দিলীপঃ) প্রিয়ানুরাগস্ত, মনঃসমুন্নতে,
 ভূজাজ্জিতানাং দিগন্ত-সম্পদাং, ধৃতেশ্চ চ সদৃশীঃ পুংসবনাদিকাঃ
 ক্রিয়াঃ যথাক্রমং ব্যধত্ত্বং ॥ ১০ ॥

গৃহাগতঃ নৃপঃ সুরেন্দ্রমাত্রাশ্রিতগর্ভ-গৌরবাং প্রযত্ন-মুক্তাসনয়া
 উপচারাজ্জলিখিন্নহস্তয়া পারিপ্লবনেদ্রয়া তয়া (সুদক্ষিণয়া) ননন্দ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—বীরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপানি দিলীপের অতুল
 ঐশ্বর্যের ফলে কোনো বস্তুরই তাঁহার অগ্রতুল ছিল না, মহিষী
 যখন বাহা চাহিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্মুখে পাইতেন ।
 অধিক কি, কোনো স্বর্গীয় বস্তু অভিলাষ করিলেও তৎক্ষণেই
 রাজা তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন ॥ ৬ ॥

প্রথম-গর্ভসন্ধারের অবসাদ ক্রমে কমিয়া যাওয়ায়, ধীরে
 ধীরে রাজার দেহ আবার ক্রীড়পুষ্ট ও কাস্তিপূর্ণ হইতে
 লাগিল । পুরাতন জীর্ণ পত্রাবলী বহিয়া যাওয়ার পর
 নতুন পল্লব-সমূহে পরিশোভিত মনোহর লতার ন্যায় তাঁহার
 লাবণ্য উজ্জলিত হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥

এই ভাবে কিছুদিন বাইতে-না-বাইতেই রাজার পান
 পয়োধরমুগল স্থলভর হইল এবং তাঁহার অগ্রভাগ দ্বয়
 সুনীল আভাষ রঞ্জিত হইয়া উঠিল । স্তূতরাং সুন্দর কমল-
 কুটুপে ভ্রমর বসিলে যেমন সৌন্দর্য্য হয়, তাঁহার স্তনদ্বয়ও
 সেইরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিল ॥ ৮ ॥

মহারাজ দিলীপ অন্তঃসত্ত্বা মহিষীকে রত্নগর্ভা বসুন্ধরার
 ভ্রায়, অগ্নিগর্ভা শমীলতার ভ্রায় এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী
 নদীর ভ্রায় গৌরবময়ী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

রাজা দিলীপের মহিষীর প্রতি যেরূপ অপার অনুরাগ
 এবং নিজেরও বাহ-বলে অর্জিত যেরূপ অতুল ঐশ্বর্য্য,
 মহিষীরও পুংসবনাদি মঙ্গলকার্য্য সেইরূপ সমারোহের
 সহিত তিনি সম্পন্ন করিলেন ॥ ১০ ॥

লোকপালদিগের অংশপূর্ণ গুরুভার গর্ভ সুদক্ষিণার পক্ষে
 অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া উঠিল । রাজা নিকটে গেলে অত্যর্থনার
 জ্ঞাত ভাড়াভাড়ি আসন হইতে গাত্রোথান করিতে রাজার
 অত্যন্ত কষ্ট হইত, অঞ্জলিবন্ধন করিতেও হস্ত অবসর হইয়া
 আসিত, তাঁহার নয়ন জলে ভরিয়া বাইত, তথাপি তাঁহার এ
 অবস্থায় রাজার কিন্তু আত্মাদের পরিসীমা থাকিত না ॥ ১১ ॥

কুমারভৃত্যাকুশলৈরনুষ্ঠিতে ভিবগ্ভিরাপৈরথ গর্ভভক্ষণি ।
 পতিঃ প্রতীতঃ প্রসবোন্মুখীং প্রিয়াং দদর্শ কালে দিবমভিতামিব ॥ ১২ ॥
 গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রায়ৈরমূৰ্খাগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্ ।
 অসূত পুত্রং সময়ে শচী-সমা ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্ ॥ ১৩ ॥
 দিশঃ প্রসেতুর্মুরতো ববুঃ সুখাঃ প্রদক্ষিণাচ্চিবিরগ্নিরাদদে ।
 বভূব সর্বং শুভশংসি তৎক্ষণং ভবো হি লোকাভ্যুদয়ায় তাদৃশাম্ ১৪
 অরিষ্টশয্যাং পরিতো বিসারিণা সুজন্মনস্তস্মৈ নিজে ন তেজসা ।
 নিশীথদীপাঃ সহসা হতভিষো বভূবুরালেখ্য-সমপিতা ইব ॥ ১৫ ॥
 জনায় শুদ্ধাস্তচরায় শংসতে কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম্ ।
 অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ—অথ (অনন্তর) কুমারভৃত্যাকুশলৈঃ
 আশ্রিতঃ ভিবগ্ভিঃ গর্ভভক্ষণি অনুষ্ঠিতে (পতি) পতিঃ
 (দিলীপঃ) প্রতীতঃ (সন্) কালে (দশমে মাসি) প্রসবোন্মুখীং
 প্রিয়াং (কালে—গ্রীষ্মাবসানে) অস্ত্রিতাং দিবম্ ইব দদর্শ ॥ ১২ ॥

ভবঃ শচী-সমা (সা সুদক্ষিণা) সময়ে (দশমে মাসি) উচ্চ-
 সংশ্রয়ে: অমূৰ্খাগৈঃ পঞ্চভিঃ গ্রহৈঃ সূচিত-ভাগ্য-সম্পদং পুত্রং
 ত্রিসাধনা শক্তিঃ অক্ষয়ম্ অর্থম্ ইব অসূত ॥ ১৩ ॥

ভবঃ-ক্ষণং দিশঃ প্রসেতুঃ, সুখাঃ সর্বভঃ ববুঃ, অগ্নিঃ
 প্রদক্ষিণাচ্চিঃ (সন্) হবিঃ আদদে—(ইথং) সর্বং শুভ-
 শংসি বভূব । হি (তথাহি) তাদৃশাং ভবঃ লোকাভ্যুদয়ায়
 (ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অরিষ্টশয্যাং পরিতো বিসারিণা সুজন্মনঃ তস্মৈ (সুতস্মৈ)
 নিজে ন তেজসা সহসা হতভিষঃ নিশীথ-দীপাঃ আলেক্ষ্য-
 সমপিতাঃ ইব বভূবঃ ॥ ১৫ ॥

ভূপতেঃ অমৃত-সম্মিতাক্ষরং কুমারজন্ম শংসতে শুদ্ধাস্ত-
 চরায় জনায় ত্রয়ং এব অদেয়ং আসীৎ । (কিং ভবং?)—শশি-
 প্রভং ছত্রম্ উভে চামরে চ ॥ ১৬ ॥

বক্তাবলী—এই ভাবে নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে নরপতি
 সাগ্রহরূপে মহিষীর প্রসবকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।
 পরে ষষ্ঠ মাস পূর্ণ হইলে বর্ষায় জলদভার-নন্ত আকাশের ছায়
 সুদক্ষিণাকে প্রসবোন্মুখী বুঝিয়া বালচিকিৎসা-নিপুণ
 প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের দ্বারা গর্ভপুষ্টির সুব্যবস্থাপূর্বক দর্শন
 করিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর শচীর ছায়-গৌরবময়ী রাজ্ঞী সুদক্ষিণা, শুভলগ্নে
 শুভক্ষণে ত্রিসাধনসম্পন্ন-রাজ-শক্তির অক্ষয় অর্থোৎপাদনের
 ছায় একটি পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন । তখন পাঁচটি
 গ্রহ তুঙ্গস্থান-গত এবং অনন্তমিত ছিল বলিয়া এই
 নবকুমার যে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হইবেন, তাহা সূচিত
 হইল ॥ ১৩ ॥

সেই প্রসবক্ষণে দিগ্‌মণ্ডল ভ্রমশূন্য হইয়া যেন হাসিয়া
 উঠিল । সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল
 এবং হোমায় স্বয়ং প্রদক্ষিণ ভাবে আহতি গ্রহণ করিলেন ।
 বস্ত্রতঃ সেই রাজ-কুমারের জন্ম সময়ে সমস্তই মঙ্গলকর হইয়া-
 ছিল, যেহেতু তাদৃশ মহাত্ম্যের ব্যক্তিদ্বিগের আবির্ভাব
 জগতের মঙ্গলের জন্তই হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সেই ক্ষণজন্মা বালকের দেহজ্যোতিতে সূতিকাগৃহ
 উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং শয্যা-পার্শ্বস্থিত দীপাবলী
 তৎক্ষণাৎ নিভাস্ত নিশ্চৈত হইয়া চিত্রোপ্তির ছায়
 রহিল ॥ ১৫ ॥

অনন্তর অন্তঃপুরের এক জন ভৃত্য আসিয়া রাজাকে
 অমৃতের মন্তন সুমধুর ঐ শুভসংবাদ নিবেদন করিল ; রাজা
 দিলীপও একান্ত আহলাদিত হইয়া প্রচুর পারিতোষিকদানে
 তাহাকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং অবিলম্বেই অন্তঃপুরে প্রবেশ
 হইলেন । রাজা তখন এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে,
 ভৃত্যকে তাহার মাত্র তিনটি বস্ত্র অদেয় ছিল, সুখাংশুপ্রতিম
 রাজচ্ছত্র ও দুইটি চামর ॥ ১৬ ॥

নিবাত-পদ্ম-স্তিমিতেন চক্ষুযা নৃপশ্চ কাস্তং পিবতঃ স্তুতাননম্ ।
 মহোদধেঃ পূর ইবেন্দু-দর্শনাদ্ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নান্মনি ॥ ১৭ ॥
 স জাতকর্ষ্মণাখিলে তপস্বিনা তপোবনাদেতা পুরোধসা কৃতে ।
 দিলীপস্নানমর্গিরাকরোদ্ভবঃ প্রযুক্ত-সংস্কার ইবাধিকং বভৌ ॥ ১৮ ॥
 সুখশ্রবা মঙ্গলতূর্যানিস্বনাঃ প্রমোদ-নৃত্যৈঃ সহ বারযোষিতাম্ ।
 ন কেবলং সন্নি মাগধীপতেঃ পথি ব্যজ্জন্তু দিবাকসামপি ॥ ১৯ ॥
 ন সংযতস্তস্য বভূব রক্ষিতুর্বিসর্জয়েদ্ যং স্তুত-জন্ম-হষিতঃ ।
 ঋণাভিধানাং স্বয়মেব কেবলং তদা পিতৃণাং মুমুচে স বন্ধনাং ॥ ২০ ॥
 শ্রুতস্য যাদ্যদয়মন্তমর্ভকস্তথা পরেযাং যুধি চেতি পাথিবঃ ।
 অবেক্ষ্য ধাতোর্মনার্থমর্থবিৎ চকার নান্য রঘুমানু-সন্তবম্ ॥ ২১ ॥

অঙ্ক ১।—নিবাত-পদ্ম-স্তিমিতেন চক্ষুযা কাস্তং সেইরূপ আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন হৃদয়ে আনন্দ স্তুতাননং পিবতঃ নৃপশ্চ গুরুঃ প্রহর্ষঃ ইন্দুদর্শনাৎ মহোদধেঃ যেন আর ধরিল না ॥ ১৭ ॥
 পূরঃ ইব আন্মনি ন প্রবভূব ॥ ১৭ ॥

সঃ (দিলীপমুখ্যঃ) তপস্বিনা পুরোধসা তপোবনাৎ এত্যাখিলে জাতকর্ষ্মণি কৃতে [গতি] প্রযুক্ত-সংস্কারঃ আকরোদ্ভবঃ মণিঃ ইব অধিকং বভৌ ॥ ১৮ ॥

সুখ-শ্রবাঃ মঙ্গলতূর্যানিস্বনাঃ বারযোষিতাং প্রমোদ-নৃত্যৈঃ সহ মাগধীপতেঃ সন্নি কেবলং ন ব্যজ্জন্তু, (কিন্তু) দিবাকসাং পথি অপি (ব্যজ্জন্তু) । (দেবদুন্দুভয়ঃ অপি নেহুঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৯ ॥

রক্ষিতুঃ তস্য (দিলীপস্য) সংযতঃ ন বভূব, স্তুতজন্ম-হর্ষিতঃ (সন্) নঃ যং (সংযতং) বিসর্জয়েৎ (কিন্তু) সঃ (রাজা) তদা পিতৃণাং ঋণাভিধানাৎ বন্ধনাৎ কেবলং (যথা তথা) স্বয়ং এব মুমুচে । (কর্ষ্মকর্তরি লিট) ॥ ২০ ॥

অর্থবিৎ পার্থবিঃ, অয়ম্ অর্ভকঃ শ্রুতস্য অস্তং যান্নাৎ, তথা যুধি পরেযাম্ (অস্তং যান্নাৎ) চ ইতি (হেতোঃ) ধাতোঃ গমনার্থম্ অবেক্ষ্য আশ্র-সন্তবং (পুত্রং) নান্য রঘুং চকার । (অধি-বধি-লধি-গত্যর্থঃ ইতি) ॥ ২১ ॥

বক্তাবলী।—রাজা যখন নিবাত-নিঃস্পন্দ কমলবৎ নয়নে অনিমেষভাবে নবজাত পুত্রের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন চন্দ্রদর্শনে সমুদ্র যেমন উষ্মল হয়, তিনিও

মহর্ষি বশিষ্ঠ তপোবন হইতে আসিয়া নবকুমারের সমস্ত “জাত-কর্ষ্মাদি” সংস্কার সমাধা করিলেন । *নি হইতে উত্তোলিত মণি যেমন শাণ্ড-যজ্ঞে উল্লিখিত করিলে অধিকতর ভাস্বর হয়,—রাজপুত্রও ঋষিকৃত সংস্কারে তেমনই যেন সমধিক শ্রী-সম্পন্ন হইলেন ॥ ১৮ ॥

কুমারের জন্মগ্রহণে, রাজপুত্রী অপার আনন্দ-মহোৎসবে নিমগ্ন হইল । সর্বত্র নানাবিধ আয়োজন-প্রমোদ অল্পক্ষিত হইতে লাগিল । বারবনিতারা নৃত্য-গীতে মাতিন্মা উঠিল । শ্রুতি-সুখ-কর মঙ্গল-বাঞ্ছা-ক্ষান বিশাল রাজপুত্রীকে একেবারে বধির করিয়া তুলিল । ওদিকে দেবতা-দিগের দুন্দুভিও নিনাদিত হইয়া আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল ॥ ১৯ ॥

মহারাজ দিলীপের সুশাসনের ফলে রাজ্যে অপরাধী—রাজদণ্ডপ্রাপ্ত কেহই ছিল না । সুতরাং এমন আনন্দের দিনে চিরাচরিত প্রথাভঙ্গারে, কাহাকেও কারামুক্ত করিতে হইল না । কেবল তিনি স্বয়ং, এই পুত্রজন্মের দ্বারা, অশোধ্য পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

এই শিশু কালে শাস্ত্র ও অস্ত্র এই উভয় বিজ্ঞান পারে গমন করিবে, মনে করিয়া শব্দার্থতত্ত্ববিৎ রাজা পুত্রের গমনার্থক “লঘ” ধাতুঘটিত “রঘু” এই নামকরণ করিলেন ॥ ২১ ॥

পিতৃঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্র-সম্পদঃ শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে ।
 পুপোষ বৃদ্ধিং, হরিদশ্বদৌধিতে-রত্নপ্রবেশাদিব বাল-চন্দ্রমাঃ ॥ ২২ ॥
 উমারবাক্কৌ শর-জন্মনা যথা যথা জয়ন্তেন শচী-পূরন্দরৌ ।
 তথা নৃপঃ সা চ সূতেন মাগধী ননন্দতুস্তং-সদৃশেন তৎ-সমৌ ॥ ২৩ ॥
 রথাজ্ঞানায়োরিব ভাববন্ধনং বভূব যৎ প্রেম পরম্পরাশ্রয়ম্ ।
 বিভক্তমপোকসূতেন তত্তয়োঃ পরম্পরস্যোপরি পর্যাচীযত ॥ ২৪ ॥
 উবাচ ধাত্রা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়ামবলম্বা চাঙ্গুলীম্ ।
 অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাত-শিক্ষয়া পিতৃমুদং তেন ততান সোঃত্বকঃ ॥ ২৫ ॥
 তমক্ষমারোপা শরীরযোগজৈঃ সূতৈর্নিষিদ্ধস্তমিবামৃতং ত্বচি ।
 উপাস্ত সংমীলিত-লোচনো নৃপ শিরাং সূতস্পর্শ রসজ্ঞতাং যযৌ ॥ ২৬ ॥
 হমঃস্ত চানেন পরাক্ষাজন্মনা স্থিতেরভেত্তা স্থিতিমন্তুমধ্বম্ ।
 স্বমৃতিভেদেন গুণাগ্রাবর্তিনা পতিঃ প্রজানামিব সর্গমান্ননঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থঃ—সঃ রঘুঃ সমগ্র-সম্পদঃ পিতৃঃ প্রযত্নাৎ শুভৈঃ শরীরাবয়বৈঃ হরিদশ্বদৌধিতে: অন্নপ্রবেশাৎ বালচন্দ্রমাঃ ইব দিনে দিনে বৃদ্ধিং পুপোষ ॥ ২২ ॥

উমারবাক্কৌ শরজন্মনা যথা ননন্দতুঃ, শচীপূরন্দরৌ জয়ন্তেন যথা (ননন্দতুঃ), তথা তৎ-সমৌ সা মাগধী সঃ নৃপঃ চ তৎসদৃশেন সূতেন (ননন্দতুঃ) ॥ ২৩ ॥

রথাজ্ঞানায়োঃ ইব তয়োঃ (দম্পত্যোঃ) ভাববন্ধনং পরম্পরাশ্রয়ং যৎ প্রেম বভূব, তৎ একসূতেন বিভক্তম্ অপি পরম্পরস্ত উপরি পর্যাচীযত ॥ ২৪ ॥

সঃ অত্বকঃ ধাত্রা প্রথমোদিতং বচঃ উবাচ, ভদ্রীয়াম্ অঙ্গুলীম্ অবলম্ব্য যযৌ চ, প্রণিপাত-শিক্ষয়া নম্রঃ অভূৎ চ—(ইতি যৎ), তেন (সঃ) পিতৃঃ মুদং ততান ॥ ২৫ ॥

শরীরযোগজৈঃ সূতৈঃ ত্বচি অমৃতং নিষিদ্ধস্তম্ ইব তৎ পুত্রম্ অক্ষম্ আরোপ্য উপাস্ত-সংমীলিত-লোচনঃ (সন্) নৃপঃ চিরাৎ সূত-স্পর্শ-রসজ্ঞতাং যযৌ ॥ ২৬ ॥

স্থিতে: অভেত্তা (সঃ নৃপঃ) পরাক্ষাজন্মনা অনেন (রঘুণা) প্রজানাং পতিঃ গুণাগ্রাবর্তিনা স্বমৃতিভেদেন আশ্বনঃ সর্গম্ ইব অধ্বমং স্থিতিমন্তুম্ অঃস্ত চ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গার্থঃ—কুমার রঘু অনন্ত বিভবশালী পিতার প্রযত্নে প্রতিপালিত হইয়া সৌরকররাশির সম্পর্কে বালচন্দ্রমার তায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শুভলক্ষণ-যুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরন্তর স্বন্দর হইয়া উঠিল ॥ ২২ ॥

পার্বতী ও পরমেশ্বর কার্তিকেয়কে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং শচী ও ইন্দ্র জয়ন্তকে পাইয়া যেরূপ পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন, স্নানকিণা ও দিলীপ কুমারকার্তিকেয়-প্রতিম রঘুকে পাইয়া সেইরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥

চক্রবাক ও চক্রবাকীর তায় রাজা ও রাজ্ঞীর পরম্পরের হৃদয়প্রাণী প্রেমপ্রবাহ পুত্রে বিভক্ত হইলেও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল ॥ ২৪ ॥

রাজ-শিশু আধ-আধ স্বরে ধাত্রীর উপদিষ্ট কথাগুলি উচ্চারণ করিতে, তাহার অঙ্গুলীধারণ পূর্বক দুই-এক পদ চলিতে-ফিরিতে এবং “নম কর” বলিলেই প্রণাম করিতে শিখিয়া ক্রমেই নরপতির আনন্দ-বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

পিতা দিলীপ পুত্র রঘুকে বকে চাপিয়া ধরিয়া আনন্দ-নিমীলিত-নয়নে চিরাভিলষিত স্নাতস্পর্শরূপ অমৃত-রস আশ্বাদনপূর্বক কৃতার্থ হইলেন ॥ ২৬ ॥

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যেমন গণগণময় বিষ্ণুর দ্বারা স্বকীয় লোক-সৃষ্টির স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা অব্যাহত থাকিবে—অনুভব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কুলমর্যাদাভিজ্ঞ দিলীপও এই নাম! গুণশালী পুত্রের দ্বারা স্বীয় বংশমর্যাদা অব্যাহত থাকিবে ভাবিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

স বৃত্তচলশ্চলকাক-পক্ষকৈ-রমাতাপুত্রৈঃ সবয়োভিরদিতঃ ।
 লিপেৰ্যথাবদগ্রহণেন বাঙ্ময়ং নদীমুখেণেব সমুদ্রমাবিশং ॥ ২৮ ॥
 অথোপনীতং বিবিদবিপশ্চিতো বিনিষ্ঠারেনং গুরবো গুরুপ্রিয়ম্ ।
 অবক্ষায়শ্চ বভূবরহ তে ক্রিয়া হি নন্তুপহিতা প্রসীদতি ॥ ২৯ ॥
 ধিয়ঃ সমগ্রৈঃ স গুণৈরদারদীঃ ক্রমাচ্চতশ্চতুর্ণবোপমাঃ ।
 ততঃ বিদ্যাঃ পবনাতিপাতিভির্দিশো হরিদ্বিহরিতামিবেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
 হুচং স মেধ্যাঃ পরিধায় রোরবী-মশিক্ষিতাস্ত্রং পিতুরেব মদ্রবং ।
 ন কেবলং তদগুরুকপাধিবঃ ক্ষিতাবভূদেকপদ্যর্প রোহপি সঃ ॥ ৩১ ॥
 মহোক্ষতাং বৎসতবঃ স্পৃশন্নিব দিপেন্দ্রভাবং কলভঃ শ্রয়ন্নিব ।
 রঘুঃ ক্রমাদ যৌবন-ভিন্ন-শৈশবঃ পুপোষ গাষ্ঠীর্থা-মনোহরং বপুঃ ॥ ৩২ ॥

অর্থঃ।—বৃত্ত-চলঃ সঃ রঘুঃ চলকাকপক্ষকৈঃ সবয়োভিঃ অমাত্যপুত্রৈঃ অদিতঃ (সন) লিপেঃ যথাবৎ গ্রহণেন বাঙ্ময়ং (শব্দজাতং) নদীমুখেণ (কশিৎ মকরাদিঃ) সমুদ্রম্ ইব আবিশং (জ্ঞাতবান্ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অথ বিবিদং উপনীতং গুরুপ্রিয়ম্ এনং (রঘুঃ) বিপশিতঃ গুরবঃ বিনিষ্ঠাঃ । তে (গুরবঃ) অত্র (রঘুঃ) অববায়ভাঃ চ বভূবুঃ । হি (তথাহি) ক্রিয়া বন্তুপহিতা (গতী) প্রসীদতি (ফলতি) ॥ ২৯ ॥

উদার-দীঃ সঃ (রঘুঃ) সমগ্রৈঃ দিশঃ গুণৈঃ চতুর্ণবোপমাঃ চতস্রঃ বিদ্যাঃ হরিতাম্ ঈশ্বরঃ পবনাতিপাতিভিঃ হরিদ্বিঃ (চতস্রঃ) দিশঃ ইব ক্রমাৎ ভক্তার ॥ ৩০ ॥

সঃ (রঘুঃ) মেধ্যাঃ রোরবীং হুচং পরিধায় মদ্রবং অস্ত্রং পিতুঃ এব অশিক্ষিত । তদগুরুঃ (দিলীপঃ) এক-পাণ্ডিঃ কেবলং ন অভূৎ, (কিন্তু) ক্ষিতৌ সঃ একঃ ধনুর্ধরঃ অপি অভূৎ ॥ ৩১ ॥

রঘুঃ ক্রমাৎ যৌবন-ভিন্ন-শৈশবঃ (সন) মহোক্ষতাং স্পৃশন্ বৎসতবঃ ইব, দিপেন্দ্রভাবং শ্রয়ন্ কলভঃ ইব গাষ্ঠীর্থা-মনোহরং বপুঃ পুপোষ ॥ ৩২ ॥

বক্তার্থঃ।—তদন্তর দিলীপ যথাকালে (তৃতীয়বর্ষে) পুত্রের চূড়াকরণ সম্পন্ন করিয়া পঞ্চমবর্ষে চকল শিখা-শোভিত সমবয়স্ক সচিব-তনয়দিগের সহিত বিজালাভের জন্ত পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন । কুমার রঘু, প্রতিভাবে কতিপয় দিবসের মধ্যেই বর্ণ-শিক্ষা সমাপনপূর্বক, নদীমুখের দ্বারা মকরাদি যেমন

বিরাট সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সমগ্র শব্দশাস্ত্রে প্রবেশ করিলেন (অর্থাৎ শব্দশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হইলেন) ॥ ২৮ ॥

তদন্তর ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে, গর্ভকাদশবর্ষে রঘু উপনীত হইলেন । বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বিশেষ যত্নপূর্বক তাঁহাকে বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তাঁহাদের সেই শিক্ষা-প্রদান-যত্ন অন্তিকালমধ্যেই সার্থক হইল । কেন না, ২৯পাত্রে উপদেশ-প্রদান কদাচ বিফল হয় না ॥ ২৯ ॥

পবনবৎ বেগবান্ অশ্বের দ্বারা হরণপূর্বক সূর্য্যদেব যেমন দিগ্‌মণ্ডল উত্তীর্ণ হন, সেই প্রকার অসাধারণ-দীপ্তিঃস্পন্ন কুমার রঘু স্বকীয় প্রতিভাপ্রভাবে ক্রমাৎ চারিটি সমুদ্রেয় তুল্য চারিটি বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিলেন ॥ ৩০ ॥

শাস্ত্রবিজ্ঞা সমাপ্ত হইলে, কুমার পবিত্র যুগচর্য পরিধান পূর্বক পিতার নিকটেই সমস্তক শাস্ত্র-বিজ্ঞার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন । জগতে কেবল অদ্বিতীয় রাতা নহেন, দিলীপ এক জন অদ্বিতীয় ধনুর্ধরও ছিলেন ॥ ৩১ ॥

২২তর যেমন ক্রমে মহানব্বুযতে পরিণত হয়, করিশাবক যেমন ক্রমে গজরাজের আকার ধারণ করে, তদ্রূপ রঘুও ক্রমে যৌবনে পদার্পণপূর্বক মনোহর এবং দীর্ঘ-প্রশান্ত দেহ ধারণ করিলেন ॥ ৩২ ॥

অথাসা গোদান-বিধেরনহরং বিবাহদীক্ষাঃ নিরবর্তয়দ্ গুরঃ ।
 নরেন্দ্রকন্যাসুমনাপা সৎপতিঃ তমোহুদঃ দক্ষসুতা ইবাবভুঃ ॥ ৩৩
 যুবা যুগবায়তবাহুরংসলঃ কপাটবক্ষাঃ পরিগন্ধকন্ধরঃ ।
 বপুঃপ্রকধাদজয়ং গুরুং রঘুস্থথাপি নীচৈবিনয়াদদৃশ্যত ॥ ৩৪ ।
 ততঃ প্রজানাং চিরমায়না ধৃতাং নিতান্তগুরুকীঃ লঘয়িত্যতা ধুরম্ ।
 নিসর্গ-সংস্কারবিনীত ইতাসৌ নুপেণ চক্রে যবরাজ-শবভাক্ ॥ ৩৫
 নরেন্দ্রমূল্যতনাদনহরং তদাম্পদং শ্রীযুবরাজসংজ্ঞিতম্ ।
 অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্ ॥ ৩৬ ।
 বিভাবস্তুঃ সারথিনেব বায়না ঘনবাপায়েন গভাস্তমানিব ।
 বভূব তেনাতিতবাং স্তূতঃসহঃ কটপ্রভেদেন করীব পার্থিবঃ ॥ ৩৭ ।

অনুসরণ—অথ গুরুঃ (দিলীপঃ) অস্ত গোদানবিধেঃ
 অনস্তরং বিবাহদীক্ষাং নিরবর্তয়ৎ । নরেন্দ্রকন্যাঃ তং
 (রঘুং) দক্ষসুতাঃ তমোহুদম্ ইব সৎপতিম্ অবাপ্য
 আবভুঃ ॥ ৩৩ ॥

যুবা যুগবায়তবাহুঃ অংসলঃ কপাটবক্ষাঃ পরিগন্ধকন্ধরঃ
 রঘুঃ বপুঃপ্রকধাৎ গুরুম্ (দিলীপম্) অজয়ং । তথাপি
 বিনয়াৎ নীচৈঃ অদৃশ্যত ॥ ৩৪ ॥

ততঃ আয়না চিরং ধৃতাং নিতান্তগুরুকীং প্রজানাং ধুরং
 লঘয়িত্যতা নুপেণ অসৌ (রঘুঃ) নিসর্গ-সংস্কারবিনীতঃ ইতি
 (হেতোঃ) যুবরাজ-শবভাক্ চক্রে ॥ ৩৫ ॥

গুণাভিলাষিণী শ্রীঃ নরেন্দ্রমূল্যতনাৎ অনস্তরং (সন্ধি-
 হিতং) যুবরাজ-সজ্জিতং তৎ আম্পদং কমলাৎ নবাবতারম্
 উৎপলম্ ইব অংশেন অগচ্ছৎ । (দ্রিয়ো হি খলু য়নি
 রজ্যস্তে—ইতি ভাবঃ) ॥ ৩৬ ॥

সারথিনা বায়না বিভাবস্তুঃ ইব, ঘনবাপায়েন (সারথিনা)
 গভাস্তমান্ ইব, কটপ্রভেদেন করী ইব, পার্থিবঃ তেন (রঘুণা)
 অতিতবাং স্তূতঃসহঃ বভূব ॥ ৩৭ ॥

বজ্রার্থ—অনস্তর কেশদানবিধি অগ্রপ্তি হইলে,
 রাজা মহাসমায়েহে কুমারের বিবাহ-সংস্কার সম্পাদন
 করিলেন । দক্ষ-দুহিতা তারবালী চক্রকে পতিরূপে
 পাইয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন, রাজকন্তাগণও
 যৌবনোদ্ভিঙ্গ-বপুঃ রঘুকে পতি পাইয়া তজ্জপ পূজকিত
 হইলেন ॥ ৩৩ ॥

যৌবন-সমাগমে রঘুর বাহুয় যান-মধ্যস্থিত যুগ-নামক
 কষ্টিদণ্ডের মত সুদীর্ঘ এবং আজুলিষিত হইল । দেহের বল
 বৃদ্ধি পাইল । বক্ষঃস্থল তোরণ-কপাটের স্থায় বিস্তৃত ও গ্রীবা-
 দেশ উন্নত হইল । তিনি বলিষ্ঠ-শরীরের উৎকর্ষপ্রভাবে যদিও
 উন্নতকায় পিতাকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তবুও কিন্তু
 বিনয়ের মহিমায় তাঁহার নিকট নিয়ত নতমণ্ডকেই
 থাকিতেন ॥ ৩৪ ॥

অন্তঃপর রাজা দিলীপ, দীর্ঘকাল যাবৎ বিশাল সাম্রাজ্যের
 যে গুরু ভার বহন করিয়া আসিতেছেন, তাহা লঘু করিবার
 জন্য উদারস্বভাব এবং সর্ববিষয়ে সুচারু সংস্কারের দ্বারা
 বিনীত পুত্রকে সর্বপ্রকারে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া যৌব-
 রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

শোভা ও সৌন্দর্য যেমন পূর্বপ্রস্তুতি পন্ন ত্যাগপূর্বক
 নবাবকলিত পন্থকে আশ্রয় করে, তজ্জপ রাজ-লক্ষ্মী
 তাঁহার গুরু-আবাসস্থল দিলীপকে আংশিকভাবে
 পরিভ্যাগ করিয়া উদীয়মান যুবরাজ রঘুকেই আশ্রয়
 করিলেন ॥ ৩৬ ॥

পুত্রের হস্তে রাজ্যের ভার বতকটা ন্যস্ত করার দিলীপ
 অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন । তখন পবনের সাহায্যে অগ্নি
 যেমন প্রবল হয়, শতৎকালের সমাগমে স্বর্ঘ্য যেমন
 প্রখর হয়, মদ-বারিষ আবির্ভাবে ঐরাবত যেমন তুর্দম
 হয়, রাজা দিলীপও রঘু সাহায্যে তজ্জপ তুর্দম ও তুংগহ
 হইলেন ॥ ৩৭ ॥

নিযুক্তা তং হোমতুরঙ্গবক্ষণে ধনুর্ধরং রাজসুতৈরনুক্রতম্
 অপূর্ণমেকেন শতক্রতুপদাঃ শতং ক্রতুনাংপবিত্রমাপ সঃ ॥ ৩৮ ॥
 ততঃ পরঃ তেন মথায় যজ্ঞনা তুরঙ্গমুৎসৃষ্টমনর্গলং পুনঃ ।
 ধনুর্ভ্রাতামগ্রত এব রক্ষিণা জহার শত্রুঃ কিল গৃঢ়-বিগ্রহঃ ॥ ৩৯ ॥
 বিষাদলুপ্ত-প্রতিপত্তি বিস্মিতঃ কুমারসৈন্যঃ সপদি স্থিতঃ চ তৎ ।
 বশিষ্ঠ-ধনুশ্চ যদৃচ্ছয়াগতা শ্রুত-প্রভাবা দদৃশেৎথ নন্দিনী ॥ ৪০ ॥
 তদঙ্গনিসান্দজলেন লেচনৈ প্রমৃড়া পুণেন পূবস্কৃতঃ সতাম্ ।
 অতীন্দ্রিয়েষুপাপপন্ন-দর্শনো বভূব ভাবেষু দিলীপ নন্দনঃ ॥ ৪১ ॥
 স পূবতঃ পর্বত-পক্ষশাতনং দদর্শ দেব নরাদেব-সম্ভবঃ ।
 পুনঃ পুনঃ সূত-নিষিদ্ধ-চাপলং তরঙ্গমগ্নং রথবশ্মি-সংযতম্ ॥ ৪২ ॥
 শতৈস্তম্ভাস্তামনিমেষবৃতিভিহবি বিদিশা হরিভিঃ চ বাজিভিঃ ।
 অবোচনেন গগন-স্পৃশা রঘু স্বরেণ ধীরেণ নিবর্তয়ন্নিব ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—শতক্রতুপদাঃ সঃ (দিলীপঃ) রাজসুতৈঃ
 অনুক্রতং তং (রঘুং) হোম-তুরঙ্গবক্ষণে নিযুক্তা একেন অপূর্ণং
 ক্রতুনাং শতম্ অপবিত্রম্ (যথা তথা) আপ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ পরঃ (একোনশতক্রতু-সমাপনায় পরঃ) যজ্ঞনা তেন
 (দিলীপেন) পুনঃ মথায় উৎসৃষ্টম্ অনর্গলং তুরঙ্গং ধনুর্ভ্রাতাম্
 অগ্রতঃ এব শত্রুঃ গৃঢ়-বিগ্রহঃ (সন্) জহার কিল ॥ ৩৯ ॥

তৎ কুমার-সৈন্যং সপদি বিষাদলুপ্ত প্রতিপত্তি বিস্মিতঃ চ
 (সন্) স্থিতম্ । অথ শ্রুত-প্রভাবা যদৃচ্ছয়াগতা নন্দিনী চ
 দদৃশে । (যৌ চকারৌ অবিলম্বহচকৌ) ॥ ৪০ ॥

সতাম্ পূবস্কৃতঃ দিলীপ নন্দনঃ পুণেন তদঙ্গনিসান্দ-জলেন
 লোচনৈ প্রমৃড়া অতীন্দ্রিয়েষু ভাবেষু আপ উপপন্ন-দর্শনঃ
 বভূব ॥ ৪১ ॥

নরাদেব-সম্ভবঃ সঃ (রঘুঃ) পুনঃ পুনঃ সূত-নিষিদ্ধ-চাপলং রথ-
 বশ্মি-সংযতম্ অগ্নং হরন্তং পর্বতপক্ষ-শাতনং দেবং (ইন্দ্রং)
 পূর্বতঃ দদর্শ ॥ ৪২ ॥

রঘু তম্ (অশ্বহস্তারং) অনিমেষবৃতিভিঃ অক্ষাং শতৈঃ,
 হরিভিঃ (হরিষর্গৈঃ) বাজিভিঃ চ হরিং (ইন্দ্রং) বিদিশা এতং
 (ইন্দ্রং) গগন-স্পৃশা ধীরেণ স্বরেণ নিবর্তয়ন্ ইব অবোচ ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবেন্দ্রসদৃশ প্রভাপশালী রাজা দিলীপ
 তখন উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া, কতিপয় রাজপুত্র এবং
 সৈন্য-সামন্ত সমভিষাহারে ধনুর্ধর পুত্র যুবরাজ রঘুকে যজ্ঞের
 অঙ্গবক্ষণে নিযুক্ত করিয়া ক্রমে নিষ্ক্রিয়ে একোনশত অশ্বমেধ
 যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

নিরানব্বইটি যজ্ঞ শেষ করার পর, দিলীপ শততম
 অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে অভিলাষী হইয়া পুনরায় যজ্ঞ
 করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বকে অযাহতভাবে বিচরণের নিমিত্ত
 বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র রঘু এবং অন্যান্য
 রক্ষকদিগের সমক্ষেই তিরস্করিণী বিচার প্রভাবে, অগ্নি
 থাকিয়া অশ্রুভিত্তভাবে সেই যজ্ঞাশ্ব হরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

কে হঠাৎ যজ্ঞায় অশ্ব হরণ করিল—নিশ্চয় করিতে না
 পারিয়া বিষাদ এবং বিষয়ে কুমার-সৈন্যগণ একেবারে হতবুদ্ধি
 হইয়া পড়িল । এদিকে বশিষ্ঠেস্থ নন্দিনীও ঠিক সেই সময়ে
 য-ইচ্ছায় আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

তখন সজ্জনপূজিত দিলীপনন্দন রঘু নন্দিনীর পবিত্র অঙ্গ-
 নিসন্দে (গোমূত্রে) নয়ন মার্জনাপূর্বক ইন্দ্রিয়াভীত বিষয়ও
 দিব্যদৃষ্টিবলে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪১ ॥

তখন দিব্যচক্ষুঃপ্রাপ্ত রাজপুত্র রঘু ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিষ্ফল-
 পূর্বক পূর্বদিকে দেখিলেন, পর্বত-পক্ষচ্ছেদী দেবরাজ ইন্দ্র
 রথরজ্জুতে বন্ধনপূর্বক যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন,
 অশ্বের চাকল্য নিবারণের নিমিত্ত সারথি ভাট্টাকে বার বার
 কশাঘাত করিতেছে ॥ ৪২ ॥

সেই রথের অশ্বগুলি হরিতবর্ণবিশিষ্ট এবং রথস্থিত
 অশ্বাপহারী ব্যক্তি নিমেষশূন্য সহস্রলোচনযুক্ত—দেখিয়া কুমার
 ভাট্টাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া চিন্তিত পাইলেন এবং গগন-
 স্পর্শী জলদ-গম্ভীর স্বরে যেন ইন্দ্রকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াই
 কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

মখাংশভাজাং প্রথমো মনীষিভিস্তমেব দেবেন্দ্র ! সদা নিগতাসে ।
 অজস্রদীক্ষাপ্রযতস্য মদগুরোঃ ক্রিয়া-বিঘাতায় কথং প্রবর্তসে ? ॥ ৪৪ ॥
 ত্রিলোকনাথেন সদা মখদ্বিস্তয়া নিয়মা নন্ত দিব্যচক্ষুষা ।
 স চেৎ স্বয়ং কশ্মশ্চ ধর্মচারিণাং ত্রমন্তুরায়ো ভবসি চ্যুতো বিধিঃ ॥ ৪৫ ॥
 তদঙ্গমগ্রাং মঘবন ! মহাক্রতোরমুং তুবঙ্গ প্রতিমোক্তুমর্হসি ।
 পথঃ শ্রোতৈর্দর্শয়িতাব ঈশ্বর্য মলীমসামাদদতে ন পদ্ধতিম্ ॥ ৪৬ ॥
 ইতি প্রগল্ভঃ রঘুণা সমীরিতঃ বচো নিশম্যাপি পতিদিবৌকসাম্ ।
 নিবর্তমানাস রথঃ সনিশ্চয়ঃ প্রচক্রে মে চ প্রতিবক্তুমুদ্রম্ ॥ ৪৭ ॥
 নদাপ্য রাজজ্ঞকুমার ! তদুপা যশস্ত রক্ষাং পরতো যশোধনৈঃ ।
 জগৎ-প্রকাশং তদশেননিজায়। ভবদগুরুকল্যয়িতুং মমোচ্চতঃ ॥ ৪৮ ॥

অশ্বয়।—হে দেবেন্দ্র ! মনীষিভিঃ ত্বম্ এব
 মখাংশভাজাং প্রথমঃ সদা নিগতাসে। (তথা সন্ন্যাসি)
 অজস্রদীক্ষাপ্রযতস্য মদগুরোঃ ক্রিয়াবিঘাতায় কথং
 প্রবর্তসে ? ॥ ৪৪ ॥

ত্রিলোক-নাথেন দিব্যচক্ষুষা ত্বয়া মখদ্বিষঃ সদা নিয়ম্যাঃ
 নহু। সঃ ত্বং ধর্মচারিণাং কশ্মশ্চ স্বয়ম্ অন্তরায়ঃ ভবসি
 চেৎ, (তহি) বিধিঃ (কর্মাহুষ্ঠানঃ) চ্যুতঃ ॥ ৪৫ ॥

হে মঘবন ! ত্বৎ (তস্যাত্) মহাক্রতোঃ অগ্র্যম্ অঙ্গম্
 অমুং তুবঙ্গং প্রতিমোক্তুম্ (প্রতিদাতুং) অর্হসি। (তথাহি)
 শ্রোতৈঃ পথঃ দর্শয়িতাবঃ ঈশ্বর্যঃ মলীমসাং পদ্ধতিং ন
 আদদতে ॥ ৪৬ ॥

ইতি রঘুণা সমীরিতঃ প্রগল্ভঃ বচঃ নিশম্য দিবৌকসাম্
 অধিপতিঃ সনিশ্চয়ঃ (সন্) রথঃ নিবর্তমানাস, উদ্রবং প্রতিবক্তুঃ
 প্রচক্রে মে চ ॥ ৪৭ ॥

হে রাজজ্ঞকুমার ! যৎ (বাক্যম্) আথ (ত্রাবীষি
 ত্বমিতি শেষঃ) তৎ তথা (সত্যম্) তু (কিস্ত)
 যশোধনৈঃ পরতঃ (শক্রভ্যঃ) যশঃ রক্ষ্যম্। ভবদ-গুরুঃ
 জগৎ-প্রকাশম্ অশেষং মম ত্বৎ (যশঃ) ইজ্যায়। লজ্যয়িতুম্
 উচ্চতঃ ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—দেববাজ ! এ কি ? মনীষিগণ আপনাকেই
 না যজ্ঞাংশভাগাদিগের প্রথম এবং প্রবান বলিয়া খাবেন ?
 আমার পিতা কত শত শত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন,
 সুতরাং তাঁহাদের অল্পাংশ যজ্ঞের অংশ আপনিও কতই না গ্রহণ

করিয়াছেন। আর আজ আপনার এই কাজ ? আমার
 তাদৃশ ক্রিয়া-নিয়ত পিতার কর্ম পণ্ড করিবার নিমিত্ত
 আপনার এই প্রবৃত্তি কি শোভনীয় ? ॥ ৪৪ ॥

আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর, যাঁহারা যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন
 করে, দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে অবগত হইয়া, তাঁহাদিগকে শাস্তি
 দান ও দমন করাই আপনার কর্তব্য নয় কি ? রক্ষক হইয়া
 সেই আপনাই যদি ধর্মচারীদিগের ধর্মকর্মের এই ভাবে
 ব্যাঘাত করেন, তবে আর রহিল কি ? ধর্মকর্ম একেবারেই
 লোপ পাইতে বলিল ॥ ৪৫ ॥

অতএব হে মঘবন ! অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের প্রধান অঙ্গীভূত
 এই অশ্ব আপনি পরিত্যাগ করুন। শ্রোত-পথের
 উপদেষ্টা মহান্ পুরুষেরা কখনও এইরূপ অসৎপথে গমন বা
 অসৎকার্যের অনুষ্ঠান করেন না ॥ ৪৬ ॥

যুবরাজ রঘুব এইরূপ প্রগল্ভ ও গর্কিত বাক্য
 শ্রবণপূর্বক স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র বিশ্বাবিষ্ট হইয়া
 রথ প্রত্যাগস্ত করিলেন এবং প্রত্যুত্তর দিলে প্রবৃত্ত
 হইলেন ॥ ৪৭ ॥

হে রাজপুত্র ! তুমি যাহা যাহা বলিলে, সবই সত্য।
 কিন্তু যাঁহারা যশোধন ব্যক্তি, শক্রর কবল হইতে যশ
 রক্ষা করাই তাঁহাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।
 তোমার পিতৃদেব আজ আমার সেই বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি
 সম্পূর্ণভাবে এই যজ্ঞের দ্বারা ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত
 হইয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

হরিশৈবৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতে মহেশ্বরস্ত্রাহক এব নাপরঃ ।
 তথা বিজ্ঞানঃ মুনয়ঃ শতক্রতুং দ্বিতীয়গামী ন হি শব্দ এব নঃ ॥ ৪৯ ॥
 অতোহয়মশ্বঃ কপিলাত্মকারিণা পিতৃস্তদীয়সা ময়াপহারিতঃ ।
 অলং প্রযত্নেন তবাত্র মা নিধাঃ পদং পদব্যাং সগরসা সন্ততেঃ ॥ ৫০ ॥
 ততঃ প্রহমাপভয়ঃ পুরন্দরং পুনর্বভাষে তুরগসা রক্ষিতা ।
 গৃহাণ শস্ত্রং যদি সর্গ এব তে ন খন্নিজ্জিতা রঘুং কৃতী ভবান্ ॥ ৫১ ॥
 স এবমুক্তা মঘবতুম্মুখঃ করিষ্যমাণঃ সশরঃ শরাসনম্ ।
 অতিষ্ঠদালৌচিতিশেষশোভিনা বপুঃপ্রাক্ষেণে বিড়ম্বিতেশ্বরঃ ॥ ৫২ ॥
 রঘোরবষ্টময়েন পত্রিণা হৃদি ক্ষতো গোত্রভিদপামঘণঃ ।
 নবাস্থদানীকমুহূর্তলাঞ্জে নন্তুগ্যামোঘং সমপত্ত সায়কম্ ॥ ৫৩ ॥

অর্থঃ—পুরুষোত্তমঃ যথা হরিঃ (বিষ্ণুঃ) একঃ এব আখ্য। কখনও অত্র ব্যক্তিগে প্রযুক্ত হইতে পারে না ;
 স্মৃতঃ (যথা চ) ত্রাহকঃ এব মহেশ্বরঃ (শিবঃ) ন অপরঃ, তথা হয়ও না ॥ ৪৯ ॥
 মুনয়ঃ মাং (এব) শতক্রতুং বিদুঃ।—নঃ (অশ্বাকম) এষঃ
 (পুরুষোত্তম-মহেশ্বর-শতক্রতু-রূপঃ ত্রিতমঃ) শব্দঃ দ্বিতীয়-
 গামী ন হি (ভবতি) ৪৯ ॥

অন্তঃ দ্বদীয়স্ত পিতুঃ অশ্বঃ কপিলাত্মকারিণা ময়া
 অপহারিতঃ! তব অত্র (অশ্বে) প্রযত্নেন অলং সগরস্ত
 সন্ততেঃ পদব্যাং পদং (অং) মা নিধাঃ ॥ ৫০ ॥

ততঃ তুরগস্ত রক্ষিতা (রঘুঃ) পুত্রস্ত অপভয়ঃ
 (সন্) পুনঃ পুরন্দরং বভাষে। (কিম্ ইতি?)
 (হে দেশেস্ত্র।) যদি এষঃ তে সর্গঃ (নিশ্চয়, ত্বহি)
 শস্ত্রং গৃহাণ, তবান্ রঘুং অনির্জিত্য ন খন্ কৃতী
 (ভবিষ্যতি) ॥ ৫১ ॥

সঃ উগ্ৰথঃ (সন্) মঘবস্তম এবম উক্তা শরাসনং সশরং
 করিষ্যমাণঃ আলৌচিত-বিশেষ-শোভিনা বপুঃ-প্রাক্ষেণে বিড়ম্বি-
 তেশ্বরঃ (সন্) অতিষ্ঠৎ ॥ ৫২ ॥

রঘোঃ অবষ্টময়েন পত্রিণা হৃদি ক্ষতঃ (সন্) অমর্ষণঃ
 গোত্রভিৎ অপি নবাস্থদানীক-মুহূর্ত-লাঞ্জে নন্তুগ্যামোঘং
 সায়কং সমপত্ত ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গার্থঃ—পুরুষোত্তম বলিতে যেমন বিষ্ণুকেই এবং
 মহেশ্বর বলিতে যেমন ত্রিলোচনকেই বুঝায়, তদ্রূপ “শতক্রতু”
 অর্থাৎ শতাবধিকারী বলিতেও কেবল আমাকেই
 বুঝাইয়া থাকে। আমাদের ভিন জনের এই বিশেষ

এই জন্তই আমি কপিলের অশুকরণপূর্বক তোমার
 পিতার এই যজ্ঞাশ্ব হরণ করিতেছি। ইহার উদ্ধারের
 চেষ্টা তোমার বুধা। সগরপুত্রগণ মহর্ষি কপিলের নিকট
 অশ্ব অশ্বেষণে গিয়া যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, নিবেদন করিতেছি,
 তুমি সেই বিপদে পতিত হইও না। আমাকে বিরক্ত
 করার ফল অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৫০ ॥

এই কথা শুনিয়া অশ্বরক্ষক রঘু নির্ভীক-হৃদয়ে হাসিতে
 হাসিতে কহিলেন, দেবরাজ! আপনার সন্তাই যদি এইরূপ
 প্রতিজ্ঞা হয়, তবে বিলম্ব বুধা, অশ্ব গ্রহণ করুন। কেন না,
 রঘুকে পরাজিত না করিয়া আপনি আপনার সঙ্কল্প কথা
 পূরণ করিতে পারিবেন না ॥ ৫১ ॥

এই বলিয়াই রঘু শরাসনে শরসন্ধান করিবার নিমিত্ত
 উদ্বিগ্ন হইয়া, দক্ষিণ জাহ্নবী সন্মুখে দ্বিধাবাহুস্থিত ও বাম পদ
 পশ্চাৎপাশ্বে প্রসারিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং
 শরীরভঙ্গির শোভায় পিনাক-পাণিকেও যেন পরাজিত
 করিলেন ৫২ ॥

তার পর রঘু শচীপতিকে লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভাকার এক
 বাণে ইজের বক্ষোদেশে বিদ্ধ করিলেন। দেবরাজ
 ইজও অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া মধ্যে মধ্যে নবীন জলদ-গাত্রে
 যে নানাবর্ণ-রঞ্জিত ধূস্র পাবদৃষ্ট হয়, সেই বিশাল ধূস্রকে এক
 অব্যর্থ বাণে যোজনা করিলেন ॥ ৫৩ ॥

দিলীপ-সুনোঃ স বৃহজ্জাস্তরং প্রবিষ্টা ভীমাশুরশোণিতোচিতঃ ।
 পপাবনাস্বাদিত-পূর্বমাস্তগঃ কুতূহলেনেব মনুষ্যশোণিতম্ ॥ ৫৪ ॥
 হরেঃ কুমারোহপি কুমারবিক্রমঃ সুরদ্বিপাফালন-কর্কশাঙ্গলৌ ।
 ভুজে শচী-পত্র-বিশেষকাস্কিতে স্বনামচিহ্নং নিচখান সায়কম্ ॥ ৫৫ ॥
 জহার চাত্তোন ময়র-পত্রিণা শরেণ শক্রস্যা মহাশনিধ্বজম্ ।
 চূকোপ তস্মৈ স ভৃশং সুরশ্রিয়ঃ প্রসহ্য কেশবাপরোপণাদিব ॥ ৫৬ ॥
 তয়োঃপাত্তস্থিত-সিন্ধুনৈনিকং গরুত্মাদাশীবিষভীমদর্শনৈঃ ।
 বভূব যুদ্ধং তুমুলং জয়ৈষিণো-রধোমুখৈরুদ্বিগুণৈশ্চ পত্রিভিঃ ॥ ৫৭ ॥
 অতিপ্রবন্ধপ্রহিতাস্ত্রবৃষ্টিভিস্তমাস্রয়ঃ দুঃস্রসহস্য তেজসঃ ।
 শশাক নির্দাপয়িতুং ন বাসবঃ স্বতশ্চ্যুতং বহ্নিমিবাস্ত্রিরমুদঃ ॥ ৫৮ ॥

অর্থঃ—ভীমাশুরশোণিতোচিতঃ স (ইন্দ্রমুক্তঃ) অশ্লি অশ্লি কঠিন হইয়াছিল এবং যে হস্তে শচীর গাত্রস্থিত
 আশ্লিঃ দিলীপ-সুনোঃ বৃহজ্জাস্তরং প্রবিষ্টা অনাস্বাদিত-
 পূর্বং মনুষ্য-শোণিতং কুতূহলেন ইব পপৌ ॥ ৫৪ ॥

কুমারবিক্রমঃ কুমারঃ অপি সুরদ্বিপাফালন-কর্কশাঙ্গলৌ
 শচী-পত্র-বিশেষকাস্কিতে হরেঃ ভুজে স্বনামচিহ্নং সায়কং
 নিচখান ॥ ৫৫ ॥

অন্তোন ময়রপত্রিণা শরেণ শক্রস্য মহাশনিধ্বজং জহার
 চ। (অন্তঃ) সঃ (শক্রঃ) সুরশ্রিয়ঃ প্রসহ্য কেশব্যপ-
 রোপণাং ইব তস্মৈ ভৃশং চূকোপ ॥ ৫৬ ॥

জয়ৈষিণোঃ ভয়োঃ (ইন্দ্রস্য রধোঃ চ) গরুত্মাদাশীবিষ-
 ভীমদর্শনৈঃ অধোমুখৈঃ উর্দ্ধমুখৈঃ চ পত্রিভিঃ উপাত্তস্থিত-সিন্ধু-
 নৈনিকং তুমুলং যুদ্ধং বভূব ॥ ৫৭ ॥

অতিপ্রবন্ধ-প্রহিতাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ দুঃস্রসহস্য তেজসঃ আশ্রয়ঃ
 তং (রঘুং) বাসবঃ, স্বতঃ চ্যুতং বহ্নিম্ অমুদ অমুদঃ ইব
 নির্দাপয়িতুং ন শশাক ॥ ৫৮ ॥

বজ্রার্থঃ—ইন্দ্র-নিষ্কিপ্ত সেই ভয়ঙ্কর বাণ কুমারের
 বিশাল বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত বেগে গিয়া বিদ্ধ হইল। মনে হইল,
 সতত অশুর-শোণিত-পানে অভ্যস্ত ইন্দ্রের বাণ যেন কন্তই
 ভূষিতকণ্ঠে আজ এই নবীন মনুষ্যশোণিত পান করিতে
 প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

ঐরাবতকে ভাঙনা করিতে করিতে ইন্দ্রের যে হস্তের

অশ্লি অশ্লি কঠিন হইয়াছিল এবং যে হস্তে শচীর গাত্রস্থিত
 পত্রবিশেষকাদির চিহ্ন আলিঙ্গনকালে অঙ্কিত হইয়াছিল,
 —অর্থাৎ লাগিয়া গিয়াছিল, সেই দক্ষিণ হস্ত কার্ত্তিকেশ-
 সদৃশ বলশালী কুমার রঘুও নিজের নামাঙ্কিত বাণে বিদ্ধ
 করিলেন ॥ ৫৫ ॥

ভৎপর, ময়রপুচ্ছের পুঞ্জবিশিষ্ট অস্ত্র এক বাণে রঘু
 ইন্দ্র-রথের বজ্রাকৃতি পতাকা ছেদনপূর্বক ভূতলে পাত্তিত
 করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদর্শনে, স্বর্গের রাজ-লক্ষ্মীর যেন
 কোনো শত্রু কেশচ্ছেদন করিল—মনে করিয়া অধিকতর
 ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৫৬ ॥

আকাশে ইন্দ্রপক্ষপাতী সিদ্ধগণ শূন্তস্থিত ইন্দ্ররথের
 পার্শ্বে এবং ভূতলে রঘু-পক্ষীয় সৈন্যগণ রঘুর পার্শ্বে
 দাঁড়াইয়া অবাধ হইয়া তটস্থভাবে পরস্পর বিজয়েচ্ছু
 বীরদ্বয়ের এই ঘোর সংগ্রাম দেখিতেছিলেন। ইন্দ্রের
 সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ ন্নির্দিকে এবং রঘুর দুঃসহ বাণাবলী
 উপরে ইন্দ্রের দিকে ছুটিতেছে, মনে হইতেছে যেন
 পক্ষবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর সর্পকুল নক্ষত্রগতিতে গগনে উড়িয়া
 বেড়াইতেছে ॥ ৫৭ ॥

জলদমালা যেমন স্বদেহ-সমুদ্ভূত বৈদ্যুতিক অগ্নিকে সহস্র
 বর্ষণেও নির্দাপিত করিতে পারে না, তদ্রূপ স্বকীয় অংশ-
 সমুদ্ভূত দুঃসহভেজাঃ রঘুকেও দেবরাজ অজস্র শরবর্ষণেও
 নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না ॥ ৫৮ ॥

ততঃ প্রকোষ্ঠে হরিচন্দনাক্ষিতে প্রমথ্যমানার্ণবধীর-নাদিনীম্ ।
 রঘুঃ শশাঙ্কার্দ্ধমুখেন পত্রিণা শরাসনজ্যামলুনাদ্বিড়োজসঃ ॥ ৫৯ ॥
 স চাপমুৎসৃজ্য বিবুদ্ধমৎসরঃ প্রণাশনায় প্রবলস্ত বিদ্বিষঃ ।
 মহীধ্র-পক্ষ্বাপরোপণোচিতং ক্ষুরং-প্রভামণ্ডলমস্ত্রমাদদে ॥ ৬০ ॥
 রঘুর্ভূষণং বক্ষসি তেন তাড়িতঃ পপাত ভূমৌ সহ সৈনিকাশ্রম্ভিঃ ।
 নিমেঘমাত্রাদবধূয় তদ্রাথ্যং সহোথিতং সৈনিকচর্চনিস্বনৈঃ ॥ ৬১ ॥
 তথাপি শস্ত্রব্যবহারনিষ্ঠুরে বিপক্ষভাবে চিরমস্ত তস্থ্যঃ ।
 ত্রাতোষ বীৰ্যাতিশয়েন বৃহদ্রা পদং হি সর্পত্র গুণৈর্নিধীয়তে ॥ ৬২ ॥
 অশঙ্কমদ্রিষপি সারবত্তয়া ন মে তদন্তোন বিসোঢ়মাযুধম্ ।
 অবৈহি মাং প্রীতমুতে তুরঙ্গমাং কিমিচ্ছদীতি ক্ষুটমাহ বাসবঃ ॥ ৬৩ ॥
 ততো নিবজ্জাদসমগ্রমুদৃতং সুবর্ণপুঙ্খহ্যতিরঞ্জিতাঙ্গুলিম্ ।
 নরেন্দ্রসূক্তঃ প্রতিসংহরন্নিযুং প্রিয়ংবদঃ প্রত্যাবদং সুরেশ্বরম্ ॥ ৬৪ ॥

অর্থঃ।—ততঃ রঘুঃ হরিচন্দনাক্ষিতে প্রকোষ্ঠে প্রমথ্যমানার্ণবধীরনাদিনীং বিড়োজসঃ (ইন্দ্র) শরাসনজ্যামলুনাদ্বিড়োজসঃ শশাঙ্কার্দ্ধমুখেন পত্রিণা অনুনাস ॥ ৫৯ ॥

বিবুদ্ধ-মৎসরঃ সঃ (ইন্দ্রঃ) (৫) চাপম্ উৎসৃজ্য প্রবলস্ত বিদ্বিষঃ প্রণাশনায় মহীধ্র-পক্ষ-ব্যপরোপণোচিতং ক্ষুরং-প্রভা-মণ্ডলম্ অস্ত্রং (বজ্রং) আদদে ॥ ৬০ ॥

রঘুঃ তেন (বজ্রেণ) ভূষণং বক্ষসি তাড়িতঃ (সেন) সৈনিকা-শ্রম্ভিঃ সহ ভূমৌ পপাত । নিমেঘমাত্রাৎ তদ্রাথ্যম্ অবধূয় সৈনিকচর্চনিস্বনৈঃ সহ উথিতঃ (৫) ॥ ৬১ ॥

তথাপি (বজ্রপাতে অপি) শস্ত্রব্যবহারনিষ্ঠুরে বিপক্ষ-ভাবে চিরং তস্থ্যঃ অস্ত্র (রথোঃ) বীৰ্যাতিশয়েন বৃহদ্রা ত্রাতোষ । হি (যতঃ) গুণৈঃ সর্পত্র পদং নিধীয়তে ॥ ৬২ ॥

সারবত্তয়া অদ্রিষু অপি অশঙ্কং মে আযুধং (বজ্রং) তদন্তোন ন বিসোঢ়ম্, অতঃ মাং প্রীতং অবৈহি, তুরঙ্গমাং যন্তে কিম্ ইচ্ছসি—ইতি বাসবঃ ক্ষুটম্ আহ ॥ ৬৩ ॥

ততঃ নিবজ্জাদসমগ্রম্ (যথা তথা) উদৃতং সুবর্ণপুঙ্খ-হ্যতিরঞ্জিতাঙ্গুলিম্, ইযুং প্রতিসংহরন্ প্রিয়ংবদঃ নরেন্দ্রসূক্তঃ (রঘুঃ) সুরেশ্বরং প্রত্যাবদং ॥ ৬৪ ॥

বক্তার্থঃ।—অন্তঃপর রঘু অমিতভেদাঃ ইন্দ্রের হরিচন্দন-লিপ্ত মণিবন্ধে সমুজ্জ্বলন-ধ্বনিবৎ ধীর-গভীর-শব্দকারী ধ্বংস অর্জুনাঙ্কিত বাণের দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৯ ॥

এই ব্যাপারে ইন্দ্রের ক্রোধাগ্নি আরও জলিয়া উঠিল । তিনি তখন সেই ছিন্নগুণ ধ্বংস দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া এই প্রবলপরাক্রম

শত্রুর পরাজয় বাসনায়, পরীভের পক্ষচ্ছেদক দেদীপ্যমান প্রভা-মণ্ডল-বিশিষ্ট অমোঘ বজ্রাস্ত্র রঘুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬০ ॥

সেই ভয়ঙ্কর বজ্র দ্রুতবেগে ভীষণ-শব্দ করিতে করিতে আসিয়া কুমার রঘুর বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল । রঘু মর্ছিত হইয়া ভুলে পতিত হইলে তাঁহার সৈন্তগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু নিমেঘের মধ্যেই যুবরাজ সেই আঘাতের ব্যথা সামলাইয়া লইয়া ধূমকোণ সহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন । ভদ্রীশ সৈন্তবৃন্দও তদর্শনে আনন্দধ্বনি করিল ॥ ৬১ ॥

সেই প্রবল অস্ত্রাঘাতেও বিচলিত না হইয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হওয়ায়, বিরোদ্ধম রঘুর যে অতিশয়িত বীৰ্য্য প্রদর্শিত হইল, তদর্শনে দেবরাজ নিতান্ত প্রীত হইলেন । যেহেতু, গুণাবলী শত্রু-গিত্র সকলের হৃদয়ই সমভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

তখন ইন্দ্র বলিলেন,—প্রিয়ত্তম ! তুমি ছাড়া আমার এই পর্ত্তবিচূর্ণকারী কঠিন বজ্র এ পর্যন্ত আর কেহই সঙ্ক করিতে পারে নাই । তোমার এই বীরত্বে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি । এক এই যজ্ঞীয় অস্ত্র ব্যতিরেকে, আর কি চাপ, বল, আমি প্রদান করিতেছি ॥ ৬৩ ॥

দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ স্নেহবাক্য শ্রবণে রঘু তুগীর হইতে অর্দ্ধোত্তোলিত শর পুনরায় তুগীর মধ্যেই স্থাপিত করিতে করিতে সুরপশিকে নিয়োক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন । তখন সেই শরের হেমময় পুঙ্খের প্রভায় ভদ্রীশ অঙ্গুলিনিচয় সুরঞ্জিত হইল ॥ ৬৪ ॥

হ্রমোচ্যামখং যদি মন্যসে প্রভো ! ততঃ সমাপ্তে বিধিনৈব কৰ্ম্মণি ।
 অজস্রদীক্ষাপ্রযতঃ স মদগুরুঃ ক্রতোঃশেষেণ ফলেন যুজ্যাতাম্ ॥ ৬৫ ॥
 যথা চ বৃত্তাক্তমিমং সদোগতিস্ত্রিলোচনৈকাংশতয়া দুরাসদঃ ।
 তবৈব সন্দেশহরাদ্ বিশাম্পতিঃ শৃণোতি লোকেশ ! তথা বিধীয়তাম্ ॥ ৬৬ ॥
 তথৈতি কামঃ প্রতিশ্রুত্বান্ রঘোর্থথাগতং মাতলি-সারথির্যযৌ ।
 নৃপস্যা নাত্তিপ্রমনাঃ সদোগৃহং সুদক্ষিণামুতুরপি শ্রবর্তত ॥ ৬৭ ॥
 তমভ্যানন্দং প্রথমং প্রবেধিতঃ প্রজেশ্বরঃ শাসন হারিণা হরেঃ ।
 পরামৃশন্ হর্ষজড়েন পাণিনা তদীয়মঙ্গং কুলিশব্রণাঙ্কিতম্ ॥ ৬৮ ॥

অন্নয়।—হে প্রভো! অখং যদি অগোচ্যং মন্যসে, ভভ. (ভহি) অজস্রদীক্ষা-প্রযতঃ সঃ মদগুরুঃ (মম পিতা) বিধিনা এব কৰ্ম্মণি সমাপ্তে (সতি) ক্রতোঃ অশেষেণ ফলেন যুজ্যাতাম্ (ত্বয়া) ॥ ৬৫ ॥

সদোগতঃ ত্রি:লোচনৈকাংশতয়া দুরাসদঃ বিশাম্পতিঃ যথা ইং বৃত্তান্তং তব সন্দেশহরাদ্ এব শৃণোতি চ, হে লোকেশ ! তথা বিধীয়তাম্ ॥ ৬৬ ॥

মাতলি সারথিঃ (ইজ্ঞঃ) রথো: কামঃ “তথা” ইতি প্রতিশ্রুত্বান্ (সন্) যথাগতং যযৌ। সুদক্ষিণামুতুরপি নাত্তিপ্রমনাঃ (নাত্তিপ্রমনঃ) (সন্) নৃপস্য সদোগৃহং (প্রতি) শ্রবর্তত ॥ ৬৭ ॥

হরেঃ শাসন-হারিণী প্রথমং প্রবেধিতঃ প্রজেশ্বরঃ (দিলীপঃ) হর্ষজড়েন পাণিনা কুলিশব্রণাঙ্কিতং তদীয়ম্ অঙ্গং পরামৃশন্ তম্ (রঘুং) অভ্যানন্দং ॥ ৬৮ ॥

বজ্রার্থ।—প্রভো! যদি এই অশ্বকে একান্তই অপরি-
 ত্যাজ্য বলিয়া মনে করেন, তবে যাহাতে আমার যজ্ঞদীক্ষিত
 পিতৃদেব আরক্ত যজ্ঞ-সমাপ্তির পর তাহার সমগ্র ফল-ভাগী
 হইতে পারেন, এমন ব্যবস্থা, অশ্বগ্রহপূর্বক করুন ॥ ৬৫ ॥

যজ্ঞ-মণ্ডপে উপবিষ্ট মদীয় পিতৃদেব এখন অস্ত্রের অগম্য,
 কেন না, তিনি এখন ত্রিলোচনের অত্যন্ত মূর্ত্তিস্বরূপ, সুতরাং
 অস্ত্রের পক্ষে দুপ্রাপ্য। কাজে কাজেই আমি তাঁহার নিকট
 আপনার এই অশ্বগ্রহ-বিবরণ প্রেরণ করিতে পারিব না।
 হয় যদি করিলেনই, তবে হে লোকনাথ! আপনারই কোনো
 বার্তাবাহকের মুখে তিনি যাহাতে এই বৃত্তান্ত অবগত হইতে
 পারেন, তাহার ব্যবস্থা করুন ॥ ৬৬ ॥

“আচ্ছা” বলিয়া তখন সুরপতি ইজ্ঞ সারথি-মাতলি-
 পরিচালিত রথে, যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই
 অন্তর্হিত হইলেন। বর-নাভে সমুপ্ত হইলেও অশ্বটি হারাইয়া
 কতকটা ক্ষুণ্ণভাবে রঘুও দিলীপের যজ্ঞশালায় প্রতিগমন
 করিলেন ॥ ৬৭ ॥

প্রজানাথ দিলীপ রঘুর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই ইজ্ঞের
 আদেশবাহী সংবাদবহের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া-
 ছিলেন। এখন রঘু ফিরিয়া আসিলে, আনন্দ-জড়-করতলে
 বিজয়ী পুত্রের বজ্রাঘাত-চিহ্ন-খচিত দেহে কর চালনা
 করিতে বসিতে তাঁহাকে বতই না অভিনন্দিত করিতে
 লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

ভাৎপর্য্য।—পুত্রব্রতের সহিত রঘুর ঘোরতর যুদ্ধের বিবরণ—কালিদাসের কবিত্বের মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া অতি
 মনোহর চিত্রের মত দেখিতে পাইলাম। এ অংশে কালিদাসের সার্থকতা হইয়াছে, বলিলে অবিচার হয়। শুধু এই
 স্থলেই নহে, আরও বহু স্থলে, ক্রমে, ভদীয় যুদ্ধবর্ণন দেখিয়া আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিব যে, তিনি বীররস-বর্ণনে
 যেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস এ বিষয়ে ভাবের কবি ভবভূতিকে আঁটিয়া উঠিতে
 সমর্থ হন নাই। সুদক্ষ রজনকর্ত্তার হস্তে প্রস্তুত অভ্যস্ত কটু এবং তিক্ত ব্যঙ্গনাদিও যেমন হস্তের গুণে পরম উপাদেয়
 হইয়া থাকে, ভীষণতম ইজ্ঞ-রঘুর এ ভয়ঙ্কর রোমহর্ষণ যুদ্ধের বর্ণনও যেমনই, তাহার সমস্ত ভীষণত্ব ও ভীষণ পরিহারপূর্বক
 নয়ন-মনের সুখকর এক স্পর্শ গীতিপূর্ণ চিত্রের ত্রায় পরম উপভোগ্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভীষণ স্পর্শ যেন স্পর্শ
 পরিত্যাগ করিয়া সুরভি মল্লিকামালায় পরিণত হইয়াছে। যদি কোন দিন মহাকবি ভবভূতির যুদ্ধবর্ণনের ব্যাখ্যার
 অবসর ঘটে, তখন উভয়ের এ বিষয়ে তুলনায় আলোচনার বাসনা রহিল।

ইতি ক্ষিতীশো নবতিং নবাধিকাং মহাক্রতুনাং মহনীয়-শাসনঃ ।

সমারুরুক্ষুর্দিবমায়ুষঃ ক্ষয়ে ততান সোপান-পরম্পরামিব ॥ ৬৯ ॥

অথ স বিষয়ব্যাবৃত্তায়া যথাবিধি সুনবে নৃপতি-ককুদং দত্তা যুনে সিতাতপ-বারণম্ ।

মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশ্রিয়ে গতিতবয়সামিক্ষা কৃণামিদং হি কুলব্রতম্ ॥ ৭০ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অর্থঃ—মহনীয়-শাসনঃ ক্ষিতীশঃ ইতি মহাক্রতুনাং নবাধিকাং নবতিম্, আয়ুষঃ ক্ষয়ে (সতি) দিবং সমারুরুক্ষুঃ সোপান-পরম্পরাম্ ইব ভ্রতান (অগ্নিন্ সর্গে বংশস্থবৃত্তম্) ॥ ৬৯ ॥

অথ বিষয়ব্যাবৃত্তায়া সঃ দিলীপঃ যথাবিধি সুনবে নৃপতি-ককুদং সিতাতপবারণং দত্তা তয়া (পুরোক্তয়া তথা পতি-ব্রতয়া সুদক্ষিণয়া) সহ মুনি-বন-তরুচ্ছায়াং শিশ্রিয়ে । হি (যতঃ) গতিত-বয়সাং ইক্ষাকৃণাং ইদং কুলব্রতম্ । (হরিনী-বৃত্তমেতৎ) ॥ ৭০ ॥

বক্তার্থঃ—অমোঘ-শাসন দিলীপ এই ভাবে, অর্থাৎ

শততম অশ্বমেধ সমাপন না করিয়াও, যথাবিধি একোনশত অশ্বমেধ-যজ্ঞের সমাপ্তি-পূর্বক শতশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইলেন । যেন তিনি দুইহ স্বর্গে আরোহণ করিবার বাসনায় সোপানশ্রেণী গাঁথিয়া রাখিলেন ॥ ৬৯ ॥

এইরূপে যজ্ঞ-সমাপ্তির পর নরপতি দিলীপ পার্থিব বিষয়-বাসনা পরিহার-পূর্বক, যথাবিধি, সুবরাজ রঘুকে রাজচ্ছত্র অর্পণ করিয়া সত্বীক বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেন । প্রাসাদবিহারী রাজদম্পতি কর্তৃক তরুচ্ছায়া আশ্রিত হইল । কেন না, ইক্ষাকু-কুলবৃদ্ধদিগের এইপ্রকার বানপ্রস্থ আশ্রমগ্রহণই চিরন্তন প্রথা ॥ ৭০ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

স রাজ্যং গুরুণা দত্তং প্রতিপত্তাধিকং বভৌ । দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হতাশনঃ ॥ ১ ॥
 দিলীপানন্তরং রাজ্যে তং নিশম্য প্রতিষ্ঠিতম্ । পূর্বং প্রধুমিতো রাজ্যং হৃদয়েহয়িরিবোথিতঃ ॥ ২ ॥
 পুরুহুত-ধ্বজসোব তস্যোন্নয়ন-পঙ্ক্তয়ঃ । নবাব্যুত্থানদর্শিত্যো ননন্দুঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥
 সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদ-গামিনা । তেন সিংহাসনং পিত্র্যমখিলধারিমণ্ডলম্ ॥ ৪ ॥
 ছায়ামণ্ডল-লক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বয়ম্ । পদ্মা পদ্মাতপত্রেণ ভেজে সাম্রাজ্য-দীক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥
 পরিকল্পিত-সান্নিধ্যা কালে কালে চ বন্দিষু । স্তব্যাং স্ততিভিরর্থ্যভিরপতন্তে সরস্বতী ॥ ৬ ॥
 মনু-প্রভৃতিভির্মাতৈভুক্তা যতপি রাজভিঃ । তথাপ্যানন্তপূর্বব তস্মিন্মাসীদ্ বসুন্ধরা ॥ ৭ ॥
 স হি সর্বস্য লোকস্ত যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ । আদদে নাতি-শীতোক্ষো নভস্বানিব দক্ষিণঃ ॥ ৮ ॥

অঙ্কন।—সঃ (রঘুঃ) গুরুণা দত্তং রাজ্যং প্রতিপত্তাধিকং বভৌ । দিনান্তে সবিত্রা নিহিতং তেজঃ (প্রতিপত্তা) হতাশনঃ ইব অধিকং বভৌ ॥ ১ ॥

দিলীপানন্তরং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতং তং নিশম্য পূর্বং রাজ্যং হৃদয়ে প্রধুমিতঃ অয়িঃ উথিতঃ ইব ॥ ২ ॥

পুরুহুত-ধ্বজস্য ইব স্তব্যাং (রঘোঃ) নবাব্যুত্থান-দর্শিত্যো উন্নয়নপঙ্ক্তয়ঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ ননন্দুঃ ॥ ৩ ॥

দ্বিরদগামিনা তেন (রঘুণা) সমম্ এব দ্বয়ং সমাক্রান্তম্ । (কিং তদ্বয়ম্?) পিত্র্যং সিংহাসনং, অখিলম্ অরি-মণ্ডলং চ ॥ ৪ ॥

পদ্মা স্বয়ম্ অদৃশ্যা কিল (সত্য) ছায়ামণ্ডললক্ষ্যেণ পদ্মাতপত্রেণ সাম্রাজ্যদীক্ষিতং তং ভেজে ॥ ৫ ॥

সরস্বতী চ কালে কালে বন্দিষু পরিকল্পিত-সান্নিধ্যা (সত্য) স্তব্যাং (তং রঘুম্) অর্থ্যভিঃ স্ততিভিঃ উপতন্তে ॥ ৬ ॥

বসুন্ধরা মনু-প্রভৃতিভিঃ মাতৈঃ রাজভিঃ যতপি ভুক্তা (আসীৎ) তথাপি তস্মিন্ (রাজা) অনন্ত-পূর্বা ইব (অন্তৈঃ অমুপভুক্তা ইব) আসীৎ ॥ ৭ ॥

সঃ (রঘুঃ) হি যুক্তদণ্ডতয়া নাতিশীতোক্ষঃ দক্ষিণঃ নভস্বান্ ইব সর্বস্য লোকস্ত মনঃ আদদে ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সায়ংকালে সূর্য্য-নিহিত ভেজঃপুঞ্জ ধারণ-পূর্বক হতাশন যেরূপ অধিকন্তর প্রদীপ্ত হয়, যুবরাজ রঘুও তদ্রূপ পিতৃ-প্রদত্ত রাজ্যপ্রাপ্তির পর অধিকন্তর দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিলেন ॥ ১ ॥

তেজস্বী পরম্পর দিলীপের জীবদশাতেই ভদ্রীয় বিপক্ষ

রাষ্ট্রবৃন্দের হৃদয়ে যে সন্তাপ-বাহি ধিকি-ধিকি ধুমাইভেছিল, আজ রঘু সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন—সংবাদে, তাঁহাদের সেই বিবেচনায় দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ॥ ২ ॥

স্বস্তির জ্ঞাপক ইন্দ্রধ্বজ উথিত হইলে যেমন হয়, তেমনই রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নবভূপতি রঘুর অভ্যুদয় দর্শনে পরম আনন্দিত হইলেন ॥ ৩ ॥

গজেন্দ্রগামী রাজা রঘু পৈতৃক সিংহাসন এবং নিখিল শক্রমণ্ডল—উভয় স্থলেই যুগপৎ অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণে অরিকুলের হৃদয় দমিয়া গেল ॥ ৪ ॥

বীরোত্তম রঘুর ভেজাযতঃ-গুণে আকৃষ্ট হইয়াই যেন কমলবাসিনী লক্ষ্মী অদৃশ্যভাবে ভদ্রীয় মস্তকে শরভের ষ্ণেত-পদ্মরূপ রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষতঃ না দেখা গেলেও রঘুর ভদ্রানীন্তন অনিন্দ্য কান্তি দর্শনে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

স্ততিপাঠকালে বন্দিগণের কণ্ঠে আবিস্কৃত হইয়া সরস্বতীও সার্থক স্তব-গীতির দ্বারা রঘুর উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

মনু-ইন্দ্রা-দিলীপ-প্রভৃতি নৃপতিগণ বহুকাল বাবৎ উপভোগ করিয়া আসিলেও এই বিরাট বসুন্ধরা রঘুর নিকট যেন সম্পূর্ণ অমুপভুক্তা, সুতরাং অধিকন্তর অমুরাগিনী বলিয়া বোধ হইল ॥ ৭ ॥

অপরামুখ্যায়ী দণ্ড এবং গুণামুখ্যায়ী সংকায়ের দ্বারা তিনি নাতিশীতোক্ষ মলয়-সমীরণের জায় সবলের হৃদয় অধিকার করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

মন্দোৎকর্ষাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়া গুরৌ ফলেন সহকারস্যা পুষ্পোদগম ইব প্রজাঃ ॥ ৯ ॥
 নয়বিন্দির্নবে রাজ্ঞি সদমচ্চোপদর্শিতম্ । পূর্ব এবাভবৎ পক্ষস্তস্মিন্নাভবত্ভরঃ ॥ ১০ ॥
 গঞ্চানামপি ভূতানামুৎকর্ষং পুপুষুগুণাঃ । নবে তস্মিন্ মহীপালে সর্বং নবমিবাভবৎ ॥ ১১ ॥
 যথা প্রহ্লাদনাচন্দ্রঃ প্রতাপাৎ তপনো যথা । তথৈব সোহভূদম্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ ॥ ১২ ॥
 কামং কর্ণাস্তু-বিশ্রাস্তে বিশালে তস্য লোচনে । চক্ষুশ্চ তু শাস্ত্রেণ সূক্ষ্মকার্যার্থদর্শিনা ॥ ১৩ ॥
 লব্ধ-প্রশমন-স্বহ্মনৈনং সমুপস্থিতা । পার্থিবশ্রীদিতীয়েব শরং পঙ্কজ-লক্ষণা ॥ ১৪ ॥
 নিবৃষ্টলঘুভির্মৈধৈর্মুক্তবর্জা । সুদুঃসহঃ । প্রতাপস্তস্য ভানোশ্চ যুগপদ ব্যানশে দিশঃ ॥ ১৫ ॥
 বায়িকং সংজহারেদ্ভো । পশুর্জৈত্র্য রঘুর্দধৌ প্রজার্থ-সাধনে তো হি পর্যায়োদাতকাম্মুকৌ ॥ ১৬ ॥

অঙ্ক ১।—তেন (রঘুণা) প্রজাঃ গুরৌ সহকারস্য ফলেন পুষ্পোদগমে ইব গুণাধিকতয়া মন্দোৎকর্ষাঃ কৃত্যঃ ॥ ৯ ॥

নয়বিন্দিঃ নবে তস্মিন্ রাজ্ঞি (বিষয়ে) ৭৭ অসৎ চ উপ-
 দর্শিতম্ । (তস্মিন্ রাজ্ঞি) পূর্বঃ পক্ষঃ এব (সংক্রান্তঃ)
 অভবৎ । উত্তরঃ (পক্ষঃ) (সংক্রান্তঃ) ন অভবৎ ॥ ১০ ॥

গঞ্চানাম্ ভূতানাম্ অপি গুণাঃ উৎকর্ষং পুপুষুঃ । তস্মিন্
 (রঘৌ) নবে মহীপালে (সতি) সর্বং নবম্ ইব অভবৎ ॥ ১১ ॥

যথা চন্দ্রঃ প্রহ্লাদনাৎ (অম্বর্থঃ অভূৎ), তপনঃ প্রতাপাৎ
 (অম্বর্থঃ অভূৎ), তথা এন সঃ রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ অম্বর্থঃ
 অভূৎ ॥ ১২ ॥

বিশালে তস্য লোচনে কামং কর্ণাস্তু-বিশ্রাস্তে (ভবতঃ স্ব) ।
 চক্ষুশ্চ তু সূক্ষ্মকার্যার্থদর্শিনা শাস্ত্রেণ (এব ভবতি) ॥ ১৩ ॥

লব্ধ-প্রশমন-স্বহ্মনঃ এনং (রঘুঃ) পঙ্কজ-লক্ষণা শরং দ্বিতীয়া
 পার্থিব-শ্রীঃ ইব সমুপস্থিতা (প্রাপ্তা) ॥ ১৪ ॥

নিবৃষ্ট-লঘুভিঃ মৈধৈঃ মুক্তবর্জা (অভএব) সুদুঃসহঃ তস্য
 (রঘোঃ) ভানোঃ চ প্রতাপঃ যুগপৎ দিশঃ ব্যানশে ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রঃ বার্ষিকং ধনুঃ সংজহার, রঘুঃ জৈত্র্যং (ধনুঃ) দধৌ । হি
 (যস্য) তো (ইন্দ্ররঘু) প্রজার্থ-সাধনে পর্যায়োদাতকাম্মুকৌ
 (ভবতঃ) ॥ ১৬ ॥

বজ্রার্থ।—রসালভর ফলিত হইলে লোকের যেমন
 রসাল-মুক্তলের প্রতি আর পূর্ববৎ টান থাকে না,
 সেইরূপ, গুণবস্তুর নবীন রাজা রঘুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাবৃন্দের
 হৃদয়ে দিলীপের বিয়োগ-ব্যথা ক্রমে নন্দীভূত হইয়া
 আসিল ॥ ৯ ॥

নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই নূতন নৃপতি রঘুকে ৭৭ অসৎ,
 ভাল মন্দ, দুই বিষয়েরই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি

নিরন্তর প্রথমটাই অর্থাৎ যাহা ৭৭, তাহাই মানিয়া চলিতেন
 এবং তাহারই অনুষ্ঠান করিতেন ॥ ১০ ॥

নবীন নৃপতি রঘুর রাজত্ব আরম্ভ হইলে,—ক্ষিতি, অপ,
 ভেজ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের গন্ধাদি গুণ-সমূহ অধিকতর
 উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল। যেন সেই নবীন রাজার রাজত্বকালে
 সমস্ত বস্তুই নূতন হইয়া উঠিল ॥ ১১ ॥

চন্দ্র নয়ন-রঞ্জন দ্বারা এবং তপন ভাপ-দান দ্বারা যেমন
 স্ব স্ব নামের সাধকতা লাভ করিয়াছেন, রঘুও তেমনি প্রজা-
 দিগের হৃদয়-রঞ্জন দ্বারা স্বকীয় “রাজা”—নামের সাধকতা
 লাভ করিলেন ॥ ১২ ॥

যদিও তাঁহার বিশাল লোচনদ্বয় আকর্ণ-বিশ্রাস্ত ছিল,
 কিন্তু আঁত সূক্ষ্মাভিসূক্ষ্ম রাজকার্য্যসমূহ তিনি শাস্ত্র-চক্ষু
 দ্বারাই দেখিতেন ॥ ১৩ ॥

এই ভাবে মহারাজ রঘু স্বকীয় শাসন-কৌশলে রাজ্যের
 সর্বত্র শৃঙ্খলা-বিধান-পূর্বক যখন পরম শান্তিতে বাস করিতে-
 ছিলেন, তখন কমল-চিহ্ন-ধারিণী দ্বিতীয় রাজলক্ষ্মীর জ্যৈষ্ঠ
 সুখময়ী শরৎ আসিয়া দেবা দিল ॥ ১৪ ॥

শরভের নির্মল আকাশে মেঘ নাই বলিলেও হয়।
 সামান্য যাহাও বা আছে, তাহাও জল-শূন্য, তাই সূর্য্যের
 প্রবর এবং অসহ্য প্রতাপ দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে, এ দিকে
 মহারাজ রঘুও প্রচণ্ড প্রতাপ দিগদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া
 পড়িল। শক্রগণ চমকিয়া উঠিল ॥ ১৫ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার বর্ষাকালীন ধনু যেমন সংযত করিলেন,
 অমনি নররাজ রঘুও তাঁহার বিজয়শীল শরাসন ধারণ করিলেন।
 এই ভাবে স্বর্গ ও মর্ত্যের দুই অধিপতি পর্যায়ক্রমে ধনুর্কাণ
 গ্রহণ-পূর্বক প্রজাবৃন্দের হিতসাধন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকসৎ-কাশ-চামরঃ । ঋতুবিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছিয়ম্ ॥ ১৭ ॥
 প্রসাদ-সুমুখে তস্মিন্শচন্দ্রে চ বিশদপ্রভে । তদা চক্ষুশ্চাতাং শ্রীতিরাসীৎ সমরসা দ্বয়োঃ ॥ ১৮ ॥
 হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদংসু চ বারিষু । বিভূতয়স্তদীয়ানাং পর্যাস্তা যশসামিব ॥ ১৯ ॥
 ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিত্যস্তস্য গোপ্তৃগুণোদয়ম্ । আকুমারকথোদঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্ঘণঃ ॥ ২০ ॥
 প্রসসাদোদয়াদন্তঃ কুন্ত্যোনৈর্মহোজসঃ । রঘোরভিভবাশঙ্কি চক্ষুভে দ্বিষতাং মনঃ ॥ ২১ ॥
 মদোদগ্রাঃ ককুদন্তঃ সরিতাং কলমুদ্রজাঃ । লীলাখেলমন্তপ্রাপূর্মহোক্ষাস্তস্য বিক্রমম্ ॥ ২২ ॥
 প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদ-গন্ধিভিরাহতাঃ । অস্বয়ৈব তন্নাগাঃ সপ্তধৈব প্রসুক্ষবুঃ ॥ ২৩ ॥

অঙ্কন।—পুণ্ডরীকাতপত্রঃ বিকসৎকাশচামরঃ ঋতুঃ ভং (রঘুং) বিড়ম্বয়ামাস । তচ্ছিয়ং পুনঃ ন প্রাপ ॥ ১৭ ॥

প্রসাদ-সুমুখে তস্মিন্ (রঘো) বিশদ-প্রভে চন্দ্রে চ দ্বয়োঃ (বিনয়ে) তদা চক্ষুশ্চাতাং শ্রীতিঃ সমরসা আসীৎ ॥ ১৮ ॥

হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদংসু বারিষু চ তদীয়ানাং যশসাং বিভূতয়ঃ পর্যাস্তাঃ ইব (কিম্ ?) ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুচ্ছায়-নিষাদিত্যঃ শালি-গোপ্যঃ গোপ্তৃঃ তস্য আকুমার-কথোদঘাতং গুণোদয়ং যশঃ জগুঃ ॥ ২০ ॥

মহোজসঃ কুন্ত্যোনৈঃ (অগত্যস্ত) উদয়াৎ অন্তঃ প্রস-সাদ । (মহোজসঃ) রঘোঃ (উদয়াৎ) অভিভবাশঙ্কি দ্বিষতাং মনঃ চক্ষুভে ॥ ২১ ॥

মদোদগ্রাঃ ককুদন্তঃ সরিতাং কলমুদ্রজাঃ মহোক্ষাঃ লীলা-খেলং তস্য বিক্রমম্ অমুপ্রাপুঃ ॥ ২২ ॥

মদ-গন্ধিভিঃ সপ্তপর্ণানাং প্রসবৈঃ আহতাঃ তন্নাগাঃ অস্বয়য়া ইব সপ্তধা এব প্রসুক্ষবুঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সুন্দর শরৎ ঋতু শ্বেতপদ্মকে হত্র এবং বিকসিত কাশ-কুমুদকে চামরস্বরূপ করিয়া রঘুকে অমুকরণ করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই সেই কাস্তিমান সুন্দরতা নরপতির অমূল্য কাস্তি লাভ করিতে পারিল না ॥ ১৭ ॥

ভূতলে সেই নরপতির নিয়ত প্রসন্ন বদন-মণ্ডল এবং আকাশে নির্মল চন্দ্রমণ্ডল এই উভয় বস্তুই তখন চক্ষুমান ব্যক্তিদ্বয়কে সমান তৃপ্তি ও শ্রীতি দান করিয়াছিল ॥ ১৮ ॥

হংসমালা, নক্ষত্রমণ্ডল এবং কুমুদ-ভূষিত প্রসন্ন

সলিল, সর্বত্রই শ্বেতবর্ণ দর্শনে মনে হইল, বরিষ নরপতি রঘুর অমল যশঃ-শোভা স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৯ ॥

শৈশবকাল হইতেই রঘুর গুণগরিমায় ও অদ্ভুত অদ্ভুত কর্মে রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অন্ত্যস্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিল। এখন রঘু রাজ-সিংহাসনে আসীন। এতই তাঁহার খ্যাতি যে, নিরঙ্কর কৃষক-পত্নীরাও শস্যক্ষেত্রে শস্য রক্ষা করিতে যাইয়া ইক্ষুবনের ছায়ায় উপবেশনপূর্বক, তাহাদের প্রিয় নৃপতির বাল্যকাল হইতে প্রথিত কীর্ত্তি-পরম্পরা—ভারকণ্ঠে গান করিত ॥ ২০ ॥

শরৎকালে তেজস্বী কুন্ত-সম্ভূত অগস্ত্য-নক্ষত্রের আবির্ভাবে জলরাশি প্রসন্ন হইল, কিন্তু বুদ্ধোত্তম তেজস্বী রঘুর অভ্যুদয়ে পরাজয়-শঙ্কিত শত্রুকুলের হৃদয় কলুষিত হইয়া উঠিল ॥ ২১ ॥

মদোদ্রুত উন্নত-ককুদ-বিশিষ্ট বৃহদাকার বুভভগণ নির্মল শরৎসময়ে উৎসাহে উন্নতপ্রায় হইয়া উচ্চ নদীতট-সমূহ শৃঙ্গা-ঘাতে এবং গাজদ্বর্ষণে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে লাগিল। মনে হইল, যেন তাহারা সমুদ্রত-দেহ, শত্রুভঙ্গকারী, উৎসাহবলে নৃপতি রঘুর বিলাস-সুভগ বিক্রম অমুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২২ ॥

সপ্তপর্ণ-ভরুর কুমুদ-বিশিষ্ট (ছাতিম-ফুলের) গন্ধ মদপ্রাবী করীর মদগন্ধের তুল্য। শরতে সপ্তপর্ণ-বৃক্ষের সেই মদগন্ধ-গুস্ত কুমুদরাশি দ্বারা আহৃত হইয়া যেন দীর্ঘা-বশতই মদোদ্রুত মাতঙ্গগণ স্ব স্ব দেহের সপ্তস্থান হইতে সপ্ত দ্বারায় মদবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

সরিতঃ কুব্জতী গাধাঃ পথশ্চাশ্চানকর্দমান্ । যাত্রায়ৈ নোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ ॥ ২৪ ॥
 তস্মৈ সমাগম্যুতো বহির্বাঞ্ছিনীরাজনাবিধৌ । প্রদক্ষিণাচ্চিব্যাজেন হস্তেনেব জয়ং দদৌ ॥ ২৫ ॥
 স গুপ্তমূল-প্রত্যস্তঃ শুদ্ধপাক্ষিরয়াষিতঃ । যড়বিধং বলমাদায় প্রত্যস্তে দিগ-জিগীষয়া ॥ ২৬ ॥
 অবাকিরন্ বয়োবৃদ্ধান্তং লাজৈঃ পৌরষোষিতঃ । পৃষতৈর্মন্দরোদ্ধৃষ্টৈঃ ক্ষীরোক্ষ্ময় ইবাচ্যাতম্ ॥ ২৭ ॥
 স যযৌ প্রথমং প্রাচীনং তুলাঃ প্রাচীনবহিষা । অহিতাননিলোদ্ধ তৈস্তজ্জয়ন্নিব কেতুভিঃ ॥ ২৮ ॥

অম্বয় ।—সরিতঃ গাধাঃ কুব্জতী পথঃ ৫ অশ্বান-
 কর্দমান্ (কুব্জতী) শরৎ (ঋতুঃ) তং শক্তেঃ প্রথমং যাত্রায়ৈ
 নোদয়ামাস ॥ ২৪ ॥

বাজিনীরাজনাবিধৌ সন্ধ্যু হতঃ বহিঃ প্রদক্ষিণাচ্চি-
 ব্যাজেন হস্তেন ইব তস্মৈ জয়ং দদৌ ॥ ২৫ ॥

গুপ্তমূল-প্রত্যস্তঃ শুদ্ধ-পাক্ষিঃ অয়াষিতঃ সঃ (রঘুঃ) যড়বিধং
 বলম্ আদায় দিগজিগীষয়া প্রত্যস্তে ॥ ২৬ ॥

বয়োবৃদ্ধাঃ পৌরষোষিতঃ তং (রঘুঃ) লাজৈঃ মন্দরোদ্ধৃষ্টৈঃ
 পৃষতৈঃ ক্ষীরোক্ষ্ময়ঃ অচ্যাতম্ ইব অবাকিরন্ ॥ ২৭ ॥

প্রাচীনবহিষা তুলাঃ সঃ (রঘুঃ) অনিলোদ্ধৃষ্টৈঃ কেতুভিঃ
 অহিতান্ তজ্জয়ন্ ইব প্রথমং প্রাচীনং যযৌ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ ।—বারিবর্ষণ-হীন মধুর শরৎকালে জল ক্রিয়া
 যাওয়ায় নদীসমূহ অনায়াসেই পারাপারের যোগ্য এবং পথ
 সকল কর্দম-শূন্য হইল, যেন শরৎ ঋতু সেই শক্তিমান
 বীরবরকে যুদ্ধযাত্রার জন্ত উদ্যোগী করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

যুদ্ধযাত্রাকালে গজবাজি-প্রভৃতি যুদ্ধাঙ্গের নীরাজনা-
 উৎসব (অঃরতি) কবিত্তে হয়। রঘুব অভিমান-সময়ে সেই

নীরাজনোৎসবে হোমকুণ্ডের জলস্ত অগ্নিশিখা প্রদক্ষিণভাবে
 আহতি গ্রহণপূর্বক তাহাকে যেন হস্ত উত্তোলন করিয়া
 বিজয়ান্বিত প্রদান করিল ॥ ২৫ ॥

তিনি ছয় প্রকার বল ও গৈর-সামন্ত-সমূহ সংগ্রহ করিয়া
 উপযুক্ত বর্ম্ম অমাত্যবর্গের হস্তে রাজ্যের এবং প্রান্তবর্তী
 দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ-পূর্বক, যুদ্ধোপযোগী সুসজ্জিত দ্রব্য-
 সামগ্রী-সমূহ সমভিব্যাহারে মহান্ উৎসাহের সহিত দিগ-
 জয়ের বাসনায় যাত্রা করিলেন ॥ ২৬ ॥

সমুদ্র-মহনকালে, * মন্দর পর্বতের আলোড়নে উৎকণ্ঠ
 অমল ধবল ক্ষীরসিন্ধুর ভরজমালা বারিবিন্দু-সমূহের দ্বারা যেমন
 পুরুষোত্তম অচ্যুতদেবকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তদ্রূপ বয়োবৃদ্ধ
 শ্বেতকেশ পুন্দরলনাগণ বিপক্ষ-রাজকুলের মহনোত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ
 রঘুকে লাজবর্ষণ দ্বারা আকর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

ইতুতল্য পরাক্রান্ত রঘু প্রথমতঃ পূর্বদিকে রণযাত্রা
 করিলেন। বায়ুভরে ভনীয় ধ্বজ-পতাকাসমূহ কম্পিত হইতে
 লাগিল। যেন তিনি স্বয়ং শত্রুদিগকে তর্জনী-বন্দন দ্বারা
 শাসাইতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিবরণ ।—**মন্দর ।**—(১) ভাগলপুরের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, বাকা মহকুমার অন্তঃপাতী ২১৩ শত ফুট উচ্চ একটি
 পর্বতের নাম। ইহার মধ্যস্থানে সমগ্র পর্বতটি বেড়িয়া একটি দাগ বা খাঁজ আছে, প্রবাদ যে সমুদ্র-মহনকালে মহন-
 রজ্জ্বরূপ বাসুকি নাগের ইহা বেঠন-চিহ্ন। বর্তমানকালে এই পর্বতের দীর্ঘদেশে দুইটি প্রাচীন বৌদ্ধ-মন্দির আরাধনা-
 ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার শিখরের পশ্চিমদিকবর্তী সাহুদেশে অতি প্রাচীন “মধুমন্দন”-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ
 অজ্ঞাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মধুমন্দন বা বিষ্ণুমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে আবার একটি অঙ্ককারময় গুহায়,
 পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত “নৃসিংহ-মূর্তি” আছে এবং ইহারই সমীপে একটি গুহাবৃথ হইতে সুনির্ম্মল জলস্রাবী এক উৎস
 হইতে নিরন্তর প্রচুর বারি নির্গত হইতেছে,—উহা “আকাশ-গঙ্গা” নামে অভিহিত।

(২) **মন্দর ।**—গড়োড়াল রাজ্যের মধ্যবর্তী সুমেরু পর্বতের পূর্বাংশে হিমালয়ের অংশ-বিশেষের নাম। কিন্তু
 মহাভারতে কেবল হিমালয়ের প্রত্যন্ত-পর্বতমালায় অন্ততম “মন্দর” নামক গিরিকেই একমাত্র মন্দর বলিয়া কীৰ্ত্তিত
 করা হইয়াছে। (মহাঃ অঃ অঃ ১২ এবং বন অধ্যায় ১৬২)।

(৩) অজ্ঞাত কতিপয় পুরাণমতে, বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ-মন্দির যে স্থলে অবস্থিত, উহারই নামান্তর মন্দর।

(৪) কিন্তু মহাভারতের বন-পর্বের ১৬২ ও ১৬৪ অধ্যায়দ্বারা বদরিকাশ্রমের উত্তর ও পূর্বাংশবর্তী অত্রিই
 মন্দর নামে অভিহিত। ইহা গন্ধমাদন-পর্বতের অংশবিশেষ। (N. L. D.) পরিণয়ের পর উমা-মহেশ্বর এই পর্বতেই
 কিছুদিন সুখময় বিবাহিত জীবন কাটায়াছিলেন। (বায়ন পুঃ অধ্যায় ৪৪ এবং কুমারসম্ভব)। এই স্থলেই
 অন্তমান সূর্য্যের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, সমীপবর্তিনী গিরিনন্দিনীর দিকে না চাহিয়া শব্দর ঐ দিকে বিহ্বল-নয়নে
 তাকাইয়া ছিলেন বলিয়া পাবাণ-দুহিতা কন্ত না অভিমান করিয়াছিলেন।—(“কালিদাস”) ॥ ২৭ ॥

রজোভিঃ স্তন্দনোদ্ধূতৈর্গজৈশ্চ ঘন-সন্নিভৈঃ । ভুবন্তলমিব বোমকুর্বন্ বোমেব ভূতলম্ ॥ ২৯ ॥
 প্রতাপোহগ্রে ততঃ শবঃ পরাগস্তদনস্তরম্ । যযৌ পশ্চাৎপ্রাধীনীতি চতুঃস্কন্ধেব সা চমুঃ ॥ ৩০ ॥
 মরুপৃষ্ঠানুদন্তাংসি নাব্যাঃ স্প্রুতরা নদীঃ । বিপিনানি প্রকাশানি শক্তিমদ্ভাচ্চকার সং ॥ ৩১ ॥
 স সেনাং মহতীং কর্ণন্ পূর্ব-সাগর-গামিনীম্ । বভৌ হরজটাব্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ ॥ ৩২ ॥
 ত্যাজিতৈঃ ফলমুৎখাতৈর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা নৃপৈঃ । তস্ত্রাসীদ্বৃষ্ণো মার্গঃ পাদপৈরিব দন্তিনঃ ॥ ৩৩ ॥
 পৌরস্ত্যানিবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী । প্রাপ তালীবনস্ত্রামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥
 অনত্রাণাং সমুদ্রতুস্ত্রাং সিন্ধুরয়াদিব । আত্মা সংরক্ষিতঃ স্ত্রৈর্দ্বৈত্ৰিমাশ্রিত্য বৈতসীম্ ॥ ৩৫ ॥

অর্থঃ—(কিং কুর্বন্ ?) স্তন্দনোদ্ধূতৈঃ রজোভিঃ ঘন-সন্নিভৈঃ গঠৈঃ চ (যথাক্রমে) বোম ভুবঃ ভলঃ ইব কুর্বন্ ভূতলং (চ) বোম ইব কুর্বন্—(যযৌ) ॥ ২৯ ॥

অগ্রে প্রতাপঃ, ততঃ শবঃ, তদনস্তরং পরাগঃ, পশ্চাৎ রথাদি-ইতি চতুঃস্কন্ধা ইব সা চমুঃ যযৌ ॥ ৩০ ॥

সঃ (রঘুঃ) শক্তিমদ্ভাৎ মরুপৃষ্ঠানি উদন্তাংসি, নাব্যাঃ নদীঃ স্প্রুতরাঃ, বিপিনানি প্রকাশানি চকার ॥ ৩১ ॥

সঃ (রঘুঃ) পূর্ব-সাগর-গামিনীং মহতীং সেনাং কর্ণন্ হরজটাব্রষ্টাং (পূর্বসাগরগামিনীং) গঙ্গাং (কর্ণন্) ভগীরথঃ ইব বভৌ ॥ ৩২ ॥

ফলং ত্যাজিতৈঃ উৎখাতৈঃ বহুধা ভগ্নৈঃ চ নৃপৈঃ, পাদপৈঃ দন্তিনঃ ইব তস্ত্র (রঘোঃ) মার্গঃ উষ্ণঃ আসীৎ ॥ ৩৩ ॥

জয়ী (সঃ রঘুঃ) এবং পৌরস্ত্যান্ তান্ তান্ জনপদান্ আক্রামন্ (সন্) তালীবনস্ত্রামং মহোদধেঃ উপকণ্ঠং প্রাপ ॥ ৩৪ ॥

অনত্রাণাং সমুদ্রতুঃস্ত্রাং (রঘোঃ সকাশাৎ) সিন্ধুরয়াং ইব স্ত্রৈঃ বৈতসীং বৃত্তিম্ আশ্রিত্য আত্মা সংরক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥

বক্তার্থঃ—রথচক্র-সমুখিত ধূলিরাশি এবং মেঘসদৃশ বৃহৎকায় মদবর্ষা ভীমগর্জন ধূসরবর্ণ গজরাতি—এই উভয়ে পর্যায়ক্রমে যেন আকাশকে ভূতল এবং ভূতলকে আকাশে পরিণত করিল ॥ ২৯ ॥

প্রথমতঃ রঘুর দিগন্তব্যাপী প্রতাপ, তৎপশ্চাৎ রণবাহিনীর কলকলশব্দ, তদনস্তর দিগন্তকারী ধূলিগণ্ড, তৎপর রথ অথ

প্রভৃতি চতুঃস্কন্ধী সেনা চলিতেছে দেখিয়া মনে হইল, রঘুসেনা বৃষ্টি চতুর্বাহে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে ॥ ৩০ ॥

রঘুর অসংখ্য সৈন্যের এবং হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যুদ্ধাঙ্গের বিরাট অভিযানে এবং তাঁহার অসীম ক্ষমতার প্রভাবে—মরুভূমিসকল জলময়ী, দুস্তর নদীসমূহ স্প্রুতরনদী ও নিবিড় বনাবলী বৃক্ষাদিশূন্য প্রান্তরে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

হরজটাব্রষ্টা গঙ্গাকে লইয়া ভগীরথের ছায় মহারাজ রঘু স্বীয় সুসজ্জিত বিরাট বাহিনী লইয়া পূর্ব-সাগরাতিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৩২ ॥

মদমত্ত দুর্দান্ত হস্তি-যুধ যেরূপ পশ্চিমধ্যবর্তী বনস্পতি-সমূহকে উৎপাটিত, ছিন্ন ও ফলশূন্য করত স্বীয় পথ পরিষ্কার করিয়া লয়, রাজা রঘুও তজ্রপ প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিদিগের কাহাকেও পদচ্যুত, বাহাকেও বিমর্দিত এবং কাহাকেও বা সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া স্বীয় অভিযান-পথ পরিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিজয়ী রঘু এইরূপ অপ্রতিহত পরাক্রমে প্রাচ্য-দেশ-সমূহ জয় করিতে করিতে ক্রমে গিয়া, তালীবনস্ত্রাবেশে শ্রামবর্ণ পূর্বমহোদধির বেলা-ভূমিতে উপনীত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বেগবতী প্রবাহিণীর খরশ্রোত যেমন পুরঃস্বিত উচ্ছিন্ন বৃক্ষকেই উন্মূলিত করে, কিন্তু আনন্তকায় বেতসলতিকার কোন ক্ষতিই করে না, বিজয়দৃষ্ট রঘুর প্রকৃতিও তজ্রপ জানিয়া সুহৃদেয় নৃপতিবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে মন্তক অবনত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিবরণঃ—সুহৃদদেশঃ—মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ রাঢ়-দেশকেই সুহৃদদেশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পাণ্ডু এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। (মহা আদি অঃ ১:১৩) কিন্তু বৃহৎ-সংহিতার ষোড়শ অধ্যায়ে বক এবং কলিঙ্গদেশের মধ্যবর্তী ভূভাগকেই সুহৃদ নামে কীৰ্ত্তিত করা হইয়াছে। যৎশ্র-পুরাণের ১১৩ অধ্যায়ে কলিঙ্গ এবং সুহৃদদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দুইটি পৃথক সাম্রাজ্য বলা হইয়াছে। দশ-কুমার-চরিতের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দামলিষ্ঠ বা ভমলুক, আচাৰ্য্য দত্তী কর্তৃক সুহৃদদেশান্তর্গত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের সভাপর্কের ২৯ অধ্যায়ে এবং যৎশ্র-পুরাণের ১১৪ অধ্যায়ে সুহৃদ এবং তাম্রলিপ্তকে দুইটি পৃথক দেশরূপে দেখিতে পাইতেছি। পঞ্চনদের অন্তর্গত সুহৃদনামে আর একটি

বঙ্গাভূত্থায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোত্ততান্ । নিচখান জয়ন্তন্তান্ গঙ্গাশ্রোতোহন্তরেষু সং ॥ ৩৬ ॥

আপাদপদ্রপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্ । ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুঃখাত-প্রতিরোপিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

অর্থঃ—নেতা সঃ (রঘুঃ) নৌ-সাধনোত্ততান্ বদ্যান্ তিনি বঙ্গে, তাঁহাদের পরাভব সাধন-পূর্বক তরসা উৎখায় গঙ্গাশ্রোতোহন্তরেষু (দ্বীপেষু) জয়ন্তন্তান্ গঙ্গাপ্রবাহমধ্যবর্তী দ্বীপ-পুঞ্জে স্বীয় বিজয়ন্তন্ত প্রোথিত নিচখান ॥ ৩৬ ॥ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

আপাদ-পদ্র-প্রণতাঃ (অতএব) উৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় স্থপদে প্রতিষ্ঠাপিত তে (বঙ্গাঃ) কলমাঃ ইব রঘুং ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুঃ ॥ ৩৭ ৷ করার পর, তাঁহারা শালিধাত্তের দ্বারা (বোয়া ধান) বিজেতা

বঙ্গার্থ—বঙ্গদেশের রাজন্তবর্গ রণতরীর সাহায্যে, রঘুব পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিপুল ধনরাসের দ্বারা তাঁহাকে প্রতিরক্ষী রঘুর সহিত বুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, পূজা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

প্রদেশের নির্দেশ পাওয়া যায়, অর্জুন এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ খণ্ডের ১৮শ অধ্যায়ে দেখিতেছি, যযাতির চতুর্থ পুত্র অম্বর আত্মজ বালির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ এবং পুণ্ড্র নামে পাঁচটি পুত্র ছিলেন, তাঁহাদেরই নামানুসারে ঐ পাঁচটি পুরাকালে পরিচিত হয় ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গদেশ—প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ভাওদজির মতে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী বিশাল ভূভাগই বঙ্গনামে পবিচিত। মহাভারতের সময়েও বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুক্ষ এবং তাম্রলিপ্ত এই তিন দেশ হইতে একটি পৃথক দেশ ছিল। (মহা, সভা, অঃ ২৯।) প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউ এন-স-সাঙ্গ যখন এ দেশে থাকেন, তখন বঙ্গদেশ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যথা—১ পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গ। ২ সমতট বা পূর্ববঙ্গ। ৩ বর্নসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ। ৪ তাম্রলিপ্ত বা দক্ষিণবঙ্গ। ৫ কামরূপ বা আসাম। খৃষ্টীয় শতক আরব হইবার পরে, বঙ্গদেশ চারিটি প্রদেশে বিভক্ত হয়। বঙ্গাল-সেনই এই বিভাগ করেন। গঙ্গার উত্তরদিগবর্তী ভূভাগ বারেন্দ্র এবং বঙ্গ, আর দক্ষিণদিগবর্তী ভূভাগ রাঢ় এবং বাগড়ি। প্রথম দেশদ্বয়—বারেন্দ্র এবং বঙ্গ ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা পৃথককৃত, আর শেষোক্ত দুইটি—রাঢ় এবং বাগড়ি গঙ্গার শাখা জলাঙ্গী নদী কর্তৃক বিভক্ত। মহানন্দা এবং করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী বারেন্দ্রভূমিই প্রাচীন পুণ্ড্রদেশ, বঙ্গ—পশ্চিম-বঙ্গ, ভাগীরথীর পশ্চিমদিগবর্তী রাঢ়দেশ বর্নসুবর্ণ এবং বাগড়ি দক্ষিণবঙ্গরূপে বহু ঐতিহাসিক কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৭২২ শতকে আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, দেবীবর ঘটকের মতে ঐ সময়ে বঙ্গদেশ রাঢ়, বঙ্গ, বারেন্দ্র এবং গোড় এই চারিটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। (N. L. D.)।

রাজা কেশবসেনের সময়ে বঙ্গদেশ পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। (J. A. S. B. 1838, P. 45)। ঋগবেদের ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ-শব্দের প্রথম নির্দেশ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১২শ শতকেও বঙ্গদেশ “বঙ্গালা” নামে অভিহিত হইত। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি, প্রত্নতাত্ত্বিক পার্জিটার সাহেবের নির্দেশক্রমে বর্তমান মুরশিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, রাজসাহীর কিয়দংশ, পাবনা ও ফরিদপুর জেলাই প্রাচীন বঙ্গনামে পরিচিত ছিল। (J. A. S. B. 1894, P. 85.)। বর্তমান মালদহের সমীপবর্তী ধংশাবশিষ্ট গোড় নগরের যে চিহ্ন পাওয়া যায়, বঙ্গ বা গোড়ের নামানুসারেই ঐ নগরের নামকরণ হয়। তাহাই বঙ্গের তদানীন্তন প্রাচীন রাজধানী। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ হইতে ১২শ শতক পর্যন্ত পালরাজগণের ভূপাল বা গোপাল হইতে স্থিরপাল পর্যন্ত ভূপতিবৃন্দ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেনারাজগণের বীরসেন হইতে শূরসেন বা লাক্ষণেন সেন পর্যন্ত নৃপতিরও খৃষ্টীয় ১১শ শতক হইতে ১২শ শতক পর্যন্ত কাল বঙ্গে রাজত্ব করেন। একাদশ শতকে বিখ্যাত বাচস্পতি মিশ্র এবং ভবদেবভট্ট বঙ্গাধিপতি হরিবর্ষ দেবের মন্ত্রি হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতকে সুললিত গীত-গোবিন্দ-কাব্যের অমর কবি জয়দেব এবং প্রসিদ্ধ অভিধান-কর্তা হলায়ুধ রাজা লক্ষণসেনের রাজসভার আবিস্কৃত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

“উৎখাত-প্রতিরোপিত”—তুলিয়া পুনরায় রোপিত। বঙ্গালাদেশের সে অংশের বর্ণন কবি করিতেছেন, তথায় “কলম” অর্থাৎ ধাত্তের প্রথমতঃ একস্থলে বীজ বপন-পূর্বক চায়া তৈরী করা হয়। কোনো কোনো স্থলে ঐ প্রথমোক্ত বীজের চারাকে “পাতা” বলে। পরে—চায়াগুলি একটু বড় হইলে অল্পত্র রোপিত করা হয় এবং সেই সময়ই কিছুদিন পরে, ধাত্তের ভায়ে একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। বঙ্গের এই প্রধান এবং নিজস্ব বস্তুর সহিত দর্শনপটু কবি, পরাজিত, স্থানচ্যুত এবং বস্ত্তান্তরীকার করায় পুনরায় রঘু কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত বা প্রতিরোপিত নৃপতিদিগের তুলনা করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

স তীর্থা কপিশাং সৈন্তৈর্বদ্ধদ্বিরদ-সেতুভিঃ । উৎকলাদর্শিত-পথঃ কলিঙ্গাভিমুখে যযৌ ॥ ৩৮ ॥

স প্রতাপং মহেন্দ্রশ্চ মুর্দ্ধি, তীক্ষ্ণং ত্র্যবেশয়ৎ । অকুশং দ্বিরদশ্চাব যন্তা গন্তীরবেদিনঃ ॥ ৩৯ ॥

অর্থঃ—সঃ (যযাু) বদ্ধ-দ্বিরদ-সেতুভিঃ সৈন্তাঃ নদী পার হইয়া স-সৈন্তে উৎকল-দেশে উপনীত হইলেন । কপিশাং (নদীঃ) তীর্থা উৎকলাদর্শিত-পথঃ কলিঙ্গাভিমুখঃ তদ্বৈশীয ভূপতিগণ যাহা হইতে উৎকল পথ দেখাইয়া (স.ন.) যযৌ ॥ ৩৮ ॥ দিলে, তথা হইতে তিনি কলিঙ্গ-ভূমি-অভিমুখে যাত্রা

সঃ (যযাু) মহেন্দ্রশ্চ (ভদ্রাখ্যপর্বতশ্চ) মুর্দ্ধি, তীক্ষ্ণং প্রতাপং করিলেন ॥ ৩৮ ॥ যন্তা গন্তীরবেদিনঃ দ্বিরদশ্চ (মুর্দ্ধি, তীক্ষ্ণম্) অকুশম্ ইব হস্তি-চালক যক্ষপ মদোদ্ধত অব্যাহত মাতঙ্গের মস্তকে সুশীল অকুশ বিদ্ধ করে, যযাও সেই প্রকার মহেন্দ্র-পর্বতের

বন্ধার্থ — তদনন্তর যযু গজ-নির্মিত সেতুদ্বারা কপিশা শিখরদেশে সবলে স্বীয় আদিপত্য স্থাপন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিবরণঃ—**কপিশা**।—কপিশা নদী। উড়িষ্যার অন্তর্গত বর্তমান সুবর্ণরেখা নদীর নাম। কিন্তু মেদিনীপুরের প্রান্ত-বাহিনী বর্তমান কাঁসাই নদীকেও অনেক প্রাচীন “কপিশা” বলিয়া থাকেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরায়ের চণ্ডীকাব্যেও ইহাই বলা হইয়াছে।

এক সময়ে গাকার (কান্দাচার) রাজ্যের রাজধানীর নাম “কপিশা” ছিল। কিন্তু তাহার সহিত এই কপিশার কোনই সম্বন্ধ নাই ॥ ৩৮ ॥ (N. L. D.)

উৎকল।—পুরাকালে কলিঙ্গদেশের উত্তরভাগের নাম ছিল উত্তর-কলিঙ্গ, ক্রমে উঠাই “উৎকলিঙ্গ” এবং “উৎকল” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মগধরাজদিগের অধিকারকালে, বর্তমান বটকের টিক পরপারে চতুর্দার বা চৌহুয়ার এই উৎকল বা উড়িষ্যার প্রাচীন রাজধানী ছিল। যযাতি কেশরী হইতেই কেশরীরাজবংশ খৃষ্টীয় ৪৭৫ হইতে ১১৩২ শতক পর্যন্ত এবং গঙ্গাবংশীয় ভূপতিগণের চোরগঙ্গ বা চোড়গঙ্গদেব হইতে প্রতাপরুদ্রদেবের পুত্র খৃষ্টীয় ১১৩২—১৪৩২ শতক পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৫০৩—১৫২৪ শতক পর্যন্ত প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকাল। এই সময়েই খ্রীশ্চৈঃতত্ত্বদেব জগন্নাথক্ষেত্র পরিক্রমা করিয়াছিলেন। রাজা যযাতিকেশরীর নামানুসারে আখ্যাত যযাতিপুর বা যযপুর ও ভুবনেশ্বর কেশরীরাজগণের এবং কটক “চৌহুয়ার” ও “বড় বাটা” গঙ্গাবংশীয় ভূপতিগণের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে কেশরীরাজকুলের সময়ে উড়িষ্যা বৌদ্ধধর্ম হইতে শৈবধর্ম দীক্ষিত হয়। আবার ষাটশ শতকে, গঙ্গাবংশীয়দিগের রাজত্বকালে শৈবধর্মের প্রাধান্য লুপ্ত হইয়া তথায় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থান হয়। মহাভারতের বনপর্বের ১১৪শ অধ্যায়ে উৎকলপ্রদেশ কলিঙ্গদেশেরই অংশরূপে এবং বৈতরণী নদী ইহার উত্তর-সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণের ৪৭শ অধ্যায়ে উৎকল এবং কলিঙ্গ দুইটি পৃথক রাজ্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতব্রহ্মমতে উৎকলদেশের দক্ষিণসীমা জগন্নাথক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কালিদাসেরসময়ে দেখিতেছি—উৎকল ও কলিঙ্গ দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব” নামক ইংরাজী পুস্তকের ২য় খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতকে, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার বৌদ্ধধর্মের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি সনাতন আর্থ্যধর্মের নানা সম্প্রদায় কর্তৃক স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। শৈবগণ ভুবনেশ্বরে, বৈষ্ণবগণ পুরীতে, শাক্তগণ যযাপুরে, সৌরগণ কোনার্কে (কোনারকে) এবং গাণপত্যগণ দর্শনে বা প্রাচীন বিনায়ক-ক্ষেত্রে, বৌদ্ধধর্মের প্রাতিপতির বিলোপ-পূর্বক স্ব স্ব ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করেন। ব্রহ্মপুরাণের ২৮, ২৯ এবং ৪২ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ওড়্র বা উড়িষ্যা উত্তরাভিমুখে যযাপুর বা ব্রহ্মমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এই ভূভাগের মধ্যে তিনটি পরম পুণ্যক্ষেত্র বিরাজমান ছিল। ইহার একটি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র, একটি সবিতৃক্ষেত্র বা অর্কক্ষেত্র এবং অপর একটি বিরজাক্ষেত্র নামে পরিচিত এবং ইহারই মধ্য দিয়া বৈতরণী নদী প্রবাহিত বলিয়া উল্লেখ আছে।

কলিঙ্গ।—উড়িষ্যার দক্ষিণে এবং দ্রাবিড়দেশের উত্তরে সমুদ্রের উপকণ্ঠবর্তী বিশাল ভূভাগ কলিঙ্গ নামে পরিচিত। মহাভারতের আদিপর্বের ২১৫শ এবং শান্তিপর্বের ৪র্থ অধ্যায়ে যযাপুর ও রাজপুর বা বর্তমান রাজমোহেন্দ্রী কলিঙ্গের প্রধান নগররূপে কীর্ণিত। মহাভারতের ১২২য় উড়িষ্যার অধিকাংশই কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল বলিয়া নির্দিষ্ট এবং ইহার উত্তর-সীমা বৈতরণী নদীরূপে কীর্ণিত হইয়াছে। (বনপর্ব ১১৩শ অধ্যায়)। অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই খৃঃ-পূঃ তৃতীয় শতকে কলিঙ্গ মগধ সাম্রাজ্যের বন্ধন-মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। এই প্রদেশই “উত্তর-সরকার” নামে আখ্যাত ॥ ৩৮ ॥

প্রতিজ্ঞগ্রাহ কালিঙ্গস্তুমস্তৈর্গজসাধনঃ । পক্ষচ্ছেদোদ্ধাতং শত্রুং শিলাবর্ষাব পর্বতঃ ॥ ৪০ ॥
 দ্বিষাং নিষহ্য কাকুৎস্থস্তত্র নারাচতুর্দ্দিনম্ । সন্মঙ্গলস্নাত ইব প্রতিপেদে জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৪১ ॥
 তাম্বুলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ । নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবং চ পূর্ঘ্যশঃ ॥ ৪২ ॥
 গৃহীত-প্রতিমুক্তস্য স ধর্মবিজয়ী নৃপঃ । শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীম্ ॥ ৪৩ ॥
 ততো বেলাতটে নৈব ফলবৎপূগমালিনা । অগস্ত্যাচরিতানাশামনাশাস্ত্র-জয়ো যযৌ ॥ ৪৪ ॥
 স সৈন্য-পরিভোগেণ গজ-দান-সুগন্ধিনা । কাবেরী সৱিতাং পত্যাঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোং ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ — গজ-সাধনঃ কালিঙ্গঃ (কলিঙ্গ-রাজঃ)

অস্তুঃ ভং (রত্নং) পক্ষচ্ছেদোদ্ধাতং শত্রুং শিলাবর্ষা পর্বতঃ ইব প্রতিজ্ঞগ্রাহ ৪০ ॥

কাকুৎস্থঃ (রঘুঃ) তত্র দ্বিষাং নারাচ-তুর্দ্দিনং (বাণ-বিশেষবর্ণনং) নিষহ্য সন্মঙ্গল-স্নাতঃ ইব জয়শ্রিয়ং প্রতিপেদে ॥ ৪১ ॥

তত্র (মহেন্দ্র-পর্বতে) যোধাঃ রচিতাপানভূময়ঃ (সন্তঃ) নারিকেলাসবং (নারিকেলমতঃ) তাম্বুলীনাং দলৈঃ পপুঃ, শাত্রবং যঃ ৫ (পপুঃ) ॥ ৪২ ॥

ধর্মবিজয়ী সঃ নৃপঃ (রঘুঃ) গৃহীত-প্রতিমুক্তস্য (স্ত্রী) মহেন্দ্রনাথস্য (কলিঙ্গরাজস্য) শ্রিয়ং জহার । মেদিনীং তু ন (জহার) ॥ ৪৩ ॥

ভতঃ (প্রাচীবিজয়াং পদং) ফলবৎপূগ-মালিনা বেলাতটেন এব অগস্ত্যাচরিতাম আশাম্ (দক্ষিণাং দিশং) অনাশাস্ত্রজয়ঃ (সনৃ) (অযত্ন-সিদ্ধত্বাৎ অপ্রার্থিত-জয়ঃ সনৃ) যযৌ ॥ ৪৪ ॥

সঃ (রঘুঃ) গজদানসুগন্ধিনা সৈন্য-পরিভোগেণ কাবেরীং (নদীং) সৱিতাং পত্যাঃ শঙ্কনীয়াম্ ইব অকরোং ॥ ৪৫ ॥

বক্তার্থ — পর্বত যেমন শিলাবর্ষণদ্বারা পক্ষচ্ছেদোদ্ধাত বজ্রপাণি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, কলিঙ্গ-দেশের অধিপতিও তজ্জপ গজাক্রট হইয়া অস্ত্রবর্ষণপূর্বক রঘুকে যেন আত্মর্ষিত করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিবরণ — মহেন্দ্র — উড়িষ্যা হইতে মাদুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী পুরাকালে মহেন্দ্রপর্বত নামে আখ্যাত হইত । পরশুরাম রামচন্দ্র কর্তৃক হৃতবীৰ্য্য হইয়া এই পর্বতেই কালযাপন করেন । কালিদাসের জাঘ উত্তর নৈষধচরিতকারও মহেন্দ্রপর্বতকে কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

কাবেরী — দক্ষিণভারতে কর্ণাটদেশস্থিত ব্রহ্মগিরি-নামক পর্বতের চক্রতীর্থ-নামা জলপ্রপাত হইতে কাবেরী নদী উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাত্যেরই বিখ্যাত শিব-সমুদ্র-নামক সুদূর-জলরাশিতে গিয়া পড়িয়াছে । (কর্ণপুরাণ ২ খণ্ড, ৩৭ অঃ এবং অনুরূপ ১১-১৪ অধ্যায় ; Rice's Mysore and Coorg 8 and pp, 85,) । নর্মদা এবং কাবেরীর সম্মিলন এক অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিচিত । (N. L. D.) ॥ ৪৫ ॥

কাকুৎস্থকুলরবি রঘু সেই মহেন্দ্রপর্বতে শক্রদিগের অস্ত্রশরবর্ষণ হেলায় সহ্য করিয়া, যথাবিধি বিজয়মঙ্গলে অভিষিক্তবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

তদীয় সৈন্যগণ মহেন্দ্রপর্বতে পান-শালা নির্মাণপূর্বক তাম্বুল-পত্র-বচিত পানপাত্রে দ্বাৰা সুপেয় নারিকেল-রস-প্ৰস্তুত মত্ত, শত্রুগণের যশের জায় পান করিল । অর্থাৎ শত্রুদিগের বিহারক্ষেত্রে তাহাদেবই নারিকেল-বনে পান-ভোজনপূর্বক নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ করিল ॥ ৪২ ॥

ধর্মের জ্ঞাত যুদ্ধ-প্রবৃত্ত, সদাবিজয়শীল রঘু মহেন্দ্রপর্বত-পতি কলিঙ্গরাজকে হারবলে আবদ্ধ করিয়াই আবার মুক্ত করিয়া দিলেন এবং পরবর্তী বিশ্বজিৎ-যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মের নিমিত্ত তাঁহার ধনরত্নাদি গ্রহণ করিলেও শরণাগত-বাৎসল্য নিবন্ধন তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর অযত্ন-শিদ্ধ-বিজয় সম্পন্ন রঘু, ফলভার-নন্ত পুণ-তরুমালায় বিভূষিত সমুদ্রের বেলাভূমি ধরিয়া অগস্ত্য-পুত্র দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিজয়-দৃষ্ট রঘু-সৈন্য মদ-বারিবর্ষা গজযুগ লইয়া জল-ক্রৌড়ায় উন্নত হইয়া উঠিল । গজবৃন্দের মদ-জল-গন্ধে কাবেরী নদীর কলেবর সৌরভময় হওয়ায় অদূরবর্তী সৱিত-পতির (সমুদ্র) মনে পত্নী কাবেরী-সৱিতের চরিত্র স্মরণে, না জানি, কত স্নেহহই জন্মিল ॥ ৪৫ ॥

বলৈরধাষিতাস্তস্ত বিজিগীষোগর্ভাস্থনঃ মারীচোদ্ভাস্ত-হারাংতা মলয়াঙ্গেরূপত্যাকাঃ ॥ ৪৬ ॥
 সমঞ্জস-ক্ষুণ্ণানামেলানামুৎপত্তিঞ্চবঃ তুল্য-গন্ধিস্থ মন্তেভ-কটেষু ফলরেণবঃ ॥ ৪৭ ॥
 ভোগিবেষ্টন-মার্গেষু চন্দনানাং সমর্পিতম্ নাশ্রয়ং করিণাং গ্রৈবং ত্রিপদীচ্ছেদিনামপি ॥ ৪৮ ॥
 দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্তাং রবেরপি তস্তামেব রঘোঃ পাণ্ডাঃ প্রতাপং ন বিবেচিহরে ॥ ৪৯ ॥

অর্থঃ।—বিজিগীষো: গভাস্থনঃ তস্ত (রঘো:) বলৈ: ততুল্য গন্ধবিশিষ্ট মন্তেভকটবৃক্ষের মদ প্রবাহী গওদেশে আসিয়া মারীচোদ্ভাস্তহারাংতা: মলয়াঙ্গৈ: উপত্যকা: অধাষিতা: উড়িয়া পড়িতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

(আগম্) ॥ ৪৬ ॥

অশ্বক্ষুণ্ণানাম্ এলানাম্ উৎপত্তিঞ্চবঃ ফলরেণবঃ তুল্য-
 গন্ধিস্থ মন্তেভ-কটেষু সমঞ্জসঃ ॥ ৪৭ ॥

চন্দনানাং ভোগি-বেষ্টন-মার্গেষু সমর্পিতং, ত্রিপদীচ্ছেদিনাম্
 অপি করিণাং গ্রৈবং (কঠবন্ধনং) ন অশ্রয়ং (ন শ্রুতম্
 অভূতং) ॥ ৪৮ ॥

দক্ষিণস্তাং দিশি রবঃ অপি তেজঃ মন্দায়তে । (কিঞ্চ)
 তস্তাম্ এব দিশি পাণ্ডাঃ রঘোঃ প্রতাপং ন বিবেচিহরে ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থঃ।—মলয়-পর্বতের উপত্যকায় মরীচ-বনে নিয়ত
 শুকপক্ষিগণ মরীচের লোভে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় । বিজয়-
 কামী রঘুর সেনাসকল বহুপণ অতিক্রম-পূর্বক, সেই মনোহর
 বিহগ-মৃগর উপত্যকায় কিছুকালের জন্ত বিশ্রাম করিল ॥ ৪৬ ॥

তাঁহার রণবাহিনীর অশ্বসমূহের আঘাতে আন্দোলিত
 এলালতার (এলাচ) ফলের চূর্ণ, অর্থাৎ এলাইচের পরাগ,

চন্দন-বন-বহল সেই মলয়াদ্রির উপত্যকাভূমিতে বৃহৎ
 বৃহৎ চন্দন-বৃক্ষের গাত্রবেষ্টন করিয়া অনেক বড় বড় সর্প
 থাকিত বলিয়া ভক্তবৃক্ষের সেই সেই বেষ্টনস্থলে এক একটা
 দাগ (বা খাঁজ) পড়িত । (যেমন বনমধ্যে লতাবেষ্টিত
 বৃক্ষগাত্রে বলয়াকার অনেক গভীর দাগ দেখা যায়) । রঘুর
 গজ-সমূহের কঠ-বন্ধন-শৃঙ্খল চন্দন-বৃক্ষের ঐ প্রকৌতুক
 সর্প-বেষ্টন-গাঁজের কিঞ্চৎ উপরে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের
 পাদ-বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন হইলেও ঐ কটিবন্ধন নিম্নে স্থলিত
 হইতে পারিত না । ঐ খাঁজের মধ্যে বাধিয়া যাইত ॥ ৪৮ ॥

দক্ষিণায়নে জগৎ-প্রকাশ স্বয্য যখন দক্ষিণদিকে গমন
 করেন, তখন তাঁহারও তেজঃ মন্দীভূত হইয়া আসে । কিন্তু
 সেই দক্ষিণদিকেই সূর্য্যোদিতশাসি-প্রতাপশালী রঘুর তেজঃ
 পাণ্ডানুপলিঙ্গণ সহ্য করিতে পারিলেন না । তেজস্বিতায়
 মাত্তগুণ্ড বৃষি তাঁহার নিকট হানপ্রভ ॥ ৪৯ ॥

বিবরণ।—**মলয়**,—(১) চন্দনাদ্রি, পশ্চিম-ঘাট পর্বত । (সু-মি অভিধান পৃ: ৮৬৭) ।

(২) পশ্চিম-ঘাট-শ্রেণীর দক্ষিণাংশ, কাবেরী নদীর দক্ষিণদিক-বর্তী পর্বতপুঞ্জ (মহা, বী, চ, ও অ:) । ত্রিবাঙ্কুর গিরি-
 মালা নামে কোইষাট্টর হইতে কুনারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী । এই মলয়পর্বতেই মহর্ষি অগস্ত্যের
 আশ্রম ছিল । শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণাত্য-পরিভ্রমকালে এই স্থান পদস্পর্শে পবিত্র করিয়াছিলেন, যথা—

“মলয়-পর্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন ।

কত্না কুমারী তাঁহা কৈল দর্শন ॥”

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ ।

“আনমালয়” পর্বতের সর্বদক্ষিণবর্তী শিখর অগস্ত্যকূট নামে খ্যাত । শাস্ত্রপণী নদী এই পর্বত হইতেই উৎপন্ন ॥ ৪৬ ॥

পাণ্ডা।—পাণ্ডুদেশাধিপতি রাজবংশ । মাদ্রাজের বর্তমান ভিনাভেলি ও মাদ্রাসা—এই দুই জেলার প্রাচীন নাম ।
 পুরাকালে উরগপুর বা বর্তমান ত্রিচীনপল্লী, মথুরা বা বর্তমান মাদুরা এং তাম্রপর্ণীর প্রাচীন মোহানায় কোলকায় নামক
 এই স্থানে পাণ্ডুরাজ্যের বিভিন্ন-সময়ে রাজধানী ছিল । এই পাণ্ডুরাজ্যগণের পূর্বপুরুষ পুরু বা “পোরাস্” অভিধায় বীর-
 পুরুষ ছিলেন, ইনিই মহাবীর আলেকজেন্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ইংহাংই রাজত্বকালে ভারতবর্ষ হইতে সর্ব-
 প্রথম খৃ: পূ: ২৭ শতকে রোমনগরীর আগষ্টন্ সিদ্ধান্তের নিকট দূত প্রেরিত হয় । (J. R. A. S. 860, P 309,
 and Caldwell's Drav. Com. p. 11) খৃ:পূর্ব ষষ্ঠ শতকে এই রাজ্য প্রথম স্থাপিত এবং খৃষ্টীয় একাদশ
 শতকের মধ্য-সময়ে বিধ্বস্ত হইয়া পরে নায়কগণ কর্তৃক পুনঃ সংস্থাপিত হয় । (N. L. D.) ॥ ৪৯ ॥

তাত্ত্বপর্ণী-সমেতস্ত মুক্তাসারং মহোদধেঃ । তে নিপতা দহুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্ ॥ ৫০ ॥

স নির্বিণ্য যথাকামং তটেমালীনচন্দনৌ । স্তনাবিব দিশস্তম্ভাঃ শৈলৌ মলয়-দহুরৌ ॥ ৫১ ॥

অসহ-বিক্রমঃ সহ্যং দূরান্মুক্তমুদযতা । নিতম্বমিব মেদিষ্ঠাঃ স্রস্তাং শুকমলজয়ং ॥ ৫২ ॥

তস্তানীকৈর্বিসর্পদন্তিরপরাস্তজয়োত্তৈঃ । রামাস্ত্রোৎসারিতোহপাসীৎ সহায়গ্ন ইবার্ণবঃ ॥ ৫৩ ॥

অর্থঃ—তে (পাণ্ডাঃ, পাণ্ডুদেশীয় নৃপতয়ঃ) চিরসঞ্চিত মুক্তাসারি স্বকীয় চিরকালার্জিত যশের ত্রায়ে তাত্ত্বপর্ণী-সমেতস্ত মহোদধেঃ সঞ্চিতং মুক্তাসারং স্বং (সঞ্চিতং) অর্পণ করিলেন ॥ ৫০ ॥

যশঃ ইব তস্মৈ (রঘবে) দহুঃ ॥ ৫০ ॥

অসহ-বিক্রমঃ সঃ (রঘুঃ) তটেম্ আলীন-চন্দনৌ তস্তাঃ (দক্ষিণস্তাঃ দিশঃ—কস্তাঃ চিৎ নারিকায়ী ইব) স্তনৌ ইব (স্থিতে) মলয়-দহুরৌ (তন্মাকৌ পরীতৌ) শৈলৌ যথাকামং নির্বিণ্য (উপভূজ্য) উদযতা দূরং মুক্তং (দূরন্তঃ ত্যক্তং) স্রস্তাং শুকং মেদিষ্ঠাঃ নিতম্বম্ ইব (স্থিতং) সহ্যং (পরীতং) অলজয়ং । যুগ্মকম্ ॥ ৫১-৫২ ॥

অপরাস্তজয়োত্তৈঃ বিসর্পদন্তিঃ তস্ত (রঘোঃ) অনীকৈঃ অর্ণবঃ রামাস্ত্রোৎসারিতঃ অপি সহ-স্রগঃ ইব অসীৎ ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গার্থঃ—সেই বিজিত পাণ্ডুনৃপতিগণ বিজেতা রঘুকে প্রণতিপূরক, তাত্ত্বপর্ণী ও মহোদধির সঙ্গ-স্থান-জাত

বিবরণঃ—তাত্ত্বপর্ণী।—(১) কর্ণাট-দেশান্তর্গত নদীর নাম (অভি পৃঃ ৪২৭) । মাক্ষাজের বর্তমান তিনাতেলি জিলায় এই নদী প্রবাহিত । অগত্যকৃতপর্বত ইহার উৎপত্তিস্থল । মুক্ত-সংগ্রহ-স্থলরূপে ইহা প্রসিদ্ধ । (পূর্বোক্ত “মলয়” পরীত দেখ ।) খ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই নদী-তীরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ।

“সেই রাজি তাঁহা রহি তাবে কৃপা করি ।

পাণ্ডুদেশে তাত্ত্বপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥

তাত্ত্বপর্ণীমান করি, তাত্ত্বপর্ণী ভীরে ।

নয়-ত্রিপদী দেখি বলে কুতূহলে ॥”

—চৈ. চ. মধ্যলীলা, ৯ম পরিঃ ।

(২) বৌদ্ধদিগের সময়ে লকার নামান্তর । তাহার সহিত অলোচ্য নদীর কোন সম্বন্ধ নাই ॥ ৫০ ॥

দর্দুর । মাক্ষাজের নীলগিরি পরীত । (বৃহৎসংহিতা, অঃ ১৪৭, J, R, A, S, 109 p, 262 । ৪১)

সহ্য । পশ্চিমঘাট পরীতমালার অত্যন্ত উন্নত গিরি । কাবেরী নদীর উত্তরাবগন্তী, পশ্চিমঘাট প্রণীর উত্তরাংশের নামান্তর । সপ্ত কুলপরীতের অত্মতন । ইহাই “সহ্যাদ্রি” নামে অভিহিত ॥ ৫২ ॥

অপরাস্ত । প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংস্কৃতকোষ-কর্তা যাদবের মতে “স্বধ্যারিক” দেশের অধিপতিগণ । (“অপরাস্তাত্ত্ব পাশ্চাত্যান্তে চ স্বধ্যারিকাদয়ঃ”—যাদবঃ Vide মল্লিনাথ, রঘুবংশ, ৪র্থ, ৫০ শ্লোক)

দক্ষিণ-ভারতের কঙ্কণদেশের উত্তরাঞ্চলের নামান্তর এবং দেশের নামানুসারেই অপরাস্ত-নামক রাজগণ । বর্তমান “সুপার” (Supar) (প্রাচীন “স্বধ্যারিক”) এই রাজ্যের এক সমবে রাজবানী ছিল । (R. G. Bhandasker) যাদববৃত্ত “স্বধ্যারিক” শব্দের অপভ্রংশ “স্বধ্যারিকও” হইতে পারে । অথবা স্বধ্যারিক শব্দও লিপিকর-প্রমাদ-বশে হয় ভ, স্বধ্যারিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে । ভগবানলাল ইন্ডজির মতে ভারতের পশ্চিমদীর্ঘাভাবর্তী সমুদ্রতটভূমি অপরাস্ত বা অপরাস্তক নামে অভিহিত (Ind, ant, Vol, VII pp, 263) এই দেশবাসীরা “পাশ্চাত্য” নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে । কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যাবসরে ভট্টস্বামী কঙ্কণদেশকেই প্রাচীন “অপরাস্ত” বা “অপরাস্তক” বলিয়া

ভয়োৎসৃষ্টবিভূষণাং তেন কেরলযোযিতাম্ । অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণপ্রতিনিধীকৃতঃ ॥ ৫৪ ॥

মুরলামার্কতোদ্ধৃতমগমং কৈতকং রজঃ । তদ্যোধ-বারবাণানামযন্ত-পটবাসতাম্ ॥ ৫৫ ॥

অভ্যভূয়ত বাহানাং চরতাং গাত্র-শিজ্জিতৈঃ । বর্ম্মভিঃ পবনোদ্ধৃত-রাজ-তালীবন-ধ্বনিঃ ॥ ৫৬ ॥

খর্জুরীস্বক্ষনদ্ধানাং মদোদগার-সুগন্ধিস্থ । কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ ॥ ৫৭ ॥

অর্থ।—তেন (রঘুনা) ভয়োৎসৃষ্টবিভূষণাং কেরল-
যোযিতাম্ অলকেষু চমূরেণু: চূর্ণ-প্রতিনিধীকৃত: (আসীৎ) ॥ ৫৪ ॥

মুরলামার্কতোদ্ধৃতং কৈতকং রজঃ তদ্যোধ-বার-বাণানাম
অযন্ত-পট-বাসতাম্ অগমং ॥ ৫৫ ॥

চরতাং বাহানাং (রঘু-সৈন্যস্থানাং) গাত্র-শিজ্জিতৈঃ
বর্ম্মভিঃ পবনোদ্ধৃত-রাজ-তালীবন-ধ্বনিঃ অভ্যভূয়ত ॥ ৫৬ ॥

খর্জুরী-স্বক্ষনদ্ধানাং করিণাং মদোদগার-সুগন্ধিস্থ
পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ পেতুঃ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—রঘুর আক্রমণ-ভয়ে ভীত হইয়া কেরল-
দেশীয় কামিনীকুল বিভূষণাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন
করিল। তাহাদের যে অলকদাম প্রিয়সঙ্গমে কুক্ষম-বাগে বত

না রঞ্জিত হইত, আজ তাহাতে পশ্চাৎ ধাবমান রঘুসৈন্তের
দ্বারা উথিত ধূলিপটল আসিয়া পড়িল ॥ ৫৪ ॥

মুরলা নদীর তীরবর্তী কেতকী-কুমুমের পরাগ-পুষ্প
পবনবেগে উড়ডীন হইয়া রঘুর সৈন্তগণের বক্ষুকে অস্বস্তিকর
গন্ধচূর্ণের স্তায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥

তাহার প্রভু-গতি তুচ্ছমুহুরে গাত্রাবরণ কবচের বন্ধন
শব্দে বায়ু-বিলোড়িত ভাললব্বর মর্ম্মবধনি পরাভূত হইল ॥ ৫৬ ॥

নাগকেশর-বৃক্ষের প্রফুল্ল কুমুম-রাশিতে নিষদ্র ভ্রমর-পঙ্ক্তি
খর্জুর-বৃক্ষের স্বকদেশে আবদ্ধ সমুন্নতবপু গজরাজগণের
মদ-গন্ধে আর্ত্ত হইয়া তাহাদের কপোলদেশে আসিয়া পড়িতে
লাগিল। ঐ ফুলে আর তাহাদের মন উঠিল না ॥ ৫৭ ॥

স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণের ৫৮ বঃ ২৭ অধ্যায়ে “স্বর্পরক” প্রদেশকে “অপরাস্ত-দেশের” অন্তর্ভুক্ত বলিয়া
নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু কালিদাসের বর্তমান শ্লোকে দেখিতেছি যে, এই অপরাস্ত দেশ সহ্যাদি বা পশ্চিম-ঘাট-
শ্রেণী ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূভাগ। ইহা “মহী” নামক নদী হইতে পর্ব্বতীভূত “গোয়া” পর্য্যন্ত বিস্তৃত।
(Bomb. Gaz. vol. I, pt. I, p. 36.। N. L. D.) ॥ ৫৩ ॥

কেরল।—দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ ও উত্তরে গোয়া পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বর্তমান, মালাবার, ত্রিবাঙ্গুর এবং কানাড়া
প্রদেশ—প্রাচীন কেরল নামে অভিহিত হইত। (Willsons মালভূমিমাধব এবং রামায়ণ, কিষ্, ৪১ অধ্যায়)। ইহা
“নাম্নার”দিগের দেশ। প্রাচীনতম “চের” শব্দের ইহা রূপান্তরও হইতে পারে। কেন না, পুরাকালে দক্ষিণভারতে
চের, চোল এবং পাণ্ড্য-নামক তিনটি দেশে দ্রাবিড়-রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সেই চেরদেশেই নাম্নার কেরল। ঐতি-
হাসিক হাণ্টারের মতে কানাড়া ও কেরল একই রাজ্য। “অনন্তশয়ন” কেরলদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল
(Maek. Mass.) পরশুরাম এই অত্রাঞ্চলদেশে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদিগকে বাস করিতে বাধ্য করেন। (J. A. S. B
1888 pp. 183, 128)।

এক সময়ে বর্তমান কানাড়া ও মালাবার জেলা, কোচিন ও ত্রিবাঙ্গুর রাজ্য, কইষাটুর ও সালেম জেলা এবং মহীশূর ও
নৌলগিরির অংশবিশেষ কেরলদেশের অন্তর্গত ছিল। কতিপয় রাজার নাম ব্যতিরেকে কেরলের আর কোন প্রাচীন ইতিহাস
তত পাওয়া যায় না। অশোকাকুম্বশাসনে ইহাকে “কেরল-পুন্ড্র” বলা হইয়াছে। খৃষ্টাব্দের আশুতকালে রোম সাম্রাজ্যের
সহিত কেরলদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দশম শতকে চোলগণ কর্তৃক এই দেশ অধিকৃত হয়।
তার পর মহীশূরের হয়শাল বম্মাল-বংশীয় নৃপতিগণ এই দেশে রাজত্ব করেন। খৃষ্টীয় ১৩১০ শতকে মুসলমানগণ এই দেশ
অধিকার করেন। কিছুকাল পরে, বিজয়-নগর-রাজ-প্রমুখ হিন্দু-নৃপতিবৃন্দ, পুনরায় ইহা বিজয়-নগর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত
করিয়া লন। খৃষ্টীয় ১৫৬৫ শতকে মুসলমানগণ কর্তৃক বিজয়নগর রাজ্য উচ্ছিন্ন হইলে, পরবর্তী ৮০ বৎসরকাল মাদুরার
নায়কগণের নেতৃত্বে কেরল কোনোমতে স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬৪০ শতকে বিজাপুরের আদিল-শা
বংশ এবং ১৬৫২ শতকে মহীশূরের রাজা কেরলদেশ অধিকার করেন। এই সময়েই চিরকালের মত, কেরলের স্বাধীনতা-
স্বর্ঘ্য অন্তর্মিত হয়। (অভি পৃ: ৩০২ এবং N. L. D.) ॥ ৫৪ ॥

মুরলা।—ভবভূষণের উত্তরচারে “ছায়া” নামক অপরূপ চিত্রে এই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীবেই মুরলা নামে
উপস্থাপিত করা হইয়াছে—বলিয়া মনে হয়। ইহা কেরল বা মালাবার দেশ-বাহিনী প্রবাহিতের নামান্তর। (Tawney's
Kathasaritsagara, ch. xix.) ত্রিকাণ্ড-শেষ কোষের ১২ অধ্যায়ে নর্ম্মদানদীকে মুরলা বলা হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

অবকাশং কিলোদয়ান্ রামায়াতথিতো দদৌ । অপরাস্তমহীপাল-ব্যাঞ্জনং রঘবে করম্ ॥ ৫৮ ॥
 মত্তেভ-রদনোৎকীর্ণ-বাস্ত-বিক্রম-লক্ষণম্ । ত্রিকূটমেব তত্রোচ্চৈর্জয়ন্তস্তং চকার সঃ ॥ ৫৯ ॥
 পারসীকাস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবত্নানি । ইন্দিয়াখ্যানিব রিপুংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥ ৬০ ॥
 যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ । বালীতপমিবাজ্ঞানামকালজলদোদয়ঃ ॥ ৬১ ॥
 সংগ্রামস্তমূলস্তস্মা পাশ্চাত্তৈরথ-সাধনৈঃ । শার্ঙ্গ-কৃজিত-বিজ্ঞেয়-প্রতিষোধে রজস্তভুং ॥ ৬২ ॥

অশ্বয়—উদয়ান্ রামায় (পরশুরামায়) অভ্যর্থিতঃ (সন্) অবকাশং দদৌ কিল! রঘবে (তু) (স্বয়ং এব, ন তু অভ্যর্থিতঃ) অপরাস্ত-মহীপালব্যঞ্জনং করং দদৌ ॥ ৫৮ ॥

তত্র সঃ (রঘুঃ) মত্তেভ-রদনোৎকীর্ণ-বাস্ত-বিক্রম-লক্ষণম্ ত্রিকূটম্ এব উচ্চৈঃ (অত্যুন্নতং) ভয়ন্তস্তং চকার ॥ ৫৯ ॥

ভতঃ (সঃ রঘুঃ) সংযমী তত্ত্বজ্ঞানেন ইন্দিয়াখ্যান্ রিপুন্ ইব, পারসীকান জেতুং স্থলবত্নানি প্রতস্থে। (ন তু নির্দিষ্টে-নারিপ জলপথেন, তদা সমুদ্র-যানত্যা নিষিদ্ধত্বাৎ) ॥ ৬০ ॥

সঃ (রঘুঃ) যবনী-মুখ পদ্মানাং মধু-মদম, অকাল-জলদোদয়ঃ অজ্ঞানং বালীতপম্ ইব ন সেহে ॥ ৬১ ॥

তস্ত (রঘোঃ) অশ্বসাদনৈঃ পাশ্চাত্তৈঃ (যবনৈঃ) (নহ) শার্ঙ্গ-কৃজিত-বিজ্ঞেয়-প্রতিষোধে রজসি তুমুলঃ সংগ্রামঃ অভুং ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ—কলিঙ্গবুলান্তক নিম্নবিত্তী মহাবীর পরশুরাম এক সময়ে স্বকীয় দুর্দম বাতবলেতে যে সমুদ্রকে বিচলিত করিতে না পারিয়া ক্রত যাত্রা করিয়া সামান্ত একটু স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজ পরাক্রান্ত—কলিঙ্গ-শিরোমণি রঘুকে, পরাজিত পাশ্চাত্ত্যনুপতিগণের হাত দিয়াই যেন, সেই গার্লিত পরোমিষি সভয়ে কর প্রদান করিতে লাগিল। একবিংশতিবার ক্ষত্রকুলবিনাশী পরশুরাম অপেক্ষাও কলিঙ্গ-রাজ রঘুর পরাক্রম অধিকতর বলিয়া প্রতীয়মান হইল ॥ ৫৮ ॥

রঘুসৈন্তের মদ-মত্ত দস্তিগণের বিশাল দস্তের আঘাতে ত্রিকূট-পর্বত একেবারে ক্ষতিবিস্ত হইয়া পড়িল। তদর্শনে মনে হইল, বিজয়ী রঘু বুঝি, তাঁহার দিগ্বিজয়ী বিক্রমের ইতিবৃত্ত উল্লিখিত করিয়া—ঐ পর্বতকেই অভ্রভেদী বিজয়ন্তরূপে প্রোথিত করিয়া গেলেন ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর, যোগিবাক্ত যেমন তত্ত্বজ্ঞান-বলে দুর্দম ইন্দিয়-রূপী প্রবল শত্রুকে পরাজিত করেন, তজপ মহারাজ রঘু, তখন সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া, স্থলপথেই পারস্য-নুপতিদিগকে পরাজিত করিতে অভিযান করিলেন ॥ ৬০ ॥

অসময়ে অর্থাৎ গ্রাবুটকালান্তিরক্ত সময়ে আবির্ভূত জলদ-জাল যেমন আরক্ত পঙ্কজ-বুলের সম্বন্ধে প্রাতঃস্বর্ধাকরণ সহ্য করিতে পারে না,—তজপ রঘুও যবন-সুন্দরীগণের বদন-পঙ্কজের মদ-রাগ-মগ্নিত হবি সহ্য করিতে পারিলেন না। অর্থাৎ ভয়ে, ত্রাসে, পতির পরাক্রমে—তাঁহাদের মুখ বিগাদ-কালিনায় আবৃত হইল ॥ ৬১ ॥

তুরগ-বহল দুর্দম যবন-সেনার সহিত দিগ্বিজয়ী রঘুর খোরস্তর যুদ্ধ বাড়িল। উভয় পক্ষের ভয়ঙ্কর আশ্ফালন-বিমর্দনে সমুখিত ধূলিপটলে দশদিক্ এমনই তিমিরচ্ছন্ন হইল যে, শুধু শরাসনের জ্যা-নির্ঘোষে, অদৃশ্য প্রতিপক্ষ-সৈন্য অনুমান করিয়া লইতে হইল ॥ ৬২ ॥

বিবরণ।—ত্রিকূট—কেরলদেশের অন্তর্ভুক্ত ত্রিশূল পর্বতের নামান্তর। “ত্রিকূট” নামে, লঙ্কার দক্ষিণ-পূর্ব-কোণে এক পর্বত পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের উত্তরে এবং কাশ্মীরের দক্ষিণে এক অতি নয়নমনোহর পর্বতও “ত্রিকূট” আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। অনেক ঐতিহাসিক জন্মার পর্বতকেই “ত্রিকূট” বলিয়া মনে করেন। হিমালয়ের যমুনোত্রী-পর্বতভাণ্ডকেও অনেকে “ত্রিকূট” বলিয়া থাকেন। সুতরাং ভারতবর্ষে বহু ত্রিকূট দেখিতেছি। তবে তাঁহাদের সহিত কেরলদেশের “ত্রিকূটের” কোন সম্বন্ধ নাই। অথর্ববেদে ত্রিককূট নামে এই ত্রিকূটের উল্লেখ আছে ॥ ৫৯ ॥

পারসীক।—বর্তমান পারস্যদেশের অধিবাসীদিগকে পুরাকালে এই নামে অভিহিত করা হইত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দ্বিঘাশি স্তবের তেইশ সংখ্যক মন্ত্রে “পশুঃ” নামে এই পারস্যদেশের উল্লেখ আছে। অতিপ্রাচীন বেহিস্তুন-ফসকে (Behistun Inscription) পরশুন্ আখ্যায় পারস্যদেশের নির্দেশ দেখা যায় (N. L. D.) ॥ ৬০ ॥

ভল্লাপবজিতৈস্তেযাং শিরোভিঃ শ্রাশ্রলৈর্মহীন্ । তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব ॥ ৬৩ ॥
 অপনীত-শিরজ্জাণাঃ শেযান্তং শরণং যযুঃ । প্রণিপাত-প্রতীকারঃ সংরম্ভো হি মহাত্মনাম্ ॥ ৬৪ ॥
 বিনয়ন্তে স্য তদ্যোধা মধুভির্বিজয়শ্রমম্ । আন্তীর্গাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু ॥ ৬৫ ॥
 ততঃ প্রতন্তে কোবেরীং ভাস্বানিব রঘুদ্দিশম্ । শরৈরুশ্রৈরিবোদীচ্যান্তদ্রিগ্যন্ রসানিব ॥ ৬৬ ॥
 বিনীতান্বশ্রমাস্তস্ম দিঙ্গুতীর-বিচেষ্টনৈঃ । দুধুবুর্বাজিনঃ স্বক্ষ্মান্ন-কুঙ্কম-কেশরান্ ॥ ৬৭ ॥

অর্থঃ—১: (রঘু:) ভল্লাপবজিতৈ: শ্রাশ্রলৈ: তেযাং (যবনানাং) শিরোভি: সরঘাব্যাপ্তৈ: ক্ষৌদ্রপটলৈ: ইব মহীং তস্তার ॥ ৬৩ ॥

শেযা: অপনীত-শিরজ্জাণা: (সন্ত:) তং (রঘু) শরণং যযু: হি (তথাহি) মহাত্মনাং সংরম্ভ: প্রণিপাত-প্রতীকার: (তবতি) ॥ ৬৪ ॥

তদ্যোধা: আন্তীর্গাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়ভূমিষু মধুভি: বিজয়-শ্রমং বিনয়ন্তে স্য ॥ ৬৫ ॥

তত: রঘু: ভাস্বান্ ইব শরৈ: উশ্রৈ: ইব উদীচ্যান্ (নৃপাণ) রসান্ ইব উরুদ্রিগ্যন্ কোবেরীং দিশং প্রতন্তে ॥ ৬৬ ॥

দিঙ্গুতীর-বিচেষ্টনৈ: বিনীতান্বশ্রমা: তস্ম (বঘো:) বাজিন: লগ্ন-কুঙ্কম-কেশরান্ স্বক্ষ্মান্ দুধুবু: ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গার্থঃ—বীরকেশরী রঘু অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নিশিত ভল্ল ন বহুম দ্বারা যবনদিগের শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহাদের দীর্ঘশ্রাবশিষ্ট রক্তাক্ত মস্তকরাশি ইত্যন্তত: বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হওয়ায় মনে হইল, যেন মধুশুকিকাব্যাপ্ত মধুচক্রসমূহে রণস্থল আকীর্ণ হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

যুদ্ধে এইপ্রকার ভয়ঙ্কর পরাজয় দর্শনে একান্ত ভীত ও

আতুল হইয়া হতাবশিষ্ট যবনবৃন্দ গর্ষচিহ্নস্বরূপ স্ব স্ব মস্তকের আচ্ছাদন বা শিরদ্বাগেও অঙ্গসংলগ্ন-পূর্বক আসিয়া রঘুর আশ্রয় ভিক্ষা করিল, শরণাগত-রত্নসল রঘুও তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। কেন না,—প্রকৃত বীরের ক্রোধ প্রতিপক্ষের প্রণতিতেই প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর রঘুর বিজয়োল্লাসিত শৈশব দ্রাক্ষাবলয়ে মনোরম মুগচক্ষুসনে উপবিষ্ট হইয়া দ্রাক্ষা-রস স্রব্ত রক্ত পান-পূর্বক রণশ্রান্তি বিদূরিত করিল ॥ ৬৫ ॥

তার পর উত্তরাংশে তথ্য যে প্রকার দ্বিরণজালে ভগন্তের জল আকর্ষণ করিয়া লন, রঘুও তদ্রূপ উত্তরদিগবর্তী নৃপতি-দিগকে স্তম্ভীকৃত শরজালে উল্লসিত করিবার বাসনায কুবের-রক্ষিত উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন ॥ ৬৬ ॥

দেখিতে দেখিতে, সেই ক্ষিপ্রগতি বিরাট রঘুবাহিনী কাশ্মীরদেশের প্রান্তবাহী সিঙ্গুনদের উপকণ্ঠে উপনীত হইল এবং তদীয় অশ্বসমূহ চিত্তর-ভীতভূতিতে অবলুণ্ণপূর্বক পথ-প্রান্তি অপনীত কতে উথিত হইয়া স্বক্স-সংলগ্ন কুঙ্কমকেশর বাড়িয়া ফেলিয়া বাঁক বাঁক দেহ কম্পিত করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥

বিবরণঃ—উদীচ্যঃ—প্রসিদ্ধ অভিধানকর্তা অমরসিংহের মতে ভারতবর্ষের দীর্ঘাশানদিক হইতে নৈঋত-দিকে প্রবাহিতা পশ্চিম-সমুদ্র-গামিনী শরাবতী-নামিকা নদীর পূর্বদক্ষিণ-ভূভাগ উদীচ্য দেশ নামে খ্যাত। (অমর, ভূমিবর্গ, ৬, ৭) সেই উদীচ্যদেশের রাজগণ ॥ ৬৬ ॥

সিঙ্গুঃ—কাশ্মীরদেশ-প্রবাহী নদের নাম (মল্লিনাথ)। বর্তমান “ইন্ডাস” এই সিঙ্গু নামেরই বিকৃতাকৃত রূপান্তর। পঞ্চনদের—অন্যতম চন্দ্রভাগা বা “চেনাব” এই সুদীর্ঘ সিঙ্গুনদ হইতে উৎপন্ন। বেলুচিস্তানের প্রাচীনকালকে স্মারিত “হিন্দু”-নামক নদ এই সিঙ্গুই নাম। বাইবেলের “হড্ডু” (Hoddu) এবং ভেণ্ডিাদদের “হেন্দু”-ও এই প্রাচীন সিঙ্গুনদের নামান্তর। ভেন হেডেন (Sven Hedin) নামক মান্স-সরোবর-গামী প্রসিদ্ধ পর্যটকের Trans Himalaya নামীয় উপাদেয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই সিঙ্গুনদের উৎপত্তিস্থলের পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যবলীর অপূর্ণ বর্ণনা সকলেরই পাঠ্য। “ইণ্ডিয়া” শব্দ এই সিঙ্গু-শব্দেরই বিকৃতরূপ বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কিন্তু তাহা বিচার-সহ নহে। চীন পরিব্রাজক হুয়েনস সাঙ বর্ণিত “ইন্টু” (Intu) এই সিঙ্গু নামেরই প্রতি-পাদক। এই সিঙ্গু শব্দেরই রূপান্তরিত শব্দ “হিন্দু”—বলিয়া পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্যভ্রম্যগণি অনেক গবেষক মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধুনা ক্রমেই ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কারে ঐ সকল অর্বাচীন মত দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ইহারই নামানুসারে সিঙ্গুদেশ আখ্যাত হইয়া থাকে। “স্থল-বজ্র” পারস্যদেশে যাইতে হইলে এই নদের তীর-পথেই ক্রমে অগ্রসর হইতে হয় ॥ ৬৭ ॥

তত্র হুণাবরোধানাং ভৰ্জ্য ব্যক্তবিক্রমম্ কপোল-পাটলাদেশি বভূব রঘু-চেষ্টিতম্ ॥ ৬৮ ॥
 কাষোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্ত বীৰ্য্যামনীশ্বরাঃ । গজালান-পরিক্রিষ্টৈরক্ষৌটেঃ সার্কিমানতাঃ ॥ ৬৯ ॥
 তেষাং সদশ্ভূয়িষ্ঠাস্তৃঙ্গা দ্রবিশরাশয়ঃ । উপদা বিবিশুঃ শশ্বনোৎসেকাঃ কোসলেশ্বরম্ ॥ ৭০ ॥
 ততো গৌরীশুরং শৈলমাকুরোহাশ্ব-সাধনঃ । বর্দ্ধয়ন্নিব তৎকৃটানুদ্বুতৈর্ধাতুরেণুভিঃ ॥ ৭১ ॥
 শশংস তুল্যসুতানাং দৈনুঘোষেহপাসংক্রমম্ । শুহাশয়ানাং সিংহানাং পরিব্রতাবলোকিতম্ ॥ ৭২ ॥

অর্থঃ—তত্র (উদ্যোচ্যং দিশি) ভৰ্জ্য ব্যক্তবিক্রমঃ রঘু-চেষ্টিতং হুণাবরোধানাং কপোল-পাটলাদেশি বভূব ॥ ৬৮ ॥

কাষোজাঃ (রাজানঃ) সমরে সোঢ়ুং (রঘোঃ) বীৰ্য্যং সোঢ়ুং অনীশ্বরাঃ (সন্তঃ) গজালান-পরিক্রিষ্টৈঃ অক্ষৌটেঃ সার্কিমানতাঃ (বভূবঃ) ॥ ৬৯ ॥

তেষাং (কাষোজানাং) সদশ্ভূয়িষ্ঠাঃ তৃঙ্গাঃ দ্রবিশরাশয়ঃ (এব) উপদাঃ কোসলেশ্বরং (তং রঘুং) শশ্বৎ বিবিশুঃ, (তথাপি) উৎসেকাঃ ন (বিবিশুঃ) ॥ ৭০ ॥

ততঃ (সঃ) অশ্ব-সাধনঃ (সনু) গৌরীশুরং শৈলম্ উদ্বুতৈঃ (অশ্বথুরোদ্বুতৈঃ) ধাতুরেণুভিঃ তৎকৃটানু বর্দ্ধয়ন্ ইব আকুরোহ ॥ ৭১ ॥

তুল্য সুতানাং (সৈন্তেঃ সমান বলানাং) শুহাশয়ানাং সিংহানাং পরিব্রত্যা (পরাব্রত্যা) অবলোকিতং (শরিত্যা এব গ্রীবাভঙ্গেন অবলোকনং) সৈন্ত-ঘোষে অপি অসংক্রমঃ (তুচ্ছ-তয়া উপেক্ষাম্ ইতি ভাঃ) শশংস ॥ ৭২ ॥

বঙ্গার্থঃ—সেই স্থলে বীরবর রঘুর প্রবলপরাক্রমে হুণ নৃপতিবৃন্দ নানাপ্রকারে বিড়ম্বিত ও বিমর্দিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের পত্নীগণ স্ব স্ব পতির বিরোধ-সংবাদে ব্যাকুল

হইয়া নিরন্তর করাঘাতে স্বকীয় গণ্ডস্থল আরক্ত করিয়া তুলিলেন ॥ ৬৮ ॥

রঘুর মদোদ্ধত রণশাস্ত্র-সমূহের বন্ধনভরে শুদৃঢ় অক্ষৌট-বৃক্ষগুলি যেমন নত হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্রূপে তদীয় প্রবল-প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, কাষোজ-নৃপতিগণও ভক্তদ্রপ আনত হইয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

কাষোজদেশীয় রাজত্ববৃন্দ যদিও বাজি রাজি-পূর্ণ নানাবিধ উপঢৌকনের দ্বারা রঘুর মনজুষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহাতে নিরুহকার কোসলেশ্বরের বিন্দুমাত্রও গর্ক প্রকাশ পাইল না ॥ ৭০ ॥

অনন্তর রঘু অশ্বাবোহী সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষের উত্তর-সীমাবর্তী হিমালয়-পর্বতে আরোহণ করিলেন। তদীয় অশ্ব-সমূহের খরের দ্বারা আহত হইয়া গৈরিকাদি ধাতু-চূর্ণ আকাশ ছাইয়া ফেলিল, মনে হইল যেন, হিমালয়ের উত্তম্ব শিখরগুলি ক্রমে আরও উচ্চতর হইতেছে ॥ ৭১ ॥

রঘুর অগণিত সৈন্তগণের কল-কল-শব্দে শুহাশয়ী সিংহ-সমূহ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। শুধু গ্রীবা পরাবর্তন-পূর্বক উপেক্ষার দৃষ্টিতে সেই পর্বতপ্রকম্পিনী বিপুল বাহিনীর দিকে একবার চাহিল। এতই তাহারা নির্ভীক ॥ ৭২ ॥

ভাঃপর্য্য।—হিমালয় প্রদেশ এক সময়ে সিংহবহুল ছিল। রঘুসৈন্য এবং সিংহগণ দুই-ই প্রবল পরাক্রম, সুতরাং একের অত্যন্ত দেখিয়া ভীত হইবার কারণ নাই ॥ ৭২ ॥

বিবরণ।—ছূণ।—(১) ভারতবর্ষের উত্তরস্থ স্বেচ্ছদেশ-বিশেষ। তদ্রূপে স্বেচ্ছভাষি-বিশেষ। (অভিঃ পৃ ১১৫০)। পঞ্চনদের অন্তর্গত শাকল বা গিয়ালকোট জিলার চতুর্পার্শ্বস্থিত ভূভাগের প্রাচীন নাম। হুণবংশের মিহিরকুল এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) মানস-সরোবরের চারিদিকের ভূমিভাগকেও হুণদেশ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

(৩) মল্লিনাথের মতে, আলোচ্যস্থলে হুণ শব্দে তদ্রূপে ক্ষত্রিয়দিগকে বুঝাইতেছে ॥ ৬৮ ॥

কাষোজ।—বর্তমান আফগানস্থানের উত্তরাংশ (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অঃ ৫৭)। গহু এই দেশবাসীকে “দম্বা” বলিয়াছেন। ইহারাই বোধ হয় প্রাচীন “গাক্কার দম্বা” নামে পরিচিত। রাজ-ভরজিগী অনুসারে আফগানস্থানের পূর্বাংশের নাম কাষোজ। দ্বারকা নামে এক নগর ইহার রাজধানী ছিল। ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ দ্বারকা পুরী নহে। অস্ত্র দ্বারকা। অশ্বের জন্ত কাষোজ দেশ চিরপ্রসিদ্ধ। (অমর, ক্ষত্রিয়বর্গ, ৪৫ শ্লোক) (মহা, সভা, অঃ ২৬ এবং ৫১)। গজনি রাজ্যে কাষোজ নামে এক পার্বত্যস্থল আছে। (J. A. S. B. 1838, p p. 252, 267) ॥ ৬৯ ॥

ভূর্জেষু মর্ম্মরীভূতাঃ কীচক-ধ্বনিহেতবঃ । গজা-শীকরিণো মার্গে মরুতস্থং সিম্বেবিরে ॥ ৭৩ ॥
 বিশশ্রমূর্নমেরুগাং ছায়াশ্বধাশ্চ সৈনিকাঃ । দৃষদো বাসিতোৎসঙ্গা নিষগ্ন-মৃগ-নাভিভিঃ ॥ ৭৪ ॥
 সরলাসক্ত-মাতঙ্গ-গৈবেয়-স্কুরিত্ত্বিযঃ । আসন্নোষধয়ো নেতূর্নক্তমস্নেহ-দীপিকাঃ ॥ ৭৫ ॥
 তস্তোৎসৃষ্টনিবাসেষু কঠরজ্জ্বলত্বচঃ । গজবজ্র্য কিরাতেভ্যঃ শশংসুর্দেবদারবঃ ॥ ৭৬ ॥
 তত্র জন্তুং রঘোঃঘোং পর্বতীয়ের্গণৈরভূৎ । নারাচক্ষপগীয়াশ্চ-নিষ্পোষোৎপতিতানলম্ ॥ ৭৭ ॥
 শরৈরুৎসব-সঙ্কেতান্ স কৃহা বিরতোৎসবাম্ । জয়োদাহরণং বাহোঃপায়ামাস কিম্মরান্ ॥ ৭৮ ॥

অর্থঃ—ভূর্জেষু (ভূর্জপত্রেষু) মর্ম্মরীভূতাঃ কীচক-ধ্বনিহেতবঃ গজাশীকরিণঃ মরুতঃ মার্গে স্থং সিম্বেবিরে ॥ ৭৩ ॥
 সৈনিকাঃ নমেরুগাং ছায়াশ্চ নিষগ্নমৃগনাভিভিঃ (নিষগ্নানাং মৃগানাং নাভিভিঃ) বাসিতোৎসঙ্গাঃ দৃষদঃ অধ্যাশ্চ বিশশ্রমূঃ ॥ ৭৪ ॥
 সরলাসক্তমাতঙ্গ-গৈবেয়-স্কুরিত্ত্বিযঃ ওষধয়ঃ (জলজ্যোতির্লতা বিশেষাঃ) নক্তং নেতুঃ (ভক্ত রঘোঃ) অস্নেহ-দীপিকাঃ আসন্ন ॥ ৭৫ ॥

ভক্ত (রঘোঃ) উৎসৃষ্ট-নিবাসেষু কঠরজ্জ্বলত্বচঃ দেবদারবঃ কিরাতেভ্যঃ গজবজ্র্য শশংসুঃ । (দেবদারু-স্বক-স্বক-কঠৈঃ গজানাম্ ওষধ্যম্ অমুখীকৃত্যে স) ॥ ৭৬ ॥

তত্র (হিমাদ্রৌ) রঘোঃ পর্বতীয়েঃ গণৈঃ (পেরম্নোকোটৈস্তঃ উৎসবসঙ্কেতাধৈঃ) (সহ) নারাচক্ষপগীয়াশ্চনিষ্পোষোৎপতিতানলং ঘোরং জন্তুং (যুদ্ধং) অভূৎ ॥ ৭৭ ॥

সঃ (রঘুঃ) শরৈঃ উৎসব-সঙ্কেতান্ (নাম গগান্) বিরতোৎসবান্ কৃহা (জিহ্বা) কিম্মরান্ বাহোঃ জয়োদাহরণং গাপয়ামাস ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গার্থঃ—গজার জলকণ-স্পর্শে স্নানীভূত হিমালয়-সমীর কীচক-(২য় সর্গ, ১২শ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)-বংশরঞ্জে প্রবেশ করিয়া মধুর বাশরীর সুরে যেন সেই দিগ্বিজয়ী ভূপতির সেবা করিল। সেই মন্দ-সমীরণে ভূর্জপত্রসমূহে মর্ম্মধ্বনি সমুৎপন্ন হইয়া সে কীচক-সঙ্গীত আরও মধুরতর করিয়া তুলিল ॥ ৭৩ ॥

কন্তুরী-মৃগ সকল হিমালয়ের নানাস্থানে পাষাণের উপর উপবেশন-বিচরণ করিত বলিয়া পর্বতপৃষ্ঠ মৃগনাভি-গন্ধে

সর্বদা সুবাসিত থাকিত। রঘুর সৈন্য পুরাগ-বৃক্ষের শীতল ছায়ায়, সেই সমুদয় সুরতি শিলাভলে উপবেশনপূর্বক, গিরি-পরিত্রমণের ক্লাস্তি বিদূরিত করিতে লাগিল ॥ ৭৪ ॥

অন্ধকারগূর্ণ রজনীতে দেবদারু-বৃক্ষসমূহে রঘুর রণমাতঙ্গ-গণ নিবদ্ধ ছিল। তাহাদের চাক্চিকাময় কণ্ঠশৃঙ্খলে চারিদিকের আলোকময়ী লতার দীপ্তি আসিয়া পড়ায়, সে শৃঙ্খলগুলি ঝকঝক করিতে লাগিল। দিগ্বিজয়ী এত বড় অসাধারণ নেতা সৈন্তে অন্ধকারে রাজিয়াপন করিবেন, ইহা যেন সহিতে না পারিয়াই, তরুলতা পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। তাহার নৃপতির তৈলহীন অসাধারণ প্রদীপের কাঁচা করিল ॥ ৭৫ ॥

দেবদারু-বৃক্ষ-নিবদ্ধ তদীয় উন্নতবপুঃ গজরাজগণের কণ্ঠ-শৃঙ্খল-বর্ষণে বৃক্ষের ডক্ উদ্ভাষিত হইত। সেই সকল বর্ষিত ভক্তগাত্র দর্শন করিয়া কিরাতেগণ, রঘুর পরিত্যক্ত সেনা-নিবাসে আসিয়া তাঁহার করিবৃন্দের দেহের উচ্চতা নির্ণয় করিত ॥ ৭৬ ॥

হিমালয়ে “উৎসব-সঙ্কেত” নামক গাভটি প্রবল রণপ্রিয় সম্ভ্রাদায় ছিল। তাহাদের সহিত রঘুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিল। নারাচ ভিন্দিগাল ও শিলাখণ্ডের সংঘর্ষণে রণভূমি অগ্নিফুলিদে পরিপূর্ণ ছিল ॥ ৭৭ ॥

বীরবর রঘু বাণবর্ষণ দ্বারা সেই দুর্জয় “উৎসব-সঙ্কেত”-দিগের যুদ্ধ-প্রিয়তা চিরদিনের মত বিনষ্ট করিলেন। তাহাদের পরাজয় দর্শনে হিমাদ্রি-বিহারী অত্যাচারিত কিম্মরগণ রণদক্ষ রঘুর সর্বল ভূজ্যয়ের জয়গান করিতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥

ভাৎপর্য্য—হিমালয়ের ভূর্জপত্র কালিদাসের বড় প্রিয়। কুমারেও তিনি ইহার সমাদর করিয়াছেন। “ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জর-বিন্দুশোণাঃ”—কুমার, ১ম, শ্লোক ৭) ॥ ৭৩ ॥

ঐরূপ, “অশীতল-পুরাঃ সুরত-প্রদীপাঃ” বলিয়া হিমালয়ের জ্যোতির্লতাগুলিও কবি-কল্পনা সাদরে স্পর্শ করিয়াছে ॥ ৭৫ ॥
বিবরণ—উৎসব-সঙ্কেত। হিমালয়প্রদেশবাসী পার্বত্য জাতিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে দাম্পত্য-বন্ধনের কোন নিয়ম নাই। (অভিঃ—পৃঃ ২২৪)।

পরম্পরেন বিজ্ঞাতস্তেষুপায়ন-পাণিষ । রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞঃ সারো হিমাদ্রিণা ॥ ৭৯ ॥
তত্রাক্ষোভাং যশোরশিণি নিবেশ্যাবরুরোহ সং । পৌলস্ত্যতুলিতস্তাদ্ভেরাদধান ইব ত্রিয়ম্ ॥ ৮০ ॥

অর্থঃ—তেষু (গণেষু) উপায়ন-পাণিষু (সংস্রু) “উৎসবসংকেতগণ”ও বুঝিল যে, সেই অপরাডেয় রঘুরাই বা
পরম্পরেন—রাজ্ঞা হিমবতঃ সারঃ বিজ্ঞাতঃ হিমাদ্রিণা রাজ্ঞঃ সামর্থ্য কি অন্তঃসাধারণ ॥ ৭৯ ॥
সারঃ (বিজ্ঞাতঃ) ॥ ৭৯ ॥

সঃ (রঘুঃ) তত্র (হিমাদ্রৌ) অক্ষোভ্যং যশোরশিণি নিবেশ্য ছিল। রাবণ এক থাকায় বিশাল কৈলাসকে কাপাইয়া
পৌলস্ত্য-তুলিতস্ত অদ্রেঃ ত্রিয়ম্ আদধানঃ ইব অবরুরোহ। দিয়াছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ রঘু হিমাচলে স্বীয় বিজয়-কীর্তি
(কৈলাসম্ অগস্ত্য এব প্রতিনিবৃত্তঃ) ॥ ৮০ ॥

বক্তার্থঃ—হিমাচলবাসী সেই পরাজিত “উৎসব-
সংকেত”গণ নানা ধন-রত্নপূর্ণ উপঢৌকন লইয়া রঘুর নিকটে
উপস্থিত হইল। তাহাদের সেই সকল মহার্ঘ দ্রব্য-সম্ভার-
দর্শনে রঘু বুঝিলেন যে, হিমালয়ের কি অসীম সম্পদ। আবার —কামরূপের দিকে অভিযান করিলেন ॥ ৮০ ॥

তাৎপর্য্যঃ—উৎসব-সংকেতাদি দুর্ভব সপ্ত-সম্প্রদায় যে ইতিপূর্বে এমন ভাবে আর পরাজিত হয় নাই, তাহাই এই
কবিতায় ব্যক্তিত হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

বিবরণঃ—এই উৎসব-সংকেত-নামক দুর্ভব পার্বত্যীয় দস্যুরা সাতটি সম্প্রদায়ে পুরাকাল হইতে বিভক্ত। অর্জুন
ইহাদিগকে এক সময়ে পরাজিত করিয়াছিলেন।

পৌরষং যুধি নিজ্জিত্য দস্যুন্ পর্কৃত-অসিনঃ ।

গণানুৎসব-সংকেতান্ অজয়ং সপ্ত পাণ্ডবঃ ॥

—মহাঃ সভা, ২৭ অঃ শ্লোক—১৬ ।

সভাপর্কের ৩৯ অধ্যায়েও ইহাদের উল্লেখ আছে। মহাভারতের সময়ে এই স্বেচ্ছ সপ্ত সম্প্রদায় পুরুষত্বের
সমীপে বাস করিত। ইহারা কামচার অগস্ত্য দম্ভ্য-প্রকৃতির লোক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ॥ ৭৮ ॥

“পৌলস্ত্য-তুলিত অদ্রি” অর্থাৎ কৈলাস পর্বত। তিস্ততের মানস-সরোবরের পঁচিশ মাইল উত্তরে এবং নিতি-
পাশ-নামক পার্বত্য-বস্তুর পূর্বাংশে হিমালয়ের সমুদ্রতল শূন্য। ইহার উচ্চতা প্রায় ২২০০০ ফুট। এই পর্বতের পাদদেশ
বেষ্টন করিয়া একটি পথ আছে, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় পঁচিশ মাইল। বহুরতাতেই এই পথ পরিভ্রমণ করিতে প্রায় তিন
দিন সময় লাগে। (Sherrings Western Fileat p, 279) বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, নানা পরিব্রাজক এই।
সুসম্য পর্বতের সৌন্দর্য্য এবং অত্রাণ্য তীর্থস্থল প্রভৃতির ভূমণ্ডল বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহাদের লীলা-নিকেতন
বলিয়া এই কৈলাসের এত প্রসিদ্ধি, সেই হরগৌরীর মন্দির বা কোনোরূপ প্রতীকটিহে কোন নিদর্শনের কথা কেহ
কিছুই বলেন নাই। (N. L. De. A. G. I. p. 83)। এই কৈলাসকেই জৈনগণ “অষ্টাদশ-পর্বত” বলিয়া থাকেন।
গৌরী-কুণ্ড নামে একটি চিরতুষারাবৃত হ্রদ ইহার উপকণ্ঠে বিদ্যমান আছে। তীর্থগামীদিগকে এই কুণ্ডের
জল-স্পর্শ-পূরক পরিভ্রমণ আরম্ভ করিতে হয়। যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী এই পর্বতে অধিষ্ঠিত বলিয়া পৌরাণিক
প্রসিদ্ধি আছে।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ পর্য্যটক H Strachey. বলিয়াছেন, (J. A. S. B. 1848, p. 158) “হিমালয়-পর্বতের অল্প
কোনো অংশই, কি সৌন্দর্য্য, কি গাভীর্য্য, ইহার ত্রিসীমায়ও থাকিতে পারে না। ইহার বিরাট আকার দেখিলে, যথার্থই
ইহাকে পর্বতকূলের রাজা বলিয়া মনে হয়।” মহাভারতের ভীষ্মপর্কের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই কৈলাসকেই “হেমকূট” পর্বত
বলা হইয়াছে। কালিদাসের বিক্রমোর্কশের নাটকে “হেমকূট” নামে ইহারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার
বনপর্কের ১৫৬ অধ্যায়ে, হিমালয়-ভ্রমণের সময়ে “কোন দিকে যাইতে হইবে” তাহারা যুধিষ্ঠির যখন একটু চিন্তিত হইয়াছেন,
তখন এক দৈববাণী বলিয়া দিল, রাজন, এই স্থান হইতে, “বদরী” নামে বিখ্যাত বননারায়ণের স্থান—ধনদ, অর্থাৎ
কুবেরের আলয়ে গমন করুন। (শ্লোক-১২-১৬) ॥ ৮০ ॥

চক্রেপে তাঁর্গলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরঃ । তদগজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহ কালাশুরক্রমৈঃ ॥ ৮১ ॥
 ন প্রসেহে স রুদ্ধাকর্মধারাবর্ষহুর্দিনম্ । রথবত্মরজোহপ্যশ্রু কৃত এব পতাকিনীম্ ॥ ৮২ ॥
 তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্ । ভেজে ভিন্ন-কটৈর্নীগৈরত্যাশ্রুপরোরোধ যৈঃ ৮৩

অম্বর।—তস্মিন্ (রথো) তাঁর্গলৌহিত্যে (সতি) হইল, তাহা নহে; সেই প্রাগ্জ্যোতিষ-রাজ্যের অধিপতিও প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরঃ তদগজালানতাং প্রাপ্তৈঃ কালাশুরক্রমৈঃ স্ব স্ব করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন ॥ ৮১ ॥

সঃ (প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরঃ) রুদ্ধাকর্ম অধারাবর্ষহুর্দিনম্ (ধারা-বৃষ্টিং বিনাপি হুর্দিনীভূতং) অশ্রু (রথোঃ) রথবত্ম রজঃ অপি দিবাভাগ ধারা-সম্পাত-বিহীন যেবাচ্ছন্ন ঘোর দুর্দিনের আয় ন প্রসেহে। পতাকিনীং (সেনাং ১) কৃতঃ এব (প্রসেহে)। (ন কৃতঃ অপি) ॥ ৮২ ॥

কামরূপাণাম ঈশঃ অত্যাখণ্ডল-বিক্রমঃ ৩৭ (রথুং) ভিন্ন-কটৈঃ নীগৈঃ (সাধনৈঃ) ভেজে। (কৌদৈশঃ নীগৈঃ ?) যৈঃ অত্যাশ্রু (রথ্যুতিরিক্তান্ শক্রান্) উপরোরোধ ॥ ৮৩ ॥

বজ্রার্থঃ—অনন্তর রথ যখন লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া ভদ্রদেশীয় সমুদ্র কৃষ্ণাশুর বৃক্ষে স্বীয় রণযাত্ৰা সম্বন্ধে নিবদ্ধ করিলেন, তখন সেই বৃক্ষগুলিই শুধু যে প্রকম্পিত

বিজয়োন্নতি রথুর দ্রুতগামী যুদ্ধ-রথসমূহের চক্রোৎখাত ধূলিজালে আকাশ আচ্ছন্ন হইল, স্বর্ঘ্য আবৃত হইলেন। দিবাভাগ ধারা-সম্পাত-বিহীন যেবাচ্ছন্ন ঘোর দুর্দিনের আয় প্রভীত হইল। সৈন্ত ত দূরের কথা। আগতপ্রায় বিপদের অগ্রদূতস্বরূপ এই ধূলি দর্শনেই প্রাগ্জ্যোতিষপতির হৃদয় জ্বালাই কাঁপিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

তখন সেই কামরূপ-পতি বিনা যুদ্ধেই রথুর নিকট পরিহার স্বীকার করিলেন। তিনি যে সমুদয় মদোচ্ছন্ন গজরাজের সাহায্যে অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অবরুদ্ধ করিতেন, সেই মদশ্রবী মাতঙ্গহৃৎয়ের উপঢৌকন দ্বারা রথুর প্রসন্নতা ভিক্ষা করিলেন ॥ ৮৩ ॥

বিবরণ।—এই কাব্যেই কিছু পরে পুলস্ত্যপুত্র রাবণকে রথুর প্রপৌত্র রামচন্দ্র পরাজিত ও নিহত করিবেন। দিগ্বিজয়াধী মহাবীর রথুরাণ-বিভূষিত কৈলাস-পর্বতকে ঘূর্ণায় উপেক্ষা করিয়া শুধু কৈলাস নহে, কৈলাসবিজয়ী রাবণকেও যে কত অসমক্ষ ও তুচ্ছ মনে করেন,—তাঁহা ব্যক্তি হইল। উত্তরকালে যে রাবণের বিষয় বিবৃত হইবে, পাঠকগণের হৃদয়ে, তৎসম্বন্ধে একটা প্রথম রেখাপাতে কবি এই গ্রন্থের প্রধান ঘটনা-নাট্যের যবনিকার কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া দেখাইলেন। এই রথুরাণ যে রাবণ অপেক্ষা শৌর্য্যবীর্য্যে অনেক বড়, তাঁহাও ব্যক্তসহকারে সূচিত করিলেন ॥ ৮১ ॥

লৌহিত্য।—ব্রহ্মপুত্র-নদের নামান্তর। কালিকা-পুরাণের ৮২ অধ্যায়ে লৌহিত্য ব্রহ্মাশ্রম বলিয়া উক্ত এবং তাঁহারই নামান্তর। এই নদের নাম হইয়াছে। মল্লিনাথ বলেন, লৌহিত্য একটি নদের নাম। মাতৃহত্যার পর পরশুরামের হস্ত-সংলগ্ন কুঠার এই নদে অবগাহনের পর খসিয়া পড়িয়াছিল। এই নদ প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষপুর রাজ্যের সীমান্ত-প্রবাহী ॥ ৮১ ॥

প্রাগ্জ্যোতিষ।—প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের নাম। ভূটান বা ভোট-প্রদেশ এই প্রাচীন রাজ্যের উত্তর-সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং লাক্ষা। মণিপুত্র, জয়ন্তী, কাছাড় এবং মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্টের অনেক অংশও এক সময়ে এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। (J. A. S. B. 1838, p. 1) মহাভারতোক্ত রাজা ভগদত্তের আবাসস্থল রংপুরও এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কথিত হইত। (Do, p 2.) আসামের বর্তমান কামরূপ জেলা গোয়ালপাড়া হইতে গোহাটি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কামরূপ রাজ্যেরই প্রাচীন রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষ নামে অভিহিত হইত। (কালিকা পুঃ অঃ ৩৮)। বর্তমান কামাখ্যা বা গোহাটিই এই প্রাগ্জ্যোতিষ (J. R. A. S. 1900. p 25)। বর্তমান গোহাটির এক কোণ পশ্চিমে নীল বা নীলকূট পর্বতে অত্যন্ত পীঠস্থান কামাখ্যা দেবীর মন্দির। (কালিকা পুঃ অঃ ৬২)। পূর্ব-কামাখ্যায় দলপাণি নদীর তটে প্রসিদ্ধ ভাস্করীদেবীর মন্দির আছে। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের ইহাই উত্তর-পূর্ব-সীমা। (J. A. S. B. xvii, p. 462)। কামরূপ অতি প্রাচীন দেশ। মহাভারতে দেখি, দুর্যোধনের পক্ষভুক্ত, নরকাসুরের পুত্র রাজা ভগদত্ত বুদ্ধক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুন-হস্তে নিহত হন। তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল প্রাগ্জ্যোতিষপুর বা বর্তমান গোহাটি। (মহা, উত্তরাংশ, অঃ ৪ এবং যোগিনী তন্ত্র, পূর্বখণ্ড, অঃ ১২)। ত্রয়োদশ-শতাব্দীর প্রথমভাগে আহম্ম রাজগণ পূর্বাঞ্চল হইতে প্রথম আসামদেশে আগমন করেন। নরকাসুর-বংশীয়গণ “ভৌম” নামে আখ্যাত হইত, (কালিকা পুঃ অঃ ৩৯)। আহম্ম বা অহম্—বোধ হয় ঐ ভৌম-শব্দেরই অপভ্রংশ। (N. L. p. 12)। কামরূপে বহু হিন্দু-দেবদেবীর মন্দির ও তীর্থ আছে। তন্মধ্যে মহামূর্তির ও কামাখ্যা দেবীর মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (অভিঃ, পৃঃ ৩০২) ॥ ৮১ ॥

কামরূপেশ্বরস্তু হেমপীঠাধিদেবতাম্ । রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ পাদয়োঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি জিহ্বা দিশো জিঘূর্ন্যবর্তত রথোদ্ধতম্ । রজো বিশ্রাময়ন্ রাজ্ঞাং ছত্রশূন্তেষু মৌলিষু ॥ ৮৫ ॥

স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্বস্ব-দক্ষিণম্ । আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব ॥ ৮৬ ॥

সত্রাস্ত্রে সচিব-সখঃ পুরজিহ্মাভিগুব্বীভিঃ শমিত-পরাজয়বালীকান্ ।

কাকুৎস্থশ্চিরবিরহোৎসুকাবরোধান্ রাজ্ঞান্ স্বপুর-নিবৃত্তয়েহহুমেনে ॥ ৮৭ ॥

তে রেথাধ্বজ-কুলিশাতপত্রচিহ্নঃ সম্রাজশ্চরণযুগং প্রসাদ-লভ্যম্ ।

প্রস্থানপ্রগতিভিরঙ্গুলীষু চক্রুমৌলিশব্দ-চ্যুতমকরন্দরেণুগৌরম্ ॥ ৮৮ ॥

ইতি চতুর্থঃ সর্গঃ ।

অঙ্কঃ—কামরূপেশ্বরঃ হেমপীঠাধিদেবতাং তস্ত (রঘোঃ) পাদয়োঃ ছায়াং রত্নপুষ্পোপহারেণ আনর্চ ॥ ৮৪ ॥

জিহ্বা: (সঃ রঘুঃ) ইতি দিশঃ জিহ্বা রথোদ্ধতং রজঃ ছত্র-শূন্তেষু রাজ্ঞাং মৌলিষু বিশ্রাময়ন্ প্রবর্তত ॥ ৮৫ ॥

সঃ (রঘুঃ) সর্বস্ব-দক্ষিণং বিশ্বজিতং (নাম) যজ্ঞম্ আজহ্রে । হি (যন্তঃ) বারিমুচাম্ ইব সতাম্ আদানং বিসর্গায় (ভবতি) ॥ ৮৬ ॥

কাকুৎস্থঃ (রঘুঃ) সত্রাস্ত্রে সচিব-সখঃ (সন্) গুব্বীভিঃ পুরজিহ্মাভিঃ শমিতপরাজয়বালীকান্ চিরবিরহোৎসুকাবরোধান্ রাজ্ঞান্ স্বপুর-নিবৃত্তয়ে অহুমেনে ॥ ৮৭ ॥

তে (রাজানঃ) রেথাধ্বজ-কুলিশাতপত্রচিহ্নঃ প্রসাদ-লভ্যং সম্রাজঃ (দার্কভোমস্ত রঘোঃ) চরণযুগং প্রস্থান-প্রগতিভিঃ (করণৈঃ) অঙ্গুলীষু মৌলিশব্দচ্যুতমকরন্দরেণুগৌরম্ চক্রুঃ ॥ ৮৮ ॥

বক্তার্য—স্বর্ণময় পাদপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-বরুণিণী সম্রাট রঘুর চরণদ্বয়ের ছায়াকে, কামরূপ-পতি নানাবিধ মণি-মাণিক্যরূপ কুমুমের উপহারে অর্চিত করিলেন ॥ ৮৪ ॥

বিজেতা রঘু এই ভাবে দিগ্বিজয় করিয়া স্বরাজ্যে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নিকট ঐহারা পরাজিত হইয়া-ছিলেন, সেইগুমুদয় অহুগামী এবং অধীন নৃপতির ছত্রশূন্ত মস্তকের কিতীট, তদীয় রথচক্রের দ্বারা সমুখিত ধূলিপটলে

ধূলিত হইয়াছিল। বিজেতা সম্রাটের সমক্ষে বিজিত রাজা রাজ-চিহ্নস্বরূপ রাজছত্র ব্যবহার করিতে সাহসী হন না। তাই তাঁহাদের মস্তক “ছত্রশূন্ত” ॥ ৮৫ ॥

স্বরাজ্যে আগমন করিয়া বিশ্ববিজয়ী রাজা রঘু বিশ্বজিত যজ্ঞ সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। সে যজ্ঞের দক্ষিণা যথাসর্বস্ব। সুতরাং তিনি দিগ্বিজয়পূর্বক যে অজস্র ধন-রাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহার পূর্ব-সঞ্চিত ধন-সম্পদ,—সমস্তই সেই যজ্ঞে নিঃশেষে ব্যয়িত হইল। মেঘভূতল হইতে যে বাষ্প উত্তোলন করে, তাহা যেমন আবার ধারারূপে বর্ষণ করে, সাধুগণের অর্জিত ধন-সম্পদও তদ্রূপ সংকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

যজ্ঞশেষে মন্ত্রি-প্রিয় রঘু মন্ত্রিবৃন্দের সহিত পরামর্শপূর্বক বহুমানপুরঃসর প্রভূত পুরস্কার-প্রদানে পরাজিত নৃপতি-দিগের পরাজয়-দুঃখের অপনোদন করিলেন। বহুদিন তাঁহারা বিজেতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছেন, তাঁহাদের অন্তঃপুর-কামিনীগণের উৎকর্ষার অবধি নাই, আজ রঘু তাঁহাদিগের স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিতে অহুমতি দিয়া—সেইখানে দুঃখের অবসান করিলেন ॥ ৮৭ ॥

প্রস্থানকালে সেই সেই ভূপালবৃন্দ আসিয়া রঘুর অহুগ্রহ-লভ্য, ধ্বজ-বজ্র-ছত্র-রেথাধিত চরণে প্রণত হইলেন। তাঁহাদের মৌলি-মালার মকরন্দ ও পরাগে সম্রাটের পাদাঙ্গুলিগুলি গৌরবর্ণে অহুরঞ্জিত হইল ॥ ৮৮ ॥

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং নিঃশেষবিশ্রাণিতকোষজাতম্ ।
 উপাস্ত-বিহো গুরুদক্ষিণার্থী কোৎসঃ প্রপেদে বরতন্ত-শিষ্যঃ ॥ ১ ॥
 স মৃন্ময়ে বীত-হিরণ্যত্বাৎ পাত্রে নিধার্য্যামনর্ধ-শীলঃ ।
 ঋত-প্রকাশং যশসা প্রকাশঃ প্রত্যাঞ্জগামাতিথিমাতিথ্যেয়ঃ ॥ ২ ॥
 তমর্চ্চয়িত্বা বিধিবদ্ বিধিস্তস্তপোধনং মান-ধনাগ্রযায়ী ।
 বিশাম্পতিবিষ্টরভাজমাৱাৎ কৃতাজ্জলিঃ কৃত্যবিদিত্যুবাচ ॥ ৩ ॥
 অপাগ্রীর্মন্তুকৃতামৃষীণাং কুশাগ্রবুদ্ধে ! কুশলী গুরুস্তে ।
 যতস্ত্বয়া জ্ঞানমশেষমাপ্তং লোকেন চৈতচ্ছমিবোষণশোঃ ॥ ৪ ॥
 কায়েন বাচা মনসাপি শব্দং যৎ সন্তৃতং বাসব-ধৈর্য্য-লোপি ।
 আপাচ্যতে ন বায়মন্তুরায়ৈঃ কচ্চিন্মহর্ষেস্ত্রিবিধং তপস্তৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয় ।—বিশ্বজিতি অধ্বরে নিঃশেষ-বিশ্রাণিত-কোষজাতং তং ক্ষিতীশং (রঘুঃ) উপাস্ত-বিহো গুরুদক্ষিণার্থী বরতন্ত-শিষ্যঃ কোৎসঃ প্রপেদে ॥ ১ ॥

অনর্ধ-শীলঃ যশসা প্রকাশঃ আতিথ্যেয়ঃ সঃ (রঘুঃ) বীতহিরণ্যত্বাৎ মৃন্ময়ে পাত্রে অর্ধ্যং নিধায় ঋত-প্রকাশম্ অতিথিঃ (তং কোৎসং) প্রত্যাঞ্জগাম ॥ ২ ॥

বিধিঃ মান-ধনাগ্রযায়ী কৃত্যবিৎ বিশাম্পতিঃ (সঃ রঘুঃ) বিষ্টরভাজং তং তপোধনং বিধিবৎ অর্চ্চয়িত্বা অৱাৎ কৃতাজ্জলিঃ (সন্) ইতি (বক্ষ্যমাণ-প্রকারম্) উবাচ ॥ ৩ ॥

হে কুশাগ্রবুদ্ধে ! মন্তুকৃতামৃষীণাম অগ্রণীঃ তে গুরুঃ (বরতন্তঃ) কুশলী অপি ? (কুশলী কিম্ ?—“অপি” প্রশ্নে) । যন্তঃ (যন্তাৎ গুরোঃ) ত্বয়া অশেষং জ্ঞানং লোকেন উষণশোঃ চৈতচ্ছম্ ইব আপ্তম্ ॥ ৪ ॥

কায়েন বাচা মনসা অপি (করণেন) বাসব-ধৈর্য্যালোপি যৎ তপঃ শব্দং সন্তৃতং, মহর্ষেঃ ত্রিবিধং তৎ (তপঃ) অন্তুরায়ৈঃ বায়ং ন আপাচ্যতে কচ্চিৎ (কিম্ ?) ॥ ৫ ॥

বক্তার্থ ।—মহারাজ রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সমস্ত ধনরাশি দান করিয়াছেন । হস্ত কপর্দক-শূন্য । এমন সময়ে, বেদাধ্যয়ন-সমাপনান্তে, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত ধন-কামনায়,

কোৎস-নামক, বরতন্ত-মুনির এক ভাপস শিষ্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

অসাধারণ-চরিত, প্রথিত-যশাঃ পরম আতিথ্যেয় রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বদ্বন্দ্ব দক্ষিণা দিয়াছিলেন । কোৎসের ভ্রাতৃ কৃতবিদ্য ভাপস ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিবার মত একটি সুবর্ণ-নির্মিত অর্ঘ্যপাত্র পর্যন্ত তাঁহার ছিল না, তাই তিনি সামান্ত একটি মৃন্ময় পাত্রে অর্ঘ্যস্থাপনপূর্বক অতিথিকে অভ্যর্থিত করিলেন ॥ ২ ॥

বরেণ্যকুল-শিরোমণি, কার্যাজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান-নিপুণ রঘু তপোধনকে যথানিয়মে অর্চনা করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন এবং স্বয়ং অঞ্জলি-বদ্ধ-করে, তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন,— ৩ ॥

হে ভীক্সবুদ্ধি তপোধন ! জগৎ সৌরকররাশির নিকট হইতে যেমন চৈতন্তপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আপনি যে মহাভাগের নিকট হইতে অসীম জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছেন, মন্তুকৃতামৃষীকুলের অগ্রণী, আপনার সেই গুরুদেবের সর্বাদ্বীন কুশল ত ? ॥ ৪ ॥

মহর্ষি বরতন্ত নিরন্তর কায়মনোবাক্যে হৈমন্তেরও আশঙ্কা-জনক যে উগ্র তপস্তা করিতেছেন, তাঁহার সেই ত্রিবিধ তপস্তার কোনরূপ বিষ হইতেছে না ত ? ॥ ৫ ॥

আধারবন্ধ-প্রমুখৈঃ প্রযত্নৈঃ সংবদ্ধিতানাং স্মৃতিনির্বিশেষম্ ।
 কচ্চিন্ন বায়ুদিরুপপ্লবো বঃ শ্রমচ্ছিদামাশ্রমপাদপানাম্ ? ॥ ৬ ॥
 ক্রিয়ানিমিত্তেষুপি বৎসলত্বাদভগ্নকামা মুনিভিঃ কুশেষু ।
 তদঙ্কশয়া-চ্যুত-নাভিনালা কচ্চিন্মৃগীণামনঘা প্রস্মৃতিঃ ? ॥ ৭ ॥
 নির্বর্ত্যতে যৈনিয়মাভিষেকো যেভ্যো নিবাপাঞ্জলয়ঃ পিতৃণাম্ ।
 তান্মুষ্ণযষ্ঠাঙ্কিতসৈকতানি শিবানি বস্তীৰ্জলানি কচ্চিৎ ? ॥ ৮ ॥
 নীবারপাকাদি কড়করীয়েরামৃশতে জানপদৈর্ন কচ্চিৎ ।
 কালোপপল্লাতিথি-কল্যা-ভাগং বহুং শরীরস্থিতি-সাধনং বঃ ॥ ৯ ॥
 অপি প্রসম্মেন মহষিণা তৎ সমাগুবিনীয়ানুমতো গৃহায় ।
 কালো হায়ং সংক্রমিতুং দ্বিতীয়ং সর্কোপকারক্ষমমাশ্রমং তে ॥ ১০ ॥

অঙ্কন।—আধারবন্ধ-প্রমুখৈঃ প্রযত্নৈঃ স্মৃতিনির্বিশেষং
 সংবদ্ধিতানাং শ্রমচ্ছিদাম্ আশ্রম-পাদপানং বায়ুদিঃ উপপ্লবঃ
 ন কচ্চিৎ ? ৬

ক্রিয়া-নিমিত্তেষু অপি কুশেষু মুনিভিঃ বৎসলত্বাৎ
 অভগ্ন-কামা তদঙ্কশয়া-চ্যুত-নাভি-নালা মৃগীণাং প্রস্মৃতিঃ
 অনঘা কচ্চিৎ ? ৭ ।

যৈঃ (তীৰ্থজলৈঃ) নিয়মাভিষেকঃ নির্বর্ত্যতে, যেভ্যঃ
 (জলেভ্যঃ) পিতৃণাং নিবাপাঞ্জলয়ঃ (নির্বর্ত্যতে), উষ্ণযষ্ঠা-
 ঙ্কিত-সৈকতানি শিবানি বঃ (ঘৃষ্যকং) তীৰ্থজলানি শিবানি
 কচ্চিৎ ? ৮ ॥

কালোপপল্লাতিথি-কল্যা-ভাগং বহুং শরীর-স্থিতি-সাধনং
 বঃ (ঘৃষ্যকং) নীবার-পাকাদি জানপদৈঃ কড়করীয়েঃ ন
 অমৃশতে কচ্চিৎ ? ৯ ॥

প্রসম্মেন মহষিণা সমাগুং বিনীয় গৃহায় (গৃহস্থপ্রমং
 প্রবেষ্টুং) ত্বম্ অনুমতঃ অপি ? (কিম্) ? । হি (যতঃ)
 সর্কোপকারক্ষমং দ্বিতীয়ম্ আশ্রমং সংক্রমিতুম্ অয়ং
 কালঃ ॥ ১০ ॥

বক্তার্থ।—মূলদেশে জলরক্ষার জন্য, আলবাল-বন্ধন
 এবং অজ্ঞাত নানাবিধ যত্নে আপনারা, পুত্রনির্বিশেষে, যে
 সকল তপোবনতরু সংবদ্ধিত করিয়া আসিতেছেন, প্রবল
 বাত্যা বা দাবানল প্রভৃতি উৎপাতে আপনাদের সেই
 সকল প্রাণনাশক আশ্রম-তরুর কোনরূপ ক্ষতি হয়
 নাই ত ? ॥ ৬ ॥

যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত প্রয়োজনীয় কুশাদি ভক্ষণে
 যুগ-শাবকগণ অভিলষী হইলে, দেহবশতঃ আপনারা তাহাতে
 বাধা দেন না,—সত্য-প্রসূত সেই সকল হরিণশিশু ভাল
 করিয়া চলাফেরা করিতে না পারা পর্যন্ত আপনারা তাহা-
 দিগকে কোলে কোলেই রাখেন, তাহাদের নাভি-নাল বা
 নাভি-সংলগ্ন নাড়ী শুকাইয়া আপনাদেরই কোলের উপর
 পড়ে,—তাপস ! এত ভালো যাহাদিগকে বাসেন,—সেই
 যুগ-শিশুরা নিরাপদে আছে ত ? ॥ ৭ ॥

যে সকল তীৰ্থজলে আপনারা নিয়মিত স্নানাদি ও পিতৃ-
 পুরুষের ভূর্পাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন, যাহাদের
 সিকতায় তটদেশে আপনাদের বর্জক উষ্ণবৃন্তি দ্বারা সংগৃহীত
 নীবারখাদ্যাদির যষ্ঠাংশ ভূষায়ী উদ্দেশ্যে ভাগে ভাগে
 সংরক্ষিত থাকে,—অধিবর ! আপনাদের সেই তীৰ্থজল-
 সমূহের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই ত ? ॥ ৮ ॥

যথাসময়ে সমাগত অতিথিদিগকে আপনারা যে নীবার-
 খাদ্যের অংশ বিভাগ করিয়া দেন, আপনাদের শরীররক্ষার
 প্রধান সাধনস্বরূপ সেই সকল শস্য, গ্রাম হইতে আসিয়া
 তুষপ্রিয় পশুগণ নষ্ট করে না ত ? ॥ ৯ ॥

আপনার গুরু মহর্ষি বরতন্তু কি আপনাকে সর্বশাস্ত্রে
 সম্যক শিক্ষা দানপূর্বক প্রসন্ন-রূপে গৃহস্থপ্রম প্রবিষ্ট হইবার
 অনুমতি দিয়াছেন ? কেন না, আপনার যে বয়ঃক্রম,
 তাহাতে অজ্ঞাত সকল আশ্রমের উপকার-সমর্থ গৃহস্থপ্রম
 প্রবেশ করিবার এই-ই উপযুক্ত সময় ॥ ১০ ॥

তবাহঁতো। নাভিগমেন তৃপ্তং মনো নিয়োগক্রিয়য়োঃস্বকং মে
অপ্যাজ্জয়া শাসিতুরাঘনা বা প্রাপ্তোহসি সন্তাবয়িতুং বনান্‌ মাম্ ॥ ১১ ॥
ইত্যর্ঘ্যপাত্রাহুমিতব্যয়স্ত রঘোরুদারামপি গাং নিশম্য ।
স্বার্থোপপত্তিং প্রতি দুর্বলাশস্তমিত্যবোচদ্‌ বরতন্তু-শিষ্যঃ ॥ ১২ ॥
সর্বত্র নো বার্তমবেহি রাজন্‌ । নাথে কুতস্ত্যাস্তভং প্রজানাম্‌ ।
সূর্যো তপতাবরণায় দৃষ্টেঃ কল্লত লোকস্ত কথং তমিস্রা ? ॥ ১৩ ॥
ভক্তিঃ প্রতীক্ষ্যেয কুলোচিতা তে পূর্বান্‌ মহাভাগ ! তয়াতিশেষে ।
ব্যতীতকালস্তহমভূপেতস্ত্যামধি-ভাবাদিতি মে বিষাদঃ ॥ ১৪ ॥
শরীরমাত্রেণ নরেন্দ্র ! তিষ্ঠন্নাভাসি তীর্থপ্রতিপাদিতন্ধিঃ ।
আরণ্যকোপান্তফলপ্রসূতিঃ শুভেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ—অর্হতঃ তব অভিগমেন নিয়োগ-ক্রিয়য়া উৎসুকং যে মনঃ ন তৃপ্তম্‌ ? শাসিতুঃ (গুরোঃ) আজ্জয়া অপি আঘনা বা মাং সন্তাবয়িতুং বনাং প্রাপ্তঃ অসি ॥ ১১ ॥

অর্ঘ্যপাত্রাহুমিত-ব্যয়স্ত রঘোঃ ইতি (পূর্বোক্তাম্‌) উদ্যায়াম্‌ অপি গাং নিশম্য বরতন্তুশিষ্যঃ স্বার্থোপপত্তিং প্রতি দুর্বলাশঃ (সন্‌) তং (রঘুং) ইতি অবোচৎ ॥ ১২ ॥

হে রাজন্‌ ! (ত্বং) সর্বত্র নঃ (অন্মাকং) বার্তম্‌ অবেহি । ইয়ি নাথে (গতি) প্রজানাম্‌ অন্তঃ কুতঃ ? সূর্যো তপতি (গতি) তমিস্রা লোকস্ত দৃষ্টেঃ আবরণায় কথং কল্লত ? ১৩ ॥

প্রতীক্ষ্যেয ভক্তিঃ তে কুলোচিতা, হে মহাভাগ ! তয়া (ভক্ত্যা) পূর্বান্‌ অভিশেষে (ইমিতি শেষঃ) । তু (কিঞ্চ) অহং ব্যতীতকালঃ (সন্‌) অধি-ভাবাৎ ইম্য অভ্যুপেতঃ—ইতি মে বিষাদঃ ॥ ১৪ ॥

হে নরেন্দ্র ! তীর্থ-প্রতি-পাদিতন্ধিঃ (ত্বং) শরীরমাত্রেণ তিষ্ঠন্‌ (সন্‌) আরণ্যকোপান্ত-ফল-প্রসূতিঃ শুভেন অবশিষ্টঃ নীবারঃ ইব অভাসি ॥ ১৫ ॥

বক্তার্থঃ—আপনি কৃপাপূর্বক আমার আলয়ে উপনীত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু কেবল এই আগমনেই আমার হৃদয় পরিভূত হইতেছে না । আপনার কোন্‌রূপ আদেশ পালনের নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক । ভগোদয়ন । আপনি

কি গুরুর আদেশে না নিজেই আমাকে কৃতার্হ করিতে ভগো-বন হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ? ॥ ১১ ॥

বরতন্তু-শিষ্য রাজ-রাজেশ্বর রঘুর এইরূপ উদার বাক্য-বলী শ্রবণ করিলেও, নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি যে সূদূর-পর্যন্ত তাহা ভদীয় মুন্ময় অর্ঘ্য-পাত্র দর্শনেই বৃথিতে পারিলেন এবং রঘুকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

মহারাজ ! আমাদের সর্ববিষয়েই কুশল জানিবেন । আপনি যাহাদের রক্ষাকর্তা, সেই প্রজাপুঞ্জের অমঙ্গল-সম্ভাবনা কোথায় ? অংগুলালী যখন অংগুলালী বিস্তার করেন, তখন কি অন্ধকার লোকলোচনের দৃষ্টিবোধ করিতে সমর্থ হয় ? ॥ ১৩ ॥

পুণ্ড্রের প্রতি ভক্তি আপনার বংশাধিকারিক হইলেও আপনি কিঞ্চিৎ আজ সেই ভক্তিবলে আপনার পূর্ব-বংশ-ধরদিগকে অতিক্রম করিলেন, কিন্তু আমি সময় থাকিতে আসিয়া আপনার নিকট গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করিতে পারি নাই, এই জন্যই আমার যা দুঃখ ॥ ১৪ ॥

নরনাথ ! সৎপাত্রে সর্বত্র দান করিয়া আপনি কেবল শরীর ধারণ করিয়া আছেন । অরণ্যচর তপস্বিগণ শস্ত্রচয়ন করিয়া লইয়া গেলে যেমন নীবারের শুষ্ক শুষ্কই অবশিষ্ট থাকে, যনহীন আপনার এখন ভজ্ঞপ কেবল দেহই অবশিষ্ট ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য—ঠিক এই ভাবেরই একটি কবিতা শবুজলায় পাওয়া যায় । ছায়ান্তর প্রসঙ্গ উভয়ে কথশিষ্য বলিতেছেন ।—

“কুতো ধর্ম-ক্রিয়াবিয়ঃ সত্যং রক্ষিতরি ইয়ি ।

ভমশুপতি দর্শ্যংশৌ কথ্যবিভবিষ্যতি ॥” ১৩ ॥

স্থানে ভবানেকনরাধিপঃ সন্নকিঞ্চনহং মখজং বানক্তি ।
 পর্যায়পীতস্ত সুরৈর্হিমাংশোঃ কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি বৃদ্ধেঃ ॥ ১৬ ॥
 তদন্ততস্তাবদনস্ত-কার্যো গুর্ব্বর্থমাহতু মহং যতিয্যে ।
 স্বস্তাস্ত তে নির্গলিতাস্থগর্ভং শরদঘনং নাদ্ধতি চাতকোহপি ॥ ১৭ ॥
 এতাবত্তুঃ। প্রতিষাতুকামং শিষ্যং মহর্ষে নৃপতির্নিষিধ্য ।
 কিং বস্ত বিদ্বন্ গুরবে প্রদেয়ং ভয়া কিয়দ্বৈতি তমঘযুক্ত ॥ ১৮ ॥
 ততো যথাবদ বিহিতাধ্বরায় তস্মৈ স্মারাবেশ-বিবর্জিতায় ।
 বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে স বর্ণী বিচক্ষণঃ প্রস্তুতমাচক্ষে ॥ ১৯ ॥
 সমাপ্ত-বিদ্বেন ময়া মহর্ষির্বিজ্ঞাপিতোহভূৎ গুরদক্ষিণায়ৈ ।
 স মে চিরায়াম্বলিতোপচারাং তাং ভক্তিমেবাগণয়ৎ পুরস্তাং ॥ ২০ ॥

অঙ্কন।—ভবান্ এক-নরাধিপঃ সন্ মখজম্ অকি-
 ঞ্চনহং বানক্তি (ইতি) স্থানে (বুদ্ধম্)। হি (ভবাহি)
 সুরৈঃ পর্যায়-পীতস্ত হিমাংশোঃ কলাক্ষয়ঃ বৃদ্ধেঃ শ্লাঘ্যতরো
 (ভবতি) ॥ ১৬ ॥

তৎ (ভব্যাং) তাবৎ অনন্তকার্য্যঃ অহম্ অনন্তঃ গুর্ব্বর্থম্
 আহতুং যতিয্যে। তে স্বস্তি অন্ত। চাতকঃ অপি নির্গ-
 লিতাস্থগর্ভং শরদঘনং ন নাদ্ধতি ॥ ১৭ ॥

এতাবৎ উক্তা প্রতিষাতু-কামং মহর্ষেঃ শিষ্যং নৃপতিঃ
 'নিষিধ্য, হে বিদ্বন্! ভয়া গুরবে প্রদেয়ং বস্ত কিং, কিয়ৎ
 বা,—ইতি অঘযুক্ত ॥ ১৮ ॥

ততঃ যথাবৎ বিহিতাধ্বরায় স্মারাবেশ-বিবর্জিতায় বর্ণাশ্র-
 মাণাং গুরবে বিচক্ষণঃ সঃ বর্ণী প্রস্তুতম্ আচক্ষে ॥ ১৯ ॥

সমাপ্ত-বিদ্বেন ময়া মহর্ষিঃ গুরদক্ষিণায়ৈ বিজ্ঞাপিতঃ
 অভূৎ। সঃ (গুরুশ্চ) চিরায়াম্বলিতোপচারাং তাং (দুষ্করাং)
 ভক্তিম্ এব পুরস্তাং অগণয়ৎ ॥ ২০ ॥

বক্তার্থ।—রাজন্! আপনি ঠুসাগরী ধরণীর একচ্ছত্র
 সম্রাট হইয়াও বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বথ্য ত্যাগপূর্ব্বক আজ দীন-
 হীনের ভায় হইয়াছেন;—কিন্তু ইহাতে দুঃখ করিবেন
 না। আপনার এই বর্ত্তমান নিঃস্ব-ভাব! ভবিষ্যন্তের অনন্ত
 শ্রীবুদ্ধিরই হেতু! নরনাথ! কৃষ্ণপক্ষে স্নানকরের এক
 এক অংশ বা কলা দেবগণ পান করেন বলিয়া ক্রমে
 বোর অমানিশার আবির্ভাব হয়, কিন্তু পরে আবার
 পূর্ণিমার রজনীতে সেই স্নানোত্ত! কি সম্পূর্ণ অবস্থায় বিশ্ব

আলোকিত করেন না? আপনার এই অবস্থাও ভজ্ঞপ
 ভাবী অভ্যুদয়ের কারণ ভানিবেন। দানধ্যানে এই যে
 নিঃস্ব, ইহা চন্দ্রের ভায় আপনারও শ্রীবুদ্ধি অপেক্ষা শতধা
 গৌরবজনক ॥ ১৬ ॥

রাজন্! আপনার মজল হউক। আমিও গুরুদক্ষিণা
 সংগ্রহের নিমিত্ত অত্র কোনো দানশীল ব্যক্তির দ্বারস্থ হই
 গিয়া। ভাবিয়া দেখুন,—মেঘ-জল ছাড়া চাতকের অত্র
 কোনো পানীয় না থাকিলেও, সে কিন্তু শরন্তের জলহীন
 মেঘের নিকট পিপাসায় মরিয়া গেলেও কখনো “জল জল”
 বলিয়া প্রার্থনা করে না ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি-শিষ্য কোৎস এই বলিয়া কিরিয়া যাইতে উদ্ভত
 হইলে রাজা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
 “ধীমন্! আপনার গুরুকে কি বস্ত দিতে হইবে এবং তাহার
 পরিমাণই বা কত?” ॥ ১৮ ॥

অনন্তর বিচক্ষণ ব্রহ্মচারী কোৎস, যথাবিধি যজ্ঞাহুতা,
 গর্কলেশ-পরিশূত্র বর্ণাশ্রম-দ্রব্যক নৃপতিকে প্রকৃত বিষয়
 বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

রাজন্! শুভ্রন, বিজ্ঞাপিকা সমাপ্ত করিয়া “কিন্তু গুরু-
 দক্ষিণা দিতে হইবে”—মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। গুরু
 বলিলেন—“তোমার অব্যাহত ও প্রগাঢ় গুরুভক্তিই আমি
 দক্ষিণার অনেক অধিক বলিয়া গণ্য করিয়াছি, আর
 কিছু দিতে হইবে না” ॥ ২০ ॥

নির্বন্ধ-সঞ্জাত-কথার্থকার্শ্যমচিস্তয়িত্বা গুরুণাহমুক্তঃ ।
 বিত্তস্ত বিদ্যা-পরিসংখ্যায়া মে কোটীশ্চতশ্চো দশ চাহরেতি ॥ ২১ ॥
 সোহহং সপর্ঘ্যা-বিধিভাজনেন মত্বা ভবন্তং প্রভুশকশেষম্ ।
 অভ্যুৎসহে সম্প্রতি নোপরোদ্ধু-মল্লৈতরত্বাচ্ছৃত-নিষ্করস্ত ॥ ২২ ॥
 ইথং দ্বিঞ্জেন দ্বিজরাজ-কাস্তিরাবেদিতো বেদ-বিদাং বরেণ ।
 এনোনিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তিরেনং জগাদ ভূয়ো জগদেকনাথঃ ॥ ২৩ ॥
 গুরুবর্মমর্থী শ্রুত-পারদৃশ্বা রঘোঃ সকাশাদনবাপ্য কামম্ ।
 গতৌ বদান্তাস্তরমিত্যয়ং মে মা ভূং পরীবাদনবাবতারঃ ॥ ২৪ ॥
 স ত্বং প্রশস্তে মহিতে মদীয়ে বসংশ্চতুর্থোহগ্নিরিবাগ্নাগারে ।
 দ্বিত্রাণ্যাহাত্বইসি সোঢ়ুমইন্ ! যাবদ্ যতে সাধয়িতুং তদর্থম্ ॥ ২৫ ॥
 তথ্যেতি তস্তাবিতথং প্রতীতঃ প্রত্যগ্রহীৎ সঙ্গরমগ্রজন্মা ।
 গামান্ত-সারাং রঘুরপ্যবেক্ষ্য নিষ্কষ্টুমর্থং চকমে কুবেরাৎ ॥ ২৬ ॥

অর্থঃ—নির্বন্ধ-সঞ্জাত-কথার্থকার্শ্যম অর্থাৎ কার্শ্যম
 অচিস্তয়িত্বা অহং, বিদ্যা-পরি-সংখ্যায়া (এব) বিত্তস্ত চত্বশ্চ দশ
 ৮ কোটী: (চতুর্দশকোটি:) মে আহর—ইতি উক্তঃ ॥ ২১ ॥

সঃ অহং সপর্ঘ্যাবিধিভাজনেন ভবন্তং প্রভু-শক-শেষং মত্বা
 শ্রুতনিষ্করস্ত অল্লৈতরত্বাৎ সম্প্রতি উপরোদ্ধুং ন অভ্যুৎসহে ॥ ২২ ॥

দ্বিজ-রাজ-কাস্তিঃ এনোনিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ জগদেকনাথঃ (সঃ
 রঘুঃ) বেদবিদাং বরেণ দ্বিঞ্জেন (কৌৎসেন) ইথম্ আবেদিতঃ
 (সন্) এনং (কৌৎসং) ভূয়ো জগাদ ॥ ২৩ ॥

শ্রুত-পারদৃশ্বা গুরুবর্মমর্থী অথো রঘোঃ সকাশাৎ কামম্ অন-
 বাপ্য বদান্তাস্তরং গতঃ—ইতি (এবংরূপঃ) অহং পরীবাদনবাব-
 তারঃ মে মা ভূং ॥ ২৪ ॥

সঃ ত্বং মহিতে প্রশস্তে মদীয়ে অগ্ন্যাগারে চতুর্থঃ অগ্নিঃ
 ইব বসন্ দ্বিত্রাণি অহানি সোঢ়ুম্ অইসি। হে অইন্ !
 তদর্থং সাধয়িতুং যাবৎ যতে ॥ ২৫ ॥

অগ্রজন্মা (কৌৎসঃ) প্রতীতঃ (সন্) তস্ত (রঘোঃ) অবিতথং
 সঙ্গরং (প্রতিজ্ঞাং) তথা—ইতি প্রত্যগ্রহীৎ। রঘুঃ অপি গাম্
 আন্ত-সারাম্ (পুহীতধনাম্) অবেক্ষ্য কুবেরাৎ অর্থং নিষ্কষ্টুং
 চকমে ॥ ২৬ ॥

বক্তার্থঃ—আমি ভবও ছাড়িলাম না। বার বার
 জিদ করিতে লাগিলাম। তাহাতে তিনি চটিয়া গেলেন ও
 আমার অর্থকুরুর বিষয় চিন্তা না করিয়াই বলিয়া বলিলেন,
 —“তুমি চতুর্দশটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, প্রত্যেক বিদ্যায় এক
 কোটি করিয়া আমাকে চতুর্দশ কোটি স্ববর্ণ দক্ষিণা দাও ॥ ২১ ॥

সেই আমি কত বড় বিপদে পড়িয়াছি,—তাবিয়া দেখুন।
 কিন্তু মৃগয় অর্ঘ্যপাত্র দর্শনেই বৃথিতে পারিয়াছি যে, আপনি
 এখন শুধু নামতঃ রাজা, তাই আমার প্রদেয় গুরুদক্ষিণায়
 সংখ্যাধিক্য স্বরণ করিয়া আপনাকে উপরোধ করিতে আর
 ভেমন আগ্রহ হইতেছে না ॥ ২২ ॥

বেদজ্ঞ-শিরোমণি ব্রাহ্মণ-কর্তৃক এইভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়া
 সেই শশাঙ্ক সূন্দর, জিতেন্দ্রিয়, জগৎপতি রঘু তাঁহাকে পুনরায়
 বলিলেন,— ॥ ২৩ ॥

“বেদবিৎ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা পূর্বক
 বিফলমনোরথ হইয়া রঘুর নিকট হইতে অল্প দাতার নিকটে
 গিয়াছেন—আমার এবংবিধ দুর্নাম ইতিপূর্বে আর হয়
 নাই। দোষন্থ। এতাদৃশ পরীবাদের এই প্রথম নৃষ্টি যেন
 না হয় ॥ ২৪ ॥

“হে পূজ্যপাদ। কৃপাপূর্বক আপনি আমার একান্ত
 পূজনীয় প্রশস্ত অগ্নি-গৃহে চতুর্থ অগ্নির জ্বায় দুই তিনটি
 দিন মাত্র অপেক্ষা করুন, আমি এই সময়ের মধ্যে আপনার
 ঈদৃগুণিত গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিতে যত্ববান হইব” ॥ ২৫ ॥

দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ কৌৎসও “তথাস্ত” বলিয়াই রঘুর অমোঘ প্রতি-
 জ্ঞায় সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে, বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের পূর্বে দিগ্বি-
 জয়-কালে পৃথিবীকে একপ্রকার ধনশূন্য করিয়াছেন তাবিয়া
 রঘুও, এবার ভুলোক ছাড়িয়া ছ্যালোকে ধনপতি কুবেরের
 নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

বশিষ্ঠমন্ত্রোক্ষণজাং প্রভাবাত্তদঘদাকাশমহীধরেষু
 মরুৎ-সখস্বেব বলাহকস্য গতিবিজ্ঞে ন হি তদ্রথস্ত ॥ ২৭ ॥
 অথাধিশিষ্টে প্রযতঃ প্রদোষে রথং রযুঃ কল্লিত-শস্ত্র-গর্ভম্ ।
 সামন্তসম্ভাবন্যৈব ধীরঃ কৈলাসনাথং তরসা জিগীষুঃ ॥ ২৮ ॥
 প্রাতঃ প্রয়াণাভিমুখায় তস্মৈ সবিস্ময়াঃ কোষ-গৃহে নিযুক্তাঃ ।
 হিরণ্যায়ীং কোষগৃহস্য মধ্যে রুষ্টিং শশংসুঃ পতিতাং নভস্তুঃ ॥ ২৯ ॥
 তং ভূপতির্ভাসুরহেমরাশিং লব্ধং কুবেরাদভিযাস্তমানাং ।
 দিদেশ কোৎসায় সমস্তমেব পাদং সুরমোরিব বজ্রভিন্নম্ ॥ ৩০ ॥

অর্থঃ—বশিষ্ঠ-মন্ত্রোক্ষণজাং প্রভাবাৎ (হেতোঃ) উদঘদাকাশ-মহীধরেষু মরুৎসখস্য বলাহকস্য ইব তদ্রথস্ত গতিঃ ন বিজ্ঞে হি ॥ ২৭ ॥

অথ প্রদোষে প্রযতঃ ধীরঃ (৫) রযুঃ সামন্ত-সম্ভাবনয়া এব (রাজ-মাত্রমিতি বিবিচ্য) কৈলাস-নাথং তরসা জিগীষুঃ (সন) কল্লিত-শস্ত্র-গর্ভং রথম্ অধিশিষ্টে ॥ ২৮ ॥

প্রাতঃ প্রয়াণাভিমুখায় তস্মৈ কোষগৃহে নিযুক্তাঃ (ভাণ্ডারিকাঃ) সবিস্ময়াঃ (সন্তঃ) কোষগৃহস্য মধ্যে নভস্তুঃ (আকাশাৎ) পতিতাং হিরণ্যায়ীং রুষ্টিং শশংসুঃ ॥ ২৯ ॥

ভূপতিঃ (রযুঃ) অভিযাস্তমানাং কুবেরাৎ লব্ধং বজ্র-ভিন্নং সুরমোরিঃ পাদম্ ইব (স্থিতং) তং ভাসুরহেমরাশিং সমস্তম্ এব কোৎসায় দিদেশ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গার্থঃ—কুলগুরু বশিষ্ঠের মন্ত্রপ্রভাবে স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল-সর্বত্র, বায়ুলখা মেঘের ছায় রঘুরের গতি

অধ্যাহত । সুভরাং কুবের-জয় তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎ-কর ॥ ২৭ ॥

কৈলাস-নাথ কুবের এক জন সামান্ত রাজা মাত্র, সুভরাং সে জন্ত তেমন একটা আড়ম্বর অনাবশ্যক,—মনে করিয়া ধীর রঘু স্বীয় বাহুবলেই তাঁহাকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া, সায়ংকালে সংযতভাবে অশ্রুশব্দপূর্ণ রথে শমন করিয়া রহিলেন ॥ ২৮ ॥

প্রত্যুষে রঘু অভিযানে সবে যাত্রা করিবেন,—এমন সময়ে কোষাগারের রক্ষকগণ আসিয়া নিবেদন করিল যে, নিশাভাগে শূন্য হইতে কোষগৃহের মধ্যে স্বর্ণরুষ্টি হইয়া গিয়াছে ॥ ২৯ ॥

অভিযান ভয়ে ভীত কুবেরের নিকট হইতে প্রাপ্ত, বজ্রধারা বিভগ্ন সুরেকপর্বতের পাদ অর্থাৎ প্রত্যন্ত-পর্বতের ছায় সেই সমস্ত ভাসুর সুরবর্গরাশি, দানবীর রঘু গুরুদক্ষিণাভিলাষী কোৎসকে প্রসন্নচিত্তে অর্পণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্যঃ—রঘু কুবেরের নিকট হইতে অর্ঘ্যসংগ্রহে অভিলাষী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বহু-পরিকর হইলেন । কেন ?

চতুর্থ সর্গের ৮০ কবিতায় উক্ত হইয়াছে যে, রাবণ এক সময়ে কুবেরের রাজধানী কৈলাস পর্বতকে প্রকম্পিত করিয়া-ছিলেন, কৈলাসনাথ কুবের তখন অনন্তমন্তকে রাবণ-কৃত অভিশব্দ মানিয়া লইয়াছিলেন । এ হেন হীনবীর্যের রাজ্য বিশ্ববিজয়ী বীরোত্তম রঘু আক্রমণের অযোগ্য মনে করিয়াই তখন সে দিকে যান নাই । কেবল ধন-সংগ্রহই যদি রঘুর দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য হইত, তবে অবাধে তিনি এক “ধনাধিপ” কুবেরের অনায়াস-জয় রাজ্য জয় করিয়াই তাহা সম্পূর্ণরূপে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিতেন । কিন্তু বীর-বিজয়ই তাঁহার মুখ্য লক্ষ্য ছিল, ধনসঞ্চয় নহে । তাই বীরত্ব-বর্জিত সুখময় বিলাসী যক্ষপতির দিকে দৃষ্টিপাতও করেন নাই । এখন প্রবল প্রয়োজন উপস্থিত । দিগ্বিজয় ছিল আত্মার্থমূলক, আর এই ধনসংগ্রহ পরার্থমূলক । তাই আত্মার্থে বাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, পরার্থে তাহা জয় করিতে উদ্যোগী হইলেন । যুগরাজ যেমন অস্ত্র কর্তৃক নিহত জন্তু স্পর্শও করে না, নররাজ রঘুও তেমন দিগ্বিজয়কালে রাবণ-বিসর্জিত কৈলাসনাথকে আক্রমণ করেন নাই ; এখনকার কথা স্বতন্ত্র ॥ ২৬-২৮ ॥

জন্মস্ত্র সাক্যেতনিবাসিনস্তৌ দ্বাবপ্যভূতামভিনন্দ্য-সদৌ ।
 গুরুপ্রদেয়াধিক-নিঃস্পৃহোহর্থী নৃপোহর্থিকামাদধিক-প্রদশ্চ ॥ ৩১ ॥
 অথোষ্ট্রবামী-শত-বাহিতার্থং প্রাজেশ্বরং প্রীতমনা মহর্ষিঃ ।
 স্পৃশ্ণ করণানতপূর্বকায়ং সংপ্রস্থিতো বাচমুবাচ কোৎসঃ ॥ ৩২ ॥
 কিমত্র চিত্রং যদি কামসুভূর্বক্তে স্থিতস্ত্রাধিপতেঃ প্রজানাম্ ।
 অচিন্তনীয়স্ত তব প্রভাবো মনীষিতং তৌরপি যেন দুষ্কা ॥ ৩৩ ॥
 আশাস্ত্রমগ্ৰ্যং পুনরুক্তভূতং শ্রেয়াংসি সৰ্বাণ্যধিজগ্ম যন্তে ।
 পুত্রং লভস্বাশ্র-গুণানুরূপং ভবন্তুমীডাং ভবতঃ পিতেব ॥ ৩৪ ॥

অনয় ।—তো (অর্থ-দাতারো) দ্বৌ অপি সাক্যেত-
 নিবাসিনঃ জন্মস্ত্র অভিনন্দ্য-সদৌ অভূতাম্ । (কো দ্বৌ ?)
 গুরুপ্রদেয়াধিকনিঃস্পৃহঃ অর্থী (কোৎসঃ), অর্থিকামাৎ
 অধিকপ্রদঃ নৃপঃ (রঘুঃ) চ ॥ ৩১ ॥

অথ প্রীতমনাঃ মহর্ষিঃ কোৎসঃ সংপ্রস্থিতঃ (সংপ্রস্থাস্ত্র-
 মানঃ) (সন্) উষ্ট্রবামীশত-বাহিতার্থম্ আনন্ত-পূর্বকায়ং
 প্রাজেশ্বরং করণং স্পৃশ্ণ বাচম্ উবাচ ॥ ৩২ ॥

বৃন্তে স্থিতস্ত্র প্রজানাম্ অধিপতেঃ ভূঃ কামসুঃ যদি, অত্র
 কিং চিত্রম্ ? তু (কিম্) তব প্রভাবঃ অচিন্তনীয়ঃ, যেন
 (ভয়া) ত্তৌঃ অপি মনীষিতং দুষ্কা ॥ ৩৩ ॥

সৰ্বাণি শ্রেয়াংসি অধিজগ্মঃ তে অগ্ৰং আশাস্ত্রং
 পুনরুক্তভূতম্ (কিম্) দৈডাং ভবন্তং ভবতঃ পিতা ইব আশ্র-
 গুণানুরূপং পুত্রং লভস্ব ॥ ৩৪ ॥

বজ্রার্থ ।—প্রার্থী কোৎস গুরুদক্ষিণার অতিরিক্ত
 কপদিক গ্রহণেও অনিচ্ছুক, এদিকে রাজা রঘু কোৎসের
 প্রার্থনাতিরিক্ত ধন-দানে বদ্ধপরিকর,—এই ব্যাপার দেখিয়া
 অযোধ্যার অধিবাসিগণ—গ্রহীতা ও দাতা—দুই জনেরই
 ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

ভাৎপর্য্য ।—সত্যবাদী, সরল, কৃতবুদ্ধ ঋষিতনয় কোৎস গুরুদক্ষিণ-প্রাপ্তিতে অসন্ন হইয়া প্রশ্ন খুলিয়া রাজাকে
 আশীর্বাদ করিলেন । প্রথমতঃ, নিঃস্ব দেখিয়া এই বুবাই রঘুকে স্পষ্ট, সত্য, কিঞ্চিৎ অপ্রিয়বৎ প্রতীয়মান কত
 কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন । আবার এখন একেবারে যেন আচ্ছাদে গলিয়া গেলেন । কোৎস প্রথম যখন রাজার
 নিকটে আসেন, তখন যুক্তিকা-নির্মিত অর্থ্যপাত্র দর্শনেই বুঝিয়াছিলেন যে, চৌদ্দ কোটি স্বর্ণমুদ্রা-প্রাপ্তির স্থান এ
 নহে । আসিয়া পড়িয়াছেন, নির্বাক বদনে ফিরিয়া গেলে রাজ-রাজেশ্বরের অসন্ধান করা হয়, অথচ আশ্রগোপনেরও
 কোন কারণ নাই । তাই স্বাধীনচেতা নবীন ঋষি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—“রাজন্ । সংকার্যে সৰ্বস্ব-দানের জন্ত
 আজ সৰ্বস্বান্ত হইয়াছেন বলিয়া দুঃখ করিবেন না, অদ্বিতীয় অর্থশালী থাকে অপেক্ষা আপনি যে এই অদ্বিতীয় নিঃস্ব
 হইয়াছেন, ইহা আপনার অধিকতর আনন্দেরই কারণ । ভাবিয়া দেখুন, দেবগণ কৃষ্ণপক্ষে পর্যায়ক্রমে হিমাংশুর
 কলা পান করেন । আমার মনে হয়, শশাঙ্কের শুক্লপক্ষীয় দৈনিক বৃদ্ধি অপেক্ষা এই কৃষ্ণপক্ষীয় “কলাক্ষর” শতবা

অনন্তর নরনাথ রঘু শত শত উষ্ট্র ও ঘোটকীর দ্বারা সেই
 বিপুল ধনরাশি মহর্ষির আশ্রমে প্রেরণ করিলেন ! কোৎসের
 আনন্দের অবধি রহিল না । বিনীত রঘু আসিয়া অবনত
 দেহে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং গমনোত্তম ঋষি রাজ-
 পাত্রে করস্পর্শ-পূর্বক কহিলেন ॥ ৩২ ॥

রাজন্, যে নৃপতি জ্ঞানধর্ম্মানুসারে অর্থের উপার্জন,
 সংরক্ষণ ও যোগ্যপাত্রে বিতরণ করেন, বস্তুকরা
 যে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তাহাতে আর
 বৈচিত্র্য কি ? কিম্ব আমি আপনার অভাব-
 নীয় প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, কেন না, স্বর্গ
 পর্য্যন্ত আপনার অভিপ্রেত ফল দান করিতেছে, কি
 আশ্চর্য্য ! ॥ ৩৩ ॥

নরেন্দ্র ! আমি কি বলিয়া আপনাকে আশীর্বাদ করিব ?
 কেন না,—যাহা কিছু কাম্য, যাহা কিছু কল্যাণকর, সে
 সমস্তই আপনি লাভ করিয়াছেন, সবও এই আমার আশী-
 র্বাদ,—আপনার পিতা যেমন বিশ্ববরেণ্য আপনাকে পুত্ররূপে
 পাইয়াছেন, আপনিও ভক্তপ একটা আশ্রায়রূপ পুত্র-রত্ন
 লাভ করুন ॥ ৩৪ ॥

ইথং প্রযুক্ত্যাশিষমগ্রজন্মা রাজ্ঞে প্রতীয়ায় গুরোঃ সকাশম্ ।

রাজাপি লেভে সূতমাশু তস্মাদালোকমর্কাদিব জীব-লোকঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে কিল তস্তু দেবী কুমার-কল্পং সুষুবে কুমারম্ ।

অতঃ পিতা ব্রহ্মণ এব নান্না তমাত্ম জন্মানমজং চকার ॥ ৩৬ ॥

অর্থঃ—অগ্রজন্মা ইথং রাজ্ঞে আশিষং প্রযুক্ত্য করিয়াই গুরু বরতত্ত্বের সমীপে প্রতিগমন করিলেন। রাজাও গুরোঃ সকাশং প্রতীয়ায়। রাজা অপি জীবলোকঃ অর্কং অচিরকালমধ্যে, স্বর্ঘ্য হইতে জীবজগৎ যেমন আলোক আলোকম্ ইব তস্মাৎ আসু সূতং লেভে ॥ ৩৫ ॥ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মূনির আশীর্ব্বাদে এক পুত্ররূপ লাভ

তস্তু (রঘোঃ) দেবী ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে কুমার-কল্পং কুমারং করিলেন ॥ ৩৫ ॥
সুষুবে। অতঃ (ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে জাতত্বাৎ) পিতা (রঘুঃ) ব্রহ্মণঃ অভিজিৎ-নামক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রাজ-মহিষী কান্তিকের এব নান্না তম্ আত্ম-জন্মানম অজং (অজ নামকং) মত একটি কুমার প্রসব করিলেন। এই জন্তই পিতা রঘু, ব্রহ্মণ নামানুসারে নবজাত শিশুর “অজ”—এই নাম চকার ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কোৎস এইরূপ আশীর্ব্বাদ রাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

প্রার্থনীয়।—যাহা হউক, আপনাদের অর্ঘ্যপাত্র দর্শনেই বুঝিয়াছি, আমার প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে না। স্তবরাং বিলম্ব অনাবশ্যক। আমি বিদায় হই, অতঃ চেষ্টা দেখি গিয়া, শুকদক্ষিণা-সংগ্রহই আমার প্রধান ব্রত।

কোৎসের এই নিরাশ-বচনে মর্মে মর্মে আহত হইয়া “জগদেকনাথ” রঘু কাতরমনে ও অলিঙ্গকণ্ঠে যে উক্তি করিয়াছিলেন, (২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাহা পাঠ্যমাত্রই শরীর কণ্টকিত হয়। সেই উক্তিতে রাজর্ষি রঘু, দানবীর রঘু, মহিষ রঘু ব্রহ্মের যে অপূর্ণ ও উদার মূর্ত্তি কালিদাস অঙ্কিত করিয়াছেন, সংস্কৃত-সাহিত্যে তাহার তুলনা বড় অধিক নাই।

এক দিকে, তেজস্বী ঋষিপুত্র, পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকুতোভয়ে বলিতেছেন—“আমি যাই, আপনাদের নিকটে কালক্ষেপে লাভ কি? আপনি ত এখন নামন্তঃ রাজা মাত্র” ইত্যাদি। অতঃদিকে আসমুদ্র ধরণীর অধীশ্বর এক জন ঋষিতনয়ের আগমনে শশব্যস্ত হইয়া, কি করিলে তাঁহার সম্মান-রক্ষা হইবে, মর্ধ্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিবে,—ভাবিয়া আকুল। সমাগত ব্রাহ্মণতনয়ের সমক্ষে রাজ-রাজেশ্বর ভূত্যের দ্বারা আদেশ-পালনের প্রতীক্ষায় উৎসুক। রাজা এবং মহারাজদিগের উপর, বনবাসী, নিঃস্ব, চরিত্রবান্ প্রকৃত ব্রাহ্মণদিগের, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের যে কি অতুল প্রভাবই ছিল,—ইহা তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

“তুমি স-সাগরা ধরণীর অধিপতি হইতে পার; কিন্তু তাহাতে আমার কি? তোমার নিকটে আত্ম-গোপন করিব কেন? আমি প্রাণ-পাত পূর্ব্বক বিজ্ঞার্জন করিয়াছি। এখন দক্ষিণাদানের প্রয়োজন। তাই নিঃস্ব আমি ধনবান্ তোমার নিকট আসিয়াছি। ভোগের জন্ত নহে। শুক-দক্ষিণার জন্ত আসিয়াছি। দাও ভাল, নচেৎ চলিয়া যাইব। ইহাতে আমার কুণ্ঠা। কিহা আমার আত্মার্থেই কুণ্ঠা জন্মে। পরার্থে কুণ্ঠা কিসের?” (১৭ শ্লোক) তাই জ্ঞান-গরিষ্ঠ ব্রাহ্মণস্বক অতি প্রাজ্ঞলভাবে বক্তব্যজ্ঞাপন করিয়া প্রস্থানোত্তম হইলেন। জগৎপতির জ্ঞতিবানের নামগন্ধও করিলেন না।

কালিদাস চিরদিন সরস্বতীর উপাসনা করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। যাহারা সারস্বতমন্দিরের সেবক, তাঁহাদের মর্ধ্যাদা-জ্ঞান তাঁহার বিলক্ষণভাবেই ছিল। আর তখন ভারতে সত্য সত্যই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আদর্শ-চরিত্র ব্রাহ্মণও জীবিত ছিলেন, কেবল অতিগত নহে। ধর্ম্মগত ব্রাহ্মণ তখন ভারতকে পবিত্র রাধিয়াছিল। তাই প্রকৃত ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি, তেজস্বী, অকুতোভয়—বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের মনোজ্ঞ আলেখ্য, এবং কেবল পার্থিব রাজ্যের নহে, অক্লিষ্টকর ভূমি-খণ্ডের নহে। প্রজাবৃন্দের অপার্থিব স্বর্গের রাজা হইতে হইলে নৃপতিকের বিরূপ নম্র, বিরূপ মুক্তহৃদয়, বিরূপ নিঃস্বার্থ ও কর্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে, তাহার চিত্রও, এই রঘু-কোৎস-ব্যাপারে কবির কবি কালিদাস অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত করিলেন।

রূপং তদোজস্বি তদেব বীৰ্য্যং তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বম্ ।
 ন কারণাৎ স্বাদ্ বিভিভে কুমারঃ প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ ॥ ৩৭ ॥
 উপাত্তবিভ্ৰং বিধিবৎ গুরুভ্যস্তং যৌবনোদ্ভেদ-বিশেষকাত্মম্ ।
 শ্রীঃ সাভিলাষাপি গুরোরনুজ্ঞাং ধীরেব কণ্ঠা পিতুরাচকাজ্জ ॥ ৩৮ ॥
 অথেশ্বরেণ ক্রথকৈশিকানাং স্বয়ংবরার্থং স্বসুরিন্দুমত্যাঃ ।
 আপ্তঃ কুমারানয়নোঃস্বকেন ভোজেন দূতো রঘবে বিসৃষ্টঃ ॥ ৩৯ ॥
 তং শ্লাঘা-সম্বন্ধমসৌ বিচিন্ত্য দারক্রিয়াযোগা-দশং চ পুত্রম্ ।
 প্রস্থাপয়ামাস সসৈন্তমেনমৃদ্ধাং বিদভাধিপ-রাজধানীম্ ॥ ৪০ ॥
 তন্ত্রোপকার্য্যারচিতোপচারো বন্তেতরা জ্ঞান-পদোপদাভিঃ
 মার্গে নিবাশা নতুলেস্ত-সূনোর্বভূবুরজান-বিহার-বল্লাঃ ॥ ৪১ ॥

অর্থঃ—ওজস্বি রূপং তৎ (এব), বীৰ্য্যং ৩৭ এব, নৈসর্গিকম্ উন্নতত্বং ৩৭ এব। কুমারঃ প্রদীপাৎ প্রবর্তিতঃ দীপ-ইব স্বাৎ কারণাৎ (জনকাতঃ) ন বিভিভে ॥ ৩৭

গুরুভ্যঃ বিধিবৎ উপাত্তবিভ্ৰং যৌবনোদ্ভেদ-বিশেষকাত্মম্ (অজং) সাভিলাষা অপি শ্রীঃ ধীরা কণ্ঠা পিতুঃ ইব গুরোঃ (রঘোঃ) অনুজ্ঞাম্ আচকাজ্জ ॥ ৩৮ ॥

স্বয়ং ইন্দুমত্যাঃ স্বয়ংবরার্থং কুমারানয়নোঃস্বকেন ক্রথকৈশিকানাং দৈবত্বেন ভোজেন (রাজ্য) আপ্তঃ দূতঃ রঘবে বিসৃষ্টঃ ॥ ৩৯ ॥

অসৌ (রঘুঃ) তং (ভোজং) শ্লাঘ্য-সম্বন্ধং চিন্ত্য, পুত্রং চ দার-ক্রিয়া-যোগা-দশং (বিচিন্ত্য) সসৈন্তম্ এনম্ মৃদ্ধাং বিদভাধিপ-রাজধানীম্ প্রস্থাপয়ামাস ॥ ৪০ ॥

উপকার্য্য-রচিতোপচারো জ্ঞানপদোপদাভিঃ বন্তেতরাঃ ৩১। মন্ত্ৰজ্ঞেন্দ্রসূনোঃ মার্গে নিবাশাঃ উজানবিহার-বল্লাঃ বভূবুঃ ॥ ৪১ ॥

বক্তার্থঃ—একটি প্রদীপ হইতে অল্প আর একটি প্রদীপ জালিলে, যেমন শুভ্রভয়ের কোনই পার্থক্য থাকে না, তজ্জপ নবকুমারের সহিত তদীয় পিতার কোনই প্রভেদ রহিল না। কেন না, অমূল্য রূপ, বলিষ্ঠ কলেবর, সর্বাভিলাষী পরাক্রম এবং কি দৈহিক, কি মানসিক উত্তমবিশিষ্ট উন্নত—সমস্ত বিষয়েই কুমার পিতার সর্বাংশে অমূল্য হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যঃ—আর কিছু পরেই, পরিণয়ানন্তর, অজের রাজ্যান্তিকে হইবে। সম্রাট রঘু তদীয় বিরাট সাম্রাজ্যের গুরুভার বীরবর অজের হস্তে হস্ত করিবেন। অজের এখন বিবাহদীক্ষা এবং রাজ্যদীক্ষা উভয়েরই কাল যে উপস্থিত, কবি পাঠকদিগকে ইচ্ছিতে তাহা বুঝাইয়া দিলেন ॥ ৩৮ ॥

ক্রথ-কৌশিকঃ—বিদভদেশের নামান্তর। বিদভপতির ক্রথ এবং কৌশিক দুই পুত্রের নামানুসারে কীৰ্ত্তিত হইত। পূর্ণা নামে বিদভে একটি নদী আছে, তাহাও প্রাচীন নাম ছিল ক্রথ-কৌশিক। (বিদভের পরিচয় পরে ১০১)। (মহা, সত্য ১৩ অঃ, N. L. D. p. 104) ॥ ৩৯ ॥

শৈশব অতিক্রমপূর্বক গুরুভ্যাপে অজ যথাবিধি শাস্ত্রাদি অধ্যয়নপূর্বক কৃতবিদ্য হইলেন। ক্রমে যৌবন সমাগমে তদীয় দেহের চাবণ্য যেন উছলিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী বয়ঃপ্রাপ্ত অজের প্রতি অনুরাগিনী হইলেও উন্নত হৃদয়ী দুহিতা যেমন পরিণয়-বিষয়ে পিতারই অনুমতি প্রতীক্ষা করে, তজ্জপ রঘুর আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর বিদভরাজ্যের অধিপতি মহারাজ ভোজ স্বীয় ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরস্থলে কুমার অজকে আনিবার জন্য উৎসুক হইয়া বিস্মিত ও বিশ্বস্ত এক জন দূতকে রঘুর নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ভোজরাজের সহিত সম্বন্ধ অতিশয় শ্লাঘ্য এবং কুমারও বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রমে উপনীত—ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া রাজা রঘু কুমার অজকে সসৈন্তে সহকৃষ্ণালিনী বিদভপতির রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

কুমার অজ মহাসমারোহে যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে পটমণ্ডপাদি প্রস্তুত হইয়াছে। সুদূর জনপদবাসীরা নানাবিধ গ্রাম্য ও উপভোগ্য বস্তু উপঢৌকন দিয়া তাঁহার শিবির পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কোথায় বনপত্রের নানা দুঃখ-কষ্টপূর্ণ অবস্থা, আর কোথায় এই নানাদ্রব্য সম্ভাষণোভিত শিবির। অজের পক্ষে এ যেন উজান-বিহারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল ॥ ৪১ ॥

স নৰ্মদারোধসি সীকরাঈর্ধ্মরুস্তিরানর্জিত-নক্তমালে ।
 নিবেশয়ামাস বিলজ্বিতাধ্বা ক্লাস্তং রজো-ধূসর-কেতু সৈন্তম্ ॥ ৪২ ॥
 অথোপরিষ্ঠাং ভ্রমরৈব্র মন্তিঃ প্রাক্-সুচিতাস্তঃসলিল-প্রবেশঃ ।
 নিধৌত-দানামল-গণ্ড-ভিত্তিবহ্নিঃ সরিতো গজ উগ্ৰমজ্জ ॥ ৪৩ ॥
 নিঃশেষবিকালিতধাতুনাপি বপ্রক্রিয়ায়ক্ষবতন্তটেষু ।
 নীলোদ্ধিরেখাশবলেন শংসন্ দন্তু-দ্বয়েনাশ্ম-বিকুণ্ঠিতেন ॥ ৪৪ ॥
 সংহারবিক্ষেপ-লঘুক্রিয়েণ হস্তেন তীরাভিমুখঃ স-শকম্ ।
 বভৌ স ভিন্দন্ বহতন্তরঙ্গান্ বার্যগলাভঙ্গ ইব প্রবৃত্তঃ ॥ ৪৫ ॥

অর্থঃ।—বিলজ্বিতাধ্বা : (অজঃ) সীকরাঈর্ধ্ম : এমন সময়ে নৰ্মদানদীর জলের উপর যতকগুলি ভ্রমর মন্দভিঃ আনর্জিত-নক্তমালে নৰ্মদারোধসি ক্লাস্তং রজো-ধূসর-কেতু সৈন্তং নিবেশয়ামাস ॥ ৪২ ॥

অথ উপরিষ্ঠাং ভ্রমন্তিঃ ভ্রমরৈঃ প্রাক্-সুচিতাস্তঃ-সলিল-প্রবেশঃ, নিধৌতাদানামল-গণ্ড-ভিত্তিঃ বহ্নিঃ গজঃ সরিতঃ উগ্ৰমজ্জ ॥ ৪৩ ॥

(কথন্তুভঃ গজঃ ?)—নিঃশেষবিকালিত-ধাতুনা অপি নীলোদ্ধিরেখা-শবলেন অশ্মবিকুণ্ঠিতেন দন্তুদ্বয়েন ঋক্ষবতঃ তটেষু বপ্রক্রিয়াং শংসন্ (গজঃ) ॥ ৪৪ ॥

সংহার-বিক্ষেপ-লঘুক্রিয়েণ হস্তেন (শুণ্ডাদণ্ডেন) সশকং বহতঃ তরঙ্গান্ ভিন্দন্ তীরাভিমুখঃ (সন্) সঃ (গজঃ) বার্যগলা ভঙ্গে প্রবৃত্তঃ ইব বভৌ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ।—ক্রমে আসিয়া অজ নৰ্মদাভীরে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘপত্রশ্রেণী সৈন্তগণও ক্লাস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন একটু বিশ্রাম আবশ্যক। তিনি শীতল জল-কণবাহী সমীরণে যে স্থানে চিরবিষুবকশ্রেণী ছলিতেছিল, সেই মনোজ্ঞ নৰ্মদাতটে শ্রান্ত ও খুলিধূসর-কেতু গৈরিকের বিশ্রামে অস্থমতি দিলেন ॥ ৪২ ॥

এমন সময়ে নৰ্মদানদীর জলের উপর যতকগুলি ভ্রমর সহসা উড়িতে লাগিল। দেখিলেই মনে হয়, কিছু পূর্বে নিঃশব্দে একটা মদবয়ী মাতঙ্গ জলে ডুব দিয়া থাকিবে, তাই তাহার মদ-লুপ্ত অলিপঙ্ক্তি এই উজ্জীন। দেখিতে দেখিতে একটা প্রকাণ্ড হস্তী বারিরাশি আলোড়িত করিয়া উঠিত হইল। জল সম্পর্কে তাহার মদলিপ্ত গাওহলের মদচিহ্ন প্রকালিত হওয়ার সে গাণ্ড-ভিত্তির স্বাভাবিক নির্মলতা কুটিয়া বাহির হইতেছিল ॥ ৪৩ ॥

সেই গজরাজের দন্তদ্বয় উপলব্ধিতে প্রহত হইয়া কুণ্ঠিত হইয়াছে, জলে বিধৌত হওয়ার যদিও দন্তদ্বয় গৈরিকাদি ধাতু তিরোহিত হইয়াছে, তবুও তাহার সর্বত্র নীলবর্ণ উদ্ধিরেখা সমূহের দর্শনে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে, সেই যুগপতি ঋক্ষবান্ পর্কতে উৎখাতকৈলি করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥

চকিতের মধ্যে গজরাজ শুণ্ডাদণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা উত্তাল-তরঙ্গমালা ক্ষেদপূর্বক চীৎকার করিতে করিতে তীরের দিকে আসিতে লাগিল। তদর্শনে মনে হইল, যেন কোন মদমত্ত মাতঙ্গ বন্ধনস্থানের অর্গল ভঙ্গে উজ্জত হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

নৰ্মদা।—অমরসিংহ তদীয় অভিধানে—নৰ্মদা-নদীকে “মেখল-কন্তকা” নামে অভিহিত করিয়াছেন। (নৰ্মদা সোমোত্তরা মেখল-কন্তকা)। মধ্যভারতে মেখল নামে একটি পর্বত-শ্রেণী আছে। ইহার অংশবিশেষ অমরকণ্টক নামে পরিচিত। এই মেখল-গিরি হইতে নৰ্মদা ও শোণ উৎপন্ন হইয়াছে। অমরকণ্টক হইতে নৰ্মদার যে প্রথম জলপ্রপাত পতিত হইয়াছে, উহার নাম কপিল-ধারা। (কন্দ পু., রেবতঃ, অধ্যায় ২১)। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহী বন্ধ এই পর্বত হইতেই মেঘকে অলকার পাঠাইতেছিল। বিষ্ণুসংহিতার ৭৫ অধ্যায়ে অমরকণ্টককে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকাণ্ডের অতি প্রশংসন বলা হইয়াছে। কালিদাস ইহাকেই “আশ্রকূট” পর্বত বলিয়া—উল্লেখ করিয়াছেন। নৰ্মদা কাশে উপগাগরে গিয়া মিশিয়াছে ॥ ৪২ ॥

বিবর্ত্ত।—বর্তমান সেনুটাল প্রভিন্স বা মধ্যভারতের কতক এবং নিজাম-রাজ্যের সীমান্তভাগের কতক অংশ লইয়া প্রাচীন বিদর্ভদেশ গঠিত ছিল। বিদর্ভের বর্তমান নাম “বেরার”। পৌরাণিক যুগে ইহা কাক্ষীতির স্রাভা তীর্থের সাম্রাজ্য ছিল। কুণ্ডিন-নগর এবং ভোজকটপুর এই দুইটি বিদর্ভের প্রাচীন রাজধানী। পুরাণ-বর্ণিত ভোজরাজ-বংশ এই বিদর্ভেই রাজত্ব করিতেন। পুরাকালে—উত্তরে ভূপাল রাজ্য এবং ভিলয়া এই বিদর্ভের অন্তর্গত ছিল। (Conningham's Bhilsa Topes, p 363)

শৈলোপমঃ শৈবলমঞ্জরীণাং জালানি কর্ষন্নুরসা স পশ্চাৎ ।
 পূর্বং তত্বপীড়িত-বারি-রাশিঃ সরিৎ-প্রবাহস্তটমুৎসসর্প ॥ ৪৬ ॥
 তত্শৈকনাগস্ত কপোল-ভিত্তোজ্জলাবগাহক্ষণমাত্র-শান্তা ।
 বন্তেতরানেকপদর্শনেন পুনর্দিদীপে মদ-হৃদ্দিন-শ্রীঃ ॥ ৪৭ ॥
 সপ্তচ্ছদক্ষীর-কটু-প্রবাহমসহমাত্রায় মদং তদীয়ম্ ।
 বিলজ্জিতাধোরণতীত্রযত্নাঃ সেনা-গজেস্তা বিমুখা বভূবুঃ ॥ ৪৮ ॥
 স চ্ছিন্ন-বন্ধ-ঋত-যুগা-শূন্যং ভগ্নাক্ষপর্ষ্যাস্তরথং ক্ষণেন ।
 রামা-পরিত্রাণ-বিহস্ত-যোধং সেনা-নিবেশং তুমুলং চকার ॥ ৪৯ ॥
 তমাপতন্তং নৃপতেরবধো বন্তঃ করীতিশ্রুতবা নু কুমারঃ ।
 নিবর্তয়িষ্যন্ বিশিখেন কুন্তে জঘান নাত্যায়তকৃষ্টশার্ঙ্গঃ ॥ ৫০ ॥
 স বিদ্ধমাত্রঃ কিল নাগরূপমুৎসৃজ্য তদ্বিস্মিত-সৈন্য-দৃষ্টঃ ।
 ক্ষুরং-প্রভামণ্ডলমধ্যবর্তি কাস্তং বপূর্বোমচরং প্রপেদে ॥ ৫১ ॥

অঙ্কন — শৈলোপমঃ সঃ (গজঃ) শৈবলমঞ্জরীণাং জালানি উরসা কর্ষণ পশ্চাৎ তটম্ উৎসসর্প । পূর্বং তত্ব-পীড়িত-বারি-রাশিঃ সরিৎপ্রবাহঃ (তটম্ উৎসসর্প) ॥ ৪৬ ॥
 তস্ত এক-নাগস্ত কপোল-ভিত্তোজ্জলাবগাহক্ষণ-মাত্র-শান্তা মদ-হৃদ্দিন-শ্রীঃ বন্তেতরানেকপদ-দর্শনেন পুনঃ দিদীপে ॥ ৪৭ ॥
 সপ্তচ্ছদ-ক্ষীরকটু-প্রবাহম্ অসহ্য তদীয়ং মদং আভ্রায় সেনা-গজেস্তাঃ বিলজ্জিতাধোরণতীত্রযত্নাঃ (সন্তঃ) বিমুখাঃ বভূবুঃ ॥ ৪৮ ॥
 সঃ (গজঃ) চ্ছিন্নবন্ধ-ঋত-যুগা-শূন্যং ভগ্নাক্ষ-পর্ষ্যাস্ত-রথং রামা-পরিত্রাণ-বিহস্ত-যোধং সেনানিবেশং ক্ষণেন তুমুলং চকার ॥ ৪৯ ॥
 বন্তঃ করী নৃপতেঃ অবধ্যঃ—ইতি শ্রুতবান্ কুমারঃ আপতন্তং তং (গজং) নিবর্তয়িষ্যন্ নাত্যায়তকৃষ্টশার্ঙ্গঃ (সন্) বিশিখেন কুন্তে জঘান ॥ ৫০ ॥
 সঃ (গজঃ) বিদ্ধমাত্রঃ কিল তং নাগরূপম্ উৎসৃজ্য বিস্মিত-সৈন্য-দৃষ্টঃ (সন্) ক্ষুরং-প্রভামণ্ডলমধ্যবর্তি কাস্তং ব্যোমচরং বপুঃ প্রপেদে ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ — পূর্বভগ্রমাণ সেই বিরাট করিরাজের শুণ্ডাঘাতে নর্মদার জলপ্রবাহ আলোলিত ও উচ্ছলিত হইয়া প্রথমেই ভীষ্মভূমি প্রাবিষ্ট করিয়া ফেলিল, পরে বিস্তৃত বক্ষে শৈবালদলরাশি বাধাইয়া লইয়া স্বয়ং গজপতি আসিয়া ভীরে উঠিলেন ॥ ৪৬ ॥

ওটদেশে অজের শিবিরে অনেক পালিত হস্তী বাধা ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া ঐ জলবিহারী করিরাজের গুণ্ডালের যে মদবর্ণ ক্ষণকালের জন্ত বিবর্ত হইয়াছিল,

তাহা আবার নির্ঝরৎ নির্গত হইতে লাগিল। সে ঐ রাজহস্তিসমূহের দর্শনে দীর্ঘাশ্বিত হইল ॥ ৪৭ ॥

এ দিকে অজের সোণগজসমূহও সপ্তচ্ছদ (ছাতিম) তরুর ক্ষত ক্ষীরের গন্ধের স্রাব উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট সেই বন্ত হস্তীর দুঃসহ মদগন্ধের আভ্রাণে মাহতদিগের শতচোটা ব্যর্থ করিয়া আসে পলাইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

সেই এক বনমাতঙ্গের উপদ্রবে অজের শিবির তোলাপাড় করিয়া তুলিল। বৃদ্ধাশ্বগুলি বন্ধনরঙ্কু ছিঁড়িয়া পলাইতে লাগিল, রথের চাকাগুলি ভাঙ্গিল। ইতস্ততঃ রথসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিল, শিবিরবাসিনী অবলাদের রক্ষার জন্ত যোদ্ধবৃন্দ ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে যেন একটা প্রলয় আরম্ভ হইল ॥ ৪৯ ॥

বন্ত হস্তী রাজাদের বধ করিতে নাই, এই শাস্ত্রাদেশ সুপণ্ডিত অজ জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি সেই বাগন্তপ্রায় বনমাতঙ্গকে কোনমতে ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে ভীষণ ধনুর্ধ্বর্ণপূর্বক তাহার মত্তবপার্শ্বে বাণ দ্বারা সামান্য একটু আঘাত করিলেন মাত্র ॥ ৫০ ॥

অজের বাণ যেমন গিয়া সেই হস্তীর গাত্রে বিঁধিল, অমনি সে নাগরূপ পরিহারপূর্বক এক অতি দিব্য মনোহর আকাশচর কলেবর প্রাপ্ত হইল। সেই নভঃস্থিত দিব্য-দেহের প্রভা তাহার চতুর্দিক মণ্ডলাকারে প্রদীপ্ত করিল। অজসেনাগণ অবাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল ॥ ৫১ ॥

কালিদাস-গ্রন্থাবলী

অথ প্রভাবোপনতৈঃ কুমারং কঙ্কজমোথৈরবকীৰ্য্য পুষ্পৈঃ ।
 উবাচ বাগ্মী দশন-প্রভাভিঃ সংবদ্ধিতোরঃস্থল-তার-হারঃ ॥ ৫২ ॥
 মতঙ্গ-শাপাদবলেপমূলদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্
 অবৈহি গন্ধর্ব্ব-পতেন্তনুজং প্রিয়ংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্ম ॥ ৫৩ ॥
 স চানুনীতঃ প্রণতেন পশ্চাৎ ময়া মহাবির্মূহুতামগচ্ছৎ ।
 উষ্ণহমগ্ন্যাতপসংপ্রয়োগাৎ শৈতাং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্ম ॥ ৫৪ ॥
 ইক্ষাকুবংশ-প্রভবো যদা তে ভেৎসত্যজঃ কুন্তময়ৌমুখেন ।
 সংযোক্ষ্যাসে স্মেন বপুর্শ্মহিষ্যা তদেতাবোচৎ স তপোনিনির্মিতাম্ ॥ ৫৫ ॥
 সংমোচিতঃ সত্ববতা ত্বয়াহং শাপাচ্চির-প্রাথিত-দর্শনেন ।
 প্রতিপ্রিয়ং চেদ্ভবতো ন কুর্যাং বৃথা হি মে স্মাৎ স্বপদোপলব্ধিঃ ॥ ৫৬ ॥
 সংমোহনং নাম সখে ! মমাস্ত্রং প্রয়োগ-সংহার-বিতক্তমস্ত্রম্ ।
 গান্ধর্ব্বমাদৎস্ব যতঃ প্রযোক্তুর্ন চারি-হিংসা বিজয়শ্চ হস্তে ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদঃ—অথ প্রভাবোপনতৈঃ কঙ্কজমোথৈঃ পুষ্পৈঃ
 কুমারং অবকীৰ্য্য দশনপ্রভাভিঃ সংবদ্ধিতোরঃস্থল-তার-হারঃ
 (সন্) বাগ্মী (সঃ পুরুষঃ) উবাচ ॥ ৫২ ॥

অবলেপমূলাৎ মতঙ্গ-শাপাৎ (অহং) মতঙ্গজত্বম্ অবাপ্তবান্
 অস্মি । মাং প্রিয়দর্শনস্ম গন্ধর্ব্বপতেঃ তনুজং প্রিয়ংবদম্
 (প্রিয়ংবদাত্ম্যম্) অবৈহি ॥ ৫৩ ॥

সঃ মহর্ষিঃ চ প্রণতেন ময়া পশ্চাৎ অনুনীতঃ (সন্) মূহুতাম্
 অগচ্ছৎ । হি (ভবতি) জলস্য উষ্ণত্বম্ অগ্ন্যাতপ-সংপ্রয়োগাৎ
 (ভবতি) । যৎ শৈত্যং, সা প্রকৃতিঃ ॥ ৫৪ ॥

ইক্ষাকুবংশপ্রভবঃ অজঃ যদা অমৌমুখেন তে কুন্তম্
 ভেৎসত্যজি, তদা (ত্বং) স্মেন বপুর্শ্মহিষ্যা, সংযোক্ষ্যাসে—
 ইতি সঃ তপোনিনির্মিতাম্ অবোচৎ ॥ ৫৫ ॥

চিৎ-প্রার্থিতদর্শনেন সত্ববতা ত্বয়া অহং শাপাৎ সংমো-
 চিতঃ । ভবতঃ প্রতিপ্রিয়ং ন কুর্যাং চেৎ, মে স্বপদোপলব্ধিঃ
 বৃথা স্মাৎ হি ॥ ৫৬ ॥

হে সখে ! প্রয়োগ-সংহার-বিতক্তমস্ত্রং গান্ধর্ব্বং সংমোহনং
 নাম অস্ত্রম্ আদৎস্ব । যতঃ (অস্ত্রাৎ) প্রযোক্তুঃ অরিহিংসা
 চ ন (ভবতি) । বিজয়শ্চ হস্তে (ভবতি) ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গাংশঃ—অনন্তর সেই প্রিয়ংবদ সুবক্তা গন্ধর্ব্ব স্বীয়
 প্রভাববলে সংগৃহীত, কল্পতরুর কুসুমরাশি অজের মণ্ডকে
 বর্ষণ করিয়া স্নিতমুখে কহিতে লাগিলেন ; তাহার অমল ধবল
 দম্ভরাজির প্রভায় শুদায় বক্ষঃস্থলবিলম্বিত মুক্তার মালার
 কান্ধি যেন দ্বিগুণতর বন্ধিত হইল ॥ ৫২ ॥

কুমার ! প্রিয়দর্শন-নামক গন্ধর্ব্বপতির আমি পুত্র ।
 নাম আমার প্রিয়ংবদ । নিজের ত্বঙ্কারদোষে আমি মহর্ষি
 মতঙ্গের অভিশাপে এই মতঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ॥ ৫৩ ॥

অভিশপ্ত হইয়া আমি ভৎক্ষণাৎ মহর্ষির শরণাগত হইলাম,
 অনুন্নয়-বিনয় করিতে লাগিলাম । অমনি তিনিও প্রসন্ন হই-
 লেন । কুমার ! ভলের প্রকৃতিই হইল শৈতা, তবে যে তাহা
 উষ্ণ হয়, সে শুষ্ক হয় অগ্নির, না হইল আতপের সজ্ঞাপে । আমার
 অবিনশ্বেই মধুর-প্রকৃতি ধীর ঋষির চিত্তবিক্ষোভ জন্মিয়াছিল ।
 নতুবা ভাদৃশ ব্যক্তির স্বভাবই হইল রাগ-ধ্বষশূন্য ॥ ৫৪ ॥

প্রসন্নহৃদয় ঋষি কহিলেন, ইক্ষাকুবংশীয় নরপতির লৌহাগ্র-
 বাণের দ্বারা যে দিন তোমার মণ্ডকবৃন্ত বিদ্ধ হইবে, সেই দিন
 তুমি আবার তোমার এই স্তন্যদ গন্ধর্ব্ব-দেহ ফিরাইয়া পাইবে ॥ ৫৫ ॥

কুমার । আমি বহুদিন তোমার দর্শনপথ চাহিয়া অপেক্ষা
 করিতেছি । বীর তুমি আজ আমাকে শাপমুক্ত করিলে ।
 এত বড় উপকারের যদি কোনো প্রত্যুপকার আমি না
 করি, তবে আমার এই গন্ধর্ব্ব-শ্রমপ্রাপ্তিই নিরর্থক ॥ ৫৬ ॥

রাজন ! সংমোহন নামে আমার এক অপূর্ব্ব গান্ধর্ব্ব
 অস্ত্র আছে । উহার পরিত্যাগের অর্থাৎ নিক্ষেপের এবং
 প্রতিগৃহ্যারের পৃথক পৃথক যজ্ঞ আমিই জানি । এই অস্ত্র
 তুমি গ্রহণ কর, কেন না, ইহার প্রভাবে তোমার শত্রু-
 হত্যাও হইবে না, অথচ অনায়াসেই শত্রুজয় করিতে পারিবে ।
 এই অস্ত্রের প্রয়োগে শত্রুগণ অচেতন্ত হইয়া পড়ে ॥ ৫৭ ॥

অলং হ্রিয়া মাং প্রতি যমুর্ভূতং দয়াপরোহভূঃ প্রহরমপি হম্ ।
 তস্মাত্তপচ্ছন্দয়তি প্রযোজ্যং ময়ি ত্বয়া ন প্রতিবেধ-রৌক্ষ্যম্ ॥ ৫৮ ॥
 তথেষ্ট্যপস্পৃশ্য পয়ঃ পবিত্রং সোমোদ্ভবায়াঃ সরিতো নসোমঃ ।
 উদমুখঃ সোহস্ত্রবিদজ্ঞমস্ত্যং জগ্রাহ তস্মান্নিগৃহীত-শাপাং ॥ ৫৯ ॥
 এবং তয়োৰধ্বনি দৈবযোগাদাসেত্বোঃ সখ্যমচিন্ত্যাহেতু ।
 একো যযৌ চৈত্ররথ-প্রদেশান্ সৌরাজ্য-রমানপরো বিদর্ভান্ ॥ ৬০ ॥
 তং তস্থিবাংসং নগরোপকণ্ঠে তদাগমারুঢ়-গুরু-প্রহর্যঃ ।
 প্রত্যাঙ্গগাম ক্রথকৈশিকেন্দ্রশ্চন্দ্রং প্রবুদ্ধোন্মিরিবোন্মিমালী ॥ ৬১ ॥
 প্রবেশ্য চৈনং পুরমগ্রযায়ী নীচৈস্তথোপাচরদপিত-শ্রীঃ ।
 মেনে যথা তত্র জনঃ সমেতো বৈদর্ভমাগন্তমজং গৃহেশম্ ॥ ৬২ ॥

অঙ্কুর ।—(কিং চ) মাং প্রতি হ্রিয়া (প্রহার-
 নিমিত্তয়া) অলম্ । যৎ (যস্মাৎ) ত্বং (মাং) প্রহরন্ অপি মুহূর্তং
 দয়া-পরঃ অভূঃ, তস্মাৎ উপচ্ছন্দয়তি ময়ি ত্বয়া প্রতিবেধ-
 রৌক্ষ্যং ন প্রযোজ্যম্ ॥ ৫৮ ॥

নৃ-সোমঃ অম্ববিৎ সঃ (অজঃ) “তথা”—ইতি সোমোদ্ভবায়াঃ
 সরিতঃ পবিত্রং পয়ঃ উপস্পৃশ্য উদমুখঃ (সন্) নিগৃহীত-শাপাং
 তস্মাৎ—(প্রিয়ংবদাৎ) অস্তমজং জগ্রাহ ॥ ৫৯ ॥

এবম্ অধ্বনি দৈবযোগাৎ অচিন্ত্যাহেতু সখ্যম্ আসেত্বোঃ
 তয়োঃ (মধ্যো) একঃ (প্রিয়ংবদঃ) চৈত্র-রথ-প্রদেশান্
 যযৌ, অপরঃ (অজঃ) সৌরাজ্য-রমান্ বিদর্ভান্
 (যযৌ) ॥ ৬০ ॥

নগরোপকণ্ঠে তস্থিবাংসং তম্ (অজং) তদাগমারুঢ়-
 গুরুপ্রহর্যঃ ক্রথ-কৈশিকেন্দ্রঃ প্রবুদ্ধোন্মিরি-উন্মিমালী চন্দ্রম্ ইব
 প্রত্যাঙ্গগাম ॥ ৬১ ॥

অগ্রযায়ী নীচৈঃ (নম্রঃ) (বৈদর্ভঃ) এনং (অজং) পুং
 প্রবেশ্য অর্পিত-শ্রীঃ (সন্) তথা উপাচরৎ, যথা তত্র সমেভঃ
 জনঃ বৈদর্ভম্ আগন্তম্, অজং চ গৃহেশং যেনে ॥ ৬২ ॥

বক্তার্থ ।—ও কি ? নিরুত্তর কেন ? আমাকে আঘাত
 করিয়াছ বলিয়া কি তোমার লজ্জা হইতেছে ? তুল !
 তুমি ত আমাকে নৃশংসভাবে আঘাত কর নাই, অত্যন্ত
 সদয়-হৃদয়ে অতি সামান্তভাবে বাণক্ষেপ করিয়াছ মাত্র ।
 অতএব বন্ধু ! আমার এই অহুরোধ প্রত্যাখ্যানপূর্বক
 বর্কশ-হৃদয়তায় পরিচয় দিও না ॥ ৫৮ ॥

অভিশপ্তের দান অগ্রাহ্য । কিন্তু প্রিয়ংবদ এখন
 শাপমুক্ত, সুতরাং প্রত্যাখ্যায় নহে—তাবিয়া অস্ত্রপ্রয়োগ-
 নিপুণ নরকুল-চন্দ্রমা অজ নরধার পুণ্যগলিলে আচমনপূর্বক
 উত্তরমুখ হইয়া সেই গাকর্কর অস্ত্র প্রত্যাপকারস্বরূপ গ্রহণ
 করিলেন ॥ ৫৯ ॥

পরিষদে দৈববশতঃ তাঁহাদের উভয়ের এইপ্রকার
 গোহর্দি জন্মিল । শেষে এক জন—প্রিয়ংবদ প্রসন্নহৃদয়ে
 স্বস্থানে হুবেরের মনোহর উজানপ্রদেশে গমন করিলেন ।
 অত্র জন—অজও আনন্দপূর্ণ চিত্তে সমুদ্রশালিনী বিনত
 নগরীতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০ ॥

কুমার অজ আগিয়া সসৈন্তে নগরপ্রান্তে উপস্থিত
 হইয়াছেন—প্রবণ করিয়া বিদর্ভপতি ভোজের আহ্বানের
 আর সীমা নাই ; চন্দ্র উদিত হইলে সরিৎ-পতি সমুদ্র
 যেমন তরঙ্গমালা বিস্তারপূর্বক চন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া
 লয়, মহারাজ ভোজও তজপ আনন্দোদ্বেল-হৃদয়ে কুমারকে
 অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন ॥ ৬১ ॥

সেবাধর্মের নিয়মানুসারে বিদর্ভরাজ অগ্রে অগ্রে গমন
 পূর্বক ক্রমে কুমারকে রাজপুরীতে প্রবেশ করাইয়া এখন
 ভাবে, এত আদর-যত্নে আতিথ্য করিতে লাগিলেন যে,
 বিনীত ভোজরাজের তদানীন্তন ব্যবহার দর্শনে সমবেত
 জনমণ্ডলীর মনে হইল যেন, কুমার অভই এই রাজ-
 প্রাসাদের প্রকৃত বর্তা, আর যিনি প্রকৃত বর্তা, সেই
 ভোজ এক জন নবাগন্ত অতিথি মাত্র ॥ ৬২ ॥

তস্মাদধিকারপুরুষৈঃ প্রণতৈঃ প্রদীষ্টাং প্রাগ্ধারবেদি-বিনিবেশিত-পূর্ণ-কুস্তাম্ ।
 রমাং রঘু-প্রতিনিধিঃ স নবোপকার্যাং বাল্যাং পরামিব দশাং মদনোহধ্যবাস ॥ ৬৩ ॥
 তত্র স্বয়ংবর-সমাহৃত-রাজ-লোকং কন্যা-ললাম কমনীয়মজস্র লিপ্সোঃ ।
 ভাবাববোধ-কল্যা দয়িতব রাত্রৌ নিদ্রা চিরেণ নয়নাভিমুখী ভবুব ॥ ৬৪ ॥
 তং কর্ণভূষণনিপীড়িত-পীবরাংসং শয্যোত্তরচ্ছদবিমর্দ-কুশাজরাগম্ ।
 সৃতাভ্রজাঃ সবয়ঃ প্রথিত-প্রবোধং প্রাবোধয়ন্ত্যসি বাগ্ভিরুদার-বাচঃ ॥ ৬৫ ॥

অঙ্কন—রঘু-প্রতিনিধিঃ (রঘুকুলাঃ) সঃ (অজঃ) প্রণতৈঃ ভক্ত (ভোক্তা) অধিকার-পুরুষৈঃ প্রদীষ্টাং প্রাগ্ধার-বেদিবিনিবেশিত-পূর্ণকুস্তাং রমাং নবোপকার্যাং (নৃত্যং রাজ-ভবনং) মদনং বাল্যাং পরাং দশাং ইব অধ্যবাস ॥ ৬৩ ॥

তত্র স্বয়ংবর-সমাহৃত-রাজ-লোকং কমনীয়ং কন্যা-ললাম লিপ্সোঃ অজস্র ভাবাববোধ-কল্যা দয়িতা ইব নিদ্রা রাত্রৌ চিরেণ নয়নাভিমুখী ভবুব ॥ ৬৪ ॥

কর্ণভূষণ-নিপীড়িত-পীবরাংসং শয্যোত্তরচ্ছদ-বিমর্দ-কুশাজ-রাগং প্রথিত-প্রবোধং তম (অজং) সবয়ঃ উদার বাচঃ সৃতা-ভ্রজাঃ বাগ্ভিঃ উদসি প্রাবোধয়ন্ত্যসি ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থ—কুমারের অবস্থানের নিমিত্ত নতুন পট-মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে। তাহার দ্বারদেশে পল্লব-শোভিত পূর্ণকুস্ত বিরাজ করিতেছে। সর্বাংশে ঠিক যুগ্মই মত সুদর্শন কুমার অজ, বিনয়ান্বিত ভোক্তাচরণ কর্তৃক প্রদর্শিত সেই সুরম্য ও মনোহর পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল—মুগ্ধমান মদনদেব যেন বাল্যকালের পর, সুরম্য যৌবন-দশায় উপনীত হইলেন ॥ ৬৩ ॥

রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারত হইতে রাজপুত্র সমবেত হইয়াছেন, কুমার অজও আসিয়াছেন, অভিলাষ—সেই কুমারীকুল-রত্ন ইন্দুমতীর লাভ। তাই সারা রাত্রি অজ সেই পটমণ্ডপে বিন্দ্রভাবে কাটাই-রাছেন। নিদ্রা আর আসে না। শেষে অনেক পরে, আশ্চর্য-চিন্তা পতির অভিপ্রায়বোধে অর্থাৎ আকাজ্ঞাজ্ঞানে অসমর্থ প্রাণহিনীর মত ক্রমে ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবী আসিয়া কুমারের নয়ন-পথ-বন্ধিনী হইলেন ॥ ৬৪ ॥

অনেক দেহীতে নিদ্রিত হওয়ায় কুমারের গাঁত্রোখানে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিল। সারা রাত্রি বৃষ্টি ছটফট, করিয়া কাটাইয়াছেন, এপাশ-ওপাশ করিয়াছেন, তাই তাঁহার কর্ণের মণিময় কুণ্ডলের ঘর্ষণে মংগল স্বরূপে লাঞ্চিত এবং শয্যার আশ্রয়-বস্তুর নিম্নদিকে দেহের চন্দন-কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগ বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। কুমারের এই বিলম্ব দর্শনে, তাঁহার সমবয়স্ক, প্রগল্ভবাক্ বৈভালিক যুবকগণ সেই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি অজকে ভাগ্যবিত্ত কর্ণবর হইয়া নিয়ন্ত্রিত প্রকারে সজ্জীত আরম্ভ করিল ॥ ৬৫ ॥

ভাৎপর্য্য—এই রাত্রির অবসানে ভীষণ-পরীক্ষা। জীবনে এ পর্য্যন্ত কুমার কোথাও কোনো প্রতিযোগিতায় পরাজিত হন নাই। আজ ভারতের সর্বত্র নরেন্দ্রগণের সহিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ যদি অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ হইত, তবে রঘুর পুত্র, প্রিয়দর্শন গন্ধর্ব্বের নিকট হইতে সম্মোহনাত্মকপ্রাপ্ত অজ, কদাচ হয় ত বিমনাঃ হইতেন না। কিন্তু ইহা ত পার্থিব আয়ুধের যুদ্ধ নহে, অপার্থিব আয়ুধধারী অস্ত্রের বন্দপের রাজ্যে এ যুদ্ধ, সুতরাং জয়পরাজয় অনিশ্চিত। যদি পরাজয় ঘটে, যদি রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর স্পৃহণীয় বরমালা কণ্ঠে অর্পিত না হয়, তবে—? তাই সংসার-জীবনের এই প্রথম উবার পূর্ব্বরজনীতে অজ আর ঘুমাইতে পারিলেন না ॥ ৬৪ ॥

সে রজনীতে তাঁহার অবস্থার কি মনোরম চিত্রই কালিদাস নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন!—ইহার তুলনা ইহাই, অজ্ঞাত দুর্লভ। চিন্তাকুল যুবরাজ অর্জুনেতন অবস্থায় সারা নিশি শয্যায় পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ করিয়াছেন। কর্ণবলদ্বী মণিময় কুণ্ডলের ঘর্ষণে কপোল, অঙ্গ—বৈখিক্তবৎ হইয়াছে। শয্যার আবরণবস্ত্র—বা বিছানার চাদর, নিরন্তর পার্শ্বপরিবর্তনে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যুবরাজের অঙ্গরাগ চাদরে লাগিয়াছে, কতক বা উঠিয়াই গিয়াছে। আজ তাঁহার আশার আকাশে কত সুচক্ৰ সৌদামিনী-কুমুদে ডালি সাজাইয়া স্বর্ণময়ী মেঘমালা আসিয়া খেলিতেছে, চারিদিক্ আলোকিত করিতেছে, আবার পরকণ্ঠেই সে হেম-কার্ণধীন তিরোহিত হইতেছে, আর অমনি সারা বিশ্ব প্রগাঢ় অন্ধতমসে ডুবিয়া বাইতেছে। জীবনের এতবড় কঠিন সমস্যা কুমার ইতিপূর্বে আর পড়েন নাই। তাই কুমারের

রাত্রিগতা মতিমতাং বর ! মুঞ্চ শয্যাং ধাত্রা দ্বিধৈব ননু ধৃঙ্খগতো বিভক্তা ।
 তামেকতস্তব বিভক্তি গুরুবিনিদ্রস্তথা ভবানপরধূয়া-পদাবলম্বী ॥ ৬৬ ॥
 নিদ্রাবশেন ভবতাপ্যনপেক্ষ্যমাণা পর্য্যুৎসুকত্বমবলা নিশি খণ্ডিতেব ।
 লক্ষ্মীবিনোদয়তি যেন দিগন্তলম্বী সোহপি তদানন-রুচিং বিজহাতি চন্দ্রঃ ॥ ৬৭ ॥
 তদন্তনা যুগপদ্বিষিতেন তাবৎ সতঃ পরম্পর-তুলামধিরোহতাং দে ।
 প্রস্পন্দমান-পরষেতরতারমন্তশ্চক্ষুস্তব প্রচলিতভ্রমরঞ্চ পদ্ম ॥ ৬৮ ॥
 বৃত্তাং শ্লথং হরতি পুষ্পমনোকহানাং সংসৃজ্যতে সরসিজৈররণ্যং-ভিন্নৈঃ ।
 স্বাভাবিকং পরগুণেন বিভাত-বায়ুঃ সৌরভ্যামীপ্সুরিব তে মুখ-মারুতস্ত ॥ ৬৯ ॥

অর্থঃ।—হে মতিমতাং বর ! রাত্রিঃ গত, শয্যাং মুঞ্চ । ননু ধাত্রা জগতঃ ধৃঃ দ্বিধা এব বিভক্তা । ভব গুরুঃ (পিতা) বিনিদ্রঃ (সন্) ভাম একতঃ বিভক্তি, ভবান্ তথাঃ অপরধূয়াপদাবলম্বী (ভবতি) ॥ ৬৬ ॥

নিদ্রাবশেন ভবতা পর্য্যুৎসুকত্বম অপি নিশি খণ্ডিতা অবলা (নায়িকা) ইব অনপেক্ষ্যমাণা (উপেক্ষ্যমাণা) লক্ষ্মীঃ যেন (চন্দ্রেণ) বিনোদয়তি, সঃ চন্দ্রঃ অপি দিগন্তলম্বী (সন্) (অন্তঃ গচ্ছন্) তদানন-রুচিং বিজহাতি ॥ ৬৭ ॥

তৎ (ভবতা) বস্তনা যুগপৎ তাবৎ উন্মিষিতেন সতঃ দে (অপি) পরম্পরতুলাম অধিরোহতাম্ । (কে ধে ?) অন্তঃ প্রস্পন্দমান-পরষেতর-তারং তব চক্ষুঃ, (অন্তঃ) প্রচলিতভ্রমরং পদ্মং চ ॥ ৬৮ ॥

বিভাত-বায়ুঃ স্বাভাবিকং তে মুখমারুতস্ত সৌরভ্যং পর-গুণেন (অন্তঃপ্রস্রাব-গন্ধেন) ঈপ্সুঃ ইব অনেকহানাং শ্লথং পুষ্পং বৃত্তাং হরতি, অরণ্যং-ভিন্নৈঃ সরসিজৈঃ (সহ) সংসৃজ্যতে (চ) ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ।—কুমার ! তুমি নতিমান্ ব্যক্তিদের অগ্রণী হইয়া কেমন করিয়া এখনও ঘুমাইতেছ ? উঠ, যামিনীর অব-শান হইয়াছে । তুমি কি বিশ্বাস হইয়াছ যে, বিধাতা এই বিরাটু বিশ্বের গুরুভার সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই দুইভাগে ভারের এক দিক্ তোমার কর্মস্বাস্থ্য বৃদ্ধ পিতা সর্বদা নিরলসভাবে বহন করিতেছেন, আর অল্প দিক্ বহন করিবার

একমাত্র তুমিই যোগ্য-পাত্র । সুতরাং তোমার কি এভাবে নিদ্রা শোভা পায় ? ৬৬ ॥

তুমি নিদ্রাদেবীর অঙ্গ-গত হইয়াছিলে, তাই তোমার দেহের কমনীয় কাস্তি রাত্রিকালে, স্বদীপ্য বিম্বহোৎকর্ষায় অধীর হইয়া খণ্ডিতা নায়িকার স্তায়, তোমারই মত নিত্যসুন্দর যে চন্দ্রের দিকে চাহিয়া তোমার দর্শন-বিরহ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়াছিল, ঐ দেখ, সে চন্দ্রও অন্ত-প্রায় । তাহাতে আর তোমার মুখের সে সৌন্দর্য্য এখন নাই । সুতরাং উঠিয়া ঐ অনন্ত-শরণা শোভা দেবীকে রক্ষা কর ॥ ৬৭ ॥

কুমার ! এখনই অরুণ-কর-স্পর্শে কমলদল উন্মীলিত হইবে, তুমিও নয়ন-কমল উন্মীলিত কর । তোমার এবং পদ্মের এই এক সময়ের মনোজ্ঞ উন্মীলনে ঐ উভয়ের কি অপূর্ব সাদৃশ্যই না হইবে ! উন্মেষকালে তোমার নয়নের মধ্যে স্নিগ্ধ ঘন-কৃষ্ণ তারা চঞ্চল হইয়া উঠিবে । আর উন্মেষোন্মুখ কমলের মধ্যেও অবরুদ্ধ ভ্রমর বাহিরে আসিবার জন্ত অস্থির হইয়া পড়িবে ॥ ৬৮ ॥

ঐ দেখ, কুসুম-গন্ধ-স্বরূপিণী কি সুন্দর প্রভাত-বায়ু বহিতেছে ! যেন সে, তোমার সৌগন্ধায়ম্ব স্বাসের স্বাভাবিক সৌরভ-লাভে লোলুপ হইয়া অস্ত্রের নিকট হইতে সেই মৌরভ প্রাপ্তির প্রয়াস পাইতেছে । তাই বৃক্ষের শিথিল কুসুমরাশিকে কেমন ধীরে ধীরে বৃত্ত হইতে অপহরণ করিতেছে ॥ ৬৯ ॥

এই মানসিক ব্যতিক্রম্য পাঠ্য নিগদে বিয়ৎপরিমাণে প্রদর্শিত করিবার উদ্দেশ্যে কবি যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা আশাভ-রিত সাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে । এমন চিত্রে সংস্কৃত সাহিত্যে আর নাই—বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হয় না । ৬৫ ॥

বন্দিপুঞ্জগণ ব্যর্থ-স্তব করিত না ; করিত জানিত না । যাহা সঙ্গত, সত্য, অকৈতব, কণ্ঠ্য, তাহাই তাহার নরপতি-দিগকে সজীভের মেধন-পরিচ্ছদে সাজাইয়া দেখাইত, চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইয়া দিত । তাহার বাবিক-লোভী-চাটুকারের অপার্থক ও অভিরঞ্চিত উক্তি উচ্চারণও করিত না ॥ ৬৬ ॥

তাত্ত্বোদরেষু পতিতং তরুপল্লবেষু নিধৌ ত-হার-গুলিকা-বিশদং হিমাশ্রুতঃ ।
 আভাতি লব্ধ-পরভাগতয়াহরোষ্ঠে লীলাশ্রিতং সদশনাচ্চিরিব ত্বদীয়ম্ ॥ ৭০ ॥
 যাবৎ প্রতাপনিধিরাক্রমতে ন ভানুরহায় তাবদক্ৰণেন তমো নিরস্তম্ ।
 আয়োধনাগ্রসরতাং ত্বয়ি বীর ! যাতে কিং বা রিপুংস্তব গুরুঃ স্বয়মুচ্ছিনতি ॥ ৭১ ॥
 শয্যাং জহতুভয়পক্ষ-বিনীত-নিদ্রাঃ স্তম্বে রমা মুখর-শৃঙ্গল-কষিণস্তে ।
 যেবাং বিভাস্তি তরুণারুণরাগযোগাদ্ ভিন্নাদ্রি-গৈরিক-তটা ইব দন্ত-কোশাঃ ॥ ৭২ ॥
 দীর্ঘেষু মী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডপেষু নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ ! বনায়ু-দেয়াঃ ।
 বক্তেয়াশ্বনা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি লেহানি সৈন্ধব-শিলা-শকলানি বাহাঃ ॥ ৭৩ ॥
 ভবতি বিরল-ভক্তিমূর্নপুশ্পোপহারঃ স্বকিরণ-পরিবেষোদ্ভেদ-শৃঙ্গাঃ প্রদীপাঃ ।
 অয়মপি চ গিরং নন্তুৎ-প্রবোধ-প্রযুক্তামনুবদতি শুকস্তে মঞ্জু-বাক্ পঞ্জরস্থঃ ॥ ৭৪ ॥

অঙ্ক ১।—তাত্ত্বোদরেষু তরুপল্লবেষু পতিতং নিধৌ ত-
 হার-গুলিকা-বিশদং হিমাশ্রুতঃ লব্ধ-পরভাগতয়া (লব্ধোৎকর্ষ-
 তয়া) অরোষ্ঠে ত্বদীয়ং সদশনাচ্চিঃ লীলা-শ্রিতম্ ইব
 আভাতি ॥ ৭০ ॥

প্রতাপনিধিঃ ভানুঃ যাবৎ ন আক্রমতে (ন উদগচ্ছতি),
 তাবৎ অহায় অক্ৰণেন ভ্রমঃ নিরস্তং (ভবতি) । হে বীর !
 ত্বয়ি আয়োধনাগ্রসরতাং যাতে (সতি) ভব গুরুঃ (পিতা)
 রিপুন্ স্বয়ম্ উচ্ছিনতি কিং বা ? ৭১ ॥

উভয়-পক্ষ-বিনীত-নিদ্রাঃ মুখর-শৃঙ্গল-কষিণঃ স্তে স্তম্বে-
 রমাঃ শয্যাং জহন্তি । যেবাং দন্তকোশাঃ তরুণারুণ-রাগ-
 যোগাৎ ভিন্নাদ্রি-গৈরিক-তটাঃ ইব বিভাস্তি ॥ ৭২ ॥

হে বনজাক্ষ ! (কমলাক্ষ !) দীর্ঘেষু পটমণ্ডপেষু
 নিয়মিতাঃ বনায়ু-দেয়াঃ অমী বাহাঃ নিদ্রাং বিহায় পুরোগতানি
 লেহানি সৈন্ধব-শিলা-শকলানি বক্তেয়াশ্বনা মলিনয়ন্তি ॥ ৭৩ ॥

গ্লান-পুশ্পোপহারঃ বিরল-ভক্তিঃ ভবতি, প্রদীপাঃ (৬)
 স্বকিরণ-পরিবেষোদ্ভেদ-শৃঙ্গাঃ (ভবন্তি), অপি চ অয়ং মঞ্জু-বাক্
 পঞ্জরস্থঃ স্তে শুকঃ ত্বৎপ্রবোধ-প্রযুক্তাং নঃ (অস্বাকং) গিরম্
 অনুবদতি ॥ ৭৪ ॥

বক্তার্থ ।—বিধৌত যুক্তাকলের ভ্রায় অমল-ধবল শিশির-
 জলবিন্দু নবপল্লবের রক্তাভ অত্যন্তরভাগে পতিত হইয়া
 কি অপূর্ব শোভাই না ধারণ করিয়াছে ! "কুমার ! তুমি
 যখন বিলাসমধুর মন্দ-হাস্য কর, তখন তোমার আরক্ত
 অরোষ্ঠে দন্তপঙ্ক্তির শ্বেতবস্মি পতিত হওয়ার এমনই
 শোভা হইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

হর্যাদেবের সতত পুরোগামী অক্ৰণ চিরকালের মত
 গজ । ৩৬, ভেজঃ-সিদ্ধ মার্জও উদিত হইবার পূর্বেই সেই
 থল অক্ৰণ তাড়াতাড়ি জগতের অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছে ;
 আর তুমি বীরগণের অগ্রগণ্য এবং সমরক্ষেত্রে সর্বাগ্রগামী
 হওয়া সত্ত্বেও তোমার পিতা কি এই পরিণত বয়সেও শত্রুকুল
 উচ্ছেদ করিবেন ? এ কি সনীতীন ? ৭১ ॥

ঐ শোন—আলান-বদ্ধ তোমার মাতঙ্গগণের শৃঙ্গল-
 কর্ণের ধ্বনি । তাহারা উভয়পার্শ্বের পরিবর্তনের দ্বারা
 নিদ্রা-ভ্যাগপূর্বক শয্যা হইতে উঠিতেছে । তাহাদের শ্বেত-
 কান্তি দন্ত সমূহে তরুণ অক্ৰণের আরক্ত-কিরণ-সম্পাতে মনে
 হইতেছে—তারা যেন কোন পর্বতের ধাতুময় সাহুদেশে
 উৎখাত কেলি করিয়া কিরিয়াছে, নতুবা দন্ত-রাজি এমন
 রঞ্জিত হইবে কেন ? ৭২ ॥

হে কমলাক্ষ ! তোমার শিবিরের দীর্ঘ পটমণ্ডপ-সমূহে
 ঐ দেখ, পারশ্ব-দেশীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি নিদ্রাভ্যাগ-
 পূর্বক তাহাদের পুরঃস্থাপিত লেহন-যোগ্য স্বল্পসৈন্ধব-শিলা-
 খণ্ড সকল মুখগমীরে দ্বারা মলিন করিতেছে ॥ ৭৩ ॥

কুমার ! তোমার অর্চনায় সমাহৃত কুমুদাম, ঐ দেখ,
 পরিগ্লান এবং শিথিল-গ্রস্থি হইয়া পড়িতেছে । দীপশিখা
 এতই নিস্তেজ ও নিশ্চৈতন্য হইতেছে যে, সে আর তার নিজের
 কিরণ-পরিধিও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না । আর
 তোমার পঞ্জরবদ্ধ মঞ্জু-ভাবী শুক—ঐ শোন, তোমাকে
 বিনীত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা যে সমুদয় কথা কহিলাম,
 কেমন স্পষ্টরূপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছে ॥ ৭৪ ॥

ইতি বিরচিত-বাগ্ভির্বান্দি-পুত্রৈঃ কুমারঃ সপদি বিগত-নিদ্রস্তল্লমুজ্জ্বাঞ্চকার ।

মদ-পটু নিনদস্তির্বোধিতো রাজ-হংসৈঃ সুরগজ ইব গাঙ্গং সৈকতং সুপ্রতীকঃ ॥ ৭৫

অথ বিধিমবসায়া শাস্ত্রদৃষ্টং দিবসমুখোচিতমক্ষিতাক্ষি-পক্ষ্মা ।

কুশল-বিরচিতানুকূল-বেষঃ ক্ষিতিপ-সমাজমগাং স্বয়ংবরস্থম্ ॥ ৭৬ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ

অর্থঃ।—ইতি বিরচিত-বাগ্ভিঃ বান্দি-পুত্রৈঃ বিগত-নিদ্রঃ কুমারঃ সপদি তল্লম্ উজ্জ্বাঞ্চকার। (কথমিবা?)—মদ-পটু নিনদস্তিঃ রাজ-হংসৈঃ বোধিতঃ সুপ্রতীকঃ (ভদ্রাখ্যঃ) সুরগজঃ গাঙ্গং সৈকতম্ ইব ॥ ৭৫ ॥

অথ অক্ষিতাক্ষি-পক্ষ্মা (সঃ অজঃ) শাস্ত্রদৃষ্টং দিবসমুখোচিতং বিধিম্ অবসায়া কুশল-বিরচিতানুকূলবেষঃ (সন্) স্বয়ংবরস্থং ক্ষিতিপ-সমাজম্ অগাং ॥ ৭৬ ॥

বঙ্গার্থঃ।—রাজহংসগণের সুমধুর কলধ্বনিতে ভাংগবিত্ত হইয়া ঈশানদিগবাসী সুপ্রতীক-নামক সুরগজ

যেমন গজার শিকভায় তটভূমি পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বৈতালিক-পুত্রগণের পূর্বোক্ত মনোহর বচনপদম্পরায় তৎক্ষণাৎ নিদ্রাত্যাগ-পূর্বক, কুমার অজ শয্যা পরিহার করিলেন ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর মনোজ্ঞ-নয়ন কুমার শাস্ত্রানুসারে প্রাতঃকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিলেন। প্রসাধন-কুশল ব্যক্তিয়া তাঁহাকে পরিণয়ের উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জীভূত করিয়া দিল এবং তিনি প্রসন্ন-হৃদয়ে স্বয়ংবর-সভাসৌনন্দ্যপতিমণ্ডলের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৬ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

স তত্র মঞ্চেষু মনোজ্ঞং-বৈমানিকানাং মরুতামপশ্যদাকৃষ্ট-লীলান্ নরলোক-পালান্ ॥ ১ ॥
 রতেগৃহীতান্নয়েন কামং প্রত্যর্পিত-স্বাঙ্গমিবেশ্বরেণ ।
 কাকুৎস্থমালোকয়তাং নৃপাণাং মনো বভূবেন্দুমতী-নিরাশম্ ॥ ২ ॥
 বৈদৰ্ভ-নির্দিষ্টমসৌ কুমারঃ ক্লৃপ্তেন সোপান-পাথেন মঞ্চম্ ।
 শিলা-বিভঙ্গৈর্মৃগরাজ-শাবস্ত্রজং নগোৎসঙ্গমিবারুরোহ ॥ ৩ ॥
 পরাঙ্কি-বর্ণাস্তরণোপপন্নমাসেদিবান্ রত্নবদাসনং সঃ ।
 ভূমিষ্ঠমাসীতুপমেয়-কান্তির্ময়ূর-পৃষ্ঠাশ্রয়িণা গুহেন ॥ ৪ ॥
 তাসু শ্রিয়া রাজ-পরম্পরাসু প্রভাবিশেষোদয়ত্ননিরীক্ষাঃ ।
 সহস্রধাত্বা বারুচদ্ বিভক্তঃ পরোমুচ্যং পঙ্ক্তিসু বিদ্যাতৈব ॥ ৫ ॥

অর্থঃ—সঃ (স্বঃ) তত্র উপচারবৎসু মঞ্চেষু সিংহ-
 সনস্থান্ মনোজ্ঞং-বৈমানিকানাং মরুতাম্ আকৃষ্টলীলান্
 নরলোকপালান্ অপশ্যৎ ॥ ১ ॥

রতেঃ গৃহীতান্নয়েন কামং প্রত্যর্পিত-স্বাঙ্গং কামম্
 ইব (স্থিতং) কাকুৎস্থম্ আলোকয়তাং নৃপাণাং মনঃ ইন্দুমতী-
 নিরাশং বভূব ॥ ২ ॥

অসৌ কুমারঃ বৈদৰ্ভনির্দিষ্টং মঞ্চং ক্লৃপ্তেন সোপান-
 পাথেন, মৃগরাজশাবঃ শিলা-বিভঙ্গৈঃ তুঙ্গং নগোৎসঙ্গম্ ইব
 আকুরোহ ॥ ৩ ॥

পরাঙ্কি-বর্ণাস্তরণোপপন্নং রত্নবৎ (রত্নখচিতম্) আসনং
 আসেদিবান্ সঃ ময়ূরপৃষ্ঠাশ্রয়িণা গুহেন (গহ) ভূমিষ্ঠং উপমেয়-
 কান্তিঃ আসীৎ ॥ ৪ ॥

তাসু রাজ-পারম্পরাসু শ্রিয়া (কর্তব্য) পরোমুচ্যং
 পঙ্ক্তিসু বিদ্যাতা ইব সহস্রধা বিভক্তঃ প্রভাবিশেষোদয়-
 ত্ননিরীক্ষাঃ আত্মা (শ্রিয়ঃ স্বরূপং) ব্যকৃচ্যৎ—(বিশেষণ
 অণ্ডোতিষ্ট) ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থঃ—রাজকুমার অজ স্বয়ংবরকেত্রে প্রবেশ-
 কালে দেখিলেন, নানাবিধ মহার্ঘ সাঙ-সজ্জায় অলঙ্কৃত
 সমুচ্চ মঞ্চের উপর অপূৰ্ণ বেশভূষায় সজ্জীভূত হইয়া নরেন্দ্র-
 বৃন্দ সিংহাসনে পৃথক পৃথক ভাবে বসিয়া আছেন। বিমান-
 চারী দেবগণের জায় তাঁহাদের কি মনোহর শোভাই না
 অগ্নিয়াছে! ॥ ১ ॥

স্বয়ংবরসভায় প্রবেশোত্তম অজকে দেখিয়া পরিণয়ার্থী
 রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহাদের মনে হইল,—
 হরকোপানলে ভস্মীভূত মদনদেবকে বুঝি ভদ্রীর বিয়োগ-বিধ্বা
 পত্নী রতির কাতর প্রার্থনায় আশু-ভাষ পুনরুজ্জীবিত করিয়া
 দিয়াছেন, তাই সেই রতিপতি এই আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—
 ইহার সমক্ষে ইন্দুমতী-লাভের আশা আমাদের ছুরাশা মাত্র ॥ ২ ॥

সভাস্থল একেবারে নীরব। নরেন্দ্রবৃন্দ স্ব স্ব সিংহাসনে
 সপ্রত্যর্পণ-হৃদয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিদভ-রাজ ভোজ
 কর্তৃক প্রদর্শিত—সুবিহ্বল সোপানপথে কুমার অজ ধৌললিত-
 গতিতে গিয়া সমুচ্চ মঞ্চোপরি উঠিতে লাগিলেন। দেখিয়া
 মনে হইল,—অসম-স্থিত বজুর উপলব্ধিসমূহ বাহিষা দুর্দন
 সিংহশিশু যেন উত্তুঙ্গ পর্কতের অঙ্কে আরোহণ করিতেছে ॥ ৩ ॥

নীল পীতাদি নানা বর্ণের আশ্রয়ে সমাবৃত রত্নখচিত
 সিংহাসনে অজ উপবেশন করিলে, মনে হইল,—দেব-সেবাপতি
 কুমার কান্তিকৈয় ঘেন সহস্রচক্রকর্চাহিত পুচ্ছ-শোভিত ময়ূরের
 পৃষ্ঠে আক্রম হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

নবজল-সমুদ্র খণ্ড খণ্ড মেঘমালায় যেমন একটি বিদ্যুৎস্রোত
 প্রতিচ্ছবি শত শত মূর্তিতে প্রতিকলিত হওয়ায় সে দিকে
 দৃষ্টিপাত করা যায় না,—চক্ষুঃ বালগিয়া যায়, ভ্রূরূপ, সৌন্দর্যের
 অধিষ্ঠাত্রী দেবীও সেই সমবেত সুসজ্জিত রাজকুমারের দেহে
 যুগপৎ পৃথক ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া এমনই প্রভাবিত হই-
 লেন যে,—সে দিকে নেত্রপাত করে,—কার সাধ্য ॥ ৫ ॥

তেষাং মহার্হাসন-সংস্থিতানামুদার-নেপথ্যভূতাং স মধ্যে
ররাজ ধাম্না রঘু-সুহুরেব কল্পদ্রুমাণামিব পারিজাতঃ ॥ ৬ ॥
নেত্রব্রজাঃ পৌরজনস্ত তস্মিন্ বিহায় সর্বান নৃপতীন নিপেতুঃ ।
মদোৎকটে রেচিত-পুষ্পবৃক্ষা গন্ধদ্বিপে বহু ইব দ্বিরেকাঃ ॥ ৭ ॥
অথ স্ততে বন্দিভিরম্বয়ৈঃ সোমার্কবংশে নরদেব-লোকে ।
সঞ্চারিতে চাপ্তুরসারযোনৌ ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ ॥ ৮ ॥
পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধত-নৃত্যহেতো ।
প্রধাত-শব্দে পরিতো দিগন্তাং তূর্য্যস্বনে মূর্ছতি মঙ্গলার্থে ॥ ৯ ॥
মহুয়া-বাহ্য চতুরস্র-যানমধ্যাস্ত কণা পরিবারশোভি ।
বিবেশ মঞ্চাস্তর-রাজ-মার্গং পতিং বরা কৃপ্তবিবাহ-বেবাং ॥ ১০ ॥

অম্বয়।—মহার্হাসন-সংস্থিতানাম উদারনেপথ্যভূতাং
ভেষাং (রাজ্যং) মধ্যে সঃ রঘুসুহুঃ এব কল্পদ্রুমাণাং (মধ্যে)
পারিজাতঃ ইব ধাম্না ররাজ ॥ ৬ ॥

পৌরজনস্ত নেত্রব্রজাঃ সর্বান নৃপতীন বিহায়
তস্মিন্ (রঘুসুহো) নিপেতুঃ । (কবমিব ?)—মদোৎকটে
বহু গন্ধদ্বিপে রেচিত-পুষ্প বৃক্ষাঃ দ্বিরেকাঃ ইব
(নিপেতুঃ) ॥ ৭ ॥

অথ অম্বয়ৈঃ বন্দিভিঃ সোমার্কবংশে নরদেবলোকে
স্ততে (সতি) সঞ্চারিতে (সমুৎসর্গে প্রচারিতে) অগুর-সার-
যোনৌ ধূপে চ বৈজয়ন্তীঃ সমুৎসর্পতি (সতি) (অতিক্রম্য
গচ্ছতি সাত) ॥ ৮ ॥

পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনাম্ উদ্ধত-নৃত্যহেতো
প্রধাত-শব্দে মঙ্গলার্থে তূর্য্যস্বনে পরিতঃ দিগন্তান্ মূর্ছতি
(সতি)— ॥ ৯ ॥

পাতংবরা কৃপ্ত-বিবাহ-বেবাং কণা (ইন্দুমতী) মহুয়া-বাহ্য
পরিবার-শোভি চতুরস্র-যানম্ অধ্যাস্ত (শিবিকাম্ আরহ)
মঞ্চাস্তর-রাজ-মার্গং বিবেশ ॥ ১০ ॥

বক্তার্থ।—কল্পতরুরাজ্যের মধ্যে পারিজাত-পাদপ
যেমন অধিকতর দীপ্ত-সম্পন্ন, তদ্রূপ সেই উজ্জল-পরিচ্ছদ ও
রত্নময়-সংহাসনস্থিত রাজভগ্নের মধ্যে রঘুপুত্র অজও
শরীরের তেজঃপ্রভাবে সর্বাপেক্ষা সমধিক শোভা পাইতে
লাগিলেন ॥ ৬ ॥

স্বয়ংব-দর্শনার্থী সমাগত পৌরজনগণের নয়ন-পঙ্ক্তি,
অপর সকল নৃপতির উপর চাইতে দুগুণে গিয়া অজের
উপর পতিত হইল। যেন কুমুদপূর্ণ বৃক্ষে লীন
অলি-পঙ্ক্তি, অদূরে মদ-জলবর্ষা গন্ধপ্রধান গজরাজকে
পাইয়া তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার উপর
পড়িল ॥ ৭ ॥

অনন্তর রাজভক্তুলের ইতিহাসবিৎ স্ততিপাঠকগণ তূর্য্য-
বন্দীয় এবং চন্দ্র-ংশীর নৃপতিরূপের পরিচয়াদ্বিকা স্ততিগীতি
আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে অগুরু সারমিশ্রিত ধূপের
ধুম উথিত হইয়া মঞ্চশ্রেণীর পতাকাবলী আচ্ছন্ন করিয়া
তুলিল— ॥ ৮ ॥

মাত্রলিক তূর্য্যধ্বনিতে দিগন্ত পরিপূর্ণ হইল, শত
শত শব্দ বাজিয়া উঠিল, সেই তূর্য্যধ্বনিকে জলদেয়
মন্ত্র-ধ্বনি মনে করিয়া প্রাসাদের উপকণ্ঠবর্তী উদ্যানবাসী
শিখাণ্ড-সমূহ পুচ্ছ বিস্তারপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল।
গেল— ॥ ৯ ॥

এমনই আনন্দ-মুগ্ধর শুভক্ষণে,—পরিজন পরিবেষ্টিত
এক চতুর্দোল পরিচরণে বসে লইয়া, সভাস্থলে, মঞ্চশ্রেণীর
মধ্যবর্তী—রাজ-পথে প্রবেশ করিল। রাজকুমারীর বিবাহের
অমুরূপ পরিচ্ছদে বিভূষিত স্বয়ংবরা রাজকন্যা ইন্দুমতী সেই
শিবিকায় সমাসীন ॥ ১০ ॥

তস্মিন্ বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ কত্মাময়ে নেত্রশ্যৈতকলক্ষ্যে ।

নিপেতুরন্তঃকরণৈর্নরেন্দ্রা দেহৈঃ স্থিতাঃ কেবলমাসনেষু ॥ ১২ ॥

তাং প্রত্যভিব্যাক্ত-মনোরথানাং মহীপতীনাং প্রণয়াগ্রদৃত্যঃ ।

প্রবাল-শোভা ইব পাদপানাং শৃঙ্গারচেষ্টা বিবিধা বভূবুঃ ॥ ১২ ॥

কশ্চিৎ করাত্যামুপগৃঢ়নালমালোল-পত্রাভিহত-দ্বিরেফম্ ।

রজোভিরন্তঃপরিবেষবন্ধি লীলারবিন্দং ভ্রমরাঞ্চকার ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ—নেত্র-শ্যৈতক-লক্ষ্যে কত্মাময়ে তস্মিন্ বিধাতুঃ বিধানাতিশয়ে নরেন্দ্রাঃ অন্তঃকরণৈঃ নিপেতুঃ, আসনেষু কেবলং দেহৈঃ (এব) স্থিতাঃ (আসন্) । (দেহান্ অপি বিশ্বস্তা তত্র কত্মারত্রে এব দন্তচিন্তাঃ বভূবুঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১২ ॥

তাং (ইন্দুমতীং) প্রতি অভিব্যক্তমনোরথানাং মহীপতীনাং প্রণয়াগ্রদৃত্যঃ বিবিধাঃ শৃঙ্গারচেষ্টাঃ পাদপানাং প্রবালশোভাঃ ইব বভূবুঃ ॥ ১২ ॥

কশ্চিৎ (রাজা) করাত্যাম্ উপগৃঢ়নালম আলোল-পত্রাভিহত-দ্বিরেফম্ অন্তঃপরিবেষবন্ধি লীলারবিন্দং ভ্রমরা-ঞ্চকার ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ—সৃষ্টিনিপুণ বিধাতার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সেই চরম পরিণতিরূপিণী ইন্দুমতীর প্রতি শত শত নেত্র নির্নিমেঘভাবে নিবন্ধ হইল, আর স্বঃস্বরাধী নৃপতিগণ তাঁহাদের দৃশ্য বর্ণনার অতীত । তাঁহারা চক্ষুঃ কর্ণনাসিক

প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত যেন গিয়া সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী প্রতিমার প্রাস্তে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর তাঁহাদের প্রাণহীন শবদেহ অসাড়াভাবে স্ব স্ব সিংহাসনে যেন পড়িয়া রহিল ॥ ১২ ॥

কিয়ৎপরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অসহিষ্ণু রাজন্তগণ ইন্দুমতী-লাভে একান্ত অভিলাষ নিবন্ধন, অলভ্য-প্রভৃতির দ্বারা নানারূপ মানসিক-বিকার প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহাদের ধারণা—সেই সকল অলভ্য ইন্দুমতীর নিকটে প্রণয়জ্ঞাপনের প্রথম দূত্বিকার কার্য্য করিবে । পাদপরাঞ্জির সমীরকম্পিত পল্লবগুচ্ছের দ্বারা তাঁহাদের সেই সব অঙ্গবিক্ষেপ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১২ ॥

কোন রাজা করতলে মৃগাল-ধারণপূর্ব্বক স্বীয় লীলা-পদ্মটি ঘুরাইতে লাগিলেন । চঞ্চল কমলদলে ভ্রমরপঙক্তি আহত হইতে লাগিল এবং পদ্মকোষ-মধ্যবর্তী পরাগ-পটল মণ্ডলা-কার ধারণ করিল ॥ ১৩ ॥

ভাৎপর্য্য—রূপে, গুণে, আভিজাত্যে—সর্বাংশে অতুলনীয় কুমারীকুলকমলিনী ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণে সনাগত নৃপতিবৃন্দের অনেকেই যে অযোগ্য, তাহা বর্তমান একাদশ এবং পরবর্তী দ্বাদশ শ্লোকে কবি অতি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন । চাক্ষু্য বা অসংযমে নারীহৃদয় ভয় করা যায় না । পুরুষের ইন্দ্রিয়-আডনাযুক্ত মানসিক বিকার বা অসহিষ্ণুতা কামিনী-কমলের পক্ষে অকাল-জলদত্যা ॥ ১১ ॥

সুসজ্জিতা রাজপুত্রীকে দেখিয়াই অসহিষ্ণু রাজন্ত-যুবকগণ নানাপ্রকার হীন হাব-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । অসংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন । “শৃঙ্গার-চেষ্টা” এই একটি শব্দের দ্বারা কবির কবি কালিদাস দেখাইতেছেন যে, রাজন্তবৃন্দ তাঁহাদের যে শারীরিক চেষ্টা বা প্রয়াসের দ্বারা হৃদয়ের পবিত্র প্রেম প্রকটিত করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, উহা সেই স্বর্গীয়, দেবারাধ্য পবিত্র প্রেম নহে । উহা ভাহার কদর্য্য অলুপ্তি মাত্র । উহা অমৃত নহে ; হলাহল । রস নহে ; রসাতল ॥ ১২ ॥

আমার কর-গত এই লীলা-পদ্মের মত, তোমার কর-গত আমাকে যখন যেভাবে ইচ্ছা, তুমি পরিচালিত করিও । এই কুট অভিপ্রায় প্রকাশে ব্যস্ত হইয়া ইনি লীলা-কমল ঘুরাইতে লাগিলেন । কিন্তু ফল বিপরীত হইল । সভামধ্যে নিরন্তর কর-কম্পন একটা মন্দ লক্ষণ । এরূপ চকলের সম্পর্ক নিম্নয়োজন ও অনভিপ্রেত ভাবিয়া রাজপুত্রী পরাভুত হইলেন ॥ ১৩ ॥

বিস্তম্ভংসাদপরো বিলাসী রত্নালুবিদ্বাদ-কোটিলগ্নম্ ।
 প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং নিনায় সাচীকৃতচাক্ৰবক্তৃঃ ॥ ১৪ ॥
 আকুক্ষিতাগ্রাজুলিনা ততোহম্ভঃ কিঞ্চিং-সমাবৰ্জিত-নেত্র-শোভঃ ।
 তিৰ্য্যগ্-বিসংসর্পি-নখ-প্রভেদ পাদেন হৈমং বিলিলেখ পীঠম্ ॥ ১৫ ॥
 নিবেশ্য বামং ভুজমাসনার্দ্ধে তৎ-সম্মিবেশাদধিকোন্নতংসঃ ।
 কশ্চিৎ বিরক্ত-ত্রিক-ভিন্ন-হারঃ সূক্ষ্মং-সমাতাষণতংপরোহভূৎ ॥ ১৬ ॥
 বিলাসিনী-বিস্রম-দন্ত-পত্রমাপাণ্ডরং কেতকবর্হমম্ভঃ ।
 প্রিয়া-নিতম্বোচিত-সম্মিবেশৈবিপাটয়ামাস যুবা নখাগ্রৈঃ ॥ ১৭ ॥

অঙ্কন।—বিলাসী অপরঃ (রাজা) অংগাৎ বিস্রমং কেয়ুরে বিজড়িত ঋজু-লম্বিত কণ্ঠহার স্ব্যাহানে সম্মিবেশিত করিলেন ॥ ১৪ ॥

উৎকৃষ্য সাচীকৃত-চাক্ৰবক্তৃঃ (সন্) যথাবকাশং (স্বস্থানং) কোন নয়পতি আনন্ত-মন্তকে বক্র-দৃষ্টি দ্বারানয়নের নিনায় ॥ ১৪ ॥

ভতঃ (পূর্বোক্তাং) অম্ভঃ (রাজা) কিঞ্চিং-সমা- সৌন্দর্য্য যেন বর্দ্ধিত করিয়াই, কুক্ষিত অঙ্গুলির অগ্রভাগ বৰ্জিত-নেত্র-শোভঃ (সন্) আকুক্ষিতাগ্রাজুলিনা তিৰ্য্যগ্- স্বর্ণময় পাদ-পীঠে কত কি লিখিতে লাগিলেন। তদীয় বক্রীকৃত অঙ্গুলির নখরাদি তিৰ্য্যগ্-ভাবে ইতস্ততঃ বিসর্পিত বিলিলেখ ॥ ১৫ ॥

কশ্চিৎ (রাজা) বামং ভুজম্ আসনার্দ্ধে নিবেশ্য ভৎসমি- কোন রাজা আবার নিজের আসনার্দ্ধে বামহস্তে ভর দিয়া বামহস্ত অধিক উঁচু করিয়া বা-দিকের এক বস্তুর সহিত বেষাৎ অধিকোন্নতংসঃ (সন্), বিরক্ত-ত্রিক-ভিন্ন-হারঃ (সন্ চ) আলপ জুড়িয়া দিলেন। ঐরূপে দেহের একাংশ উন্মিত সূক্ষ্মং-সমাতাষণতংপরঃ অভূৎ ॥ ১৬ ॥

যুবা অম্ভঃ (কশ্চিৎ) বিলাসিনী-বিস্রম-দন্তপত্রম্ আপাণ্ডরং উপর আসিয়া লুটিয়া পড়িতে লাগিল ॥ ১৬ ॥
 কেতকবর্হং প্রিয়া-নিতম্বোচিত-সম্মিবেশৈঃ নখাগ্রৈঃ বিপাটয়- প্রিয়ভবার নিভষদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিতে সুপটু স্বকীয় মাস ॥ ১৭ ॥

বক্তার্থ।—অম্ভ কোন বিলাস-প্রিয় রাজা আবার প্রেমসীর সোহাগের প্রধান ভূষণ দন্তপত্র-রূপ কেতক-দল বিচারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

ভাৎপর্য্য।—প্রালম্ব বা ঋজু-লম্বিনী শ্রক্ উৎক্ষেপণচ্ছলে এই নৃপতি জানাইতেছেন যে, এইভাবে তোমাকে আমি আলিঙ্গন করিব। কিন্তু ইন্দুমতী ভাবিলেন,—ইহার অঙ্গে হয় ত এমন গোপনীয় কিছু আছে, যাঁহা হার দিয়া আবৃত করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

আমার মত ভূমিও তোমার পাদপদ্মের অঙ্গুলিগুলি কৌশলে আকুক্ষিত করত অস্ত্রের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আমার নিকটে এস—এই দৃঢ় অভিপ্রায়ে রাজা ঐরূপ পদাঙ্গুলির দ্বারা হৈম পাদপীঠে “আঁকচোথ” পাড়িতে লাগিলেন। ভূতলে ঐভাবে “আঁকচোথ” পাড়া একটা ঘোর দুর্লক্ষণ, সুতরাং এ রাজা সর্বথা পরিত্যাগ্য—ভাবিয়া রাজপুত্রী সরিয়া গেলেন ॥ ১৫ ॥

যদি ভূমি প্রসন্ন হও, তবে, এইভাবে নিশিদিন তোমাকে আমার বামাঙ্গে বসাইয়া রহন্তালাপ করিব,—এই অভিপ্রায়ে রাজা ঐরূপ ঘাড় বাঁকাইয়া অস্ত্রের সহিত আলোপ করিতে লাগিলেন।—কিন্তু,—এ কি ? আমাকে দেখিয়াই মুখ ফিরাইলেন। এ আবার কেমন রসিক ?—ভাবিয়া রাজনন্দিনী মনে মনে বিরক্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

নিভষিনি। নিভষদেশে এমনই নখক্ষতচাতুর্ঘ্যে ভোমার চিত্তবিনোদন করিব, এই কথা আভাসে জানাইবার নিমিত্ত রাজা কেতকী-পত্র-বিদারণ করিতে লাগিলেন। নিয়ত তৃণাদিচ্ছেদনকারী এই যুবা বড়ই কুলক্ষণাক্রান্ত—ভাবিয়া রাজপুত্রীও মুখ ফিরাইলেন ॥ ১৭ ॥

কুশেশয়াতাত্রতলেন কশ্চিৎ করেন রেখাধ্বজ-লাঞ্ছনেন ।
 রত্নাঙ্গুলীয়প্রভয়াহুবিদ্ধাহুদীরয়ামাস সলীলমক্ষান্ ॥ ১৮ ॥
 কশ্চিৎ যথাভাগমবস্থিত্তেহপি স্ব-সন্নিবেশাদ্ ব্যতিলজ্জ্বনীব ।
 বজ্রাংগু-গর্ভাঙ্গুলিরক্ষু মেকং ব্যাপারয়ামাস করং কিরীটে ॥ ১৯ ॥
 ততো নৃপাণাং শ্রুতবৃত্ত-বংশা পুংবৎ প্রগল্ভা প্রতিহার-রক্ষী ।
 প্রাক্ সন্নিকর্ষণং মগধেশ্বরস্ত নীত্বা কুমারীমবদৎ সুনন্দা ॥ ২০ ॥
 অসৌ শরণ্যঃ শরণোন্মুখানামগাধসত্ত্বো মগধ-প্রতিষ্ঠঃ ।
 রাজা প্রজারঞ্জন-লব্ধ-বর্ণঃ পরস্তপো নাম যথার্থনামা ॥ ২১ ॥

অঙ্কন ।—কশ্চিৎ (রাজা) কুশেশয়াতাত্রতলেন রত্নখচিত অঙ্গুরীয়কের কাষিক্‌ছটায় পাশকগুলি সমুজ্জ্বল রেখাধ্বজ-লাঞ্ছনেন করেন রত্নাঙ্গুলীয়-প্রভয়া অহুবিদ্ধান্ অক্ষান্ হইয়া উঠিল ॥ ১৮ ॥
 সলীলম্ উদীরয়ামাস ॥ ১৯ ॥

কশ্চিৎ (রাজা) যথাভাগম্ (যথাস্থানম্) অবস্থিতে অপি স্ব-সন্নিবেশাৎ ব্যতিলজ্জ্বনি ইব (স্বস্থানাৎ চলিতে ইব) কিরীটে বজ্রাংগুগর্ভাঙ্গুলিরক্ষু ম্ একং করং ব্যাপারয়ামাস ॥ ২০ ॥

ততঃ নৃপাণাং শ্রুতবৃত্ত-বংশা পুংবৎ প্রগল্ভা সুনন্দা (তন্মায়িকা) প্রতিহার-রক্ষী প্রাক্ কুমারীং ইন্দুমতীং মগধেশ্বরস্ত সন্নিকর্ষণং নীত্বা অবদৎ ॥ ২০ ॥

অসৌ রাজা শরণোন্মুখানাং শরণ্যঃ অগাধসত্ত্বঃ মগধ-প্রতিষ্ঠঃ প্রজারঞ্জন-লব্ধবর্ণঃ পরস্তপঃ নাম (প্রসিদ্ধঃ) যথার্থ-নামা (ভবতি) ॥ ২১ ॥

বক্তার্থ ।—সৌভাগ্য হচক রেখাধ্বজ-চিহ্ন-যুক্ত স্তোত্রোৎপলবৎ আরক্ত করতলের দ্বারা কোন নৃপতি বা কত প্রকার ভক্তসহকারে পাশার দান দিতে লাগিলেন । তদীয়

কোন রাজা আবার, যথাস্থানে স্থাপিত থাকে সবেও, যেন কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুত হইয়াছে,—এমনই তাব দেখাইয়া সহস্রে মন্তকের রত্নময় কিরীটটি তুলিয়া ঠিক করিয়া বসাইতে লাগিলেন । কিরীট খচিত উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের প্রভায় তাঁহার অঙ্গুলীর রক্ত-সমূহ পরিপূর্ণ হইল ॥ ১৯ ॥

অনন্তর রাজজগণের কুল, শ্রীল, বীর্ষ্য, অবদান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞা দ্বারপালিকা সুনন্দা কুমারী ইন্দুমতীকে সর্কাগ্রে মগধেশ্বরের নিকটে লইয়া গিয়া বাগ্মী পুরুষের ভ্রায় প্রগল্ভভাবে বলিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

রাজনন্দিনি ! এই রাজা অত্যন্ত শরণাগতবৎসল এবং অতীব গম্ভীর-প্রকৃতিক । মগধরাজ্যে ইহার প্রচুর আধিপত্য, প্রজারঞ্জে ইহার ভ্রায় বিচক্ষণ অতি কমই দেখা যায় । ইনি নামে পরস্তপ, কার্যেও পরস্তপ (শক্রতাপন) ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য ।—এই প্রকার অক্ষ-কৌড়াদির দ্বারা নিয়ত তোমাকে আমি প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিব—রাজা এই গুঢ় অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্য পাশার দান দিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ফল দিস্ত হইল বিপরীত । কি করিয়া এবং কখন পাশা খেলিতে হয়, তাহাও, দেখিতেছি ইনি জ্ঞানেন না ; এই কি পাশা-খেলায় সময় ?—তাবিয়া ইন্দুমতী মনে মনে উপেক্ষার হাসি হাসিলেন ॥ ১৮ ॥

কিরীটের ভ্রায় আমার পরমশ্রদ্ধার বস্তু তুমি । তোমাকে নিয়ত মাথায় করিয়া রাখিলেও আমার ভারবোধ বা বিরক্তি-জ্ঞান হইবে না,—রাজার এই অভিপ্রায় । কিরীটে কর-স্পর্শের ফলে—স্বয়ংবারাধিনী ইন্দুমতী ভাবিলেন, বিবাহ-সভায় আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসেন—ইনি আমার কেমন প্রার্থী ? ॥ ১৯ ॥

“মগধ-প্রতিষ্ঠা”—এই কথায় চাতুর্যময়ী সুনন্দা অতি সূক্ষ্মপণে এই রাজার প্রকৃত অবস্থাটা খুলিয়া দেখাইলেন । মগধেই ইহার স্ব-কিছু প্রতিষ্ঠা,—নাম, বংশ ইত্যাদি । অর্থাৎ স্বরাজ্যের বাহিরে ইহার তেমন কোন অবদানের পরিচয় নাই । কলিকাঠা কালীঘাটের গঙ্গা (বা বর্তমান টালিস নাল) কাথ্যতঃ একটা আবর্জ্ঞানাবাহী শুষ্কপ্রায় খাত-মাত্র হইলেও “আদিগঙ্গা” বলিয়া পোন্ হিন্দু তাহাকে না পবিত্র মনে করেন ? সেইপ্রকার ভারতের শীর্ষস্থানীয় মগধ-সাম্রাজ্যে যতই বেন দুর্গত উৎক না,—প্রকৃত রাজসম্মান সর্কাগ্রে সেই সাম্রাজ্যের সম্রাটকে না দেখাইলে বোঝ অজায় হয় । তাই সুনন্দা প্রথমেই তাঁহার পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইল । রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ বঙ্গদেশে বধন আসিয়াছিলেন,

কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোহিত্রে রাজস্বতীমাত্রনেন ভূমিম্।

নক্ষত্র-তার-গ্রহ-সঙ্কলপি জ্যোতিষ্যতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ ॥ ২২ ॥

ক্রিয়া-প্রবন্ধাদয়মধ্বরাণামজস্রমাতৃতসহস্রনৈত্রঃ ।

শচ্যাশ্চিরং পাণ্ডুকপোল-লম্বান্ মন্দারশৃঙ্গানলকাংশচকার ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ—অত্র নৃপাঃ কামং সহস্রশঃ সন্তু, ভূমিম্ ইহাকেই বুঝায়। ভাবিয়া দেখ,—শত সহস্র ভাস্বর নক্ষত্র-
অনেন রাজস্বতীম্ আতঃ। (ভবাহি) নক্ষত্র-তার-গ্রহসঙ্কলপি গ্রহ-জ্যোতিষ্যতী আকাশে উদ্ভিত হইলেও ভাস্বরী রাজনী
অপি রাত্রিঃ চন্দ্রমসা এব জ্যোতিষ্যতী (ভবতি, ন অত্রেন কিস্ত এক চন্দ্রগার দ্বারাই আলোকময়ী হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥
জ্যোতিষ্য) ॥ ২২ ॥ ইনি নিরন্তর নানাপ্রকার যাগযজ্ঞ করিয়া থাকেন এবং

অয়ং (পরম্পরঃ) অধ্বরাণাং ক্রিয়াপ্রবন্ধাৎ অজস্রম্ আতৃত- দেবরাজ ইন্দ্র আহুত হইয়া প্রায় সর্বদাই ইহার যজ্ঞস্থলে
সহস্রনৈত্রঃ (সন্) চিরং শচ্যাঃ অলকান্ পাণ্ডুকপোল-লম্বান্ উপস্থিত থাকেন। তাই বিরহ-মলিনা ইন্দ্রপ্রিয়া শচীদেবীর
মন্দার-শৃঙ্গান্ (চ) চকার ॥ ২৩ ॥ কপোল বিরহ-দুঃখে পাণ্ডুবর্ণ দারণ করে এবং তত্পরি অসং-

বজ্রার্থঃ—অত্র সহস্র সহস্র নরশক্তি বিত্তমান যত চূর্ণ-কুস্তল লম্বমান হইয়া পড়ে, তাহাতে আর পূর্কের
থাকিলেও পৃথিবীতে প্রকৃত সুশাসক রাজা বলিতে কিস্ত মত পারিজাত-কুমুম শোভা পায় না ॥ ২৩ ॥

তখন তাঁহার নিকটে অর্থসম্পদে ও অজ্ঞাত নানাবিধে গরিষ্ঠ বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ প্রভৃতিকে,—বাংলা-বিহার উড়িষ্যা
শেষ নবাব-নাঞ্জিমের ক্ষীণ-রশ্মিরূপে পরিচিত মুরসিদাবাদের নবাব বাহাদুরই প্রথম “অফিসিয়াল” ভাবে পরিচিত করিয়া
স্বয়ং অতীত গৌরবের কথঞ্চিৎ উপভোগ করিয়াছিলেন। আবার সম্রাটের নিকটে প্রাদেশিক শাসনকর্তাও, অতীত স্মরণ-
পূর্বক, এই মুরসিদাবাদের নবাবকেই সর্বপ্রথমে পরিচিত করিয়া দিয়া, ভদীয় পূর্বকর্তন রাজবংশের মূণ্ড গৌরবের মর্যাদা রক্ষা
করিয়াছিলেন। সর্বত্র সর্বকালেই এই প্রথা প্রচলিত। আপাত-দৃষ্টিতে সুনন্দার উক্তি মগধেশ্বরের অমূল্য বলিয়া প্রতীত
হইলেও, বস্তুগত্যা ইহা তাঁহার ঘোর প্রতিকূল ॥ ২১ ॥

প্রগল্ভা সুনন্দার কণ্ঠবীণার সুর আরও উচ্চতর গ্রামে উঠিল। সে কহিল,—সত্য বটে, আরও অনেক বড় বড় রাজা
আছেন,—কিন্তু প্রকৃত রাজা বলিতে ইহাকেই বুঝায়। যত শুদ্ধই হউক না কেন,—ভগ্নবৈধের খাত বলিতে এই টালিস্
নালাকেই বুঝিতে হয়। ব্যবসায়ী বণিকদিগের কর্তিত ঐ শুদ্ধপ্রবাহীকে কেহ ভাগীরথী বলে না ॥ ২২ ॥

বিবরণঃ—মগধঃ—প্রধানতঃ বর্তমান বিহার-প্রদেশের অতি প্রাচীন নাম। সর্বপ্রথম, অথর্ববেদে (৫, ২২,
১৪) “মগধেভ্যঃ” বলিয়া মগধ-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণের বালকাণ্ডের ৩২শ অধ্যায়ে সপ্তম হইতে দশম
শ্লোক পর্যন্ত মগধের কতকটা পরিদ্রুত পরিচয় আছে। বসুনাথ এক নৃপতি গিরিব্রজপুরে (বা বর্তমান রাঙ্গগৃহে)
মগধের রাজধানী স্থাপন করেন (ঐ ঐ)। মহাভারতেও মগধ এবং গিরিব্রজপুরের উল্লেখ আছে। (মহা, সভা, ২৪
শ অঃ, শ্লোক ১০ এবং ২২)। শৌনদ মগধের পশ্চিম সীমা। জয়সিংহের সময়েও গিরিব্রজপুর ইহার রাজধানী ছিল।
পরে অজাতশত্রু কর্তৃক “পাটলীগ্রাম” নামক সামান্য একটি জনপদে মগধের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। বুদ্ধদেবের
সমসাময়িক এই অজাতশত্রুই পাটলীপুত্রের অশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। কিন্তু বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণসারে অজাতশত্রুর
পৌত্র উদয়শ্রী রাজগৃহ হইতে রাজধানী পাটলীপুত্রে আনয়ন করেন। (বায়ু ২য় খণ্ড, অঃ ৩৭, ৩৬৯ এবং বিষ্ণু পুঃ ৪র্থ
অঃ, ২৪) এক সময়ে কাশ্মীর-বাহিনী গঙ্গার দক্ষিণ দিক দিয়া মুন্ডের ও আরও দক্ষিণে—সিংহভূম পর্যন্ত এই মগধসাম্রাজ্য
বিস্তৃত ছিল। এখনও এই সকল স্থলের পার্শ্ববর্তী জিলার অধিবাসীরা পাটনা এবং গয়া জিলাকে “মগা” নামে আখ্যাত
করিয়া থাকে। ললিতাবস্তুরের ১৭ অধ্যায়ে আছে—গঙ্গাশীর্ষ মগধেরই অন্তঃপাতী। আখ্যায়িকার নিকট “অম্বর” বলিয়া
পরিচিত চের এবং কোল জাতিরাই মগধের আদিম অধিবাসী। ঐতিহাসিক কানিংহাম সাহেবের মতে গুপ্তবংশীয়, মহারাজ-
গুপ্ত খৃঃ ৩১৯ শতকে মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং তদবধিই গুপ্ত সংবৎ প্রচলিত হয়। ডাক্তার ফ্রিট (Corp.
Inscrip. Ind. vol. III. p. 25.) বলেন, খৃঃ ৩২০ শতকে গুপ্তবংশীয় ১ম চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ
করেন, সেই সময় হইতেই গুপ্ত সাল চলিতে থাকে। শেষে হুণগণ কর্তৃক, গুপ্তবংশীয়েরা বহুকাল রাজত্বের পর,
উচ্ছিন্ন হন (N. L. D.) ১১।

অনেন চেদিচ্ছসি গৃহমাণং পাণি বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে।

প্রাসাদ-বাতায়ন-সংশ্রিতানাং নেত্রোৎসবং পুষ্প-পুরাঙ্গনানাং ॥ ২৪

এবং তয়োক্তে তমবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিস্রংসিদূর্বাক্ষ-মধুক-মালা।

ঋজু-প্রণামক্রিয়ৈব তস্মী প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা ॥ ২৫

অনয়ম্।—বরেণ্যেন অনেন (রাজা) পাণি গৃহমাণম্ ইচ্ছসি চেৎ, প্রবেশে (বিবাহাসম্বন্ধে পুরপ্রবেশকালে) প্রাসাদ-বাতায়ন সংশ্রিতানাং পুষ্পপুরাঙ্গনানাং নেত্রোৎসবং কুরু ॥ ২৪ ॥

ভয়া (সুনন্দয়া) এবম্ উক্তে (সতি) তম্ (পরম্পরম্) অবক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিস্রংসিদূর্বাক্ষমধুকমালা ভয়ী (ইন্দুমতী) এনম্ (রাজানম্) অভাষমাণা (সতী) ঋজু-প্রণামক্রিয়য়া (ভাবশূন্য) এব প্রত্যাদিদেশ ॥ ২৫ ॥

বজ্রার্থ।—রাজ-পুত্র! এই বরণীয় মগধরাজ কর্তৃক পাণি-পীড়ন যদি তোমার অভিলষিত হয়, তবে পরিণয়ের

পর শোভাযাত্রা করিয়া যখন পাটলীপুত্র নগরে মহাসমারোহে প্রবেশ করিবে, তখন তত্রত্য প্রাসাদ-সমূহের গবাক্ষদেশে দাঁড়াইয়া কত সুনন্দা ললনারা তোমার কমণীয় কাস্তি দর্শনে নরন সার্থক করিবে ॥ ২৪ ॥

সুনন্দার বাব্যাবসানে কুশাদী ইন্দুমতী সেই পরম্পর-নামা নৃপতির দিকে একবার চাহিয়াই একটি ভাব-শূন্য প্রণাম দিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রণামকালে তাঁহার কণ্ঠ-লম্বিত, দুর্বাখচিত মধুক-কুমুমের মালা একটু বিসর্পিত হইয়া পড়িল ॥ ২৫ ॥

ভাৎপর্য্য।—প্রতিভাবতী ইন্দুমতী সুনন্দার এই সবল শরীরমণ্ডিত ঔষধের ভীত্ব যে না বুঝিয়াছিলেন, তাহা নহে। তবুও সুনন্দা দক্ষ চিকিৎসকের হায়ে আর একমাত্র ঔষধ প্রয়োগ করিল, কহিল—ইনি সর্বদাই যাগযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত থাকেন। ইন্দুমতী যদি সন্ধ্যামিনী ব্রহ্মচারীর হায়ে দিন-রাত্রি জপতপহোম লইয়াই থাকিতে চান, তবে এই তাঁহার নাহিলে সুযোগ। ক্রমে—আরও ভীত্বতর ঔষধ। পতিপত্নীর প্রথম মিলনকালে,—বিবাহ-ক্ষেত্রে ইন্দু-প্রিয়া শচীর আবির্ভাব না হইলে—সুশৃঙ্খলভাবে পরিণয় সম্পন্ন হয় না। সুতরাং পরিণয়ার্থিনী ইন্দুমতীর একান্ত প্রার্থিত যে শচী, সেই অনন্ত-যৌবনা সুনন্দা-কুলশিরোমণি শচীদেবীর ইনি চুর্দিশার চূড়ান্ত করিয়াছিলেন। পতি থাকিতেও তাঁহাকে একপ্রকার চিরদম্বীভূত করিতেছেন। ইন্দুকে যাগযজ্ঞের প্রলোভনে ডুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাই সেই স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বরীর মুখচ্ছবি পাণ্ডুবর্ণ কেশকলাপ অঙ্গযত ও তাঁহার বড় সাধের নন্দন-কুমুমে বর্জিত। যে পুরুষ এরূপ কাজ করিতে পারে, কোন্ মনস্বিনী নারী তাহাকে অভিদাষ করেন? কেহই করেন না ॥ ২৬ ॥

এইবার একেবারে সপ্তমে চড়াইয়া সুনন্দা কণ্ঠধ্বনি করিল, বলিল,—এই নৃপতিকর্তৃক তোমার স্বরগ্রহণ যদি অভিলষিত হয়, ভালই ত; প্রস্তুত হও। তোমার নিজের সৌভাগ্যের কথা বলিতে চাই না। কিন্তু বিবাহের পর এই রাজার সহিত যখন রাজধানী কুমুমপুরে প্রবেশ করিবে, তখন সেই নগরবাসিনী ভামিনীরা তোমায় দেখিয়া পরম তৃপ্তি পাইবে। সুনন্দা! তোমার এই নবীন সৌন্দর্য্যে তাহাদের চোখ জুড়াইয়া যাইবে। অন্ততঃ তোমার এই অল্পম লাভে তাহাদেরও ত তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারিবে। এ কি একটা কম নিঃস্বার্থ লাভ? রূপসী তুমি, এ অংশে তোমার রূপের কতকটা সার্থকতা ঘে হইবে, তাহা অস্বীকার করা চলে না ॥ ২৪ ॥

সুনন্দার এই ব্যাঙ্গভাষিতে ইন্দুমতীর দিব্যজ্ঞান হইল। তিনি করিতে হয় তাই সোজাসজি, নিয়ম-রক্ষা-কল্পে, একটি ভাবশূন্য প্রণামের দ্বারা মগধ-রাজের সম্মান রক্ষা করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিররণ।—**পুষ্পপুর।**—বর্তমান পাটনা-সহর। প্রাচীন পাটলীপুত্র-নগরের ইহা এক অতি সমৃদ্ধিশালিনী পল্লী ছিল। রাজকীয়র ধনবান ব্যক্তিগণ এই পল্লীতেই বাস করিতেন এবং ইহাই পুষ্পপুর, কুমুমপুর প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইত। ‘ইন্দুর’ এই কুমুমপুরেরই অপভ্রংশ। এই স্থানেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মগধরাজের অতুল প্রাসাদাবলী বিস্তারিত ছিল ॥ ২৪ ॥

তাং সৈব বেত্র-গ্রহণে নিযুক্তা রাজাস্তুরং রাজ-সুতাং নিনায় ।

সমীরণোথব তরঙ্গলেখা পদ্মাস্তুরং মানস-রাজ-হংসীম্ ॥ ২৬ ॥

জগাদ চৈনাময়মঙ্গনাথঃ সুরাঙ্গনাপ্রার্থিত-যৌবন-ক্ৰীঃ ।

বিনীত-নাগঃ কিল সূত্র-কারৈরৈঙ্গং পদং ভুমিগতোহপি ভুঙ্ক্তে ॥ ২৭ ॥

অনেন পর্য্যাসয়তাশ্চাবিন্দুন্ মুক্তাফল-স্থূলতমান্ স্তনেষু ।

প্রত্যর্পিতাঃ শক্রবিলাসিনীনামুন্মুচ্য সূত্রেণ বিনৈব হারাঃ ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ ।—সী এবং বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা সুনন্দা তাং রাজসুতাং, সমীরণোথব তরঙ্গলেখা মানসরাজ-হংসীঃ পদ্মাস্তরম্ ইব রাজাস্তুরং নিনায় ॥ ২৬ ॥

এনাম্ (ইন্দুমতীঃ) জগাদ চ—সুরাঙ্গনা-প্রার্থিত যৌবনক্ৰীঃ অয়ম্ অঙ্গনাথঃ সূত্রকারৈঃ বিনীত-নাগঃ (সন্) কিল ভুমিগতঃ অপি ঐঙ্গং পদং ভুঙ্ক্তে ॥ ২৭ ॥

শক্রবিলাসিনীনাং স্তনেষু মুক্তাফলস্থূল-তমান্ অশ্রাবিন্দুন্ পর্য্যাসয়তা (প্রস্তারয়তা) অনেন উন্মুচ্য (আক্ষিপ্য) সূত্রেণ বিনা হারাঃ এবং প্রত্যর্পিতাঃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ ।—তখন সেই স্বর্ণবেত্রধারিণী প্রতিহারী সুনন্দা,—সমীর-সমুখিতা তরঙ্গমালা যেমন মানস-বিহারিণী রাজ-হংসীকে এক পদ্ম হইতে অস্ত্র পদের নিকট লইয়া যায়,

তজপ, সেই রাজসুত্ৰগণের গানস-চারিণী রাজ-নন্দিনীকে অস্ত্র এক রাজার নিকটে লইয়া গেল এবং,— ২৬ ॥

ইন্দুমতীকে কহিল,—সুন্দরি! ইনি অঙ্গদেশের অধিপতি । ইহার অল্পময় যৌবনের লালিত্যে বিমুগ্ধ হইয়া সুর কামিনীরা পর্য্যস্ত ইহাকে কামনা করেন । গজশাস্ত্রবিশ্ব পালকাদি মহর্ষিগণ স্বয়ং ইহাকে গজাদি-বিষয়ে পাণ্ডিত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, (অথবা,—ইহার গজদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন) । সুতরাং ইনি মর্ত্যে থাকিয়াও, একপ্রকার স্বর্গের ইন্দ্রত্ববৎ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

এই অঙ্গাধিপতি অরিকুল নির্মূল করিয়া তাহাদের পরিত্যক্তভূষণা বিবাহিনী কামিনীদিগের কণ্ঠহার যেন সবলে আচ্ছিন্ন করত তৎপরিবর্তে তাহাদের স্তনমণ্ডলে, বিনাসূত্রে গ্রথিত মুক্তার তায় স্থূলতম অশ্রহার পরাইয়া দিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—এই কবিতায় বাগিনী সুনন্দা ইঙ্গিতে কহিতেছেন যে, সাবধান, ইনি অঙ্গদেশের অধিপতি । নির্মমতার ইনি প্রতিমূর্তি । ইহারই নিরস্তর সমরপ্রিয়তার ফলে কত শত-সহস্র অবলা নিশিদিন কাঁদিয়া কাটাইতেছে, পতিহীনা হইয়া রমণীর কমনীয় কণ্ঠহার, বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়াছে, চক্ষুর জলে তাহাদের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে । নারীর দুঃখে যে বীরের প্রাণ ব্যথিত না হয়, সে ভোমার ছদয়ের রাজা হইবার আযোগ্য ॥ ২৮ ॥

বিবরণ ।—অঙ্গ ।—বর্তমান মুন্সের এবং ভাগলপুর জিলা লইয়া প্রাচীন অঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত, এবং চম্পা বা চম্পাপুরী ইহার রাজধানী ছিল । চাঁদ-সদাগরের “চম্পাই নগর” পরবর্তী কালে ইহারই নামান্তর । এক সময়ে গঙ্গা এবং সরযু সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত অঙ্গরাজ্যের পশ্চিম সীমা বিস্তৃত ছিল । রামায়ণের রোমপাদের এবং মহাভারতের কর্ণের ইহাই সাম্রাজ্য ছিল । রামায়ণের মতে এই অঙ্গরাজ্যেই রুদ্রের নয়ন-বহিতে মদন ভাস্কর্য্য জন্ম হন । শ্রুত জর্জ বার্ড উড্ সাহেবের মতে বীরভূম ও মুরষিদাবাদ প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল । কোনো কোনো ঐতিহাসিক আবার সাঁওতাল পর-গণকেও অঙ্গরাজ্যের অন্তঃপাতী—বলিয়া থাকেন । খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-শতকে বিদ্বিসার কর্তৃক অঙ্গরাজ্য মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় । বিদ্বিসারের পুত্র অঙ্গাভ-ক্ৰ অঙ্গরাজ্যের শাসনকর্তা হইয়া চম্পানগরীতে ইহার রাজধানী স্থাপন করেন । অষ্টম শতাব্দীতে পাল-রাজত্বের স্থাপনিতা গোপালের অঙ্গে অধিপত্য হয় । অঙ্গরাজ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রাক্তি স্থান আছে, তন্মধ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের বারিয়ারপুর স্টেশন হইতে চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম বা ঋষিকুণ্ড ; ভাগলপুর হইতে চার মাইল দূরে কর্ণের দুর্গ কর্ণগড় ; অঙ্গরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী চম্পা বা চম্পাপুরী ; স্থলতানগঞ্জে ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম, মোদগিরি বা মুন্সের ; পাথর-ঘাটার বৌদ্ধ-গুহা-সমূহ, (প্রাচীন-শিলা-সঙ্কম বা বিক্রম-শিলা সঙ্করাম এই স্থানেই অবস্থিত ছিল) ; ভাগলপুরের ৩২ মাইল দক্ষিণে বংশী-নামক স্থানে প্রসিদ্ধ বন্দর-পর্ব্বত ;—এত্ৰুতি দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । (N. L. D.) ॥ ২৭ ॥

নিসর্গভিন্নাস্পদমেকসংস্থমস্মিন্ দ্বয়ং ত্রীশ্চ সরস্বতী চ ।
 কাস্ত্যা গিরা স্নুতয়া চ যোগ্যা ত্বমেব কল্যাণি ! তয়োস্তী তীয়া ॥ ২৯ ॥
 অথাক্সরাজাদবতার্থ্য চক্ষুর্ধাহীতি জ্ঞানামবদৎ কুমারী ।
 নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যক্ দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ ॥ ৩০ ॥
 ততঃ পরং দুশ্প্রসহং দ্বিষন্তিন্ৰূপং নিযুক্তা প্রতিহারভূমৌ ।
 নিদর্শয়ামাস বিশেষদৃশ্যমিন্দুং নবোথানমিবেন্দুমতৌ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।—নিসর্গ-ভিন্নাস্পদং—ত্রীঃ চ সরস্বতী চ—
 (ইতি) দ্বয়ম্ অস্মিন্ (অজনাথে) একসংস্থং (জাতং) ।
 কাস্ত্যা, স্নুতয়া গিরি চ যোগ্যা ত্বম্ এষ—অস্মি কল্যাণি !
 তয়োঃ তৃতীয়া (ভব) ॥ ২৯ ॥

অথ কুমারী (ইন্দুমতী) অক্ষরাজাৎ চক্ষুঃ অবতার্থ্য জ্ঞাত্য
 (মাতৃসখীং) বাহি—ইতি অবদৎ । অসৌ (অক্ষরাজঃ) কাম্যঃ
 ন, (ইতি) ন, (কিস্ত কাম্য এব), সা (কুমারী) সম্যক্ দ্রষ্টুং
 ন বেদ (জানাতি) (ইতি) ন, (দ্রষ্টুং জানাতি এব), (তর্হি
 কথং প্রত্যাখ্যানম্)?—হি (তথাহি) লোকঃ ভিন্নরুচিঃ
 (ভবতি) ॥ ৩০ ॥

ততঃ প্রতিহারভূমৌ নিযুক্তা (সুনন্দা) দ্বিষন্তিঃ দুশ্প্রসহং
 বিশেষ-দৃশ্যং পরং (অন্তঃ রাজানং) নবোথানং ইন্দুম্ ইব
 ইন্দুমতৌ নিদর্শয়ামাস ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—লক্ষ্মী এবং সরস্বতী কদাচ এক স্থানে
 অবস্থান করেন না—এই চিরপ্রবাদের ইনিই ভঞ্জন-কর্তা।
 কেন না, তাঁহারা অবিরোধে এই অজনাথে আকৃষ্ট হইয়া বাস
 করিতেছেন। তাঁহারা দুই জন ত আছে—ই, হে মঙ্গলময়ি।

রূপে লক্ষ্মীর এবং মুহুমধুর বাক্যবিজ্ঞাসে সরস্বতীর সদৃশী
 তুমিও সর্বত্রাংশে ইহারই উপযুক্ত, সুতরাং ইচ্ছা কর ত, সেই
 লক্ষ্মী সরস্বতীর তৃতীয়া সপত্নী হও। সেই দলে গিয়া যোগ-
 দান কর ॥ ২৯ ॥

অনন্তর কুমারী ইন্দুমতী অজ্ঞাধিপতি হইতে নয়ন পরাবৃত্ত
 করিয়া—“চল” বলিয়া সহচরী সুনন্দাকে ইঙ্গিত করিলেন।
 তবে কি অক্ষরাজ ললনার কামনাযোগ্য নহেন? না—তিনি
 সর্বতোভাবেই কমনীয় ছিলেন। তবে কি ইন্দুমতীই সদৃশ
 বিচার করিতে জানিতেন না?—না, তাহাও নহে। সে
 যোগ্যতাও রাজপুত্রীর পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। এ সব
 থাকা সত্ত্বেও কেন এমন হইল?—লোকের কচির উপর
 কাহারও হাত নাই। পাত্রভেদে সর্বত্রই রুচিতেদ
 অপরিহার্য্য ॥ ৩০ ॥

অনন্তর প্রতিহারী সুনন্দা রাজপুত্রী ইন্দুমতীকে
 লইয়া, ত্রিপুরাণের নিভান্ত দুঃসহ, নবোদিত চক্রেয়
 জায় মনোজ্ঞ-দর্শন, অপর এক নৃপতির সমীপবর্তী হইয়া
 কহিল,— ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যপার্থ।—কি জানি,—ইন্দুমতীর চমক ভাবিল কি না,—বুঝিতে না পারিয়া চতুর পরিচারিকা এইবার একেবারে
 “কন্তুরী-ভৈরব” প্রয়োগ করিল, রমণীর সর্বাপেক্ষা অসহ সপত্নীর কথা তুলিল। বেশ ত, ইহার দুইটি ত আছে—ই। তুমি
 যদি ইহাকে মাল্যদান কর, তিনটি হইবে। সুখের চরম হইবে। যে দুইটি আছে, ইনি তাঁহাদের লইয়া একেবারে
 ভবু হইয়া রহিয়াছেন। একটি লক্ষ্মী,—জগতের প্রধান মোহময়ী। বাহাকে ইনি একবার নজর দিয়াছেন, তিনি আর তিনি
 থাকেন না। দিনরাত্রি কি উপায়ে এই লক্ষ্মীর প্রীতি হয়, এক আনা বোল আনা হয়, সেই ভাবনার ব্যস্ত রহেন। আর
 একটি সরস্বতী,—এমন মত্তকারিণী আর নাই। ইহার যিনি শ্রিয়—সংসার তাঁহার নিকট নন্দনবন—তিনি আর কিছুই
 চান না, যদি ইনি একটু কৃপাকটাক্ষে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিদান করেন। এমনই দুইটি ষাঁহার গৃহিণী, সেখানে তোমার ইচ্ছা
 হয়, বাইতে পার। কলাকল তুমিই ভোগ করিবে। তবে মনে রাখিও,—সতীনের ঘর করিতে হইবে। তোমার এমন
 কাস্তি, এমন সুখিষ্ট কথা,—ইহাদের বিভ্রমের চরম হইবে ॥ ২৯ ॥

এই এক “সতীনের” ইঙ্গিতে রাজপুত্রী এতই বিরক্ত হইলেন যে, ইহাকে একটা প্রণাম পর্যাপ্তও করিলেন না। পরি-
 চারিকা যেমন চুপ করিল, অমনি ইন্দুমতীও অত্যন্ত দিকে চক্ষুঃ ফিরাইয়া কহিলেন—“চল”—অর্থাৎ “অন্ততঃ চল যাঁহি।”
 উদ্বেগের কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া! ॥ ৩০ ॥

অবস্তিনাথোহয়মুদগ্রবাহুবিশালবক্ষাস্তমু-বৃত্ত-মধ্যঃ ।

আরোপ্য চক্রভ্রমমুঞ্চতেজাস্ত্রৈব যন্তোল্লিখিতো বিভাতি ॥ ৩২ ॥

অস্ত প্রয়াণেষু সমগ্রশক্তেরগ্রেসরৈবাজিভিরুখিতানি ।

কুর্বন্তি সামন্ত-শিখা-মণীনাং প্রভা-প্ররোহাস্তময়ং রজাংসি ॥ ৩৩ ॥

অসৌ মহাকাল-নিকেতনস্ত বসন্তদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ ।

তমিস্রপক্ষেহপি সহ প্রিয়াভিজ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্ ॥ ৩৪ ॥

অর্থঃ ।—উদগ্রবাহুঃ বিশাল-বক্ষাঃ তমু-বৃত্ত-মধ্যঃ করিলে, সেই স্থরের যে প্রকার দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, অয়ম্ অবস্তিনাথঃ, ত্রুহা (বিশ্বকর্মা) চক্রভ্রম ইন্দুমতি। এই নরপতিও তদ্রূপ দীপ্তিতে দেদীপ্য- আরোপ্য যন্তোল্লিখিতঃ উচ্চতেজাঃ (স্থঃ) ইব মান ॥ ৩২ ॥

সমগ্রশক্তেঃ অস্ত (অবস্তি-নাথস্ত) প্রয়াণেষু অগ্রেসরৈঃ বাজিভিঃ উখিতানি রজাংসি সামন্ত-শিখা-মণীনাং প্রভা-প্ররোহাস্তময়ং কুর্বন্তি ॥ ৩৩ ॥

অসৌ (অবস্তিনাথঃ) মহাকাল-নিকেতনস্ত চন্দ্রমৌলেঃ অদূরে বসন্তমিস্রপক্ষে অপি প্রিয়াভিঃ সহ জ্যোৎস্নাবতো প্রদোষান্ নির্বিশতি কিল ॥ ৩৪ ॥

বক্তার্থ ।—এই আত্মহুলধিতবাহু, বিশাল-বক্ষঃস্থল এবং ক্ষীণ ও বর্তুলাকার কটিনেশবিশিষ্ট নৃপতি অবস্তি-দেশের অধীশ্বর। শিল্পি-শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা, স্বীয়-কস্তা, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞাদেবী কর্তৃক বার বার অশ্রুত হইয়া, প্রচণ্ড-ভেজাঃ মার্ত্তওদেবকে চক্রাকার শাণযন্ত্রে আরোপণ-পূর্ব্বক শণিত

এই রাজা প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র—এই ত্রিবিধ হইতে উৎপন্ন অপরাঙ্কের শক্তিত্রয়ে শক্তিমান। ইনি যখন বৃত্ত করিবার মানসে অভিযান করেন, তখন অগ্রগামী তুরঙ্গম-সমূহের খুরাঘাতে এতই ধূলিজাল উখিত হয় যে, তাহাতেই ইঁহার অগ্রগামী সামন্ত-নৃপতিদিগের নির্ম্মল কিরীট-খচিত রত্নমালার প্রভাপটলের অক্ষুর পর্য্যন্ত একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ॥ ৩৩ ॥

এই অবস্তি-পতির প্রাণাদেয় অনতিদূরে মহাকাল নামক স্থানে চন্দ্রশেখর নিয়ত প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং তাঁহার ললাট চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় ইঁহার রাজপুত্রী কৃষ্ণপক্ষেও আলোকিত। ভাগ্যবান ইনি কৃষ্ণপক্ষেও মহিলাদিগকে লইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনী উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিবরণ ।—অবস্তি ।—উজ্জয়িনীর নামান্তর। (পাণিনি ৪র্থ, ১৭৭, স্থল পুঃ, অবস্তিখণ্ড, অঃ ৪০)। মালবদেশের রাজধানী। (ব্রহ্ম পুঃ অঃ ৪৩)। রাজ্যের নাম। এই অবস্তি-রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল উজ্জয়িনী। (অনুর্ধ্বাষ ৭ম অঃ)। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের ইহা রাজধানী ছিল। “গোবিন্দ সুত” নামক বৌদ্ধগ্রন্থানুসারে এই অবস্তি-রাজ্যের রাজধানীর নাম “মাহিয়ত্তী” বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু কথাসরিৎসাগরমতে (অঃ ১১) মালবরাজ্যের প্রাচীন নাম অবস্তি। ৭ম কি ৮ম খৃষ্টাব্দ শতক পর্য্যন্ত অবস্তি-রাজ্য “মালব” নামে আখ্যাত হইত। (R. D. S. Buddhist India p. 28 Vide N. L. D.) ॥ ৩২ ॥

মহাকাল ।—শিবপুরাণের ১ম খণ্ডের ৩৭ এবং ৩৮ অধ্যায়ে যে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহার অন্ততম; নাটকাদিতে এই মহাকালই কালপ্রিয়নাথ নামে আখ্যাত। প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরীর মধ্যে এই মহাকালের মন্দির অবস্থিত। কালিদাসের মেঘদূতেও “মহাকাল” বলিয়া এই শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে। এই মহাকালের নামানু-সারেই উজ্জয়িনীকে “মহাকাল-বন” বলিয়াও অভিহিত করা হইত। এই মহাকালের মন্দির-সমীপে “কোটিভীর্থ” নামে একটি নাতিবিস্তৃত জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। (স্থবীরাবলীচরিত, অঃ ২২) জিনগণ বলেন—এই মন্দির তাঁহাদেরই ধর্ম্মাবলম্বী অবস্তি-স্বকুমারের পুত্র কর্তৃক প্রথম নির্ম্মিত হয় এবং এটি জৈনভীর্থ। (স্থবীরাবলীচরিত, ১১, ১৭৭)। মহাকালের মন্দিরের পরেই উজ্জয়িনীতে সিদ্ধনাথ এবং মঙ্গলেশ্বরের মন্দির উল্লেখযোগ্য ॥ ৩৪ ॥

অনেন যুনা সহ পার্থিবেন রম্ভোর ! কচ্চিন্মনসো রুচিস্তে ।

সিপ্রাতরঙ্গানিলকম্পিতাসু বিহর্তু মুচ্ছান-পরম্পরাসু ॥ ৩৫

তস্মিন্নভিত্তোতিত-বন্ধু-পদ্যে প্রতাপ-সংশোধিতশরুপক্ষে ।

ববন্ধ সা নোত্তম-সৌকুমার্যা কুমুদতী ভানুমতীব ভাবম্ ॥ ৩৬

তামগ্রতস্তামরসাস্তরাভামনূপরাজস্য গুণৈরনুনাম্ ।

বিধায় সৃষ্টিং ললিতাং বিধাতুর্জগাদ ভূয়ঃ সুদতীং সুনন্দা ॥ ৩৭ ।

অর্থ।—অগ্নি রম্ভোর ! যুনা অনেন পার্থিবেন সহ তরুজলভায় সুরোধিত মনোহর উজ্জানবাটিকাসমূহে তুমি সিপ্রা-ভরঙ্গানিলকম্পিতাসু উজ্জানপরম্পরাসু বিহর্তুঃ তে ইহাকে লইয়া কত না আয়োদে ভ্রমণ করিতে পারিবে,— মনসঃ রুচিঃ কচ্চিৎ ? ॥ ৩৫ ॥

উত্তম-সৌকুমার্যা সা (ইন্দুমতী) অভিত্তোতিত-বন্ধুপদ্যে প্রতাপ-সংশোধিত শরু-পক্ষে তস্মিন্ (অবন্তি-নাথে) কুমুদতী ভানুমতী ইব ভাবং ন ববন্ধ ॥ ৩৬ ॥

সুনন্দা তামরসাস্তরাভাং গুণৈঃ অনূনাং সুদতীং ভাং (প্রসিদ্ধাং) বিধাতুঃ ললিতাং সৃষ্টিম্ (ইন্দুমতীম্) অনুপরাজস্য অগ্রতঃ বিধায় ভূয়ঃ জগাদ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—ইন্দুমতি ! তোমার রামরম্ভাচক্রর ছায় স্নেকোমল উরুদ্বয় সামান্য বিলাস-ভ্রমণে মাত্র সমর্থ, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই যুবা নৃপতির সহিত পরিণীত হইলে সিপ্রাতটিনীর তরঙ্গ-শীতল সমীরণে যুহু যুহু কম্পিত

পদ্যদলেয় উন্নীলনকারী অথচ প্রভাপে পঙ্ক-রাশির বিশেষক সূর্য্যের প্রতি কুমুদিনী যেমন অমুরাগ প্রকাশ করে না, তরুপ সম্ভাবহারে বন্ধুগণের নিত্যন্ত প্রীতি-বিধায়ক এবং ঙ্গঃসহ পরাক্রমে শক্রবৃন্দের উচ্ছেদক সেই অবন্তি-নাথের প্রতি সুরমারী-বুল-রত ইন্দুমতী বিন্দুমাত্রও অমুরাক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর সেই অনন্ত-ভ্রমশালিনী, কমলোদরবৎ অমূল্যম-কাস্তি, বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্টি-রূপিণী, নবীন-যৌবনা ইন্দুমতীকে সুনন্দা অনুপ-দেশের অধীশ্বরের সমীপে লইয়া গিয়া পুনর্বার বলিতে লাগিল ;— ৩৭ ॥

ভাৎপর্য্য।—৩৫ শ্লোকে, নিভ্যজ্যোৎস্না-উপভোগে ইহার ছায় ভাগ্যবান আর কোনো রাজাই নন, বলিয়া অবন্তি-নাথের যথেষ্ট সুর্য্যাতি করা হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে ব্যঙ্গনাকৌশলে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ইনি বহু-পত্নীক। বহু প্রেয়সী লইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনী যাপন করেন। ইনি দক্ষিণ-নাথক। সুনন্দার এই প্রত্যাখ্যান-সূচিকা উক্তি প্রতিভাময়ী ইন্দুমতীর বুদ্ধিতে বিলম্ব হয় নাই। তবুও সুনন্দা ছাড়িলেন না ;—পূর্বেক্সিত্র এবার ৩৫ শ্লোকে ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন—সিপ্রা-নদীর শীকর-সম্পৃক্ত সমীরণে ইহার উজ্জানরাজি সন্তত সুখ-সেব্য ; যদি ইহার সাথে সেই সফল মনোহর উজ্জান-বাটিকায় ভ্রমণই তোমার স্বরবৃত্ত জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে আর বিলম্ব করিও না। ইন্দুমতী দ্বারপালিকার এ ইঙ্গিত বুঝিলেন।—নারীজীবনের যে কেবল ঐক্লপ ভ্রমণই একমাত্র লক্ষ্য বা চরম সার্থকতা নহে, তাহা বিবেচনা করিয়াই, অবস্তিপতি ইন্দুমতী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেন ॥ ৩৬, ৩৭ ॥

বিবরণ।—সিপ্রা।—উজ্জয়িনীর প্রান্ত-বাহিনী কালিদাসের অতিপ্রিয় নদী। কবি স্বরচিত কবিতা-কুসুমের মনোহর হারে ইহাকে কত স্থানে কত সুলভভাবে সাজাইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

অনুপ-দেশ।—৩৭ শ্লোকোক্ত মালবদেশের দক্ষিণাংশের নাম।—নর্মদা নদীর তটস্থিত মাহিয়তী নগরী এই প্রাচীন অনুপরাজ্যের প্রাচীনতম রাজধানী ছিল ॥ ৩৭ ॥

সংগ্রাম-নিবিষ্ট-সহস্র-বাহুরষ্টাদশ-দ্বীপ-নিখাত-যুগঃ ।
 অনন্ত-সাধারণ-রাজ-শব্দো বভূব যোগী কিল কার্তবীৰ্য্যঃ ॥ ৩৮ ॥
 অকার্য্য-চিন্তা-সম-কালমেব প্রাচুর্ভবংশচাপধরঃ পুরস্তাৎ ।
 অন্তঃশরীরেষপি যঃ প্রজানাং প্রত্যাাদিশোবিনয়ং বিনেতা ॥ ৩৯ ॥
 জ্যাবন্ধদিম্পন্দভুজেন যন্ত বিনিশ্চসদবক্তৃ-পরম্পরেণ ।
 কারাগৃহে নির্জিত-বাসবেন লঙ্কেশ্বরেণোষিতমা প্রসাদাৎ ॥ ৪০ ॥
 তন্ত্রাশ্বয়ে ভূপতিরেষ জাতঃ প্রতীপ ইত্যাগম-বৃদ্ধ-সেবী ।
 যেন শ্রিয়ঃ সংশ্রয়দোষক্লটঃ স্বভাবলোলেত্যশঃ প্রমৃষ্টম্ ॥ ৪১ ॥

অর্থঃ ।— সংগ্রাম-নিবিষ্ট-সহস্র-বাহুঃ ষষ্ঠাদশ-দ্বীপ-নিখাতযুগঃ অনন্ত-সাধারণ-রাজ-শব্দঃ যোগী কার্তবীৰ্য্যঃ (নাম) (রাজা) বভূব কিল ॥ ৩৮ ॥

বিনেতা যঃ (কার্তবীৰ্য্যঃ) অকার্য্য-চিন্তা-সমকালম্ এব চাপধরঃ (সন্) পুরস্তাৎ প্রাচুর্ভবন্ প্রজানাং অন্তঃশরীরেষু অবিনয়ম্ অপি প্রত্যাাদিশো ॥ ৩৯ ॥

জ্যাবন্ধ-নিম্পন্দভুজেন বিনিশ্চসদ-বক্তৃ-পরম্পরেণ নির্জিত-বাসবেন লঙ্কেশ্বরেণ যন্ত কারাগৃহে আ প্রসাদাৎ উবিস্তম্ ॥ ৪০ ॥

আগম-বৃদ্ধসেবী প্রতীপঃ ইতি (খ্যাতঃ) এষঃ ভূপতিঃ ভন্ত (কার্তবীৰ্য্যন্ত) অশ্বয়ে জাতঃ । যেন (প্রতীপেন) সংশ্রয়-দোষ-ক্লটঃ শ্রিয়ঃ স্বভাব-লোলা ইতি অশঃ প্রমৃষ্টম্ ॥ ৪১ ॥

বক্তার্থঃ ।—ইন্দুমতি ! শুনিয়া থাকিবে,—পুরাকালে কার্তবীৰ্য্য নামে এক পরম-যোগ-বল-সম্পন্ন রাজা ছিলেন । ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের বরে তাঁহার প্রভাব অদ্বিতীয় ছিল । সর্বদা দ্বিভুজ হইলেও যুদ্ধকালে তাঁহার সহস্র ভুজ আবির্ভূত হইত । ষষ্ঠাদশ দ্বীপেই তিনি যজ্ঞীয় যুগ-চিহ্ন প্রোথিত করিয়াছিলেন । জরায়ুজ পর্য্যন্ত সর্বভূতের অমুরঞ্জন করিতেন বলিয়া—তিনি অনন্তলভ্য “রাজা” শব্দে বিমণ্ডিত

হইয়াছিলেন । এক কথায়, তাঁহার জ্ঞান সর্ব-যজ্ঞ বাজী এবং সার্কভৌম নৃপতি আর কেহ ছিলেন না ॥ ৩৮ ॥

তাঁহার প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কেহ যদি মনে মনেও কুকার্য্যের চিন্তা করিত, তখনই তিনি তাহা জানিতে পারিতেন এবং চকিতের মধ্যে শরাসনহন্তে গিয়া সেই কুচিন্তাকারীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেন । তিনি এমনই শিক্ষাদাতা ছিলেন যে, প্রকৃতিপুঞ্জের মনোগত পাপও বিদূরিত করিতে পারিতেন ॥ ৩৯ ॥

সেই পরাক্রান্ত কার্তবীৰ্য্যের মাহাত্ম্য আর অধিক কি বলিব ?—একটা বিষয় শোন ; একবার তিনি ইন্দ্র-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর দশাননকে ধনুকের গুণে বাধিয়া কারাগৃহে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন । রাবণের দশটি মুখ দিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, প্রবল-প্রতাপ রাক্ষস-রাজকে, ইনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, ঐ ভাবে কাটাইতে হইয়াছিল ॥ ৪০ ॥

অনুপদেশের অধিপতি এই রাজা “প্রতীপ”—সেই ত্রিলোকবিখ্যাত কার্তবীৰ্য্যেরই বংশ-সম্ভূত এবং কোবিদকুলের পরম অমুরাঙ্গী । লক্ষ্মীদেবীর “চঞ্চলা” এই অপবাদ এক ইনিই দূর করিতে পারিয়াছেন । লক্ষ্মী ইঁহার সংসারে চিরদিনের মত আবদ্ধ । যাঁহাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার দোষেই লক্ষ্মীর ঐ অপবাদ ঘটে, এ কথা ইঁহাতেই বিফল হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য ।—অনুপদেশের অধিপতি রাজা প্রতীপের সম্বন্ধে, তিনি অগাধ ধনের অধিকারী, এইটুকু ছাড়া আর কিছু ভেমন বলিবার ছিল না । তাঁহার রূপবস্তারও কোনো উল্লেখ করা হয় নাই । অথচ ইন্দুমতী স্বয়ং যে বিধি-নৃষ্টির চরম উৎকর্ষ, সে কথা এই স্থানেই স্নান্দা বিশদভাবে পুনরায় দেখাইতেছে । বক্তার রূপের এবং পাত্রের রূপবস্তার যথাক্রমে উল্লেখ ও অল্পক্ষেত্রে স্নান্দা বড় স্নান্দরভাবে এই পরিণয়াদিযুগলের পরিণয়ের অসম্ভাব্যতা প্রকট করিয়া দিল । “কন্তা কামরূপে রূপং”—কন্তা চান্ রূপ ; পাত্র বিরূপ ধনশালী, কেমন তাহার বুদ্ধব্যাধি, এ সকল কন্তার বিবেচ্য বা দ্রষ্টব্য নহে । অথচ স্বয়ংবরক্ষেত্রে আগত প্রতীপের সম্বন্ধে কিছু ত বলিতে হইবে । তাই স্নান্দা চাটুর্বােক্যর যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্য, তাহাই ধরিল । পূর্বপুরুষগণের স্তুতিগান আরম্ভ করিল । “ইঁহার পূর্বতনপুরুষ অমুব—এত বড় ছিলেন, ইনি অমুবের পৌত্র, অমুবের পুত্র, তাঁহাদের নামে এখনও মোহাই ফেরে”—ইত্যাদি কথায় মাহুঘের দুর্কল কদম সহজেই

আয়োধনে কৃষ্ণ-গতিং সহায়মবাণ্য যঃ ক্রিয়াকালরাত্রিম্।

ধারাং শিতাং রামপরশ্বদন্ত সন্তাবয়ত্যাংপল-পত্র-সারাম্ ॥ ৪২ ॥

অশ্রাকলক্ষ্মীর্ভব দীর্ঘবাহোর্মাহিষ্যতীবপ্রনিতম্ব-কাঞ্চীম্ ।

প্রাসাদ-জালৈর্জলবেণিরম্যাং রেবাং যদি প্রেক্ষিতুমস্তি কামঃ ॥ ৪৩ ॥

তস্তাঃ প্রকামং প্রিয়-দর্শনোহপি ন স ক্ষিতীশো রুচয়ে বভূব।

শরৎপ্রমৃষ্টাস্থরোপরোধঃ শশীব পর্যাপ্ত-কলো নলিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অর্থঃ।—যঃ (প্রতীপঃ) আয়োধনে কৃষ্ণগতিং (অগ্নিঃ) সহায়ম্ অবাণ্য ক্রিয়াকালরাত্রিঃ রাম-পরশ্বদন্ত শিতাং ধারাম্ উৎপল-পত্র-সারাং সন্তাবয়তি ॥ ৪২ ॥

মাহিষ্যতী-বপ্র-নিতম্ব-কাঞ্চীঃ জল-বেণি-রম্যাং রেবাং প্রাসাদ-জালৈঃ প্রেক্ষিতুং কামঃ অস্তি যদি, (তহি) দীর্ঘবাহোঃ অস্ত (প্রতীপস্ত) অকলক্ষ্মীঃ ভব ॥ ৪৩ ॥

প্রকামং প্রিয়দর্শনঃ অপি যঃ ক্ষিতীশঃ শরৎ-প্রমৃষ্টাস্থরো-পরোধঃ পর্যাপ্ত-কলঃ শশী নলিতাঃ ইব তস্তাঃ (ইন্দুমত্যাঃ) রুচয়ে ন বভূব ॥ ৪৪ ॥

বক্তার্থঃ।—সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হতাশন আসিয়া ইহার সহায় হন বলিয়া—প্রবল-প্রতাপ পরশুরবের সেই ক্রিয়-দিগের কালরাত্রি স্বরূপ দারুণ কঠোরের সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগও ইনি সুকোমল কমল-দলের তায় সুখ-স্পর্শ মনে করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

ইন্দুমতি! এই নৃপতির বাহুব্বর আজ্ঞামূলম্বিত, তুমি ইহার অকলক্ষ্মী হইয়া বিষ্ণুর অঙ্কে বিষ্ণুপ্রিয়ার তায় শোভা পাও। এই প্রতীপের রাজধানী প্রাচীর-বেষ্টিত মাহিষ্যতী নগরীর নিম্নে জল-প্রবাহ-রমণীয়া নর্মদা-নদী সর্বদা উচ্ছল শ্রোতে বহিয়া যাইতেছে, দেখিলে মনে হয়,—মাহিষ্যতী যেন তার প্রাচীররূপ নিতম্বভাগে মনোহর কাঞ্চী পরিধান করিয়াছে। সুন্দরি! রাজ-প্রাসাদের গবাক্ষ-পথে সেই অপূর্ব শোভা-সন্দর্শনের ভোমার যদি বাসনা থাকে, এই ভায় মাহেন্দ্র সুযোগ ॥ ৪৩ ॥

শরতে নির্মল আকাশে মেঘমুক্ত পূর্ণিমার চন্দ্র একান্ত নয়ন-রঞ্জন হইলেও যেমন—নলিনীর হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারে না, তরুণ সেই নরপতি প্রতীপ সর্বপ্রকারে প্রিয়দর্শন হইলেও রাজপুত্রী ইন্দুমতীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিলেন না ॥ ৪৪ ॥

আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে। অথচ বিবাহ-ক্ষেত্রে বক্তার ও-সব স্তুতি আদৌ শুনিবার দরকার নাই। ওগুলি মাতাপিতার শ্রোতব্য। সুন্দা সেই পথ ধরিল। প্রতীপ কিন্তু ইহাভেই পরম আক্লান্বিত হইলেন। রূপ না থাকুক, গুণবিষয়ে ইনি কেমন?—সুন্দা ভাহাও চমৎকার প্রশংসাতে দেখাইল। “যুদ্ধকালে অগ্নিদেব স্বয়ং আসিয়া ইহার রিপুদল দলন করেন,—ইহার আর তেমন কিছু করিতে হয় না।” স্মরণ্য বীরত্বাংশেও ইহার যোগ্যতা প্রাপ্ত রূপবতারই প্রায় অরূপ। তবে যদি ইন্দুমতী অগত্যা ইহাকেই বরণ করেন, তাহা হইলে—একটা উপভোগ তাঁহার পর্যাপ্তপরিমাণে হইবে;—রাজ্যের অন্তঃপুর-প্রাসাদের গবাক্ষে বসিয়া তিনি উর্মিমালিনী নর্মদার রমণীয় রূপ দেখিতে পাইবেন। পতির রূপাভাবের হৃৎ তটিনীর রূপ-দর্শনে হয় শু কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে। রাজনন্দিনী ইন্দুমতী পরিণীত জীবনে, সারাদিন বাতায়নে বসিয়া শ্রোতম্বতীর উর্মিগণনায় রাজি হইলেন না। প্রতীপ প্রত্যাখ্যাত হইলেন ॥ ৩৮-৪৪ ॥

বিবরণঃ।—ইন্দোরের চন্নিম মাইল দক্ষিণে নর্মদানদীর তীরে মহেন্দ্র বা মহেশ নামে পরিচিত এই মাহিষ্যতী নগরী অবস্থিত ছিল। “মহাগোবিন্দমুস্তস্ত” নামক গ্রন্থমুত্রে এই নগরী প্রাচীন অবস্থি বা মালবরাজ্যের রাজধানী ছিল। পুরাণ-প্রসিদ্ধ কর্ত্তবীর্য়াজ্ঞের সাম্রাজ্য। অনুপদেশের ইহা প্রাচীন রাজধানী। হরিবংশের ১ম খণ্ডের ত্রিংশ অধ্যায়ে এবং পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডের পঁচাত্তর অধ্যায়ে এই নগরী মহীমান কর্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠাপিত হয়—বলিয়া উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক-শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারকার-পুল ঐতিহাসিক দেবদত্ত ভাণ্ডারকার বলেন—“বৌদ্ধযুগে এই মাহিষ্যতী-রাজধানী গণ্ডুস্ত অবস্থি-দেশ—“অবস্থি-দক্ষিণাপথ” নামে আখ্যাত হইত। মাধবাচর্য্যের শব্দর-দিগবিজয়-গ্রন্থে দেখা যায়, যশোদামিশ্র রাজগৃহে জন্মিলেও এই স্থানে বাস করিতেন এবং এই স্থানেই তিনি ভর্যুদেহে আচার্য্য শব্দের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। অনর্থকভাবে দেখি, এই মাহিষ্যতী-ই এক সময়ে চৈদিরাজ্যের রাজধানী ছিল ॥ ৪৩ ॥

রেবা।—নর্মদার নামান্তর। ৪ম সর্গের ৪২ শ্লোকের “বিবরণ” দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩ ॥

সা শূরসেনাধিপতিং সুবেণমুদ্दिश लोकास्तुरगीतकीर्तिम् ।
 आचारशुद्धोभय-वंशदीपं . शुक्लास्तुरङ्गा जगदे कुमारी ॥ ४५ ॥
 নীপাশ্বয়ঃ পার্থিব এষ যজ্ঞা গুণৈৰ্যমাস্ত্রিত্য পরম্পরেণ ।
 সিদ্ধাশ্রমং শাস্ত্রমিবেত্য সৰ্ব্বৈর্নৈসর্গিকোহপ্যুৎসসৃজে বিরোধঃ ॥ ৪৬ ॥
 যন্তাশ্রমেহে নয়নাভিরামা কাস্তিহিমাংশোরিব সন্নিবিষ্টা ।
 হর্ম্যাগ্রসংক্রাট-তৃণাকুরেষু তেজোহবিষহং রিপুমন্দিরেষু ॥ ৪৭ ॥

অঙ্কুর।—(ততঃ) লোকাস্তুর-গীত-কীর্ত্তিম্ আচার-
 শুদ্ধোভয়-বংশদীপং শূরসেনাধিপতিং সুবেণম্ উদ্दिश শুদ্ধাস্ত-
 রক্ষ্যা (অন্তঃপুর-পালিকয়া সুনন্দয়া) সা কুমারী (ইন্দুমতী)
 জগদে (উক্তা) ॥ ৪৫ ॥

এষঃ পার্থিবঃ (সুবেণঃ) নীপাশ্বয়ঃ, যং (সুবেণম্)
 আশ্রিত্য গুণৈঃ, শাস্ত্রং সিদ্ধাশ্রমম্ এত্যা সৰ্ব্বৈঃ (গজ-
 সিংহাদিভিঃ) ইব, নৈসর্গিকঃ অপি বিরোধঃ পরম্পরেণ
 উৎসসৃজে ॥ ৪৬ ॥

হিমাংশোঃ কাস্তিঃ ইব নয়নাভিরামা যন্ত (সুবেণম্)
 (কাস্তিঃ) আশ্রমেহে সন্নিবিষ্টা, অবিষহং তেজঃ (তু)
 হর্ম্যাগ্রসংক্রাট-তৃণাকুরেষু রিপুমন্দিরেষু (সন্নিবিষ্টম্) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গার্থ।—তখন সেই অন্তঃপুরপালিকা সুনন্দা
 শূরসেন-দেশের অধীশ্বর সুবেণ-নামক নৃপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া
 ইন্দুমতীকে কহিতে লাগিল। মহারাজ সুবেণের কীর্ত্তিকথা
 বর্ণে পর্যন্ত গীতচ্ছলে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; সদাচারে, তিনি
 মাতৃকুল পিতৃকুল—উভয়ের উজ্জল প্রদীপ-স্বরূপ। (অথবা

তিনি সদাচার-পুত মাতৃপিতৃকুলের উজ্জল প্রদীপ-
 স্বরূপ) ॥ ৪৫ ॥

ইন্দুমতি! সুপ্রসিদ্ধ নীপ-বংশে ইহার জন্ম এবং
 শাস্ত্রানুসারে ইনি বহু যজ্ঞের অঙ্কুরান-কর্ত্তা। শম-গুণ-প্রধান
 সিদ্ধাশ্রমে যেমন আজ্ঞাবিরোধী হিংস্র জন্তুগণ পরস্পরের
 মধ্যে চিরন্তন বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক বহুভাবে বাস করে, জ্ঞান-
 মোদ, শক্তি-ক্ষমা, ত্যাগ-গর্ভহীনতা প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী-
 গুণরাশিও তদ্রূপ ইহার দেহে বিরুদ্ধভাবে ত্যাগ করিয়া
 সোদরবৎ বহুভাবে বাস করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

সুধাকরের সুধাপূর্ণ রশ্মির স্রাব ইহার নয়নরঞ্জিনী প্রসাদ-
 ময়ী কাস্তিতে রাজ-প্রাসাদ সর্বদা আলোকিত। আবার
 ইহারই দুর্কিবহ তেজঃপুঞ্জ শত্রু-সদনে পতিত হইয়া তদ্রূপ
 প্রাসাদ-দীর্ঘে তৃণাকুর উৎপন্ন করিতেছে। এক কথায় ইনি
 আত্মীয়ের পক্ষে শীতদ্রুতি চন্দ্রমার স্রাব সুদর্শন এবং শত্রুর
 পক্ষে প্রলয়োদিত মার্ত্তণ্ডের স্রাব দুর্নিরীক্ষ্য। অরিকুলের
 ইনি সমূলে উৎপাটন-কর্ত্তা ॥ ৪৭ ॥

ভাঃপর্য্য।—কুমারী ইন্দুমতীকে সুনন্দা মথুরাপতি সুবেণের পরিচয়দানকালে কোমল কঙ্কাকান্ডবনের আকর্ষণী ক্লিপণী
 বহু উক্তি করিল। উপভোগের ইনিই চরমস্থল,—এমনটি আর নাই,—কি রূপে, কি গুণে, ইহার তুলনা ইনিই,—ইত্যাদি
 কত কথা সুনন্দা মনোহর ভাষার ঝঞ্ঝারে সঙ্গীতের মত শুনাইল। ইন্দুমতী সমস্তই শুনিলেন। অথবা শুধু শুনিলেন না,—
 ব্যাক্যোক্তি বোধ-নিপুণা রাজপুত্রী—ভলাইয়া সমস্ত বাক্য বুঝিলেনও।—৪৮ শ্লোকে—দলে দলে কামিনী লইয়া ইনি জলকেলি
 করিতে নামেন। নীল যমুনা ইহাদের জল-বিহারের ভাড়নায় সাদা হইয়া উঠেন, ইত্যাদিতে ইনি যে বহুকামিনীর বহুভ
 তাহাও রাজবালা বুঝিলেন। বহুবল্লভ কখনও একনিষ্ঠ হইতে পারেন না। সুতরাং অনেক রমণীকেই বিরহ-শয্যায় কাল
 কাটাইতে হয়। ৫০ শ্লোকে কৌশলে সেই ইঙ্গিত করা হইল। বিরহভাপ্রশমনের ব্যবস্থা ইহার সংসারে অতি সুলভ।
 অভিনব পল্লব এবং কুসুমের শয্যা বিরহীগীর পড়িয়া থাকিবার প্রধান স্থান। কালিদাস, তদীয় সকল গ্রন্থেই এই শয্যারূপ
 ঔষধ ঐ কঠিন রোগে ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানেও তাহাই করা হইল। তাদৃশ শয্যায় পড়িয়া ঘোবনের সুখ সন্তোষ
 করিতে ইন্দুমতী যদি প্রস্তুত থাকেন,—এই তার উৎকৃষ্ট অবসর। কিন্তু রাজকুমারী অতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজি
 হইলেন না। ঔষধ-সেবন অপেক্ষা রোগের উৎপত্তি না হইতে দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন ॥ ৪৫-৫২ ॥

বিবরণ।—শূর-সেন।—বসুদেব এবং কুন্তীর পিতা “শূর” এই প্রদেশের রাজা ছিলেন, এবং স্বীয়
 নামানুসারে স্বরাজ্যের “শূরসেন” নামকরণ করিয়াছিলেন। মথুরা এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। (হরিবংশ
 অধ্যায়—৫৫, ৯১; বৃহৎসংহিতা অধ্যায়—১৪) (vide N. L. D.) ॥ ৪৫ ॥

যশ্চাবরোধস্তনচন্দনানাং প্রক্ষালনাদ্ বারি-বিহার-কালে ।
 কলিন্দ-কন্ডা। মথুরাং গতাপি গঙ্গোক্ষি-সংসক্তজলেব ভাতি ॥ ৪৮ ॥
 ত্রস্তেন তাক্ষ্যাক্ষি কিল কালিয়েন মণিঃ বিস্মৃষ্টঃ যমুনোকসা যঃ ।
 বক্ষঃস্থল-ব্যাপিকৃৎ দধানঃ সাকৌস্তভঃ হ্রেপয়তীব কৃষ্ণম্ ॥ ৪৯ ॥
 সম্ভাব্য ভর্তারমমুং যুবানং মৃদু-প্রবালোত্তর-পুষ্প-শয্যে ।
 বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনুনে নিবিষ্ণতাং সুন্দরি । যৌবনশ্রীঃ ॥ ৫০ ॥

অর্থঃ—যশ (সুবেগশ) বারি-বিহার-কালে অবরোধ-
 স্তন-চন্দনানাং প্রক্ষালনাং কলিন্দ-কন্ডা (কলিন্দাখ্যাত
 পর্কতস্ত কন্ডা) মথুরাং গতাপি গঙ্গোক্ষি-সংসক্ত-জলা ইব
 ভাতি ॥ ৪৮ ॥

তাক্ষ্যাক্ষি ত্রস্তেন যমুনোকসা কালিয়েন (নাগেন) বিস্মৃষ্টঃ
 বক্ষঃস্থল-ব্যাপি-কৃৎ মণিঃ দধানঃ যঃ (সুবেগঃ) সাকৌস্তভঃ
 কৃষ্ণং হ্রেপয়তি ইব ॥ ৪৯ ॥

সুন্দরি ! যুবানম্ অমুং (সুবেগঃ) ভর্তারং সম্ভাব্য মৃদু-
 প্রবালোত্তর পুষ্পশয্যে চৈত্ররথং অনুনে বৃন্দাবনে যৌবন শ্রীঃ
 নিবিষ্ণতাং ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থঃ—মথুরার প্রান্ত-বাহিনী নীল সলিলা যমুনা
 জলে অঙ্কুরবিলাসিনীদিগকে লইয়া ইনি যখন জলবিহার
 করিতে অবতীর্ণ হন, তখন সেই সকল কামিনীর

চন্দন-চর্চিত স্তনমণ্ডলের চন্দন, নীল জলের সহিত
 মিশ্রিত হওয়ায় মনে হয়, সুদূর মথুরায় থাকিয়াও
 যমুনা যেন (প্রয়াগের) দুগ্ধধবল গঙ্গাস্রবের সহিত মিশিয়া
 গোভা পাইতেছেন ॥ ৪৮ ॥

যমুনাবাসী কালিয় নাগ নাগকুলের চিরবৈরী গন্ধেডের
 ভয়ে ইহার আশ্রয় তিক্ষাপূর্বক ইহাকে যে অপূর্ব মণি প্রদান
 করিয়াছিল, সেই মণির দ্ব্যতিমালায় ইহার বক্ষঃস্থল সর্বদা
 এমনই দ্ব্যতিময় যে, তদ্বিশনে কৌস্তভ-নামক দিব্য মণিধারী
 ত্রীকৃষ্ণও লজ্জিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

সুন্দরি ! এই নবীন যুবক সুবেগকে পতিভে বরণপূর্বক
 ইহারই উপবনতুল্য বৃন্দাবনে অচিরোদগত প্রবালমিশ্রিত
 কুসুমের শয্যায় তোমার এই উদ্ভিন্ন যৌবনের সুখ সম্ভোগ
 কর ॥ ৫০ ॥

বিবরণঃ—মথুরা।—শুরসেন-রাজ্যের রাজধানী। এই শ্লোকে কালিদাসের একটা বিষয় অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত
 হইতেছে। এই পুস্তকেরই পঞ্চদশ সর্গের আটশ শ্লোকে আছে—লবণাসুরের নিধন-সাধনের পর শক্রর অস্ত্র অর্থব্যয়ে
 কালিন্দীতীরে প্রথম মথুরাপুরী নির্মাণ করেন। সুতরাং শক্রর পিতামহ অজের বিবাহের পূর্বে মথুরানামের অস্তিত্ব
 কালিদাসের মতেই অসম্ভব। বর্তমান মথুরানগরীর পাঁচ মাইল দক্ষিণপূর্ব অংশে, লবণাসুরের পিতা মধুদৈত্যের নামানুসারে
 “মধুপুরী” নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহাকে “মধুবনও” বলা হইত। ঐ স্থানেই শক্রর “মথুরা নগরীর” স্থাপন করেন।
 (হিঃ ১ম অঃ ৫৪ Growse's Mathura ch. 4.)। দ্বিতীয় শতক আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত, পৌরাণিক
 কথ-রাজ বংশ ভারতের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই রাজবংশের বসুদেবের শিলালিপি মথুরায় আবিষ্কৃত
 হওয়ায় কানিংহাম সাহেব বলেন, হয় ত, ঐ বংশ এই স্থানেও রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামায়ণে মথুরার স্থানে
 “মথুরা” নামক নগরী দেখা যায়। মদ্রাজে মথুরা বা মাতুরা নামে পাণ্ড্য-রাজ্যগণের আর একটি রাজধানীর নির্দেশ
 পাওয়া যায় ॥ ৪৮ ॥

কলিন্দ-কন্ডা।—কলিন্দ-পর্কতের দুহিতা যমুনা নদী। হিমালয়ের “বানরপুচ্ছ” নামধেয় প্রত্যস্ত-পর্কতমালা
 উপকণ্ঠভর্তা স্থানের নাম কলিন্দ-দেশ। ঐ পর্কতপুঞ্জের অন্ততম কলিন্দ গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যমুনার নাম
 কালিন্দী বা কলিন্দপুত্রী। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ে কলিন্দ গিরিকে “যমুনাপর্কত” বলা
 হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

বৃন্দাবন।—বর্তমান মথুরাজিলার অন্তঃপাতী লীলাময় ত্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অধিকার-
 ভয়ে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোবিন্দজীর প্রকৃত বিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হয় এবং করৌলিমাথক স্থানে মদনমোহন অপ-
 সারিত হন ॥ ৫০ ॥

অধ্যাত্ত চান্তঃপৃষতোক্তিতানি শৈলৈয়গন্ধীন শিলাতলানি ।

কলাপিনাং প্রাবৃষি পশু নৃত্যং কান্তাস্থ গোবর্দ্ধন-কন্দরাস্থ ॥ ৫১ ॥

নৃপং তমাবর্ত্তমনোজ্ঞ-নাভিঃ স সা ব্যাত্যগাদগ্ধবধূর্বিত্রী ।

মহীধরং মার্গবশাচ্ছপেতং শ্রোতোবহা সাগর-গামিনীব ॥ ৫২ ॥

অঙ্কন ।—৫ (এবং) প্রাবৃষি কান্তাস্থ গোবর্দ্ধন-শিলাজতুর গন্ধে আয়োদিত শিলাতলে উপবেশনপূর্বক কন্দরাস্থ অন্তঃপৃষতোক্তিতানি শৈলৈয়গন্ধীন শিলাতলানি বর্ষাঋতুতে ময়ূরগণের কমনীয় নৃত্য দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ অধ্যাত্ত কলাপিনাং নৃত্যং পশু ॥ ৫১ ॥ কর ॥ ৫১ ॥

আবর্ত্তমনোজ্ঞ-নাভিঃ সা (কুমারী) অজ্ঞ-বধুঃ ভবিত্রী তং সিদ্ধমঙ্গল-লিপ্সু শ্রোতস্বিনী যখন সাগরের সহিত নৃপং, সাগর-গামিনী শ্রোতোবহা মার্গবশাৎ উপেতং মহীধরম্ মিলিত হইতে ছোটে, তখন তাহার পশ্চিমধ্যে পর্বত পড়িলেও যেমন সেই তটিনী তাহাকে এড়াইয়া অত্র দিক্ দিয়া ইব, ব্যাত্যগাৎ ॥ ৫২ ॥ চলিয়া যায়, সেইরূপ অপর নৃপতির ভবিষ্যৎ প্রণয়িনী ইন্দু-

বজ্রার্থ ।—ইন্দুমতি । ইহার সহিত পরিণীতা হইয়া তুমি চলিয়া যায়, সেইরূপ অপর নৃপতির ভবিষ্যৎ প্রণয়িনী ইন্দু-রমণীয় গোবর্দ্ধন-গিরির গুহামধ্যে জলবিন্দু-সিক্ত এবং সুরতি মতীও সুবেণকে এড়াইয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৫২ ॥

ভাঃপর্য্য ।—যে বৃন্দাবনে রাস-বিহারী কত লীলা করিয়াছিলেন, সরলা গোপ-রমণীরা পবিত্র প্রেমের কল্যাণে আশ্র-ত্যাগের পরাক্রান্তি দেখাইয়াছিলেন, সেই মধুর বৃন্দাবনে,—সন্তোষের শতসহস্র স্মারকচিহ্নে খচিত সেই স্বর্ণসুখময় বৃন্দাবন-ধামে বিরহ-শয্যায় পড়িয়া ইন্দুমতীর নবীন যৌবনের সার্থকতা-সম্পাদনই শুধু নহে, ভদ্রপেক্ষা আরও দুঃসহ, হৃদয়ের উদ্ভাদকর নববর্ষা-সমাগমে গোবর্দ্ধন-গিরির গুহায় গুহায় ঘুরিয়া, কখনো বা নানা পার্শ্বত্যা ক্রমে সুরভিত শিলাতলে বসিয়া মদোন্মত্ত ময়ূরের নৃত্য দর্শন করিতে হইবে । মিলন-মধুর নবযৌবনে বিরহ-ব্যথায় যে হৃদয় জীর্ণশীর্ণ, তাহার পক্ষে সন্তোষের উদ্ভীপক পদার্থ-দর্শন এবং তদমুহূর্ত্ত স্থানে অবস্থান যে কি ভীষণ বেদন-জনক, তাহা বিদুষী ইন্দুমতীর অবিদিত ছিল না; তাই সুবেণে পরিত্যক্ত হইলেন । (৫২) সাগরগামিনী ক্ষিপ্ৰ-গমনা শ্রোতস্বিনী গমন-পথে পতিত পর্বতে আহত হইয়া যেমন ক্ষান্ত হইয়া উঠে এবং নিমেষমধ্যেই অত্মদিকে গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়,—সুবেণের ইতিবৃত্ত-শ্রবণে ইন্দুমতীরও ভদ্রপ অবস্থা ঘটিল এবং তিনি অত্ননৃপতির সকাশে পরাবর্ত্তন করিলেন । বৃন্দাবনের বৈষ্ণবী-দশা যৌবনে তাহার মনঃপূত হইল না ॥ ৪৫ ৫২ ॥

বিবরণ ।—দিল্লীধর আকবরের রাজত্বকালের চৌত্রিশবৎসরে রাজা মানসিংহ কর্তৃক গোবিন্দজীর বিরাট্ট এবং অপূর্ন-স্থাপত্যজাপক প্রাচীন মন্দির প্রস্তুত হয় । (Grows's Mathura) কালিদাসের সময়েও বৃন্দাবনের শ্রীবৃদ্ধি যে কত অধিক ছিল তাহা বর্ত্তমান শ্রোতাবলীতেই অনুমিত । খৃষ্টীয় ১০৮৫ শতকে সমুদ্রত মহাকবি বিষ্ণু বৃন্দাবন-পরিক্রমা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ের চমৎকার বর্ণনাও ভদ্রায় গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় । (বিক্রমাক দেব-চরিত সর্গ ১৮) । কতিপয় শতাব্দী-ব্যাপিনী বৌদ্ধ-প্রতিপত্তির অতিশায়িত প্রভাবে বৃন্দাবনের প্রায় সমস্ত ভীর্থস্থলের চিহ্নই লুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরে আবার বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ রূপ এবং সনাতনের চেষ্টায় ও অর্থে ঐ সমুদয়ের উদ্ধার হয় । বর্ত্তমান বৃন্দাবন আর পুরাণবর্ণিত বৃন্দাবন যে অভিন্ন—ইহা বলা বড়ই কঠিন । কেন না, বর্ত্তমান বৃন্দাবন মথুরা নগরী হইতে ছয় মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত । কিন্তু পুরাণাদিতে পাওয়া যায়—ক্রান্তগামী অশ্বের দ্বারা চালিত রথে, বৃন্দাবন হইতে সূর্যোদয়কালে রওনা হইয়া ভক্ত অক্লুর সূর্যাস্ত-কালে মথুরায় পৌছিয়াছিলেন । (ভাগবত পুঃ ১০ম অঃ ৩৯ এবং ৫ম অঃ ৪১ ; বিষ্ণু পুঃ ৫ম অঃ ১৮ এবং অঃ ১৯) আবার অত্র দেখিতেছি,—শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা নন্দ, মথুরাশক্তি কংসের অত্যাচারের আশঙ্কায়, মথুরার ছয় মাইল দূর-স্থিত ‘গোকুল’ হইতে, যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনে অপস্থত হইয়াছিলেন । (বিষ্ণু পুঃ ৫ম অঃ ৬ ; ভাগ পুঃ ১০ম, অঃ ১১) সুতরাং ইহা অসম্ভব যে, নন্দ মথুরা হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী যমুনার একই পারে অবস্থিত বর্ত্তমান বৃন্দাবনে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন । শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান সহায় দুত্তর যমুনার পরপারে যাওয়াই স্বাভাবিক । বর্ত্তমান বৃন্দাবনে ভেতন কোনোই পর্বত নাই । অথচ—পৌরাণিক বৃন্দাবনে বহু পর্বত ছিল । (ভাগ পুঃ ১০ম, অঃ ১১) । সুতরাং প্রাচীন বৃন্দাবন যে যমুনার অপর পারেই সংস্থিত ছিল, (বিষ্ণু পুঃ ৫, অঃ ১৮ ; ভাগবত পুঃ ১০, অঃ ৩৯ ; M. L. D.) ইহা বলিলে অত্যাক্তি হইবে না ॥ ৫০ ॥

গোবর্দ্ধন ।—বৃন্দাবনের ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত পর্বত । ইহা কর্তৃক অতিবর্ষণে বিপন্ন হইয়া ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে,—ছত্ররূপে এই পর্বতকে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে তুলিয়া ধরিয়া, ভয়গ্নে শ্রীকৃষ্ণ গবাদি পশু ও অপর সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন । (মহা, উদ্ভোগ, অঃ ১২৯) ॥ ৫১ ॥

অথান্দদাগ্নিষ্টভূজং ভূজিয়া হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গ-নাথম্ ।
 আসেদ্বীং সাদিতশক্রপক্ষং বালামবালেন্দুমুখীং বভাষে ॥ ৫৩
 অসৌ মহেন্দ্রাদ্রিসমান-সারঃ পতির্মহেন্দ্রশ্চ মহোদধেশ্চ ।
 যশ্চ ক্ষরংসৈশ্চ-গজচ্ছলেন যাত্রাসু যাতীব পুরো মহেন্দ্রঃ ॥ ৫৪
 জ্যাঘাতরেখে সুভূজো ভূজাভ্যাং বিভর্তি যশ্চাপভূতাং পুরোগঃ ।
 রিপুশ্রিয়াং সাজনবাম্পসেকে বন্দীকৃতানামিব পদ্ধতী হে ॥ ৫৫

অঙ্কুর।—অথ ভূজিয়া (কিল্লরী সুনন্দা) অঙ্গদা-
 গ্নিষ্টভূজং সাদিত-শক্রপক্ষং হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গ-
 নাথম্ আসেদ্বীম্ অবালেন্দু-মুখীং বালাম্ ইন্দুমতীং
 বভাষে ॥ ৫৩ ॥

মহেন্দ্রাদ্রিসমান-সারঃ অসৌ (হেমাঙ্গদঃ) মহেন্দ্রশ্চ (পর-
 ভ্রাতৃ) মহোদধেঃ চ পতিঃ (ভবতি) । যশ্চ যাত্রাসু ক্ষরং-
 সৈশ্চ-গজ-চ্ছলেন মহেন্দ্রঃ পুরঃ যাতি ইব ॥ ৫৪ ॥

সুভূজঃ চাপভূতাং পুরোগঃ যঃ বন্দীকৃতানাম্ রিপুশ্রিয়াং
 সাজনবাম্প-সেকে পদ্ধতী ইব হে জ্যাঘাত-রেখে ভূজাভ্যাং
 বিভর্তি ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর পরিচারিকা সুনন্দা স্বর্ণকেয়ুর-
 মণ্ডিত, অরিকুল-বিমর্দন, হেমাঙ্গদ-নামক কলিঙ্গ-রূপান্তর
 নিকটে পূর্ণচন্দ্রবদনা ইন্দুমতীকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া
 বলিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥

রাজনন্দিনি । কুলপর্কত মহেন্দ্রগিরির ছায় অতুল-সব্ব এই
 কলিঙ্গনাথ শুধু মহেন্দ্র-পর্কতের নহে, মহোদধিরও অধিপতি ।
 এক কথায় ঐ পর্কত এবং সমুদ্র—যথাক্রমে ইহার গিরিদুর্গ
 এবং জলদুর্গস্থানীয় । ইহার অভিযানকালে যখন সৈন্ত-
 সামন্তসহ অঙ্গ গজরাজি অপ্রতিহত-গমনে চলিতে থাকে,
 তখন মনে হয়, যেন মহেন্দ্র-পর্কত স্বয়ংই ইহার অগ্রে অগ্রে
 যাইতেছেন ॥ ৫৪ ॥

সুন্দরি । বলিষ্ঠবাহু এবং ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য এই
 নরপতির ভূজদ্বয়ে, ধনুকের শিঞ্জিনীর সতত সঞ্চালনে
 সমুৎপন্ন ঐ যে দুইটি কৃষ্ণবর্ণের রেখা (ঝাঁটা) দেখিতেছ,
 উহা কিসের প্রকৃত চিহ্ন—জান কি ? আমার মনে হয়,
 অরাতিকুলের যে সকল রাজলক্ষ্মীকে ইনি ঐ বাহুবলে
 বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদেরই কঙ্কল-মিশ্রিত
 অশ্রুধারা ঐ দুই বাহু বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ॥ ৫৫ ॥

ভাঃপর্য।—মথুরাপতি সুষেণের সংসর্গের ভীষণ পরিণাম-স্বরূপে চমকিত হইয়া ইন্দুমতী আসিয়া কলিঙ্গরাজের
 সমীপে দাঁড়াইলেন । যেন হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন । অমনি সুনন্দা তাঁহার ইতিবৃত্ত-বর্ণন আরম্ভ করিল । ইনি স্বয়ং যেমন
 মহেন্দ্র পর্কতের এবং মহোদধির রাজ্য, দেখিতেও অনেকটা সেইরূপ, যেন নরাকার একটি বিরাট পর্কত । হয় পর্কতে, না
 হয়, সমুদ্রের ঘোঁষে ঘোঁষে ইহার সহিত ভ্রমণের প্রচুর সুযোগ ঘটিবে—সন্দেহ নাই ; ইহার প্রাণীদের গবাক্ষে বসিয়া জলধির
 তরঙ্গলীলা দর্শনে ও বেলাভূমিতে পর্যটনের সময়ে ভালবনের মর্ম্মরক্ষনি প্রভৃতির উপভোগের দ্বারাই যদি যৌবনমুগ্ধ লাভ
 করা অভিপ্রেত হয়, ইহাকে বরণ কর । বিধাতার দান—দৈহিক সৌন্দর্য্য-সম্পদে কলিঙ্গরাজ হেমাঙ্গদ শুধু নন, সারী-
 কলিঙ্গের অধিবাসীরাই যে তত সম্পন্ন নহেন, ইহা অত্যাশ্চর্য্য নহে । তাই সুনন্দা “মহেন্দ্রাদ্রিসমান-সার”—এই বিশেষণের
 আবরণেই চাক্ষুষ সৌন্দর্য্য-দর্শনপটায়সী ইন্দুমতীকে রাজার প্রকৃত আকার দেখাইল । পূর্ণচন্দ্রবদনা রাজ-পুত্রী মর্মে-মর্মে
 সুনন্দার ইঙ্গিত বুঝিলেন, এবং মুখ ফিরাইলেন । কেন না—রাজনন্দিনী ছিলেন “আকৃতি-লোভনীয়” (৫৮)—অর্থাৎ
 আকারের দ্বারা সে কুমারাঙ্গদর অঙ্গ করা সম্ভব, প্রকারের দ্বারা নহে । তাই হেমাঙ্গদের আকার-হীনতায়—ইন্দুমতী
 প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । প্রকারে ভুলিলেন না ॥ ৫৩ ॥

বিবরণ ।—কলিঙ্গ ।—চতুর্থ সর্গের ৩৮ শ্লোকের “বিবরণ” দ্রষ্টব্য ॥ ৫৩ ॥

মহেন্দ্র ।—চতুর্থের ৩৯ শ্লোকের “বিবরণ” দ্রষ্টব্য ॥ ৫৪ ॥

যমাঙ্গন: সন্ধানি সন্নিহুষ্ঠৌ মল্ল-ধ্বনি-ত্যাগিত-যামতূৰ্য্য: ।
 প্রাসাদ-বাতায়নদৃশ্যবীচি: প্রবোধয়তর্পণ এব সুপ্তম্ ॥ ৫৬ ॥
 অনেন সাক্ষং বিহরাশুরাশেষ্তীরেষু তালীবনমর্গ্যরেষু ।
 দ্বীপান্তরানীত-লবঙ্গপুষ্পৈরপাকৃত-শ্বেদ-লবা মরুদ্ভি: ॥ ৫৭ ॥
 প্রলোভিতাপ্যাকৃতিলোভনীয়া বিদর্ভরাজাবরজা তয়ৈবম্ ।
 তস্মাদপাবর্তত দূর-কৃষ্টা নীত্যেব লক্ষ্মী: প্রতিকূলদৈবাং ॥ ৫৮ ॥
 অথোরগাখ্যস্ত পুরস্ত নাথং দৌবারিকী দেবসরূপমেতা ।
 ইতচ্চকোরাঙ্কি ! বিলোকয়েতি পূর্ব্বাহুশিষ্টাং নিজগাদ ভোজ্যাম্ ॥ ৫৯ ॥

অর্থঃ—আঙ্গন: সন্ধানি সুপ্তং যং (হোমাদং) সন্নিহুষ্ঠ: প্রাসাদ-বাতায়ন-দৃশ্যবীচি: মল্ল-ধ্বনি-ত্যাগিত-যামতূৰ্য্য: অর্পণ: এব প্রবোধয়তি ॥ ৫৬ ॥

অনেন সাক্ষং তালীবনমর্গ্যরেষু অশুরাশে: তীরেষু দ্বীপ-
 অন্তরানীত-লবঙ্গপুষ্পৈ: মরুদ্ভি: অপাকৃত: শ্বেদ-লবা (সভীৎ) বিহর: ॥ ৫৭ ॥

আকৃতিলোভনীয়া বিদর্ভরাজাবরজা (ভোজরাজাহুজা) তয়া (সুনন্দয়া) এবং প্রলোভিতা অপি নীত্যা (পুরুষকারেণ) দূর-কৃষ্টা লক্ষ্মী: প্রতিকূল-দৈবাং (পুরুষাং) ইব তস্মাৎ (হোমাদাং) অপাবর্তত ॥ ৫৮ ॥

অথ দৌবারিকী দেব-সরূপম্ উরগাখ্যস্ত পুরস্ত নাথম্ এতা, অগ্নি চকোরাঙ্কি ! ইত: বিলোকয়—ইতি পূর্ব্বাহুশিষ্টাং ভোজ্যং নিজগাদ ॥ ৫৯ ॥

বক্তার্থঃ—উত্তাল-ভরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগর এই হোমাদ-
 দেব রাজপ্রাসাদের অতি সন্নিহিত । তাই সিদ্ধুর জীমূত-
 যন্ত্র ভরঙ্গ-ধ্বনিতেই ইহার প্রহরজাপক তূর্য্যধ্বনির কার্য্য
 সম্পন্ন হয় এবং গবাক্ষপথে ইনি উদধির সেই মনোহর
 তরঙ্গলীলা সন্দর্শন করিয়া থাকেন । ইহার নিদ্রাভঙ্গের জন্ত

আর বৈভালিকের প্রয়োজন হয় না । সিদ্ধু-সদ্বীতেই ইনি
 জাগরিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

ইন্দুমতি ! ইহার সহিত পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হও এবং
 অশুরাশির তালীবন-মুখর বেলাভূমিতে ইহাকে লইয়া
 বিলাস-বিহার কর । সাগর-মধ্যবর্তী অগ্ৰান্ত দ্বীপ হইতে
 লবঙ্গ-কুসুম উড়াইয়া আনিয়া শীতল সিদ্ধু-সমীরণ
 তোমার বিহার-খেদজনিত ঘর্ষবিন্দু মার্জনা করিয়া
 দিবে ॥ ৫৭ ॥

হৃদৈব ব্যক্তি পুরুষকারবলে লক্ষ্মীকে প্রায় করগত
 করিলেও লক্ষ্মী যেমন সেই অভাগ্যের কপালদোবে তাহাকে
 ত্যাগ করিয়া যান, তদ্রূপ সৌন্দর্য্য-জ্ঞানবতী বিদর্ভরাজ-
 সোদরা ইন্দুমতী সুনন্দা কর্তৃক হোমাদদের বর্ণনা দ্বারা
 নানারূপে প্ররোচিতা হইলেও কিন্তু তাহার নিকট হইতে
 সরিয়া গেলেন ॥ ৫৮ ॥

তার পর সুনন্দা দেবতুল্য-কান্তি উরগপুরের (নাগপুর)
 অধীশ্বরের নিকট গিয়া—“চকোর-স্কন্ধন । একবার এই দিকে
 তাকাও” বলিয়া ইন্দুমতীকে আহ্বান করিল এবং
 কহিল:—৫৯ ॥

নিবরণ—উরগপুর ।—মাজ্জাজের ত্রিচীনাঙ্গীর প্রাচীন নাম । খৃ: ষষ্ঠ শতকে এই স্থানে পাণ্ড্যদিগের
 রাজধানী ছিল । মল্লিনাথ এই লোকের ব্যাখ্যাবসরে বলিয়াছিলেন, “কাঞ্চনজঙ্ঘের তীরবর্তী নাগপুর নামক স্থান” এই নাগপুর
 মাজ্জাজের “নাগপট্টম” হওয়াই সম্ভব । কেন না, উহাও কাঞ্চনজঙ্ঘা নদের তীরস্থিত । ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা নদের অপভ্রংশই
 “কোলেঙ্গন” বা বর্তমান নাগপট্টম কোলেঙ্গনের তটবর্তী । একসময়ে চোলদিগেরও এই স্থানে রাজধানী ছিল এবং তাহার
 সমগ্র পাণ্ড্যরাজ্য ও ত্রিবাঙ্কুর দক্ষিণাংশ শাসন করিত । কিন্তু “পবন-দূত” গ্রন্থে এই নগরকে তাত্রপ-ভীয়ে অবস্থিত,
 এবং “ভূর্গজনগর” ইহারই নামান্তর বলা হইয়াছে । (A. G. I.) ॥ ৫৯ ॥

পাণ্ডোহয়মংসাপিতলমুহারঃ ক্লৃপ্তাজরাগো হরিচন্দনেন ।
 আভাতি বালাতপরক্ত-সামুঃ সনির্বরোদগার ইবাজিরাজঃ ॥ ৬০ ॥
 বিদ্যাস্ত্র সংস্তুজিতা মহাদ্রেনিঃশেষপীতোজ্জ্বিতসিদ্ধু-রাজঃ ।
 শ্রীত্যাশ্বমেধাবভূথার্দ্রমূর্তেঃ সৌস্মাতিকো যশ্চ ভবতঃগন্ত্যঃ ॥ ৬১ ॥
 অস্ত্রং হরাদাপ্তবতা হুয়াপং যেনেন্দ্রলোকাবজয়ায় দৃপ্তঃ ।
 পুরা জন-স্থান-বিমর্দশকী সক্ষায় লক্ষাধিপতিঃ প্রতস্থে ॥ ৬২ ॥

অর্থঃ—অংসাপিত-মুহারঃ হরিচন্দনেন ক্লৃপ্ত-জ-
 রাগঃ অয়ং পাণ্ড্যঃ (পাণ্ডুদেশাধিপঃ) বালাতপরক্ত-সামুঃ
 সনির্বরোদগারঃ অজিরাজঃ ইব আভাতি ॥ ৬০ ॥

বিদ্যাস্ত্র মহাদ্রেনিঃ সংস্তুজিতা নিঃশেষ-পীতোজ্জ্বিত-
 সিদ্ধুরাজঃ অগন্ত্যঃ অশ্বমেধাবভূথার্দ্রমূর্তেঃ যশ্চ (পাণ্ড্যস্ত্র)
 শ্রীত্যা সৌস্মাতিকঃ ভবতি ॥ ৬১ ॥

পুরা জনস্থান-বিমর্দ-শকী দৃপ্তঃ লক্ষাধিপতিঃ (রাবণঃ)
 হুয়াপম্ অস্ত্রং হরাৎ আপ্তবতা যেন (পাণ্ড্যেন সহ) সক্ষায়
 ইন্দ্রলোকাবজয়ায় প্রতস্থে ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থঃ—রাজপুত্রি। এই নরপতি পাণ্ডুদেশের
 অধিপতি। দেখ, দেখ—ইহার স্বকবিলম্বিত উজ্জল হীরক-
 মুক্তাখচিত হারে এবং হরিচন্দন-চর্চিত অমুরাগে, সামুদ্রেশে
 বালমুখ্যের আরক্ত কিরণসম্পাতে নির্ঝরপ্রাবী অদ্রিপতির
 যেমন শোভা হয়, তেমনই শোভা হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

বিবরণঃ—পাণ্ড্য।—চতুর্ধের ৪২ শ্লোকের “বিবরণ” দ্রষ্টব্য ॥ ৬০ ॥

বিদ্যা।—বিদ্যাচল, বিদ্যা-পর্বতপুঞ্জ। মুজাপুরের নিকটে এই পর্বতের একাংশে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাবাসিনী বা
 বিদ্যাবাসিনীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যাবাসিনী-মন্দিরের নান্দিত্যে দাক্ষায়ণী সতীর বামপদে অগ্রভাগ
 পতিত হয়। ইহা বায়ান পীঠের অস্ত্রভয়-এবং এই পীঠস্থানের অদূরে পর্বতশির্ষে অষ্টভুজার মন্দির বিদ্যমান। এই
 বিদ্যাচল নগর পম্পাপুর নামক প্রাচীন সহরের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এই স্থানে শুভ-নিশ্চয়ের সহিত দুর্গার যুদ্ধ হয়।
 খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে বিদ্যাবাসিনীদেবী অতি বিদ্বতভাবে সমগ্র ভারতবাসী কর্তৃক আরাধিত হইতেন। মহাশূরের দক্ষিণাংশে
 বিদ্যাচল নামে অত্র একটি পর্বতেরও উল্লেখ দেখা যায়। (দেবীভাগবত, ৭ম, শিব পুঃ ৪র্থ, ১ম খণ্ড, অঃ ২১; স্বর্গ পুঃ,
 রেখাখণ্ড, অঃ ৫৫; কথাসরিৎসাগর ১ম, অঃ ২; বামন-পুঃ, অঃ ৫৫; কথাসরিৎ, অঃ ৫২, ৫৪; রামায়ণ, কিশ, অঃ ৪৮;
 J. R. A. S. 1894, p 261; N. L. D. p. 37) ॥ ৬১ ॥

জনস্থান।—বর্তমান আরাকান্দ জেলা সম্পূর্ণ এবং পোদাবরী ও কুম্ভার মধ্যবর্তী স্থানের প্রাচীন নাম।
 রামায়ণ-বর্ণিত দণ্ডকারণের অংশবিশেষ। পঞ্চাশটী বা বর্তমান নাসিক জনস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। (N. L. D.)
 রামায়ণ, অরণ্য, ৪২; উত্তরকাণ্ড, অঃ ৮১) ॥ ৬২ ॥

লক্ষা।—বর্তমান সিংহল (Ceylon) দেশের নামান্তর। “লক্ষা” বা “লক্ষাপত্তনং” নামক নগর বর্তমান সিংহলের
 দক্ষিণ-পূর্ব কোণস্থিত এক পর্বতের উপর ছিল এবং ঐ পর্বতই তন্তু নামে অভিহিত হইত। রামায়ণে এই পর্বতকে
 “ত্রিহুট” বা ত্রি-চূড় বলা হইয়াছে। ইহাই রাবণের বাসস্থলী। বর্তমান কলম্বো নগরের চম্পি মাইল দূরে ইন্দ্রজিৎয়ের
 যজ্ঞভূমি নিকুন্তিলা নামক স্থানের নির্দেশ এখনও পাওয়া যায়। এই অর্থম লেখক ঐ স্থানে পর্যটনপূর্বক অনেক ভাণ্ড
 অবগত হইয়াছিল। কতিপয় কারণে—প্রাচীন লক্ষা এবং (Ceylon) বর্তমান সিংহল যে একই দ্বীপ নহে, তাহা স্বীকার করিতে

অনেন পাণৌ বিধিবদ্ গৃহীতে মহাকুলীনেন মহীব গুৰ্ব্বৌ ।
 রত্নাহুবিদ্বাৰ্ণবমেখলায়া দিশঃ সপত্নী ভব দক্ষিণস্তাঃ ॥ ৬৩ ॥
 তাহুল-বল্লীপরিগন্ধ-পুগাশ্বেলালতালিজিত-চন্দনাসু ।
 তমাল-পত্রাস্তরণাসু রত্নং প্রসীদ শশ্বম্মলয়-স্থলীষু ॥ ৬৪ ॥
 ইন্দীবর-শ্রামতম্মন পোহসৌ তং রোচনাগৌর-শরীর-যষ্টিঃ ।
 অত্রোত্র-শোভা-পরিবৃদ্ধয়ে বাং যোগজ্জিহ্বায়দয়োৱিরাস্ত ॥ ৬৫ ॥
 স্বসুবিদর্ভাধিপতেস্তদীয়ো লেভেহস্তরং চেতসি নোপদেশঃ
 দিবাকরাদর্শন-বদ্ধ-কোশে নক্ষত্রনাথংশুরিবারবিন্দে ॥ ৬৬ ॥

অর্থঃ—মহাকুলীনেন অনেন (পাণ্ডেন) পাণৌ (ঋদীয়ে) বিধিবৎ গৃহীতে (সতি) গুৰ্ব্বৌ মহী ইব রত্নাহুবিদ্বাৰ্ণব-মেখলায়াঃ দক্ষিণস্তাঃ দিশঃ সপত্নী ভব ॥ ৬৩ ॥

তাহুলবল্লী-পরিগন্ধপুগাসু এলালতালিজিতচন্দনাসু তমাল-পত্রাস্তরণাসু মলয়স্থলীষু শশ্বৎ রত্নং প্রসীদ ॥ ৬৪ ॥

অসৌ নৃপঃ (পাণ্ডাঃ) ইন্দীবরশ্রামতম্মনঃ তং—রোচনা-গৌর-শরীরযষ্টিঃ (অসি) । (ততঃ) তড়িহস্তোদয়োঃ ইব বাং (যুগ্মোঃ) যোগঃ অত্রোত্রশোভা-পরিবৃদ্ধয়ে অস্ত ॥ ৬৫ ॥

বিদর্ভাধিপতেঃ স্বসুঃ চেতসি তদীয়ঃ উপদেশঃ দিবাকর-দর্শন-বদ্ধ-কোশে অরবিন্দে নক্ষত্র-নাথংশুঃ ইব অন্তরং (অবকাশং) ন লেভে ॥ ৬৬ ॥

বক্তার্থঃ—রাজ-নন্দিনী! মহাকুল-সম্বৃত এই পাণ্ডুরাজ স্বধাবিধানে তোমার পাণিগ্রহণ করিলে, মহীয়সী বসুমতীর ত্রায় তুমিও, নানারত্নপূর্ণ-মিত্রাকররূপ মেখলায় পরিমণ্ডিত দক্ষিণদিগবধূর সপত্নী হইতে পারিবে।—অর্থাৎ প্রকৃত সপত্নী তোমার কেহই হইবে না ॥ ৬৩ ॥

ইন্দুমতি! প্রসন্ন হও। (আর পারি না,) এই নৃপতিকে বরণ করিয়া নিরন্তর অনন্ত-সুখকরী মলয়স্থলীতে ইহাকে লইয়া বিহার কর। দেখিবে—তথায় পুণ্ড-তরুৱাজিদিগকে কেমন আবেষ্টন করিয়া তাহুল-লতিকাগুলি শোভা পাই-তেছে। এলা-লতা চন্দনপাদপকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, আর সেই মলয়স্থলীর সর্বত্র সুনীল তমালপত্রের আশ্রয়ে আচ্ছাদিত রহিয়াছে,—প্রিয়সম্মেলনের এমন মনোহর স্থান আর নাই ॥ ৬৪ ॥

সুন্দরি! দেখ, এই নৃপতির কলেবর নীলোৎপলতুল্য শ্রামল, আর তুমিও গোৱোচনার ত্রায় গৌরবাস্তি, অতএব ভোমাদের উভয়ের মিলনে, তড়িৎ এবং সৌদামিনীর মিলনে যেমন হয়, তেমনই উভয়ের সৌন্দর্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে,—ইন্দুমতি! তাই হউক ॥ ৬৫ ॥

অংশুমালীর অদর্শনে পদ্মিনী যখন মুকুলিত থাকে, তখন তাহার অভ্যন্তরে সুধাকরের কিরণজাল যেমন প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ সুনন্দার সেই সমুদয় স্নমধুর উপদেশ-লহরী ইন্দুমতীর হৃদয় স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৬৬ ॥

হয়। রামায়ণে আছে যে, লঙ্কায় বাইতে হইলে, তাম্রপর্ণা নদী পার হইয়া, মহেন্দ্র পর্বতমালায় দক্ষিণাংশ—যাহা গিয়া সাগরে মিশিয়াছে, সেই পার্বত্যস্থল উত্তীর্ণ হইতে হয়, নতুবা লঙ্কায় যাওয়া যায় না। অর্থাৎ এক কথায়, রামায়ণানুসারে লঙ্কাধীপ মহেন্দ্র-পর্বতের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। বর্তমান (Ceylon) সিংহলকে প্রাচীন লঙ্কাধীপ বলিয়া গণ্য করিলে লঙ্কাগামীর পক্ষে মহেন্দ্র-পর্বতের দক্ষিণ সীমায় পৌছিতে কশ্মিনকালেও তাম্রপর্ণা নদী পার হইতে হয় না। ইহা ছাড়া বিখ্যাত গণিতজ্ঞ বরাহ-মিহিরের মতে উজ্জয়িনী এবং লঙ্কা একই দ্রাবিড়ায় অবস্থিত এবং এই দ্রাবিড়ায় অনেক পূর্বাংশে সিংহল দেশ। পৌরাণিক যুগের বহু গ্রন্থে লঙ্কা এবং সিংহলকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্বীপ বলিয়া অভিহিত দেখা যায়। অথচ সিংহলের অতি প্রাচীন ইতিহাস—খৃঃ পঞ্চম শতকে সঙ্কলিত “মহাবংশ” গ্রন্থে দেখা যায়, বাক্সালী-বীর বিজয় সিংহের বিজয়ের পর লঙ্কা সিংহল নামে পরিবর্তিত হয়। (রামা, সুন্দর, ২: ১; লঙ্কা কা: ২: ১২৫, Buddhist Text Society's Journal, Vol. III, p. 1, appendix; রামা, কিষ., ২: ৪১; বৃহৎসংহিতা, অঃ ১৪; দেবী পুঃ, অঃ ৪২, ৪৬; Geiger's Mahavamsa, chs. VII, XXXI; N. L. D. p p. 113, 114) ॥ ৬২ ॥

মলয়স্থলী।—৪র্থ সর্গের ৪৬ শ্লোকের “বিবরণ” দ্রষ্টব্য ॥ ৬৪ ॥

সঞ্চারিণী দীপশিখৈব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।

নরেন্দ্রমার্গাটু ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥ ৬৭ ॥

তস্তাং রঘোঃ স্মুহুরুপস্থিতায়াং বৃণীত মাং নেতি সমাকুলোহভূৎ।

বামেতরঃ সংশয়মস্ত্য বাহুঃ কেয়ুরবন্ধোচ্ছসিতৈশ্চ নৈদ ॥ ৬৮ ॥

জ প্রাপ্য সর্বাংসুবানবজ্ঞং ব্যাবৰ্ত্ততাশ্চোপগমাং কুমারী।

ন হি প্রফুল্লং সহকারমেতা বৃক্ষান্তরং কাজ্জকতি যটুপদালী ॥ ৬৯ ॥

অর্থঃ—পতিংবরা সা (ইন্দুমতী) রাত্রৌ সঞ্চারিণী দীপশিখা ইব যং যং (ভূমিপালঃ) ব্যতীয়ায়, সঃ সঃ ভূমিপালঃ নরেন্দ্রমার্গাটু ইব বিবর্ণভাবং প্রপেদে ॥ ৬৭ ॥

তস্তাং (ইন্দুমত্যাং) উপস্থিতায়াং (সন্ত্যাং) রঘোঃ স্মুহুঃ (অজঃ) “মাং বৃণীত ন (বা)”—ইতি সমাকুলঃ অভূৎ। (অথ) অস্ত্য বামেতরঃ বাহুঃ কেয়ুর-বন্ধোচ্ছসিতৈঃ সংশয়ং হুনোদ ॥ ৬৮ ॥

কুমারী সর্বাংসুবানবজ্ঞং ভম্ (অজঃ) প্রাপ্য অতোপগমাং ব্যবৰ্ত্তত। হি (তথাহি) যটুপদালী প্রফুল্লং সহকারম্ এত্যা বৃক্ষান্তরং ন কাজ্জকতি ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থঃ—ভামসী রজনীতে সঞ্চারিণী দীপশিখা স্মুহু হইতে সরিয়া গেলে রাজপথবর্তী অট্টালিকা যেমন সহস্রা ভিমিরচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়, তরুণ স্বয়ংবরা ইন্দুমতী যে যে রাজাকে অতিক্রম করিয়া যাঁতে লাগিলেন, সেই সেই ভগ্নাশ নৃপতি বিষাদে যেন কালো হইয়া গেলেন ॥ ৬৭ ॥

এইভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে করিতে গিয়া ইন্দুমতী যখন রত্ন-পুত্র অজের সমীপে উপনীত হইলেন, তখন নিজের পরিণাম চিন্তা করিয়া, আমাকে ইনি বরণ করিবেন কি না,— ভাবিয়া কুমার বড়ই আকুল হইলেন, কিন্তু রাজকন্ডার উপস্থিতিক্ষণেই কুমারের দক্ষিণ বাহু কম্পিত হইল এবং কেয়ুর-ধারণ-স্থান ঘন ঘন উচ্ছসিত হইয়া অজের সংশয় কতকটা দূর করিয়া দিল। কেন না, দক্ষিণ বাহু-স্পন্দন সুন্দরীলাভের একটা প্রধান লক্ষণ ॥ ৬৮ ॥

সেই অনিন্দ্য-সুন্দর-কাস্তি স্তম্ভাম রাজকুমারকে পাইয়া কুমারী ইন্দুমতী আর অল্প রাজার নিকটে গেলেন না। প্রফুল্ল মুকুল-গণ্ডিত সহকারতরুকে পাইলে ভ্রমরপঙ্ক্তি কি আর অল্প যে কোনো বৃক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়? কদাচ হয় না ॥ ৬৯ ॥

ভাৎপর্য্য।—দক্ষিণদিকের “সপত্নী” বলায় প্রকৃত “সপত্নীর” অভাব সূচিত হইলেও,—উচ্চাখ্যায়ণ “সপত্নী” শব্দের প্রথমেই কুমারী কন্ডার মনে “সতীন হও” উক্তিভেদে বিষম আঘাত লাগিবার কথা। ইন্দুমতীর চিন্তেও সে আঘাত লাগিল— তিনি অত্যন্ত বিমনা হইলেন। তার পরেই ৬৪ শ্লোকে, “তমাল-পত্রাদি-সমাচ্ছাদিত স্থলে বিহার করা”র কথা প্রভৃতিতে ইন্দুমতীর সেই পূর্বজাত বৈমনস্তের বুদ্ধিই হইল,—বিরহাশ্রু মনে জাগিতে লাগিল। প্রথমেই তমাল-পত্রাচ্ছন্ন স্থল? এ শব্দ্য সন্তোষের উপযোগী হইলেও বিরহ-ভাপিতারও একমাত্র আশ্রয়। এইরূপে ইন্দুমতী যখন দোলায়িতচিত্তা,—তখনই “তড়িৎ-তোরদের” যোগের দৃষ্টান্ত। কাদম্বপঙ্ক্তির সহিত তড়িৎতার সংযোগের ফল অতিবিষম। সে সংযোগের পরিণতিতে স্তম্ভনাশ ঘটে। স্তম্ভরক্ষা হয় না।—এইভাবে নানা রাজত্বের সমীপে বরমালা হস্তে লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে রাজ-কুমারীরও হয় ত বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। যেন, ঠিক ষাঁহাকে চান, তাঁহাকে পাইতেছিলেন না। সূর্য্য যতই প্রখর হ'ন না কেন, নলিনীর তৃপ্তি তাঁহাতেই, নয়ন-ভরণ স্রাব্য করে নহে,—সেইরূপ সুন্দরীপরিচিত রাজারা যতই সুদর্শন এবং গুণবান হ'ন না কেন, ইন্দুমতীরূপা কমলিনীর নয়নে প্রকৃত সূর্য্য এখনও দেখা দেন নাই,—তাই রাজপুত্রী পুরোবর্তী অল্প নৃপতির নিকট গেলেন ॥ ৬৩-৬৬ ॥

কালিদাসের নায়কের সর্বত্রই দক্ষিণ-বাহুর স্পন্দন দেখা যায়। সেই শব্দস্থলার ছব্বস্তের কাঁপিতে দেখিয়াছি। বিক্রমার্কসীতে পুরুষবার এবং মালবিকায়মিত্রে অঘ্নিবিভ্রেরও দেখিয়াছি। আবার এই—দেখিলাম। এইরূপ—প্রথম প্রিয়সঙ্গের পরে, যখনোমুখী নায়িকার লতাটিটে পরিহিত বসন জড়াইয়া যাওয়াও কালিদাসের নিজস্ব। এ ছুটি বস্তু তাঁহার বোধ হয় বড়ই ভালো লাগিত। ভৎপরবর্তী কবিগণ নির্বিচারে কালিদাসের এই দুই উপাদেয় বস্তু সং এবং অসং বিবিধ ব্যবহারই করিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

তস্মিন্ সমাবেশিত-চিত্তবৃত্তিমিন্দুপ্রভামিন্দুমতীমবেক্ষ্য ।
 প্রচক্রেম বক্তুমমুক্রমজ্ঞা সবিস্তরং বাক্যমিদং সুনন্দা ॥ ৭০ ॥
 ইক্ষাকু-বংশঃ বক্তুং নৃপাণাং বক্তুং ইত্যাহিত-লক্ষণোহভূৎ ।
 কাকুৎস্থ-শব্দং যত উন্নতেচ্ছাঃ প্লাঘ্যং দধত্যাভর-কোশলেচ্ছাঃ ॥ ৭১ ॥
 মহেন্দ্রমাস্ত্রায় মহোক্ষ-রূপং যঃ সংযতি প্রাপ্ত-পিনাকি-লীলঃ ।
 চকার বাণৈরশ্রাজনানাং গণ্ডস্থলীঃ প্রোষিত-পত্র-লেখাঃ ॥ ৭২ ॥
 ঐরাবতাক্ষালন-বিপ্লবং যঃ সংঘটয়ন্নঙ্গদমঙ্গদেন ।
 উপেষুযঃ স্বামপি মূর্ত্তিমগ্ধ্যামর্দ্ধাসনং গোত্রভিদোহধিতষ্ঠৌ ॥ ৭৩ ॥
 জাতঃ কুলে তস্ম কিলোরুকীর্তিঃ কুল-প্রদীপো নৃপতিদিলীপঃ ।
 অতিষ্ঠদেকোন-শতক্রতুত্বে শক্রাভ্যামুয়া-বিনিবৃত্তয়ে যঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুব্র।—ইন্দুপ্রভাম্ ইন্দুমতীং তস্মিন্ সমাবেশিত-
 চিত্তবৃত্তিম্ অবেক্ষ্য অমুক্রমজ্ঞা সুনন্দা ইদং (বক্ষ্যমাণং)
 সবিস্তরং বাক্যং বক্তুং প্রচক্রেম ॥ ৭০ ॥

ইক্ষাকুবংশঃ নৃপাণাং ককুদং আহিতলক্ষণঃ ককুৎস্থঃ
 ইতি (প্রসিদ্ধঃ কশিৎ রাজা) অভূৎ । যতঃ (ককুৎস্থঃ
 আরভ্য) উন্নতেচ্ছাঃ উত্তরকোশলেচ্ছাঃ (রাজানঃ) প্লাঘ্যং
 কাকুৎস্থ-শব্দং দধতি ॥ ৭১ ॥

যঃ (ককুৎস্থঃ) সংযতি মহোক্ষ-রূপং মহেন্দ্রম্ আহায়
 (আরভ্য) প্রাপ্ত-পিনাকি-লীলঃ (সন্) বাণৈঃ অশ্রাজনানাং
 গণ্ডস্থলীঃ প্রোষিত-পত্রলেখাঃ চকার ॥ ৭২ ॥

যঃ (ককুৎস্থঃ) ঐরাবতাক্ষালন-বিপ্লবম্ অঙ্গদম্ অঙ্গদেন
 (স্বকীয়েন) সংঘটয়ন্ স্বাম্ অগ্ধ্যাং মূর্ত্তিম্ উপেষুযঃ অপি
 গোত্র-ভিদঃ অর্দ্ধাসনম্ অধিতষ্ঠৌ ॥ ৭৩ ॥

উরুকীর্তিঃ কুলপ্রদীপঃ দিলীপঃ নৃপতিঃ তস্ম (ককুৎস্থস্য)
 কুলে জাতঃ কিল । যঃ (দিলীপঃ) শক্রাভ্যামুয়া-বিনিবৃত্তয়ে
 (ন তু অশক্ত্যা) একোনশতক্রতুত্বে অতিষ্ঠৎ ॥ ৭৪ ॥

বক্তার্থ।—পূর্ণেন্দু-সুন্দর-কান্তি ইন্দুমতীকে সেই অনিন্দ্য-
 সুন্দর রাজকুমারের প্রতি আসক্তিমতী দেখিয়া, মধুরভাষিণী
 বাগিনী সুনন্দা বিস্তৃতভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করিল ॥ ৭০ ॥

রাজপুত্র। পুরাকালে রাজহুগণের শীর্ষস্থানীয় ককুৎস্থ
 নামে সুপ্রসিদ্ধ এক ইক্ষাকুবংশীয় নৃপতি ছিলেন। উত্তর-
 কোশল-পতিবৃন্দ সেই প্রসিদ্ধ নামের পরিচয়ে প্লাঘা অল্পভব

করিবার নিমিত্ত, আপনাদিগকে “কাকুৎস্থ” বলিয়া অভি-
 হিত করিতেন ॥ ৭১ ॥

সেই মহাবীর ককুৎস্থের অসীম ক্ষমতার বিষয় আর কি
 বলিব? অনুর-যুদ্ধে ব্যাকুল হইয়া সাহায্যপ্রাপ্ত ইন্দ্র মহা-
 বৃষভের রূপ ধারণ করিতেন, আর ইনি বৃষভচারী পিনাব-
 ধারী কদ্রের ছায় সংহার-মূর্ত্তিতে সেই বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদে
 আরোহণপূর্ব্বক অজস্র বাণবর্ষণে অনুরকুল নির্মূল করি-
 তেন। পতিহীনা অশ্রাজনারা পতি-বিনাশে বিবাদের নিমাজ্জিত
 হইত এবং চিরদিনের মত কপোলদেশে পত্ররচনা প্রভৃতি
 বিলাস-সজ্জা পরিত্যাগ করিত ॥ ৭২ ॥

স্বগীয় ঐরাবতের ভাঙন নিবন্ধন সুরপতি ইন্দ্রের শিথিল
 অঙ্গদে স্থলিত হইবার উপক্রম করিলে, ইনি স্বীয় অঙ্গদের
 সংবর্ষণে তাহা আবার ঠিক করিয়া পরাইয়া দিতেন, ইন্দ্রের
 সহিত ককুৎস্থের এতই প্রণয় ছিল।—আবার বাসব বখন
 দেব-সভায় স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, তখনও
 ইনি গিয়া পর্কতবিদারী শুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের সেই আসনের
 অর্ধেক জুড়িয়া বসিতেন ॥ ৭৩ ॥

সেই মহাপ্রভাব ককুৎস্থের বংশের (অবন্তংশস্বরূপ বা)
 প্রদীপস্বরূপ, পরম কীর্তিসম্পন্ন দিলীপ নামে এক নৃপতি
 জন্মিয়াছিলেন। অক্ষমতায় নহে, শুধু শতক্রতু ইন্দ্রের
 অশ্রুয়া-পরিহার-বাসনায় সেই দিলীপ নিরনঙ্গু হুঁটি অশ্বমেধ-
 যজ্ঞের অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

বিবরণ।—উত্তর-কোশল।—প্রাচীন সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজ্যের নাম। বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরাংশ।
 (অভি: ২২১ পৃ:)। ইক্ষাকুরাজগণের রাজ্য, ইহার রাজধানীর নাম অযোধ্যা। কোশলদেশ—উত্তর-কোশল, দক্ষিণ-কোশল,
 গাঙ্গেত, সেতিকা, বিশাখা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত ছিল। (N, L, D.) ॥ ৭১ ॥

কালিদাস-গ্রন্থাবলী

যস্মিন্ মহীং শাসতি বাণিনীনাং নিদ্রাং বিহারার্দ্ধপথে গতানাম্ ।
 বাতোহপি নাস্রংসয়দং শুকানি কো লঘয়েদাহরণায় হস্তম্ ॥ ৭৫ ॥
 পুত্রো রঘুস্তস্য পদং প্রশান্তি মহাক্রতোবিশ্বজিতঃ প্রযোক্তা ।
 চতুর্দিগাবজ্জিত-সংভূতাং যো মৃৎপাত্র-শেষামকরোদ্ বিভূতিম্ ॥ ৭৬ ॥
 আকুটমদ্রীমদধীন বিতীর্ণং ভুজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষ্টম্ ।
 উর্দ্ধং গতং যস্য ন চানুবন্ধি যশঃ পরিচ্ছেত্তু মিয়ন্তরালম্ ॥ ৭৭ ॥
 অসৌ কুমারস্তমজোহনুজাতস্ত্রিবিষ্টপশ্চাব পতিং জয়ন্তঃ ।
 গুব্বীং ধুরং যো ভুবনস্য পিত্রা ধুর্যোণ দম্যঃ সদৃশং বিভর্তি ॥ ৭৮ ॥

অর্থঃ—যস্মিন্ (দিলীপে) মহীং শাসতি (গতি)
 বিহারার্দ্ধপথে নিদ্রাং গতানাং বাণিনীনাং (মন্ত-কামিনীনাং)
 অংগকানি বাতঃ অপি ন অস্রংসয়ৎ । আহরণায় কঃ হস্তং
 লঘয়েৎ ॥ ৭৫ ॥

বিশ্বজিতঃ (নাম) মহাক্রতোঃ প্রযোক্তা তস্য (দিলীপস্য)
 পুত্রঃ রঘুঃ (ভ্রাতৃ) পদং প্রশান্তি । যঃ রঘুঃ চতুর্দিগাবজ্জিত-
 সংভূতাং বিভূতিং মৃৎপাত্রশেষাম্ অকরোৎ ॥ ৭৬ ॥

অদ্রীন্ আকুটম্ উদধীন বিতীর্ণং ভুজঙ্গমানাং বসতিং
 (পাতালং) প্রবিষ্টম্ উর্দ্ধং গতম্ অনুবন্ধি চ (অবিচ্ছেদি চ)
 যস্য যশঃ ইয়ন্তরা (দেশতঃ কালতঃ বা কেনচিৎ পরিমাণেন)
 পরিচ্ছেত্তুং ন অলম্ (ন শক্যম্) ॥ ৭৭ ॥

অসৌ কুমারঃ অজঃ ত্রিবিষ্টপস্য পতিং (ইন্দ্রং) জয়ন্তঃ
 ইব তম্ (রঘুম্) অনুজাতঃ (ভ্রাতৃ-জাতঃ) । দম্যঃ যঃ (অজঃ)
 গুব্বীং ভুবনস্য ধুরং ধুর্যোণ পিত্রা সদৃশং (যথা তথা)
 বিভর্তি ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গার্থঃ—সেই দিলীপের সুশাসনে রাজ্যের
 কোনো দিকে কোনোরূপ অত্যাচার-অবিনয়ের নাম-গন্ধও
 ছিল না । এমন কি, মদমত্তা কামিনীরা ভাণ্ডারের বিহার-
 স্থলে বাইতে বাইতে যখন পথিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িত, তখন

অথ কোনো ভয় বা কামুক ভ দূরের কথা,—বাভাগ
 পর্যন্ত সেই রমণীদের নিদ্রা-গলিত, বসন কম্পিত করিতে
 পারিত না ॥ ৭৫ ॥

এইক্ষেণে সেই দিলীপের রাজ্য তদীয় পুত্র রঘু শাসন
 করিতেছেন । এই রঘু বিশ্বজিত-নামক সর্বস্ব-দক্ষিণ
 মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক দিগ-বিজয়ের দ্বারা চতুর্দিক হইতে
 সংগৃহীত এবং রাজকোষস্থিত অনন্ত ধনরাশি এমনভাবেই
 সংপাত্রে দান করিয়াছিলেন যে, কেবল একান্ত প্রয়োজনীয়
 কয়েকটি মুদ্রপাত্র তাঁহার “আনার” বলিতে ছিল ॥ ৭৬ ॥

তাঁহার কীর্তিকথা আর কি বলিব? ইন্দুমতি! তাঁহার
 যশোরাশি পর্কিতে আরোহণ, সমুদ্রে অবগাহন এবং ভুজঙ্গম-
 দিগের বাগভূমি দুর্গম পাতালে পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে ।
 এমন কি, স্বর্গেও তাঁহার কীর্তিগাথা কীর্তিত হইয়া থাকে ।
 সে চিরস্থায়ী যশের পরিমাণ করে—কার সাধ্য? ॥ ৭৭ ॥

যেমন জয়ন্ত স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের পুত্র, এই কুমারও
 সেইরূপ ধরণীপতি সেই রঘুর আয়ুজ । ইহার নাম অজ ।
 সম্পূর্ণভাবে পিতার বংশবদ ও অনুগত থাকিয়া ইনি স্বীয়
 শাসনদক্ষ পিতার জায় সুনন্দ প্রধায় এই পৃথিবীর গুরুভার
 বহন করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

ভাষ্যঃ—কুমার অজের সন্নিধানে উপস্থিত হওয়ায়, ইন্দুমতীর সকল উদ্বেগের অবসান হইয়াছে,—তিনি আনন্দ-
 বিস্ফারিতনেত্রে কুমারের দিকে চাহিয়া আছেন । সে দৃষ্টির প্রীতিধারায় অজ যেন স্নাত হইয়া উঠিতেছেন ।—এদিকে মধুর-
 ভাবিনী সুনন্দাও তাহার আজ্ঞাসিদ্ধ কর্তব্যীণা সপ্তমে চড়াইয়া অজের পূর্বতন তৃতীয় পুত্র দিলীপ হইতে স্মৃতিগীতিকায়
 সত্যস্থল মন্তমুগ্ধবৎ করিয়া তুলিতেছে ।—প্রথমতঃ ককুৎস্থের নামোল্লেখ করিয়া বংশের ভিত্তিটা যে কত দৃঢ়, কত প্রসিদ্ধ,
 তাহা বলিয়াই দিলীপ, রঘু এবং পরে রঘুর আয়ুজ অজের উল্লেখ করিল । অত্যাশ্রয় নৃপতিদের পরিচয় কালে সুনন্দা দেখাই-
 রাচ্ছে—তাঁহার। সকলেই স্ব-প্রধান, স্বাধীন, অর্থাৎ যথেষ্টাচারী । তাই তাঁহাদের কেহ—দলে দলে
 কামিনী লইয়া জলকেলি করেন, কেহ সারা রাত্রি রমণীমণ্ডলীতে জ্যোৎস্নাপান করেন, কেহ বা পতিহীনা নিক্রপায় অরিবধু-
 দিগের অশ্রমলিন কর্তৃহার হিঁড়িয়া বেড়াইতে ভালোবাসেন । তাঁহাদের মাথার উপর আর কেহ নাই । থাকিলে, হয় ভ

কুলেন কান্ত্যা বয়সা নবেন গুণৈশ্চ তৈস্তৈবিনয়-প্রধানৈঃ ।

অমায়নস্তল্যামমুং বৃগীষ রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন ॥ ৭৯ ॥

ততঃ সুনন্দাবচনাবসানে লজ্জাং তনুকৃত্য নরেন্দ্র-কন্যা ।

দৃষ্ট্যা প্রসাদামলয়া কুমারং প্রত্যগ্রহীৎ সংবরণশ্রজেব ॥ ৮০ ॥

সা যুনি তস্মিন্ভিলাষবন্ধং শশাক শালীনতয়া ন বক্তুম্ ।

রোমাঞ্চ-লক্ষ্যেণ স গাত্র-যষ্টিং ভিত্তা নিরাক্রামদরাল-কেশ্যাঃ ॥ ৮১ ॥

তথাগতয়াং পরিহাস-পূর্ব্বং সখ্যাং সখী বেত্রভূদাবভাষে ।

আর্যো ! ব্রজামোহিত ইত্যথৈনাং বধুরনুয়া-কুটিলং দদর্শ ॥ ৮২ ॥

অঙ্কন।—কুলেন কান্ত্যা নবেন বয়সা বিনয়-প্রধানৈঃ সুন্দরি। ইহাকে বরণ কর। রত্ন কাঞ্চনের সহিত সন্মিলিত
ততঃ তৈঃ গুণৈঃ চ আয়নঃ তল্যামমুং (বুবানং) অং বৃগীষ । হউক ॥ ৭৯ ॥
(কিং বহন) রত্নং কাঞ্চনেন সমাগচ্ছতু ॥ ৭৯ ॥

ততঃ সুনন্দা-বচনাবসানে নরেন্দ্রকন্যা লজ্জাং তনুকৃত্য
প্রসাদামলয়া দৃষ্ট্যা সংবরণশ্রজা ইব কুমারম্ (অঙ্ক) প্রত্য-
গ্রহীৎ ॥ ৮০ ॥

সা (কুমারী) যুনি তস্মিন্ অভিলাষবন্ধং শালীনতয়া
বক্তুং ন শক। (তথাপি) অরাল-কেশ্যাঃ
সঃ (অভিলাষবন্ধঃ) রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ গাত্রযষ্টিং ভিত্তা
নিরাক্রামৎ ॥ ৮১ ॥

সখ্যাম্ (ইন্দুমত্যাং) তথাগতয়াং (সত্য্যং) সখী বেত্রভূৎ,
আর্যো । অতঃ (অতঃ প্রতি) ব্রজামঃ—ইতি পরিহাসপূর্ব্বম্
আবভাষে । অথ বৎঃ এনাম্ (সুনন্দাম্) অনুয়া-কুটিলং (যথা
তথা) দদর্শ ॥ ৮২ ॥

ব্রজার্থঃ—সমুন্নত বংশ, অল্পম লাভ্য, নবীন যৌবন
এবং বিনয়বহল নানা দুর্লভ দুর্লভ গুণগরিমায়, এই রাজ-
কুমার, রাজনন্দিনি ! তোমার সর্বাংশে অল্পরূপ। অতএব

সুনন্দার বাক্যাবসানে স্বয়ংবরা রাজকন্যা সহজাত লজ্জা
দ্রব্য সজোচ করিয়া প্রসন্ন-নয়নে কুমারের দিকে দৃষ্টিদান
করিলেন, মনে হইল, কুমারী যেন স্বয়ংবরমালোর দ্বারা
কুমারকে স্বীকার করিয়া লইলেন ॥ ৮০ ॥

লজ্জাবতী ইন্দুমতী লজ্জাবশতঃ যদিও সেই ঘুবা রাজ-
পুত্রের প্রতি অমুরাগের বিষয় বাক্যে প্রকাশ করিতে
পারিলেন না,—কিন্তু তথাপি সেই কুক্ষিত-কেশীর অঙ্গ-
লতিকা রোমাঞ্চিত হইয়া, তদীয় হৃদয়-নিহিত গূঢ় অমুরাগ
প্রকাশ করিয়া দিল ॥ ৮১ ॥

সখী ইন্দুমতীর এই “ন যযৌ ন তস্মৌ”—অবস্থা-দর্শনে
আনন্দিত হইয়া সহচরী বেত্রধারিণী সুনন্দা হাসিতে হাসিতে
কহিল,—“মাননীয় রাজপুত্রি ! চল, অত্র রাজ্যের নিকটে
যাই—এক স্থানে এত বিলম্বে লাভ কি ?” সুনন্দার এই
উক্তিগত সুকুমারী ইন্দুমতী প্রণয়-মধুর রোষ-কষায়িত নয়নে
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৮২ ॥

এতটা করিতে বা এমনটা হইতে তাঁহার পারিতেনই না । আর এই অঙ্গ,—ইনি এখনও ছায়াপ্রধান বটবৃক্ষের শিথিল-ক্রোড়ে
বিভ্রমণ ।—পিতা, যে-সে পিতা নহে, রঘুর যত দিগ্বিজয়ী পিতা, সর্বস্বত্যাগী পিতা,—স্বর্গীয় কামধেনুর প্রসাদ-লব্ধ পিতা
ইহার এখনও বর্ত্তমান । সাক্ষী পরম পুরুষের গ্রায় তিনি সদস্য সমস্ত দেখিতেছেন,—অদৃষ্ট-দেবতার গ্রায় সর্কদা সংপথে
পুত্রকে পরিচালিত করিতেছেন,—আর বংশবদ পুত্র পিতারই যেন অঙ্গুলি নির্দেশদ্বারা বিরাট বসুন্ধরার গুরুধার বহন
করিতেছেন । পৃথিবী শাসন করিতেছেন । অত বড় পিতার ছায়ায় সুযুগ পুত্র অজের অঙ্গে কোনোরূপ অনাচারের অংশব্যয়ের
ভাষাও স্পর্শিতে পারিতেছে না । কেন না, তিনি এখনও “দম্য” । এখনও সম্পূর্ণরূপে সত্রাট রঘুর বংশবর্ত্তী ।—স্বর্গরাজ
ইজের যেমন অস্তু পুত্র, ইনিও তেমনি রঘুর প্লাবাজন পরম প্রতাপশালী পুত্র,—পিতৃহীন ইন্দুমতী পিতৃমান অজের
কণ্ঠে বরমাণ্য দান করিলে যে,—পিতৃভ্রমের অল্পরূপ স্নেহ ভোগ করিতে পাইবেন, তাহাও সুনন্দা ইচ্ছিতে বুঝাইয়া
দিল । এদিকে রত্নও কাঞ্চনের সহিত মিলিত হইল ।—ইন্দুমতী অজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন ॥ ৭৮ ॥

সা চূর্ণ-গৌরং রঘুনন্দনস্য ধাত্রী-করাভ্যাং করতোপমোরঃ ।

আসজ্জয়ামাস যথাপ্রদেশং কণ্ঠে গুণং মূর্তিমিবাসুরাগম্ ॥ ৮৩

তয়া স্রজা মঙ্গল-পুষ্পমযা বিশাল-বক্ষঃস্থল-সম্বয়া সঃ ।

অমংস্ত কণ্ঠাপিত-বাহু-পাশাং বিদৰ্ভ-রাজাবরজাং বরেণ্যঃ ॥ ৮৪

অঙ্কন ।—করতোপমোরঃ সা (ইন্দুমতী) চূর্ণগৌরং ইন্দুমতী রঘুনন্দন অজের কণ্ঠে উপমাতা সুনন্দার হস্ত দ্বারা গুণং (স্রজং) মূর্তম্ অশুরাগম্ ইব ধাত্রী-করাভ্যাং মূর্তিমান অশুরাগের জায় মঙ্গল-চূর্ণ-চর্চিত বরমাল্য পরাইয়া (ধাত্রীঃ উপমাতুঃ সুনন্দারঃ হস্তাভ্যাং) রঘুনন্দনস্ত কণ্ঠে দিলেন ॥ ৮৩ ॥

যথাপ্রদেশম্ আসজ্জয়ামাস ॥ ৮৩ ॥

বরেণ্যঃ সঃ (অজঃ) বিশাল-বক্ষঃস্থল-সম্বয়া তয়া স্রজা
বিদৰ্ভরাজাবরজাং কণ্ঠাপিতবাহু-পাশাং অমংস্ত ॥ ৮৪ ॥

রাজকুমার অজ স্বকীয় বিশাল বক্ষঃস্থলে দোহুচ্যমান
সেই কুসুমচর্চিত স্বয়ংবর-মাল্য প্রাপ্ত হইয়া মনে কবিলেন,
যেন বিদৰ্ভরাজ-সাদরা ইন্দুমতী স্বয়ং আসিয়া তাঁহার

বজ্রার্থ ।—তার পর করভঙ্গদৃশ উৎকণ্ঠাভিনি কণ্ঠদেশ বাহুল্যপাশে বিভড়িত করিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

ভাৎপর্য্য ।—ধাই-মা সুনন্দার হাত দিয়া অজের গলায় ইন্দুমতী মালা পরাইয়া দিলেন । বিদুষী রাজকুমারী স্বয়ংবর-সভায়, এতক্ষণ কোনরূপ সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ করেন নাই । কিন্তু এক্ষণে তিনি আর তিনি নাই, কুমারী ইন্দুমতী নাই । এখন তিনি অজের অধ্বজিনী, সুতরাং যত বিদুষী, যত “ভাবাবোধ” কৃশলাই হন না কেন, নারীজনভূষণ সহজ লজ্জার হাত তিনি এড়াইতে পারিলেন না । ইহাতে তাঁহার অন্তঃসৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইল । তিনি যে এখন সৌরকুলের কুলবধু—একথা কবি, ধাত্রীর হাত দিয়া মালা পরাইবার পূর্বেই, “বধু কৃত্রিমকোষ-ব্যয়িত নয়নে ভাবাইলেন”—(৮২) বলিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন । শিল্পি-চূড়ামণি কালিদাস অনাদৃত সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন না—কুটিয়া পড়-পড় ফুল অপেক্ষা ক্ষুটনোমুখ কুসুমের তিনি চিত্রে করিতে ভালো বাসিতেন । তাই ইন্দুমতীকে দিয়া স্বহস্তে অজের কণ্ঠে মালা পরান নাই ।—তাঁহার প্রাচীন বয়সের লেখা রঘুবংশ এবং শকুন্তলায় এইপ্রকার মনোহর চিত্রই বেশী ।

অতীত রাজাদের নিকট গিয়া বা যাওয়ার সময়ে, সুনন্দাকে ইন্দুমতী—কোথাও—“চল” কোথাও বা এক-আধটা প্রণাম দ্বারা অভিব্রাজ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, কথা কহিয়াছেন । কিন্তু এস্থলে রাজপুত্রী কোন কথার বা কোনরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা ধরা দিলেন না ।—এস্থলে কথা কহিলে যতটা সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইত, এই নীরবতায় তাহার অধিক সৌন্দর্য্য কুটিয়া উঠিয়াছে । অনেক স্থলে কথা বলা অপেক্ষা না বলাই যে সৌন্দর্য্য বিকাশের অতুল,—অবগর পাইলেই লোক শিক্ষক মহাকবি,—তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন ।

কালিদাস এই স্বয়ংবর-ব্যাপারে, ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতিদিগকে একস্থানে সম্মিলিত করিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যের তথা সংকীর্ণের যথাযথ বর্ণনাপূর্ব্বক, স্বকীয় ভারতব্যাপিনী কল্পনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন ।

প্রাচীন ভারতের বড় স্পর্ধার স্থল—উজ্জয়িনীর রাজ-সভায় তিনি বর্তমান ছিলেন । বিজায়, ধনে, মানে, সর্বপ্রকারে যিনি ভারতের তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি, সেই বিক্রমাদিত্যের সভাগম্ ছিলেন ; সুতরাং উজ্জয়িনীপতির রাজধানীতে কত উৎসব, কত বিবাহ তিনি দেখিয়াছেন । ভারত তখন এক অধিতীয় অধিপতির অধীন । খণ্ড খণ্ড রাজ্যে ভারত ভখনও ভাঙিয়া পড়ে নাই । সুতরাং ভারতের একচ্ছত্র নৃপতির প্রাণাদে রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের পরিণয়োৎসবে যে কি প্রকার সমারোহ, কি প্রকার ঘটনা হইত, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না । কালিদাস স্বচক্ষে সে সমুদয় দেখিয়াছেন, তাই তাগাদেরই আদর্শে অঙ্গ-ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-ব্যাপার অত চমৎকার করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন । রঘুর ঐব সর্গের জায় এই ৬ষ্ঠ সর্গেও প্রাচীন ভারতের অনবন্ত আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

বিবরণ ।—বিদৰ্ভ ।—পূর্ব্বোক্ত “বিদৰ্ভের” বিবরণ দ্রষ্টব্য ॥ ৮৪ ॥

ষষ্ঠ: সর্গ:

শশিনমুপগতেয়ঃ কৌমুদী মেঘ-মুক্তং জলনিধিমমুরূপং জহু-কণ্ঠাবতীর্ণা ।

ইতি সমগুণযোগ-প্রীতরসস্তত্র পৌরা: শ্রবণকটু নৃপাণামেকবাক্যং বিবক্রঃ ॥ ৮৫ ॥

প্রমুদিত-বর-পক্ষমেকতন্তং ক্ষিতিপতিমণ্ডলমস্ততো বিতানম্ ।

উষসি সর ইব প্রফুল্ল-পদ্মং কুমুদ-বন-প্রতিপন্ন-নিদ্রমাসীৎ ॥ ৮৬ ॥

ষষ্ঠ: সর্গ: সমাপ্ত:

অর্থঃ।—৮৫ (স্বয়ংবরক্ষেত্রে) সমগুণযোগপ্রীতয়ঃ পৌরা: ইয়ম্ (ইন্দুমতী) মেঘ-মুক্তং শশিনম্ উপগতা কৌমুদী, অমুরূপং জলনিধিম্ অবতীর্ণা জহু-কণ্ঠা,—(৮৫শ্লোকী)— ইতি নৃপাণাং (অজব্যতিরিক্তানাং) শ্রবণ-কটু এক-বাক্যং বিবক্রঃ ॥ ৮৫ ॥

একতঃ প্রমুদিতবর-পক্ষম্, অস্ততঃ বিতানং (শূত্রং ভগ্নাশ্রিত্যং বিবন্ধং) তৎ ক্ষিতিপতিমণ্ডলম্ উষসি প্রফুল্ল-পদ্মং কুমুদ-বন-প্রতিপন্ন-নিদ্রং সরঃ ইব আসীৎ ॥ ৮৬ ॥

বঙ্গার্থঃ।—তুল্যগুণসম্পন্ন এই রাজবৃন্দ-যুবতীর মিলনে প্রীত হইয়া পুরবাসিগণ ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিল। কেহ বলিল—মেঘনির্মুক্ত শশাঙ্কে আসিয়া কৌমুদী আশ্রয় করিয়াছে, কেহ বলিল—পূতগলিলা জহুস্তনয়।

গঙ্গা। এত দিনে আসিয়া অমুরূপ রত্নাকরে মিলিত হইলেন। পুরবাসিবৃন্দের এই সমুদয় আনন্দান্তিম্যক্তি ইন্দুমতী-প্রত্যাখ্যাত নৃপতিগণের কানে বিষম বাজিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥

স্বয়ংবর-সভার ভবনকার অবস্থা কিঙ্ক বড়ই চমৎকার। একদিকে বরপক্ষীয় রাজকুমারগণ অজের সৌভাগ্যে আনন্দ-বিহ্বল, অত্রদিকে প্রত্যাখ্যাত হতাশ নৃপতিদিগের চতুর্দিক্ যেন শূত্র-ভীষণ নৈরাশ্রের অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন। উবাকালে প্রফুল্ল কমলদলে যেমন সরোবরের একাংশ আলোকিত ও নিমীলিত কুমুদগণের দ্বারা অপরাংশ প্রভা-বিহীন এবং বিষাদপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, সভাস্থলেও ঠিক তদ্রূপ হইল ॥ ৮৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ

অথোপযন্তা সদৃশেন যুক্তাঃ স্বন্দেন সাক্ষাদিব দেব-সেনাম্ ।
 স্বসারমাদায় বিদর্ভনাথঃ পুরপ্রবেশাভিমুখো বভূব ॥ ১ ॥
 সেনা-নিবেশান্ পৃথিবীক্ষিতোহপি জগ্মু বিভাত-গ্রহমন্দভাসঃ ।
 ভোজ্যাং প্রতি ব্যর্থমনোরথত্বেষু বেবেষু চ সাত্যসূয়াঃ ॥ ২ ॥
 সান্নিধ্যযোগাৎ কিল তত্র শচ্যাঃ স্বয়ংবরক্ষোভকৃতামভাবঃ ।
 কাকুৎস্থমুদ্दिष्ट সমৎসরোহপি শশাম তেন ক্ষিত্তি-পাল-লোকঃ ॥ ৩ ॥
 তাবৎ-প্রকীর্ণাভিনবোপচারমিত্রায়ুধছোতীত-তোরণাক্ষম্ ।
 বরঃ স বধ্বা সহ রাজ-মার্গং প্রাপ ধ্বজচ্ছারনিবারিতোক্ষম্ ॥ ৪ ॥
 ততস্তদালোকনতৎপরাণাং সৌধেষু চামীকরজালবৎসু ।
 বভুবুরিখং পুর-সুন্দরীণাং ত্যক্তাত্মকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৫ ॥

অর্থঃ—অথ বিদর্ভনাথঃ সদৃশেন উপযন্তা যুক্তাঃ (অন্তএব) সাক্ষাৎ স্বন্দেন যুক্তাঃ দেবসেনাম্ ইব (দেবসেনা নাম দেবপুত্রী—সুন্দপত্নী, ভামিব স্থিতাং) স্বসারম্ আদায় পুরপ্রবেশাভিমুখঃ বভূব ॥ ১ ॥

ভোজ্যাং প্রতি ব্যর্থমনোরথত্বেষু রূপেষু বেবেষু চ সাত্য-সূয়াঃ, বিভাত-গ্রহ-মন্দভাঃ পৃথিবীক্ষিতঃ অপি সেনা-নিবেশান্ জগ্মুঃ ॥ ২ ॥

তত্র শচ্যাঃ সান্নিধ্য-যোগাৎ (হেতুঃ) স্বয়ংবর-ক্ষোভ-কৃতাম্ অভাবঃ কিল। তেন (হেতুনা) কাকুৎস্থম্ উদ্दिष्ट সমৎসরঃ অপি ক্ষিত্তিপাল-লোকঃ শশাম ॥ ৩ ॥

তাবৎ প্রকীর্ণাভিনবোপচারম্, ইত্ৰায়ুধছোতীত-তোর-ণাক্ষম্, ধ্বজচ্ছারনিবারিতোক্ষং রাজমার্গং সঃ বরঃ বধ্বা সহ প্রাপ ॥ ৪ ॥

ততঃ চামীকরজালবৎসু সৌধেষু তদালোকন-তৎপরাণাং পুর-সুন্দরীণাম্ ইখং ত্যক্তাত্মকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি বভূবঃ ॥ ৫ ॥

বক্তার্থঃ—অনন্তর বিদর্ভ-পতি মহারাজ ভোজ, সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয়ের সহিত সাম্মিলিত ভদ্রীয় পত্নী দেব-সেনার জায়, অতরূপ বরের সহিত সাম্মিলিত ভগিনী ইন্দুমতীকে অর্থাৎ বরবধূকে লইয়া অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

এ দিকে ইন্দুমতী-লিপ্সু নৃপতিগণও ইন্দুমতী-জাভে বিফলমনোরথ হইয়ায়, নিজের নিজের রূপ ও বেশের প্রতি দ্বিকার দিতে দিতে, প্রভাত-কালীন গ্রহাবলীর জ্বায় ক্ষীণ-প্রভ অবস্থায় স্ব স্ব শিবিরে চলিয়া গেলেন ॥ ২ ॥

ইত্ৰ-প্রিয়া শচী স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ংবর-বিষেবীদিগকে বিনাশ করেন, এই শাস্ত্রবাক্য স্বরণ-পূর্বক, ইন্দুমতী-প্রত্যাখ্যাত রাজজবর্গ অজের প্রতি অত্যন্ত বিধেব-পরায়ণ হইলেও, তথায় শচীর অধিষ্ঠানবশতঃ ঐ শুভকার্য্যে কোনোরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সাহসী হন নাই। মনের ক্রোধায় মনেই বিলীন হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

বর আজ বধু ইন্দুমতীর সহিত ক্রমে রাজপথে উপনীত হইলেন। সেই রাজপথ পত্রে-পুষ্প-পল্লবদিয় দ্বারা সমাকীর্ণ ও ইত্ৰংহ-সদৃশ সৌরগাবলীর দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। পতাকায় পতাকায় সে পথে এতই ছায়া পড়িয়াছিল যে, সৌরতাপের প্রভাব বিরোধিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

বর-বধূ সেই শোভাযাত্রাকালে,—ভাড়া দেখিবার নিমিত্ত পুর-কামিনীগণের মধ্যে একটা বিবম হস্তিগোল বাধিল, ভাড়াছড়ো পড়িয়া গেল। তাঁহারা সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া সৌধাবলীর সুবর্ণনির্মিত বাতায়নের দিকে ছুটিলেন ॥ ৫ ॥

আলোক-মার্গঃ সহসা ব্রজন্তা কয়াট্টিদেষ্টন-বাস্ত-মালাঃ ।
 বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ করেণ কন্ধোহপি চ কেশ-পাশঃ ॥ ৬ ॥
 প্রসাধিকালবিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিৎ দ্রব-রাগমেব ।
 উৎসৃষ্ট-লীলাগতিরা গবাক্সাদলক্তকাঙ্কং পদবীং ততান ॥ ৭ ॥
 বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বক্ষিতবাম-নেত্রা ।
 তথৈব বাতায়ন-সম্মিক্ষং যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥ ৮ ॥
 জালাস্তর-প্রেষিত-দৃষ্টিরত্যা প্রস্থান-ভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্ ।
 নাভি-প্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ হস্তেন তস্থাবলম্ব্য বাসঃ ॥ ৯ ॥
 অর্দ্ধাঙ্কিতা সত্ত্বরমুখিতায়াঃ পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী ।
 কস্তাশ্চিদাসীদশনা তদানীমস্মৃষ্ট-মূল্যপিত-সূত্র-শেষা ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—সহসা আলোকমার্গঃ ব্রজন্তা কয়াচিৎ
 (ক্যাঃ চ্য) উদেষ্টন-বাস্ত-মালাঃ করেণ কন্ধঃ অপি চ কেশপাশঃ
 এব বন্ধুং ন সম্ভাবিতঃ এব ॥ ৬ ॥

কাচিৎ প্রসাধিকালবিতম্ গ্রপাদম্ এব অগ্রপাদম্
 আক্ষিপ্য উৎসৃষ্টলীলাগতিঃ (গতী) আ গবাক্সং পদবীম্
 অলক্তকাঙ্কং ততান ॥ ৭ ॥

অপরা (কাচিৎ পুর-সুন্দরী) দক্ষিণং বিলোচনম্ অঞ্জনেন
 সম্ভাব্য তদ্বক্ষিত-বাম-নেত্রা (সতী), তথৈব শলাকাং বহন্তী
 (সতী) বাতায়ন-সম্মিক্ষং যযৌ ॥ ৮ ॥

অত্যা (রমণী) জালাস্তর-প্রেষিতদৃষ্টিঃ (সতী) প্রস্থান-ভিন্নাং
 নীবীম্ ন ববন্ধ । (কিস্ত) নাভি-প্রবিষ্টাভরণ-প্রভেণ হস্তেন
 বাসঃ অবলম্ব্য তস্থৌ ॥ ৯ ॥

সত্ত্বরম্ উখিতায়াঃ কস্তাঃ চিৎ অর্দ্ধাঙ্কিতা দুর্নিমিতে পদে
 পদে গলন্তী রশনা তদানীম্ অস্মৃষ্টমূল্যপিতা-সূত্র-শেষা
 আশীৎ ॥ ১০ ॥

বজ্রার্থ।—সুবিধামত স্থানে সৰ্ব্বাগ্রে পৌছাইবার
 জন্য কোনো সুন্দরী এতই ভাড়াভাড়ি ছুলিলেন যে, তাঁহার
 কবরীর বন্ধন উন্মুক্ত ও ভাঙা হইতে ফুলের মালা খসিয়া
 পড়িল, করেন কি? তিনি সেই শিথিল বেশপাশ এক
 হাতে ধরিয়াই ছুটিতেছেন, তাহা যে বাহিতে হইবে, সে
 খেয়াল আর হইল না ॥ ৬ ॥

প্রসাধনকারিণী কোনো কামিনীর হয় ত চরণে আলতা

পরাইয়া দিতেছিল, শোভাযাত্রার কলরব শুনিয়াই, প্রসা-
 ধিকার হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া, সেই কামিনী
 এক দৌড়ে গিয়া গবাক্সপার্শ্বে উপনীত হইলেন।
 তাঁহার সে মদমস্থর সঙ্গীল গমন আর রছিল না।
 বাতায়ন পর্য্যন্ত এক পায়ের আলতার চিহ্নে রঞ্জিত
 হইল মাত্র ॥ ৭ ॥

যদিও রমণীর বাম নয়ন অগ্রে অঙ্কনাক্ত করার নিয়ম,
 কিন্তু ভাড়াভাড়িতে কোনো সুন্দরী দক্ষিণ নেত্রে কোনমতে
 কজ্জল পরাইয়া, কজ্জল-শলাকাটি হাতে করিয়া গবাক্স-পার্শ্বে
 গিয়া উপনীত হইলেন। বাম নেত্রে তাঁর আর অঙ্কন
 পরাইবার সময় হইল না ॥ ৮ ॥

অত্যা এক সুন্দরী গবাক্সের দিকে চাহিতে চাহিতেই
 ছুটিলেন। দ্রুত-গমনে সেই নিভৃষিনীর নিভৃষের বসন
 খসিয়া পড়িল। সে বসনে গ্রন্থিবন্ধন করিবার আর সময়
 পাইলেন না; হাত দিয়া কোমরের কাপড় ধরিয়াই চলিলেন,
 করত অলঙ্কারের প্রভায় তদীয় নাভি-গহ্বর ভরিয়া
 গেল ॥ ৯ ॥

কেহ বসিয়া চক্ৰহার গাঁথিতেছিলেন। অর্ধেক গাঁথা
 হইতে হইতেই তিনি শোভাযাত্রা দর্শনে ছুটিলেন, ভাড়াভাড়ি
 যাওয়ার গতি-খলনে অর্ধ-গ্রন্থিত চক্ৰহারের মণিগুলি ধরিয়া
 পড়িতে লাগিল, শুধু তাঁহার অসুষ্ঠাঙ্গুলির মূলে ঐ হারের
 সূতো-গাছটি রছিল ॥ ১০ ॥

তাসাং মূৰ্খৈরাসব-গন্ধ-গর্ভৈৰ্যাপ্তাস্তরাঃ সান্ধ্র-কুতূহলানাম্ ।
 বিশোল-নেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্র-পত্রাভরণা ইবাসন্ ॥ ১১
 তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্য। নার্যো ন জগ্মু বিষয়াস্তরাণি ।
 তথাহি শেষেন্দ্রিয়-বুদ্ভিরাসাং সৰ্ব্বাঅনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ১২
 স্থানে বৃত্তা ভূপতিভিঃ পরোক্ষৈঃ স্বয়ংবরং সাধুমমংস্ত ভোজ্যা ।
 পদ্মেব নারায়ণমন্ত্রাসৌ লভেত কাস্তং কথমাঅতুল্যাম্ ॥ ১৩
 পরম্পরেণ স্পৃহণীয়-শোভং ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ ।
 অস্মিন্ দ্বয়ে রূপ-বিধান-যত্নঃ পত্যাঃ প্রজানাং বিতথোহভবিষ্যৎ ॥ ১৪ ।

অর্থঃ ।—(তদানীং) সান্ধ্র-কুতূহলানাং তাসাং (পুরু-সুন্দরীগাম্) আসব-গন্ধ-গর্ভৈঃ বিশোলনেত্র-ভ্রমরৈঃ মূৰ্খৈঃ ব্যাপ্তাস্তরাঃ গবাক্ষাঃ সহস্র-পত্রাভরণাঃ ইব আসন্ ॥ ১১ ॥

ভাঃ নার্যঃ রাঘবং দৃষ্টিভিঃ আপিবন্ত্যঃ (অন্তিতৃষ্ণা পত্রভ্যঃ) (সত্যঃ) বিষয়াস্তরাণি ন জগ্মুঃ । তথাহি—আসাং (নারীগাং) শেষেন্দ্রিয়-বুদ্ভিঃ সৰ্ব্বাঅনা চক্ষুঃ-প্রবিষ্টা ইব । ১২ ॥

ভোজ্যা (ইন্দুমতী) পরোক্ষৈঃ ভূপতিভিঃ বৃত্তা (সতী) স্বয়ংবরম্ এব সাধুম অমংস্ত (ইতি স্থানে । কৃতঃ ?) অত্থা অসৌ (ইন্দুমতী) পদ্মা নারায়ণম্ ইব আতুল্যং কাস্তং কথং লভেত ? ॥ ১৩ ॥

(প্রজানাং পতিঃ) স্পৃহণীয়-শোভম্ ইদং দ্বন্দ্বং পরম্পরেণ ন অযোজয়িষ্যৎ চেৎ, (তর্হি) প্রজানাং পত্যাঃ অস্মিন্ দ্বয়ে রূপ বিধান-যত্নঃ বিতথঃ অভবিষ্যৎ ॥ ১৪ ॥

অর্থার্থঃ ।—গবাক্ষাণি সেই পুরু-সুন্দরীদিগের আসব-গন্ধ-মধুর বদন-পরম্পরায় একেবারে ভরিয়া গেল এবং তাঁহাদের ইতস্ততঃ প্রস্তুত ভ্রমরসদৃশ চকল নয়নের সম্পর্কে মনে হইল—সেই বাতায়ন-রাজি যেন শতদলরাশিতে অলঙ্কৃত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

ভাঃপর্য্য ।—শুধু এই স্থানে নহে, কালিদাসের গ্রন্থের অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, শুদ্ধান্তচারিণীরা অলম্বিতর আসব পান করিতেন।—অথবা শুধু কালিদাস কেন ? তাঁহার বহুপূর্ববর্তী রামায়ণ-মহাভারতাদিতে ত কথাই নাই। “সুরাঘটসংযোগ” বলিয়া—সাক্ষী জানকী সুরার কত না পকপাতিভা দেখাইয়াছেন ।

লগ্নম সর্গের এই শোভাযাত্রাদর্শনব্যগ্রা পুরস্কৃতদের ঠিক এমনই বর্ণনা কুমারসম্বৎসবেও পরিদৃষ্ট হয় । তবে ভদ্রপেকা এই স্থলে যেন লগ্নং মার্জিতং বলিয়া মনে হয় । যথু যে কুমারের পদবর্তী গ্রহ, ইহা ভাহারও কতকটা পরিচয় ॥ ১১ ॥

সেই কামিনীরা তৃষিত-নয়নে বিবাহ-বেশী রঘুকুলাবতংস অজকে এতই নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিলেন যে, এক তিনি ছাড়া—সে নয়নে আর কিছুই প্রতিভাত হইল না । কি দৃঢ়ত, কি নয়নে,—সর্বত্র এক অজের মুর্তিতেই পরিপূর্ণ হইল । বৃক্কি ইহাদের অত্যাচা সকল ইন্দ্রিয় চক্ষুতে প্রতিষ্টি হইয়া এক-নয়নে অজকেই দেখিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

এই ভাবে দেখা শেষ করার পর, সেই নারীমহলে সমালোচনা আরম্ভ হইল।—তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—পরোক্ষে থাকিয়া কত নরপতি ইন্দুমতীর প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন, কিন্তু রাজ্য-প্রাপ্তি, স্বয়ংবরই একমাত্র সমীচীন পথ,—বলিয়া যে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে । মতুবা পদ্মালয়া লক্ষ্মী যেমন নারায়ণকে পাইয়াছিলেন, তজ্জপ, ইনিও কি করিয়া এমন আত্মাহুতরূপ হৃদয়েশ্বর লাভ করিতেন ? ॥ ১৩ ॥

কমনীয়-কাস্তি এই ঘৃণক-বৃত্তীকে প্রজাপতি যদি পরম্পর মিলিত না করিতেন, তবে এই দম্পতীতে অতি ষড়ে বিধাতা যে অনন্তসাধারণ রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইত ॥ ১৪ ॥

রতি-স্মরৌ নুনমিবাবভূতাং রাস্ত্রাং সহশ্রেষু তথাহি বালা ।
 গতেয়মাশ্ব-প্রতিরূপমেব মনো হি জন্মাস্তর-সঙ্গতিজন্ম ॥ ১৫ ॥
 ইত্যাঙ্গতা: পৌরবধু-মুখেভ্যা: শৃণ্ব কথ্য: শ্রোত্র-সুখা: কুমার: ।
 উদ্ভাসিতং মঙ্গল-সংবিধাভি: সম্বন্ধিন: সন্ম সমাসসাদ ॥ ১৬ ॥
 ততোহবতীৰ্ঘ্যাশু করেণুকায়: স কামরূপেশ্বর-দত্ত-হস্ত: ।
 বৈদৰ্ভনির্দিষ্টমথো বিবেশ নারীমনাসীব চতুৰ্দ্ধমন্ত: ॥ ১৭ ॥
 মহার্ষিসিংহাসন-সংস্থিতোহসৌ সরস্বতীর্ঘ্য মধুপৰ্কমিশ্রম্ ।
 ভোজোপনীতং চ ত্রুকুলযুগ্মং জগ্রাহ সার্কং বনিতা-কটাকৈ: ॥ ১৮ ॥
 ত্রুকুল-বাসা: স বধুসমীপং নিশ্চৈ বিনীতৈরবরোধদৈকৈ: ।
 বেলা-সকাশং শূটফেনরাজিনবৈরুদদ্বানিব চন্দ্র-পাদৈ: ॥ ১৯ ॥

অর্থঃ ।—রতি-স্মরৌ নুনম্ ইমৌ (দম্পতী) অভূতাম্ ;
 (কৃত: ?) তথাহি ইয়ং বালা রাষ্ট্রাং সহশ্রেষু আশ্ব-প্রতিরূপম্
 এষ গতা ; হি (যত:) মন: জন্মাস্তর-সঙ্গতিজন্ম ॥ ১৫ ॥

ইতি—(“স্থানে বৃত্তা”—ইতি আরভ্য) পৌরবধুমুখেভ্যা:
 উদ্ভাসিতং সম্বন্ধিন: সন্ম সমাসসাদ ॥ ১৬ ॥

শত: করেণুকায়: আসু অবতীৰ্ঘ্য কামরূপেশ্বর-দত্ত-হস্ত:
 (সন্) স: (কুমার:) অথো (অনন্তরং) বৈদৰ্ভনির্দিষ্টম্ অন্ত:
 চতুৰ্দ্ধ (আভ্যন্তরং চত্বরং) নারীমনাসীব ইব বিবেশ ॥ ১৭ ॥

মহার্ষি-সিংহাসন-সংস্থিত: অসৌ (অজ:) ভোজোপনীতং
 সরস্বতীর্ঘ্য মধুপৰ্কমিশ্রম্ অর্ঘ্যং ত্রুকুলযুগ্মং চ বনিতা-কটাকৈ:
 সার্কং জগ্রাহ ॥ ১৮ ॥

ত্রুকুল-বাসা: স: (অজ:) বিনীতৈ: অবরোধ-দৈকৈ: বধু-
 সমীপং, শূটফেনরাজি: উদদ্বান্ নবৈ: চন্দ্রপাদৈ: বেলা-
 সকাশম্ ইব নিশ্চৈ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থঃ ।—এই দম্পতী নিশ্চয়ই রতি এবং কামরূপে
 অবতীর্ণ হইয়াছেন, নতুবা হাজার হাজার রাজা প্রণয়-প্রার্থি-
 ভাবে উপস্থিত থাকিলেও ইন্দুমতী এই আত্মাহুতরূপ পতি কি
 করিয়া নির্ঝাঁকিত করিলেন ? কেন না, মন জন্মাস্তরের মিলন
 কতকটা জানিতে পারে । তাই রাজপুত্রী এই নির্ঝাঁকন ॥ ১৫ ॥

পুরবধুগণ কর্তৃক উচ্চারিত এইরূপ শ্রুতি-মধুর আলাপ
 শুনিতে শুনিতে কুমার আজ ক্রমে গিয়া নানাবিধ মাদক্য-
 দ্রব্যে মত্তজ্ঞান নবীন সখী ভোজ-রাজের প্রাসাদে উপস্থিত
 হইলেন ॥ ১৬ ॥

কামরূপ-পতি ভাড়াভাড়ি সমীপে উপস্থিত হইলে, কুমার
 তাঁহাকে ভয় দিয়া সত্তর হস্তিনী হইতে অবতীর্ণ হইলেন
 এবং ভোজ-প্রদর্শিত মত্তজ্ঞান চত্বরে প্রবেশ করিলেন । তথায়
 সমাগত পুরস্কন্দরীগণের আনন্দপ্রাবিত ও কোতুল-যুক্ত
 স্বদয় যেন কুমার গিয়া জুড়িয়া বলিলেন ॥ ১৭ ॥

কুমার মহামূল্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন । মহারাজ
 ভোজও রত্নাসুরী, মধুপৰ্ক-মিশ্রিত অর্ঘ্য এবং কোমলবস্ত্রের
 লইয়া সমীপে দাঁড়াইয়াছেন । সমবেত স্কন্দরীরা কটাক-
 কুঞ্চিত নয়নে বরের দিকে চাহিয়া আছেন,—এমনই মধুর
 অবস্থায় কুমার ভোজনাতীত দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

অন্ত:পুর-রক্ষকগণ অতিবিনীতভাবে কোমলবস্ত্রধারী
 কুমারকে বধু ইন্দুমতীর নিকটে লইয়া গেল । নবোদিত
 চন্দ্রকিরণের স্পর্শে চন্দ্র, ফেন-মালা-শোভিত গিজুকে
 যেন শান্তজবি বেলাভূমির নিকটে আকর্ষণ করিয়া আনা
 হইল ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যপার্থঃ ।—এখানে “কামরূপেশ্বর” নামক এক রাজার উল্লেখ পাইতেছি । চতুর্থে বধুর কা:রূপদেশ ভয়ের কথা
 উক্ত হইয়াছে । অনেক রাজাকেই তিনি জয় করিয়াছিলেন ।—কিন্তু চতুর্থে দেখিয়াছি, কামরূপ-পতি একেবারে, বধুর
 নিকট আমাদের ভারতীয় রাজত্ববর্গের মত, অতিশয় শিষ্টশাস্ত্র, অতি “স্ববোধ গোপালের” মত হইয়া পড়িয়া গোমতে জ্ঞানটা
 বাঁচাইয়াছিলেন ; অতিরিক্তভাবে লবণ-অর্ঘ্যাদাবিৎ সেই কামরূপ-পতি, “আকাশের কাছে ছাপাখোর” ছায়া শোধ হয়,
 বধু-কুল আর ছাড়েন নাই । এখন অজই উদীয়মান তরুণ তপন, তাই তাঁহারই পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

তত্রাচিতো ভোজ-পতে: পুরোধা হুত্বান্নিমাঙ্গাদিভিরগ্নিকল্পঃ ।
 তমেব চাধায় বিবাহ-সাক্ষ্যে বধুবরৌ সঙ্গময়াঞ্চকার ॥ ২০ ॥
 হস্তেন হস্তং পরিগৃহ্য বধবাঃ স রাজ-সুহুঃ স্ততরাং চকাশে ।
 অনন্তরাসৌকলতাপ্রবালং প্রাপ্যোব চূতঃ প্রতিপল্লবেন ॥ ২১ ॥
 আসীদ্বরঃ কণ্টকিত-প্রাকোষ্ঠঃ স্নিগ্ধজ্বলিঃ সংববতে কুমারী ।
 তস্মিন্ দ্বয়ে তৎক্ষণমাত্মরত্তিঃ সমং বিভক্তেব মনোভবেন ॥ ২২ ॥
 তয়োৰপাঙ্গপ্রতিসারিতানি ক্রিয়া-সমাপত্তিবিবক্তিতানি ।
 হ্রীযন্ত্ৰণামানশিরে মনোজামাতোত্ত-লোলানি বিলোচনানি ॥ ২৩ ॥
 প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাং কুশানো-রুদর্চিষস্তন্নিথুনং চকাশে ।
 মেরোরুপাস্তেদ্বিব বর্ধমানমাতোত্ত-সংসঙ্গমহস্ত্রিয়ামম্ ॥ ২৪ ॥
 নিতম্বগুৰ্বী গুরুণা প্রযুক্তা বধূর্বিধাতৃপ্রতিমেন তেন ।
 চকার সা মন্ত-চকোর-নেত্রা লজ্জাবতী লাজবিসর্গমগ্নৌ ॥ ২৫ ॥

অর্থঃ—ভত্র অর্চিতঃ অগ্নিবরঃ ভোজপতে: পুরোধা: আঙ্গাদিভি: অগ্নিঃ হুত্বা, তম্ এব চ (অগ্নিঃ) বিবাহ-সাক্ষ্যে আধায় বধুবরৌ সঙ্গময়াঞ্চকার ॥ ২০ ॥

স: রাজ-সুহু: হস্তেন বধবা: হস্তং পরিগৃহ্য অনন্তরাসৌকলতাপ্রবালং প্রতিপল্লবেন প্রাপ্য চূত: ইব স্ততরাং চকাশে ॥ ২১ ॥

বর: কণ্টকিত-প্রাকোষ্ঠ: আসীৎ, কুমারী স্নিগ্ধজ্বলি: সংববতে । (অত্র উৎপ্রেক্ষেতে) তস্মিন্ দ্বয়ে তৎক্ষণং মনোভবেন আত্মরত্তি: সমং বিভক্তা ইব ॥ ২২ ॥

অপাঙ্গ-প্রতিসারিতানি ক্রিয়া-সমাপত্তি-বিবক্তিতানি অত্রোত্ত-লোলানি তয়ো: (দম্পত্যো:) বিলোচনানি মনোজাং হ্রী-যন্ত্ৰণাং (লজ্জাজনিতসঙ্কোচং) আনশিরে (প্রাপু:) ॥ ২৩ ॥

উদর্চিষ: কুশানো: প্রদক্ষিণ-প্রক্রমণাং অত্রোত্ত-সংসঙ্গং তৎ মিথুনং মেরো: উপাস্তেযু বস্তমানং (মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্বৎ) (অত্রোত্ত-সংসঙ্গম্) অহস্ত্রিয়ামং (রাজ-নিবম্) ইব চকাশে ॥ ২৪ ॥

নিতম্বগুৰ্বী মন্ত-চকোরনেত্রা লজ্জাবতী সা বধু: বিধাতৃ-প্রতিমেন তেন গুরুণা প্রযুক্তা (সতী) (জুহুধি ইতি আদিষ্টা সতী) অয়ৌ লাজবিসর্গং চকার ॥ ২৫ ॥

বক্তার্থা:—সেই সম্প্রদানকালে সাক্ষ্যে অগ্নির হুত্ব ভক্তবী পুরোহিত ভোজরাজ-কণ্টক অর্চিত অর্থাৎ কল্কদণ্ডে ইয়া হুত্বাদি দ্বারা অগ্নিতে হবন করিলেন এবং সেই

বৈশ্বানরকেই বিবাহের সাক্ষী রাখিয়া বধু-বরের সংযোগ করিয়া দিলেন । অর্থাৎ গাঁইটছড়া রাখিয়া দিলেন ॥ ২০ ॥

সহকারত্ব স্বকীয় পল্লবের দ্বারা সমীপবর্তিনী অশোক-লতিকার পল্লবকে বিজড়িত করিয়া লইয়া যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়, রাজবরার অভ্যুত স্তন স্বীয় করে বধুর কর গ্রহণপূর্বক সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন ॥ ২১ ॥

পরম্পরের স্পর্শে বরের প্রবেষ্টদেহ যোমাক্ষিত হইল এবং বধুরও অঙ্গুলি স্বেদাক্ত হইয়া পড়িল । সেই মিলন-মুহুর্তে যেন দম্পতীর প্রভাব সেই নবদম্পতীতে সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥

তাহারা উভয়ে—উভয়ের প্রতি কুঞ্চিত অপাঙ্গে চাহিতে লাগিলেন । যেমন চারি চক্ষুতে মিল হইল, অমনি উভয়ে আবার দৃষ্টি পরিবর্তিত করিলেন । এই সময়ে তাহাদের উভয়ের দর্শনে চঞ্চল উভয়-নয়ন কি অপূর্ব সঙ্কোচ-জড়িত সৌন্দর্য্যই না প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

পরম্পর সংলগ্ন দিনযামিনী যেমন মেরুপর্বতকে প্রদক্ষিণ করে, সেই পরম্পর সংযুক্ত নবদম্পতীও তজ্জপ প্রজ্জলিত-শিখ হতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

হতাশন-ধূমে ইন্দুমতী বস্ত্র-বনদ্বয় মদমন্ত-চকোরনেত্রের দ্বারা দোহিতা হইয়াছিল । “এখন হবন কর” বলিয়া বিধাতৃতুল্য পুরোহিত আদেশ করিলে সেই আদর্শনয়ন নিতম্বভার-বহরা লজ্জাবতী বধু ইন্দুমতী যজ্ঞানলে লাজ্জালি দান করিলেন ॥ ২৫ ॥

হবিঃ-শমীপল্লব-লাজ-গন্ধী পুণ্যঃ কৃশানোরুদিয়ায় ধূমঃ
কপোল-সংসর্পি-শিখঃ স তস্তা মুহূর্ত্ত-কর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ২৬ ॥
তদজ্ঞান-ক্লেশ-সমাকুলাক্ষং প্রম্মান-বীজাকুর-কর্ণপুরম্ ।
বধুমুখং পাটল-গণ্ডলেখমাচার-ধূমগ্রহণাদ্ বভূব ॥ ২৭ ॥
ভৌ স্নাতকৈর্বন্ধুমতা চ রাজা পুরন্ধিভিষ্চ ক্রমশঃ প্রযুক্তম্ ।
কন্তাকুমারৌ কনকাসনস্তাবার্দ্রাক্ষতারোপণমদভূতাম্ ॥ ২৮ ॥
ইতি স্বস্বভোজ-কুলপ্রদীপঃ সংপাচ্চ পাণিগ্রহণং স রাজা ।
মহীপতীনাং পৃথগর্হণার্থং সমাদিদেশাধিকৃতানধি-শ্রীঃ ॥ ২৯ ॥
লিঙ্গৈর্মুদঃ সংবৃত্ত-বিক্রিয়াস্তে হ্রদাঃ প্রসঙ্গা ইব গৃঢ়-নক্রাঃ ।
বৈদর্ভমামন্ত্রা যযুস্তদীয়াং প্রত্যর্প্যা পূজামুপদাচ্ছলেন ॥ ৩০ ॥

অঙ্কন।—হবিঃ-শমীপল্লব-লাজগন্ধী পুণ্যঃ ধূমঃ কৃশানোঃ
উদিয়ায় । কপোল-সংসর্পি-শিখঃ স (ধূমঃ) তস্তাঃ মুহূর্ত্ত-
কর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ২৬ ॥

২৭ বধুমুখম্ আচার-ধূম-গ্রহণাৎ অজ্ঞান-ক্লেশ-সমা-
কুলাক্ষং প্রম্মান-বীজাকুর-কর্ণপুরম্ পাটল-গণ্ড-লেখং (চ)
বভূব ॥ ২৭ ॥

কনকাসনস্থৌ ভৌ কন্তা-কুমারৌ স্নাতকৈঃ বন্ধুমতা রাজা
চ পুরন্ধিভিষ্চ ক্রমশঃ প্রযুক্তম্ আদ্রাক্ষতারোপণম্
অদভূতাম্ ॥ ২৮ ॥

অধিশ্রীঃ-ভোজ-কুলপ্রদীপঃ স রাজা ইতি স্বস্বঃ (ইন্দু-
মত্যাঃ) পাণিগ্রহণং সম্পাচ্চ মহীপতীনাং পৃথক্ অর্হণার্থং
অধিকৃতান্ সমাদিদেশ ॥ ২৯ ॥

মুদঃ লিঙ্গৈঃ সংবৃত্ত-বিক্রিয়াঃ (অন্তঃ) প্রসঙ্গাঃ
(বহির্নির্ম্মলাঃ) গৃঢ়-নক্রাঃ হ্রদাঃ ইব (স্থিতাঃ) ভৌ (নৃপাঃ)
বৈদর্ভম্ আমন্ত্রা ভদীয়াং পূজাম্ উপদাচ্ছলেন প্রত্যর্প্যা
যযুঃ ॥ ৩০ ॥

বজ্রার্থ।—সেই অগ্নি হইতে ঘৃত, শমীপল্লব ও লাজা-
দির সৌগন্ধ্যময় অতি-পবিত্র ধূম উৎখিত হইয়া নববধুর
গণ্ডস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—মনে হইল, মুহূর্ত্তকালের
জন্তু সেই ধূম তাঁহার কর্ণাবলম্বনস্বরূপ কমলের স্থান
অধিকার করিল ॥ ২৬ ॥

সেই আচারধূমের গ্রহণে আরক্তমুখী নববধু ইন্দুমতীর

নরনয়ন অজ্ঞান-মিশ্রিত বাষ্পজলে প্রাণিত হইল, স্বাকুরের
কর্ণভূষণ নিয়তিশয় স্নান হইয়া পড়িল, এবং গণ্ডস্থল
পাটলবর্ণ ধারণ করিল ॥ ২৭ ॥

এই প্রকারে সম্প্রদানাদিব্যাপার নিষ্পন্ন হওয়ার পর
বর-কন্তা গিয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং
স্নাতক-সংজ্ঞক পুণ্যকর্ম্ম গৃহস্থগণ, বজ্রবাক্যবাদের সহিত
স্বয়ং রাজা ভোজ এবং পতিপুত্রবতী-পুত্রললনাবৃন্দ
—প্রভৃতি—সমবেত পৌরবর্গ আদ্র আভপতগুল
যথাক্রমে বরবধুর মস্তকে আশীর্বাদেব সহিত বর্ষণ
করিলেন ॥ ২৮ ॥

ভোজ-কুলের উজ্জ্বল-প্রদীপস্বরূপ বিদ্যমান এই ভাবে
সৌন্দর্য্য ইন্দুমতীর পাণিপীড়ন-মহোৎসব মহাসমারোহে
সম্পন্ন করিয়া, পরে সমাগত মহীপালদিগের প্রত্যেকের পৃথক্
পৃথক্ আদর-আপ্যায়নের নিমিত্ত অগ্নিচরদিগকে আদেশ
করিলেন ॥ ২৯ ॥

উপরে নির্ম্মল জল টলুটলু করিতেছে, কিন্তু অভ্যন্তর-
প্রদেশ হৃদয়-বৃত্তির প্রভৃতি ভয়াবহ হিংস্রজন্তুতে
পরিপূর্ণ—এইরূপ হ্রদের ত্রায়, স্বয়ংবরপ্রত্যাখ্যাত রাজহাবর্গ
বাহু সস্তোষচিহ্নের দ্বারা হৃদয়স্থিত ক্রোধায়ির
কথঞ্চিৎ সংবরণপূর্ব্বক—বৈদর্ভ-রাজ-প্রদত্ত উপহারদ্রব্যসম্ভার
উপঢ়োকনচ্ছলে তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ
করিলেন ॥ ৩০ ॥

স রাজ-লোকঃ কৃত-পূর্বসংবিদারম্ভ-সিদ্ধৌ সম্যোপলভ্যম্ ।
 আদাস্তমানঃ প্রমদামিষং তদাবৃত্য পশ্চানমজস্য তস্যৌ ॥ ৩১ ॥
 ভর্তাপি তাবৎ ক্রথকৈশিকানাংমুষ্ঠিতানস্তরজা-বিবাহঃ ।
 সত্বাহুরূপাহরণীকৃত-শ্রীঃ প্রাশ্ণাপয়দ্রাঘবমঘগাচ্চ ॥ ৩২ ॥
 তিশ্রজিলোক-প্রথিতেন সার্কমজেন মার্গে বসতীকৃষিহা ।
 তস্মাদপাবর্তত কুণ্ডিনেশঃ পৰ্ব্বাত্যয়ে সোম ইবোষ্ণরশ্মোঃ ॥ ৩৩ ॥
 প্রমত্তবঃ প্রাগপি কোশলেশ্চে প্রত্যেকমাস্তস্বতয়া বভূবুঃ ।
 অতো নৃপাশ্চক্ষ্মিরে সমেতাঃ স্ত্রীরত্নলাভং ন তদাত্মজস্য ॥ ৩৪ ॥
 তমুদ্বহন্তং পথি ভোজ-কন্তাং রুরোধ রাজস্ব-গণঃ স দৃপ্তঃ ।
 বলি-প্রদীষ্টাঃ শ্রিয়মাদদানং ত্রৈবিক্রমং পাদমিবেন্দ্রশক্রঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্থঃ—আঃস্ত-সিদ্ধৌ কৃতপূর্বসংবিৎ সঃ রাজ-
 লোকঃ সম্যোপলভ্যং ৩১ প্রমদামিষম্ আদাস্তমানঃ (সন্)
 অজস্য পশ্চানম্ আবৃত্য তস্যৌ ॥ ৩১ ॥

অমুষ্ঠিতানস্তরজ-বিবাহঃ ক্রথকৈশিকানাং ভর্তা অপি
 তাবৎ সত্বাহুরূপাহরণীকৃত-শ্রীঃ (সন্) রাঘবং প্রাশ্ণাপয়ৎ, যমম্
 অঘগাচ্চ ॥ ৩২ ॥

কুণ্ডিনেশঃ (ভোজঃ) ত্রিলোকপ্রথিতেন অজেন সার্কম
 মার্গে তিশ্রঃ বসতীঃ (রাত্রীঃ) উষিহা পৰ্ব্বাত্যয়ে উষ্ণরশ্মোঃ
 সোমঃ ইব তস্মাৎ (অজাৎ) অপাবর্তত ॥ ৩৩ ॥

নৃপাঃ প্রাক্ অপি প্রত্যেকম্ আস্তস্বতয়া (দিগ্বিজয়ে
 গৃহীত-ধনত্বেন) কোশলেশ্চে (রথো) প্রমত্তবঃ বভূবুঃ।
 অতো সমেতাঃ (সন্তঃ) তদাত্মজস্য স্ত্রীরত্ন-লাভং ন
 চক্ষ্মিরে ॥ ৩৪ ॥

দৃপ্তঃ সঃ রাজস্বগণঃ ভোজ-কন্তাম্ উদ্বহন্তং (নয়ন্তং)
 তম্ (অজং), বলিপ্রদীষ্টাঃ শ্রিয়ম্ আদদানং ত্রৈবিক্রমং পাদম্
 ইন্দ্রশক্রঃ (প্রহ্লাদঃ) ইব পথি রুরোধ ॥ ৩৫ ॥

বক্তার্থঃ—সেই পরম ভোগ্য বস্তু ইন্দুমতী-লাভে
 নিরাশ হইয়া রাজগণ,—ভোজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-
 পূর্বক, গুপ্তভাবে মন্ত্রণা করিলেন যে, ইন্দুমতীকে লইয়া
 স্বদেশে গমনের সময়ে, তাঁহারা অজকে পথিমধ্যে অতর্কিতে
 আক্রমণ করিয়া—রাজপুত্রীকে কাড়িয়া লইবেন। তাই

তাঁহারা প্রজ্ঞতায়ে অজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে
 লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

এ দিকে বিদর্ভরাজ ভোজ, কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ-
 সংস্কার সনারোহে সম্পন্ন করিয়া স্বীয় সমুদ্রত অবস্থার অমুরূপ
 যৌতুকাদি সহ অজকে বিদায় দিলেন, আপনিও তাঁহাদের
 অনুগমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

কুণ্ডিন-নামক রাজধানীর অদীক্ষর ভোজ-ত্রিজগদ্বিখ্যাত
 অজের সহিত পথিমধ্যে তিন দিন বাস করিয়া, অমাবস্যার
 অবসানে চন্দ্র যেমন অংশুমালা সূর্য্যের নিকট হইতে প্রাতি-
 নিবৃত্ত হন, তদ্রূপ অজের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত
 হইলেন ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব হইতেই রাজস্বকুল দিগ্বিজয়ী রঘুর উপর অত্যন্ত
 বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন; কেন না,—রঘু তাঁহাদের যথাসর্ব্ব
 অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, আজ তাই তাঁহারা সেই
 রঘু-পুত্রের এইপ্রকার ললনাকুলরত্ন লাভ কিছুতেই আর
 উপেক্ষা করিতে পারিলেন না ॥ ৩৪ ॥

দৈত্যরাজ বলির প্রদত্ত সম্পদ গ্রহণের নিমিত্ত ক্রমবর্দ্ধিত
 বামনরূপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর চরণকমল যেমন প্রহ্লাদ অবরোধ
 করিয়াছিলেন তদ্রূপ—লক্ষ্মীরূপী ইন্দুমতীকে লইয়া অজ
 যখন যাইতেছিলেন, তখন ক্রোধোদীপ্ত ও বলগর্ভিত
 রাজগণও তাঁহাকে পথিমধ্যে অবরোধ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

ভাৎপর্য্য—“আমিষ” শব্দের এ স্থলে অর্থ ভোগ্যবস্তু অর্থাৎ উপভোগের সামগ্রী। কিন্তু ইহার আর একটি অর্থও
 এখানে ব্যক্তনাবে বুঝিতে হইবে। সেটি হইল—মাংসখণ্ড। এই ব্যাখ্যা দ্বারা কবি, এক ইন্দুমতীকে লইয়া বিবদমান
 রাজস্বগণের বর্ণনায় পাঠকের মনে একখণ্ড মাংস লইয়া কলহপ্রবৃত্ত হীন শকুন-কুলের চিত্র আঁকাইয়া তুলিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শোণ :—নাগপুরের গন্ডওয়ান (Gondwana) অম্বকটক নামক পর্বত হইতে উৎপন্ন বিশাল-কার্য নদের নাম। এই নদ প্রাচীন যুগের পশ্চিমসীমা ছিল। পূর্বে বাঁকপুরের অনতিদূরে শোণ গভীর সহিত মিলিত ছিল। কিন্তু কালবশে ইহা এখন প্রায় ১৬ মাইল সরিয়া গিয়াছে। দ্বায়ামণে দেখিতে পাওয়া যায়, শোণ নদ গিরিজাপুর বা রাজগুহের পূর্বপার্শ্ব প্রবাহিত ছিল। মহাভারতের সময়ে, আবার পশ্চিমাংশে বর্তমান খাতেই শোণ নদের অস্তিত্ব দেখা যায়। (N. L. D. p. 188) ৬৬ ॥

মৎস্যধ্বজা বায়ুবশাদ্ বিদীর্ঘৈর্মুখৈঃ প্রবুদ্ধ-ধ্বজিনী-রজাংসি ।
 বভূঃ পিবন্তুঃ পরমার্থমৎস্তাঃ পর্য্যাবিলানীব নবোদকানি ॥ ৪০
 রথো রথাক্ষধ্বনিম্ বিজজ্ঞে বিলোলঘণ্টাকণিতেন নাগঃ ।
 স্বভর্তৃনামগ্রহণাদ্ বভূব সান্দ্রে তজ্জস্রায়া-পরাববোধঃ ॥ ৪১
 আবুধতো লোচনমার্গমাজৌ রজোহৃদ্বকারসু বিজৃম্বিতসু ।
 শস্ত্রক্ষতান্ব-দ্বিপবীরজন্মা বালারুণোহভূদ্ রুধির-প্রবাহঃ ॥ ৪২
 স চিহ্ন-মূলঃ ক্ষতজেন রেণুস্ত্রোপরিষ্ঠাৎ পবনাবধূতঃ ।
 অঙ্গারশেষসু হতশনসু পূর্বোখিতো ধুম ইবাবভাসে ॥ ৪৩
 প্রহারমর্চ্ছাপগমে রথস্থা যত্নুপালভা নিবর্তিতস্থান্ ।
 যৈঃ সাদিতা লক্ষিতপূর্বকৈতুংস্থানেব সামর্থ্যতয়া নিজয়ুঃ ॥ ৪৪

অর্থ — বায়ু-বশাৎ বিদীর্ঘৈঃ মুখৈঃ প্রবুদ্ধ-ধ্বজিনী-
 রজাংসি পিবন্তুঃ (গুরুত্বঃ) : মৎস্যধ্বজাঃ (মৎস্যাকারঃ
 ধ্বজাঃ) পর্য্যাবিলানি নবোদকানি (পিবন্তুঃ) পরমার্থমৎস্তাঃ
 ইব বভূঃ ॥ ৪০ ॥

রজসি সান্দ্রে (সক্তি); রথাক্ষধ্বনিম্ রথঃ বিজজ্ঞে,
 বিলোল-ঘণ্টাকণিতেন নাগঃ (বিজজ্ঞে), আয়া-পরাববোধঃ
 স্বভর্তৃনাম-গ্রহণাৎ বভূব ॥ ৪১ ॥

লোচন-মার্গম্ আবুধতঃ আজৌ বিজৃম্বিতসু রজোহৃদ্ব-
 কারসু, শস্ত্রক্ষতান্ব-দ্বিপ-বীর-জন্মা রুধির-প্রবাহঃ বালারুণঃ
 অভূৎ ॥ ৪২ ॥

ক্ষতজেন চিহ্ন-মূলঃ, তসু (ক্ষতজসু) উপরিষ্ঠাৎ পবনাবধূতঃ
 সঃ রেণুঃ, অঙ্গারশেষসু হতশনসু পূর্বোখিতঃ ধুম ইব
 আবভাসে (দিদীপে) ॥ ৪৩ ॥

রথস্থাঃ প্রহারমর্চ্ছাপগমে (সক্তি), নিবর্তিতস্থান্ যত্নু-
 উপালভ্য যৈঃ সাদিতাঃ (পূর্বঃ যৈঃ স্বয়ং হতাঃ)
 লক্ষিতপূর্বকৈতুংস্থান্ এব সামর্থ্যতয়া নিজয়ুঃ ॥ ৪৪ ॥

বজ্রার্থঃ—যুদ্ধরত নৃপতিগণের মৎস্যাকার ধ্বজসমূহের
 মধ্য বায়ুবেগে বিদীর্ণ ও ক্ষল-কম্পিত হইয়া উর্দ্ধ-প্রক্ষিপ্ত
 ধূলিরাশি যেন পান করিতে লাগিল। তাহাতে মনে হইল—
 প্রকৃত মৎস্যরাশিই বৃষি বর্ষার আবিল জল-পানে প্রবৃত্ত
 হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

ক্রমশঃ ধূলিরাশি এতই গাঢ়তর হইল যে,—কে শত্রু, কে
 मित्र, তাহা আর তথায় বৃষ্টিবার বা চিনিবার উপায় রহিল

না। শুধু চক্রের ধ্বংসধ্বনিতে রথ এবং চঞ্চল ধ্বংস
 ধ্বংসে হস্তী বুঝা যাইতে লাগিল। আর সৈন্তগণ
 স্ব-স্ব প্রভুর নামোচ্চারণের দ্বারা আত্মপর বুঝিতে
 পারিল ॥ ৪১ ॥

সেই গুরুত্ব সমুখিত ধূলিরাশিতে এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন
 হইয়াছিল যে, দৃষ্টিপথ একেবারে রোধ হইয়াছিল। কেহ
 আর কিছু দেখিতে পাইতেছিল না। কিন্তু এত অধিক
 হস্তী, অশ্ব ও সৈন্ত অস্ত্রাঘাতে হত, আহত ও ক্ষতবিক্ষত
 হইয়াছিল যে, তাহাদের শরীরক্ষত শোণিতপ্রবাহ লোহিত-
 বর্ণ বালুহোরায় তায় দীপ্তি পাইতেছিল ॥ ৪২ ॥

সমরক্ষেত্রে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে, ভূমির
 আঙ্গুলানিবন্ধন আর ধূলি উখিত হইল না; কিন্তু অগ্নি-
 বর্ণ রুধিরপ্রবাহের উপর পূর্বোখিত ধূলি সকল বায়ুভরে
 সঞ্চালিত হওয়ায়, মনে হইল, যেন অঙ্গারাবশিষ্ট
 অগ্নির উপরে ধূমপূর্ণ সায়রগতরে ইতস্ততঃ বিচরণ
 করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

স্ব-স্ব রথস্থিত যোদ্ধাবৃন্দকে প্রহারবেদনায় মুর্ছিত
 দেখিয়া সারথিরা সেই সকল যোদ্ধাকে লইয়া রণস্থল হইতে
 চলিয়া গিয়াছিল। মুর্ছ্যভঙ্গের পর সেই সমুদয় বীর সারথি-
 দিগকে তিরস্কারপূর্বক রণস্থলে ফিরিয়া আসিলেন এবং
 পূর্বদৃষ্ট পতাকা-চিহ্নের দ্বারা প্রহারকারীদিগকে চিনিতে
 পারিয়া বিপুল-বিক্রমে ও রোষোন্মত্ত-হৃদয়ে তাহাদিগকে
 প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

অপার্কমার্গে পরবাণলুনা ধনুভূতাং হৃদ্বতাং পৃথংকাঃ ।
সংপ্রাপুরেবান্জবানুরক্তা পূর্বাঙ্কিতাংগৈঃ ফলিভিঃ শরবাম্ ॥ ৪৫ ॥

আধোরণানং গজ-সন্নিপাতে শিরাংসি চক্রৈর্নশিতৈঃ কুরাটৈঃ ।
হুতান্ধপি শ্বেন-নখাগ্রকোটি-ব্যাসক্তকেশানি চিরেণ পেতুঃ ॥ ৪৬ ॥

পূর্বং প্রহর্তা ন জঘান ভূয়ঃ প্রতাপ্রহারাক্ষমমধ্ব-সাদী ।
তুরঙ্গম-স্কন্ধনিবন্ধদেহং প্রত্যাহসন্তুং রিপুমাচকাজ্জ ॥ ৪৭ ॥

তনুত্যাং বর্ষভূতাং বিকোশৈর্হৃৎসু দন্তেষু নিভিঃ পতন্তিঃ ।
উত্তমগ্নিং শময়াম্ভূবুর্গজা বিবিধাঃ কর-শীকরেণ ॥ ৪৮ ॥

শিলীমুখোৎকৃতশিরঃফলাঢ্যা চ্যুতৈঃ শিরস্ত্রৈশ্চকোত্তরেণ ।
রণক্ষিতিঃ শোণিতমণ্ডকুলা ররাজ মৃত্যোরিব পানভূমিঃ ॥ ৪৯ ॥

অর্থঃ—অর্ধমার্গে পরবাণলুনাঃ অপি হৃদ্বতাং (শরক্ষেপে দক্ষাণাং) ধনুভূতাং পৃথংকাঃ আশ্ব-জবানুরক্তা ফলিভিঃ পূর্বাঙ্কিতাংগৈঃ শরবাম্ সংপ্রাপুঃ এব ॥ ৪৫ ॥

গজ-সন্নিপাতে নিশিতৈঃ কুরাটৈঃ চক্রৈঃ (চক্রাকারৈঃ অস্ত্রৈঃ) হুতানি অপি শ্বেন-নখাগ্রকোটি-ব্যাসক্তকেশানি আধোরণানং শিরঃসি চিরেণ পেতুঃ ॥ ৪৬ ॥

পূর্বং প্রহর্তা অশ্বসাদী প্রতাপ্রহারাক্ষমং তুরঙ্গম-স্কন্ধ-নিবন্ধ-দেহং রিপুং ভূয়ঃ ন জঘান । (কিন্তু) প্রত্যাহসন্তুং মাচকাজ্জ ॥ ৪৭ ॥

তনুত্যাং (তনুযু নিঃস্পৃহাণাং) বর্ষভূতাং (স্বক্খিভিঃ) হৃৎসু দন্তেষু পতন্তিঃ (অতএব) বিকোশৈঃ অসিভিঃ উত্তমগ্নিঃ অগ্নিঃ বিবিধাঃ (ভীতাঃ) গজাঃ কর-শীকরেণ শময়াম্ভূবুঃ ॥ ৪৮ ॥

শিলীমুখোৎকৃতশিরঃফলাঢ্যা চ্যুতৈঃ শিরস্ত্রৈঃ চকোত্তরা ইব (স্থিত্য) শোণিত-মণ্ড-কুলা রণক্ষিতিঃ মৃত্যোঃ পান-ভূমিঃ ইব ররাজ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থঃ—শরক্ষেপ-নিপুণ ধনুর্ধরগণের শরসমূহ বিপক্ষ-বাণ কর্তৃক অর্ধপথে শূন্যমার্গে ছিন্ন হইলেও—অত্যন্ত ভীতবশে নিক্ষিপ্ত হওয়া নিবন্ধন সেই সকল ছিন্নবাণের ফলকযুক্ত পূর্বাঙ্কিতাগ ঠিক গিয়া লক্ষ্যের উপরেই পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

গজ-যুদ্ধে গজারোহী বীরবৃন্দের মুণ্ড যেমন কুরাটের দ্বারা

তীক্ষ্ণ ধার চক্রাকার অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন হইতে লাগিল, অমনি শ্বেনপক্ষী হোঁ মারিয়া তাহা আরও শূন্যে তুলিয়া লইল । তাই, তাহাদের অচ্যগ্রবৎ স্ত্রীতীক্ষ্ণ ও বক্র নখাগ্র-ভাগে ছিন্ন মুণ্ডের কেশ বিজড়িত হওয়ায়, সেই সকল মুণ্ড অনেক বিলম্বে নিম্নে পতিত হইল ॥ ৪৬ ॥

একপক্ষের অশ্বারোহিণ অপরপক্ষীয় অশ্বারোহীদিগকে প্রহারে অশ্বের স্কন্ধের উপর শাস্তিত, সুতরাং প্রতাপ্রহারে অক্ষম দেখিয়া, বীরধর্ম্মানুগারে তাহাদিগকে আর প্রহার করিল না । বরঞ্চ তাহাদের চৈতন্যলাভ আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল । কেন না, “মড়ার উপরে খাঁড়ার প্রহার” করিতে নাই ॥ ৪৭ ॥

অদেহে নিঃস্পৃহ বর্ষধারী বীরবৃন্দ কোশ-নিম্মুক্ত অসি প্রাণপণে সঞ্চালন করিতে লাগিল । সেই অসির আঘাতে গজরাজের বিশাল দন্ত হইতে অগ্নিস্কুলিঙ্গ নির্গত হইল । তাহাতে ভীত হইয়া হস্তিসমূহ শুণিনিঃসৃত জল-ধারা দ্বারা সেই অগ্নি নির্কাপিত করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

কর্তৃত নরমুণ্ড, খুলিলুপ্ত শিরস্ত্রাণ এবং কুধির-প্রবাহ—এই সকলের দ্বারা রণভূমি পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, তাহা আর রণভূমি রহিল না । যেন যমরাজের পানভূমি হইয়া দাঁড়াইল, আর ঐ নরমুণ্ডগুলি তাহার পানাস্ত-সেব্য-কল (চাট), শির-স্ত্রাণগুলি পানপাত্র আর শোণিতস্রোতঃ মন্তের প্রবাহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

উপাস্তয়োনিক্ণু যিতং বিহঙ্গৈরাক্ষিপা তেভাঃ পিশিতপ্রিয়াপি ।
 কেয়ুরকোটিক্ততালুদেশ। শিবা ভুজচ্ছেদমপাচকার ॥ ৫০ ॥
 কশিচদ্বিষং-খড়্গ-হস্তোত্তমাজঃ সত্তো বিমানপ্রভুতামুপেত্য ।
 বামাজ-সংসক্ত-সুরাজনঃ স্বং নৃত্যং কবন্ধং সমরে দদর্শ ॥ ৫১ ॥
 অশ্রোস্ত-সূতোন্নথনাদভূতাং তাবেব সূতো রথিনৌ চ কৌচিং ।
 ব্যর্থৌ গদা-ব্যায়ত-সংগ্রহারৌ ভগ্নায়ুধৌ বাহুবিমর্দনিতৌ ॥ ৫২ ॥
 পরম্পরেণ ক্তয়োঃ প্রহত্রৌরুৎক্রান্ত-বায়ুৈঃ সমকালমেব ।
 অমর্ত্যভাবেহপি কয়োশ্চিদাসীদেকাপ্সরঃপ্রার্থিতয়োবিবাদঃ ॥ ৫৩ ॥

অর্থঃ—উপাস্তয়োঃ বিহঙ্গৈঃ নিক্ণুযিতং ভুজচ্ছেদং তালুদেশে (বিহঙ্গেভ্যঃ) আক্ষিপ্য পিশিত-প্রিয়া অপি কেয়ুর-কোটিক্ততালুদেশে (সতী) শিবা অপাচকার ॥ ৫০ ॥

বিষং-খড়্গ-হস্তোত্তমাজঃ কশিচৎ বীরঃ সত্তো বিমান-প্রভুতাম্ (দেবতাম্) উপেত্য বামাজ-সংসক্ত-সুরাজনঃ (সন) সমরে নৃত্যং স্বং কবন্ধং (বিশিরন্ধং কলেবরং) দদর্শ ॥ ৫১ ॥

কৌচিং (বীরো) অশ্রোস্ত-সূতোন্নথনাং তৌ এব সূতো রথিনৌ (যোদ্ধারৌ) চ অভূতাম্ । (তৌ এব) ব্যর্থৌ (নষ্টারৌ) (গদ্যৌ) গদা-ব্যায়ত-সংগ্রহারৌ (অভূতাম্) (ভেদ্যে) ভগ্নায়ুধৌ (সন্তৌ তৌ এব) বাহুবিমর্দনিতৌ (অভূতাম্) ॥ ৫২ ॥

পরম্পরেণ ক্তয়োঃ সমকালম্ এব উৎক্রান্তবায়ুৈঃ (উদ্-গতপ্রাণয়োঃ) একাপ্সরঃ-প্রার্থিতয়োঃ কয়োঃ চিং প্রহত্রৌঃ অমর্ত্যভাবে অপি বিবাদঃ আসীৎ ॥ ৫৩ ॥

বক্তার্থঃ—কোথাও শকুনি-গৃহীনি প্রভৃতি বিহঙ্গেরা শব্দেহেয় উপাস্তভাগ ভক্ষণ করিতেছিল, হঠাৎ এক শৃগালী আসিয়া সেই বিহঙ্গমভূক্ত শবের একখানা হাত ছিনাইয়া লইল এবং সেই হস্ত-পরিহিত কেয়ুরের অগ্রভাগে তাহার

তালুদেশে এতই ক্ত হইল যে, গলিতমাংস তাহার অত্যন্ত প্রিয় হইলেও শৃগালী তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল ॥ ৫০ ॥

শক্রহস্তে নিহত হইয়া কোনো বীরপুরুষ তৎক্ষণাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং এক সুরলনাৎকে বামাজে আলম্বনপূর্বক শূন্ত হইতে, অধোবর্ত্তা রণস্থলীতে তাঁহার নিজেরই মণ্ডকহীন দেহকে (কবন্ধকে) নৃত্য করিতে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫১ ॥

কোনো বীরস্বয়ং-পরম্পরের সারথি নিহত হইলে, আপনাদ্বারা সারথি ও রথীর কার্য্য করিলেন। পরে উভয়ের রথায় নিহত হইলে বহুক্ষণ দুই জনে গদাযুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সেই গদাও যখন চূর্ণ হইল, তখন উভয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিতে করিতে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫২ ॥

কোনো বীরসুগল পরম্পর কর্ত্তক আহত হইয়া যুগপৎ প্রাণত্যাগপূর্বক দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের ঐহিক বিবাদ সাক্ষ হইল বটে, কিন্তু দেবত্বপ্রাপ্তির পর এক অপ্সরা লইয়া আবার তাঁহাদের নূতন বিবাদ বাধিল ॥ ৫৩ ॥

ভাঃপর্য্য।—এই তিনটি কবিতায়, ভীষণ যুদ্ধ বর্ণন করিতে গিয়াও—আদিরস-প্রিয় কালিদাস তাঁহার প্রকৃতি-গত ধর্ম্মের বা পক্ষপাতভীর হাত এড়াইতে পায়েন নাই। ৫১ এবং ৫২ শ্লোকে যুদ্ধনিহত বীরের আত্মা দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর রক্ষা নাই, অমনি আসিয়া সুরাজনারা তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে।—ইত্যাদি বর্ণনা এতবড় ভীষণ যুদ্ধের প্রসঙ্গে করিয়া কবি, এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধটাকেই অস্ত-প্রকারে স্পৃহণীয় যুদ্ধে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা বেশ, বাসব-বয়ে গান করিবার নিমিত্ত বার বার অল্পকল্প বয়ের মুখে—

“শেষেরো সে দিন ভয়ঙ্কর, কর রে স্মরণ,

ভব-ধার যবে ছাড়িবে।”—

গানের মত “বেথাপ” ঠেকিতেছে। কিন্তু ইহা কোন প্রকারে মানিয়া লইলেও—৬৩ শ্লোকে কবি চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন।—বিবাহের পর পথে আসিতে আসিতে বর এবং সখীজন-পরিবেষ্টিতা কস্তা এই বিপদে মহাবুদ্ধে জড়াইয়া

বাহাবুভৌ তাবিতরেতরস্মাদ্ ভঙ্গং জয়ং চাপতুরব্যবস্থম্ ।
 পশ্চাৎপুরোমারুতয়োঃ প্রবুদ্ধৌ পর্য্যায়বৃত্ত্যো মহার্ণবোশ্মী ॥ ৫৪ ॥
 পরেণ ভগ্নেহপি বলে মহৌজা যযাবজঃ প্রত্যরি-সৈন্তমেব ।
 ধূমো নিবর্ত্যেত সমীরণেন যতন্তু কক্ষন্তত এব বহিঃ ॥ ৫৫ ॥
 রথী নিষঙ্গী কবচী ধমুদ্রান্ দৃপ্তঃ স রাজশ্রকমেববীরঃ ।
 নিবারয়ামাস মহাবরাহঃ কল্পকয়োদ্ব ত্তমিবার্ণবাস্তুঃ ॥ ৫৬ ॥
 স দক্ষিণং তুণমুখেন বামং ব্যাপারয়ন্ হস্তমলক্ষ্যতাজৌ ।
 আকর্ণ-কৃষ্টা সক্রদশ্র যোদ্ধুমৌর্ঝীবা বাণান্ শুষুবে রিপুদ্রান্ ॥ ৫৭ ॥
 স রোষদষ্টাধিকলোহিতোঠৈর্ব্যক্তোদ্ধিরেখা ভ্রুকুটীর্বহস্তিঃ ।
 তস্তার গাং ভল্লনিকৃন্ত-কঠৈর্হৃদ্ধারগঠৈর্দ্বিষতাং শিরোভিঃ ॥ ৫৮ ॥

অম্বয়।—ভৌ উভৌ ব্যাহৌ (সেনঃ-সংবাহৌ) পশ্চাৎ-
 পুরোমারুতয়োঃ পর্য্যায়বৃত্ত্য। প্রবুদ্ধৌ মহার্ণবোশ্মী ইব ইতরে-
 তরস্মাৎ অব্যবস্থং (অনিয়তং) জয়ং ভঙ্গং চ আপতুঃ ॥ ৫৪ ॥

বলে (বহৌজা) ভগ্নে অপি মহৌজাঃ (অজঃ) অরিসৈন্তং
 প্রতি এব যযৌ । (ভবাহি)—সমীরণেন ধূমঃ নিবর্ত্যেত,
 বহিঃ তু যতঃ (যত্ৰ) কক্ষঃ (তুণং বিভক্তে) ভক্তঃ এব (তত্ৰ
 এব প্রবর্ত্ততে) ॥ ৫৫ ॥

রথী নিষঙ্গী কবচী ধমুদ্রান্ দৃপ্তঃ একবীরঃ (অসহায়-
 শূরঃ) সঃ (অজঃ) রাজজ্ঞকং মহাবরাহঃ (বিষ্ণুঃ) কল্পকয়োদ্বন্তম্
 অর্ণবাস্তুঃ ইব নিবারয়ামাস ॥ ৫৬ ॥

সঃ (অজঃ) আজৌ দক্ষিণং হস্তং তুণমুখেন বামং (অভি-
 সন্দরঃ) ব্যাপারয়ন্ অলক্ষ্যত । সক্রৎ আকর্ণ-কৃষ্টা যোদ্ধুঃ অশ্রু
 মৌর্ঝী রিপুদ্রান্ বাণান্ শুষুবে ইব ? (শুষুবে কিম্ ?) ॥ ৫৭ ॥

সঃ (অজঃ) রোষদষ্টাধিকলোহিতোঠৈঃ ব্যক্তোদ্ধিরেখাঃ
 ভ্রুকুটীঃ বহস্তিঃ ভল্ল-নিকৃন্ত-কঠৈঃ হৃদ্ধার-গঠৈঃ দ্বিষতাং
 শিরোভিঃ গাং তস্তার ॥ ৫৮ ॥

বক্তার্থঃ—পশ্চাৎ ও সম্মুখবর্তী প্রবল বায়ুর
 তাড়নে বারিধির ভঙ্গ যেমন পর্য্যায়ক্রমে একবার এদিকে
 একবার ওদিকে উন্নত হয়, সেইপ্রকার, অজ-সেনার এবং
 শক্রসেনারও পর্য্যায়ক্রমে জয়-পরাজয় হইতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥

বীরশ্রেষ্ঠ অজ স্বীয় সৈন্ত শক্র-সৈন্ত কর্তৃক পরাধু

হইতেছে,—দেখিয়া আপনিই গিয়া শক্রসেনার সম্মুখীন হই-
 লেন । দহমান তুণ হইতে পবনবেগে ধূম অপসারিত হইতে
 পারে, কিন্তু যেখানে তুণ থাকে, অগ্নি সেই স্থানেই জলিয়া
 ওঠে । সেইরূপ অজ-সেনা পশ্চাৎপদ হইলেও প্রচণ্ডপ্রতাপ
 অজ গিয়া সেই শক্র-সৈন্তাধ্য জলিয়া উঠিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহাপ্রলয়কালে অর্থাৎ কল্পান্ত-সময়ে, মহাবরাহ-রূপ-ধারী
 নারায়ণ যেমন, একাকী উচ্ছলিত মহার্ণবের বারিরাশি
 নিরোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীরোত্তম ও রণদীপ্ত কুমার
 অজ একাকীই রথারোহণপূর্ব্বক তুণীর, ও শরাসন ধারণ-
 পূর্ব্বক সেই প্রতিকূল রাজজ্ঞগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

কুমার অজ সময়ক্ষেত্রে তাঁহার সুন্দর দক্ষিণ হস্তখানি
 তুণীর-মুখেই যেন ব্যাপৃত রাখিয়াছেন বলিয়া দেখা বাইতে
 লাগিল । তাহাতে মনে হইল,—বীরশ্রেষ্ঠ অজের আকর্ণ-কৃষ্ট
 শিজিনীই বৃদ্ধ শক্রক্ষমকারী অজস্র বাণ উৎপাদন করিতেছে ॥ ৫৭ ॥

সুভীক্ষ ভেলার দ্বারা (ভল্ল ভেলা, অস্ত্রবিশেষ) কুমার
 অজ শত্রুবৃন্দের মস্তক ছিন্ন করিয়া ধরাভল আচ্ছন্ন করিয়া
 ফেলিলেন । অতি ক্রোধ বশতঃ অরিসৈন্তের অধরোষ্ঠ অত্যন্ত
 রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং সেই ছিন্ন মুণ্ডমালায় উর্দ্ধরেখায়
 কুটিল ভ্রুকুটি ভখনও দৃষ্ট হইতেছিল ও মুখের মধ্যে ভীষণ
 গভীর হৃদ্ধার-ধনি ভখনও উঠিতেছিল ॥ ৫৮ ॥

পড়িয়াছেন । প্রথম তিন দিন শ্রালক-শ্রেষ্ঠ মহারাজ ভোজ গজে ছিলেন । তিনি যেমন বিদায় লইলেন, অমনি বুদ্ধও
 বাহিল । কিন্তু এই প্রস্থান-কাল যে একেবারে রসহীন ছিল না, তাহা কবি বেশ বুঝিয়াছিলেন । কোনো বরষধুরই
 সেক্ষণ থাকে না, সুতরাং ইহাদেরই বা থাকিবে কেন ? তাই কালিদাস—অজের অধরের একটি বিশেষণ

সর্বৈবলাঙ্গৈর্দ্বিরদ-প্রধানৈঃ সর্বাযুধৈঃ কঙ্কট-ভেদিভিঃ ॥
 সর্বপ্রযত্নেন চ ভূমিপালান্তশ্চিন্ প্রজহুর্যুধি সর্ব এব ॥ ৫৯ ॥
 সৌহৃদ্ব্রজৈশ্চন্নরথঃ পরেবাঃ ধ্বজাগ্রমাত্রেন বভূব লক্ষ্যঃ ॥
 নীহারমগ্নো দিনপূর্বভাগঃ কিঞ্চিৎপ্রকাশেন বিবস্বতেব ॥ ৬০ ॥
 প্রিয়ংবদাৎ প্রাপ্তমসৌ কুমারঃ প্রায়ুক্ত রাজস্বধিরাজ-সূত্রঃ ॥
 গান্ধবমন্ত্রঃ কুসুমাত্রকান্তঃ প্রস্থাপনং স্বপ্ন-নিবৃত্তলোলাঃ ॥ ৬১ ॥
 ততো ধনুর্ধ্বমূঢ়হস্তমেকাংসপর্ষ্যাস্তশিরস্ত্রজালম্ ॥
 তস্যৌ ধ্বজ-স্তম্ভ-নিষগ্ধদেহঃ নিদ্রাবিধেয়ং নরদেবসৈন্যম্ ॥ ৬২ ॥
 ততঃ প্রিয়োপাত্তরসেহধরোষ্ঠে নিবেশ্য দম্ব্যৌ জলজং কুমারঃ ॥
 তেন স্বহস্তাজিতমেকবীরঃ পিবন্ যশো মূর্ত্তিমিবাবুভাসে ॥ ৬৩ ॥

অঙ্কন — দ্বিরদ-প্রধানৈঃ সর্বৈঃ বলাঙ্গৈঃ, কঙ্কট-ভেদিভিঃ সর্বাযুধৈঃ চ,— সর্বপ্রযত্নেন চ সর্বৈ এব ভূমি-পালাঃ যুধি তশ্চিন্ (অজ্জ) প্রজহুঃ ॥ ৫৯ ॥

পরেবাং অসুত্রজৈঃ ছন্ন-রথঃ সঃ (অজ্জঃ) নীহার-মগ্নঃ দিন-পূর্বভাগঃ কিঞ্চিৎপ্রকাশেন বিবস্বতা ইব ধ্বজাগ্রমাত্রেন লক্ষ্যঃ বভূব ॥ ৬০ ॥

অধিরাজসূত্রঃ কুসুমাত্রকান্তঃ স্বপ্ন-নিবৃত্ত-লোলাঃ অসৌ কুমারঃ প্রিয়ংবদাৎ (পূর্বোক্তাৎ গন্ধর্বাৎ) প্রাপ্তং গান্ধর্বং প্রস্থাপনম্ (নিদ্রাজনকম্) অস্ত্রং রাজস্ব প্রায়ুক্ত ॥ ৬১ ॥

ততঃ ধনুর্ধ্বমূঢ়-হস্তম্ একাংস পর্ষ্যাস্ত-শিরস্ত্রজালং ধ্বজ-স্তম্ভ-নিষগ্ধদেহং নরদেব-সৈন্যং নিদ্রা-বিধেয়ং (নিদ্রাপ্রসুপং) তস্যৌ ॥ ৬২ ॥

ততঃ কুমারঃ (অজ্জঃ) প্রিয়োপাত্তরসে অধরোষ্ঠে জলজং (শঙ্খং) নিবেশ্য দম্ব্যৌ। তেন (ওষ্ঠ-নিবিন্টেন শঙ্খেন) একা বীরঃ (সঃ) স্বহস্তাজিতং মূর্ত্তং বশঃ পিবন্ ইব আবুভাসে ॥ ৬৩ ॥

বক্তার্য—এইরূপে কুমার কঙ্কট বিধ্বস্ত হইয়া, বিপক্ষ রাজস্ববৃন্দ, যুগপৎ গজ-বহল চতুরঙ্গিণী সেনা এবং কবচ-ভেদ-সমর্থ সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রাণপণে কুমারকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

দিলেন—“প্রিয়োপাত্তরস” প্রিয়সী পারিতুষ্ট-রস। কুমার সমগাজনে বাজাইতেছেন শঙ্খ,—আর সেই শঙ্খ-সঙ্গ অধরের বিশেষণ হইল কি?—না—“প্রিয়সীপিত-রস”, যে অধরের রস নানানবনিবাহিতা স্বয়ংবৃত্তা বধু নির্দয়ভাবে পান করিয়াছেন। নীহার যাহা মজ্জাগত, তাহা রোধ করে, কাহার সাধ্য? ফলতঃ স্বভাব-কবির এই যুদ্ধবর্ণন পড়িবার কালে কবিতার স্বগীয় সঙ্গীতের মধুর বাঁধারে পাঠকের মর্ম্মস্থল এমনই ভরিয়া যায় যে, ইহা গৃহ বলিয়াই মনে হয় না। পূর্বের উক্ত হইয়াছে,—এ স্থলেও দেখিতেছি—কালিদাসের বীররস বর্ণনা কোথাও ভেদন জমে নাই। ভাষায় বীররসের বিজ্ঞাপন পড়ি বটে, কিন্তু মনে জাগে অস্ত্র রস ॥ ৫১, ৫৩, ৬৩ ॥

কুমার অজের রথ, অরাতিগণের নিকপ্ত অজস্র শরজালে এমনই আচ্ছন্ন হইল যে, কেবল ধ্বজাগ্রভাগের দ্বারা তাহা দেখা যাইতে লাগিল। সূত্ররং নীহার-সমাচ্ছন্ন প্রাতঃকাল জঘৎ-প্রকাশিত দিবাকর-কিরণে যেমন মনোহর হয়, কুমারও সেইরূপ রমণীয় সৌন্দর্য ধারণ করিলেন ॥ ৬০ ॥

তখন, সেই কন্দর্পের ছায় কমলীয়কান্তি, অগ্রমত্ত, সম্রাটপুত্র অজ, প্রিয়ংবদ-নামক গন্ধর্বরাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্থাপন-নামক নিদ্রাবিধায়ক দিব্যাস্ত্র শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬১ ॥

সেই গন্ধর্বাস্ত্রের প্রভাবে প্রতিকূল রাজা ও রাজ-সৈন্যগণ একেবারে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। উহাদের অগাধ হস্ত আর ধনুকের গুণ আকর্ষণ করিতে পারিল না, শিরস্ত্রাণগুলি স্বন্ধের এক দিকে হেলিয়া পড়িল এবং ঐ অচেতন্ত সৈন্যসমূহের অবশ দেহ ধ্বজের স্তম্ভগাত্রে হেলিয়া বাঁধিয়া রহিল ॥ ৬২ ॥

তদনন্তর বীরোত্তম কুমার প্রেমসী পরিতুষ্ট অধরোষ্ঠে শঙ্খ-স্থাপন-পূর্বক ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শঙ্খকান্তি শঙ্খ কুমারের ওষ্ঠসংলগ্ন হওয়ায় মনে হইল, তিনি বুঝি স্বহস্তের দ্বারা অজিত মূর্ত্তিমান্ যশোরশিহি পান করিতেছেন। তখন তাঁহার কি অপূর্ব শোভাই না জন্মিয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

শঙ্কস্বনাভিজ্ঞতয়া নিবৃত্তাতং সন্নশক্রং দদন্তঃ স্বযোধাঃ ।
 নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং মধ্যে ক্ষুরতং প্রতিমা-শশাঙ্কম্ ॥ ৬৪ ॥
 সশোণিতৈস্তেন শিলীমুখাগ্রৈর্নিক্কেপিতাঃ কেতুযু পার্থিবানাম্ ।
 যশো হ্রতং সংপ্রতি রাঘবেণ ন জীবিতং বঃ ক্রপয়েতি বর্ণাঃ ॥ ৬৫ ॥
 স চাপকোটি-নিহিতৈকবাহঃ শিরস্বনিক্ষেপণভিন্নমৌলিঃ ।
 ললাট-বন্ধ-শ্রম-বারিবিদুতীতাং প্রিয়ামেতা বচো বভাষে ॥ ৬৬ ॥
 ইতঃ পরানর্ভকহার্ষা শস্ত্রান্ বৈদতি পশ্যামুন্নতা ময়াসি ।
 এবংবিধেনাহবচেষ্টিতেন হং প্রার্থ্যসে হস্তগতা মমৈভিঃ ॥ ৬৭ ॥
 তস্তাঃ প্রতিদ্বন্দ্বিভবাদ্ বিষাদাৎ সজ্ঞো বিমুক্তঃ মুখমাবভাসে ।
 নিশ্বাসবাপ্পাপগমাৎ প্রসন্নঃ প্রসাদমাশ্রীয়মিবাস্ত্র-দর্শঃ ॥ ৬৮ ॥

অক্ষয় ।—শঙ্ক-স্বনাভিজ্ঞতয়া নিবৃত্তাঃ স্বযোধাঃ সন্নশক্রং (নিদ্রাণ-শক্রং) তং (অজঃ) নিমীলিতানাং পঙ্কজানাং মধ্যে ক্ষুরতং প্রতিমাশশাঙ্কং (প্রতিবিম্বচন্দ্রম্) ইব দদন্তঃ ॥ ৬৪ ॥

(হে রাজানঃ !) সংপ্রতি রাঘবেণ (রাজপুত্রং, পূর্বাং রঘুণা) বঃ (যুগ্মকং) যশঃ হ্রতম্, জীবিতং (তু) ক্রপয়ান (হতম্) ইতি বর্ণাঃ সশোণিতৈঃ শিলীমুখাগ্রৈঃ তেন পার্থিবানাং কেতুযু নিক্কেপিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

চাপ-কোটি-নিহিতৈক-বাহঃ শিরস্বনিক্ষেপণ-ভিন্ন-মৌলিঃ ললাটবন্ধ-শ্রম-বারিবিদুঃ সঃ (অজঃ) ভীতাং প্রিয়াম্ এতা বচো বভাষে ॥ ৬৬ ॥

অগ্নি বৈদতি ! ইতঃ (ইদানীং) অর্ভকহার্ষা-শস্ত্রান্ পরান্ পশ্য, ময়া অহুমতা অসি । এভিঃ এবংবিধেন আহব-চেষ্টিতেন মম হস্তগতা হং প্রার্থ্যসে ॥ ৬৭ ॥

প্রতিদ্বন্দ্বি-ভবাৎ বিষাদাৎ সজ্ঞো বিমুক্তঃ তস্তাঃ মুখং নিশ্বাস-বাপ্পাপগমাৎ আশ্রয়ঃ (স্বকীয়ঃ) প্রসাদঃ প্রসন্নঃ আশ্র-দর্শঃ (দর্পণঃ) ইব আবভাসে ॥ ৬৮ ॥

বজ্রার্থ ।—চিরপরিচিত তদীয় শঙ্কস্বনিতে তাঁহার ষোড়শগণ ফিরিয়া আসিল এবং মুকুলিত কমলমলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত শশাঙ্কের ছায় বিরাজমান অজকে অচেতন শক্রসৈন্য মনো দেখিতে পাইল ॥ ৬৪ ॥

কুমার অজ তখন, সেই সকল অচেতন শক্রগণের পতাকাগাজে শোণিত-লিপ্ত বাণের অগ্রভাগ দ্বারা লিখিয়া

দিলেন,—“রঘুপুত্র অজ আজ তোমাদের যশঃ হরণ করিলেন ; ক্রপাবশতঃ জীবন নষ্ট করিলেন না” ॥ ৬৫ ॥

ঘোরস্তর যুদ্ধের বিরাম হইয়াছে । অজ জয়লাভ করিয়াছেন । গন্ধর্বাশ্বের প্রভাবে শক্রগণ অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে । বিজয়ী অজ এতক্ষণে আসিয়া ভয়-বিহ্বলা প্রিয়তমা ইন্দুমতীকে নিকট উপস্থিত হইলেন ও এক হস্তে হস্তকের কোণে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন । শিরস্ত্রাণ কোথায় যেন পড়িয়া গিয়াছে, তাই কুমারের কেশবন্ধন শিথিল ও অসম্যক্ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং বিপুল-পরিশ্রমে ললাটে ঘর্ম্মবিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছে । কুমার ভয়ানক প্রিয়তমাকে সম্মিত মুখে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

বিদর্ভ-রাজপুত্র ! আমি অহুমতি দিচ্ছি, তুমি একবার এখন এই শক্রদিগের দশা অবলোকন কর । ঐ দেখ, উহাদের শোচনীয় অবস্থা । এখন একটি শিশু-তও উহাদের অস্ত্রশস্ত্র অবাধে হরণ করিয়া লইতে পারে । কোনো বাধা দিবার সামর্থ্য আর নাই । ইন্দুমতি ! উহারা এইপ্রকার রণ-নৈপুণ্যের দ্বারা আমার করগতা তোমাকে আত্মসাৎ করিতে চায় ! কি আশ্চর্য্য আকাজক্ষা ! ॥ ৬৭ ॥

নিশ্বাস মলিন দর্পণ হইতে নিশ্বাস-বাপ্প অপগত হইলে তাহা যেরূপ নির্মলতা প্রাপ্ত হয়, শক্রস্তর-জনিত-বিষমতা হইতে বিমুক্ত হইয়া ইন্দুমতীর মুখচন্দ্রমাও তৎকণাৎ তদ্রূপ প্রকৃতিসিদ্ধ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইল ॥ ৬৮ ॥

হৃষ্টাপি সা হ্রী-বিজাতা ন সাক্ষাদ্ বাগ্ভিঃ সখীনাং প্রিয়মভ্যানন্দং ।
স্থলী নবান্তঃপৃষতাভিবৃষ্টা ময়ুরকেকাভিরিবাশ্রবন্দম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শিরসি স বামং পাদমাধায় রাজ্জামুদবহদনবত্যাং তামবত্যাদপেতঃ ।
রথতুরগ-রজোভিস্তস্তা রুক্ষালকাগ্রা সমরবিজয়লক্ষ্মীঃ সৈব মূর্তা বভূব ॥ ৭০ ॥
প্রথমপরিগতার্থং রঘুং সন্নিবৃত্তং বিজয়িনমভিনন্দ্য শ্লাঘা-জায়া-সমেতম্ ।
তদুপহিতকুটুম্বঃ শাস্তিমাৰ্গোৎসুকোহভূন্ন হি সতি কুলধূৰ্য্যো সূর্য্যবংশা গৃহায় ॥ ৭১ ॥

ইতি সপ্তমঃ সর্গঃ ।

অঙ্কন।—স। (ইন্দুমতী) হৃষ্টা অপি হ্রীবিজিতা (সখী) প্রিয়ং সাক্ষাৎ ন অভ্যানন্দং । (কিন্তু) সখীনাং বাগ্ভিঃ (প্রিয়ম্ অভ্যানন্দং) (কথমিব ?) নবান্তঃপৃষতাভিবৃষ্টা স্থলী অশ্রবন্দং ময়ুর-কেকাভিঃ ইব (যথা! অভিনন্দতি ভবদিত্যর্থঃ) ॥ ৬৯ ॥

অবত্যাং অপেতঃ সঃ (অজঃ) ইতি রাজ্ঞাং শিরসি বামং পাদম্ আধায় অনবত্যাং (অদোবাং) ত্যাং (ইন্দুমতীং) উদবহৎ । অস্ত (অজস্ত) রথ-তুরগরজোভিঃ রুক্ষালকাগ্রা সা (ইন্দুমতী) এব মূর্তা সময় বিজয়-সম্মীঃ বভূব ॥ ৭০ ॥

প্রথম-পরিগতার্থঃ রঘুঃ বিজয়িনং শ্লাঘা-জায়াসমেতং সন্নিবৃত্তং তম্ (অজম্) অভিনন্দ্য তদুপহিত-কুটুম্বঃ (সন) শাস্তি-মাৰ্গোৎসুকঃ অভূৎ । হি (তথাহি) কুলধূৰ্য্যো সতি সূর্য্য-বংশাঃ গৃহায় (গৃহস্থশ্রমায়) ন (ভবন্তি) ॥ ৭১ ॥

বক্তার্থ।—হৃদয়েষবের অভূত শৌর্য্যদর্শনে নিভান্ত প্রকৃত হইয়াও রাজনন্দিনী লজ্জাবশতঃ তাঁহাকে স্বয়ং অভিনন্দিত করিতে পারিলেন না । বনস্থলী যেৰূপ নবজল-সম্পাতে অভিষিক্তা হইয়া ময়ুরের কেকারবের দ্বারা

নবীন জলধরকে অভিনন্দিত করে, তিনিও তদ্রূপ সখীগণের দ্বারা স্বীয় বীরোত্তম পতিদেবতার অভিনন্দন করিলেন ॥ ৬৯ ॥

নির্দোষ প্রকৃতি কুমার অজ এই ভাবে, প্রতিকূল রাজ-বর্গের গর্কোদ্ধত মস্তকে হেলায় স্বীয় বাম-চরণ স্থাপন-পূর্ব্বক নিষ্কলঙ্ক-প্রকৃতি ইন্দুমতীকে লইয়া আসিলেন । সমরক্ষেত্রের রথচক্রের এবং তুরগ-পদের দ্বারা উৎখিত ধূলিপটলে রাজ-নন্দিনীর মনোজ্ঞ কেশকলাপ ধূসর হওয়ায় মনে হইল, ইন্দু-মতীই যেন যুদ্ধের মূর্ত্তিমতী জয়শ্রী ॥ ৭০ ॥

নরনাথ রঘু পূর্ব্ব হইতেই অজের পরিণয়, যুদ্ধজয় ও আগমনবার্তা দূতমুখে অবগত হইয়াছেন । এইক্ষেণে সেই বিজয়ী বীরপুত্রকে গৌরবময়ী পত্নীর সহিত প্রত্যাগত দেখিয়া প্রাণ খুলিয়া অভিনন্দিত করিলেন এবং যথাসময়ে সেই সুদক্ষ পুত্রের হস্তে রাজ্য ও রাজ-সংসারে ব ভার জ্ঞপ্ত করিয়া শাস্তি-পথের পথিক হইতে একান্ত উৎসুক হইলেন ; কেন না, কুলের অবতং উপযুক্ত ধুরন্ধর অর্থাৎ তারবহনক্ষম হইলে, সৌরকুলের নৃপতিবৃন্দ আর গৃহস্থশ্রমে অবস্থিতি করেন না ॥ ৭১ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ

অথ তস্মা বিবাহকৌতুকং ললিতং বিব্রত এব পার্শ্বিণঃ ।

বসুধামপি হস্ত-গামিনীমকরোদ্ভিদ্যুতীমিবাপরাম্ ॥ ১ ॥

দুরিতৈরপি কর্তৃমায়াসাং প্রযতন্তে নৃপসুনবো হি যৎ ।

তত্পন্থিতমগ্রহীদজঃ পিতুরাজ্ঞেতি ন ভোগতৃষ্ণয়া ॥ ২ ॥

অমুভূয় বশিষ্ঠ-সংভূতৈঃ সলিলৈস্তেন সহাভিষেচনম্ ।

বিশদোচ্ছসিতেন মেদিনী কথয়ামাস কৃতার্থতামিব ॥ ৩ ॥

অর্থঃ—অথ পার্শ্বিণঃ (রঘুঃ) ললিতং বিবাহ-কৌতুকং
বিব্রতঃ এব তস্মা (অজ্ঞাত) অপরাম্ ইন্দুমতীম্ ইব বসুধাম্
অপি হস্তগামিনীম্ অকরোৎ ॥ ১ ॥

নৃপ-সুনবঃ যৎ (রাজ্যং) দুরিতৈঃ অপি (বিষপ্রয়োগাদি-
নিবিদ্ধোপায়ৈঃ অপি) আত্মসাৎ কর্তৃং প্রযতন্তে হি,
উপস্থিতং (স্বতঃ প্রাপ্তং) তৎ (রাজ্যম্) অজঃ পিতুঃ
আজ্ঞা—ইতি (হেতোঃ) অগ্রহীৎ । ভোগতৃষ্ণয়া (তু) ন
(অগ্রহীৎ) ॥ ২ ॥

মেদিনী বশিষ্ঠসংভূতৈঃ সলিলৈঃ তেন অজেন
সহ অভিষেচনম্ অমুভূয় বিশদোচ্ছসিতেন
কৃতার্থতাং (গুণবদ্ভূত-লাভকৃতং সাফল্যং) কথয়ামাস
ইব ॥ ৩ ॥

বক্তার্থঃ—পরিণয়ের পর কুমার অজ সুললিত
বিবাহসূত্র হস্ত হইতে মোচন করিবার পূর্বেই মহারাজ রঘু

দ্বিতীয় ইন্দুমতীর দ্বারা রত্নময়ী বসুধারাকেও তাঁহার বরতল-
গামিনী করিয়া দিলেন ॥ ১ ॥

অপর্যাপ্ত রাজপুত্রগণ বিষপ্রয়োগাদি নানারূপ গহিত
পাপ-কার্য দ্বারা রাজসিংহাসন অধিকার করিতে প্রয়াস
করেন, কিন্তু যুবরাজ অজ “পিতার আদেশ”—বলিয়াই
রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন । নতুবা ভোগ-লালসার বশবর্তী
হইয়া তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই ॥ ২ ॥

অভিষেক-কালে কুলগুরু বশিষ্ঠ কর্তৃক মন্ত্রপুত্র ভীষ্মজ-
দ্বারা অজের মস্তকে পতিত হইয়া মুক্তিকায় পড়িল এবং
জলসিক্ত ভূমি হইতে এক অতি মনোরম গন্ধ-বিশিষ্ট বাস্পযুক্ত
উষ্মা উৎথিত হইল । মনে হইল—মেদিনী যেন মানাশুণ্ডাভুক্ত
যুবরাজের সহিত অভিষিক্ত হইয়া—কতই না আনন্দিত
হইয়াছেন, আর তাঁহার সেই নির্মল আনন্দোচ্ছ্বাস ঐভাবে
পরিব্যক্ত হইতেছে ॥ ৩ ॥

ভাৎপর্য্য।—গুপ্তহস্ত্য, বিষপ্রয়োগ—প্রচুতি দ্বারা ঐতিহাসিক বিনাশ করিয়া রাজ-সিংহাসন-লাভ সর্বকালে
সর্বদেশে এবং সর্ব রাজবংশেই যে প্রচলিত বা প্রচলন-সম্ভাবনা ছিল, তাহা কবি ইদিকে বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

এই সর্গের হয় প্রাচ্যে দেখিতেছি,—পুত্রের অনন্ত-সাধারণ গুণাবলী দর্শন করিয়া পিতা রঘু স্বইচ্ছায়, তাঁহাকে রাজ-
সিংহাসনে আরোহিত করিলেন । নতুবা পুত্রের সে দিকে ভেদন বড় একটা স্পৃহা পরিচয় পাওয়া যায় নাই । যিনি স্বয়ং
পরাক্রমশালী ও চরিত্রবলে বলীয়ান, তিনি কোনো ইষ্টবস্তুর তত্ত্বই উৎসুক হন না, স্পৃহা আপনিই আসিয়া তাঁহাকে বরণ
করে । এ পর্য্যন্ত আমরা তিন জন রাজার পরিচয় পাইলাম । দিলীপ, রঘু ও অজ । অনাসক্তি বিষয়ে এই তিন নৃপতিই
আদর্শস্থানীয় । আবার পর পর ক্রমেই যেন—সংসারে, রাজ-ভোগে ইহারা অধিকতর নিঃস্পৃহ বলিয়া মনে হয় ।
দিলীপ অপেক্ষা রঘু এবং রঘু অপেক্ষা অজ—ক্রমেই ক্রমের বলে অধিকতর বলীয়ান বলিয়া পরিচয় পাইতেছি । অথবা
শুধু ক্রমের নহে, বাহ্যবলে ইহাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ দেখিতেছি ।

ভূতনাথের অল্পচর কুন্তোদয়-নামক সিংহের সহিত দিলীপের বাহাদুর্য্য ও আশ্রিত খেতুর রক্ষাকরে শরণাগতবৎসল
দিলীপের সিংহের মুখে আত্ম-সমর্পণের অপূর্ব্বচিত্রে—ওদীয় মানসিক এবং দৈহিক বলের পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাইয়াছি ।
আবার—একোনিশত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অমুষ্ঠানে দিলীপের বিরাট প্রাণের ধর্মোদ্ভাসনার প্রকৃষ্ট পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি ।
তার পর—তৎপুত্র—

যুবরাজ রঘুর তুৎসবকার সময়ে ইন্দ্রের সহিত অদ্ভুত রণকৌশল ও নিকটীক-হৃদয়তা দর্শন-পূর্ব্বক আমরা বিন্মিত

স বভূব ছুরাসদঃ পরৈশ্চরুণাথর্ববিদ। কৃতক্রিয়ঃ ।
 পবনাগ্নি-সমাগমো হয়ং সহিতং ব্রহ্ম যদন্তেজসা ॥ ৪ ॥
 রঘুমেব নিবৃত্ত-যৌবনং তমমমৃত্যু নবেশ্বরং প্রজাঃ ।
 স হি তন্তু ন কেবলং ত্রিয়ং প্রতিপেদে সকলান্ গুণানপি ॥ ৫ ॥
 অধিকং শুশুভে শুভংযুনা দ্বিতয়েন দ্বয়মেব সঙ্গতম্-।
 পদমৃদ্ধমজেন পৈতৃকং বিনয়েনাস্ত নবং চ যৌবনম্ ॥ ৬ ॥

অর্থঃ।—অথর্ব-বিদা গুরুগা (বশিষ্ঠেন) কৃত-ক্রিয়ঃ সঃ (অজঃ) পরৈঃ ছুরাসদঃ বভূব। (তথাহি) অমৃতভেজসা সহিতং যৎ ব্রহ্ম (ব্রহ্মভেজঃ বশিষ্ঠভেজঃ ইত্যর্থঃ), অয়ং পবনাগ্নি-সমাগমঃ হি (ভবতি)। (ক্ষত্রিয়-তেজসা এব অয়ং দুর্জয়ঃ, কিং পুনঃ বশিষ্ঠ-মন্ত্র প্রভাবে সতি—ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

প্রজাঃ নবেশ্বরং তম্ (অঃ) নিবৃত্তযৌবনং রঘুমেব অমমৃত্যু। হি (যস্মাৎ)—সকলান্ গুণান্ অপি (প্রতিপেদে) ॥ ৫ ॥

দ্বয়মেব শুভংযুনা দ্বিতয়েন সঙ্গতং (২য়) অধিকং শুশুভে। (কিং কেন?—ইতি আঃ—) পৈতৃকম্ ঋদ্ধং পদং (রাজ্যং) অজেন, অস্ত (অজন্ত) নবং যৌবনং বিনয়েন চ (ব্রহ্মন্ত ইন্দ্রিয়জয়েন চ) শুশুভে) ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—গুরুদেব বশিষ্ঠ কর্তৃক অথর্ব-বেদোক্ত বিধানে যুবরাজের অভিষেক সম্পন্ন হওয়ায় তিনি ক্রমে

ক্ষত্রগণের একান্ত অধ্যুষণ ও অপরাধের হইয়া উঠিলেন। কেন না,—ক্ষত্রিয়ভেজের সহিত ব্রহ্মভেজের সম্মেলন পবন এবং অগ্নির সমাগম-তুল্য ॥ ৪ ॥

সেই নবভূপতি অজকে পাইয়া প্রজাবৃন্দ মনে করিল,—বুঝি তাহাদের চিরপ্রিয় সম্রাট রঘু পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কেন না,—নবীন সম্রাট অজ যে শুধু তদীয় পিতার রাজ-লক্ষ্মীই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, রঘুর অনন্ত গুণ-গরিমারও তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

সেই সময়ে দুইটি বস্ত্র অপর দুইটি শুভজনক বস্তুর সহিত সংমিলনে সমাধিক শোভা ধারণ করিল। সু-সমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য অজের হস্তগত হইয়া যেরূপ শোভা পাইল, তদীয় নবীন যৌবনও তাহার বিনয়ালঙ্কৃত চরিত্রের সহিত মিলিত হইয়া সজ্জপ শোভা ধারণ করিল ॥ ৬ ॥

হইয়াছি। দিগ্বিজয়ী রাজা রঘুর অমিত-শক্তি এবং অপার ক্ষমতা দর্শনে শুধু বিস্মিত নহে, তন্ত্রিত হইয়াছি। শেষে যাজ্ঞিক সম্রাট রঘুর সর্বস্ব-দক্ষিণ বিম্বভিৎ যজ্ঞে যথাসর্বস্ব দানের চিত্রদর্শনে, বিরাট ত্যাগশক্তির পরাকাষ্ঠা-দর্শনে চিত্রকরের উদ্দেশে আমাদের মত্তক স্বতঃই অবনত হইয়াছে। তার পর—তৎপুত্র—

যুবরাজ অজের, কি দৈহিক কি আন্তরিক—উভয়বিধ সৌন্দর্য্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছি। স্বয়ংবরক্ষেত্রে ভারতের সহস্র সহস্র নৃপতির মধ্যে যুবরাজ অজকে ইন্দুমতী বরমাল্য অর্পণ করায় যুবরাজের সর্ববিধ মাহাত্ম্যের নিকষ-পরীক্ষা দেখিয়াছি। শেষে সেই যুবরাজ কর্তৃক সহস্রাধিক নৃপতির সহিত যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের চিত্রদর্শনে, রাজপুত্রের অসীম ক্ষমতার পর্যাপ্ত প্রমাণ পাইয়াছি।—এক কথায়, সমরকোশলে—দিলীপ ও রঘু অপেক্ষা অজের অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। স্বীয়-সৈন্তগণ বিজিত ও প্রায় পলায়িত,—কুমার অজ একাকী সব্যগাটী হইয়া বিপক্ষ নৃপতি-বৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। এ যুদ্ধ দৈববলে বলীয়ান্ সিংহের সহিত নহে, বা অজস্র সেনা-বাহিনী লইয়া পৃথক পৃথক ভাবে এক এক জন রাজাকে জয় করা নহে, ইহা অতি বিবম ব্যাপার। একাকী সহস্র সহস্র নৃপতির সহিত একই সময়ে যুদ্ধ।—ইহার নিকট দিলীপ এবং রঘুর বীর্ষ্যাবদান নিশ্চয় না হইলেও অশিগ্রত নহে।

রঘুবংশের প্রথম কবিতা হইতে এ পর্যন্ত নিব্বিচিত্রে পাঠ করিলে—একটা বিষয় বুঝা যায় যে, কবিকেশরী কালিদাস, রঘু-কুলের বর্ণনা করিতে বসিয়া যেন ক্রমে একটা বিশাল, অপ্রভাবী, নানাগুণ গরিমায় বিমণ্ডিত কল্পনার “পিরামিড” গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সে পিরামিডের এ পর্যন্ত যতটা দেখিলাম,—তাহাতে, তাহা ক্রমেই স্তরে স্তরে অধিক উৎকর্ষযুক্ত কারুকার্য্যে অচিত্রিত হইতেছে,—পরে হয় শু দেখিতে পাইব,—সে পিরামিড একেবারে সর্ববিষয়ক উৎকর্ষের চরম চূড়ায় বিভূষিত হইয়াছে। কিন্তু তার পর? উন্নতির চরম পরাকাষ্ঠার পর, শেষ সীমার পর কবির সহস্রমুখী কল্পনা-স্বন্দরীর গতি কোন্ দিকে হইবে? তাহার জগৎ-ব্যাপিনী কল্পনা জগৎ লইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু জগতের শেষ—যেরূপ-কোটি লক্ষ্যন করিয়া কোথায় বাইবে?—অধীর হইলে চলিবে না। ধীরে ধীরে দেখা যাউক।

সদয়ং বৃভূজে মহাভূজঃ সহসোদ্বৈগমিয়ং ব্রজেদিতি ।
 অচিরোপনতাং স মেদিনীং নবপাণিগ্রহণাং বধুমিব ॥ ৭ ॥
 অহমেব মতো মহীপতেরিত্তি সর্বঃ প্রকৃতিষ্চিন্তয়ৎ ।
 উদধেরিব নিম্নগা-শতেশ্বভবমাস্তা বিমাননা কচিং ॥ ৮ ॥
 ন খরো ন চ ভূয়সা মৃদুঃ পবমানঃ পৃথিবীরুহামিব ।
 স পুরস্কৃত-মধ্যম-ক্রমো নময়ামাস নৃপানমুদ্বহন ॥ ৯ ॥
 অথ বীক্ষ্য রঘুঃ প্রতিষ্ঠিতং প্রকৃতিষ্মাভ্রমাত্মবত্তয়া ।
 বিষয়েষু বিনাশ-ধর্ম্মস্ব ত্রিদিবশ্চেষপি নিঃস্পৃহোহভবৎ ॥ ১০ ॥
 গুণবৎ-সুতরোপিতশ্রিয়ঃ পরিণামে হি দিলীপ-বংশজাঃ ।
 পদবীং তরুবক্ষবাসসাং প্রযতাঃ সংযমিনাং প্রপেদিরে ॥ ১১ ॥

অর্থঃ—মহাভূজঃ সঃ (অগ্রঃ) অচিরোপনতাং মেদিনীং নব-পাণিগ্রহণাং বধুম্ ইব,—সহসা (বলাৎকারণে) ইয়ং (মেদিনী বধুঃ ইব) উদ্বৈগং ব্রজং ইতি হেতোঃ সদয়ং বৃভূজে ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিষু (মধ্যে) সর্বঃ (অপি) “অহং এব মহীপতেঃ মতঃ” ইতি অচিন্তয়ৎ, উদধেঃ নিম্নগা-শতেশ্ব ইব অস্তা (নৃপস্ত কৰ্ত্তৃঃ) কচিং (অপি) (জনবিশয়ে) বিমাননা ন অভবৎ ॥ ৮ ॥

সঃ (অজঃ) ভূয়সা খরঃ ন, ভূয়সা মৃদুঃ (অপি ৮) ন। (কিন্তু) পুরস্কৃতমধ্যমক্রমঃ (সন) পবমানঃ (বায়ুঃ) পৃথিবীরুহান ইব নৃপান্ অমুদ্বহন নময়ামাস ॥ ৯ ॥

অথ রঘুঃ আশ্রয়ম্ (অশ্রম্) আশ্রয়ন্তয়া (অভ্যাসয়ে অপি নির্ধিকারমনন্তয়া) প্রকৃতিষু প্রতিষ্ঠিতং বীক্ষ্য বিনাশ-ধর্ম্মস্ব (অনিভ্যেষু) ত্রিদিবশ্চেষপি বিষয়েষু (শব্দাদিষু) নিঃস্পৃহঃ অভবৎ ॥ ১০ ॥

দিলীপ-বংশজাঃ হি পরিণামে গুণবৎসুত-রোপিত-শ্রিয়ঃ প্রযতাঃ (চ) (সন্তঃ) তরুবক্ষবাসসাং সংযমিনাং পদবীং প্রপেদিরে, (যস্যাং, তস্যং অস্তা রবোঃ অপি ইদং নিঃস্পৃহমুচিতম্ এব) ॥ ১১ ॥

বক্তার্থঃ—নবপরিণীতা মৃদ্ধা বধুর ভ্রাতৃ, সেই নবাধিগতা ধরিত্রীকে, দীর্ঘবাহ অজ, সহসা কোন উৎপীড়নে

বিরক্ত বা উদ্বৈগ পাছে জন্মে, চিন্তা করিয়া অতি দীর্ঘকালে ও সদয়হৃদয়ে উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

প্রজাপুঞ্জের প্রত্যেকেই ভাবিত—“আমিই মহারাজের অধিক প্রিয়পাত্র।” যত নদীই সাগরে পতিত হউক না কেন, সিন্ধু যেমন কোনো নদীকেই উপেক্ষা করে না, তিনিও সেইরূপ কোনো প্রজাকেই ক্ষুদ্র বা অশুদ্ধ করিতেন না। সকলেই যথাযোগ্য ব্যবহারে প্রীত হইত ॥ ৮ ॥

তঁহার স্বভাব উগ্র বা অতিশয় মৃদু—ইহার কোনটাই ছিল না, ফলতঃ মধ্যম-গতি অবলম্বন পূর্বক পবন যেমন তরুরাজিকে আনমিত করে, কিন্তু ভগ্ন বা উৎপাটিত করে না, তিনিও তদ্রূপ একেবারে বিধ্বস্ত না করিয়া, প্রতিভূ নৃপতি-দিগকে ক্রমে আনত ও বশীভূত করিয়া লইলেন ॥ ৯ ॥

সম্রাট রঘু যখন দেখিলেন যে, পুত্র অজগরিষ্ঠা-মাহাত্ম্যে ও আশ্র-নির্ভরতায় প্রজামণ্ডলে অথও আধিপত্য বিস্তার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন তিনি নিজেও অনিত্য সংসারে একান্ত নিঃস্পৃহ হইলেন; এমন কি—কোন স্বর্গীয় সম্পদেও আর তাঁহার আকাঙ্ক্ষা রহিল না ॥ ১০ ॥

তদু এই রঘু একা নহেন, দিলীপ-বংশীয় নৃপতিগণ সকলেই পরিণত বয়সে গুণবান পুত্রের হস্তে রাজলক্ষ্মীকে অর্পণ করিয়া, তরুণতাবাসী এবং বদ্ধলধারী সংযত সন্ন্যাসীদিগের পদাঙ্গুলরপ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

ভাৎপর্য্য।—এত বড় কথা, রাজার এত বড় শ্রাব্য পরিচয়সূচক বিবরণ ইতিপূর্বে আর বড় এমন বিশদভাবে কোনো অনাধ কাব্যে দেখি নাই। এক কথায়,—অজ যে শুধু পার্শ্ব ভূমিগণের নহে, প্রজাদিগের অপার্শ্ব হৃদয়-রাজ্যেরও রাজা ছিলেন, তাহা কবি দেখাইয়া দিলেন ॥ ৮ ॥

তমরগ্যসমাশ্রয়োন্মুখং শিরসা বেষ্টন-শোভিনা সূতঃ ।
 পিতরং প্রণিপত্য পাদয়োঃ পরিত্যাগমযাচতাশ্বনঃ ॥ ১২ ॥
 রঘুরশ্রমুখস্ত তস্ত তৎ কৃতবানীপ্সিতমাশ্রজপ্রিয়ঃ ।
 ন তু সর্প ইব হৃৎ পুনঃ প্রতিপেদে ব্যপবজ্জিতাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥
 স কিলাত্মমন্ত্যমাশ্রিতে মিবসন্নাবসথে পুরাদহিঃ ।
 সমুপাস্তত পুত্রভোগ্যায় স্মৃষয়েবাবিকৃতেন্দ্রিয়ঃ শ্রিয়া ॥ ১৪ ॥
 প্রশমস্থিতপূর্বপার্শ্বিং কুলমভ্যাতনুতনেন্দ্রিয়ম্ ।
 নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলামুদিতাকর্ণেণ সমারুরোহ তৎ ॥ ১৫ ॥
 যতি-পার্শ্ববলিঙ্গধারিণৌ দদৃশাতে রঘু-রাঘবৌ জ্ঞৈঃ ।
 অপবর্গমহোদয়ার্থয়োভূবমংশাবিব ধর্ম্যয়োগতো ॥ ১৬ ॥

অজয়।—অরগ্য-সমাশ্রয়োন্মুখং পিতরং তং (রঘুং) সূতঃ (অজঃ) বেষ্টন-শোভিনা শিরসা পাদয়োঃ প্রণিপত্য আশ্বনঃ অপরিভ্যাগম্ (মাং পরিভ্যাগ্য ন গন্তব্যম্ ইতি) অযাচত ॥ ১২ ॥

আশ্রয়-প্রিয়ঃ রঘুঃ অশ্রমুখস্ত তস্ত (অজস্ত) তৎ (অপরিভ্যাগরূপম্) ঈপ্সিতং কৃতবান্ । তু (কিন্তু) সর্পঃ হৃৎ ইব ব্যপবজ্জিতাং শ্রিয়ং পুনঃ ন প্রতিপেদে ॥ ১৩ ॥

সঃ (রঘুঃ) কিল অস্ত্যম্ আশ্রমং আশ্রিতঃ পুরাৎ বহিঃ আবসথে নিবসন্ অবিকৃতেন্দ্রিয়ঃ (গন) স্মৃষয়া ইব পুত্রভোগ্যায় শ্রিয়া সমুপাস্তত ॥ ১৪ ॥

প্রশমস্থিতপূর্বপার্শ্বিং অভ্যাতনুতনেন্দ্রিয়ং তৎ কুলং (রঘুকুলং) নিভৃতেন্দুনা উদিতাকর্ণেণ (চ) নভসা তুলাং সমারুরোহ ॥ ১৫ ॥

যতিপার্শ্ববলিঙ্গধারিণৌ রঘু-রাঘবৌ (রঘুঃ অজঃ চ) অপবর্গমহোদয়ার্থয়োঃ (মোক্ষাভ্যাসফলয়োঃ) ধর্ম্যয়োঃ ভূবং গতো অংশৌ ইব জ্ঞৈঃ দদৃশাতে ॥ ১৬ ॥

বজ্রার্থ।—পিতা বন-গমন করিবেন—ভূনিয়া, পুত্র অজ তদীয় চরণে স্বীয় উকীষভূষিত মস্তক স্থাপনপূর্বক,

“আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না”—বলিয়া বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

পুত্রবৎসল রঘু সজ্জন-নয়ন অজের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু সর্প যেমন পরিভ্যাগ্য নির্মোকে আর পুনর্গ্রহণ করে না, তদ্রূপ তিনিও পুত্রহন্তে হস্ত রাজ-লক্ষ্মীর আর গ্রহণ করিলেন না ॥ ১৩ ॥

তিনি চরম আশ্রম অবলম্বনপূর্বক ইন্দ্রিয়সংযমন করিয়া, নগরের উপকণ্ঠে এক নির্জন স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং পুত্রবধূর তায় পুত্রভোগ্য রাজলক্ষ্মী কর্তৃক সেবিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

প্রাচীন নরপতি রঘু, অশুভমনোমুখ জীবনে শাস্তিপথে পদার্পণ করিলেন, এদিকে উদীয়মান নবীন নৃপতি অজ অভ্যাসমার্গে আকৃষ্ট হইলেন; সূতরাং একদিকে চন্দ্র অন্তর্মিত, অস্ত্রদিকে সূর্য উদিত হইলে আকাশমণ্ডলের যেক্রপ অবস্থা হয়, রাজকুলেরও ঠিক তেমনই হইল ॥ ১৫ ॥

জগদ্বাসিগণ সেই যতিবেশধারী রঘু এবং রাজবেশধারী রঘুতনয় অজকে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ মোক্ষ-ফল-বিশিষ্ট নিবৃত্তি ও অভ্যাসফলবিশিষ্ট প্রবৃত্তিক্রম ধর্মব্যয়ের অংশের তায় অবলোকন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

ভাৎপর্য্য।—ঠিক এই ভাণ্ডাই শকুন্তলাম্ কথনিস্যেয় মুখ দিয়া কবি বলাইয়াছেন—সে কবিতাটিও এইটির তায় অপূর্ণ। ভাষার প্রথম চরণ—“যাত্যেকতোহস্ত-শিখরং পতিয়োদীনাম্”—॥ ১৫ ॥

অজিতাধিগমায় মন্ত্ৰিভিষুযুজ্ঞে নীতিবিশারদৈরজঃ ।
 অনপায়ি-পদোপলক্ষ্যে রঘুরাষ্ট্রে সমিয়ায় যোগিভিঃ ॥ ১৭ ॥
 নৃপতিঃ প্রকৃতিরবেক্ষিতুং ব্যবহারাসনমাদদে যুবা ।
 পরিচেষ্টুম্পাংশু ধারণাং কুশপূজং প্রবয়াস্ত বিষ্টরম্ ॥ ১৮ ॥
 অনয়ৎ প্রভুশক্তিসম্পদা বশমেকো নৃপতীনন্তরান্ ।
 অপরঃ প্রণিধান-যোগ্যায় মরুতঃ পঞ্চ শরীরগোচরান্ ॥ ১৯ ॥
 অকরোদচিরেশ্বরঃ ক্ষিতৌ দ্বিষদারম্ভফলানি ভস্মসাৎ ।
 ইতরো দহনে স্বকৰ্ম্মণাং ববৃতে জ্ঞানময়েন বহিনা ॥ ২০ ॥
 পণবন্ধমুখান্ গুণানজঃ ষড়্ পায়ুঙক্ত সমীক্ষ্য তৎফলম্ ।
 রঘুরপ্যজয়ৎ গুণত্রয়ং প্রকৃতিস্থং সমলোষ্টকাঞ্চনং ॥ ২১ ॥

অর্থঃ—অজঃ অজিতাধিগমায় (অজিত-পদ-
 লাভায়) নীতিবিশারদৈঃ মন্ত্ৰিভিঃ যুযুজ্ঞে (সংগতঃ) । রঘুঃ
 (অপি) অনপায়ি-পদোপ-লক্ষ্যে আষ্ট্রে যোগিভিঃ
 সমিয়ায় ॥ ১৭ ॥

যুবা নৃপতিঃ (অজঃ) প্রকৃতিঃ অবেক্ষিতুং ব্যবহারাসনম্
 আদদে; প্রবয়াঃ (নৃপতিঃ) তু (হুবিরো রঘুঃ চ) ধারণাং
 (চিন্ত্য একাগ্রতাং) পরিচেষ্টুম্ (অভ্যাসিতুং) উপাংশু
 (বিভ্রনে) কুশপূজং বিষ্টরং (আদদে) ॥ ১৮ ॥

একঃ (অজঃ) অনন্তরান্ (স্বরাজ্য-পরিভ্রমিতান্) নৃপতীন্
 প্রভুশক্তিসম্পদা বশম্ অনয়ৎ । অপরঃ (রঘুঃ) প্রণিধান-
 যোগ্যায় (সমাধিব্যোগস্ত জ্ঞাত্যসেন) শরীরগোচরান্ পঞ্চ
 মরুতঃ (প্রাণাদীন্) (বশঃ অনয়ৎ) ॥ ১৯ ॥

অচিরেশ্বরঃ (অজঃ) ক্ষিতৌ দ্বিষদারম্ভফলানি ভস্মসাৎ
 অকরোৎ । ইতরঃ (রঘুঃ) জ্ঞানময়েন বহিনা স্বকৰ্ম্মণাং দহনে
 (ভস্মীকরণে) ববৃতে ॥ ২০ ॥

অজঃ পণবন্ধ-মুখান্ ষট্ গুণান্ (পণবন্ধঃ সন্ধিঃ, সন্ধি-
 প্রভৃতীন্) তৎফলং সমীক্ষ্য উপায়ুঙক্ত । সমলোষ্টকাঞ্চনঃ
 রঘুঃ অপি গুণত্রয়ং প্রকৃতিস্থং (যথা তথা, বিকারজন্ততয়া)
 অজয়ৎ ॥ ২১ ॥

বক্তার্থঃ—রাজা অজ অজিতপূৰ্ণ রাজ্যলাভার্থ
 নীতিকুশল সচিব-বৃন্দেয় সহিত মিলিত হইলেন । আর

রাজা রঘুও নির্মাণ-পদ-লাভের আশায় তত্ত্বদর্শী যোগিগণের
 সহিত সংমিলিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

নবীন নৃপতি অজ প্রজাপুঞ্জের সদস্য পর্যবেক্ষণের
 নিমিত্ত ধর্ম্মাসনে আরোহণ করিলেন, আর প্রাচীন নৃপতি
 রঘুও চিন্তের একাগ্রতা-বিধানের জন্ত নির্জনে পবিত্র
 কুশাসন পরিগ্রহ করিলেন ॥ ১৮ ॥

প্রবল-প্রভাপ অজ একাকীই স্বকীয় রাজ-শক্তির প্রভাবে
 রাজ্যের উপকর্ষবাগী অগ্রা নরপতিদিগকে বশীভূত করিতে
 লাগিলেন । আর তপোনিরত রঘুও সমাধির অভ্যাসদ্বারা
 দেহস্থ প্রাণ-অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ুকে বশীভূত
 করিলেন ॥ ১৯ ॥

তদুপ নৃপতি অজ জগতে শত্রুদিগের বৃত্ত কিছু প্রতিকূল
 আয়োজন, উত্তোগ, সে সমস্তই একেবারে ব্যর্থ করিয়া
 দিতে লাগিলেন, আর প্রবীণ নৃপতি রঘুও তত্ত্বজ্ঞানরূপ
 অনলের দ্বারা সংসারে পুনরাগমনের হেতুভূত কর্ম্মসমূহ
 ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

নবীন রাজা অজ পরিণামকল চিন্তা করিয়া যথাস্থানে
 সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ছয় গুণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন,
 আর প্রাচীন রাজা রঘুও লোষ্ট্র এবং কাঞ্চনে তুল্যদৃষ্টি
 হইয়া সংযতচিত্তে শঙ্করজঃ তম—এই গুণত্রয়ের জয়
 করিলেন ॥ ২১ ॥

ন নবঃ প্রভুরাকলৌদয়াৎ স্থিরকৰ্ম্মা বিররাম কক্ষণঃ ।
 ন চ যোগ-বিধেৰ্নবেতরঃ স্থির-ধীরা পরমাত্ম-দৰ্শনাৎ ॥ ২২ ॥
 ইতি শক্রযু চেন্দ্রিয়েষু চ প্রতিষিদ্ধ-প্রসরেষু জাগ্রতো ।
 প্রসিতাবুদয়াপবর্গয়োরুভয়ৌ সিদ্ধিমুভাববাপতুঃ ॥ ২৩ ॥
 অথ কাশ্চিদজব্যাপেক্ষয়া গময়িত্বা সমদৰ্শনঃ সমাঃ ।
 তমসঃ পরমাপদবায়ং পুরুষং যোগ-সমাধিনা রঘুঃ ॥ ২৪ ॥
 শ্রুত-দেহ-বিসৰ্জনঃ পিতৃশ্চিরমশ্রুণি বিমুচ্য রাঘবঃ ।
 বিদধে বিধিমস্তা নৈষ্টিকং যতিভিঃ সাক্ষিমনগ্নিমগ্নিচিং ॥ ২৫ ॥
 অকরোৎ স তদৌদ্ধৈদৈহিকং পিতৃভক্ত্যা পিতৃকার্যাকল্পবিৎ ।
 ন হি তেন পথা তন্তৃত্যজন্তনয়াবজ্জিত-পিণ্ড-কাজ্জিগ্ৰহঃ ॥ ২৬ ॥
 স পরাধ্বাগতেরশোচাতাং পিতৃকদিশ্চ সদর্থবেদিভিঃ ।
 শমিতাধিরধিক্যাকাম্মুকঃ কৃতবানপ্রতিশাসনং জগৎ ॥ ২৭ ॥

অর্থঃ—স্থিরকৰ্ম্মা নবঃ প্রভুঃ আকলৌদয়াৎ কক্ষণঃ
 ন বিররাম । স্থিরধীঃ নবেতরঃ (প্রবীণঃ) (রঘুঃ) চ আপরমাত্ম-
 দৰ্শনাৎ যোগ-বিধেঃ (ঐক্যানুসন্ধানাৎ) ন (বিররাম) ॥ ২২ ॥

ইতি (এবংপ্রকারেণ) প্রতিষিদ্ধ-প্রসরেষু শক্রযু চ
 ইন্দ্রিয়েষু চ জাগ্রতো, উদয়াপবর্গয়োঃ প্রসিতৌ (আসক্তৌ)
 উভৌ (অজঃ রঘুঃ চ) উভয়ৌ (বিবিধাঃ, অভ্যাসরূপাঃ
 অজঃ, যোক্তরূপাঃ রঘুঃ) সিদ্ধিম্ (যথাসাধ্যং) অবাপতুঃ ॥ ২৩ ॥

অথ রঘুঃ সমদৰ্শনঃ (সন্) অজব্যাপেক্ষয়া (অজ্যাক্ষায়া-
 যোভেন) কাশ্চিৎ সমঃ (কতিচিৎ বর্ষণি) গময়িত্বা যোগ-
 সমাধিনা পরম্ অব্যয়ং পুরুষম্ (পরমাত্মানম্) আপৎ ॥ ২৪ ॥

অগ্নিচিং (আহিতাগ্নিঃ) রাঘবঃ (অজঃ) পিতৃঃ শ্রুত-দেহ-
 বিসৰ্জনঃ (সন্) চিরং অশ্রুণি বিমুচ্য অস্ত (পিতৃঃ) অনগ্নিঃ
 (অগ্নিসংস্কাররহিতং) নৈষ্টিকং বিধিঃ যতিভিঃ সাক্ষি-
 বিদধে ॥ ২৫ ॥

পিতৃকার্যাকল্পবিৎ সঃ (অজঃ) পিতৃভক্ত্যা তদৌদ্ধৈদৈহিকম্
 (কৰ্ম্ম) অকরোৎ । হি—(তথাহি) তেন পথা (প্রকারেণ)
 তন্তৃত্যজঃ(পুরুষাঃ)তনয়াবজ্জিত-পিণ্ডকাজ্জিগ্ৰহঃ ন (ভবন্তি) ॥ ২৬ ॥

পরাধ্বা-গতেঃ পিতৃঃ অশোচাতাম্ উদিশ্চ সদর্থবেদিভিঃ
 শমিতাধিঃ সঃ (অজঃ) অধিক্যাকাম্মুকঃ (সন্) জগৎ অপ্রতি-
 শাসনং (বিভীষাভ্যাহিতং) কৃতবান্ ॥ ২৭ ॥

বক্তার্থঃ—কার্যের সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত নবীন
 ভূপতি অজ আরম্ভ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতেন না, স্থিরবুদ্ধি

প্রাচীন ভূপতি রঘুও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ না হওয়া
 পর্যন্ত যোগ-সাধন হইতে বিরত হইলেন না ॥ ২২ ॥

এই প্রকারে তাঁহারা পিতাপুত্র শত্রু ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের
 স্বার্থপ্রবৃত্তি নিবারণ করিয়া—(একজন) অজ ত্রিবিধবিষয়ে
 এবং (অন্যজন) রঘু যোক্তবিষয়ে আসক্ত হইলেন এবং
 উভয়েই অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিলেন ॥ ২৩ ॥

তার পর “সর্বত্র সমদৰ্শন” রঘু অজের মুখের দিকে
 চাহিয়া গেহভাবে কয়েক বৎসর কাটাইলেন এবং পরিশেষে
 যোগবলে নিষ্ঠুর পরমপুরুষের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥

সম্বাদীদিগের শব্দেদেহের অগ্নি-সংস্কার করিতে নাই,—এ
 কথা অজ জানিতেন। যাজ্ঞিক অজ পিতার তনুভ্যাগে একান্ত
 শোকাবল হইয়া তাই অশ্রাবজ্জন করিতে করিতে একান্ত
 যতিগণের সহিত পিতৃদেহ—ভূগতে সমাহিত করিলেন ॥ ২৫ ॥

যদিও, রঘুর স্থায় নির্বাণপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ দেহ-ভ্যাগের
 পর পুত্র-প্রবৃত্ত পিণ্ডাদির আকাজ্জা আদৌ করেন না,
 এতথ্য অজের অবদিত ছিল না, তবুও পিতৃভক্তিনিবন্ধন
 পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় অতিশয় অজ রঘুর ঔদ্ধৈদৈহিক
 ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৬ ॥

“মুক্তি-প্রাপ্ত পিতার জন্ত শোক করা বৰ্জ্য নহে”—
 এই উপদেশ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ পাণ্ডিত্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইলে,
 পিতৃশোকাত্ত অজের মনোবেদনা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল
 এবং তিনি পুনরায়—শরাসন ধারণপূর্বক অপ্রতিহতপ্রভাবে
 জগতে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন ॥ ২৭ ॥

ক্ষিতিরিন্দুমতী চ ভামিনী পতিমাসাচ্চ তমগ্রা-পৌরুষম্।

প্রথমা বহু-রত্নস্বরভূদপরা বীরমজীজনং সূতম্ ॥ ২৮ ॥

দশরশ্মি-শতোপমদ্যুতিং যশসা দিগ্ধু দশশ্বপি শ্রুতম্।

দশপূর্বরথং যম্যথ্যয়া দশকণ্ঠারি-গুরুং বিহুবুধাঃ ॥ ২৯ ॥

ঋষিদেবগণস্বধাভূজাং শ্রুতযাগ-প্রসবৈঃ স পার্শ্বিণিঃ।

অনুগম্যুপেয়িবান বভৌ পরিধেয়ং তু ইবোক্ষদীধিতিঃ ॥ ৩০ ॥

বলমার্ভভয়োপশাস্তয়ে বিহুবাং সংকৃতয়ে বহু শ্রুতম্।

বসু তস্তা বিভোৰ্ণ কেবলং গুণবত্তাপি পর-প্রয়োজনা ॥ ৩১ ॥

অর্থঃ—ক্ষিতিঃ ভামিনী ইন্দুমতী চ অগ্র্যপৌরুষং তম্ (অজং) পতিম্ আসাচ্চ প্রথমা (ক্ষিতিঃ) বহু-রত্নস্বঃ অভূৎ, অপরা—(ইন্দুমতী) বীরং সূতম্ অজীজনং ॥ ২৮ ॥

দশরশ্মি শতোপমদ্যুতিং যশসা দশশ্ব অপি দিগ্ধু শ্রুতং দশকণ্ঠারিগুরুং যম্ (সুভয়) আথ্যয়া দশপূর্বরথং বুধাঃ বিহুঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রুত-যাগ-প্রসবৈঃ (অধ্যয়ন-যজ্ঞ-সন্তানৈঃ স্বধা-সংখ্যাং) ঋষি-দেবগণ-স্বধাভূজাম্ অনুগম্য উপেয়িবান সঃ পার্শ্বিণিঃ পরিধেঃ মুক্তঃ উক্ষদীধিতিঃ ইব বভৌ ॥ ৩০ ॥

তস্তা বিভোঃ (অজস্ত) কেবলং বসু ন (পরপ্রয়োজনং (বভূব) (বিহু) গুণবত্তাপি পরপ্রয়োজনা (বভূব); (তথাহি তস্ত অজস্ত) বলম্ মার্ভভয়োপশাস্তয়ে, (তথ) বহু শ্রুতং (ভূরি জ্ঞানং) বিহুবাং সংকৃতয়ে (বভূব) ॥ ৩১ ॥

বজ্রার্থঃ—চির-নবীন ধরিত্রী এবং জলনাকুল-জল্যাম ইন্দুমতী উভয়েই সেই অমিতভেজাঃ অজকে পতিক্রমে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন; এবং তাঁহাদের প্রথম—বসুন্ধরা অনন্ত-রত্নশালিনী হইলেন, আর দ্বিতীয়া—ইন্দুমতী একটি শূরোত্তম পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন ॥ ২৮ ॥

ভূত-ভবিষ্যদৃশী পণ্ডিতগণ পূর্বাগর চিন্তা করিয়া সেই নবজাত পুত্ররত্নের “দশরথ” এই নামকরণ করিলেন ॥

কেন না, ভেজঃপুত্রময়ী কান্তিতে সে শিশু “দশশতরশ্মি” অর্থাৎ সহস্রকিরণ সূর্যের সমতুল এবং উত্তরকালে দশদিক্ তাঁহার যশঃপ্রভায় উজ্জ্বল হইবে; আবার তিনিই কালে দশকণ্ঠ রাবণের নিধনকর্তা পরাংপর রাম-চক্রেয় পিতা হইবেন। সূতরাং এতগুলি দশসংখ্যার সহিত যাহার সম্পর্ক, তাঁহার দশরথ নামই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ॥ ২৯ ॥

ক্রমে পৃথিবীপতি সম্রাট অজ অধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ ও পুত্রোৎপত্তির দ্বারা স্বধাক্রমে ঋষিগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ পরিশোধ-পূর্বক সম্পূর্ণরূপে অনুগী হইলেন এবং পরিবেশ-বিমুক্ত প্রথর-ভেজঃ—মার্ভভেয় ত্রায় দীপ্তিমান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

সেই নিষ্কাম নরপতি অজের অতুল ধনসম্পত্তিই যে কেবল পরার্থে উৎসৃষ্ট ছিল, তাহা নহে, তদীয় অনর্থ গুণ-রাশিও সমস্ত পরপ্রয়োজনে নিযুক্ত হইত; কেন না—যাহারা নিপীড়িত ও নির্যাতিত, তাহাদের দুখে দুঃ করিতেই তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতেন, কদাচ পরণীড়নে সে শক্তি প্রযুক্ত হইত না; এবং তাঁহার যে ভূরি বিজ্ঞা, তাহাও পণ্ডিতগণের সংস্কার-স্বর্দ্ধনাতেই প্রকাশ পাইল, নতুবা আত্ম-প্রাণ বা গর্কপ্রকাশের জন্য তাহা ব্যবহৃত হইত না ॥ ৩১ ॥

ভাঃপর্য্যায়ঃ—এই মহাকাব্যের মধ্যাংশে রাম-রাবণের যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম এবং রাবণ-বধ হইবে,—ক্রমে কবি সে অস্ত্র কেন্দ্র প্রস্তুত করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

স কদাচিদবেক্ষিতপ্রজঃ সহ দেব্যা বিজহার সুপ্রজাঃ ।

নগরোপবনে শচী-সখো মরুতাং পালয়িত্ব নন্দনে ॥ ৩২ ॥

অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ শ্রিতগোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্ ।

উপবীণয়িতুং যযৌ রবেরুদয়ারুস্তিপথেন নারদঃ ॥ ৩৩ ॥

কুসুমৈগ্রাথিতাম্রপাথিবৈঃ শ্রজমাতোত্তশিরো-নিবেশিতাম্ ।

অহরং কিল তস্ত ব্বেগবানধিবাস-স্পৃহয়েব মারুতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভ্রমরৈঃ কুসুমাম্রসারিভিঃ পরিকীর্ণা পরিবাদিনী মুনোঃ ।

দদৃশে পবনাবলেপজঃ সৃজতী বাস্পমিবাজ্জনাবিলম্ ॥ ৩৫ ॥

অভিভূয় বিভূতিমার্গবীং মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্ ।

নৃপতেরমরশ্রগাপ সা দয়িতোরুস্তনকোটি-সুস্থিতিম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—অবেক্ষিত-প্রজঃ সুপ্রজাঃ (৬, সুপুত্রভৃত্যভারঃ হীতি ভাবঃ) সঃ (অভঃ) কদাচিৎ দেব্যা (ইন্দুমত্যা) সহ নগরোপবনে নন্দনে শচী-সখঃ মরুতাং পালয়িত্বা ইব (ইন্দ্রঃ ইব) বিজহার ॥ ৩২ ॥

অথ দক্ষিণোদধেঃ-রোধসি শ্রিত-গোকর্ণনিকেতম্ দীশ্বরং (শিবং) উপবীণয়িতুং নারদঃ (দেবর্ষিঃ) রবে স্ব্যস্ত্র উদয়া-রুস্তিপথেন যযৌ ॥ ৩৩ ॥

অপাথিবৈঃ কুসুমৈঃ গ্রাথিতাং তস্ত (নারদস্ত) আতোত্তশিরোনিবেশিতাং শ্রজং (কুসুমমালিকাং) বেগবান্ মারুতঃ অধিবাস-স্পৃহয়া ইব অহরং কিল ॥ ৩৪ ॥

কুসুমাম্রসারিভিঃ ভ্রমরৈঃ পরিকীর্ণা মুনোঃ (নারদস্ত) পরি-বাদিনী (বীণা) পবনাবলেপজঃ অজ্জনাবিলং বাস্পং সৃজতী ইব দদৃশে (জ্ঞানরিতি শেষঃ) ॥ ৩৫ ॥

সা অমর-শ্রক্ (দিব্যমালিকা) মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্ আর্গবীং বিভূতিম্ অভিভূয় নৃপতেঃ দয়িতোরুস্তনকোটি-সুস্থিতিং আপ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—কুমার দশরথ—ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শচীর সহিত নন্দনবনে বিহার করেন, একদিন মহারাজ অজও সেইরূপ পুত্রের উপর

রাজ্যভার হস্ত বরিয়া পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের পর নগরের উপকণ্ঠবর্তী মনোরম উজ্জানবাটিকায় ইন্দুমতীকে জইয়া বিহার করিতে গেলেন ॥ ৩২ ॥

তৎকালে স্বর্ঘ্যসমপ্রভ দেবর্ষি নারদও দক্ষিণ-সাগরের বেলাতটবর্তী গোকর্ণনামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ভগবান্ মহাদেবকে বীণার সংযোগে আরাধনা করিবার নিমিত্ত ঐ উজ্জানবাটিকার উপর দিয়া আকাশপথে গমন করিতেছিলেন ॥ ৩৩ ॥

সেই আকাশ-বিহারী দেবর্ষির বীণাযন্ত্রের শীর্ষদেশে স্বর্গীয় কুসুমের এক ছড়া সুরভি মালা স্থাপিত ছিল। বেগবান্ বায়ু যেন তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াই তাহাকে উড়াইয়া লইল ॥ ৩৪ ॥

ভ্রমরপঞ্জিক্ত তখন সেই সমীর-কৃত মালায় কুসুমের অঙ্গুসরণ করিতে করিতে ছুটিল। শুদ্ধর্শনে মনে হইল, বৃষি মহর্ষির বীণা পবনকৃত এই অপমান-দুঃখেই অজ্ঞান-কলুষিত বাস্পবারি বিসর্জন করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

সেই স্বর্গীয় কুসুম-মালিকার মকরন্দ ও সৌরভের প্রাচুর্য্যে উপবনস্থিত তরুলতাদিগের ঋতুকালজাত বিভবও অভিভূত করিল এবং সেই দিব্যমালা বায়ুভরে গিয়া নর-পতির প্রিয়তমা ইন্দুমতীর বিশাল-স্তন্যগ্রভাগে পতিত হইয়া নিবৃতি প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৬ ॥

বিবরণ।—গোকর্ণ।—উত্তর কানাডা প্রদেশে কারোয়ার (Karwar) জেলার এক নাতিবৃহৎ নগর। ইহার বর্তমান নাম “গেণ্ডিয়া” (Gendia)। পশ্চিমীজ-অধিকৃত বর্তমান “গোয়া” হইতে ত্রিশ মাইল দূরে “কারোয়ার” ও “কামতা” (Kumta) জেলার মধ্যস্থলে এই “গোকর্ণ” নগর অবস্থিত এবং এক অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। লঙ্কেখর রাবণ এইস্থানে মহাবালেখর নামক শিব স্থাপন করেন। এই স্থানেই প্রসিদ্ধ শৈব নীলকণ্ঠকে শঙ্করাচার্য্য বিচারে পরাস্ত করেন। কুম্ভাপুরাণানুসারে গোকর্ণ সরস্বতী-সদৃশস্থলে অবস্থিত। (মহা, আদি, অঃ ২১৯; শিব পুঃ, ৩য় খণ্ড অঃ, ১৫; শঙ্কর-দ্বিবিজয় অঃ ১৫; বরাহ পুঃ, অঃ ১৭০; (N. L. D. p. 70) ॥ ৩৩ ॥

কণমাত্র-সখাঃ স্নজাতয়োঃ স্তনয়োস্তামবলোকা বিহঙ্গা ।
 নিমিমীল নরোত্তম-প্রিয়া হৃত-চন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥ ৩৭ ॥
 বপুর্বা করণোজ্জ্বিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপ্যতয়ৎ ।
 নমু তৈল-নিষেক-বিন্দুনা সহ দীপার্চ্ছিকপৈতি মেদিনীম্ ॥ ৩৮ ॥
 উভয়োঃপি পার্শ্ববর্তিনাং তুমুলেনার্জরবেণ বেজিতাঃ ।
 বিহগাঃ কমলাকরালয়াঃ সমদুঃখা ইব তত্র চুক্রুস্তঃ ॥ ৩৯ ॥
 নৃপতেব্যজ্ঞানাদিভিস্তমো হুহুদে সা হু তথৈব সংস্থিতা ।
 প্রতিকারবিধানমায়ুধঃ সত্রি শেবে হি ফলায় কল্পতে ॥ ৪০ ॥

অর্থঃ ।—স্নজাতয়োঃ স্তনয়োঃ কণমাত্র-সখাঃ (সখীম্ব ইব বিতাঃ) তাম্ (অজ্ঞাং) অবলোকা (দ্রষ্টৃণা) বিহঙ্গা নরোত্তম-প্রিয়া ইন্দুমতী ভ্রমরা (রাহণা) হৃত-চন্দ্রা—কৌমুদী ইব নিমিমীল (মুগ্ধা) ॥ ৩৭ ॥
 করণোজ্জ্বিতেন বপুর্বা নিপতন্তী সা (ইন্দুমতী) পতিম্ অপি অপাতয়ৎ । (তথাহি) তৈল-নিষেক-বিন্দুনা সহ দীপার্চ্ছিকপৈতি নমু ॥ ৩৮ ॥
 উভয়োঃ পার্শ্ববর্তিনাং (পরিজনানাং) তুমুলেন আর্জরবেণ বেজিতাঃ কমলাকরালয়াঃ বিহগাঃ অপি তত্র (উপবনে) সমদুঃখাঃ ইব চুক্রুস্তঃ ॥ ৩৯ ॥

নৃপতে: তমঃ (অজ্ঞানং) ব্যজ্ঞনাদিভিঃ হুহুদে । সা (ইন্দুমতী) হু তথা এব সংস্থিতা (মৃতা) । হি (তথাহি) প্রতিকার-বিধানম্ আয়ুধঃ শেবে সতি ফলায় কল্পতে ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থঃ ।—নরোত্তম-প্রিয়া ইন্দুমতী স্বকীয় স্নন্দর স্তনদ্বয়ের উপর পতিত সেই দিব্যালিকা দর্শন করিয়াই নিমেষমধ্যে একেবারে অসাড় ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং শশাঙ্ক রাহগ্রস্ত হইলে চন্দ্রিকা যেমন কোথায় অন্তর্হিত হয়,

তাৎপর্য্য ।—সম্রাট অজের স্বয়ংবর-লক্ষা ইন্দুমতী, রাজনন্দিনী ইন্দুমতী,—“সমরবিজয়লক্ষ্মী”—রূপিনী ইন্দুমতী চিরদিনের মত চক্ৰ মুদ্রিত করিয়াছেন । কালিদাস অজ্ঞাত বর্ণনাশ্রয় কবিসিগের জ্ঞান, ইন্দুমতীর সৌন্দর্য্যের স্রোতস্বৎ বর্ণন করেন নাই ; সৌন্দর্য্য-খ্যাপন করিতে গিয়া স্নন্দরকে অস্বন্দর করিয়া তুলেই নাই । তিনি মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গতঃ ইন্দুমতীর এক আধটি এমন বিশেষণ দিয়াছেন যে, সেগুলি অতর্কিতভাবে পাঠকের হৃদয়ে ইন্দুমতী-স্বপ্নে একটা অল্পপম রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়া দিয়াছে ।—এ অংশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবির নির্দোষদক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

অজ্ঞাত দেখিতে পাই, কোনো কবি, হয় ত, এক চিত্রের বা দেহের বর্ণনাতেই একটা ব্রহ্মপুত্রবৎ দীর্ঘ সর্গ লিখিয়া বলিয়াছেন । পাঠকের ঐর্ষ্যাচ্যুতি ঘটাইবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস করিয়াছেন । কোথায় কতটা বা কতটুকু দরকার, তাহা সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস ছাড়া অনার্য কবিকুলের মধ্যে আর বড় কেহ ভেমন জানিতেন—বলিলে সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয় । এ অংশেও কবির কবি কালিদাসের সমকক্ষ হুলাত ।

বাণীর বরপুত্র কালিদাসের অক্ষয়তুলিকায় বাণীমন্দিরের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি হইয়াছে, কৃত্রাপি সৌন্দর্য্যহানি ঘটে নাই । তাই নৈষবাদি কাব্যকর্তাদের সহিত তাঁহার তুলনা চলে না । এক কথায় তাঁহার তুলনা তিনিই ॥ ৪০ ॥

তজ্জপ কণমধ্যেই যেন কোথায় মিলাইয়া গেলেন, শুধু তাঁহার গতপ্রাণ কলেবর পড়িয়া রহিল ॥ ৩৭ ॥

হৃদয়ে স্বরীয় গতচেতন দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বয়নাথ অজ্ঞত ভূতলে পতিত হইলেন । এরূপ হইবারই কথা । কেন না—প্রজলিত দীপশিখা হইতে নিম্ন-পরিমিত তৈল করিত হইয়া পড়িলে, সেই সঙ্গে অগ্নি শিখারও কিয়দংশ ভূতলে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

রাজ-দম্পতির পার্শ্বচর কিকরগণের ককণ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া, ভ্রাতৃত্যুগরোবরবাসী হংসগারগাদি বিহঙ্গগণও যেন সমান দুঃখ অনুভব করিয়াই শোকাক্তকণ্ঠে কৃজন করিয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥

তার পর, ব্যজ্ঞনাদি নানা প্রকার শুক্রবার নৃপতির মোহ অপনীত হইল বটে, কিন্তু সেই গতপ্রাণা রাজ-মহিষী সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলেন । তাঁহার আর চৈতন্ত্য হইল না । হার, আত্ম বতকণ থাকে, ভতকণই চিকিৎসা দ্বারা যোগাপনয়ন সম্ভব,—সম্ভবা শতচিকিৎসাও কোনরূপ ফলদায়িনী হয় না ॥ ৪০ ॥

প্রতিযোজয়িতব্য-বল্লকী-সমবস্থামথ

সঙ্কল্পিতবাং ।

স নিনায় নিতান্তবৎসলঃ পরিগৃহোচিতমকমলনাম্ ॥ ৪১ ॥

পতিরক্‌নিষগ্নয়া তয়া করণাপায়বিভিন্নবর্ণয়া ।

সমলক্যত বিভ্রদাবিলাং মৃগলৈখামুঘসীব ॥ ৪২ ॥

বিললাপ স বাম্প-গুদগদং সহজমিষ্যপহায় বাবতাম্ ।

অভিতপ্তময়োহপি মাদিৎ উজ্জ্বলৈঃ কৈব কথা শরীরিণী ॥ ৪৩ ॥

কুসুমাত্মপি গাত্রসঙ্গমাৎ প্রভবন্ত্যাম্বুপৌহিত্য যদি ।

ন ভবিষ্যতি হস্ত সাধনং কিমিবাভ্যং প্রহরিত্তো বিধেঃ ॥ ৪৪ ॥

অথবা মূঢ় বস্ত হিংসিতুং মূঢ়নৈবাস্ততে প্রজান্তকঃ ।

হিমসেকবিপত্তিরত্র মে নলিনী পূর্ব-নিদর্শন মতা ॥ ৪৫ ॥

অর্থঃ—অথ লব-কিন্নর (চৈতন্ত-নাশং হেতোঃ) প্রতিযোজয়িতব্য-বল্লকীগমবস্থায় অস্বনাং নিতান্ত-বৎসলঃ সঃ (অজঃ) পরিশুদ্ধ উজ্জ্বল (চির-পরিচিত) অত্র নিনায় ॥ ৪১ ॥

পতিঃ (অজঃ) অকনিষগ্নয়া করণাপায়বিভিন্ন-বর্ণয়া তয়া (প্রিয়তময়া) উষসি আবিলং মৃগলৈখাং বিভ্রৎ চক্ৰমাঃ ইব সমলক্যত ॥ ৪২ ॥

সঃ (অজঃ) সহজাম্ অপি ধীরতাম্ অপহার বাম্প-গুদগদং বিললাপ । অভিতপ্তং অয়ঃ (গোহং অচেতনং) অপি মাদিৎ উজ্জ্বলৈঃ (বিবরে) কা এব কথা ? ॥ ৪৩ ॥

কুসুম্যানি (ক্লান্তিমূহনি) অপি গাত্রসংগমাৎ আয়ঃ অপৌ-হিত্যং প্রভবন্তি যদি, হস্ত । (বিকারে) প্রহরিত্তো বিধেঃ অস্তং কিমিব (বস্ত) সাধনং ন ভবিষ্যতি ? (কুসুম্) অপি সাধনং ভবিষ্যতি এব ॥ ৪৪ ॥

অথবা প্রজান্তকঃ (কালঃ) মূঢ় বস্ত মূঢ়বা (বক্তব্য) এব হিংসিতুং আরভতে । অত্র (অজ্ঞানেন) হিমসেক-বিপত্তিঃ নলিনী মে পূর্বনিদর্শনং (প্রথমে উদাহরণং) মতা । (দ্বিতীয় নিদর্শনং কুসুম-মূঢ়ঃ ইহং ইন্দুমতী) ॥ ৪৫ ॥

বক্তার্থ—হির-ভায় বোণায় পুনরায় তদ্বী যোজনা করিবার নিমিত্ত তাহা যেমন স্বীয় অঙ্গে তুলিয়া লইতে হয়,

তজপ গতপ্রাণা ইন্দুমতীকে ইন্দুমতী-বস্ত্র অজ অতি সত্ত্বপ্ণে ধরিয়া স্বকীয় চিরপরিচিত অঙ্গে স্থাপন করিলেন ॥ ৪১ ॥

নিমলেক্সিয়া ইন্দুমতীর বিবর্ণ অঙ্গলতিকা স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়া বিরল অঙ্গ, উষসি মুহুরি-সুখচন্দ্রাবরী হ্রীনপ্রভ মৃগলাঙ্কনের স্তায় পরিদৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

গত-প্রাণা প্রিয়তমার শব্দে অজ স্থাপন করিয়া, মহারাজ অজ স্বকীয় প্রকৃতিগত বৈধি পরিহারপূর্বক বাম্প বিজড়িত কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন । অতি কঠিন শোণিতময় 'দেহধারী' বাহুস্বের আর কথা কি ? শোকানলে তাহাও তনুভূত হইবারই কথা ॥ ৪৩ ॥

এত কোমল কুসুমও যদি শরীর-সংস্পর্শমাত্রেই প্রাণ-সংহারে লক্ষ্য হয়, তবে এ সংসারে নিদারুণ বিধির লোক-সংহারের পক্ষে সকল পদার্থই অসুস্থ না হইবে কেন ? যে কোনো বস্তুর দ্বারা ই কৃতান্ত জীব অংশ কল্পিতে পারেন ॥ ৪৪ ॥

অথবা অগদম্বক কাল কোমল বস্তুর দ্বারা ই কোমল বস্ত্র ধ্বংস করিয়া প্রাক্টন ; ইহার দৃষ্টান্ত মূঢ়ে অধরণ করিতে হইবে না, শিশিরস্পাত-কমলিনীর দ্বিধাই ইহার চূড়ান্ত নিদর্শন ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—মহারাজ অজ আজ, তাঁহার প্রকৃতিগত বীরতা ত্যাগ করিয়া এখন বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার গর্ভে বিষমরসও যেন বিলাপ করিয়া উঠিল । দুটকার পরিতকম্বর হইতে যখন অঙ্গুলার হয়, তখন যেমন সেই অঙ্গুল্যপাতে পরিতের চতুর্পার্শ্ববর্তী অরণ্য-জনপদ প্রকৃতি-ভঙ্গনাং হয়, তজপ দুটিত কোমলপতি অজ এখন—“সংসারকর্মে তুমি আমার গৃহিণী, মরণ্যার তুমি আমার সৃষ্টিব, রহতে তুমি আমার প্রাণনা সখী, ও

অগ্নিঃ যদি জীবিতাপহা হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হস্তি মাম্ ।
 বিষমপামৃতং কচ্চিদ্ ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৪৬ ॥
 অথবা মম ভাগ্যবিপ্লবাদশনিঃ কল্লিত এষ বেধসা ।
 যদনেন তরুর্ন পাতিতঃ ক্লপিতা তদ্বিটপাশ্রিতা লতা ॥ ৪৭ ॥
 কৃতবত্যসি নাবধীরণামপরাধেহপি যদা চিরং ময়ি ।
 কথমেকপদে নিরাগসং জনমাত্ম্যমিমং ন মন্তাসে ॥ ৪৮ ॥
 ধ্রুবমস্মি শঠঃ শুচিস্মিতে ! বিদিতঃ কৈতব-বৎসলস্তব ।
 পরলোকমসন্নিবৃত্তয়ে যদনাপৃচ্ছ্য গতাসি মামিতঃ ॥ ৪৯ ॥
 দয়িতাং যদি তাবদধগাদ্ বিনিবৃত্তং কিমিদং তয়া বিনা ।
 সহতাং হতজীবিতং মম প্রবলামাত্মকুতেন বেদনাম্ ॥ ৫০ ॥

অর্থঃ।—ইহং শ্রু জীবিতাপহা যদি, (তর্হি) হৃদয়ে (মম বক্ষসি) নিহিতা (সত্যী) মাং কিং ন হস্তি ? (তথাহি) ঈশ্বরেচ্ছয়া কচ্চিৎ বিষম্ অপি অমৃতং ভবেৎ (কচ্চিৎ) অমৃতং বা বিষং (ভবেৎ ।) (দৈবম্ এষ অত্র কারণম্) ॥ ৪৬ ॥

অথবা মম ভাগ্যবিপ্লবাৎ এষঃ (ইহং শ্রু) বেধসা অশনিঃ কল্লিতঃ, (অপরঃ বিলক্ষণঃ বজ্রঃ কল্লিতঃ) । যৎ (যস্মাৎ) অনেন অশনিয়া তরুঃ (তরুস্থানীয়ঃ অহং) ন পাতিতঃ, (কিঙ্) তদ্বিটপাশ্রিতা লতা (ইন্দুমতী) ক্লপিতা ॥ ৪৭ ॥

ময়ি চিরং (বহুশঃ) অপরাধে অপি যদা (যস্মাৎ হেতোঃ) অবধীরণাং ন কৃতবতী অসি, (তস্মাৎ) কথম্ একপদে (ভৎক্ষেণে) নিরাগসম্ ইহং জনম্ আত্ম্যং ন মন্তাসে ? ॥ ৪৮ ॥

অস্মি শুচিস্মিতে ! (অহং) শঠঃ কৈতববৎসলঃ (ইতি অহং) ধ্রুবঃ ভব বিদিতঃ অস্মি । যৎ (যস্মাৎ) মাম্ অনাপৃচ্ছ্য ইত্যঃ পরলোকম্ অসন্নিবৃত্তয়ে গতা অসি ॥ ৪৯ ॥

ইহং মম হতজীবিতং তাবৎ দরিতাম্ (ইন্দুমতী) অধগাৎ যদি (এব) । (তর্হি) তয়া বিনা কিং (কিমর্থং) বিনিবৃত্তম্ ? (অভএব) আত্মকুতেন (যকৃত-দুর্কর্মাণা) প্রবলাং বেদনাং সহতাম্ ॥ ৫০ ॥

বক্তার্থঃ।—এই কুসুমমালিকাই যদি জীবন-নাশে সমর্থ হয়, তবে, কৈ ? এতক্ষণ ইহাকে আমার বক্ষে নিষ্পীড়িত করিয়া রাখিলাম, আমাকে ত বিনাশ করিল না ?

অথবা বিধির ইচ্ছায় কোথাও বিধ অমৃত্তে, কোথাও বা অমৃত্তও বিধে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বজ্রাঘাতে তরু এবং তদাশ্রিতা লতা উভয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে এই মালাকে বিধাতা এক নুতন প্রকার বিচিত্র বজ্ররূপে করুনা করিয়াছেন । কেন না, এই অভিনব অশনির আঘাতে তরুরূপী আমার কিছুই হইল না, অথচ তদাশ্রিতা লতা ইন্দুমতীর প্রাণনাশ ঘটিল ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর শোকাবুল ইন্দুমতীবল্লভ অক্লান্ত জীবিতা প্রিয়তমার দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন,—হৃদয়েষ্মি । আমি শত অপরাধ করিলেও কোন দিন তুমি আমার প্রতি কোন-রূপ অনাদর প্রদর্শন কর নাই । আর, আজ বিনা অপরাধে কেন তুমি আমার সহিত আলাপ আপ্যায়ন করিতেছ না ? ॥ ৪৮ ॥

মন্দ-হাসিনি ! তুমি হয় ত চিরদিনই আমাকে শঠ এবং কপট বলিয়া জানিতে, নতুবা আজ একটা মুখের কথাও না বলিয়া হঠাৎ অন্দের মত ইহংসার ছাড়িয়া গেলে কেন ? ॥ ৪৯ ॥

তোমার চৈতন্তলোপের সঙ্গে সঙ্গেই আমারও চৈতন্ত-লোপ ঘটিয়াছিল । তখনই ত এ দৃষ্ট জীবন তোমার অঙ্গ-গম্য করিয়াছিল, তবে আমার এ ফিরিয়া আসিল কেন ? যেমন তোমাকে ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন তেমনই স্বীয় দুর্কার্যের ফলভোগ করুক, তোমার বিচ্ছেদানলে নিশিদিন পুড়িয়া মরুক ॥ ৫০ ॥

ললিতকলা-বিষয়ে তুমি আমার প্রিয়-শিষ্য, তুমি আমার সর্কস্ব, আজ তোমাকে হারাইয়া আমি সর্ব্ব হারাইলাম,—বলিয়া উজ্জলিত হৃদয়াবেগে কান্নিতে লাগিলেন, তখন আসন্ন হিয়াচল ধরণীও তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া কান্দিয়া উঠিল ।

সুরতশ্রমসংভূতো মুখে প্রিয়তে শ্বেদলবোদগমোহপি তে।
 অথ চাস্তমিতা হুমাঅনা ধিগিমাং দেহভূতামসারতাম্ ॥ ৫১ ॥
 মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া কৃতপূর্বং তব কিং জহাসি মাম্।
 ননু শব্দ-পতিঃ ক্ষিতেরহং ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ ॥ ৫২ ॥
 কুসুমোৎখচিতান্ বলীভূতশ্চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্।
 করভোরু ! করোতি মারুতস্তুতুপাবর্তন-শক্তি মে মনঃ ॥ ৫৩ ॥
 তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে ! প্রতিবোধেন বিবাদমাশু মে।
 জলিতেন গুহাগতং তমস্তুহিনাদ্রেব নক্তমোষধিঃ ॥ ৫৪ ॥
 ইদমুচ্ছসিতালকং মুখং তব বিশ্রান্ত-কথং ত্বনোতি মাম্।
 নিশি সুপ্তমিবৈক-পঙ্কজং বিরতাত্তরযটপদ-স্বনম্ ॥ ৫৫ ॥

অর্থঃ—সুরত-শ্রমসংভূতঃ শ্বেদলবোদগমঃ অপি তে
 মুখে প্রিয়তে (বর্ততে) অথ চ হুমাঅনা (স্বরূপেণ) অন্তঃ
 ইত্য। (অন্তঃ) দেহভূতাম্ ইমাম্ (প্রত্যক্ষাম্) অসারতাং
 যিক্ ॥ ৫১ ॥

ময়া মনসা অপি তব বিপ্রিয়ং ন কৃতপূর্বং, (তর্হি) কিং
 (কথং) মাং জহাসি। ননু অহং ক্ষিতে: শব্দ-পতিঃ (ন তু
 অর্থতঃ), ভাব-নিবন্ধনা মে রতিঃ (তু) ত্বয়ি এব (অস্তি) ॥ ৫২ ॥

অস্মি করভোরু ! কুসুমোৎখচিতান্ বলীভূতঃ ভৃঙ্গরুচঃ
 তব অলকান্ চলয়ন্ (কম্পয়ন্) মারুতঃ মে মনঃ তুতুপাবর্তন-
 শক্তি করোতি ॥ ৫৩ ॥

হে প্রিয়ে। তৎ (তস্যাং) আশু মে বিবাদং, নক্তম্
 ওষধিঃ জলিতেন তুহিনদ্রে: গুহাগতং তমঃ ইব, প্রতি-
 বোধেন অপোহিতুমর্হসি ॥ ৫৪ ॥

ইদম্ উচ্ছসিতালকং বিশ্রান্তকথং তব মুখং নিশি সুপ্তং
 বিরতাত্তর-যটপদ-স্বনম্ (নিঃস্ব-ভৃঙ্গং) একপঙ্কজম্
 (অধিতীয়ং পদম্) ইব মাং ত্বনোতি ॥ ৫৫ ॥

বক্তার্থঃ—সুন্দরি। তোমার অনিন্দ্য-সুন্দর বদন-
 কমলে সন্তোগ-শ্রম-সমুদ্ভূত বর্ষাবিন্দু এখনও বিদ্যমান—আর
 ইহারই মধ্যে তুমি কোথায় লুকাইলে?—হায় রে! এই ত
 কণভকুর মেহের পরিণাম! ইহাকে যিক্ ॥ ৫১ ॥

আমি ত কোন দিন মনে মনেও তোমার কোনরূপ
 অপ্রিয় কার্য্য করি নাই, ওগো আমার রাজ-লক্ষ্মি! তবে
 কেন তুমি আমাকে ভ্যাগ করিলে? তুমি কি জান না যে,
 আমি শুধু নামতঃ পৃথিবীর পতি, কিন্তু আমার যা কিছু
 আকর্ষণ, যত কিছু অমরাগ, সে সমস্তই তোমাতে
 কেন্দ্রীভূত ॥ ৫২ ॥

অতএব প্রিয়তমে। জ্যোতির্ধরী লতিকা যেমন যামিনী-
 অস্মি করভোরু! তোমার কুসুমখচিত, ভ্রমর-
 কক্ষ, ভৃঙ্গ-যুক্ত কুঞ্চিত চূর্ণকুন্তল বায়ুভরে কম্পিত
 হওয়ায় মনে হইতেছে, তুমি বুঝি আবার ফিরিয়া
 আসিলে! ॥ ৫৩ ॥

যোগে দীপ্তি বিকিরণপূর্বক হিমালয়ের গুহাংমাগত
 নিবিড় অন্ধকার বিদূরিত করে, তুমি পি সজ্জন
 অবিলম্বে সংজ্ঞালাভপূর্বক আমার বিবাদ-তিমির
 দূর কর ॥ ৫৪ ॥

হৃদয়রঞ্জিনি। তোমার মুখে একটিও কথা নাই, অথচ
 সেই মুখেরই উপর বিশ্রু চূর্ণকুন্তল ইতস্ততঃ বিচলিত
 হইতেছে। নিশাকালে নিম্নলিখিত এবং ভ্রমরগুঞ্জন-বিরহিত
 সুদৃশ্য শব্দদলের জায় তোমার এ মুখচ্ছবি আমি ত আর
 দেখিতে পারি না ॥ ৫৫ ॥

ভাৎপর্ধ্য—আত্ম একে একে কত ঘটনা স্বপ্নের জায় ইন্দুমতীবল্লভের মনে পড়িল। সেই স্বয়ংবর ও স্বয়ংবরান্তে “ইন্দু-
 মতী-নিবাস” রাজলক্ষ্মীর সহিত যুদ্ধ, সেই রাজলক্ষ্মীর লিখিত “সমরবিজয়-লক্ষ্মীর” শুভ সন্মিলন, সেই জীবনের সুখ, সুখের
 স্বপ্ন, প্রৌঢ়-জীবনের অনন্ত-সাধারণ আশ্রয়, রাজলক্ষ্মিনী ইন্দুমতীর সহিত অ-যাধ্যায় প্রবেশ,—তার পর,—তার পর সেই সুখে,
 দুঃখে, হর্ষে, বিবাদের—সর্বাবস্থায় সর্বকালে একমাত্র অংশভাগিনী ইন্দুমতীর সেই স্বপ্নের স্বয়ং, অপারিষ প্রেম, অলৌকিক

শশিনং পুনরেতি শরবরী দয়িতা। দ্বন্দ্বচরং পতঞ্জিনম্।
 ইতি তৌ বিরহাস্তরক্ষমৌ কথমত্যস্ত-গতা ন মাং দহে: ॥ ৫৬ ॥
 নবপল্লবসংস্তরেহপি তে মৃচ্চ দুয়েত যদঙ্গমর্পিতম্।
 তদিদং বিষহিষ্যতে কথং বদ বামোরু! চিতাধিরোহণম্ ॥ ৫৭ ॥
 ইয়মপ্রতিবোধ-শায়িনীং রশনা ভ্রাং প্রথমা রহঃসখী।
 গতিবিভ্রম-সাদ-নীরবা ন শুচা নানুযুতেব লক্ষ্যতে? ॥ ৫৮ ॥
 কলমন্তভূতাস্থ ভাবিতং কলহংসীষু মদালসং গতম্।
 পৃষতীষু বিলোলমৌক্ষিতং পবনাধূতলতাস্থ বিভ্রমাং: ॥
 ত্রিদিবোৎসুকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং নিহিতাং সত্যমমৌ গুণাস্থয়া।
 বিরহে তব মে গুরুব্যথং হৃদয়ং ন অবলম্বিতুং ক্ষমাং ॥ ৫৯, ৬০ ॥

অঙ্কুর।—শরবরী শশিনং পুনঃ এতি, দ্বন্দ্বচরং পতঞ্জিনং (চক্রবাকং) দয়িতা (চক্রবাকী) (পুনঃ এতি,) ইতি (হেতো:) তৌ (চক্রচক্রবাকৌ) বিরহাস্তর-ক্ষমৌ; অত্যস্ত-গতা (পুনরাবৃত্তিরহতা) (অং তু) কথং ন মাং দহে: ? ॥ ৫৬ ॥

নবপল্লবসংস্তরে অপি অর্পিৎ মৃচ্চ তে যৎ অঙ্গং দুয়েত, অগ্নি বামোরু! ভৎ ইদম্ (অঙ্গং) চিতাধিরোহণং কথং বিষহিষ্যতে—বদ ॥ ৫৭ ॥

ইয়ং প্রথমা রহঃসখী—গতিবিভ্রম-সাদ-নীরবা রশনা অপ্রতিবোধ-শায়িনীং ভ্রাম্ অহু (ভ্রামা সহ) শুচা মৃতা ইব ন লক্ষ্যতে—(ইতি ন, লক্ষ্যতে এব) ॥ ৫৮ ॥

অন্তভূতাস্থ (কোকিলাস্থ) কলং ভাবিতং, কলহংসীষু মদালসং গতং, পৃষতীষু বিলোলম্ মৌক্ষিতং পবনাধূত-লতাস্থ বিভ্রমাং:—(ইতি) অমৌ গুণাং (এষু কোকিলাদি-স্থানেষু) ত্রিদিবোৎসুকয়া অপি ভ্রামা মাম্ অবেষ্য সত্যং নিহিতাং (সন্তঃ অপি) তব বিরহে গুরুব্যথং মে হৃদয়ম্ অবলম্বিতুং ন তু ক্ষমাং (ভবিষ্যক্তি) ॥ ৫৯-৬০ ॥

বজ্রার্থ।—ইন্দুমতি। বিরহিণী বিভাবরী সুধাকরকে এবং চক্রবাকী তাহার প্রিয়তম চক্রবাককে পুনরায় প্রাপ্ত হয় বলিয়াই, চক্র এবং চক্রবাক—স্ব স্ব হৃদয়বল্লভার বিচ্ছেদ কোমরতে সহ করিয়া থাকে, কিন্তু বল ত, তোমার এই

চিরবিচ্ছেদ আমি কি করিয়া সহ করিব? এ বিচ্ছেদ যে আমাকে ভিলে ভিলে দগ্ধ করিবে ॥ ৫৬ ॥

কোমলাদি। তোমার যে সুকুমার অঙ্গলতিকা নধর নব-পল্লবশয্যায় শয়নেও ক্রেশ অহুতব করিত, আজ সেই সুকোমল অঙ্গ কি করিয়া কঠোর শাস্তান-শয্যায় নিদ্রাক্রণ কষ্ট সহ করিবে? ॥ ৫৭ ॥

আশ্রিত-নয়নে। একবার দেখ, তোমার সেই প্রথম নির্জন-সখী আমার সহিত রহস্ত-বিহারের সাক্ষী-রূপিণী এই মেথলা, তদীয় বিলাস-গতির অভাবে কেমন বেন মনোহুঃখে নীরব হইয়া রহিয়াছে। ইহার সে নিক্রম আর নাই। বৃষ্টি এ রসনাও তোমার শোকে অহুমৃতা হইয়াছে! ॥ ৫৮ ॥

করুণাময়ি। তোমার বিরহ আমি সহ করিতে পারিব না—ভাবিয়া তুমি বৃষ্টি স্বর্গধামে যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া, কোকিলার কণ্ঠে তোমার সুমধুর স্বর, কলহংসীকূলে মদমধুর গমন, হরিণী-সমূহে বিলাস-চঞ্চল দৃষ্টি এবং বায়ু-বিকম্পিত লতিকায় তোমার চিরনূতন বিলাস অর্পণ করিয়া গিয়াছ। হয়ত এই সমুদয় দর্শনে আমি তোমার অপার বিচ্ছেদ-শোক কথঞ্চিৎ অপনোদন করিতে পারিব, এই তোমার ধারণা। কিন্তু প্রিয়তমে! তোমার দুঃসহ বিরহ-বেদনায় আমি এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছি যে, ঐ সকল গুণ কোন ক্রমেই আমাকে আর স্থির করিতে পারিতেছে না ॥ ৫৯-৬০ ॥

সহিষ্ণুতা ও অল্পপম পাতিব্রত্যা,—সমস্তই আজ অজের হৃদয়ে ছায়ার তায় ভাসিতে লাগিল। প্রশান্ত-গষ্ঠার, অভঙ্গলম্পাশ বারিধির বক্ষে, যেমন হঠাৎ প্রবল ঝটিকার আবির্ভাবে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তাহার উপর তরঙ্গ, তাহার উপর তরঙ্গ আসিয়া, সেই অনন্ত অধুরাশিকেও সংকোচিত করিয়া তুলে, তরুণ আজ, প্রশান্তহৃদয় মহীপতির অন্তঃকরণে, এই স্মৃতি-জীবনের,

মিথুনঃ পরিকল্পিতঃ স্বয়া সহকারঃ ফলিনী চ নম্বিমৌ ।
 অবিধায় বিবাহসংক্রিয়ামনয়োগম্যত ইত্যসাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥
 কুসুমং কৃতদোহদস্তয়া যদশোকোহয়মুদীরয়িষ্যতি ।
 অলকাভরণং কথং নু তৎ তব নেম্যামি নিবাপমালাতাম্ ॥ ৬২ ॥
 স্মরতেব সশব্দনুপুরং চরণানুগ্রহমন্তুলভম্ ।
 অমুনা কুসুমাক্ষবর্ণিণা তমশোকেন সুগাত্রি ! শোচ্যসে ॥ ৬৩ ॥
 তব নিঃশ্বাসিতানুকারিভির্বকুলৈরঙ্কচিতাং সমং ময়া ।
 অসমাপ্য বিলাস-মেখলাং কিমিদং কিম্নরকণ্ঠি ! সুপ্যতে ॥ ৬৪ ॥
 সমহুঃখ-সুখঃ সখীজনঃ প্রতিপচ্ছানিভোহয়মাত্মজঃ ।
 অহমেকরসস্তথাপি তে ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তি-নিষ্ঠুরঃ ॥ ৬৫ ॥

অর্থঃ—নমু হে প্রিয়ে! সহকারঃ ফলিনী (প্রিয়-
 লভিকা) চ—ইমৌ স্বয়া মিথুনঃ পরিকল্পিতম্ । অনয়োঃ বিবাহ-
 সংক্রিয়াম্ অবিধায় (স্বয়া) গম্যতে ইতি অসাম্প্রতম্ ॥ ৬১ ॥

স্বয়া কৃতদোহদঃ অশোকঃ যৎ কুসুমং উদীরয়িষ্যতি,
 তব অলকাভরণং তৎ (কুসুমং) কথং নু নিবাপমালাত্যাং
 নেম্যামি ॥ ৬২ ॥

অস্মি সুগাত্রি! অন্ততুলভং স-শব্দ-নুপুরং চরণানুগ্রহঃ
 স্মরতা ইব কুসুমাক্ষবর্ণিণা অমুনা (পুরোবর্তিনা অশোকেন
 কং শোচ্যসে ॥ ৬৩ ॥

অস্মি কিম্নরকণ্ঠি! তব নিঃশ্বাসিতানুকারিভিঃ বকুলৈঃ
 (স্বয়া) ময়া সমং অঙ্কচিতাং বিলাস-মেখলাম্ অসমাপ্য ইদং
 কিং সুপ্যতে? ॥ ৬৪ ॥

সখীজনঃ সমহুঃখ-সুখঃ, অয়ম্ আত্মজঃ প্রতিপচ্ছানিভঃ
 অহম্ একরসঃ, তথাপি (জীবিতসামগ্রী-সত্ত্বো অপি)
 তে ব্যবসায়ঃ (অস্বপরিভ্যাগাত্মকঃ) প্রতিপত্তি-নিষ্ঠুরঃ
 (প্রতিপত্তি) ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থঃ—হৃদয়রঞ্জিনি! পুরোবর্তী এই সহকার তরু ও
 প্রিয়লুলভিকা—এতদ্ব্যয়কে তুমি দাম্পত্যবন্ধনে সংবদ্ধ করিবে
 —সংকল্প করিয়াছিলে; দেবি! এক্ষণে ইহাদের পরিণয়-কার্য্য
 সম্পন্ন করিয়া তুমি যে চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতেছ,
 ইহা কি তোমার কর্তব্য হইতেছে? একবার ভাবিয়া দেখ ॥ ৬১ ॥

প্রিয়তমে! একালে ফুল কুটাইবার নিমিত্ত তুমি এই
 পাখিবর্তী অশোকতরুকে পদাঘাতরূপ দোহন করিয়াছিলে,
 অচিরেই সে কত প্রস্থনে সুশোভিত হইবে। কোথায় সেই
 লবল কুসুমে তোমার অলকগুচ্ছ বিভূষিত করিব, আর
 ভৎসনবর্ষণে, আজ কি না সেই ফুলের মালায় তোমার
 অন্ত্যোষ্ঠিক্রিয়া নিম্পন্ন হইবে? ॥ ৬২ ॥

কুশলি! একবার চাহিয়া দেখ,—ঐ অশোকতরু,
 তোমার নুপুর-শিঞ্জন-মুখর চরণতাড়নারূপ অনুগ্রহ অন্তের
 পক্ষে একান্ত তুলভ—মনে করিয়াই যেন তোমার শোকে
 কুসুমরূপ অক্ষবিন্দু বিসর্জন করিতেছে। প্রেমসি! তরুস্বয়ং
 পর্য্যন্ত তোমার শোকে অধীর হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

কিম্নরকণ্ঠি! তোমার নিঃশ্বাস-বায়ুর জায় স্মরতি
 বকুল-ফুলের দ্বারা, এই দেখ, দুই জনে মিলিয়া তোমার যে
 বিলাস-মেখলা গাঁথিতেছিলাম, তার সবে অর্দ্ধেকটা গাঁথা
 হইয়াছে; সেই মেখলা সম্পূর্ণরূপে না সমাপ্ত করিয়া কেন
 এমন অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলে? ॥ ৬৪ ॥

তোমার স্থখে সখী, ব্যথায় ব্যথিতা এই সখীগণ,
 উদয়োদগ্ধ প্রতিপদের চক্রে জায় এই তোমার পুত্র, আর
 অনন্তপরায়ণ এই তোমার স্বামী আমি,—কঠিন-হৃদয়ে!
 তুমি কি করিয়া এই সব ছাড়িয়া চলিলে? কেন এত
 নিষ্ঠুর হইলে? ॥ ৬৫ ॥

ইন্দুমতীর জীবনের কত কথা, কত ঘটনা যুগপৎ উদ্ভিত হইয়া তাঁহাকে একান্ত অধীর, প্রাকৃতজনবৎ উন্মত্ত করিয়া তুলিল।
 তাই আসন্ন বয়সীর অধিতার অধীশ্বর আজ সব ভুলিয়া পাগলের জায়, বালকের জায় রোদন করিতে লাগিলেন।
 শোকে, দুঃখে, স্নেহে, মিলনে, সন্তোষে, বিরহে, যখনই মানবহৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন তাহার ধীরতা বিলুপ্ত হয়,
 তাহার কৃত্রিম আবরণ সূচিয়া প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়,—আত্মবিশৃঙ্খলি ঘটে। অজ-হৃদয়েরও আজ সেই অবস্থা ॥ ৪৩-৬৭ ॥

ধৃতিরন্তমিতা রতিচ্যুতা বিরতং গেয়মৃতুনিরুৎসবঃ ।
 গতমাভরণ-প্রয়োজনং পরিশৃঙ্খং শয়নীয়মদ্র মে ॥ ৬৬ ॥
 গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়-শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ ।
 করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা হাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥ ৬৭ ॥
 মদিরাঙ্কি ! মদাননাপিতং মধু পীত্বা রসবৎ কথং হু মে ।
 অনুপাস্তসি বাষ্প-দূষিতং পরলোকোপনতং জলাঞ্জলিম্ ॥ ৬৮ ॥
 বিভবেহপি সতি ভয়া বিনা সুখমেতাবদজস্ত গণ্যতাম্ ।
 অহৃতস্ত বিলোভনান্তরৈশ্চ ম সর্কে বিষয়াস্তদাশ্রয়াঃ ॥ ৬৯ ॥
 বিলপ্নমিতি কোসলাধিপঃ করুণার্থগ্রথিতং প্রিয়াং প্রতি ।
 অকরোং পৃথিবীরূহানপি স্রুত-শাখারস-বাষ্প-দূষিতান্ ॥ ৭০ ॥

অজয় ।—অতঃ য়ে ধৃতিঃ অন্তম্ ইভা, রতিঃ চ্যুতা, গেয়ঃ বিরতম্, ঋতুঃ নিরুৎসবঃ, আভরণ-প্রয়োজনং গতং, শয়নীয়ঃ পরিশৃঙ্খম্ । (হাং বিনা সর্কম্ অপি অধুনা নিফলম্) ॥ ৬৬ ॥

(অমেব মে) গৃহিণী, সচিবঃ, মিথঃ সখী, ললিতে কলা-বিধৌ প্রিয়শিষ্যা (আশীঃ) ; (এবংবিধাং) হাং হরতা করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা যে কিং ন হৃতম্ ?—বদ । (সর্কম্ অপি হৃতম্) ॥ ৬৭ ॥

অয়ি মদিরাঙ্কি ! মদাননাপিতং রসবৎ মধু (মদ্রং) পীত্বা বাষ্পদূষিতং পরলোকোপনতং যে জলাঞ্জলি কথং হু অহু (অনন্তরং) পাস্তসি ॥ ৬৮ ॥

বিভবে সতি অপি ভয়া বিনা অজস্ত এতাবৎ এব সুখং গণ্যতাম্, (কৃতঃ ?) বিলোভনান্তরৈঃ অহৃতস্ত (অনাকৃষ্টস্ত) মম সর্কে বিষয়াঃ ভয়াশ্রয়াঃ (স্বদখীনাঃ) ॥ ৬৯ ॥

কোসলাধিপঃ (অজঃ) প্রিয়াং প্রতি (উদ্ভিতা) ইতি করুণার্থগ্রথিতং (যথা তথা) বিলপন্ পৃথিবীরূহান্ অপি স্রুত-শাখা-রস-বাষ্প দূষিতান্ অকরোং ॥ ৭০ ॥

বজ্রার্থ ।—ইন্দুমতি ! আজ আমি সর্কস্বহীন হইলাম । আজ আমার চিরদিনের মত ধৈর্যের বাধ ভাঙিল, আমোদ-আহ্লাদ অমুখ্য বিলুপ্ত হইল, জীবনের সজীত ফুরাইল, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর ভোগ-সুখ লুকাইল, সাজ-সজ্জার প্রয়োজন শেষ হইল ;—আর,—আজ আমার বড় সুখের, বড় সাধের শয্যা—অজয়ের মত শূন্য হইল ! ॥ ৬৬ ॥

লক্ষ্মি ! তুমি আমার কি না ছিলে ? তুমি আমার সংসারকর্মে গৃহিণী, মন্ত্রণায় সচিব, রহস্তালাপে প্রিয়সখী এবং নৃত্যগীতাদি ললিত কলাবিদ্যায় তুমি আমার প্রিয়-শিষ্যা ছিলে, অথবা এক কথায় তুমি আমার সর্কস্ব । ইন্দুমতি ! অকরুণ কাল তোমাকে হরণ করিয়া,—বল, আমার কি—না হরণ করিল ? ॥ ৬৭ ॥

ইন্দুমতি ! তোমার উন্মাদ-জনিকা নয়নের কান্দি আমি যে জীবনেও ভুলিতে পারিব না । এত দিন আমার বদনোচ্ছ্বিষ্ট ও পীতাবশিষ্ট মধু পান করিয়া আজ কি প্রকারে, পরলোকে মদীর নয়নজল-দূষিত জলাঞ্জলি পান করিবে ? ॥ ৬৮ ॥

প্রিয়ভমে ! ইহা স্থির জানিও যে, যত সুখ যত সম্পদই থাকুক না কেন, এক তোমার অভাবে, আজ হইতে অজের সব শেষ হইল ! সংসারে এমন কিছুই আর রহিল না, বন্দার অজের হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারে ! কেন না, অজের সমস্ত সুখ-সম্পদই যে তোমার সত্তায় বিজড়িত ছিল, তাহা ত তুমিও জানিতে ! ॥ ৬৯ ॥

এই প্রকারে তার-কণ্ঠে ও বাষ্পদিশ্ব-নয়নে প্রিয়ভমার উদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে, কোসলরাজ অজ যেন সেই উত্তান-বাটিকার বৃক্ষবনরী পর্য্যন্তকেও বিচলিত করিয়া তুলিলেন । তাহারায় সমীরকম্পিত শাখা হইতে বিন্দু বিন্দু মকরন্দ বর্ষণ হওয়ায় যেন হইল, তাহারায় যেন কান্দিয়া পৃথিবী ভাসাইতেছে ॥ ৭০ ॥

ভাষণার্থ ।—কোসলেশ্বর অজের বিলাপে অচেতন ভরলতা পর্য্যন্তও যেন কান্দিয়া উঠিল । একবার দেখিয়াছি,—বিরহী যক্ষের অসহ বিরহ-বেদনার যেন চেতন-অচেতন—সমস্ত জগৎ কান্দিয়াছিল । আবার এই দেখিলাম । এমন

অথ তস্মা কথঞ্চিদঙ্কতঃ স্বজনস্তামপনীয় সুন্দরীম্ ।
 বিসসজ্জ তদন্ত্যমণ্ডনামনলায়াগুরুচন্দনৈধসে ॥ ৭১ ॥
 প্রমদামমু সংস্থিতঃ শুচা নৃপতিঃ সন্নিতি বাচ্য-দর্শনাৎ
 ন চকার শরীরমগ্নিসাৎ সহ দেব্যা ন তু জীবিতাশয়া ॥ ৭২ ॥
 অথ তেন দশাহতঃ পরে গুণশেষামুপদিষ্টা ভামিনীম্
 বিহুবা বিধয়ো মহর্কয়ঃ পুর এবোপবনে সমাপিতাঃ ॥ ৭৩ ॥
 স বিবেশ পুরীং তয়া বিনা ক্ষণদাপায়-শশাঙ্ক-দর্শনঃ
 পরিবাহমিবাবলোকয়ন্ স্বশুচঃ পৌরবধু-মুখাশ্রয় ॥ ৭৪ ॥

অঙ্কয়।—অথ স্বজনঃ তস্মা (অতস্মা) অঙ্কঃ কথঞ্চিদং প্রাণহারিণী দেবযির স্বর্গায় মালাই রাজ-মহাবীর অন্তিম
 অপনীয় তদন্ত্য-মণ্ডনাং তাং সুন্দরীম্ অগুরুচন্দনৈধসে আভরণ হইল ॥ ৭১ ॥
 অনলায় বিসসজ্জ ॥ ৭১ ॥

নৃপতিঃ (অতঃ) সন্ (অপি) (বিদ্যানু অপি) শুচা প্রমদাম্
 অমু (প্রমদয়া সহ) সংস্থিতঃ (মৃতঃ) ইতি বাচ্যদর্শনাৎ
 (স) দেব্যা সহ শরীরম্ অগ্নিসাৎ ন চকার, জীবিতাশয়া তু ॥ ৭২ ॥
 অথ বিহুবা (শাস্ত্রজ্ঞেন) তেন (অজ্ঞেন) গুণশেষাৎ
 ভামিনীম্ (ইন্দুমতীম্) উপদিষ্টা (উদ্ভিষ্টা) দশাহতঃ (দশভ্যঃ
 দিনেভ্যঃ) পরে (কর্তব্যঃ) মহর্কয়ঃ বিধয়ঃ (শ্রাদ্ধক্রিয়াঃ)
 পুরঃ উপবনে এব সমাপিতাঃ ॥ ৭৩ ॥

তয়া (ইন্দুমত্যা) বিনা ক্ষণদাপায়-শশাঙ্কদর্শনঃ সঃ
 (অজঃ) পৌরবধুমুখাশ্রয় স্বশুচঃ পরিবাহম্ ইব অবলোকয়ন্
 পুরীং বিবেশ ॥ ৭৪ ॥

অজঃ।—অনন্তর আত্মীয়-স্বজনে, শোকাবল অজের
 অঙ্ক হইতে অতিকষ্টে সর্বাঙ্গ-সুন্দরী ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়া
 অঙ্ক-চন্দনাদি-প্রদীপ্ত অনল-শয্যা বিসর্জন করিল। সেই

প্রাণহারিণী দেবযির স্বর্গায় মালাই রাজ-মহাবীর অন্তিম
 সহগমন করিলেন—এই অপবাদ-শঙ্কায় ইন্দুমতী-বল্লভ প্রিয়-
 ভ্রাতার সহিত স্বদেহ ভস্মীভূত করিলেন না। নতুবা,
 জীবন-ধারণে তাঁহার আর বিদ্যুতও স্পৃহা
 ছিল না ॥ ৭২ ॥
 অনন্তর দশ দিনে অশোচাস্ত হইলে মহারাজ অজ,
 সেই উত্তান-বাটিকাতেই অনন্ত-গুণ-স্বরগীয়া—ইন্দুমতীর
 অজক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন ॥ ৭৩ ॥
 তার পর তাদৃশী প্রিয়ভ্রাতার বিচ্ছেদে পাণ্ডুরাক্তি রাজা
 একাকী—যখন রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন, তখন
 তাঁহাকে দেখিয়া—প্রভাতকালীন প্রভাহীন পাণ্ডুবর্ণ
 শশাঙ্কের ম্লান মূর্ত্তি চক্ষে ভাসিতে লাগিল। নরনাথ
 দেখিলেন—পুরবধুদিগের বদনে যেন তাঁহারই শোকের
 প্রবাহ অশ্রুরূপে বহিয়া যাইতেছে ॥ ৭৪ ॥

করিয়া স্বাবর-জঙ্গমের সমভাবে আকুলতা অজ্ঞাত পাই না। কালিদাস, পৃথিবীর মধ্যে যে বিপদ সর্কাপেক্ষা ভয়ঙ্করী,
 বাহার স্বরণেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, সেই অপ্রত্যাশিত বিপদে অজকে পান্ধিত করিয়া, জগতে দুঃসহ বেদনার একটা
 ধরস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া দিলেন।

ক্রন্দন বা বিলাপ প্রভৃতি, সংসারের প্রত্যেককেই, নানা কারণে, কখনো-না-কখনো করিতে হয়ই। কিন্তু সেই ক্রন্দন
 বিলাপের মধ্যে যেটি সর্কাপেক্ষা নিদারুণ অরুণ্ডদ, সর্কাপেক্ষা হৃদয়দ্রাবী, কালিদাস তাহারই বর্ণন করিলেন। সকল বিষয়েই
 যেটি সর্কাপেক্ষা সর্কাপেক্ষ, সেইটিই কালিদাসের বর্ণনীয় ছিল। সুখের মধ্যে যেটি সর্কাপেক্ষা হৃদয়-বিমোহন, দুঃখের মধ্যে
 যেটি সর্কাপেক্ষা যাতনাদায়ক, সেই দুই-ই তাঁহার সমান বর্ণনার বিষয়। তিনি দুঃখ বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু সৌন্দর্য্যহীন দুঃখ
 কল্পনাও করিতেছেন না। যে দুঃখে চমৎকারিতা নাই, যে রোদনে পৃথিবী রোদন করিবে না, যে বিলাপে পাষণ গলিবে না,—
 সে দিকে তাঁহার কল্পনার কটাক্ষপাত হইত না ॥ ৭০ ॥

মহারাজ অজ যৌবনের প্রারম্ভে, বিদর্ভরাজের উত্তান-বাটিকায় যে অনর্থক রক্ত লাভ করিয়াছেন, আজ অযোধ্যার উত্তান-
 বাটিকায় সেই রক্তের বিসর্জন দিলেন। তিনি বাশ্পাশ্রিত কণ্ঠে ও শূন্য-হৃদয়ে রাজলক্ষ্মী-শূন্য বিবাদ-কালিমাযুক্ত অঙ্কঃ-
 পুরে প্রবেশ করিলেন। ইন্দুমতী-বিহীন হইয়া রাজপুরীতে এই তাঁহার প্রথম প্রবেশ। উৎসবদায়িনী রাজনীর অবসানে,

অথ তং সর্বনায় দীক্ষিতঃ প্রণিধানাদ্ গুরুশ্রমস্থিতঃ ।
 অভিবন্ধ-জড়ং বিজজ্জিবানিতি শিষ্যেণ কিলান্ববোধয়ৎ ॥ ৭৫ ॥
 অসমাপ্তবিধিৰ্যতো মুনিস্তব বিদ্বানপি তাপকারণম্ ।
 ন ভবন্তমুপস্থিতঃ স্বয়ং প্রকৃতৌ স্থাপয়িতুং পথশ্চ তম্ ॥ ৭৬ ॥
 ময়ি তস্য সুবৃত্ত ! বর্ততে লঘু-সন্দেশ-পদা সরস্বতী ।
 শৃণু বিশ্বতসত্ব-সার ! তাং হৃদি চৈনামুপধাতুমর্হসি ॥ ৭৭ ॥

অন্বয় ।—অথ সর্বনায় দীক্ষিতঃ আশ্রমস্থিতঃ গুরুঃ না পারিয়া একজন শিষ্যের মুখে নিম্নলিখিত প্রবোধবাক্যগুলি বলিয়া পাঠাইলেন ॥ ৭৫ ॥

ইতি (বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ) শিষ্যেণ অর্থবোধয়ৎ কিল ॥ ৭৫ ॥ সেই মহর্ষিশিষ্য নিজেও একজন ঋষি। তিনি রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“রাজন্! মহর্ষি এখন যজ্ঞ-দীক্ষিত, যজ্ঞ-সমাপনের এখনও বিলম্ব আছে। তাই আপনার এই ঘোর দুর্কিপাকের কারণ জানিয়াও আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিতে স্বয়ং আসিয়া উঠিতে পারিলেন না ॥ ৭৬ ॥

হে সুবৃত্ত ! লঘু-সন্দেশ-পদা তস্য (মুনেঃ) সরস্বতী (বাক্) ময়ি বর্ততে। হে বিশ্বত-সত্ব সার! তাং (সরস্বতীং) শৃণু, এনাং হৃদি উপধাতুং চ অর্হসি ॥ ৭৭ ॥

বক্তার্থ ।—কুলগুরু বশিষ্ঠ স্বীয় আশ্রমে একটি যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন এবং ধ্যানবলে শোকাকুল অজের এই বিমূঢ় অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই নিজে আসিতে পারিয়াছিলেন। তাই নিজে আসিতে পারিলেন না ॥ ৭৫ ॥

রজনী-পতি সুধাকরের যেমন সমস্ত জ্যোতিঃ তিরোহিত হয়, কেবল তাঁহার নিশ্চত দেহে শশচিহ্ন-মন্দির একটা পাণ্ডুরা থাকিয়া যায়, তদ্রূপ আজ ইন্দুমতী-বল্লভের দেহেরও সমস্ত ভেজঃ, সমস্ত লাবণ্য যেন তিরোহিত হইল, কেবল গুরু শোক-ক্লান্ত কালিমার একটা গাঢ় আবরণ যেন ভদ্রীয় কলেবরে পড়িয়া রহিল। যত কিছু বিলাপ, জ্ঞান, আর্তনাদ—সে সমস্তই অজ উজান-বাটিকায় ইন্দুমতীর শব্দেহ অঙ্কে লইয়া করিয়াছেন। আয়েয়গিরির অগ্ন্যাদম হইয়া গিয়াছে, সে আগুনে—সে অনল-প্রবাহে দশদিক্ স্থাবর-জঙ্গম পুড়িয়া গিয়াছে। এখন অজ অতঃপরে ফিরিলেন। অগ্নিগর্ভ শমীভকর জায় এখন নিজেই পুড়িতে লাগিলেন। বহিরাকারে—যতটা সম্ভব প্রকাশ হইল, কিন্তু কথাবার্তায়, ব্যবহারে তিনি আর ধরা দিলেন না। প্রণয়ীর কর্তব্য শেষ করিয়া রাজার কর্তব্যে আবার শূন্য হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইলেন। কালিদাসের এ তালোখ্য যত দেখি, ততই আরও দেখিতে সাধ যায় ॥ ৭৪ ॥

ভাঃপর্য্য ।—উজান বাটিকায় ইন্দুমতীকে চিরদিনের মত বিসর্জন দিয়া, এবং পাষণ্ড-ভ্রাবী বিলাপে স্থাবর-জঙ্গম-জগৎকে কান্দাইয়া অজ প্রাসাদে ফিরিয়াছেন। প্রবল বটিকার পর প্রকৃতি যেন বাহতঃ বতকটা শান্তভাবে ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু অভ্যস্তর তাঁর এখনও বহু-না আদোষিত হইতেছে।—দুর্কল, পাণ্ডুরণ অজের বহিরাকারে ভদ্রীয় হৃদয়ের যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ অল্পমিত হইলেও, নৃপতির কঠোর ও বেদনাপূর্ণ কর্তব্যের অগ্ররোধে অজকে বতকটা শান্ত ভাব অন্ততঃ দেখাইতে হইতেছে। তাই কবি “কণদাপায়-শশাঙ্গদর্শন” এই একটি বিশেষণে ভাগ্যহীন নৃপতির কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। প্রাসাদ-প্রবেশের পর, অজ-হৃদয়ের শোচনীয় অবস্থা সাধারণ-নয়নে ভতটা প্রতিফলিত না হইলেও, দূরে, অপোহনে যজ্ঞদীক্ষিত সর্কজ গুরু বশিষ্ঠের জান-বন্ধে তাহা সম্যক্ প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তাই তিনি নিজে আসিতে না পারিয়া শিষ্যমুখে বতকগুলি প্রবোধ-বাক্য অঙ্কে বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

কালিদাসের সৃষ্ট পাত্র-সমূহে দেখিতে পাই, কোথাও কোন কারণে,—শোক, মোহ, হর্ষ, বিবাদ—কিছুতেই কেহ কর্তব্যের প্রতি উদাসীন নহেন। রাজবাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজা রাজার কর্তব্যে মনোনিবেশ করিলেন। যথাসময়ে

পুরুষস্ত পদেষজ্জন্মঃ সমতীতঞ্চ ভবচ্চ ভাবি চ
 স হি নিশ্চতিঘেন চক্ষুষা ত্রিতয়ং জ্ঞানময়েন পশ্চতি ॥ ৭৮ ॥
 চরতঃ কিল দুশ্চরং তপস্তুণবিন্দোঃ পরিশক্তিঃ পুরা ।
 প্রজিঘায় সমাধিভেদিনীং হরিরস্মৈ হরিণীং সুরাজনাম্ ॥ ৭৯ ॥
 স তপঃপ্রতিবন্ধমহুনা প্রমুখাবিকৃতচারুনিভ্রমাম্ ।
 অশপদ্বব মানুযীতি তাং শমবেলা-প্রলয়োর্শিণা ভুবি ॥ ৮০ ॥
 ভগবন! পরবানয়ং জনঃ প্রতিকূলাচরিতং ক্ষমস্ব মে ।
 ইতি চোপনতাং ক্ষিতিস্পৃশং কৃতবান! সুরপুঙ্গ-দর্শনাং ॥ ৮১ ॥

অঙ্কন ।—অঙ্কনঃ পুরুষস্ত পদেষু (ত্রিভুবনেষু অপি) সমতীতং চ ভবৎ চ ভাবি চ (ভুতং বর্তমানং ভবিষ্যৎ চ ইতি) ত্রিতয়ং সঃ (মুনিঃ) নিশ্চতিঘেন জ্ঞানময়েন চক্ষুষা পশ্চতি হি ॥ ৭৮ ॥

পুরা কিল দুশ্চরং তপঃ চরতঃ তৃণবিন্দোঃ (তৃণ-বিন্দুনামকাং ঋষেঃ) পরিশক্তিঃ হরিঃ (ইন্দ্রঃ) সমাধি-ভেদিনীং হরিণীং (নাম) সুরাজনাম্ অস্মৈ (তৃণবিন্দবে) প্রজিঘায় ॥ ৭৯ ॥

সঃ (মুনিঃ) শমবেলা-প্রলয়োর্শিণা তপঃপ্রতিবন্ধমহুনা (হেতুনা) প্রমুখাবিকৃতচারুনিভ্রমাং তাং (হরিণীং) ভুবি মানুযী ভব—ইতি অশপৎ ॥ ৮০ ॥

হে ভগবন! অয়ং জনঃ (অয়মিতি আত্ম-নির্দেশঃ) পরবান, মে প্রতিকূলাচরিতং ক্ষমস্ব—ইতি (অনেন প্রকারেণ) উপনতাং চ হরিণীং (সঃ ঋষিঃ) অ-সুর-পুঙ্গ-দর্শনাং ক্ষিতিস্পৃশং কৃতবান ॥ ৮১ ॥

বঙ্গার্থ ।—ত্রিবিক্রমরূপী সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান, বিষ্ণুর পদত্রেয়ে অর্থাৎ ত্রিজগতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সমস্ত বিষয়ই আপনার গুরুদেব অশ্রুতিহত জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পান ॥ ৭৮ ॥

রাজন! তিনি বলিলেন—পুরাকালে তৃণবিন্দু নামে এক জন ঋষি অতি কঠোর তপস্তা করিতেছিলেন, তাঁহার দুশ্চর তপস্তা দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র স্বপদ-নাশ-শব্দায় আশঙ্কিত হইয়া, হরিণী নামী এক ক্রীমতী সুর-কামিনীকে, তৃণবিন্দুর তপস্তা তজ্জের নিমিত্ত প্রেরণ করেন ॥ ৭৯ ॥

সেই সুরাজনা হরিণী গিয়া তৃণবিন্দুর পুরোভাগে নান-রূপ হাব-ভাব-বিভ্রমাদি দ্বারা ভূপোষির উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তদর্শনে ভূপোরস্ত ঋষির শাস্তিময় হৃদয়-সমুদ্রে ক্রোধরূপ প্রবল প্রলয়কালব্যং ভরজ উদ্ভিত হইল,—এবং “তুই যথেষ্ট অধঃপতিত হইয়া কোনো মানুষের পত্নীরূপে বিচরণ কর,—গিয়া”—বলিয়া ঋষি তাহাকে অভিশাপ দিলেন ॥ ৮০ ॥

তখন সেই অভিশপ্তা ললনা ঋষির পদভুলে পড়িয়া সজল-নয়নে ও কান্তর বচনে কহিল—“ভগবন, এ দাসী পরের অধীন, পরের আদেশেই এই কার্য্য করিয়াছে, ইহার অপরাধ মার্জনা করুন”—তচ্ছবণে দয়ালু তৃণবিন্দুও তৎক্ষণাৎ কহিলেন—“যত দিন স্বর্গীয় কুম্ভম তোমার নয়নপথে না পড়িবে, তত দিন তোমাকে পৃথিবীতে থাকিতে হইবে। দিব্য-কুম্ভম-দর্শনের পর তুমি মুক্তিলাভ করিবে” ॥ ৮১ ॥

বশিষ্ঠ গুরুর কর্তব্য করিলেন; কিন্তু গুরুর কর্তব্য করিতে যাইয়া তিনি ঋষির কর্তব্য বিন্ধিত হইলেন না। বজ্রভঙ্গ করিয়া নিজেই গৃহী গুরুর শ্রায় তাড়াভাড়ি রাজবাড়ীতে ছুটিয়া আগিলেন না।

ইন্দুমতীর বিরোগমাঝেই বশিষ্ঠ উপদেশ প্রেরণ করেন নাই। কেন না, আহতহৃদয় অজের বিলাপাদির দ্বারা কথঞ্চিৎ শোকাপনোদন না হইলে সে হৃদয়ে উপদেশ স্থান পাইবে না বর্ষার প্রাচনে ভড়াগাধি যখন কাণায় কাণায় ভরিয়া যায়, তখন তাহার পাড় কাটিয়া কতকটা জল বাহির করিয়া না দিলে, তাহা রক্ষা করা যায় না। তাই বশিষ্ঠ বিলাপাদি দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে স্নহ অজের নিকটে, রাজবাড়ীতে উপদেশ পাঠাইলেন; বাগান-বাড়ীতে পাঠান নাই ॥ ৭৫-৭৭ ॥

ক্রম-কৈশিক-বংশসম্ভবা তব ভূষা মহিষী চিরায় সা ।
 উপলব্ধবতী দিবচ্চ্যুত বিবশা শা : নিবৃত্তি-কারণম্ ॥ ৮২ ॥
 তদলং তদপায়-চিন্তয়া বিপদে ত্তিমতামুপস্থিতা ।
 বসুধেয়মবেক্ষ্যতাং ভয়া বসুমত্যা হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ ॥ ৮৩ ॥
 উদয়ে মদবাচ্যমুজ্জ্বলতা শ্রুতমাবিকৃতমাত্মবদয়া ।
 মনসস্তদুপস্থিতে জ্বরে পুনরক্লীবতয়া প্রকাশ্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥
 রুদতা কুত এব সা পুনর্ভবতা নানুমতাপি লভ্যতে ।
 পরলোকজুযাং স্বকর্ম্মভির্গতয়ো ভিন্ন-পথা হি দেহিনাম্ ॥ ৮৫ ॥
 অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনীমমুগ্ধীষ নিবাপ-দত্তিভিঃ ।
 স্বজনাশ্র কিলাতিসমুতং দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে ॥ ৮৬ ॥

অর্থঃ—ক্রম-কৈশিক-বংশ-সম্ভবা সা (হরিণী) তব
 মহিষী ভূষা চিরায় দিবঃ চ্যুতঃ শাপ-নিবৃত্তি-কারণম্
 (সুসম্পূর্ণরূপম্) উপলব্ধবতী বিবশা (অভ্যুৎ) (মৃতা) ॥ ৮২ ॥

তৎ (তদাং) তদপায়-চিন্তয়া অলম্ । (যতঃ) উৎ-
 পত্তিমতাং বিপদে উপস্থিতা । (জাতস্ত হি ঐবো মৃত্যুঃ) ।
 ভয়া ইয়ং বসুধা অব্যেক্যতাম্ । হি (যতঃ) নৃপাঃ বসুমত্যা
 কলত্রিণঃ (ভবন্তি) ॥ ৮৩ ॥

উদয়ে (সতি) মদবাচ্যম্ উজ্জ্বলতা ভয়া (যৎ) আত্মবৎ
 শ্রুতম্ (জ্ঞানম্) আবিষ্কৃতং, শুৎ (শ্রুতং) মনসঃ
 জ্বরে উপস্থিতে অক্লীবতয়া (দৃঢ়তয়া) পুনঃ প্রকাশ-
 তাম্ ॥ ৮৪ ॥

রুদতা ভবতা সা কুতঃ এব লভ্যতে । অমুমতাপি
 (ভবতা) পুনঃ ন (লভ্যতে) । পরলোকজুযাং দেহিনাং গত্যঃ
 (গম্যস্থানানি) স্বকর্ম্মভিঃ (স্বকৃতপুণ্যপাপৈঃ) ভিন্ন-পথাঃ
 হি (ভবন্তি) ॥ ৮৫ ॥

(অতএব) অপশোকমনাঃ (সন্) কুটুম্বিনীং নিবাপ-
 দত্তিভিঃ অমুগ্ধীষ । (অন্তথা) অতি-সমুতং স্বজনাশ্র
 (কর্তৃ) প্রেতং দহতি—ইতি প্রচক্ষতে (মদাদয়ঃ)
 কিল ॥ ৮৬ ॥

বক্তার্য—নরনাথ । সেই অভিশপ্তা হরিণী
 ক্রম-কৈশিক-বংশে ইন্দুমতীরূপে জন্ম-গ্রহণ-পূর্বক আপনার
 মহিষী হইয়াছিলেন । একদিন পরে, তাঁহার শাপ-বিবোধনের

হেতুভূত বর্গচ্যুত কুমুম দর্শনে হস্তজ্ঞান হইয়া তিনি চির-
 দিনের মত অস্তর্হিত হইলেন ॥ ৮২ ॥

অতএব, রাজন্ । সেই দিব্যকামিনীর মরণচিত্তার আর
 কোনই লাভ নাই । জন্ম হইলেই মৃত্যু নিশ্চিত ; এ হলে
 তাহার ব্যতিচার হইবে কেন ? আপনি এখন, এই রম-
 প্রসবিনী বসুধাকে পালন করিয়া চিন্তাবৈকল্য বিদূষিত
 করুন, কেন না, প্রকৃতপ্রভাবে ধরণীই ধরণী-পতিদ্বিগের
 পত্নীস্থানীয় ॥ ৮৩ ॥

মহারাজ । আপনি যে কত বড় জ্ঞানবান্ ও দৃঢ়হৃদয়
 পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাহা আপনার অভ্যুদয়কালের গর্ভাদি-শূন্যতাতেই
 প্রকাশ পাইয়াছে । আজ এই মানসিক-গতাপকালে আপনার
 সেই জ্ঞান-গরিষ্ঠ হৃদয়ের দৃঢ়তা আর একবার প্রকাশ করুন,
 ধীর হউন ॥ ৮৪ ॥

রাজেন্দ্র । সহস্র ক্রন্দনেও আপনি তাঁহাকে আর
 ফিরাইয়া পাইবেন না । অহুমরণেও ইন্দুমতী লাভ আর
 ঘটিবে না । আপনি শু জ্ঞানেন,—পরলোকগত ব্যক্তিগণের
 গন্তব্য-স্থানের পথ, স্ব স্ব কর্ম্মফলস্বারে পৃথক পৃথক হইয়া
 থাকে ॥ ৮৫ ॥

নরনাথ । বুধা শোক পরিহার-পূর্বক, এক্ষণে পিতৃবি-
 দানের দ্বারা আপনার অণুরিনীকে অমুগ্ধীভূত করুন । পুণ্ডিত-
 গণ বলেন,—আত্মীয়-বন্ধনের অবিচ্ছিন্ন শোক-গতগুণ নর-
 জল মূত আত্মাকে দগ্ধীভূত করিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বৃধৈঃ
 ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে স্বসন্ যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ ॥ ৮৭ ॥
 অবগচ্ছতি মূঢ়চেতনঃ প্রিয়-নাশং হৃদি শল্যমপি তম্ ।
 স্থিরধীশ্চ তদেব মন্যতে কুশলদারতয়া সমুদ্ভূতম্ ॥ ৮৮ ॥
 স্বশরীরশরীরিণাবপি ঋত-সংযোগ-বিপর্যায়ৌ যদা ।
 বিরহঃ কিমিবানুতাপয়েদদ বাহৈবিষয়েবিপশ্চিতম্ ॥ ৮৯ ॥
 ন পৃথগ্জনবচ্ছুটো বশং বশিনামুত্তম ! গন্তুমহঁসি ।
 ক্রমসান্নমতাং কিমন্তরং যদি বায়ৌ দ্বিতয়েহপি তে চলাঃ ॥ ৯০ ॥
 স তথ্যেতি বিনেতুরদারমতেঃ প্রতিগৃহ্য বচো বিসসর্জ্য মুনিম্ ।
 তদলরূপদং হৃদি শোকঘনে প্রতিযাতমিবাস্তিকমস্ত গুরোঃ ॥ ৯১ ॥

অর্থঃ—শরীরিণাং মরণং প্রকৃতিঃ, জীবিতং বিকৃতিঃ, (ইতি) বৃধৈঃ উচ্যতে । (এবং হিতে) জন্তুঃ ক্ষণমপি স্বসন্ অবতিষ্ঠতে যদি, (তহি) অগৌ (ক্ষণজীবী জন্তুঃ) লাভবান্ ননু ॥ ৮৭ ॥

মূঢ়-চেতনঃ প্রিয়নাশং হৃদি অর্পিভং (নিখাতং) শল্যমবগচ্ছতি । স্থির-ধীঃ তু তৎ এব (সংযতং) কুশলদারতয়া সমুদ্ভূতং মন্যতে (প্রিয়-নাশে সতি) ॥ ৮৮ ॥

স্ব-শরীর-শরীরিণৌ (দেহাভ্যার্নৌ) অপি যদা (যতঃ) ঋত-সংযোগ-বিপর্যায়ৌ, (ভতঃ) বাহৈঃ বিষয়ৈঃ বিরহঃ বিপশ্চিতং কিম্ ইব অনুতাপয়েৎ—(তঃ) বদ ॥ ৮৯ ॥

হে বশিনাম্ উত্তম ! পৃথগ্জনবৎ শুচঃ বশং গন্তুং ন অহঁসি । (তথাহি) ক্রম-সান্নমতাং কিম্ অন্তরং (বিশেষঃ) বার্যৌ (সতি) দ্বিতয়ে অপি তে (ক্রম-সান্নমতাঃ) যদি চলাঃ ॥ ৯০ ॥

সঃ (অজঃ) উদারমতেঃ সিনেতুঃ (গুরোঃ বশিষ্ঠশ্চ) বচঃ ভবা ইতি প্রতিগৃহ্য মুনিং (বশিষ্ঠশিষ্যং) বিসসর্জ্য । (কিন্তু) তৎ (বচঃ) (তস্মৈ গুরোঃ বাক্যং) শোকঘনে অস্ত (অজস্র) হৃদি অলরূপদং (সৎ) গুরোঃ অস্তিকং প্রতিযাতুং ইব ॥ ৯১ ॥

বঙ্গার্থঃ—মুখীগণ বলেন,—অনিত্য দেহ-ধারীদিগের মৃত্যুই স্বাভাবিক এবং সত্য, আর বাঁচিয়া থাকাটা বিকার অর্থাৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা মাত্র । সুতরাং জীব যতক্ষণ

নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া জীবিত থাকে, ততক্ষণই লাভ—বলিতে হইবে ॥ ৮৭ ॥

যাহারা জ্ঞানী, তাহারাই প্রিয়বিনাশকে হৃদয়ে প্রোথিত শেলস্বরূপ মনে করিয়া কষ্ট পায় । কিন্তু পণ্ডিতগণ আবার ঐ প্রিয়-বিনাশকেই, অনন্ত মঙ্গলের হেতুভূত শল্যোদ্ধার বলিয়া মনে করিয়া শাস্তি লাভ করেন ॥ ৮৮ ॥

বিজ্ঞবর ! ভাবিয়া দেখুন,—নিজের এই যে শরীর এবং শরীরী—অর্থাৎ দেহ এবং আত্মা—এতদুভয়েরও সংযোগ এবং বিয়োগ—দেহ হইতে আত্মার অন্তর্ধানই যখন অবশ্যজ্ঞাবী ও চিরন্তন সত্য,—তখন পুত্রকলত্রাদি বাহ্য বিষয়ের বিচ্ছেদে ভবদশী ব্যক্তির হৃদয় উদ্বেল বা শোকাকুল হইবে কেন ? ॥ ৮৯ ॥

হে বশিষ্ঠে ! আপনার কি জ্ঞানহীন প্রাকৃত ব্যক্তির জ্ঞান এইরূপ শোকাকুল হওয়া শোভা পায় ? সমীরণভরে ভূমি-ক্লহ এবং ভূধর উভয়েই যদি সমানভাবে চঞ্চল হয়, তবে আর উহাদের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি ? ॥ ৯০ ॥

উদারমতি গুরুদেব বশিষ্ঠের উপদেশ-বাক্যাবলী কেবল একটি “আচ্ছা”—বলিয়াই মহারাজ অজ যেন মানিয়া লইলেন এবং সংবাদবহ—মুনি-শিষ্যকে বিদায় দিলেন । প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাঁহার প্রিয়-বিচ্ছেদ-বিধুর হৃদয়ে সে উপদেশ স্থান পাইল না, এবং তাহা যেন উপদেষ্টা বশিষ্ঠের নিকটেই আবার ফিরিয়া গেল ॥ ৯১ ॥

তেনাঠৌ পরিগমিতাঃ সমাঃ কথঞ্চিদালত্বাদবিতথস্মনুতেন স্মনোঃ ।
 সাদৃশ্য-প্রতিকৃতিদর্শনৈঃ প্রিয়ায়াঃ স্বপ্নেষ্ কণিক-সমাগমোৎসবৈশ্চ ॥ ৯২ ॥
 তস্য প্রসহ হৃদয়ং কিল শোকশঙ্কুঃ শ্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ ।
 প্রাণান্ত-হেতুমপি তং ভিষজামসাধ্যং লাভং প্রিয়াহুগমনে স্বরয়া স মেনে ॥ ৯৩ ॥
 সমাগবিনীতমথ বর্ষহরং কুমারমাদিশু রক্ষণবিধৌ বিধিবৎ প্রজানাম্ ।
 রোগোপস্থষ্টতমুর্ভবসতিং মুমুক্শুঃ প্রায়োপবেশনমতিনু পতির্ভব ॥ ৯৪ ॥

অনুব্র।—অবিতথ-স্মনুতেন তেন (অজেন) স্মনোঃ ইন্দুমতীর সমাগমস্বপ্নের অনুভব—প্রভৃতির দ্বারা কোনো বালককে প্রিয়ায়াঃ সাদৃশ্য-প্রতিকৃতিদর্শনৈঃ স্বপ্নেষ্ কণিক-সমাগমোৎসবৈঃ চ কথঞ্চিৎ অষ্টৌ সমাঃ (বৎসরাঃ) পরিগমিতাঃ ॥ ৯২ ॥

শোক-শঙ্কুঃ তস্য (অজস্য) হৃদয়ং শ্লক্ষ-প্ররোহঃ সৌধতলম্ ইব প্রসহ কিল বিভেদ । সঃ (অজঃ) প্রাণান্ত-হেতুম্ অপি ভিষজাম্ অসাধ্যং তং (শোক-শঙ্কুং) প্রিয়াহুগমনে স্বরয়া (উৎকণ্ঠয়া) লাভং মেনে ॥ ৯৩ ॥

অথ নৃপতিঃ (অজঃ) সম্যক্ বিনীতং বর্ষহরং (তং) কুমারং (দশরথং) প্রজানাং রক্ষণ-বিধৌ বিধিবৎ আদিশু রোগোপস্থষ্টতমুর্ভবসতিং মুমুক্শুঃ (সন্) প্রায়োপবেশন-মতিঃ বভূব ॥ ৯৪ ॥

বজ্রার্থ।—পুত্র দশরথ বালক ও রাজ্যভারবহনে অসমর্থ—চিন্তা করিয়া সত্য-প্রিয় ও প্রিয়বদ অজ সহসা কিছু করিতে পারিলেন না । তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে, কখনও ইন্দুমতীর চিত্রদর্শন, কখনও তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অমুরূপ পদার্থ-অবলোকন, কখনও বা স্বপ্নে না ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর, বটবৃক্ষের অঙ্কুর যেমন অনায়াসে কঠিন ও দুর্ভেদ অট্টালিকার গাত্র বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, তজ্জল ইন্দুমতীর দুঃসহ শোকরূপ শল্য সবলে ইন্দুমতী-বল্লভের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল । প্রাণ-বিনাশ হইলেই অচিরে প্রিয়তমার অহুগমন করিতে পারিবেন—ভাবিয়া অজ, সেই দুঃসহ শোককেই বৈয়গ্ণের অসাধ্য, মরণের প্রধান কারণ ও পরম লাভরূপে উৎকণ্ঠার সহিত মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

তদনন্তর, যথাবিধি শিক্ষিত, কবচধারী ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র দশরথের হস্তে প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া, শোকবিধুর অজ প্রায়োপবেশনে অভিলাষ করিলেন । এই নম্বর, রোগ-শোক-ভাপ-রিশ্ট দেহভার লইয়া এত কষ্টে বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্রও আকাজ্জা রহিল না ॥ ৯৪ ॥

ভাৎপর্য্য।—যাঁহাকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া, যে শাস্তি-প্রতিমার হাত ধরিয়া অজ হাসিতে হাসিতে সংসাররঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিসর্জন দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহীপতি সংসার পরিত্যাগ করিলেন । অভিনয় হইয়া গিয়াছে । এখন নাট্যশালা শূন্য—বিরজিকর । মহারাজ অজ, বনগমনোত্তর রাত্রি পিতা রঘুর নিশিথ হস্ত হইতে পিতৃবিচ্ছেদ-কাতরমনে ও সজল-নয়নে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । আজ নিজেও সজলনয়নে ও শোক-দগ্ধ-মনে পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক বিদায় লইলেন । স্বর্ঘ্যবংশের রাজ-সংসারে শোকের একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গেল । সেই তুমুল ঝড়ে স্বাবরজ্জন্ম জগৎও যেন আন্ধোবিস্ত ও আবুলিস্ত হইল, বিবাদের গাঢ় অন্ধতনসে ডুবিয়া গেল । আর কবির কবি কালিদাস সেই শোকগাথা গান করিয়া ত্রিজগৎকে কান্দাইলেন, এবং নিজেও বরুণকণ্ঠে কান্দিয়া কান্দিয়া অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার উপাস্ত দেবতা সরস্বতীর চরণ প্রক্ষালিত করিলেন । কবির এই বিগুহ প্রণয়ের চিত্র দর্শনে বিশ্বত্রস্তাও বিষমুগ্ধ হইল ।

প্রজারঞ্জন অজের প্রায়োপবেশনমরণে অযোধ্যার সকলেই মর্ষাহত লইল । মহারাজ দিলীপ হইতে অজের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত, যে অযোধ্যায় কেহ কখনো বিবাদের মুখ দেখে নাই, আজ সেই সুখের অযোধ্যায় কালকীট প্রবেশ করিল ।

তীর্থে তৌয়ব্যতিকর-ভবে জহু কত্যা-সরযোদেইত্যাগাদমরগণনালেখ্যামাসাচ্চ সত্ৱঃ ।
 পূর্বাংকারাধিকতরুচা সঙ্গতঃ কাস্ত্যাসৌ লীলাগারেধরমত পুনর্নন্দনাভ্যস্তরেষু ॥ ১৫

ইতি অষ্টমঃ সর্গঃ ।

অর্থঃ ।—অসৌ (অজঃ) জহু কত্যা-সরযোঃ তৌয়- পবিত্র সঙ্গম-সমুদ্র তীর্থস্থলে প্রায়োপবেশনে তহুত্যাগ-
 ব্যতিকরভাবে তীর্থে দেহভ্যাগাৎ সত্ৱঃ অমরগণনালেখ্যম্ পূর্বক দেবদ্য লাভ করিলেন এবং পূর্বাপেক্ষা
 অসাত্ত পূর্বাংকারাধিকতরুচা কাস্ত্যাসৌ সঙ্গতঃ (সন্) অধিকতর সুন্দরী প্রিয়তমার সহিত নন্দন-কানন-মধ্যবর্তী
 নন্দনাভ্যস্তরেষু লীলা-গারেষু পুনঃ অরমন্ত ॥ ১৫ ॥ নানাবিধ বিলাস-গৃহে পুনরায় বিহার করিতে প্রবৃত্ত
 বক্তার্থ ।—অনন্তর তিনি গঙ্গা এবং সরযুর হইলেন ॥ ১৫ ॥

অযোধ্যাবাসিগণের সুখরূপ নির্মূল গগনে বনকৃষ্ণ মেঘের সঙ্কার হইল। হয় ত, কালে এই মেঘ (অগ্নিবর্ণ) প্রলম্বমেঘে
 পরিণত হইয়া অনলবর্ষণপূর্বক সোণার অযোধ্যা ভস্মসাৎ করিবে। দুর্দৈব অঙ্কুররূপে প্রবেশ-পূর্বক প্রকাণ্ড মহী-
 ক্লেবের আকার ধারণ করিয়া, কত সুদৃঢ় সংসার-ভিত্তি শতধা বিদীর্ণ করিয়া দেয়। আজ অযোধ্যার রাজ-সংসারেও
 যোর দুর্দৈব অঙ্কুরাকারে প্রবেশ করিল। বিষাদ-ভুজঙ্গ শিশু এই প্রথম শির উত্তোলন করিল। কালে ইহার প্রভাবে
 যে কতদূর কি হইবে, কে বলিতে পারে ?

সাক্ষাৎ রাজ-লক্ষ্মী ইন্দুমতীর সহসা অন্তর্ধানের পর, অযোধ্যার রাজ-সংসারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিল, সেই
 অলক্ষ্মী কোমল-হৃদয় দশরথের জীবন বিড়ম্বনাময় করিবে, রামচন্দ্রের সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দিবে, সোনার
 অযোধ্যা-রাজ্য স্থানে পরিণত করিবে; পরিশেষে, তরুণ নরপতি অগ্নিবর্ণকে রাজবন্দ্যায় ধ্বংস করিয়া সে অলক্ষ্মী
 আত্মতৃপ্তিসাধন করিবে ॥ ১৫ ॥

নবমঃ সর্গঃ

পিতুরনস্তরমুত্তরকোসলান্ সমধিগম্য সমাধি-জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 দশরথঃ প্রশশাস মহারথো যমবতামবতাং চ ধুরি স্থিতঃ ॥ ১ ॥
 অধিগতং বিধিবদ্ যদপালয়ৎ প্রকৃতিমণ্ডলমাস্ত্র-কুলোচিতম্ ।
 অভবদস্ত ততো গুণবন্তরং সনগরং নগরঙ্কুরোজসঃ ॥ ২ ॥
 উভয়মেব বদন্তি মনীষিণঃ সময়বষিতয়া কৃতকৰ্ম্মণাম্ ।
 বল-নিষূদনমর্থপতিং চ তং শ্রমহুদং মনুদগুধরাস্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
 জনপদে ন গদঃ পদমাদধাবভিভবঃ কুত এব সপত্নজঃ ।
 ক্ষিতিরভূৎ ফলবতাজ-নন্দনে শমরতেহমরতেজসি পার্থিবে ॥ ৪ ॥
 দশদিগন্তজিতা রঘুণা যথা শ্রিয়মপুণ্যদজেন ততঃ পরম্ ।
 তমধিগম্য তথৈব পুনর্বভৌ ন ন মহীনমহীন-পরাক্রমম্ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ—সমাধি-জিতেন্দ্রিয়ঃ যমবতাম্ অবতাং চ ধুরি স্থিতঃ মহারথঃ দশরথঃ পিতৃঃ অনন্তরম্ উত্তরকোসলান্ সমধিগম্য প্রশশাস ॥ ১ ॥

অধিগতম্ আত্মকুলোচিতং সনগরং প্রকৃতিমণ্ডলং যৎ (যস্যাং অসৌ) বিধিবৎ অপালয়ৎ, ততঃ (তস্যাং হেতোঃ) নগরঙ্কুরোজসঃ (কার্ত্তিকেয়তুল্যাবীৰ্য্যাস্ত) অস্ত (দশরথাস্ত) (তৎ প্রকৃতিমণ্ডলং) গুণবন্তরম্ অভবৎ ॥ ২ ॥

মনীষিণঃ বল-নিষূদনং (ইন্দ্রঃ) মনুদগুধরাস্বয়ম্ অর্থপতিং তং (দশরথং) চ—উভয়ম্—এব—সময়বষিতয়া (হেতুনা) কৃত-কৰ্ম্মণাং শ্রমহুদং বদন্তি ॥ ৩ ॥

শমরতে অমর-তেজসি অজননন্দনে (দশরথে) পার্থিবে (সতি) জনপদে গদঃ (ব্যাধিঃ) পদং ন আদধৌ । সপত্নজঃ অভিভবঃ কুতঃ এব? কিত্তিঃ ফলবতী অভূৎ চ ॥ ৪ ॥

মহী দশদিগন্তজিতা রঘুণা যথা শ্রিয়ম্ অপুণ্যৎ, ততঃ পরম্ অজেন (চ যথা শ্রিয়ম্ অপুণ্যৎ), তথা এব অহীন-পরাক্রমং তং (দশরথম্) ইনম্ (স্বামিনম্) অধিগম্য পুনঃ ন বভৌ (ইতি) ন,—(বভৌ এব) ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থঃ—রাজস্ব-বর্গের ও সংযমিগণের অগ্রগণ্য এবং জিতেন্দ্রিয় মহারথ দশরথ পিতা অজের লোকান্তরগমনের পর উত্তরকোসল রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অতি দক্ষ-তার সহিত শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়তুল্য পরাক্রান্ত দশরথ, কুলক্রমা-গত প্রজাপুঞ্জকে যথানিয়মে পালন করিতে লাগিলেন বলিয়া, সমগ্র রাজ্য তাঁহার প্রতি সমধিক অহুরক্ত হইয়া উঠিল ॥ ২ ॥

প্রজারঞ্জন-নিপুণ মন্তের রাজা দশরথ, প্রয়োজনানুসারে যথাসময়ে অর্থাদি-সাহায্যে প্রকৃতিপুঞ্জের অভাবমোচন করিতেন, আবার প্রয়োজনানুসারে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যথা-সময়ে বারিবর্ষণ করিয়া ধরণীকে শস্তশালিনী করিতেন, তাই, বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের উভয়কে স্ব স্ব কর্ষে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের শ্রমাপহারী বলিয়া কীৰ্ত্তন করিতেন ॥ ৩ ॥

শান্তি-শ্রিয়, দেবতুল্য পরাক্রান্ত মহারাজ দশরথের রাজত্বকালে, শত্রুগণের আক্রমণ বা শত্রুকৃত পরাভব ভ দূরের কথা, এমন কি, কোনওরূপ ব্যাধিও ভদ্রীয় রাজ্যমধ্যে স্থান পাইত না। সুভরাং বশুন্ধরা সুজলা সুকলা ও শস্তশালিনী হইয়া প্রচুর ফলপুষ্পাদিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বশুগতী, দশদিগ্‌বিজেতা রঘু ও তৎপুত্র অজ—উভয়ের অবিকারকালে যেরূপ শ্রীমতী এবং সমৃদ্ধি-শালিনী হইয়া-ছিলেন, প্রবল-প্রতাপ দশরথের সময়েও পুনরায় তাদৃশী ধন-বাত্ত-পুষ্প-পূর্ণা ও শোভাময়ী হইয়া উঠিলেন ॥ ৫ ॥

সমতয়া বসু-বৃষ্টি-বিসর্জ্যনৈনিয়মনাদসতাং চ নরাধিপঃ ।
 অমুঘযৌ যমপুণ্যজনেশ্বরৌ সবরুণাবরুণাগ্রসরং রুচা ॥ ৬ ॥
 ন যুগয়াভিরতিং ছরোদরং ন চ শশি-প্রতিমাতরং মধু ।
 তমুদয়ায় ন বা নবযৌবনা প্রিয়তমা যতমানমপাহরং ॥ ৭ ॥
 ন কৃপণা প্রভবতাপি বাসবে ন বিতথা পরিহাস-কথাস্বপি ।
 ন চ সপত্নজনেষপি তেন বাগপরুযা পকৃষাক্ষরমীরিতা ॥ ৮ ॥
 উদয়মন্তময়ং চ রঘুদ্বাহুভয়মানশিরে বসুধাধিপাঃ ।
 স হি নিদেশমলজ্বয়তামভূৎ সুহৃদয়োহুদয়ঃ প্রতিগর্জ্যতাম্ ॥ ৯ ॥
 অজয়দেকরথেন স মেদিনীমুদধিনেমিমধিজ্য-শরাসনঃ ।
 জয়মঘোষয়দস্ত তু কেবলং গজবতী জবতীব্রহ্মা চমুঃ ॥ ১০ ॥

অর্থঃ—নরাধিপঃ (দশরথঃ) সমতয়া বসু-বৃষ্টি-বিসর্জ্যনৈঃ
 অসতাং নিয়মনাং চ সবরুণৌ যম-পুণ্যজনেশ্বরৌ অমুঘযৌ,
 রুচা অরুণাগ্রসরং সূর্য্যম্ (অমুঘযৌ) চ ॥ ৬ ॥

উদয়ায় যতমানং তং (দশরথং) যুগয়াভিরতিঃ ন অপাহরং,
 ছরোদরং চ ন (অপাহরং), শশিপ্রতিমাতরং মধু ন (অপা-
 হরং), নবযৌবনা প্রিয়তমা বা (চ) ন (অপাহরং) ॥ ৭ ॥

তেন (রাজা) প্রভবতি (প্রভো) (গতি) বাসবে অপি কৃপণা
 বাক্ ন দ্রিষিতা, পরিহাস-কথাসু অপি বিতথা (বাক্) ন
 (দ্রিষিতা), (কিং চ) অপকৃষা (রোষশূন্যেন তেন)
 সপত্নজনেষু অপি পকৃষাক্ষরং (যথা তথা বাক্ চ) ন (দ্রিষিতা),
 (কিমুতাত্ত্ব ?) ॥ ৮ ॥

বসুধাধিপাঃ রঘুদ্বাহুং (রঘুকুলনারকাং) উদয়ম্ অন্তময়ং
 চ (ইতি) উভয়ম্ আনশিরে। (কৃতঃ)—হি (যস্যাং) সঃ (দশ-
 রথঃ) নিদেশম্ অলজ্বয়তাং সুহৃৎ অহুৎ, প্রতিগর্জ্যতাং অয়ো-
 হৃদয়ঃ (অভূৎ) ॥ ৯ ॥

অধিজ্য-শরাসনঃ সঃ (দশরথঃ) উদধি-নেমিং মেদিনীম্
 একরথেন অজয়ৎ । গজবতী জবতীব্রহ্মা চমুঃ তু অস্ত কেবলং
 জয়ম্ অবোষয়ৎ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ—রাজা দশরথ অপকৃপাতপূরক সর্বত্র
 সম-দর্শনে কৃতান্তের, ধনাদিবর্ষণে ধনপতি কুবেয়ের,
 অশিষ্ট-দলনে বক্রণের এবং ভেজবিতায় মাস্তণ্ডদেবের
 অমুকরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

জীবনে উন্নতির বিরোধিনী কোনোরূপ ক্রিমাই উন্নতিপ্রিয়

দশরথের গতিরোধ করিতে পারে নাই। কেন না, যুগয়া
 বা দ্যুস্ত-ক্রীড়াগি ব্যসনে তাঁহার তেমন অমুহাগ ছিল
 না, কিংবা শশাঙ্ক-সদৃশ নির্মল মদিরায় বা নবযৌবন-
 লোভনীর ললনায় তদীয় হৃদয় কদাচ অন্ধভাবে আকৃষ্ট
 হইত না ॥ ৭ ॥

স্বর্ণের রাজা ইন্দ্র যত বড়ই হউন না কেন, মর্ত্তের রাজা
 দশরথ তাঁহাকে, তিষ্ঠে হইলেও ত্রায়সম্বত কথা বলিতে
 কখনও ইতস্ততঃ করিতেন না, কিংবা পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা
 কথা কহিতেন না। তাঁহার শক্ররাও কখনো তাঁহার মুখে
 কর্কশ উক্তি শোনে নাই ॥ ৮ ॥

ব্যবহার-গুণে ক্রমে তিনি, অপরাপর নৃপতিদিগের
 উন্নতি এবং অবনতির একমাত্র কর্তা হইয়া উঠিলেন।
 কেন না, যাহারা আনন্ত-মন্তকে তাঁহার আদেশ পালন
 করিতেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের পরম মিত্র, আর যাহারা
 প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে তিনি হইতেন
 নিষ্করণ ও কঠোর-হৃদয় পরম শত্রু ॥ ৯ ॥

মহাবল দশরথ একাকীই রথারোহণ-পূরক, শরাসনে
 শরসংযোগ করিয়া জলধি-মেখলা বিশাল পৃথিবীকে
 জয় করিলেন। বেগবান্ অথ ও করি-বহল
 তদীয় বিরাট বাহিনী, শুধু তাঁহার বিজয়-ঘোষণা
 করিবার নিমিত্তই ঘেন সতত সঙ্কে সঙ্কে থাকিত, নতুবা
 যুদ্ধাদিতে তাঁহার সৈন্ত-সামন্তের কোনো প্রয়োজনই
 হইত না ॥ ১০ ॥

অবনিমেকরথেন বরুথিনা জিতবতঃ ধনুর্ভূতঃ ।
 বিজয়দ্বন্দ্বুভিতাং যযুর্ণবা ঘনরবা নরবাহন-সম্পদঃ ॥ ১১ ॥
 শমিত-পক্ষ-বলঃ শতকোটিনা শিখরিণাং কুলিশেন পুরন্দরঃ ।
 স শর-বৃষ্টিমুচা ধনুবা দ্বিষাং স্বনবতা নবতামরসাননঃ ॥ ১২ ॥
 চরণয়োঁনখরাগসমৃদ্ধিভির্মুণ্ডটরঙ্গমরীচিভিরম্পৃশন্ ।
 নৃপতয়ঃ শতশো মরুতো যথা শতমখং তমখণ্ডিতপৌরুষম্ ॥ ১৩ ॥
 নিববৃতে স মহার্ণবরোধসঃ সচিবকারিতবাল-সুতাজ্জলীন ।
 সমনুৎকম্পা সপত্নপরিগ্রহাননলকানলকানবমাং পুরীম্ ॥ ১৪ ॥
 উপগতোহপি চ মণ্ডলনাভিতামনুদিতাত্মসিতাতপবারণঃ ।
 শ্রিয়মবেক্ষ্য স রক্তচলামভূদনলসৌহনলনোম-সমদ্র্যতিঃ ॥ ১৫ ॥

অনুব্র।—বরুথিনা একরথেন অবনিঃ জিতবতঃ ধনুর্ভূতঃ
 নরবাহন-সম্পদঃ তস্য (দশরথস্য) ঘনরবা অর্ণবা
 বিজয়দ্বন্দ্বুভিতাং যযুঃ ॥ ১১ ॥

পুরন্দরঃ শতকোটিনা কুলিশেন শিখরিণাং শমিত-পক্ষবলঃ
 (আসীৎ), নবতামরসাননঃ সঃ (দশরথঃ) শরবৃষ্টিমুচা স্বনবতা
 ধনুবা দ্বিষাং (শমিত-পক্ষবলঃ) (আসীৎ) ॥ ১২ ॥

শতশঃ নৃপতয়ঃ অখণ্ডিতপৌরুষঃ তং (দশরথং) মরুতঃ
 (দেবঃ) শতমখং (ইন্দ্রং) যথা নখরাগ-সমৃদ্ধিভিঃ মুণ্ডটরঙ্গ-
 মরীচিভিঃ চরণয়োঁ অম্পৃশন্ ॥ ১৩ ॥

সঃ (দশরথঃ) সচিবকারিতবাল-সুতাজ্জলীন অনলকান
 সপত্ন-পরিগ্রহান্ সমনুৎকম্পা অলকানবমাং পুরীং (অযোধ্যাং)
 প্রাপ্তি মহার্ণবরোধসঃ নিববৃতে ॥ ১৪ ॥

অনুদিতাত্মসিতাতপবারণঃ অনল-সোম-সম-দ্র্যতিঃ সঃ
 (দশরথঃ) শ্রিয়ং রক্তচলাম্ অবেক্ষ্য মণ্ডল-নাভিতাম্ উপগতঃ
 অপি অনলসঃ অভূৎ চ ॥ ১৫ ॥

বক্তার্থ।—এতদ্বিতীয় পৃথিবীর চতুর্পার্শ্ববর্তী সমুদ্র-
 চতুষ্টয়ও মেঘাচ্ছন্ন নির্ঘোষের দ্বারা, সেই কুবেরতুল্য ধনশালী
 ও সন্তত শরাসন-ধারী ভূপতিও বিজয়দ্বন্দ্বুভির কার্য্য করিতে
 লাগিল ॥ ১১ ॥

পুরন্দর যেমন স্বকীয় শত-সহস্রকোটিবিশিষ্ট বজ্রের
 দ্বারা পর্ব্বতকূলের পক্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক, তাহাদিগকে বলহীন
 করিয়াছিলেন, তজ্জপ অচিরপ্রস্থিতিত কমলের ছায়া
 মনোজ্ঞ মুখকান্তি-বিশিষ্ট মহারাজ দশরথ অজস্র-

শরবর্ষা সশব্দ শরাসন দ্বারা শত্রুপক্ষের বল নাশ
 করিতেন ॥ ১২ ॥

শত-সহস্র রাজজীবন দৌর্দ্ভিৎ-প্রতাপ মহাবল দশরথের
 বিক্রম সহ করিতে না পারিয়া, দেবেজের চরণে দেবগণের
 ছায়া, আসিয়া দশরথের চরণে প্রণত হইলেন।
 প্রণামকালে কোসলেজের পাদদ্বয়ের নখপ্রভায় পদলুপ্তিত
 নৃপতিদিগের মুণ্ডটখচিত যণিমালায় দীপ্তি পরিবর্ধিত
 হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্ববিজয়ী দশরথ কর্তৃক বিজিত এবং নিহত রাজজ-
 গণের অনাথা এবং আল্লায়িত-কুস্তলা বিবাদিনী মহিষীরা
 বিশ্বস্ত অমাত্যগণের দ্বারা শিশু রাজকুমারদিগকে বিজেতা
 দশরথের নিকটে পাঠাইলেন। রাজ-শিশুগণ আসিয়া
 কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তদর্শনে কপাল-
 হৃদয়—কোশল-পতির চিত্ত বিগলিত হইল এবং তিনি
 তাহাদিগের প্রতি যৎেষ্ট তত্ত্বগ্রহ প্রদর্শন-পূর্ব্বক সেই সমুদ্রতট
 হইতে অলকাবৎ মনোহর অযোধ্যানগরে কিরিয়া
 আনিলেন ॥ ১৪ ॥

অনন্দের ছায়া তেজস্বী এবং কোমুদী-পতি সুধাকরের
 ছায়া-মনোজ্ঞ-কান্তি একচ্ছত্র সম্রাট দশরথ জানিতেন যে,
 সামগ্র্য ক্রটি বা কর্তব্যস্থলনেই চঞ্চলা লক্ষ্মী অন্তহিতা হন;
 তাই তিনি দ্বাদশ মণ্ডলের অধিতীয় মহীপতির বরুণ্য পদ
 লাভ করিয়াও সর্ব্বদা সাবধান-হৃদয়ে কালাতিপাত
 করিতেন ॥ ১৫ ॥

তমপহায় ককুংস্থকুলোদ্ভবং পুরুষমাশ্রবং চ পতিব্রতা ।

নৃপতিমন্ত্রমসেবত দেবতা সকমলা কমলাঘবমথিমু ॥ ১৬ ॥

তমলভন্ত পতিং পতিদেবতাঃ শিখরিণামিব সাগরমাপগাঃ ।

মগধ-কোসল-কেকয়-শাসিনাং হৃহিতরোহিতরোপিত-মার্গণমু ॥ ১৭ ॥

প্রিয়তমাভিরসৌ তিস্তিভির্বভৌ তিস্তিভিরেব ভুবং সহ শক্তিভিঃ ।

উপগতে। বিনিনীষুরিব প্রজা হরিহয়োহরিহযোগ-বিচক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥

অম্বয় ।—পতিব্রতা সকমলা দেবতা (লক্ষ্মীঃ) অর্থিষু
অলাঘবং ককুংস্থকুলোদ্ভবং তং (দশরথং) আশ্রবং পুরুষং
(বিষ্ণুঃ) চ অপহায় অশ্রং কং নৃপতিম্ অসেবত । (কম
অপি ন অসেবত) ১৬ ॥

পতিদেবতাঃ মগধ-কোসল-কেকয়-শাসিনাং (রাজাং)
হৃহিতরঃ অহিতরোপিতমার্গণং তং (দশরথং), শিখরিণাং
(হৃহিতরঃ) আপগাঃ সাগরম্ ইব পতিম্ অলভন্ত ॥ ১৭ ॥

অরিহযোগবিচক্ষণঃ অসৌ (দশরথঃ) তিস্তিভিঃ প্রিয়তমাভিঃ
সহ প্রজাঃ বিনিনীষুঃ তিস্তিভিঃ শক্তিভিঃ (সহ) ভুবম্ উপগতঃ
হরিহয়ঃ (ইন্দ্রঃ) ইব বভৌ ॥ ১৮ ॥

বক্তার্থ ।—পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী যেমন কখনো
সনাতন, স্বয়ম্ভু, আদিপুরুষ নাগায়নকে পরিত্যাগ করেন

নাই, তদ্রূপ, সুপ্রসিদ্ধ স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষকেশরী রাজাধিরাজ
দশরথকেও তিনি বখনো ছাড়িয়া যান নাই ॥ ১৬ ॥

অনন্তর, পরীত-দুহিতা নিরীক্ষণীয়া যেমন রত্নাকরকে
গিয়া পতিরূপে আশ্রয় করে, তদ্রূপ, পতিব্রতা, মগধ-রাজ-
পুত্রী শ্রুতিত্রা, কোসল-রাজপুত্রী কৌশল্যা ও কেকয়-রাজ-
পুত্রী কৈকেয়ী—তিনি ভনে আসিয়া সেই পরম্পর মহীপতিকে
পতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

শত্রুকুলক্ষয়-দক্ষ নরনাথ দশরথ সেই পতিপরায়ণা পত্নী-
দিগের সহিত মিলিত হইয়া এতই শোভা পাইতে লাগিলেন
যে, মনে হইল, বুঝি দেবরাজ ইন্দ্র, প্রজাদিগকে শিক্ষাদানের
অভিলাষে, উৎসাহ, প্রভাব এবং মন্ত্র এই ত্রিবিধ শক্তির
সহযোগে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

ভাৎপর্য্য ।—কালিদাস, এই একটি কবিতায়, দশরথের ত্রায় অস্তবড় রাষ্ট্রার তিন ভি-টি বিবাহ সারিয়া দিছেন।
এইপ্রকার আরও অনেক স্থলে দেখিতে পাই, খুব বড় বড় ঘটনা, কবি, নিমেষব্যাপিনী বর্ণনায় শেষ করিয়াছেন। আবার
খুব ছোট ছোট ব্যাপারও বিচক্ষণ জাঁকজমকের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এ অংশে কালিদাসের নৈপুণ্যের, কৌশলের
শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আদিকবি বাম্বীকিকৃত রামায়ণকে উপজীব্য করিয়া কাচিদাস রঘুবংশ
প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, বাম্বীকির সহিত প্রতিযোগিতায় যাওয়া বিড়ম্বনা। তাই তিনি, যে স্থলে
বাম্বীকির বর্ণনা প্রচুর, তথায় সামান্য দু'-এক কথায় সারিয়াছেন, যেখানে বাম্বীকির বর্ণনা অতি অল্প, তথায় তাঁহার
উদ্ধাম কল্পনাসুন্দরীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।—সে কল্পনা স্বর্গমণ্ড ছুড়িয়া নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে। কোনো
স্থানেই তিনি বাম্বীকির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই; তুল্যস্থলের বর্ণনার দ্বারা তুলনার সমালোচনার অবসর দেন
নাই। দশরথের বিবাহ-বর্ণনার সজ্জিততার এইটিই প্রধান কারণ। কিন্তু এই সঙ্গে কবি আর একটি উদ্দেশ্যও
সাধিত করিয়াছেন। তাহা এই :—

রাজা দশরথ সংসারে প্রবেশ করিবার সময়েই একটা যেন ঘোর অমঙ্গলের ছায়া স্পর্শ করিলেন। সূর্য্যবংশের চির-
পবিত্রে রাজসিংহাসনে, পূর্বে যখন কোনো সুবরাজ অভিষিক্ত হইতেন, তখন কত আনন্দ, কত সমারোহ হইত। আর, এই
দশরথের অভিষেক হইয়া গেল, তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হইলেন, কিন্তু প্রজাগণের আর সে আনন্দ, সে
প্রীতি নাই; কর্তব্যের অনুরোধে তাহার দশরথের অত্যাচার করিল মাত্র, কিন্তু তাহাতে প্রাণের পরিচয় নাই। এই
সমস্ত পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, যাহার জীবনের প্রভাত এইপ্রকার অবসাদ-হুয়াটিকার মধ্যবর্তী। তাঁহার জীবনের
সায়ংকাল না জানি কতই ভীষণ ! ১৭ ॥

স কিল সংগমুদ্গি সহায়তাং মঘবতঃ প্রতিপত্তা মহারথঃ ।
 স্বভুজবীর্গ-মগাপয়চ্ছিত্তি তং সুরবধূবধূত-ভয়াঃ শরৈঃ ॥ ১৯ ॥
 ক্রতুষু তেন বিসর্জিতমৌলিনা ভুজ-সমাজতদিগ্‌বসুনা কৃতাঃ ।
 কনকযূপ-সমুচ্ছ-যশোভিনো বিতমসা তমসাসরযুত্যাঃ ॥ ২০ ॥
 অজিন-দণ্ডভূত কুশমেখলাং যতগিরং মুগশৃঙ্গ-পরিগ্রহাম্ ।
 অপিবসংস্তুতানন্দদীক্ষিতামসমভাসমভাসয়দীপ্বরঃ ॥ ২১ ॥
 অবভূথপ্রসূতৈঃ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ সুর-সমাজ-সমাক্রমণোচিতৈঃ ।
 নময়তি স স কেবলমুন্নতং বনমুচৈ নমুচেররয়ে শিরঃ ॥ ২২ ॥
 অসকৃদেকবপেন তরস্বিনা হরিহয়াগ্রসরেণ পতুর্ভূতা ।
 দিনকরাভিযুগাং বগবেণবো করসিবে কপিরেন সুবদ্বিষাম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদঃ—মহারথঃ সঃ (দশরথঃ) সংগমুদ্গি মঘবতঃ সহায়তাং প্রতিপত্তা শরৈঃ অবধূতভয়াঃ সুরবঃ স্বভুজ-বীর্গাম্ অগাপয়চ্ছিত্তি কিল ॥ ১৯ ॥

ক্রতুষু বিসর্জিতমৌলিনা ভুজ-সমাজ-তদিগ-বসুনা তেন (দশরথেন) বিতমসা (সত্য) তমসা-সরযু-ত্যাঃ কনকযূপ-সমুচ্ছ যশোভিনঃ কৃতাঃ ॥ ২০ ॥

দৈবরঃ (ভগবান্ অষ্টমুর্তিঃ) অজিন-দণ্ডভূতং কুশমেখলাং যতগিরং মুগশৃঙ্গ-পরিগ্রহাম্ অসকৃদেকবপেন তরস্বিনা (দশরথেন) হরিহয়াগ্রসরেণ পতুর্ভূতা (দশরথেন) অসকৃৎ দিনকরাভিযুগাং বগবেণবো করসিবে ॥ ২৩ ॥

অবভূথপ্রসূতৈঃ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ সুর-সমাজ-সমাক্রমণোচিতৈঃ সঃ (দশরথঃ) উন্নতং শিরঃ (স্বকীয়ং) বনমুচৈ (ভলদমিনে) নমুচৈঃ অরয়ে কেবলং নময়তি স ॥ ২২ ॥

একবপেন তরস্বিনা হরিহয়াগ্রসরেণ পতুর্ভূতা (দশরথেন) অসকৃৎ দিনকরাভিযুগাং বগবেণবো করসিবে ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদঃ—অমর-যুদ্ধে বীরগণের দশরথ ইন্দ্রের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া সুভীষ্ম-বরজালে প্রকুল উচ্ছেদ করিয়া সুর-মন্দরীণগণের ত্রাস দূর করিছেন বলিয়া, তাঁহারা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ও ভার-কণ্ঠে রণভয়ী দশরথের যশোগান করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

তিনি নিরস্তর যাগযজ্ঞাদিও করিতেছেন । ভূজবলে দ্বিধিক্রয় হইতে অজস্র ধনরাশি আহরণপূর্বক, যজ্ঞ-বিধানানুশারে মন্তকের রাজমুকুট অবনামিত করিয়া তিনি এতই যজ্ঞ করিয়াছিলেন যে, সেই নিষ্পাপ নৃপতির কনক-চিহ্নিত ও সমুন্নত অনন্ত যূপ-কাষ্ঠে তমসা ও সরযু-নদীর তট-ভূমি অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণসাবের চর্ম্ম, উদ্বাহের দণ্ড, কুশের মেখলা এবং মুগের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক যজ্ঞদীক্ষিত দশরথ উপবিষ্ট হইলে মনে হইত, যেন যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ অষ্ট-মুর্তি মহাদেব, দশরথের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞস্থলে মন্দরীয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

জিতেন্দ্রিয় রাজাদিও দশরথ যজ্ঞশেষে অগ্রিষেকান্তে এতই পূজা দিয়া হইতেন যে, দেব-সমাজে অধিষ্ঠান করিবার মত তাঁহার গোপ্যতা ভগ্নিত । ধরণীপতি দশরথকে অল্প কোনো নরপতির নিকট মন্তক বিনত করিতে হয় নাই, কেবল দানবভয়ী দেবরাজ বসুর নিকট তাঁহার উন্নত মন্তক অবনত হইত ॥ ২২ ॥

অধিতীয় রথী, মহাবল-সমাক্রান্ত শুরশ্রেষ্ঠ দশরথ পরান গ্রহণ-পূর্বক ইন্দ্রের অগ্রগামী হইয়া যখন দানবযুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, তখন বুদ্ধ-ক্ষত্রের ধূলিপটল সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে উৎখিত হইলে, তিনি দ্বিম-মন্তক অমর-দিগের কথিতপ্রমাণে সেই ধূলিরাশি নিবাসিত করিতেন ॥ ২৩ ॥

অথ সমাববৃতে কুসুমৈর্নবৈন্তুমিব সেবিতুমেক-নরাধিপম্ ।

যমকুবেরজলেখরবজ্রিণাং সমধুরং মধুরঞ্চিতবিক্রমম্ ॥ ২৪ ॥

জিগমিষুর্নদাধাষিতাং দিশং রথযুজা পরিবর্তিতবাহনঃ ।

দিনমুখানি রবিহিমনিগ্রহৈবিমলয়ন্ মলয়ং নগমত্যাজং ॥ ২৫ ॥

কুসুম-জন্ম ততো নবপল্লবাস্তদন্তু ঘটপদ-কোকিল-কৃজিতম্ ।

ইতি যথাক্রমগাবিরভূন্ মধুজং অবতীমবতীর্ণা বনস্থলীম্ ॥ ২৬ ॥

নয়গুণোপচিতিমিব ভূপতেঃ সতৃপকারফলাঃ শ্রিয়মর্থিনঃ ।

অভিযয়ুঃ সরসো মধু-সমুতাং কমলিনীমলিনীরপতল্লিণাঃ ॥ ২৭ ॥

কুসুমমেব ন কেবলমশোকতরৈঃ স্মরদীপনম্ ।

কিসলয়প্রসবোহপি বিলাসিনাং মদয়িতা দয়িতাপ্রবণাপিতঃ ॥ ২৮ ॥

বিরচিতা মধুনোপবনশ্রিয়ামভিনবা ইব পত্র-বিশেষকাঃ ।

মধুলিহাং মধুদানবিশারদাঃ কুরবকাঃ রবকারণতাং যয়ুঃ ॥ ২৯ ॥

অনুব্রত।—অথ যম-কুবের-জলেখর-বজ্রিণাং সমধুরম্
অক্ষিত-বিক্রমম্ একনরাধিপং তং (দশরথং) সেবিতুম্ ইব মধুঃ
(বসন্তঃ) নবৈঃ কুসুমৈঃ (উপলব্ধিভঃ সন) সমাববৃতে ॥ ২৪ ॥

নদাধাষিতাং দিশং জিগমিষুঃ রথযুজা পরিবর্তিতবাহনঃ
রবিঃ হিম-নিগ্রহৈঃ দিনমুখানি বিমলয়ন্ মলয়ং নগম অত্যাজং ॥ ২৫ ॥

(আদে) কুসুম-জন্ম, ততো নব-পল্লবঃ, তদন্তু
(তদুত্তরানন্তরং) ঘটপদ-কোকিল-কৃজিতম্ ইতি যথা-
ক্রমং ক্রমবতীং বনস্থলীম্ অবতীর্ণা মধুঃ আবিরভূৎ ॥ ২৬ ॥

নয়গুণোপচিতিং সতৃপকারফলাং ভূপতেঃ (দশরথঃ)
শ্রিয়ম্ অর্থিনঃ ইব মধুসমুতাং সরসঃ কমলিনীম্ অগ্নিনীর-
পতল্লিণাঃ অভিযয়ুঃ ॥ ২৭ ॥

আন্তবং নবম্ অশোকতরৈঃ কেবলং কুসুমম্ এব স্মরদীপনম্
ন (বভূব), (কিস্ত) বিলাসিনাং মদয়িতা দয়িতাপ্রবণ-
পিতঃ কিসলয়প্রসবোহপি (স্মরদীপনঃ) (অভবৎ) ॥ ২৮ ॥

মধুনা বিরচিতা উপবনশ্রিয়াম্ অভিনবা পত্রবিশেষকাঃ
ইব (স্থিতাঃ) মধু-দান-বিশারদাঃ কুরবকাঃ (তরবঃ) মধুলিহাং
রবকারণতাং যয়ুঃ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর বসন্ত সমাগন্ত হইল। মনে
হইল যেন, যিনি অপকৃপাতে যগ, দানে কুবের, শ্রুশাগনে
বরণ এবং ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্রের সমকক্ষ, সেই গজেন্দ্রগামী অধ্বিতীয়
নৃপতি দশরথকেই সেবা করিবার ভ্রাতৃ, নানাবিধ নব নব
কুসুম-সজ্জার সহিত ঋতুরাজ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

এ দিকে দৈবাকর উত্তর দিকে গমন করিবার নিমিত্ত,
সারথি অকণ্ঠে স্বরঃ রথাস্থের পরিবর্তন-পূর্ব্বক দিনগ্রহভাগ
মধুর প্রভাতকালকে হিমনির্ম্মুক্ত করিয়া মলয় পর্ব্বত
পরিভ্রমণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

প্রকৃতি সন্দেহের সর্ব্বাঙ্গে পতুরাজের ভ্রাতৃগমন চিহ্ন প্রকাশ
পাইল। প্রথমতঃ পুষ্পোদ্যম, পরে নূতন পল্লব নির্গত হইল।
অতঃপুত্র পত্নীতঃ এরূপ বৈপরীত্য লক্ষিত হয় না। ভ্রমর-ঝঞ্ঝারে
ও কোকিলের কুচক্ষুনিতে দিম্বগুল মুগ্ধরিত হইল। এই
প্রকারে নব পল্লবভূষিত পাদপ-সমাকীর্ণ বনস্থলীতে আবিস্কৃত
হইয়া, বসন্ত স্বয়ং চিহ্নে সর্ব্বস্থান উপভোগ্য করিয়া তুলিল ॥ ২৬ ॥

নীতি দ্বারা পরিবর্তিত এবং পরার্থে উৎকৃষ্ট দশরথের
সম্পদ যেমন প্রাপ্তিগণ পাইয়া থাকে, তদ্রূপ হংস, সারস
প্রভৃতি জলচর পক্ষিবৃন্দ এবং ভ্রমরপঙ্ক্তি, বসন্ত কর্তৃক
বিকশিত পাদিনীকে প্রাপ্ত হইল ॥ ২৭ ॥

সুখ যে বসন্ত-কালোদ্ভব নবপ্রস্ফুটিত অশোকপুষ্পই
লোকের কামোদ্দীপন কারিতে লাগিল, তাহা নহে, উহার
আরুণ নবপল্লবগুলিও প্রাণিনির্য্য কর্ণদুগল অলঙ্কৃত করিয়া
বিলাসীদিগকে পাগল করিয়া তুলিল ॥ ২৮ ॥

কুরবক-কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ায় মনে হইল, বসন্ত বুঝি
উপবন-লক্ষ্মীর গাত্রে নূতন পত্র রচনা করিয়া দিয়াছেন।
মধুদানদক্ষ কুরবক-পুষ্পের মধু পান করিয়া, মধুভ্রমণ
শুন-শুন রবে গুঞ্জরণ আরম্ভ করিল ॥ ২৯ ॥

সুবদনা-বদনাসব-সমুত্তমাদি-গুণঃ কুসুমোদগমঃ ।
 মধুকরৈরকরোন্মপুলোলুপৈর্বকুলমাকুলমায়ত-পঙ্ক্তিভিঃ ॥ ৩০ ॥
 উপহিতং শিশিরাপগমপ্রিয়া মুকুলজালমশোভত কিংশুকৈ ।
 প্রণয়িনীব নখ-ক্ষতমণ্ডনং প্রমদয়া মদ-যাপিত-লজ্জয়া ॥ ৩১ ॥
 ব্রণশুরপ্রমদাধরদুঃসহং জঘন-নির্ব্বিষয়ীকৃত-মেখলম্ ।
 ন খলু তাবদশেষমপোহিতুং রবিরলং বিরলং কৃতবান্ হিমম্ ॥ ৩২ ॥
 অভিনয়ান্ পরিচেষ্টুমিবোদ্ধতা মলয়-মারুত-কম্পিত-পল্লবা ।
 অমদয়ং সহকার-লতা মনঃ সকলিকা কলিকামজিতামপি ॥ ৩৩ ॥
 প্রথমমন্ত্ৰভূতান্তির্যদীরিতাঃ প্রবিরলা ইব মুগ্ধ-বধুকথাঃ ।
 সুরভি-গন্ধিস্তু শুভ্রবিরে গিরঃ কুসুমিতাস্তু মিতা বনরাজিস্থ ॥ ৩৪ ॥
 শ্রুতি-সুখ-ভ্রমর-স্বন-গীতয়ঃ কুসুম-কোমল-দন্তকচো বভূঃ ।
 উপবনান্তলতাঃ পবনহতৈঃ কিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব পাণিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।—সুবদনা-বদনাসবসমুত্তমঃ শুভদম্বাদিগুণঃ করে, তরুণ বসন্তলক্ষ্মীও পলাশবৃক্ষে কুসুমকোরক প্রদান-
 কুসুমোদগমঃ (কণ্ঠা) মধুলোলুপৈঃ আয়তপঙ্ক্তিভিঃ মধুকরৈঃ করিয়া অপূর্ণ শোভা বিধান করিলেন ॥ ৩০ ॥
 (করণৈঃ) বকুলম্ (বকুলবৃক্ষম্) আবুলম্ অকরোৎ ॥ ৩০ ॥
 শিশিরাপগমপ্রিয়া কিংশুকৈ উপহিতং মুকুলজালং মদ-যাপিত-লজ্জয়া (অপজ্জয়া) প্রমদয়া প্রণয়িনী উপহিতং নখক্ষতমণ্ডনং ইব অশোভত ॥ ৩১ ॥
 ব্রণশুরপ্রমদাধরদুঃসহং জঘন-নির্ব্বিষয়ীকৃত-মেখলং হিমং রবিঃ তাবৎ অশেষং (যথা তথা) অপহিতুং ন অলং খলু, (কিন্তু) বিরলং কৃতবান্ ॥ ৩২ ॥
 অভিনয়ান্ পরিচেষ্টুম্ উদ্ধতা ইব (হিতা) মলয়মারুত কম্পিত-পল্লবা সকলিকা সহকারলতা কলিকামজিতামপি মনঃ অমদয়ং ॥ ৩৩ ॥
 সুরভিগন্ধিস্তু কুসুমিতাস্তু বনরাজিস্থ অন্তর্ভূতভিঃ (কোকিলাভিঃ) প্রথমম্ উদীরিতাঃ মিতাঃ গিরঃ প্রবিরলাঃ মুগ্ধবধুকথাঃ ইব শুভ্রবিরে ॥ ৩৪ ॥
 শ্রুতিসুখ-ভ্রমর-স্বন-গীতয়ঃ কুসুম-কোমল-দন্তকচৈঃ উপ-
 বনান্তলতাঃ পবনহতৈঃ কিসলয়ৈঃ সলয়ৈঃ পাণিভিঃ ইব বভূঃ ॥ ৩৫ ॥
বঙ্গভাষ্য।—সুন্দরী বিলাসিনীদিগের মুগ্ধ-মদিরায় সেচনে
 অচিরে বকুল-পুষ্প বিকশিত হইল এবং ঝাঁকে ঝাঁকে
 মধুলোলুপ ভ্রমরের দল আশ্রিয়া সেই মদগন্ধি বকুলবীথিকা
 আবুল করিয়া তুলিল ॥ ৩০ ॥
 যেমন কোনো মদমত্তা কামিনী লজ্জা-পরিহারপূর্ব্বক
 প্রিয়ভক্তের অঙ্গ নখাঘাত-জনিত শোহিত-চাহে প্রকাশিত

করে, তরুণ বসন্তলক্ষ্মীও পলাশবৃক্ষে কুসুমকোরক প্রদান-
 করিয়া অপূর্ণ শোভা বিধান করিলেন ॥ ৩০ ॥
 শীত-ঋতুতে কামিনীগণের অধরোষ্ঠে প্রিয়ভক্ত-কৃত দশন-
 ক্ষত অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং শীতল মেখলাদাম পরিধানে
 প্রতিরোধক হয় বলিয়া, দিবাকর কৃপাপূর্ব্বক তুষারবষণ
 অনেকটা নন্দীভূত করিয়া আনিলেও একেবারে নিঃশেষ
 করিতে পারিলেন না ॥ ৩২ ॥
 বস্তুর মূহমুহ মলয়-সমীরণে সহকারলতার অরুণ
 পল্লবনিচয় কম্পিত হইতে লাগিল।—মনে হইল, সহকার-
 লতিকা দিবৎ-মুকুলিত মঞ্জরীদামে বিভূষিত হইয়া বৃক্ষি
 নানাপ্রকার নৃত্যাভিনয় শিক্ষা করিতেছে। তাহার ভ্রমর-
 কার সেই নর্ত্তনদর্শনে, রাগধ্বনি-বিমুক্ত পরম সাধুর হৃদয়ও
 বিক্ষুব্ধ না হইয়া যায় না ॥ ৩৩ ॥
 নববসন্ত-প্রারম্ভে কুসুমিত সুগন্ধি বনরাজিতে কোকিলার
 শৈত্যজড বক্রে অতি অল্প ও অল্প আলাপ ক্রম হওয়ায়
 নবোত্তম মুগ্ধা বধুর মুখের অল্প ও পরিমিত মধুর কথা
 মনে পড়িতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥
 উপবনের ভতিকারাজি মনোহর ভ্রমর-গুঞ্জনজলে গান
 করিতেছে। অচির-প্রাকৃতিক কুসুমাবলী তাহাদের দন্তের
 ত্রায় শোভা পাইতেছে এবং তাহাদের অভিনবোদ্ভিন্ন
 পল্লবগুচ্ছ বায়ুতরে প্রকম্পিত হইতেছে। লতাবধূদিগের
 এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ দর্শনে মনে হইতেছে, বৃক্ষি তারার
 নর্ত্তকীর ত্রায় অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

ললিতবিভ্রমবন্ধ-বিচক্ষণং সুরভি-গন্ধপরাঙ্জিত-কেশরম্ ।
 পতিম্ নিবিবিস্তমধুমঙ্গলাঃ সুরসং রসধণ্ডনবর্জিতম্ ॥ ৩৬
 শুভুভিরে স্মিতচাকুরতরাননাঃ স্ত্রিয় ইব শ্লথ-শিঞ্জিতমেখলাঃ ।
 বিকচ-তামরসা গৃহদীর্ঘিকা মদ-কলোদকলোল-বিহঙ্গমাঃ ॥ ৩৭ ।
 উপযযৌ তনুতাং মধুখণ্ডিতা হিমকরোদয়পাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ ।
 সদশ্মিষ্ঠ-সমাগমনিব তিঃ বনিতয়ানিতয়া রজনীবধুঃ ॥ ৩৮ ।
 অপতুষারতয়া বিশদ-প্রভৈঃ সুরত-সঙ্গ-পরিশ্রম-নাদিভিঃ ।
 কুসুমচাপমতেজয়দংশুভিহিমকরো মকরোজ্জিত-কেতনম্ ॥ ৩৯ ।
 হতছতাশনদীপ্তি বনশ্রিয়ঃ প্রতিনিধিঃ কনকভরণশ্চ যৎ ।
 যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতং তদলকে দলকেন্দ্রপেশলম্ ॥ ৪০ ।

অর্থঃ—অঙ্গনাঃ ললিত-বিভ্রম-বন্ধ-বিচক্ষণং সুরভি-গন্ধ-পরাঙ্জিত-কেশরং সুরসং মধুং (মধুং) পতিম্ (বিবরে) রসধণ্ডন-বর্জিতং (যথা তথা) নিবিবিস্তঃ (পতিভিঃ সহ পদ্যঃ) ॥ ৩৬ ॥

বিকচ-তামরসাঃ মদকলোদকলোল-বিহঙ্গমাঃ গৃহ-দীর্ঘিকাঃ স্মিত-চাকুরতরাননাঃ শ্লথশিঞ্জিত-মেখলাঃ স্ত্রিয়ঃ ইব শুভুভিরে ॥ ৩৭ ॥

মধুখণ্ডিতা হিমকরোদয়-পাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ রজনীবধুঃ ইষ্ট-সমাগমনিবৃতিম্ অনিতয়া (ন ইত্যপ্যাপ্রাপ্তয়া, অপ্যাপ্রাপ্তয়া) বনিতয়া সদৃশং তনুতাং উপযযৌ ॥ ৩৮ ॥

হিমকরঃ অপতুষারতয়া বিশদ-প্রভৈঃ সুরত-সঙ্গ-পরিশ্রম-নাদিভিঃ অংশুভিঃ মকরোজ্জিত-কেতনং কুসুম-চাপম্ অতেজয়ং ॥ ৩৯ ॥

হতছতাশনদীপ্তি যৎ কুসুমং বনশ্রিয়ঃ কনকভরণশ্চ প্রতিনিধিঃ (অভূৎ), দল-কেন্দ্র-পেশলম্ আহিতং তৎ কুসুমং যুবতয়ঃ দলকে দধুঃ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থঃ—প্রমদাগণ, নানাবিধ ললিত বিলাস-সন্তোগাদির সম্পাদক সুগন্ধি বকুল-কুসুম হইতেও সৌগন্ধময়, বাগনার

উদীপক, সুবাস-স্ব প্রিয়তমের সহিত সেবন করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

গৃহদীর্ঘিকার অভয় কমল প্রসুতিত হইল। মদমত্ত জহর বিহঙ্গম-গণ নানাপ্রকার মধুর অব্যক্তধ্বনি করিতে করিতে বিচরণে প্রবৃত্ত হইল, দীর্ঘিকা মেখলাবিমণ্ডিতা স্মিত-বদন কামিনীরা ত্রায় শোভা ধারণ করিল ॥ ৩৭ ॥

রাত্রিরূপ বধু প্রিয়-সমাগম-সুখে বঞ্চিতা নারিকার ত্রায়, বসন্তের দ্বারা ক্রমে কৃশতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং শীতাত্তর উদয়ে উহার মুখকান্তি, (অর্থাৎ স্বজনীর প্রণয়প্রণয়) পাণ্ডুর্গ ধারণ করিল ॥ ৩৮ ॥

হিম-নিশ্চুক্ত শশাঙ্কের নিখিল কিরণজালে বিলাসী নিখনের স্পৃহণীয় সন্তোগ-শ্রম বিদূরিত হইল এবং তাহাদের স্মরণল দিগন্তরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥

যুবারির সংযোগে প্রজ্বলিত হতাশনের ত্রায়, উপবনের কাণ্ড জল জল করিয়া দীপ্ত পাইতে লাগিল। বসন্ত-প্রমোদ-মত্ত-যুবভাগের চূর্ণকুন্তলে, অস্থিরচিত্ত কামিবৃন্দ, উপবন-শ্রীর স্বর্ণালঙ্কারতুল্য সুসুমার কর্ণিকারকুমুদ পরাইয়া দিল ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যঃ—এই কাব্যের “বন্ধ” বলিয়া কালিদাস সন্তোগ-ব্যাপারের কাণ্ডপন্ন প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছেন। “ব্যানভ, কার্পদ, হরিব্রজম, ধোহক, কাবপদ, সুর্য, বেণুবিদ্যাক, সুর-চক্র, নাগ-পাশক” প্রভৃতি চুরাশি প্রকার ঘটনা স্বীপুত্রের সন্তোগ-বিষয়ে “ভিরহস্ত”, “নিগমকল্পম” এবং “কামরত্নাদি তন্ত্রে” উক্ত হইয়াছে। ইহা অব্যাখ্যেয় ॥ ৩৬ ॥

অলিভিরঞ্জন-বিন্দুমনোহরৈঃ কুসুমপঙ্ক্তিনিপাতিভিরঙ্কিতঃ ।
 ন খলু শোভয়তি স্ব বনস্থলীং ন তিলকস্থলকঃ প্রমদামিব ॥ ৪১ ॥
 অমদয়ন্ মধুগন্ধসনাথয়া কিসলয়াধরসঙ্গতয় মনঃ ।
 কুসুম-সমুত্তয়া নবমল্লিকা স্মিতরুচা তকচাকবিলাসিনী ॥ ৪২ ॥
 অরুণরাগ-নিষেধিভিরংগুৈকৈঃ শ্রবণ-লরু-পদৈশ্চ যবাকুরৈঃ ।
 পরভূতাবিকটৈশ্চ বিলাসিনঃ স্মরবলৈরবলৈকরসঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥
 উপচিভাবয়বা শুচিভিঃ কণৈরলিকদম্বকযোগমুপেয়বী ।
 সদৃশ-কাণ্ডিরলক্ষ্যাত মঞ্জরী তিলকজালক-জালক-মৌক্তিকৈঃ ॥ ৪৪ ॥
 ধ্বজপটং মদনস্ত ধনুভূতশ্ছবিকর মুখচূর্ণমুতুশ্রিয়ঃ ।
 কুসুমকেশররেণুমলিব্রজঃ সপবনোপবনোপিতমদয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
 অন্তভবন্নবদোলমুতুংসব পটুংপি প্রিয়কল্প-জিহ্বক্ষয়া ।
 অনরাদাসনরজ্জুপরিগ্রহে ভুজলতাং জলত মলজানঃ ॥ ৪৬ ॥

অর্থঃ—অঞ্জন-বিন্দু-মনোহরৈঃ কুসুম-পঙ্ক্ত-
 নিপাতিভিঃ অলিভিঃ অঙ্কিতঃ তিলকঃ (তিলক-নামা বৃক্ষঃ)
 বনস্থলীং তিলকঃ (বিশেষঃ) প্রমদামিব ন শোভয়তি
 অ—(ইতি) ন খলু (শোভয়তি এব) ॥ ৪১ ॥

তকচাকবিলাসিনী নবমল্লিকা মধুগন্ধ-সনাথয়া কিসলয়া-
 ধর-সঙ্গতয়া কুসুম-সমুত্তয়া স্মিতরুচা (পশুভাং) মনঃ
 অমদয়ৎ ॥ ৪২ ॥

বিলাসিনঃ অরুণরাগ-নিষেধিভিঃ অংগুৈকৈঃ (অঙ্গুৈঃ ,
 শ্রবণ-লরু-পদৈঃ যবাকুরৈঃ চ, পরভূত-বিকটৈঃ চ স্মরবলৈঃ—
 (কান-সৈন্তৈঃ) অবলৈকরসঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥

শুচিভিঃ কণৈঃ উপাচিভাবয়বা অলিকদম্বকযোগমু-
 টপেয়বী তিলকজা মঞ্জরী অলক-জালক-মৌক্তিকৈঃ সদৃশ-
 কান্তিঃ অলক্ষ্যত ॥ ৪৪ ॥

ভলিব্রজঃ ধনুভূতঃ মদনস্ত ধ্বজপটম্ ঋতুশ্রিয়ঃ ছবিকরঃ
 মুখচূর্ণঃ সপবনোপবনোপিতঃ কুসুম-কেশর-রেণুঃ অমদয়ঃ
 (অমদয়ন্ত) ॥ ৪৫ ॥

নব-দোলম্ ঋতুংসবম্ অমুতবন্ অবলাজনঃ পটুঃ অপি
 প্রিয়কল্প-জিহ্বক্ষয়া আসন-রজ্জু-পরিগ্রহে ভুজলতাং জলতাম্
 (জড়তাং) অনয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থঃ—ভ্রমর-পঙ্ক্তি তিলক-পুষ্পোপরি নিপতিত
 হওয়ায়, বনস্থলী-বিমণ্ডিত বনস্থলী তিলকভূষিতা প্রমদার
 স্থায় শোভা ধারণ করিল ॥ ৪১ ॥

যেমন চাকাবলাসিনী যুবতী প্রিয়তমকে আসব-গন্ধ-
 মধুঃ অধর দান করে এবং মন্দ মন্দ মনোহর হাসির দ্বারা
 তাহার চিত্ত-প্রিয় জন্মায়, ওহেন নবমল্লিকা লতা তাহার
 কিসলয়প অধরে কুসুমস্তবকরূপ শুভ হাস্তের দ্বারা আশ্রয়-
 তরুকে বিনোদিত করিতে লাগিল। তদর্শনে পথিকগণের
 পথান্ত চিত্তবিন উপস্থিত হইল ॥ ৪২ ॥

কামিনীগণের বালাতপতুল্য অরুণবর্ণ কুসুম-রঞ্জিত বসন,
 বর্ণাপিত যাদুধর এবং কোকিলাকুলের কলকলনি প্রভৃতি
 কামোদ্দীপক কামৈশ্বর্যগণের শুভ্রনে বিলাসীদিগের হৃদয়
 বিলাসিনীবৃন্দের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল ॥ ৪৩ ॥

খেতপরাগ-চিত্রিত তিলকমঞ্জরীতে ভ্রমরপঙ্ক্তি আসিয়া
 বসায়, কামিনীগণের কেশ-কলাপ মুক্তাজালে বিমণ্ডিত হইলে
 যেমন শোভা হয়, সেইরূপ অপূর্ণ শোভা হইল ॥ ৪৪ ॥

বিশ্ববিজয়ী ধনুর্ধর মদনের বিজয়পতাকা স্বরূপ এবং বসন্ত-
 লক্ষ্মীর শোভাজনক মুখচূর্ণঃ কুসুম-রেণু-পটল সমীপভরে
 উড্ডীন হইতে লাগিল এবং ভ্রমরপঙ্ক্তি সেই রেণুর অমুসরণ
 করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৫ ॥

অবলাগণ দোলাহরণে সুমিগুণ হইয়াও, বসন্তোৎসব-
 কালে অভিনব দোলায় আরোহণপূর্বক প্রিয়ভ্রমের কণ্ঠ
 আলিঙ্গনের অভিলাষে স্থায় আসনরজ্জু গ্রহণের সময়ে
 ভুজলতা শিথিল করিয়াছিল। যেন তাহাদের বাহতে আর
 বল নাই ॥ ৪৬ ॥

তাজত মানমলং বত বিগ্রহৈর্ন পুনরেতি গতং চতুরং বয়ঃ ।
 পরভূতাভিরিতীং নিবেদিতে স্মরমতে রমতে স্ম বধূজনঃ ॥ ৪৭ ॥
 অথ যথাস্থমার্তবসুংসবং সমুভূয় বিলাসবতী-সখঃ ।
 নরপতিশ্চকমে মৃগয়ারতিং স মধুমন্মধুমন্মথসন্নিভঃ ॥ ৪৮ ॥
 পরিচয়ং চললক্ষ্যনিপাতনে ভয়রূপোশ্চ তদিস্তিত-বোধনম্ ।
 শ্রমজয়াং প্রপুণাং চ করোতাসৌ তনুমতোহনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ ॥ ৪৯ ॥
 মৃগবনোপগমক্ষমবেষভূদ্বি-বিপুলকণ্ঠ-নিযুক্ত-শরাসনঃ ।
 গগনমশ্বখুরোদ্ধতরেণুভিন্ন-সবিতা স বিতানমিবাকরোং ॥ ৫০ ॥

অঙ্কন।—বত (অগ্নি) (অজনাঃ) মানং তাজত, বিগ্রহৈঃ
 অলং গতং চতুরং বয়ঃ (যৌবনং) পুনঃ ন এতি,—
 ইতি স্মরমতে পরভূতাভিঃ নিবেদিতে (সতি) ইব বধূজনঃ
 রমতে স্ম ॥ ৪৭ ॥

অথ মধুমৎ-মধু-মন্মথ-সন্নিভঃ সঃ নরপতিঃ বিলাসবতীসখঃ
 (সন্) আৰ্ত্তবসু উৎসবং যথাস্থং সমুভূয় মৃগয়ারতিং চকমে ॥ ৪৮ ॥
 অসৌ (মৃগয়া) চল-লক্ষ্য-নিপাতনে পরিচয়ং করোতি, ভয়-
 রূপোঃ তদিস্তিত-বোধনং চ (করোতি), তনুং শ্রম-জয়াং প্রপুণাং
 চ (করোতি), অতঃ (সঃ রাজা) সচিবৈঃ অনুমতঃ (সন্) যযৌ ॥ ৪৯ ॥

মৃগ-বনোপগমক্ষমবেষভূদ্বি-বিপুল-কণ্ঠ-নিযুক্ত-শরাসনঃ
 নৃ-সবিতা সঃ (দশরথঃ) অশ্বখুরোদ্ধতরেণুভিঃ গগনং
 বিতানং (তুচ্ছং, অলক্ষ্যং), (অথবা) গগনং সবিতানম্
 (স-চক্রাভ্যম্) ইব অকরোং ॥ ৫০ ॥

বক্তাবলী।—“মানিগণ! আর কেন? নান পরিত্যাগ
 কর. কেন বুধা কলহ? ভুলিও না যে, উপভোগক্ষম এই
 ছন্দ্রস্ত নবীন যৌবন বড়ই চঞ্চল, একবার গেলে আদ
 ফিরিবে না।”—মুখর কোকিলাবন্দ তাহাদের কমনীয় কণ্ঠে

কুহলধ্বনি করিয়া যেন মদনদেবের এই উপদেশবাণী শুনাইতে
 লাগিল, আর মানিনীরাও অমান স্ব-স্ব দুর্জয় মান ভঞ্
 করিয়া তৃপ্তিত প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর মধুদৈত্যনাশী বিষ্ণুর ত্রায় পরাক্রান্ত, দুঃসুখাকর
 বসন্তের ত্রায় নানাতুষ্ণগমিভ ও কন্যপের ত্রায় মনোজ্ঞ-কান্তি
 রাজা দশরথ বিলাসিনীদিগের সহিত পুরোক্ত প্রকারে বসন্ত-
 বিহার করিয়া মৃগয়া-বিহারে সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৮ ॥

নবীন নরপতি রাজা দশরথ, মৃগয়াগমনে প্রবীণ-সচিব-
 দিগের অভিযুক্ত ক্রিয়ার করিলে, তাহার প্রসন্নহৃদয়ে অনু-
 মোদন করিলেন; কেন না, মৃগয়ায় চঞ্চল লক্ষ্যভেদে অভ্যাস
 জন্মে, ভয়ান্ত পশুগণের ভয়ক্রোধজনিত ইন্দ্রিত ও অজ্ঞতার
 বিশিষ্ট জ্ঞান হয় এবং শ্রম-সহিষ্ণুতা নিবন্ধন দেহ লঘু অর্থাৎ
 হালকা হয়। রাজা স্বীয় রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

মহারাজ দশরথ মৃগয়া-যাত্রাকালে বনগননোচিত
 বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া মাংসল কণ্ঠদেশে শরাসন
 স্থাপনপূর্বক অশ্বখুরোদ্ধত ধূলিপটলে আকাশমার্গ
 আচ্ছাদিত করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন ॥ ৫০ ॥

ভাষণার্থ্য।—সুঘবশ যে কালিদাসের পরিণত বয়সের লিখিত কাব্য—এই কবিতাটি তাহার অত্যন্ত প্রমাণ।
 তরুণ বয়সে—উদ্যম অবস্থায় এ চিন্তা মনুষ্যের মনে বড় উদ্ভিত হয় না; উদ্ভিত হইবার অবসরই পায় না। প্রবৃত্তি-মদিরাজনিত
 ভোগোন্মাদের সময়ে এ সব তত্ত্বকথা হৃদয়ে স্থান পায় না। জীবনের জমাৎরচে যখন দৃষ্টি পড়ে, তখনই এই সকল হিসাব-
 নিকাশের দিকে চাহিয়া মানুষ শিহরিয়া উঠে ॥ ৪৭ ॥

এই কবিতায় দেখিতেছি, “বিলাসবতী-সখ” রাজা দশরথ বসন্ত বিহার শেষ করিয়া—মৃগয়া করিতে বাসনা করিলেন।
 ইতিপূর্বে, দিলীপ, রঘু এবং অত্র—এই তিন জন রাজার সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি। এক্ষণে দশরথের পরিচয়
 পাইলাম। এই তিন জন এবং দশরথ—ইহার মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সুধাবংশীয় নরপতিগণের এ পর্য্যন্ত
 কোনরূপ ভোগভুগার পরিচয় পাই নাই। দশরথের এই সন্তোষ-বৃত্তান্ত বর্ণনে, কালিদাস, অতি সতর্কহৃদে দশরথ-চরিত্রের
 একটা দিক্ একটু দেখাইয়া দিলেন। এই দিকটো বৃষ্টিদশরথের একটু দুর্বল ছিল এবং এই দুর্বলতার ক্ষুদ্র অবলম্বন
 করিয়াই বৃষ্টি ভরুণী মহারাজী বৃদ্ধ নৃপতির উপর একটু অস্তিমাত্রায় আধিপত্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

গ্রথিতমৌলিরসৌ বনমালায়া তরুপলাশসবর্ণতমুচ্ছদঃ ।
 তুরগবল্গনচঞ্চল-কুণ্ডলো বিররুচে ররুচেষ্টিতভূমিষু ॥ ৫১ ॥
 তমুলতাবিনিবেশিতবিগ্রহা ভ্রমরসংক্রমিতেক্ষণবৃত্তয়ঃ ।
 দদন্তুরক্ষনি তং শ্বর্নদেবতাঃ সুনয়নং নন্দনন্দিত-কোসলম্ ॥ ৫২ ॥
 শ্বগণি-বাণুরিকৈঃ প্রথমাস্থিতঃ বাপগতানলদন্ত্য বিবেশ সঃ ।
 স্থির-তুরঙ্গমভূমি নিপানবন্মৃগবয়োগবয়োগচিতং বনম্ ॥ ৫৩ ॥
 অথ নভস্য ইব ত্রিদশাযুধং কনকপিঙ্গ-তড়িদ্গুণ-সংযুতম্ ।
 ধনুর্ধ্বিজ্যমনাধিরূপাদদে নরবরো রবরোযিত-কেশরী ॥ ৫৪ ॥

অর্থঃ ।—বনমালায়া গ্রথিত-মৌলিঃ তরুপলাশ-সবর্ণ-তমু-
 চ্ছদঃ তুরগবল্গন-চঞ্চল-কুণ্ডলঃ অশৌ (দশরথঃ) ররুচেষ্টিত-
 ভূমিষু বিকরুচে ॥ ৫১ ॥

তমুলতাবিনিবেশিত-বিগ্রহাঃ ভ্রমরসংক্রমিতেক্ষণ-বৃত্তয়ঃ
 বনদেবতাঃ সুনয়নং নন্দ-নন্দিত কোসলং তং (দশরথম্) অধনি
 নদন্তঃ ॥ ৫২ ॥

সঃ (দশরথঃ) শ্ব-গণি-বাণুরিকৈঃ প্রথমাস্থিতং
 বাপগতানলদন্ত্য স্থির-তুরঙ্গম-ভূমি নিপানবন্মৃগ-বয়োগ-বয়োগ-
 পচিতং বনং বিবেশ ॥ ৫৩ ॥

অর্থ অনাবিঃ রবরোযিত-কেশরী (সঃ নরবরঃ), কনক-
 পিঙ্গ-তড়িদ্গুণ-সংযুতং ত্রিদশাযুধং নভস্যঃ (ভাদ্রপদমাসঃ)
 ইব অধিজ্যং ধনুঃ উপাদদে ॥ ৫৪ ॥

বস্ত্রাদিঃ ।—নরনাথ বনমালায় কেশপাশ গ্রথিত করিয়া
 পখাদির দৃষ্টি এড়াইবার জন্য বৃক্ষপত্রবৎ হরিষণ কবচে
 কলেবর আবৃত করিলেন। দ্রুতগামী তুরঙ্গমের গতি-সম্মুখে
 তাঁহার কর্ণের কুণ্ডলযুগল আন্দোলিত হইতেছিল।—
 এইরূপে তিনি গিয়া রুরুমৃগের সঞ্চার-ভূমিতে বিচরণ
 করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যার্থ্য ।—নবম সর্গে প্রথম হইতে চুয়ায় শ্লোক পৰ্য্যন্ত কালিদাস যমক নামক শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ
 করিয়াছেন। মহাকাব্য লিখিতে গেলে, অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাদ্বারা, নানা ইন্দ্র, নানা অলঙ্কার প্রভৃতির প্রয়োগ
 আবশ্যক। কবি সেই প্রাচীন-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে একপ্রকার বাধ্য। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অলৌকিক কবিত্বশক্তির
 পর্যাপ্ত ক্ষুরণ হইয়াছে—বালিলে সত্যের বধ্যাদা রক্ষা হয় না। শব্দের অত্যন্ত বাধাবোধের মধ্যে পড়িয়া কবির
 চির-নবীন কল্পনামূল্য যেন তেমন স্বৈরচারে পদবিশ্রাস করিতে পারেন নাই। এই যমকাবলীর প্রয়োগে কালিদাসের
 যমক-প্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার বরদাত্তা স্বাধীনতার অঙ্গসৌভবের কোনো অতিরিক্ত উৎকর্ষ
 সাধিত হয় নাই ॥ ১-৫৪ ॥

বনচারি রাজার চতুর্দিকে কুমুমিত লতাসমূহে চঞ্চল
 ভ্রমর-পঙ্ক্তি বিরাজ করিতেছিল,—তদর্শনে মনে হইল,
 বনদেবতারাই সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতিকায় নিজ নিজ
 দেহ সন্নিবেশিত করিয়া, বৃষি, অমররূপ নয়নের দ্বারা
 প্রচ্ছন্নভাবে সেই লোকপাবন ও নয়নরঞ্জন কোসল-মুপ্তিকে
 নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ৫২ ॥

এইরূপে তিনি ক্রমশঃ দাবানলবিহীন, দম্যভয়শূন্য এবং
 মৃগ-পক্ষি-গবয় সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক
 দেখিলেন, তথায় অশ্বপক্ষরণযোগ্য সুদৃঢ় ভূভাগ ও জলপূর্ণ
 কৃপালি বিঘ্নমান রহিয়াছে এবং পূর্বে হইতেই তাঁহার
 অশ্বচর “বনগ্রাহী” ব্যক্তির কুকুর ও জাল লইয়া তথায়
 উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

তৎপরে, ভাদ্রমাস যেমন কাঞ্চনের ছায় পিঙ্গলবর্ণ
 তড়িভের ছিলাবৃত্ত ইজ্ঞামু ধারণ করে, তদ্রূপ মহারাজ
 দশরথ স্বীয় কোদণ্ডে ছিলা সংযোগপূর্বক শরাসন গ্রহণ
 করিলেন। তদীয় শরাসনের নির্যোমে বনাস্তবাসী
 কেশরী-সকল ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া গাত্র কম্পন
 করিল ॥ ৫৪ ॥

তস্য স্তন-প্রণয়িভিমুহুরেশাবৈবাহত্মানহরিণীগমনং পুরস্তাৎ ।

আবিবভূব কুশগভমুখং যুগাণাং যুখং তদগ্রসর-গর্বিত-কৃষ্ণ-সারম্ ॥ ৫৫ ॥

তৎ প্রার্থিতং ভবনবাজিগতেন রাজ্ঞা তৃণীমুখোদ্ধ তশরেন বিলীর্ণ-পঙক্তি ।

শ্রামীচকার বনমাকুলদৃষ্টি-পাঠৈবাতেরিতোৎপল-দল-প্রকটৈরিবাতৈঃ ॥ ৫৬ ॥

লক্ষ্মীকৃতস্য হরিণস্য হরিপ্রভাবঃ প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীং বাবধায় দেহম্ ।

আকর্ণকৃষ্টমপি কামিতয়া স পদ্যী বাণং কুপামুহুমনাঃ প্রতিসংজ্ঞহার ॥ ৫৭ ॥

অর্থঃ—স্তন-প্রণয়িভিঃ এণ-শাবৈঃ মুহুঃ ব্যাহত্মান-হরিণীগমনং কুশগভমুখং তদগ্রসর-গর্বিত-কৃষ্ণ-সারং যুগাণাং যুখং তস্য (কুশগভমুখং) পুরস্তাৎ আবিবভূব ॥ ৫৫ ॥

ভবন-বাজি-গতেন তৃণীমুখোদ্ধ ত-শরেন রাজ্ঞা (দশংথেন) প্রার্থিতং (অভিযাতং, অনুসৃতং, অন্তঃপ্রব) বিলীর্ণ-পঙক্তি তৎ (যুগযুগম্) (কর্ক) আদৈঃ আকুল-দৃষ্টি-পাঠৈঃ বাতেরিতোৎপল-দল-প্রকটৈঃ ইব বনং শ্রামীচকার ॥ ৫৬ ॥

হরি-প্রভাবঃ পদ্যী সঃ (নৃপঃ) লক্ষ্মী-কৃতস্য হরিণস্য দেহং বাবধায় স্থিতাং সহচরীং প্রেক্ষ্য কামিতয়া কুপামুহুমনাঃ (সন্) আকর্ণকৃষ্টমপি বাণং প্রতিসংজ্ঞহার ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গানুবাদঃ—এমন সময়ে একদল বহু হরিণ আসিয়া যুগ্মায়ত রাজার পুরোভাগে উপস্থিত হইল। তাহারা তখনও কুশকবল চর্ষণ করিতেছিল এবং শুভ্রপায়ী যুগ-শাবকগণ অগ্রসর হইয়া হরিণাদিগের পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইতেছিল ॥ ৫৫ ॥

ক্রতুগামা অশ্বে আরোহণ পূর্বক রাজা দশরথ তৃণীর হইতে বাণ গ্রহণ করিয়া যেমন তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, অমনি হরিণ সকল দল ভঙ্গ করিয়া যে যে দিকে পারে, সত্তরদৃষ্টিতে চাইতে চাইতে পলাইল। তাহাদের চঞ্চল ও সজল নয়ন-পঙক্তি বাতেরিত ও বারিসিক্ত উৎপল-দলের দ্যায় শোভা পাইল এবং সমগ্র বনভূমি চকিতে যেন শ্রামবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৫৬ ॥

দেবেন্দ্রবৎ পরাক্রান্ত রাজা একটি হরিণকে লক্ষ্য করিয়া শর-সন্ধান করিলেন। তদ্বশনে প্রাণেশ্বরের প্রাণ-রক্ষার্থ, ভাড়াভাড়ি আসিয়া হরিণী স্বদেহের দ্বারা প্রিয়তম হরিণের দেহ অন্তরাল করিয়া দাঁড়াইল। দশরথের প্রেমময় হৃদয় তাহা দেখিয়া বিগলিত হইল। তাহার প্রণয়-প্রবণ চিত্ত আর তিনি হির রাখিতে পারিলেন না; তিনি শুষ্ক-কণাৎ আকর্ণকৃষ্ট ধনুর্ভাণ শিথিল করিয়া বাণ প্রতিসংহার করিলেন ॥ ৫৭ ॥

ভাষ্যপরিচয়ঃ—কোমল-হৃদয় দশরথ যুগ্মায়ত করিতে গিয়াও কোমলতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। যুগ্মায়কারী যদি লক্ষ্মীকৃত-শরব্য বাণক্ষেপে কোনো কারণে বাধাপ্রাপ্ত হন কিংবা শরব্যই যদি কোনো উপায়ে সেই অব্যর্থ-সন্ধান বধকর্তার নিশিত বাণ ব্যর্থ করিতে পারে, তবে তাহাতে যুগ্মায়কারীর অশেষ এবং অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। তিনি কিন্তু প্রায় হইয়া উঠেন। কিন্তু দশরথের হৃদয় এতই কোমল ছিল যে, তিনি লক্ষ্মীকৃত যুগ্মকে বাণ-বদ্ধ করিতে করিতেও করেন নাই। কল্পণ চিত্তে তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। বাণবেদ্যগুণ হরিণকে নিহতপ্রায় দেখিয়া যেমন কাতর-প্রাণা হরিণী আসিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল, অমনি কুপ-বরষ রাজা সেই হরিণ-দম্পতীকে মুক্তি দিলেন। এমন প্রণয়ে ব্যাভাত করিতে প্রণয়ী দশরথের প্রবৃত্তি হইল না। কবিচূড়ানবি ধীরে ধীরে রাজ-হৃদয়ের একটি স্তর ঘুবাঁইয়া ফিরাইয়া গাঠকদিগকে দেখাইতেছেন ॥ ৫৭ ॥

বাণক্ষেপোত্তর দশরথের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণভয়ে আকুল হইয়া যুগ ছুটিতেছে; পলায়মান যুগের সেই তর-চকিত নয়ন-দর্শনে রাজার হৃদয়ে তদীয় যুগাকী মহিবীর চঞ্চল নয়ন ভাসিয়া উঠিল। শিথিল-হৃদয়—নয়নাধ আর সে যুগ হনন করিতে পারিলেন না। এতই কোমল তাহার অন্তঃকরণ।

কালিদাস বহির্জগতের প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য যেমন ভ্রম ভ্রম করিয়া নিজে দেখিতেন, অপরকেও দেখাইতেন। অর্জুগতের অনুগম সৌন্দর্য্যরাশিও তদ্রূপ পুষ্পাশুপুষ্পরূপে নিজে দেখিতেন, অন্তকেও দেখাইতেন। মহারাজ দশরথের হৃদয়-বৃত্তি যে কিরূপ মুহু, কৌশল নবনীতবৎ কোমল ছিল, তাহা কবি, উপরি-স্মৃত ঐ দুইটি (৫৭, ৫৮) চিত্রের দ্বারা অতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিলেন। হৃদয়ে এতাদৃশ মুহুরের অতিপ্রভাব পরাক্রান্ত নৃপতির পক্ষে প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু

তস্ত্রাপরেষপি যুগেযু শরান্ মুমুক্ষো: কর্ণাস্তমেত্য বিভিদ্বে নিবিড়োহপি মুষ্টি:।
 ত্রাসাতিমাত্রচটুলৈ: স্মরত: স্মনৈত্রৈ: প্রৌঢ়প্রিয়ানয়ন-বিক্রম-চেষ্টিতানি ॥ ৫৮ ॥
 উত্তম্বু য: সপদি পঙ্কলপঙ্কমধ্যাং মুস্তাপ্ররোহকবলাবয়বাহুকীর্ণম্।
 জগ্রাহ স ক্রতবরাহকুলস্ত মার্গং সুব্যক্তমার্জপদপঙ্ক্তিভিরায়তাভি: ॥ ৫৯ ॥
 তং বাহনাদবনতোত্তরকায়মীষদ্বিধ্যন্তুমুদৃত-সটা: প্রতিহন্তুমীষু:।
 নাস্থানমস্ত্র বিবিদ্ধ: সহসা বরাহা বৃক্ষেষু বিদ্ধমিযুভিজঘনাশ্রয়েষু ॥ ৬০ ॥

অর্থঃ—ত্রাসাতিমাত্রচটুলৈ: স্মনৈত্রৈ: (যুগাণাং) প্রৌঢ়প্রিয়ানয়নবিক্রম-চেষ্টিতানি স্মরত: অপরেষু অপি যুগেযু শরান্ মুমুক্ষো: ভ্যস্ত (নৃপস্ত) নিবিড়: অপি মুষ্টি: কর্ণাস্তমেত্য বিভিদ্বে (স্বয়মেব ভিত্তিতে স্ম,—কর্মকর্তরি লিট্) ॥ ৫৮ ॥

স: (নৃপ:) মুস্তাপ্ররোহ-কবলাবয়বাহুকীর্ণম্ আয়তাভি: মার্জ-পদপঙ্ক্তিভি: সুব্যক্তং সপদি পঙ্কল-পঙ্ক-মধ্যাং উত্তম্বুয: ক্রতবরাহ-কুলস্ত মার্গং জগ্রাহ (অহুসগার) ॥ ৫৯ ॥

বরাহা: বাহনাং দ্বয়ং অবনতোত্তরকায়ং বিধ্যন্তুং ভম (নৃপম্) উদ্বৃত-সটা: (সন্ত:) প্রতিহন্তুম্ দ্বয়: (ঐচ্ছন)। অস্ত্র ইযুভি: সহসা জঘনাশ্রয়েষু বৃক্ষেষু বিদ্ধম্ আস্থানং ন বিবিদ্ধ: ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থঃ—আবার এক দল হরিণ তাঁহার নয়নগোচর হইল, আর অমনিই তিনি তাহাদিগকে সংহার করিবার জন্য দৃঢ়-মুষ্টিতে ধক্কের ছিলা কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া বাণযোজনা করিলেন। প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া হরিণগণ সংহারকর্তার দিকে চাইতে লাগিল। তাহাদের সেই নিরীহ ও ভয়চঞ্চল আকর্ষণ-বিশ্রান্ত নয়ন দর্শনে স্বীয় প্রিয়তমার

বিলাস-লোল দৃষ্টি তাঁহার মনে পড়িল, তিনি আর বাশ্কেপ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দৃঢ়মুষ্টি আপনাই শিথিল হইয়া পড়িল। ধক্কবিদ্যায় একান্ত পারদর্শী ছিলেন বলিয়া মুক্ত-প্রায় বাণের তিনি প্রতিহিংসার করিতে সমর্থ হইলেন, নতুবা অন্তের পক্ষে ইহা অসম্ভব ॥ ৫৮ ॥

শুকপ্রায় পঙ্কিল জলাশয় হইতে উঠিয়া মুস্তাকবল চর্কণ করিতে করিতে কর্দ্দমাক্ত-দেহে বরাহগণ ছুটিয়াছে, তাহাদের পরিশ্রম-শিথিল মুখ হইতে স্রষ্ট মুত্তারানিতে বনপথ আকীর্ণ হইয়াছে। পলায়মান বরাহবৃন্দের আর্দ্র আয়ত ও সুস্পষ্ট পঙ্ক চিহ্ন দেখিতে দেখিতে তিনি তাহাদিগকে অহুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া অব্যর্থ-লক্ষ্য দশরথ, অথ হইতে দেহের পূর্বাধি দ্বয়ং ছেলাইয়া বরাহ-সমূহকে বাণ-বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, প্রতিহিংসা-প্রচণ্ড সেই বহুশুকরগুলিও, কণ্টকবৎ কঠোর কেসররাশি প্রকম্পিত করিয়া দশরথকে আক্রমণ করিতে উত্তত হইল। কিন্তু তৎপূর্বেই যে তাহাদের কটিদেশ ক্ষিপ্ৰহস্ত দশরথের বাণে বৃক্ষের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে, তাহা তাহারা আদৌ বুঝিতে পারে নাই ॥ ৬০ ॥

স্থল-বিশেষে ইহাতে অনেক কুফল ফলিয়া থাকে। এই অস্তিমুদ্র-রূপ রশ্মি আকর্ষণ করিয়াই কৈকেয়ী রাজ-হৃদয় অবনমিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্রকে নির্বাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোনো বিষয়েই অতিপ্রিয়তা ভাল নহে।

এই ৫৮ কবিতায় একটি ক্রিয়াপদ আছে—“বিভিদ্বে” আপনাই শিথিল হইল। কর্মকর্তরি বাচ্যে প্রয়োগ। হরিণের চকিত নয়নদর্পণে যেমন প্রেমসীর সতত চঞ্চল অক্ষিহ্রয় মানসদর্পণে ভাসিয়া উঠিল, অমনিই রাজার অজ্ঞাতসারে বেন তদীয় কর্ণাস্ত-কৃষ্ট দৃঢ় মুষ্টি আপনাই শিথিল হইয়া পড়িল। এস্থলেও দেখিতেছি—রাজা অপেক্ষা রাজহৃদয় বলবন্তর। অদূর ভবিষ্যতে দশরথের যে চিত্র কবি উপস্থাপিত করিবেন, এখন হইতেই তাহার পার্শ্ব-দৃশ্যাবলী (Back ground) প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৫৮ ॥

এই যুগ্ম-ব্যাপারের ৪৯, ৫০ গভূতি কবিতার চিত্রে শকুন্তলার যুগ্মসঙ্গী দুয়ন্তের ও হরিণ-বরাহ প্রভৃতির কথা মনে পড়ে ॥ ৪৯, ৫০ ॥

তেনাভিঘাত-রভসস্ত বিকৃষ্য পজ্জী বহুস্ত নেত্রবিবরে মহিষস্ত মুক্তঃ ।
 নির্ভিত্ত বিগ্রহমশোণিতলিপুপুজ্যস্তং পাতয়াং প্রথমমাস পপাত পশ্চাৎ ॥ ৬১ ॥
 প্রায়ো বিঘাণ-পরমোক্ষলুঘুস্তমাজান্ খড়্গাংশ্চকার নুপতির্নির্শিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ ।
 শৃঙ্গং স দৃপ্তবিনম্বাধিকৃতঃ পরেষামত্যাচ্ছিতং ন মমুষে ন তু দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৬২ ॥
 ব্যাভ্রানভীরভিমুখোৎপতিতান্ গুহাভ্যঃ ফল্লাসনাগ্রবিটপানিব বায়ুরুগ্গণান্ ।
 শিক্ষাবিশেষ-লঘুহস্ততয়া নিমেষাৎ তুণীচকার শর-পূরিতবক্ত্র-রক্ষান্ ॥ ৬৩ ॥
 নির্ধাতোগ্রৈঃ কুঞ্জ-লীনান্ জিঘাংসুর্জ্যা-নির্ঘোষৈঃ ক্ষোভয়ামাস সিংহান্ ।
 নুনং তেষামভ্যসূয়াপরোহভূদীর্ঘোদগ্রে রাজশব্দে যুগেষু ॥ ৬৪ ॥
 তান্ হৃদ্য গজ-কুল-বদ্ধ-তীত্রবৈরান্ কাকুৎস্থঃ কুটিল-নখাগ্র-লগ্নমুক্তান্ ।
 আত্মানং রণকৃতকর্মণাং গজানামানুগ্যং গতমিব মার্গগৈরমংস্ত ॥ ৬৫ ॥

অর্থঃ—অভিঘাতরভসস্ত বহুস্ত মহিষস্ত নেত্রবিবরে তেন (নূপেন) বিকৃষ্য মুক্তঃ পজ্জী বিগ্রহং নির্ভিত্ত অশোণিত-লিপুপুজ্যঃ (সন্) ভং (মহিষং) প্রথমং পাতয়ামাস, পশ্চাৎ (স্বয়ং) পপাত ॥ ৬১ ॥

‘নুপতিঃ (দশরথঃ) নির্শিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ (শরবিশেষৈঃ) খড়্গান্ (খড়্গ-নামকান্ যুগান্) প্রায়ো বিঘাণ-পরমোক্ষ-লুঘুস্তমাজান্ চকার । (কৃতঃ ?) —দৃপ্ত-বিনম্বাধিকৃতঃ সঃ (রাজা) পদেষাম্ অত্যাচ্ছিতং শৃঙ্গং (বিঘাণং প্রাধান্তং চ) ন মমুষে, দীর্ঘম্ আয়ুঃ তু (কিন্তু) ন মমুষে ইতি ন । (নমুষে এব) ॥ ৬২ ॥

অভীঃ (সঃ) গুহাভ্যঃ অভিমুখোৎপতিতান্ বায়ুরুগ্গণান্ ফল্লাসনাগ্রবিটপান্ ইব (হিতান্) শর-পূরিতবক্ত্র-রক্ষান্ ব্যাভ্রান্ শিক্ষা-বিশেষ-লঘুহস্ততয়া নিমেষাৎ তুণীচকার ॥ ৬৩ ॥

কুঞ্জ-লীনান্ সিংহান্ জিঘাংসুঃ (সঃ রাজা) নির্ধাতোগ্রৈঃ জ্যা-নির্ঘোষৈঃ ক্ষোভয়ামাস । তেষাং (সিংহানাম্) বীর্ঘোদগ্রে যুগেষু (বিষয়ে) রাজ-শব্দে (অসৌ রাজা) অভ্যসূয়া-পরঃ অকৃত্ব নুনম্ ॥ ৬৪ ॥

কাকুৎস্থঃ গজ-কুল-বদ্ধ-তীত্রবৈরান্ কুটিল-নখাগ্র-লগ্ন-মুক্তান্ তান্ (সিংহান্) মার্গগৈঃ (শরৈঃ) হৃদ্য আত্মানং রণ-কৃত-কর্মণাং গজানাম্ আনুগ্যং গতম্ ইব অমংস্ত ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থঃ—কোন এক বহু মহিষ দশরথকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি একত্রে বহুগে তাহার নেত্রবিবরে বাণ-ক্ষেপ করিলেন যে, ঐ ভ্রতগামী বাণ মহিষের দেহভেদপূর্বক প্রথম মহিষকে ভূমিশায়ী করিলেন, পশ্চাৎ নিজে পতিত হইল । অতঃ পরে গায়ে কিছুমাত্র ও রক্ত-চিহ্ন লাগিল না ॥ ৬১ ॥

রাজা দশরথ অতি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র-নামক অস্ত্র দ্বারা খড়্গ-নামক গণ্ডকমৃগদিগের শৃঙ্গচ্ছেদন করিয়া উহাদের মস্তক অভিশয় লঘু করিয়া দিলেন । সেই দুইটির শাসক ও শিষ্টের পালক নুপতি অস্ত্রের অর্থাৎ শরুগণের কোনরূপ উচ্চতা বা প্রাধান্তই সত্ত্ব করিতে পারিতেন না । নতুবা তাহাদের জীবনের প্রতি তিনি হিংসাপরায়ণ ছিলেন না ॥ ৬২ ॥

নির্ভীক রাজা দশরথকে গুহামধ্য হইতে ব্যাভ্রগণ আগিয়া আক্রমণ করিল । তিনিও অমনি বাণক্ষেপে অপূর্ব ক্ষিপ্র-হস্ততা নিবন্ধন, বায়ু-বিমর্দিত সজ্জন্তরুর শাখাগ্রের তায়, ভাঙ্গাধিককে নিমেষমধ্যে ভুতল-শায়ী করিয়া তাহাদের বদনবিবর একেবারে তুণীয়ে মত বাণপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর কুঞ্জমধ্য-শায়ী সিংহদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত রাজা স্বীয় ধনুর্গুণে বার বার ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ করিতে লাগিলেন । সেই দুঃসহ জ্যা-শব্দে কেশরীর দল অত্যন্ত সংকোভিত হইয়া উঠিল । দশরথের উৎসাহ-দর্শনে মনে হইল, তিনি যেন, সিংহদিগের “পশুরাজ” আখ্যায় অস্বাধিত হইয়াই তাহাদিগকে রণে আহ্বান করিতেছিলেন ॥ ৬৪ ॥

যুদ্ধের সময় করিষু রাজার অনেক উপকার করিয়া থাকে, আজ সেই করিষুয়ের প্রতাপকার-বাগনাভেই ককুৎস্থ-কুলভিলক দশরথ যেন, কুটিল-নখাগ্রে গজমুক্তা-ধারী গজরাজের কুন্তবিদারী চিরশত্রু সিংহদিগকে বিনাশ করিয়া সংগ্রাম-সহায় করীদিগের নিকটে কতকটা অশ্লীল হইলেন ॥ ৬৫ ॥

চমরান্ পরিতঃ প্রবর্তিতাশ্বঃ কচিদাকর্ণবিকৃষ্ট-ভল্লবর্ষী ।

নৃপতীনিব তান্ বিষোজ্য সত্ত্বঃ সিত-বাল-বাজনৈর্জগাম শান্তিম্ ॥ ৬৬ ॥

অপি তুরগ-সমীপাৎপতন্তঃ ময়ুরং ন স কচির-কলাপং বাণলক্ষীচকার ।

সপদি গতমনস্কচিত্রমাল্যানুকীর্ণে রতি-বিগলিত-বন্ধে কেশ-পাশে প্রিয়ায়াঃ ॥ ৬৭ ॥

তস্ত্য কর্কশবিহার-সম্ভবঃ শ্বেদমানন-বিলগ্ন-জালকম্ ।

আচচাম সতুবারশীকরো ভিন্নপল্লবপুটো বনানিলঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি বিশ্বত্যাত্মকরণীয়মানঃ সচিবাবলম্বিত-ধুরং ধরাধিপম্ ।

পরিবৃদ্ধ-রাগমম্বুদ্ধ-সেবয়া মৃগয়া জহার চতুরেব কামিনী ॥ ৬৯ ॥

অন্থয় ।—কচিৎ চমরান্ পরিতঃ প্রবর্তিতাশ্বঃ অকর্ণ-বিকৃষ্ট ভল্লবর্ষী (সঃ রাজা) নৃপতীন্ ইব তান্ (চমরান্) সিতবাল-বাজনৈঃ বিষোজ্য সত্ত্বঃ শান্তিঃ জগাম ॥ ৬৬ ॥

সঃ (নৃপঃ) তুরগ-সমীপাৎ উৎপতন্তম্ অপি কচির-কলাপং ময়ুরং, চিত্র-মাল্যানুকীর্ণে রতি-বিগলিত-বন্ধে প্রিয়ায়াঃ কেশপাশে সপদি গত-মনস্কঃ (সন্) ন বাণ-লক্ষীচকার ॥ ৬৭ ॥

কর্কশ-বিহার-সম্ভবম্ আনন-বিলগ্ন-জালকং তস্ত্য (নৃপত্ম) শ্বেদং সতুবার-শীকরঃ ভিন্নপল্লবপুটঃ বনানিলঃ আচচাম ॥ ৬৮ ॥

ইতি আত্মনঃ বিশ্বত্যাত্ম-করণীয়ং সচিবাবলম্বিতধুরম্ অম্বুদ্ধ-সেবয়া পরিবৃদ্ধ-রাগং (তং) ধরাধিপং মৃগয়া চতুরা কামিনী ইব জহার ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ ।—কোথাও মহাপতি চমরীগণের দিকে অথ ক্রিরাইয়া ধাবিত হইলেন এবং আকর্ণ-কৃষ্ট ভল্লাগ্র-ক্ষেপপূর্বক, প্রতিকূল নৃপতিদিগের হ্রায়, তাহাদিগকে চামরশূন্ত করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রক-রমণীয় কলাপ বিস্তারপূর্বক বনময়ূরগণ রাজার

অশ্বের চারিদিকে খেলিতে লাগিল, ছুটাছুটি করিতে লাগিল,—উড়িতে লাগিল । এমন সুযোগ পাইয়াও প্রেমিক রাজার আর তাহাদিগকে নিধন করা হইল না । কেন না, তাহাদের ঐ সুন্দর পুচ্ছরাশি দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে ভদীয় প্রিয়তমার নানাবর্ণের কুসুমদামে আকীর্ণ শ্রম-শিথিল কেশকলাপের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিল ॥ ৬৭ ॥

কঠোর মৃগয়া-বিহারের পরিশ্রমে নৃপতির বহনমণ্ডল শ্বেদ-জল-বিন্মুতে আপ্রুত হইয়াছিল । তুবারকণবাহী বনসমীর পল্লবপুট ভেদ করিয়া আসিয়া তাঁহার শ্রমজনিত ঘর্ম্মজাল বিদূরিত করিল ॥ ৬৮ ॥

এইভাবে মৃগয়া করিতে করিতে রাজা স্বীয় প্রাণান কর্তব্য রাজ্য-পালন একপ্রকার তুলিয়াই গেলেন । সচিবদিগের উপর যে রাজ্যের ভার সাময়িকভাবে অর্পণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আর মনে রহিল না । তিনি কর্তব্য-বিস্মৃত হইয়া মৃগয়ার উপর এতই অগ্ররক্ত হইলেন যে, চতুরা কামিনীর হ্রায় মৃগয়া যেন তাঁহাকে একেবারে শাইয়া বসিল ॥ ৬৯ ॥

ভাৎপর্ষ্য ।—শরাসনধারী-দশরথের সম্মুখেই পুচ্ছ-বিস্তারপূর্বক ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, তাহাদিগকে নিধন করা ত পরের কথা, তাহাদের সহস্র-চন্দ্রক-সুন্দর পুচ্ছ-ভার-দর্শনে, পরিভ্রমের স্পৃহণীয় আলোকে ভ্রাস্তাগত । আল্লাদ্রিস্ত-কুন্তলা প্রিয়তমার শিথিল কবরীর এবং কবরী-গলিত নানাবর্ণ কুসুমের মালা প্রভৃতি কত কি সজ্ঞাগের ছবিরাভার মনে জাগিয়া তাঁহাকে একান্ত বিমগ্ন করিয়া তুলিল । ময়ূর আর মারা হইল না । এ সমুদয় বর্ণনায় বুঝিতেছি যে, দশরথ-হৃদয় কি উপাধানে গঠিত । কোনো অবস্থাতেই তাহা যুদ্ধের—প্রাণের—মোহের হাত হইতে আত্মমোচন করিতে সমর্থ নহে । প্রাণ-বধের সময় বধবর্তার চিন্তে যে রসের আবির্ভাব আবশ্যক, মৃগয়া-রত দশরথের এই “গতমনস্কতা”—তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত । কবি—আরও একটু খুলিয়া ধরিয়া বৈবেকী-বল্লভ দশরথের হৃদয়ের আরও দুই একটি উন্নয় দেখাইয়া দিলেন ॥ ৬৭ ॥

কবি এই লোকে—দশরথের মূর্তির অভ্যন্তরভাগ যেন অতি সতর্কহৃদে ব্যবেচ্ছন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন । আমরা সেই ব্যবেচ্ছন অন্তর দেখের প্রত্যেক শিরা ধমনী বৈশিকা দেহিতে পাইতেছি এবং কোথায় কোন রক্তের স্রোত কি তাহা বহিতেছে, বুঝিতেছি । চতুরা কামিনী যেমন পুষ্করের অন্তরক্তের মাঝা বুঝিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে একেবারে ভগ্ন—

স ললিত-কুসুম-প্রবাল-শয্যাং জলিতমহৌষধীদীপিকা-সনাথাম্ ।

নরপতিরতিবাহয়ান্বভূব কটিদসমেত-পরিচ্ছদস্ত্রিয়ামাম্ ॥ ৭০ ॥

উষসি স গজযুথকর্ণতালৈঃ পটুপটহধ্বনিভিরিনীত-নিদ্রাং ।

অরমত মধুরাণি তত্র শৃণু বিহগ-বিকুজিতবন্দিমঙ্গলানি ॥ ৭১ ॥

অথ জাতু রুরোগৃহীতবত্সী বিপিনে পার্শ্বচরৈরলক্ষ্যমাণাঃ ।

শ্রমফেনমুচা তপস্বি-গাঢ়াং তমসাং প্রাপ নদীং তুরঙ্গমেণ ॥ ৭২ ॥

অঙ্কুর ।—সঃ নরপতিঃ ললিত-কুসুম-প্রবাল-শয্যাং জলিতমহৌষধীদীপিকা-সনাথং ত্রিয়ামাং কটিদসমেত-পরিচ্ছদঃ (সন) অভিবাহয়ান্বভূব ॥ ৭০ ॥

উষসি পটু-পটহ-ধ্বনিভিঃ গজ-যুথ-কর্ণতালৈঃ বিনীত-নিদ্রাং সঃ (নৃপঃ) তত্র (বনে) মধুরাণি বিহগ-কুজিতবন্দিমঙ্গলানি শৃণু অরমত ॥ ৭১ ॥

অথ জাতু (একদা) রুরোঃ গৃহীতবত্সী (সঃ দশরথঃ) বিপিনে পার্শ্বচরৈঃ অলক্ষ্যমাণাঃ (সন) শ্রমফেনমুচা তুরঙ্গমেণ তপস্বি-গাঢ়াং তমসাং নদীং প্রাপ ॥ ৭২ ॥

বহ্যার্থ ।—নিশ। আগত হইলে, নরনাথ রমণীয় সুকোমল পল্লব-বিরচিত শয্যায় একাকী শয়ন করিতেন ।

এজলিত ওষধি সকল মহারাজের প্রদীপের কাৰ্য্য করিত ॥ ৭০ ॥

রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা পটহ-শব্দের শ্রায় হস্তগণের বর্ষকালন-শব্দে জাগরিত হইতেন এবং স্তম্ভি-পাঠকগণের মঙ্গল-শ্রীত্বরূপ বিহঙ্গমগণের সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে পরম প্রীতলাভ করিতেন ॥ ৭১ ॥

তার পর এক দিন রাজা ব্রহ্মগণের পথ ধরিয়া নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন । অথের ক্রান্ত-গতি-নিবন্ধন অশুচর-বর্গের কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না । ক্রমে গিয়া রাজা তপস্বি-জন-সেবিত তমসা-নদীর তীরে উপনীত হইলেন । দীর্ঘ-পথ অতিক্রম করায় অশ্ব ফেন উল্লিঙ্গণ করিতে লাগিল ॥ ৭২ ॥

কামিনীময় করিয়া তোলে, পরে ক্রীড়-কন্দকের মত সেই পুরুষ নামধেয় প্রাণীটিকে লইয়া যথেষ্ট ব্যবহার, যথেষ্ট বিহার করে, মুগয়াও দশরথকে সেইরূপ করিয়া তুলিল । মুগয়াকারী সাজিয়া তিনি রাজার বস্ত্র্য তুলিয়া গেলেন । দিলীপ-রঘু-অজ্ঞের দেবস্পৃহণীয় পবিত্রে সিংহাসনের কথা বিস্মৃত হইলেন । ইহা তাঁহার চিন্তের ঘোর অংশতনের ছবি । তাঁহার কোমল হৃদয় অভ্যস্ত ভাব-প্রধান ছিল । সহজেই তিনি ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাগাইয়া দিতেন, কিন্তু সে স্রোতের প্রতিকূলে ফিরিয়া আসিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না । রাজ-রাজেশ্বর হইয়াও এ অংশে তিনি মুখা ললনার ছায় ছিলেন । ইহার কুফলও তাঁহাকেই পদে পদে ভোগ করিতে হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

ভমসা ।—এই তমসার তীরবনে এক দিন হিংসার অন্ধতঃসে আচ্ছন্ন হইয়া নির্দয় ব্যাধ ক্রোধমিত্থনের একতরকে বাণ-বিদ্ধ করিয়া জগতে করুণার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল । মর্তে সে উচ্চল শোবপ্রবাহ অমর শ্লোকে পরিণত হইয়া বাগদেবতার আসন টলাইয়াছিল । তিনি আসিয়া রোক্তমান আদিকবিকে ভয়ানকতা দান করিয়াছিলেন । আজ আবার সেই ভয়ানক বেষ্ট-লভায় ভয়ঃপূর্ণ ভীরে মুগয়া-মূঢ়-হৃদয় দশরথ শরাসন লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ।—স্থান-মাহাত্ম্যেই হউক, আর অদৃষ্টের দোষেই হউক, দশরথের বাণে অন্ধের যষ্টি অন্ধমানির পুত্র নিহত হইলেন । পিতামাতার সর্বনাশ হইল । দশরথের সর্বনাশ হইল, স্বর্ঘ্যবংশের অমল সৌধগাত্রে ধ্বংসের ছায়া পড়িল । ভমসা ! তুমি যেমনই স্থান, তেমনই ভীষণ ॥ ৭২ ॥

বিবরণ ।—ভমসা ।—ভমসা নামে তিনটি প্রাচীন নদীর স্থান পাওয়া যায় । ১মটি অযোধ্যা-প্রদেশে, ২য়টি মধ্যভারতের রেওয়া বা রেবা রাজ্যের মধ্যে, এবং ৩য়টি,—গড়োয়াল এবং ডেরাডুনের মধ্যে প্রবাহিত । ইহার মধ্যে ১মটিই বাস্তবিক প্রসিদ্ধ ভমসা । আদিকবির প্রথম জীবন এই তমসার তীরের সহিত নানাতাবে সংশ্লিষ্ট ছিল । এই ভমসা অযোধ্যার মাতৃকপিণী সরযু হইতে উৎপন্ন এবং আজিমগড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া “ভূগিয়ার” নিকটে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে । সরযুর উৎপত্তি-স্থানের ১২ মাইল পশ্চিমে তমসার উৎপত্তি । রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৪৬ অধ্যায়ে যে ২য় ভমসার কথা পাওয়া যায়, তাহা মধ্যভারতবর্তী রেবারাজ্যের অন্তর্গত এক পৃথক ভমসা ; মন্তপুরাণের ১১৪ অধ্যায়েও এই ২য় ভমসার উল্লেখ আছে । ভমসার বর্তমান বিকৃত নাম টংস বা Tons । N. L. D. pp 202. ॥ ৭২ ॥

কুস্তপূরণভবঃ পটুরুচ্চৈরুচ্চচার নিনদোহস্তসি তস্তাঃ ।

তত্র স দ্বিরদ-বৃংহিত-শঙ্কী শব্দ-পাতিনিমিষং বিসসজ্জ ॥ ৭৩ ॥

নূপতেঃ প্রতিষিদ্ধমেব তৎ কৃত্বান্ পতুঃকিরথো বিলজ্জ্য যৎ ।

অপথে পদমর্পয়ন্তি হি শ্রুতবস্তোহপি রজোনিমীলিতাঃ ॥ ৭৪ ॥

হা তাতেতি ক্রন্দিতমাকর্ষ্য বিষলস্তস্তাশ্চিয়ান্ বেতস-গূঢ়ং প্রভবং সঃ ।

শল্য-প্রোতং প্রেক্ষ্য স্কুস্তং মুনিপুত্রং তাপাদন্তঃশল্য ইবাসীৎ ক্ষিতিপোহপি ॥ ৭৫ ॥

অর্থঃ ।—তস্তাঃ (তমসারঃ) অস্তসি কুস্ত-পূরণভবঃ পটুঃ উচ্চৈঃ (গষ্ঠীরঃ) নিনদঃ উচ্চচার । তত্র (নিনদে) দ্বিরদ-বৃংহিত-শঙ্কী (সন্) সঃ (নূপঃ) শব্দ-পাতিনিমিষং বিসসজ্জ ॥ ৭৩ ॥

তৎ (কৰ্ম) নূপতেঃ প্রতিষিদ্ধম্ এব যৎ (এতৎ গজবধ-রূপং কৰ্ম) পতুঃকিরথঃ (দশরথঃ) বিলজ্জ্য (শাস্ত্রম্ উল্লজ্জ্য) কৃত্বান্ । (কতমেতৎ ?) শ্রুতবস্তঃ অপি রজো-নিমীলিতাঃ (সন্তঃ) অপথে পদম্ অর্পয়ন্তি হি ॥ ৭৪ ॥

হা তাত ।—ইতি ক্রন্দিতম্ আকর্ষ্য বিষলঃ (সন্) তস্ত (ক্রন্দিতস্ত) বেতস-গূঢ়ং প্রভবম্ অশ্চিয়ান্ শল্য-প্রোতং স্কুস্তং মুনিপুত্রং প্রেক্ষ্য সঃ ক্ষিতিপঃ অপি তাপাৎ অস্তঃ-শল্যঃ ইব আসীৎ ॥ ৭৫ ॥

বজ্রার্থ ।—উপস্থিত হইয়াই রাজা সেই ভমসার জলে একপ্রকার মধুর ও গষ্ঠীর শব্দ শুনিতে পাইলেন । তাঁহার

মনে হইল—কানো হস্তী হয় ত নির্জনে জলপান করিতেছে । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহা কাহার যেন কলস নিমজ্জনপূর্বক জল লইবার শব্দ । শব্দমাত্র শুনিয়াই করিভ্রমে, দশরথ এক শব্দ-ভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন । (সর্কনাশ হইল !) ॥ ৭৩ ॥

বহু হস্তী রাজাদিগের বধ করিতে নাই,—শাস্ত্রের এই নিষেধ-নিয়ম দশরথ জানিয়াও আজ উল্লঙ্ঘন করিলেন । হায়, রজোগুণে বিযুক্ত হইলে জ্ঞানিগণও অপথে পদাৰ্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥

অকস্মাৎ—“হা তাত !”—এইরূপ করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি রাজার কর্ণগোচর হইল । তিনি সেই ভমসাতটবস্ত্রী বেতসবন হইতে উখিত শব্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন,—এক ঋষিকুমার তাঁহার সেই শব্দভেদী বাণে বিদ্ধ হইয়াছে, শুদর্শনে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি নিজেই যেন বাণ-বিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

ভাঃপর্য্য ।—দশরথের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে । কোনরূপ ব্যসনের যে ব্যক্তি অধীন, তাহার যে গতি হয়, দশরথেরও সেই গতি হইল । ভ্রান্তিবশতঃ তিনি ঘোর অকর্ম করিয়া বসিলেন । রাজার হস্তী বধ করিতে নাই,—এ কথা তিনি জানিয়াও মোহবশে ভুলিয়া হস্তি-নিধন করিতে গিয়া ঋষিপুত্র-নিধন করিলেন । হস্তি-বধে যে অপকর্ম হইত, ভদ্রপেক্ষা সহস্রগুণ অপকর্ম্য অহুষ্ঠিত হইল । কুর্য্যের দম্ভরই এই । এক আনা করিতে গেলে হইয়া বসে বোল আনা । এ স্থলেও তাহাই হইল । তাই কবি, “তিনি অপথে পদাৰ্পণ করিলেন,—বলিয়াই তদীয় ভাবী জীবনের ধারা ইচ্ছিতে জানাইয়া দিলেন ॥ ৭৪ ॥

দশরথের শব্দভেদী বাণে বেতস-লতাবৃত্ত বালক সিদ্ধ যখন “হা তাত”—বলিয়া কানিয়া উঠিল, তখন ভমসাতটোখিত সেই আর্ন্তরবে, আদিকবি বাজীকির ভায়, স্বর্ধ্যবংশের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর হৃদয়ও ব্যথিত ব্যথায় কাঁপিয়া উঠিল । ইন্দ্রযতীর অলপভ্রমরূপে এবং পত্নীপ্রাণ অজের প্রারোপবেশনে অযোধ্যার রাজ-সংসারে যে অরজলের ছায়া পড়িয়াছিল, এবার দশরথকৃত এই ঋষি-পুত্র-বধে সেই ছায়া আরও গাঢ়তর হইল । বোঝা গেল যে, স্বর্ধ্যবংশের সুগঠিত, বিরাট প্রাসাদগায়ে অশ্বখ-প্ররোহ জন্মিয়াছে ও ক্রমে বাড়িতেছে । অজের শোকাশ্রুতগুণ সিংহাসনে সম্মল-নয়নে অভিষিক্ত হওয়াভেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, দশরথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নহে । এখন, এই ঘটনার আরও বোঝা গেল যে, দশরথ দূরদৃষ্ট, স্বর্ধ্যবংশের ভবিষ্যৎ সুখের নহে । জানে হউক,—অজ্ঞানে হউক, স্বর্ধ্যবংশীর নৃপতির কৰ্ম্মদোষে আজ পবিত্র কুলে পাপলক্ষ্য হইল ॥ ৭৫ ॥

তেনাবতীৰ্থ্য তুরগাং প্রতিভায়েন পৃষ্ঠাধ্বয়ঃ স জলকুণ্ডনিবন্ধ-দেহঃ ।
 তস্মৈ দ্বিজৈতরতপশ্বিসুতং স্বলন্তিরাশ্বানমক্ষর-পৃদৈঃ কথয়াবভূব ॥ ৭৬ ॥
 তচ্ছোদিতশ্চ তমহুত্ তশ্লাম্বেব পিত্রোঃ সকাশমবসন্ন-দৃশোনিমায় ।
 তাত্য্যৈ তথাগতমুপেত্য তমেকপুল্লমজ্ঞানতঃ স্বচরিতং নৃপতিঃ শশংস ॥ ৭৭ ॥
 তৌ দম্পতী বহু বিলপ্য শিশোঃ প্রহত্রী শল্যং নিখাতমুদহারয়তামুরন্তঃ ।
 সোহভূৎ পরাসুরথ ভূমিপতিং শশাপ হস্তার্পিঠৈর্নয়ন-বারিভিরেব বৃদ্ধঃ ॥ ৭৮ ॥
 দিষ্টান্তমাপ্ত্যতি ভবানপি পুত্রশোকাদন্ত্যো বয়স্তহমিবেতি তমুক্তবস্তম্ ।
 আক্রান্ত-পূর্বমিব বিবিধং ভূজঙ্গং প্রোবাচ কোসল-পতিঃ প্রথমাপরাদ্ধঃ ॥ ৭৯ ॥
 শাপোহপ্যদৃষ্ট-তনয়াননপদ্বশোভে সানুগ্রহো ভগবতা ময়ি পাতিতোহয়ম্ ।
 কৃপ্যাং দহনপি খলু ক্ষিতিমিহ্নেনেকো বীজ-প্ররোহ-জননীং জ্বলনঃ করোতি ॥ ৮০ ॥

অঙ্কুর ।—প্রতিভায়েন তেন (রাজা) তুরগাং অবতীৰ্থ্য
 পৃষ্ঠাধ্বয়ঃ জলকুণ্ড-নিবন্ধ-দেহঃ সঃ (মুনিপুত্রঃ) তস্মৈ
 (রাজ্যে) স্বলন্তিঃ অক্ষরপৃদৈঃ আশ্বানঃ দ্বিজৈতর-
 তপশ্বি-সুতং কথয়াবভূব ॥ ৭৬ ॥

তচ্ছোদিতঃ (সঃ নৃপতিঃ) অহুত-শল্যম্ এব ভম্ (মুনি-
 পুত্রম্) অবসন্ন-দৃশোঃ পিত্রোঃ সকাশং নিমায় । তথাগতম্
 (বেতসগুণম্) একপুল্লং তম্ উপেত্য অজ্ঞানতঃ স্বচরিতং
 তাত্য্যং শশংস চ ॥ ৭৭ ॥

তৌ দম্পতী বহু বিলপ্য শিশোঃ উরন্তঃ নিখাতং শল্যং
 প্রহত্রী (রাজা) উদহারয়তাম্ । সঃ (শিশুঃ) পরাসুর-ভূৎ ।
 অথ বৃদ্ধঃ (অহুমুনিঃ) হস্তার্পিষ্ঠ-নয়ন-বারিভিঃ এব ভূমিপতিং
 শশাপ ॥ ৭৮ ॥

(হে রাজন্ ।) ভবান্ অপি অন্ত্যো বয়সি অহম্ ইব
 পুত্রশোকাৎ দিষ্টান্তম্ (মরণম্) আপ্ত্যতি—ইত্যুক্তবস্তম্
 আক্রান্তপূর্বং মুক্তবিধং ভূজঙ্গম্ ইব (স্থিতং) তং (বৃদ্ধং প্রতি)
 প্রথমাপরাদ্ধঃ কোসলপতিঃ প্রোবাচ ॥ ৭৯ ॥

অদৃষ্ট-তনয়ানন-পদ্ব-শোভে ময়ি ভগবতা পাতিভঃ অয়ং
 শাপঃ অপি সানুগ্রহঃ । ইহ্নেনেকঃ জ্বলনঃ কৃপ্যাং ক্ষিতিং দহন্
 অপি বীজ প্ররোহ-জননীং করোতি ॥ ৮০ ॥

বক্তার্য ।—রাজা দশরথ যে বংশের সন্তান, কোনো
 অবস্থাতেই আত্মগোপন বা অপলাপ সেই প্রসিদ্ধ বংশের
 অবিরত ; তাই তিনি তৎকণাৎ অথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন
 মুনিকুমারের বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । ঋষিতনয় দারুণ
 শল্যাঘাতে মূৰ্ছপ্রাপ্ত হইয়া এবং জল-পূর্ণ-কুণ্ডের গায়ে ঘেহ

স্থাপিত করিয়া স্থলিত কর্তে কহিল—রাজন্ । আমি ব্রাহ্মণ
 নহি, বৈশ্রতাপসের পুত্র । ব্রহ্মহত্যা-তরে আপনি ভীত হইবেন
 না । সত্তর আমাকে আমার পিতার নিকট লইয়া চলুন ॥ ৭৬ ॥

ঋষিপুত্র-কর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হইয়া দশরথ সেই
 শল্যবিদ্ধ অবস্থাতেই তাঁহাকে এক মাতা-পিতার নিকটে
 লইয়া গিয়া কহিলেন,—আপনাদের এই একমাত্র পুত্র
 বেতসবনে আবৃত হইয়া কুণ্ডে জলপূর্ণ করিতেছিলেন, নী
 দেখিয়া, মাতঙ্গ-ক্রমে আমি ইহাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছি ॥ ৭৭ ॥

তচ্ছ বণে সেই শোকাক্ত ঋষিদম্পতী অত্যন্ত অক্লান্ত
 বিলাপ করিলেন এবং দশরথের দ্বারাই শিশুর বক্ষ হইতে
 বাণ উঠাইয়া ফেলিলেন । বালকও পঞ্চদ প্রাপ্ত হইল ;—
 তখন সেই পুত্রহীন অহুমুনি করপুটে নয়নজল-ধারণপূর্বক
 দশরথকে এই অভিসম্পাত করিলেন যে,— ॥ ৭৮ ॥

মহারাজ । বৃদ্ধবয়সে, আমারই মতন, আপনিও পুত্র-
 শোকে প্রাণ হারায়েছেন । ভূজঙ্গ পদাহত হইয়া দংশন দ্বারা বিধ
 উদ্ভারণ করিবার পর যেমন হয়, অভিশাপদাতা ঋষির ভবন-
 কার অবস্থাপ্ত ঠিক তদ্রূপ । দশরথের জীবনেও এই প্রেত-
 রাধ । তিনি অতি অল্পনয়নের সহিত ঋষিকে কহিলেন,— ॥ ৭৯ ॥

ভগবন্ । আপনার এই অভিশাপ আমার পক্ষে মহান্
 অগ্রগ্রহ বলিতে হইবে, কেন না, আমি এখনও পুত্রের মুখকল
 লক্ষণ করি নাই । দেব । ইহ্নাদি দ্বারা প্রজলিত জ্বল
 যেমন কর্ণপার্শ্ব ভূমিকে দগ্ধ করিলেও তদ্বারা ভূমির শস্ত্রোৎ-
 পাদিকা শক্তির বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, ঋষিভায়ে এই অভিশাপও
 তদ্রূপ আমার পক্ষে প্রথম অত্যদয়েরই কারণ হইল ॥ ৮০ ॥

ইথংগতে গতবৃণঃ কিময়ং বিধস্তাং বধ্যস্তবেত্যভিহিতো বসুধাধিপেন।
এধান্ হতাশনবতঃ স মুনির্যযাচে পুত্রঃ পরাস্মমুগন্তমনাঃ সদারঃ ॥ ৮১ ॥
প্রাপ্তামুগঃ সপদি শাসনমস্ত রাজা সম্প্রাপ্ত পাতকবিলুপ্তধৃতিনিবৃত্তঃ।
অকুর্নিবিষ্ট-পদমাশ্রয়বিনাশহেতুং শাপং দধজ্জলনমৌর্বমিবাস্থুরাশিঃ ॥ ৮২ ॥

ইতি নবমঃ সর্গঃ ।

অর্থঃ—ইথংগতে, বসুধাধিপেন গতবৃণঃ (অতঃ) বধ্যঃ অয়ং (জনঃ) কিং বিধস্তাম্—ইতি অভিহিতঃ সঃ মুনিঃ সস্তারঃ পরাস্মং পুত্রম্ অমুগন্তমনাঃ (সন্) হতাশনবতঃ এধান্ যযাচে ॥ ৮১ ॥

প্রাপ্তামুগঃ রাজা সপদি অস্ত (মুনেঃ) শাসনং সম্প্রাপ্ত পাতকবিলুপ্তধৃতিঃ (সন্) অকুর্নিবিষ্ট-পদম আশ্রয়বিনাশহেতুং শাপম্, অস্থুরাশিঃ ঔর্যং জলনম্ ইব দধৎ নিবৃত্তঃ (বনাৎ ইতি শেষঃ) ॥ ৮২ ॥

বক্তার্থঃ—যাহা ঘটিবার ঘটনাছে। এইক্ষণে আপনাব্য বধার্হ এবং নিষ্ঠুর-কর্ম্য এই দশরথের কি কর্তব্য,— আদেশ করুন, দশরথ এই কথা বলিলে, পত্নীকে লইয়া

অন্ধকুমারি মৃতপুত্রের অমুগামী হইতে অভিলষী হইয়া কহিলেন, রাজন্। আপনি কাষ্ঠ আহরণপূর্বক আমাদের গেল চিতাশয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করুন ॥ ৮১ ॥

ঋষিবধে একান্ত ব্যথিতহৃদয় দশরথ আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ আগত অমুচয়দিগের দ্বারা চিতা সজ্জিত করাইলেন। তৎপরে, পারাবার যেমন বাড়বাগ্নিকে হৃদয়ে পোষণ করে, তদ্রূপ সেই আশ্রয়-বিনাশহেতু বোর অভিশাপ হৃদয়ে ধারণ করিয়া অরণ্য হইতে স্তম্ভ-মনে দশরথ রাজ-ভবনে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৮২ ॥

ভাৎপর্য্য—একটা বিরাট অভিসম্পাতের তীব্র জ্বালা বন্ধ হইয়া, উজ্জান-বাতি-প্রস্ফুটিত অগ্নির জ্বালা, অজনকন দশরথ অরণ্য হইতে রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। বহিঃপ্রাপ্ত সমুদ্রের বন্ধ যেমন বাড়বানলে গুড়িয়া যায়, তাঁহার হৃদয় তদ্রূপ ভিতরে ভিতরে নিশি-দিন পুড়িতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

দশমঃ সর্গঃ

পৃথিবী শাসতত্ত্ব্য পাক-শাসন-তেজসঃ । কিঞ্চিদুনমনূর্দ্ধেঃ শরদামযুতং যযৌ ॥ ১ ॥
 ন চোপলেভে পূর্বেষামৃগনির্গোক্ষ-সাধনম্ । সুতাভিধানং স জ্যোতিঃ সচঃ শোকতমোহপহম্ ॥ ২ ॥
 অতিষ্ঠং প্রত্যয়্যাপেক্ষ-সন্ততিঃ স চিরং নৃপঃ । প্রাণ্ণমহাদনভিব্যক্ত-রক্তোৎপত্তিরিবার্ণবঃ ॥ ৩ ॥
 ঋগ্যশ্জাদয়স্তস্য সন্তঃ সন্তান-কাজ্জিগ্ণঃ । আরেভিরে জিতাঘ্নানঃ পুত্রীয়ামিষ্টিমুহুজিঃ ॥ ৪ ॥
 তস্মিন্‌বসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতা হরিম্ । অভিজগ্মু নিদাঘার্থাচ্ছার্যবৃক্ষমিবান্ধগাঃ ॥ ৫ ॥
 তে চ প্রাপুরুদম্বন্তং বুবেধে চাদিপুরুষঃ । অব্যাক্ষেপে ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্য্যসিদ্ধেহি লক্ষণম্ ॥ ৬ ॥

অর্থঃ—পৃথিবী শাসতঃ পাকশাসনভেজসঃ সাধন হৃদয়ের সকল দুঃখের নিবারক পুত্ররূপ ভেজোময় রক্তের অনূর্দ্ধেঃ তস্য (দশরথঃ) কিঞ্চিদুন শরদাম্ (বৎসরগাম্) সন্দর্শন পাইলেন না ॥ ২ ॥
 অযুতং (দশহস্তং) যযৌ ॥ ১ ॥
 সঃ (দশরথঃ) পূর্বেষামৃগ-নির্গোক্ষ-সাধনং সচঃ শোক-ভমোহপহং সুতাভিধানং জ্যোতিঃ ন উপলেভে চ ॥ ২ ॥
 প্রত্যয়্যাপেক্ষ-সন্ততিঃ সঃ নৃপঃ মহাৎ প্রাক্ অনভিব্যক্ত-রক্তোৎপত্তিঃ অর্ণব ইব চিরম্ অতিষ্ঠং ॥ ৩ ॥
 ঋগ্যশ্জাদয়ঃ ঋজিভঃ জিতাঘ্নানঃ সন্তঃ সন্তান-কাজ্জিগ্ণঃ তস্য দশরথস্য পুত্রীয়াম্ ইষ্টিম্ আরেভিরে ॥ ৪ ॥
 তস্মিন্‌ অবসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতাঃ (সন্তঃ) নিদাঘার্থাঃ অন্ধগাঃ ছার্যবৃক্ষম্ ইব হরিম্ অভিজগ্মুঃ ॥ ৫ ॥
 তে (দেবাঃ) চ উদম্বন্তং প্রাপুঃ, আদিপুরুষঃ চ বুবেধে ।
 ভবাহিক-অব্যাক্ষেপঃ ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্য্য-সিদ্ধেঃ লক্ষণং হি ॥ ৬ ॥
বক্তব্যঃ—ইন্দ্রের হ্রায় তেজস্বী, অনন্ত-সমুদ্ভূতসম্পন্ন রাজা দশরথ অতিশয় হওয়ার পর দশ হাজার বৎসর প্রবল প্রভাবে রাজ্য করিয়াছেন ॥ ১ ॥
 কিন্তু এতদিনের মধ্যেও রাজা পিতৃঋণমোচনের প্রধান

সন্তানের উৎপত্তি নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কারণের অপেক্ষিত, মনে করিয়া তিনি মহনের পূর্বে অপ্রকাশিত-রক্ত রক্তাকরের হ্রায় কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥
 অনন্তর ঋগ্যশ্জ-প্রভৃতি জিভেন্দ্রিয় ঋষিগণ সন্তান-কামী নৃপতির সন্তানোৎপত্তির মানসে পুত্রোপ-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥
 এদিকে ঠিক ঐ সময়েই, রক্ষোবাজ রাবণ কর্তৃক নানা ভাবে বিভূষিত দেবগণ, গ্রীষ্মের প্রথম তাপ-ক্লান্ত পথিক-বৃন্দ যেমন ছায়াপ্রধান গুহর আশ্রয়ে যায়, তদ্রূপ কীরোদ-শায়ী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৫ ॥
 দেববৃন্দও যেমন সাগর-সকাশে উপস্থিত হইলেন, বিষ্ণুরও ঠিক সেই সময়ে যোগনিদ্রার অবসান হইল। এই কাকতালীর ব্যাপারে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, দেবগণের মনোরথ স্থগিত হইবে; কেন না, এইপ্রকার আশু-কারিতা ভাবী কার্য্য-সিদ্ধির প্রধান শুভ লক্ষণ ॥ ৬ ॥

ভাৎপর্য্য—অতিশয় দশরথ প্রায় দশহাজার বৎসর অপ্রহিতপ্রভাবে রাজত্ব করিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার কোনো সন্তান-সন্ততি জন্মিল না। কোসল-সাত্রাজ্যের ভ্রূবী অধিপতির অভাব-চিন্তায় মধ্যে মধ্যে কোমল-হৃদয় দশরথ বিমনা হইয়া পড়েন। চারি দিক শূন্য, অন্ধকারময় মনে হয়। দশরথ মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের হ্রায় প্রশান্ত ও গভীরভাবে ধারণ করেন। কালিদাস জীব-হৃদয়ের প্রত্যেক শিরামণী কৈশিকা পর্য্যন্ত এত সূক্ষ্মভাবে চিনিতেন যে, কখন কোম্ শিরায় কি রক্ত প্রবাহিত-হয়, হৃদয়ের কোন্‌ প্রান্তে কখন কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তিনি অভিজ্ঞ শারীরভূতবিদের হ্রায়, নিপুণ জ্যোতির্বিদের হ্রায় বুঝিতে পারিতেন। সংসারের সর্বপ্রধান আকর্ষণ অপত্য। কালিদাস, যখনই অবসর পাইয়াছেন, তখনই সেই “ঐকর্ষী” দ্বারা তাঁহার সামাজিকগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছেন ॥ ২—৩ ॥
 অত্যাচারী রাবণ কর্তৃক একান্ত বিভূষিত হইয়া, প্রতিকার-বাগনায় দেবগণ কীরোদ-শয়ন-স্থায়ী বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। সমবেত সুরগণ বর্ষ-বননা জাপ করিয়া সেই জলশায়ী বিশ্বরূপের কন্ত শুভ করিলেন। সে কন্তের কুলনা নাই। সেই “সবিহাঙ্গনবধ্যবতী” “সবিনয়গণ” “কনক-কুণ্ডলিনী” ও “কনক-কুণ্ডলিনী” পুরুষাত্মক আমরা মহাবীর কল্লনাঙ্গপে

ভোগি-ভোগাসনাসীনঃ দদৃশুঃ দিবোকসঃ । তৎফণামণ্ডলোদর্জিমণিছোতিবিগ্রহম্ ॥ ৭ ॥
 শ্রিয়ঃ পদ্ম-নিষঙ্গায়াঃ ক্ষৌমান্তরিতমেখলে । অন্ধে নিক্ষিপ্ত-চরণমাস্তীর্ণকরণপল্লবে ॥ ৮ ॥
 প্রবুদ্ধ-পুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাং শুকম্ । দিবসং শারদমিব প্রারম্ভ-সুখ-দর্শনম্ ॥ ৯ ॥
 প্রভানুলিপ্ত-শ্রীবৎসং লক্ষ্মী-বিভ্রম-দর্পণম্ । কৌন্তভাখ্যমপাং সারং বিভ্রাণং বৃহত্তোরসা ॥ ১০ ॥
 বাহুভিবিটপাকারৈদিব্যভরণভূষিতৈঃ । আবিস্কৃতমপাং মধ্যে পারিজাতমিষাপরম্ ॥ ১১ ॥
 দৈত্যাস্ত্রীগণুলেখানাং মদরাগ-বিলোপিভিঃ । হেতিভিশ্চেতনাবহিত্তিকদীরিত-জয়-স্বনম্ ॥ ১২ ॥
 মুক্তশেষবিরোধেন কুলিশত্রণলক্ষণা । উপস্থিতং প্রোঞ্জলিনা বিনীতেন গুরুভ্রাতা ॥ ১৩ ॥

।—দিবোকসঃ ভোগি-ভোগাসনাসীনঃ তৎফণা-
 মণ্ডলোদর্জিমণিছোতিবিগ্রহং তং (হরিং) দদৃশুঃ ॥ ৭ ॥

(কীদৃশং হরিম্ ?) পদ্ম-নিষঙ্গায়াঃ শ্রিয়ঃ ক্ষৌমান্তরিত-
 মেখলে আস্তীর্ণকরণপল্লবে অন্ধে নিক্ষিপ্ত-চরণম্ ॥ ৮ ॥

(তথা) প্রবুদ্ধ-পুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপ-নিভাং শুকম্ প্রারম্ভ-
 সুখ-দর্শনং শারদং দিবসম্ ইব (হিতম্) ॥ ৯ ॥

(তথা) প্রভানুলিপ্ত-শ্রীবৎসং, লক্ষ্মী-বিভ্রম-দর্পণং কৌন্তভা-
 খ্যম্ অপাং সারং (জলময়ং মণিং) বৃহত্তা উরসা
 বিভ্রাণম্ ॥ ১০ ॥

(তথা) বিটপাকারৈঃ দিব্যভরণ-ভূষিতৈঃ বাহুভিঃ
 (উপলক্ষিতং), (অতএব) অপাং মধ্যে আবিস্কৃতম্ অপরং
 পারিজাতম্ ইব (হিতম্) ॥ ১১ ॥

(তথা) দৈত্য-স্ত্রী-গণুলেখানাং মদ-রাগ-বিলোপিভিঃ
 চেতনাবহিঃ হেতিভিঃ (স্মদর্শনাদিভিঃ শব্দৈঃ) উদীরিত-জয়-
 স্বনম্ ॥ ১২ ॥

(তথা) মুক্ত-শেষ-বিরোধেন কুলিশ-ত্রণ-লক্ষণা প্রোঞ্জলিনা
 বিনীতেন গুরুভ্রাতা উপস্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—অবরুদ্ধ সেই যোগনিদ্রোথিত ভগবান্
 নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন,—তাহারা দেখিলেন—
 অনন্ত-নাগের বিস্তৃত ফণার স্ককোমলসিংহাসনে তিনি শয়ান।
 আর ফণার মণ্ডলাকার মণি-প্রভায় তাহার সর্কাদ
 উদ্ভাসিত ;— ৭ ॥

দেখিলেন—তাহার পদ-প্রান্তে কমলদলের উপর
 যোগময়া লক্ষ্মী উপবিষ্ট, আর তাহার মেখলার কঠোর
 স্পর্শে পাছে পতিভগবানের পদকমলে ব্যথা লাগে, তাই লক্ষ্মী
 পরিহিত্ত ক্ষৌম-বসনের দ্বারা মেখলা ঢাকিয়া, কোলের

উপর তাহার রাতুল করপল্লবের পাতিল্লা আহেন, আর
 তাহারই উপর ভগবানের ত্রিলোক-কাম্য চরণযুগল
 স্থাপিত ;— ৮ ॥

দেখিলেন—যোগি-জনের নয়ন-তর্পণ ও সুখ-দর্শন সেই
 প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণের পরিধানে বালারূপে মনোজ
 পীত-বসন। বালাতপরূপ-বসন-সম্বিত নয়নরঞ্জন শরৎকালীন
 প্রাতঃকালের তায়, তাহার তদানীন্তন শোভায় প্রাণ জুড়াইয়া
 যায় ॥ ৯ ॥

দেখিলেন—তাহার বিশালবক্ষঃস্থলে কমলার বিলাস-
 দর্পণ-স্বরূপ রত্নাকরের সায়ভূত কৌন্তভমণি শোভা পাই-
 তেছে এবং সেই জলময় মণির অমল প্রভায়, নারায়ণের
 বক্ষঃস্থিত দক্ষিণাবর্ত গুরুবর্ণ রোমরাজিরূপ শ্রীবৎসচিহ্ন উদ্-
 ভাসিত হইতেছে ;— ১০ ॥

দেখিলেন,—সেই দিব্যপুরুষের আজ্ঞাসু-লিখিত বিটপ-
 কার ভ্রূমচতুষ্টয় বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, দেখিলে মনে হয়,
 —জলবিগর্ভে বৃক্ষি আর একটি পারিজাত তরু আবিস্কৃত
 হইয়াছে ;— ১১ ॥

দেখিলেন—অসুর-নিহন বিষ্ণুর যে সময় অস্ত্র
 অসুরকুলের বিনাশ-সাধন-পূর্বক তদীয় বিধামিনী অজনা-
 দিগের গণস্থল হইতে চিরদিনের মত মদরাগ বিলুপ্ত করিয়া-
 ছিল, সেই স্মদর্শন-চক্রে প্রভৃতি সজীব অস্ত্রাবলী উচ্চৈঃস্বরে
 নারায়ণের গুণ করিতেছে ॥ ১২ ॥

দেখিলেন,—কুলিশত্রগাঙ্কিত-কার বিনতানন্দন গুরু
 স্থান-মাহাত্ম্যে বাসুকির সহিত চিরবিরোধ পরিত্যাগপূর্বক
 সেই আদিপুরুষের সমীপে কৃতাজলিপটে ও বিনীতভাবে
 দাঁড়াইয়া তাহার উপলিঙ্গা করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

একবার ঐতিহাসিক দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি ; সেই “কিরীটী” “হারী” “হিংগ-বপুঃ” ও “শম-চক্রে-হারী” নারায়ণের
 ঐতিহাসিক আমরা মহাবীর কবিতাক্ষে একবার নিরীক্ষণ করিয়া যত্ন ও পবিত্র হইয়াছি ; আর আজ আবার সেই পীতবসন

যোগ-নিদ্রাস্ত-বিশদৈঃ পাবনৈরবলোকনৈঃ । ভৃগাদীনমুগৃহুস্তং সৌখ-শায়নিকানুযীন ॥ ১৪ ॥
 প্রণিপত্য সুরাস্তম্ শময়িত্রে সুরদ্বিধাম্ । অধৈনং তুষ্টবুঃ স্তুতামবাঙ্মনস-গোচরম্ ॥ ১৫ ॥
 নমো বিশ্বসৃজে পূৰ্বং বিশ্বং তদমু বিব্রতে । অথ বিশ্বস্ত সংহত্রে তুভ্যং ত্রেধান্বিতাশ্বনে ॥ ১৬ ॥
 রসাস্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যং পয়োহশ্বশুভে । দেশে দেশে গুণেষেবমবস্থাস্তমবিক্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
 অমেয়ো মিতলোকস্তমনর্থী প্রার্থনাবহঃ । অজিতো জিহ্মুরত্যন্তমব্যাক্তো ব্যক্তকারণম্ ॥ ১৮ ॥
 হৃদয়স্থমনাসন্নমকামং হাং তপস্বিনম্ । দয়ালুমনস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিহুঃ ॥ ১৯ ॥
 সর্বজ্ঞস্তমবিজ্ঞাতঃ সর্বায়োনিস্তমাত্মভূঃ । সর্বপ্রভুরনীশস্তমেকস্তং সর্বরূপ-ভাক ॥ ২০ ॥

অঙ্কন।—(৩৮) যোগ-নিদ্রাস্ত-বিশদৈঃ পাবনৈঃ অব-
 লোকনৈঃ সৌখ-শায়নিকান্ ভৃগাদীনানুযীন অমুগৃহুস্তম্ ॥ ১৪ ॥
 অথ সুরাঃ সুরদ্বিধাং শময়িত্রে তস্মৈ প্রণিপত্য স্তুতাম
 অবাস্তনসগোচরং (তম্) এনং তুষ্টবুঃ ॥ ১৫ ॥

পূৰ্বং বিশ্বসৃজে, তদমু বিশ্বং বিব্রতে, অথ বিশ্বস্ত সংহত্রে
 —(এবং) ত্রেধান্বিতাশ্বনে তুভ্যং নমঃ ॥ ১৬ ॥

এক-রসং দিব্যং পয়ঃ দেশে দেশে রসাস্তরাণি যথা
 অশুভে, এবং অবিক্রিয়ঃ হং গুণেষু অবস্থাঃ (অশুভে) ॥ ১৭ ॥

(হে দেব !) তম্ অমেয়ঃ (সন্নপি) মিতলোকঃ, অনর্থী
 (সন্নপি) প্রার্থনাবহঃ, অজিতঃ (সন্নপি) জিহ্মুঃ, অত্যন্তম্
 অব্যক্তঃ (সন্নপি) ব্যক্ত-কারণম্ (অসি) ॥ ১৮ ॥

(হে দেব !) হাং হৃদয়স্থম্ (অপি) অনাসন্নম, অকামং
 (অপি) তপস্বিনং, দয়ালুং (অপি) অনস্পৃষ্টং, পুরাণং
 (অপি) অজরং বিহুঃ (পুরাবিদঃ) ॥ ১৯ ॥

(হে দেব !) হং সর্বজ্ঞঃ (সন্নপি) অবিজ্ঞাতঃ (অসি), হং
 সর্বায়োনিঃ (সন্নপি) আত্মভূঃ অসি), হং সর্বপ্রভুঃ
 (সন্নপি) অনীশঃ (অসি), তম্ একঃ (সন্নপি) সর্বরূপভাক
 (অসি) ॥ ২০ ॥

বক্তার্য।—দেখিলেন,—ভৃগুপ্রভৃতি যে সমুদয় ঋষি
 সেই সনাতন পুরুষোত্তমকে “সুখ-শয়ন” অর্থাৎ যোগ-
 নিদ্রার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন, নারায়ণ
 নিদ্রাবসানে পবিত্র ও প্রসন্ন দৃষ্টিপাত দ্বারা তাঁহাদিগকে
 অমুগৃহীত করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর সেই বাক্য ও মনেরও অগোচর অনুর-নিহতা
 বিহুকে প্রণামপূর্বক দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষকে মহাকবির সঙ্গীতদর্পণে দেখিতেছি, রসাকরের অন্তর্নিহিত অনন্ত-শব্দায় শরান দেখিয়া কৃতকৃত্য
 হইতেছি । এমন মনোজ্ঞ বর্ণন অনাধ-কল্পিতুল্যের মধ্যে কালিদাস-হাড়া আর কেহই করিতে পায়েন নাই । এই অপূর্ণ

দেব ! তুমি প্রথমতঃ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পরে
 তুমিই ইহার পালন করিতেছ । আবার তুমিই ইহার সংহার
 করিবে,—অতএব সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—এই তিনই তোমাকে
 বিত্তমান ; স্তুতরাং তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক,
 তোমাকে প্রণাম ॥ ১৬ ॥

তগবন্ । যেমন আকাশ-পতিত দিব্যজল একমাত্র মধুর-
 রসবিশিষ্ট হইলেও দেশভেদে তাহার ভিন্ন ভিন্ন আশ্বাদ হইয়া
 থাকে, তজপ তুমিও অদ্বিতীয় হইয়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই গুণ-
 ত্রয়ভেদে তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

দেব ! তুমি স্বয়ং অসীম অথচ সকল সৃষ্ট পদার্থের
 তুমিই সীমা নির্দেশ করিতেছ । তোমার নিজের কোনো
 কামনা নাই, কিন্তু ভক্তের কামনা তুমিই পূরাইয়া থাক । তুমি
 স্বয়ং সত্ত্ব জ্ঞান-মৌল, অথচ তোমার বিজ্ঞেতা কেহ নাই । তুমি
 স্বয়ং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়াও স্থল জগতের সৃষ্টিকর্তা ॥ ১৮ ॥

তুমি সকলের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করিতেছ, অথচ
 কেহই তোমাকে দেখিতে পায় না । তুমি নিষ্কাম হইয়াও
 কঠোর তপস্তায় রত । দয়াময় । তুমি সর্বজীবের দুঃখ দূর
 করিতেছ বটে, কিন্তু সজ্জিদানন্দস্বরূপ তুমি সর্বদা জর-
 মরণাদি-ক্লেশ-শূন্য ! তুমি আদিতম পুরুষ, অথচ নির্বিকার
 নির্জয় । তোমার অলৌকিক মহিমা ॥ ১৯ ॥

করণায়ম্ ! তুমি আত্মসত্ত্ব পর্য্যন্ত সকলই জানিতেছ,
 অথচ তোমাকে এ পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই । বিশ্ব
 তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । কিন্তু তুমি নিজে স্বয়ম্ ।
 সকলের প্রভু তুমি । কিন্তু তোমার কেহ প্রভু নাই ।
 নারায়ণ । তুমি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় হইয়াও সর্বদা সর্ব-
 পদার্থে বিরাজ করিতেছ ॥ ২০ ॥

সপ্ত-সামোপগীতং স্বাং সপ্তার্ণবজলেশয়ম্ । সপ্তার্চির্মুখমাচখ্যাঃ সপ্তলৌকিকসংশ্রয়ম্ ॥ ২১ ॥
চতুর্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাচতুর্গাঃ । চতুর্বর্গময়ো লোকতত্ত্বঃ সর্বং চতুর্মুখাং ॥ ২২ ॥
অভ্যাস-নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্ । জ্যোতির্ময়ং বিচিস্তিস্তি যোগিনস্তাং বিমুক্তয়ে ॥ ২৩ ॥
অজস্র গৃহুতো জন্ম নিরীহস্ত হৃদয়িষঃ । স্বপতো জাগরুজস্র যথার্থ্যং বেদ কস্তব ॥ ২৪ ॥
শকাদীন বিষয়ান্ ভোক্তুং চরিতুং হৃদয়ং তপঃ । পর্যাণ্তোহসি প্রজ্ঞাঃ পাতুমোদাসীজ্ঞেন বর্জিতুম্ ॥ ২৫ ॥
বহুধাপ্যাগমৈভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধি-হেতবঃ । ত্রয়োব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে ॥ ২৬ ॥

অঙ্কুর।—(হে দেব !) স্বাং সপ্ত-সামোপগীতং, সপ্তার্ণবজলেশয়ং, সপ্তার্চির্মুখং, সপ্তলৌকিক-সংশ্রয়ম্
আচখ্যাঃ (পুরাবিদঃ) ॥ ২১ ॥

(হে দেব !) চতুর্বর্গফলং জ্ঞানং, চতুর্গাঃ কালাবস্থাঃ, চতুর্বর্গময়ঃ লোকঃ (ইতি এবংরূপঃ) সর্বং চতুর্মুখাং তত্ত্বঃ (জাতম্ ইতি শেষঃ) ॥ ২২ ॥

(হে দেব !) অভ্যাস-নিগৃহীতেন মনসা যোগিনঃ হৃদয়াশ্রয়ং জ্যোতির্ময়ং স্বাং বিমুক্তয়ে বিচিস্তিস্তি ॥ ২৩ ॥

(হে দেব !) অজস্র (অপি) অঙ্গগুরুতঃ, নিরীহস্ত (অপি)হৃদ-
য়িষঃ, জাগরুজস্র (অপি) স্বপতঃ তব যথার্থ্যং কঃ বেদ ? ॥ ২৪ ॥

(হে দেব !) (স্বং) শকাদীন বিষয়ান্ ভোক্তুং, হৃদয়ং তপঃ চরিতুং, প্রজ্ঞাঃ পাতুং, ওদাসীজ্ঞেন বর্জিতুং (চ) পর্যাণ্তঃ অসি ॥ ২৫ ॥

আগমৈঃ বহুধা ভিন্নাঃ অপি সিদ্ধি-হেতবঃ পন্থানঃ, জাহ্নবীয়াঃ ওঘাঃ অর্ণবে ইব, ত্রয়ি এব নিপতন্তি ॥ ২৬ ॥

বচার্থ।—দেব ! সপ্তাঙ্গ সামবেদ ভোমারই মহিমা কীর্তন করে, সপ্ত-সমুদ্রে তুমি শয়ন করিয়া থাক। সপ্ত-শিখ অর্থাৎ সপ্তজিহ্বা হতাশন ভোমারই মুখস্বরূপ এবং স্বয়ং তুমিই সপ্ত লোকের একমাত্র আশ্রয় ॥ ২১ ॥

হে চতুর্মুখ ! ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফলাশ্রয় জ্ঞান, সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি—এই চতুর্গ-পরিমিত

কাল এবং ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চতুর্বর্ণাশ্রয় লোক এক ভোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২২ ॥

হে দয়াময় ! যোগিবৃন্দ মোক্ষলাভের জন্য অভ্যাসবলে চিন্তবৃত্তি—বহির্বিষয় হইতে নিবর্তিত করিয়া হৃৎকমলাঙ্গীন জ্যোতির্ময় পুরুষ ভোমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

ভগবন্ ! তুমি জন্মমরণাদি-বিবর্জিত হইয়াও মন্ত্র-কুর্খাদি-অবতাররূপে ভক্তগ্রহণ করিতেছ, তুমি নিশ্চেষ্ট এবং নিষ্ক্রিয় হইয়াও দুষ্কৃতকারীদের নিধন করিতেছ, এবং নিত্য প্রবুদ্ধ হইয়াও যোগিনিদ্রায় অভিভূত রহিয়া থাক, সুতরাং হে গুণাভীত ! কে ভোমার স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে ? ॥ ২৪ ॥

দেব ! তুমি কৃষ্ণাদিরাপে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপভোগে নরনারায়ণাদিরাপে কঠোর তপস্কার অল্পতানে এবং বৈভব্যাদি বিমর্দনের দ্বারা প্রজ্ঞা-পরিপালনে স্পূর্ণভাবে সমর্থ থাকিয়াও স্বয়ং উদাসীন হইয়া কাটাইতেছ। কে ভোমার স্বরূপ কীর্তন করিবে ? ॥ ২৫ ॥

ভগবন্ ! ভাগীরথীর প্রবাহ যেমন ঋজু-ফুটিল নানা পথে প্রবাহিত হইলেও পরিশেষে গিয়া মহাসাগরে নিপতিত হয়, তদ্রূপ, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে সিদ্ধির পথ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রদর্শিত হইলেও সে সমুদয়েরই একমাত্র গন্তব্য স্থল তুমি ; ভোমাভেই সকল মন্তের, সকল শাস্ত্রজ্ঞানের পর্যাবসান ঘটয়াছে ॥ ২৬ ॥

বর্ণনা পাঠ-কালে পাঠকের হৃদয়ে যে কি এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা বা সামর্থ্য—কিছুই আমার নাই। এই বর্ণনার প্রত্যেক কবিতাই যেন এক একখানি পৃথক পৃথক ছবি। পৃথক ক্রমে আঁটিয়া রাখার মত ছবি।

কালিদাস, পাঠকগণকে দশরথের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইয়া প্রমোদ-কাননে কত কি দেখাইয়াছেন। কখনো নবদোলাডোহণে, কখনো অভয়ান-নভমুখী মানিনীদিগের দুর্জয়-মান-ভঞ্জে, কখনো বা আতান্ত্র-বসনাবৃত্তা যবাকুর বর্ণা নির্ভাষীদের পাদ-পতিত অরাস্ত্র নায়কের আশ্রাস প্রদানে স্বীয় পাঠকদিগকে বিলাসী দশরথের সহচররূপে পাঠাইয়াছেন ; বিষৎকালের জন্য, শ্রেমিক কবির জগন্মোহন বাঁশুরীর বন্ধারে পাঠকবৃন্দ আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন, সংসার ভূত্মিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরক্ষণেই তাঁহার প্রকল্প-হৃদয় পাঠকগণ—অকস্মাৎ অন্ধ মাতাপিতার একমাত্র কণ্ঠ, নয়নের পুত্তলি—বালক সিন্ধুমুনির হস্তা দর্শনে হুঃখে, অবসাদে, কোড়ে একেবারে নিম্জীব হইয়া পড়িয়াছেন। এই বৃশংস, ভীষণ নরহত্যা

অব্যাবেশিত-চিন্তানাং স্বং-সমর্পিত-কর্মণাম্ । গতিং বীতরাগাণামভূয়ঃসমিবৃত্তয়ে ॥ ২৭ ॥
 প্রত্যক্ষোহপাপরিচ্ছেদো মহাদির্মহিমা তব । আপ্তবাগমুমানাত্যাং সাধ্যাং ভ্যাং প্রতি কা কথ্য ॥ ২৮ ॥
 কেবলং স্বরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ । অনেন বৃত্তয়ঃ শেবা নিবেদিত-ফলাভ্যয়ি ॥ ২৯ ॥
 উদধেরিব রত্নানি তেজাংসীব বিবস্বতঃ । স্তুতিভ্যো ব্যতিরচ্যাস্তে দূরাণি চরিতানি তে ॥ ৩০ ॥
 অনবাপ্তমবাপ্তবাং ন তে কিঞ্চন বিদ্বতে । লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্মণোঃ ॥ ৩১ ॥
 মহিমানং যত্নকীর্ত্য তব সংস্থিত্যে বচঃ । শ্রমেণ তদশক্তা বা ন গুণানামিয়ন্তয়া ॥ ৩২ ॥

অভয় ।—(হে দেব !) আমি অবশেষিত-চিন্তানাং স্বং-সমর্পিত-কর্মণাং বীতরাগাণাম্ অভূয়ঃসমিবৃত্তয়ে ইম্ (এব) গতিঃ (অসি) ॥ ২৭ ॥

(যতঃ) প্রত্যক্ষঃ অপি তব মহাদিঃ মহিমা অপরিচ্ছেদঃ, (অতঃ) আপ্তবাগমুমানাত্যাং সাধ্যাং ভ্যাং প্রতি কা কথ্য ? ॥ ২৮ ॥

কেবলং স্বরণেনৈব পুরুষং যতঃ পুনাসি, অনেন অয়ি (বিবস্বতঃ) শেবাঃ বৃত্তয়ঃ নিবেদিত-ফলাঃ (স্তুতি) ॥ ২৯ ॥

(হে দেব !) উদধেঃ রত্নানি ইব, বিবস্বতঃ তেজাংসীব ইব, তে দূরাণি চরিতানি স্তুতিভ্যো ব্যতিরচ্যাস্তে ॥ ৩০ ॥

(দেব !) অনবাপ্তম্ অবাপ্তবাং (বা) তে কিঞ্চন ন বিদ্বতে । একঃ লোকানুগ্রহঃ এব তে জন্ম কর্মণোঃ হেতুঃ (ভবতি) ॥ ৩১ ॥

(দেব !) তব মহিমানম্ উৎকীর্ত্য বচঃ সংস্থিত্যে—(ইতি) স্বং, তৎ শ্রমেণ অশক্তা বা (বক্তব্যঃ), গুণানাং ইয়ন্তয়া ন ॥ ৩২ ॥

বক্তব্যার্থ—নিরঞ্জন ! যাহারা তোমাতে চিন্তা এবং কর্ম-সমূহ সমর্পণ করিতে পারিয়াছে, সেই সকল সংসারবিরাগী মুমুকুদিগের সংসারে গতাগতি নিবারণের পক্ষে তুমিই একমাত্র গতি ॥ ২৭ ॥

হে চিন্ময় ! তোমার মহিমার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ এই

ভূমি, জল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ পদার্থসমূহও যখন ইয়ত্তা দ্বারা ধারণার অতীত, তখন কেবল বেদাদি শাস্ত্র ও অমুমানাদি দ্বারা নিরূপণ-যোগ্য তোমার নির্দারণ বা ভাববিষয়ক জ্ঞান একেবারেই অসম্ভব ॥ ২৮ ॥

করণাসিদ্ধে ! তোমাকে কেবল স্বরণ করিলেই তুমি স্বরণকর্তাকে পবিত্র ও নিষ্পাপ করিয়া থাক। স্তুতরাং ইহা দ্বারাই তোমার দর্শন লাভ প্রভৃতি অবশিষ্ট কার্যসমূহের সুফল সপ্রমাণ হইতেছে। যাঁহারা স্বরণের ফল পবিত্রতা, তাঁহারা দর্শনের ফল যে কত অনন্ত, তাহা কে বলিবে ? ॥ ২৯ ॥

ভগবন্ ! বক্তব্যকরের অন্তর্নিহিত অনন্ত-বক্তব্যশির ভ্রাস, সহস্রাংস্তুর অমিত অংগভালের ভ্রাস, অবাঙ-মনঃ-গোচর তোমার অপ্রমের গুণাবলী অনন্ত-কাল কীর্তন করিলেও নিঃশেষ হয় না। তুমি স্তবাদির অতীত ॥ ৩০ ॥

হে অনন্ত ! তুমি পূর্ণ। বিশ্বে তোমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য-কিছুই নাই। কেবল লোকের প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্তই তুমি জন্মগ্রহণ এবং কর্মাক্ষুণ্ণান করিয়া থাক ॥ ৩১ ॥

ভাবা তোমার মহিমা কীর্তনে ব্যাপৃত হইয়া যে আপনাই কান্ত হয়, তাহার কারণ ভাবার শাস্তি বা অসামর্থ্য ; নতুবা গুণাতীত তোমার গুণের ইয়ত্তা করিয়া কান্ত হয় না ॥ ৩২ ॥

ভীত সহানুভূতির ভারে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। অত বড় পাপ এবং ততোধিক ভয়ঙ্কর অভিশাপের চিন্তায় পাঠকগণ একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। সানাজিকের চির-স্বহৃদ কালিদাসের করুণাময়ী কবিতার শত ধারা অমনি সেই অবসর পাঠকবৃন্দের মস্তকে অবিরতভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল; সেই মৃতসঞ্জীবনী কবিতার করস্পর্শে তাঁহারা চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া নরহন্ত্যা-দর্শন-মুদ্রিত অবসর নয়ন উন্মীলন পূর্বক দেখিলেন—তাঁহাদের সম্মুখে, ক্ষীরোদ-শয্যায় প্রসন্ন-নয়ন, প্রসন্ন-মূর্তি, সর্বদুঃখহারী, বিপদবারণ ও পাপনাশন নাট্যরূপ শয়ান, পদতলে যোগমায়া আসীন। সেই অপকূপ রূপ-দর্শনে তাঁহাদের চোখ জুড়াইয়া গেল, বুক ভরিয়া গেল, জীবন সার্থক হইল ও সংসার মধুময় হইল।

কবিকুল-কেশরী কালিদাস তদীয় অলৌকিক প্রতিভার মোহন-মন্ত্রে যেন, পাঠকদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া, অকস্মাৎ অযোধ্যার অভিশপ্ত রাজার প্রাসাদ হইতে, নৈমিষ-মধ্যে, সমুদ্র-তলে সেই “ভোগি-ভোগাসনাসীন” মহাবিক্রম নির্দাশী পদ-প্রান্তে লইয়া গেলেন। পাঠকগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন ॥ ৫-৩২ ॥

ইতি প্রসাদয়ামাসুস্তে সুরাস্তমধোক্কজম্ । ভূতার্থব্যাহতিঃ সা হি ন স্তুতিঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩৩ ॥
 তস্মৈ কুশলসংগ্রহ-ব্যঞ্জিতপ্ৰীত্যে সুরাঃ । ভয়মপ্রলয়োদবেলাদাচখ্যানৈক্যতোদধেঃ ॥ ৩৪ ॥
 অথ বেলাসমাসন্নশৈলরন্ধ্ৰাশ্রুনাদিনা । স্বরণোবাচ ভগবান পরিভূতার্ণবধ্বনিঃ ॥ ৩৫ ॥
 পুরাণস্য কবেতস্য বর্ণস্থান-সমীৰিতা । বভূব কৃত-সংস্কারা চরিতার্থৈব ভারতী ॥ ৩৬ ॥
 বভৌ সদশনজ্যোৎস্না সা বিভোবদনোদগতা । নির্ঘাতশেষা চরণাদ্ গজ্জৈবোদ্ধ-প্রবর্তিনী ॥ ৩৭ ॥
 জানে বো রক্ষসাক্রান্তাবস্থাব-পরাক্রমৌ । অজিনাং তমসেবোভৌ গুণৌ প্রথম-মধ্যমৌ ॥ ৩৮ ॥
 বিদিতং তপামানং চ তেন মে ভুবনত্রয়ম্ । অকামোপনতেনেব সাধোহুদয়মেনসা ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—ইতি (ইং) তে সুরাঃ স্তম্ অধোক্কজং প্রসাদয়ামাসুঃ । হি (যস্যঃ) পরমেষ্ঠিনঃ সা ভূতার্থব্যাহতিঃ, ন স্তুতিঃ ॥ ৩৩ ॥

সুরাঃ কুশল-সংগ্রহ ব্যঞ্জিত প্ৰীত্যে তস্মৈ অপ্রলয়ো-
 দ্বেলাৎ নৈক্যতোদধেঃ ভয়ম্ আচখ্যঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ বেল-সমাসন্ন-শৈল-রন্ধ্ৰ-শ্রুনাদিনা স্বরণে পরিভূতার্ণব-
 ধ্বনিঃ ভগবান্ উবাচ ॥ ৩৫ ॥

পুরাণস্য কবেতস্য (ভগবতঃ) বর্ণস্থান-সমীৰিতা কৃত-
 সংস্কারা ভারতী চরিতার্থা বভূব এব ॥ ৩৬ ॥

বিভোঃ বদনোদগতা সদশনজ্যোৎস্না সা (ভারতী)
 চরণাৎ নির্ঘাতশেষা উর্দ্ধপ্রবর্তিনী গজা ইব বভৌ ॥ ৩৭ ॥

(হে দেবঃ !) বঃ (যুগ্মাং) অমুভাব-পরাক্রমৌ রক্ষস,
 অজিনাং প্রথমমধ্যমৌ (সত্ত্ব-রজসী) উভৌ গুণৌ তমসা ইব
 আক্রান্তৌ—জানে ॥ ৩৮ ॥

(কিঞ্চ) অকামোপনতেন এনসা সাধোঃ হৃদয়ম্ ইব
 তেন (রক্ষস !) তপ্যমানং ভুবনত্রয়ং চ মে বিদিতম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—দেববৃন্দ এইরূপ বহুবিধ স্তবের দ্বারা
 সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিষুকে প্রসন্ন করিলেন। দেবগণের সেই
 স্তুতি ভগবানের পক্ষে প্রশংসাগীতি নহে, তাহা তাঁহার
 স্বরূপকণন দাত্র ॥ ৩৩ ॥

নারায়ণঃ দেবতাদিগকে কুশল ভিজাস করিতেই
 দেববৃন্দ বসিলেন যে, ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছেন। তাই তখন
 তাঁহার কহিলেন—ভগবন্ ! প্রলয়ভাবেও প্রলয়কালোচিত

বেলাতিক্রমকারী অর্থাৎ-অত্যাচারী রাক্ষসরূপ মহার্ণবের
 ভয়ে আমরা অতিশয় আকুল হইয়াছি ॥ ৩৪ ॥

দেবতাদিগের অভিযোগ-ব্যক্তি শ্রবণানন্তর সেই সনাতন
 পুরুষোত্তম জলদ গভীর-স্বরে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
 ভগবানের সেই কর্ণধ্বনিতে বেলাভূমির নিকটবর্তী পর্বতের
 বন্দর প্রতিধ্বনিত এবং মহোদধির মস্তকও পরাভূত
 হইল ॥ ৩৫ ॥

ভারতী সেই পুরাতন কবির বর্ণাদি স্থান হইতে এতই
 সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত ও সংস্কার-বিশুদ্ধ হইয়া নির্গত
 হইলেন যে, মনে হইল, তাহার সম্পূর্ণ চরিতার্থতাই
 জন্মিল ॥ ৩৬ ॥

যুগ্ম-পতির মুখনির্গত সেই বাণী-ভঙ্গীর দস্তকোমলোত্তে
 আলোকিত হৃদয় মনে হইল যেন, তাহার চরণকমল
 হইতে প্রবাহিত গঙ্গার অবশিষ্ট অংশ উর্দ্ধগামী
 হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—দেবগণ ! তমোত্তপ্ত যেমন শ্রাবী-
 দিগের স্তব ও বক্তো-গুণকে অভিভূত করে, তদ্রূপ সেই
 নিশাচর যে তোমাদের প্রভাব ও পরাক্রম আক্রমণ করি-
 য়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

অজান-কৃত পাপ-ভারে সাধুদিগের হৃদয় যেমন পরিতপ্ত
 হয়, তদ্রূপ সেই নিশাচর-পতির অত্যাচারে এই
 ভুবনত্রয়ও যে দগ্ধ-ভূত হইতেছে, তাহাও আমার অবগিত
 নহে ॥ ৩৯ ॥

ভাঃপর্য্য।—একবার কুমার-সত্ত্ববে, নবীন কালিদাস, তাঁহার বঙ্গনার পুষ্পব-বণে চড়াইয়া ইন্দ্রাদিদেবগণের সহিত
 স্তবী পাঠকদিগকেও হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা ত্রয়ীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন। দুঃস্থ ভারতবর্ষের কারাগারে
 বন্দীকৃত সুরাঙ্গনাগণের লাজনার বর্ণন করিয়া নির্দোষের স্বস্তুর সহিত পাঠকদিগকেও কান্দাইয়াছিলেন। হিন্দুর ধর্ম-প্রবণ
 হৃদয়ের অন্ততলে বেদনার একটা স্বপ্নোত্ত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এখন হৃদয়-বর্ষের এই দশমসর্গে, প্রবীণ কবি

কার্যেযু চৈককার্যাদ্বাদভার্থোহস্মি ন বজ্জিণা। স্বয়মেব হি বাতোহংগে: সারথ্যং প্রতিপত্ততে ॥ ৪০ ॥
 স্বাসিধারাপরিত্তত: কামং চক্রশ্চ তেন মে। স্থাপিতো দশমো মুক্তা লভ্যাংশ ইব রক্ষসা ॥ ৪১ ॥
 শ্রষ্টুর্বরাতিসর্গান্তু ময়া তস্য দুরাশ্বন:। অত্যাক্রুং রিপো: সোঢ়ং চন্দনেনৈব ভোগিন: ॥ ৪২ ॥
 ধাতারং তপসা শ্রীতং যযাচে স হি রাক্ষস:। দৈবাং সর্গাদবধ্যত্বং মর্ত্যোহাস্থা-পরাজুযুধ: ॥ ৪৩ ॥
 সোহহং দাশরথিভূত্বা রণভূমেবলিক্ষমম্। করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তচ্ছির:কমলোচ্চয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
 অচিরাদ্ যজ্ঞভির্ভাগং কল্পিতং বিধিবৎ পুন:। মায়াবিভিরনালীঢ়মাদাস্তথৈব নিশাচরৈ: ॥ ৪৫ ॥

অর্থঃ—এককার্যাদ্বাদভার্থোহস্মি (হেতো:) কার্যেযু (বিষয়ে) চ বজ্জিণা (অহম্) অভ্যর্থ্য: ন অস্মি। হি (যত:) বাত: স্বয়ম্ এব অংগে: সারথ্যং প্রতিপত্ততে ॥ ৪০ ॥

স্বাসিধার-পরিহৃত: দশম: মুক্তা মে চক্রশ্চ কামং (পর্যাপ্ত:) লভ্যাংশ: ইব তেন রক্ষসা স্থাপিত: ॥ ৪১ ॥

তু (কিস্ত) শ্রষ্টু: বরাতিসর্গাং (হেতো:) ময়া তস্য দুরাশ্বন: রিপো: অত্যাক্রুং (অতি-বুদ্ধি:) ভোগিন: (অভ্যা-ক্রুং) (আরোহণং) চন্দনেন ইব সোঢ়ম্ ॥ ৪২ ॥

স: রাক্ষস: তপসা শ্রীতং ধাতারং, মর্ত্যেযু (বিষয়ে) আস্থা-পরাজুযুধ: (সন্) দৈবাং সর্গাং অবধ্যত্বং যযাচে হি ॥ ৪৩ ॥

স: অহং দাশরথি: (দশরথাস্বজ: রাম:) ভূত্বা তীক্ষ্ণৈ: শরৈ: তচ্ছির:কমলোচ্চয়ং রণভূমে: বলিক্ষমম্ (পূজাইং) করিষ্যামি ॥ ৪৪ ॥

(হে দেবা:)। (যুগ্ম যজ্ঞভি: বিধিবৎ কল্পিতং ভাগং (হবিষ্যং ভাগং) মায়াবিভি: নিশাচরৈ: অনালীঢ়ম্ অচিরাং পুন: আদাস্তথৈব ॥ ৪৫ ॥

বক্তার্থঃ—দেবরাজ হৈন্দ্র এবং আমি—আমাদের উভয়েরই লোক-রক্ষা কর্তব্য কার্য, সুতরাং আমার নিকটে সুরপতির প্রতিকার-প্রার্থনা নিশ্চরোজ্ঞ। কেন না, সমীরণ বয়ংই অগ্নির সাহায্য করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

দেববৃন্দ! দশানন তপস্তাকালে স্বীয় তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা নিজের নয়টি মস্তক ছেদন করিয়া দশম মস্তকটি আমার এই সুদর্শন-চক্রের লভ্য অংশরূপে নিদ্রিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সে আমারই বধ্য ॥ ৪১ ॥

চন্দন-স্তম্ভ যেমন বিষধর সর্পের আক্রমণ সহ করে, সুগগণ! আমিও তজ্জন, চতুর্দুশের বর-প্রভাবে প্রভাব-সম্পন্ন সেই অভ্যাচারী রাক্ষসের এই ধীর অভ্যাচার সহ করিতেছি ॥ ৪২ ॥

দুর্বুদ্ধি নিশাচর কঠোর তপস্তা দ্বারা বিধাতাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। মর্ত্যের জীব তাহার ভক্ষ্য বস্তু, সুতরাং সে জীব হইতে রাক্ষসের কোনো ভয়ের সম্ভাবনা নাই—তাবিহ্না সে তপস্তাই বিধাতার নিকট দেবলোকের অবধ্য বলিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

অতএব আমি কোশল-পতি দশরথের পুত্ররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া স্মৃতিস্তম্ভ শরাবাস্তে সেই দুষ্কৃতকারী রাক্ষস-পতির মুণ্ড-মালা ছিন্ন করিব এবং সেই মুণ্ডরূপিণী কমল-মালা রণ-স্থলীকে বলিরূপে অর্পণ করিব ॥ ৪৪ ॥

দেবগণ! যাজ্ঞিকবৃক্ষ কর্তৃক যথাবিধি প্রদত্ত স্ব অ যজ্ঞভাগ তোমরা সত্ত্বরই আবার পূর্ববৎ প্রাপ্ত হইবে। বহুরূপী নিশাচরগণ আর তাহা আশ্বাদন করিতে পারিবে না ॥ ৪৫ ॥

কালিদাস, দুরন্ত রাবণ-কৃত অভ্যাচারে ব্যথিত দেবগণের অন্তরের বেদনার বর্ণন দ্বারা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমকে ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। দয়ার্ঘ্য মধুসূদন, অবধ্য রাবণের অভ্যাচার স্বরণপূর্বক জগতের মঙ্গলের জ্ঞাত কত কষ্ট, কত লাজনা স্বীকার করিলেন। কহিলেন—“ভয় নাই, আশ্বস্ত হও, আমিই প্রতিবিধান করিব।” পাশব-কমতাবলে রাক্ষস-রাজ জগতের কত অকল্যাণ, কত অমঙ্গল করিতেছিল, জগন্নাথ স্বহস্তে তাহার শাস্তির ভার গ্রহণ করিলেন। রঘুবংশের কবিতারূপী উত্তানের সর্বত্রই দেখিতে পাই, একটা প্রবল সমাজহিতৈষণা, লোকহিতৈষণা, ভতোহধিক একটা প্রবল ধর্মভাব যেন অন্ত:শলিলা সরস্বতীর ত্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রতিচরিত্রে, প্রতিকথায়, প্রতিবর্ণে কবির লোক-শিক্ষাদান-প্রবৃত্তি এবং জগতে সনাতন-ধর্মের বথার্থত্ব-প্রচার-বাগনা জাগরুক। অবসর পাইলেই তিনি চরিত্র চিত্রণ দ্বারা জগতের অসীম মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন।

বৈমানিকাঃ পুণ্যকৃতভ্যাজন্ত মরুতাং পথি । পুষ্পকালোক-সংকোভং মেঘাবরণতৎপরঃ ॥ ৪৬ ॥
 মোক্ষার্থে স্বর্গবন্দীনাং বেণীবন্ধনদূষিতান্ । শাপযজ্ঞিত-পৌলস্ত্য-বলাৎকারকচগ্রহৈঃ ॥ ৪৭ ॥
 রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমূতেন সঃ । অভিব্যস্ত মরুচ্ছস্তং কৃষ্ণ-মেঘান্তিরোদধে ॥ ৪৮ ॥
 পুরুহুত-প্রভৃতয়ঃ সুর-কার্যোচ্চতং সুরাঃ । অংশৈরহুযযুবিষ্ণুং পুষ্পৈর্বাযুমিব ক্রমাঃ ॥ ৪৯ ॥
 অথ তস্তা বিশাম্পত্যুরন্তে কাম্যস্ত কৰ্ম্মণঃ । পুরুষঃ প্রবভূবাগ্নেবিস্ময়েন সহস্ৰিজাম্ ॥ ৫০ ॥
 হেমপাত্রগতং দৌর্ভাগ্যমাদধানঃ পদশ্চরম্ । অহুপ্রবেশাদাভ্যস্ত পুংসন্তেনাপি দুর্বহম্ ॥ ৫১ ॥

অঙ্কন — মরুতাং (দেবানাং) পথি (আকাশে)
 বৈমানিকাঃ মেঘাবরণতৎপরঃ পুণ্যকৃতঃ পুষ্পকালোক-
 সংকোভং ভ্যাজন্ত ॥ ৪৬ ॥

(হে দেবাঃ) (যুগ্ম) শাপ-যজ্ঞিত-পৌলস্ত্য-বলাৎকার-কচ-
 গ্রহৈঃ অদূষিতান্ স্বর্গবন্দীনাং বেণীবন্ধন মোক্ষার্থে ॥ ৪৭ ॥

সঃ কৃষ্ণমেঘঃ রাবণাবগ্রহক্লান্তং মরুৎ-শস্ত্রম্ ইতি
 (এবং প্রকারেণ) বাগমূতেন অভিব্যস্ত তিরোদধে ॥ ৪৮ ॥

পুরুহুতপ্রভৃতয়ঃ সুরাঃ সুরকার্যোচ্চতং বিষ্ণুং অংশৈঃ,
 ক্রমাঃ পুষ্পৈঃ বাযুম্ ইব, অহুযযুঃ ॥ ৪৯ ॥

অথ তস্তা বিশাম্পত্যুঃ (দশরথস্তা) কাম্যস্ত কৰ্ম্মণঃ
 (পুত্রোত্তীয়াগস্তা) অন্তে অগ্নেঃ (কশিৎ দিব্যঃ) পুরুষঃ ঋত্বিজাঃ
 বিস্ময়েন সহ প্রবভূব ॥ ৫০ ॥

আভ্যস্ত পুংসঃ (বিষ্ণোঃ) অহুপ্রবেশাৎ তেন (দিব্য-
 পুরুষেণ) অপি দুর্বহং হেমপাত্রগতং পদশ্চরম্ দৌর্ভাগ্য-
 মাদধানঃ (বহন) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ — পুণ্য-লোকঃ ব্যক্তিগণ যখন আকাশ-পথে
 ব্যোমযানে পরিভ্রমণ করেন, তখন তাঁহারা রাবণের পুষ্পকরণ-
 দর্শনে অতিমাত্র সজ্জা হইয়া মেঘের অন্তরালে গিয়া
 লুকাইত হন। দেববৃন্দ! এতদিনে তাঁহারা সে ভয়
 পরিত্যাগ করুন ॥ ৪৬ ॥

পরদারাভিমুখী দুরাশী রাবণ নলকুবেরের অভিসম্পাতে
 আর পরললনাকে বলপূর্বক অসদভিপ্রায়ে স্পর্শ করিতে

পারে না বলিয়া, তোমাদের বন্দীকৃত অজনাগণের কেশ-কলস
 তাহার বদস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই। দেবগণ! তোমরা
 অচিরেই সেই অবরুদ্ধ ললনাদের বেণী-বন্ধন মুক্ত করিতে
 পারিবে ॥ ৪৭ ॥

সেই নব-নীল-জলদ-কাস্তি ভগবান্ বিষ্ণু রাবণের
 অত্যাচার-পীড়িত দেবগণকে এইরূপ বাক্যামৃতবর্ষণে
 আশ্বাসিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেবতাদেরই বিষয়
 বদনে প্রকল্পিতা ফিরিয়া আসিল। মনে হইল যেন, অনাবৃষ্টি-
 প্রভাবে শস্ত্ররাজি বিগুঢ় হইয়া গিয়াছিল, নবজলধরের
 পর্যাপ্ত বারিবর্ষণে তাহারা আবার সতেজ হইয়া উঠিল ॥ ৪৮ ॥

নারায়ণ এইভাবে দেবতাদিগের কাৰ্য্য করিতে সমুদ্রত
 হইলে, দেববৃন্দও, তরুরাজ যেমন স্বকীয় কুসুমের দ্বারা সমী-
 রণের অহুসরণ করে, তরুণ, স্ব স্ব অংশের দ্বারা নারায়ণের
 অহুগমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

এদিকে, ক্ষতিপতি দশরথের পুত্রোত্তী-যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে
 এক দিব্য পুরুষ সহসা যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইলেন,
 তদর্শনে যাজ্ঞিকগণের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না ॥ ৫০ ॥

তাঁহার দুই হস্তে এক স্বর্ণপাত্র ধৃত এবং তাহা স্বর্গীয়
 পায়স-চক্রভে পরিপূর্ণ। সেই পায়সায়ের মধ্যে ভগবান্ আদি-
 পুরুষ অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তাহা এতই দুর্বল যে, দিব্য
 পুরুষ সেই চক্রপাত্র বহনে যেন অত্যন্ত ক্লেশান্বিত
 করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

কুমারে নবীন কবির উজ্জল কবিতারসে তারকাসুরের যে অত্যাচারের ভয়সী বর্ণনা দেখিতে পাই, রঘুবংশে রাবণের
 ভতোহধিক অত্যাচার অতি অল্প কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রবীণ কালিদাস রঘুবংশে তাবের শ্রোতে আপনাকে
 ভাসাইয়া দেন নাই। তাই ইহার বর্ণনা এত সংযত। অজ্ঞানী ভগবান্ অত্যাচারব্রিষ্ট দেবতাদিগের অবসন্ন নরন
 এবং বিগুঢ় মুখ দেখিয়াই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়াছেন। তাই একই কবির গ্রন্থভয়ে বর্ণিত বিষয় পুনর্বর্ণিত
 হয় নাই ॥ ৩৮—৪৮ ॥

প্রজাপত্যোপনীতং উদয়ং প্রত্যগ্রহীতং পঃ । যমেব পরসং সারসাবিকৃতমুদয়তা ॥ ৫২ ॥
 অনেন কথিতা রাজ্ঞো গুণান্তশাস্ত্র-দুর্লভাঃ । প্রসূতিং চকামে তস্মিন্ দৈবলোক্যপ্রভবোহপি যং ॥ ৫৩ ॥
 স তেজো বৈকবং পত্ন্যো বিভেজে চকসংজ্ঞিতম্ । ভাবাপৃথিব্যোঃ প্রত্যগ্রহপার্শ্বভিরবাপ্তম্ ॥ ৫৪ ॥
 অচিহ্নিতা শুভ্র কৌসল্যা প্রিয়া কেকয়-বংশজা । অতঃ সন্তাবিতাং তাভ্যাং সুমিত্রামৈচ্ছদীশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥
 তে বহুজন্তু চিত্তজে পত্নৌ পত্নীমহীকৃতঃ । চরোরদ্ধাৰ্দ্ধভাগভ্যাং তামযোজয়তামুভে ॥ ৫৬ ॥
 সা হি প্রণয়বত্যা সীং সপত্ন্যোরুভয়োরাপি । ভ্রমরী বারণশ্চৈব মদনিস্তন্দরেখয়োঃ ॥ ৫৭ ॥
 তাভির্গর্ভঃ প্রজাভূতৌ দঃ দেবংশ-সন্তবঃ । সৌরীভিরিব নাড়ীভিরমৃতখ্যাভিরময়ঃ ॥ ৫৮ ॥

অমর — নৃপঃ (দশরথঃ) প্রজাপত্যোপনীতং তৎ অয়ং (পায়সাম্) উদয়তা আবিষ্কৃতং পরসং সারং বুধা (বাসবঃ) ইব প্রত্যগ্রহীৎ ॥ ৫২ ॥

তত্ত রাজ্ঞঃ (দশরথঃ) অত-দুর্লভাঃ গুণাঃ অনেন কথিতাঃ, যং (সম্মাৎ) দৈবলোকে প্রভবঃ (বিষ্ণুঃ) অপিতস্মিন্ (দশরথে) প্রসূতিং (উৎপত্তিং) চকামে ॥ ৫৩ ॥

সঃ (নৃপঃ) চকসংজ্ঞিতং বৈকবং ভেদঃ পত্ন্যোঃ (কৌসল্যা-বৈকেশ্যোঃ) ভাব-পৃথিব্যোঃ অর্পিতঃ প্রত্যগ্রহম্ আতপং (বাল্যতপম্) ইব বিভেজে ॥ ৫৪ ॥

তত্ত (রাজ্ঞঃ) কৌসল্যা অচিহ্নিতা (চোঁচা মাতা), কেকয়বংশজা প্রিয়া (ইষ্টা) । অতঃ সন্তবঃ (পতিঃ দশরথঃ) সুমিত্রাং তাভ্যাং সন্তাবিতাম্ (ভাগদানেন কনিতাম্) ঐচ্ছৎ ॥ ৫৫ ॥

বহুজন্তু পত্ন্যুঃ মহীকৃতঃ চিত্তজে (অভিপ্রায়জে) তে উভে পত্ন্যৌ (কৌসল্যা-বৈকেশ্যোঃ) চরোঃ অর্দ্ধাৰ্দ্ধ-ভাগভ্যাং তং (সুমিত্রাম্) অযোজয়তাম্ ॥ ৫৬ ॥

সা (সুমিত্রা) হি উভয়োঃ অপি সপত্ন্যোঃ, ভ্রমরী বারণশ্চ মদ-নিস্তন্দ-রেখয়োঃ ইব, প্রণয়বতী আসীৎ ॥ ৫৭ ॥

তাভিঃ (মহিষীভিঃ) প্রজাভূতৌ দেবংশ-সন্তবঃ গর্ভঃ, সৌরীভিঃ অমৃতখ্যাভিঃ নাড়ীভিঃ (বৃষ্টিবিসার্জিকাভিঃ নীলীভিঃ) অময়ঃ (জলময়ঃ) (গর্ভঃ ইব) দঃ ॥ ৫৮ ॥

বক্তার্থ — অনন্তর সুরপতি ইচ্ছা যেমন রত্নাকর-প্রস্তুত অমৃত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজপ মহীপতি দশরথও, প্রজাপতি কর্তৃক প্রেরিত সেই দিব্য পুরুষ যে পায়সকে আনিয়াছিলেন, তাহা ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিলেন ॥ ৫২ ॥

ভাৎপর্ক্য — কৈকেশী যে কোন রাণী, — অথবা না কনিত, ইহা চাইয়া একটা মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। কালিদাসের লেখায় দিব্য বৈকেশীকে অথবা মহিষী বলিয়াই মনে হয়। কালিদাসের ভক্ত কবি ভবভূতিও কৈকেশীকে,

মহারাজ দশরথ যে কীদৃশ অনন্ত-গুণ-গ্রামে বিভূষিত ছিলেন, সাক্ষাৎ নারায়ণের তাঁহার পুত্র-স্বীকারেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে ॥ ৫৩ ॥

আকাশে এবং পৃথিবীতে সূর্য্যদেব যেমন স্বকীয় ভরণ অরুণ কিরণ বিভাগ করিয়া দেন, নরদেব দশরথও তেমনি সেই বিষ্ণু-শক্তিময় পায়সাম দুই পত্নীকে ভাগ করিয়া দিলেন ॥ ৫৪ ॥

দেবী কৌসল্যা পাটবাণী ছিলেন, — আর বৈকেশী ছিলেন দশরথের অত্যন্ত প্রিয়তমা, তাই তিনি প্রথমতঃ সেই দুই মহিষীকেই কৈকেশী করিয়া দিলেন। তিনি জানিতেন যে, দুই রাজ্ঞী স্ব স্ব অংশ হইতে নিশ্চয়ই সুমিত্রাকে চক দান করিয়া আনন্দিত করিবেন ॥ ৫৫ ॥

কৌসল্যা এবং কৈকেশী পতির অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন আপন চক্রের অর্দ্ধভাগ সুমিত্রাকে দান করিলেন ॥ ৫৬ ॥

গজরাজের গওদ্বয় বাহিয়া যখন দুইটি মদধারা নির্গত হয়, তখন ভ্রমরী যেমন সেই উভয় মদধারাতেই সমভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, মহিষী সুমিত্রাও তজপ — কৌসল্যা এবং কৈকেশী উভয় সপত্নীতেই অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন ॥ ৫৭ ॥

সূর্য্যের অমৃত-নামিকা নাড়ী বা রশ্মিজাল যেমন জলময় গর্ভ ধারণ করে, তজপ রাজমহিষীত্বও প্রজাগণের অনন্ত মঙ্গলের নিদানস্বরূপ, নারায়ণের অংশসম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

সমমাপন্ন-সদ্বাস্তা। বেজুরীপাণ্ডুর-সম্পদঃ ॥ ৫৯ ॥
 গুপ্তং দদৃশুঃ সর্বাঃ স্বপ্নেষু বামনৈঃ । জলজাসি-গদা-শাঙ্গ-চক্র-লাঙ্ঘিত-মুক্তিভিঃ ॥ ৬০ ॥
 হেম-পক্ষ-প্রভা-জালাং গগনে চ বিতস্তাঃ । উভয়-স্বপ্নপর্ণে বেগাকৃষ্ট-পয়োমুচা ॥ ৬১ ॥
 বিভ্রতা কৌস্তভ-ভ্রাতৃ-স্তন-স্তর-বিলম্বিনম্ । লক্ষ্মী-ব্যক্ত-হস্তয়া ॥ ৬২ ॥
 কৃত্যভিষেকৈর্দ্বিবায়াং ত্রিশ্রোতসি চ সপ্তভিঃ । ব্রহ্মবিভিঃ পরং ব্রহ্ম গুণদ্বিরপতন্তিরে ॥ ৬৩ ॥
 তাভ্যস্তথাবিধানং স্বপ্নাঙ্ক-প্রীতো হি পার্শ্বিণঃ । মেনে পরাধ্যমাদ্যানং হরত্বেন জগদ্বারোঃ ॥ ৬৪ ॥
 বিভক্তায়া বিভূতাসামেকঃ কুক্ষিধনেকধা । উবাস প্রতীমা-চক্রঃ প্রসন্নানামপারিবা ॥ ৬৫ ॥
 অণ্ডাগ্রামহিবী রাজঃ প্রসূতি-সময়ে সতী । পুত্রং তমোপহং লেভেন নক্তং জ্যোতিরিবোবাধিঃ ॥ ৬৬ ॥

অর্থঃ ।—সমম আপন্ন-সদ্বাস্তা: আপাণ্ডুরবিষ: তা: (রাজ-
 পত্ন্যা:) অন্তর্গত-ফলারস্তা: শস্ত্রানাং সম্পদ: বরজু: ॥ ৫৯ ॥

সর্বা: (তা:) স্বপ্নেষু জলজাসি-গদা-শাঙ্গ-চক্র-লাঙ্ঘিত-
 মুক্তিভি: বামনৈ: (পুরুষৈ:) গুপ্তম্ আয়ানাং দদৃশু: ॥ ৬০ ॥

(কিঞ্চ)—হেমপক্ষপ্রভাজালাং বিতস্তা বেগাকৃষ্ট-পয়ো-
 মুচা স্বপ্নপর্ণে গগনে (তা: মহিষা:) চ উহন্তে স্ব ॥ ৬১ ॥

(কিঞ্চ)—স্তনাস্তরবিলম্বিনং কৌস্তভ-ভ্রাতৃং বিভ্রতা পদ্ম-
 ব্যক্ত-হস্তয়া লক্ষ্মী পর্য্যাপাস্তস্ত চ (তা: মহিষা:) ॥ ৬২ ॥

(কিঞ্চ)—দ্বিবায়াং ত্রিশ্রোতসি কৃত্যভিষেকৈ: পরং ব্রহ্ম
 (বেদরহস্যং) গুণদ্বি: (পঠিত্বি:) সপ্তভি: ব্রহ্মবিভি: উপতন্তিরে
 চ (তা: মহিষা:) ॥ ৬৩ ॥

পার্বিণ (দশরথ:) তাভ্য: (পত্নীভ্যা:) তথাবিধানং
 স্বপ্নাং প্রভা প্রীতা: (সন) আয়ানাং জগদ্বারো: (অপি) গুরুত্বেন
 (পিতৃত্বেন) পরাধ্যমেন মেনে হি ॥ ৬৪ ॥

এক: বিভূ: তাগা: (রাজ-পত্নীনাং) কুক্ষিষু প্রসন্নানাম
 অণ্ডাং (কুক্ষিষু) প্রতীমা-চক্র: ইব অনেকধা বিভক্তায়া (সন)
 উবাস ॥ ৬৫ ॥

অথ সতী রাজঃ অগ্রা-মহিবী (কোসল্যা) প্রসূতি-সময়ে
 ওবাধি: নক্তং তমোপহং জ্যোতি: ইব (তমোপহং) পুত্রং
 লেভে ॥ ৬৬ ॥

বজ্রার্থ। যুগপৎ গর্ভ-সম্ভাবনায় তিন মহিষীরই দেহ
 পুণ্ড্রবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহারা ফলোন্মুখী শস্ত্র-রাজ্যের
 জায় অপরূপ ত্রী ধারণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহিষীরা নিত্য নূতন নূতন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন,—

একদা দেখিলেন, কতিপয় বর্কাকার দ্ব্যপুরুষ শঙ্খ, চক্র,
 গদা এবং শাঙ্গ ধারণপূর্বক তাঁহাদিগকে আশ্রিয়া বন্ধা
 করিতেছেন ॥ ৬০ ॥

কোনো দিন দেখিলেন—পাক্ষিকাজ গরুড় স্ববর্ণপক্ষের
 কাস্তি-পুঞ্জ আকাশ আলোকিত করিয়া সবগে মেঘমণ্ডল
 আকর্ষণ করিতেছেন এবং মহিষীদিগকে বহন করিয়া
 লইয়া যাইতেছেন ॥ ৬১ ॥

কোনো দিন দেখিলেন—লক্ষ্মী স্তনদ্বয়মধ্যে বিলম্বিত
 কৌস্তভমণি ধারণপূর্বক ব্যক্তন-হস্তে তাঁহাদিগের সেবা
 করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

কোনো দিন দেখিলেন—কল্পপ প্রভৃতি সাত জন ব্রহ্মবি-
 ম্বাদিকানর জলে স্নান করিয়া বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তাঁহা-
 দিগের উপাসনা করিতেছেন ॥ ৬৩ ॥

নরপতি দশরথ মহিষীদিগের নিকট ঐ সকল সুপ্তের
 বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় প্রীত হইলেন। এক স্বপ্ন-
 পিতার পিতা হইবেন ভাবিয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্যশালী
 মনে করিলেন ॥ ৬৪ ॥

স্বচ্ছ-সলিলমধ্যে প্রাতর্বিষয় শঙ্করের ছায় চারি অংশে
 বিভক্ত বিষ্ণু মহিষীগণের কুক্ষি-মধ্যে বাস করিতে
 লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর রাত্রিকালে জ্যোতির্ময়ী লতিকা যেমন ভীম-
 নাশক জ্যোতি: প্রসব করে, তদ্রূপ দশরথের পরম পতিব্রতা
 প্রধান মহিষী কোসল্যা যথাসময়ে সর্কটু-খহারী এক
 পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৬৬ ॥

উত্তরচরিতের অলেখ্য দর্শনে, চন্দ্রের মুখ দিয়া “মধ্যমা অর্ধা” অর্থাৎ মেজো মা বলাইয়াছেন। বিষ্ণু রামায়ণের বালকাণ্ডে
 এবং ভগবদ্গীতায়ও কৈবল্যকে ছোটরাণী “যবীকসী মাতা” বলা হইয়াছে। দশরথের কাষ্যকলাপ দর্শনেও কৈবল্যকে

রাম ইত্যভিরামেন বপুষা তস্ত চোদিতঃ নামধেয়ঃ স্বর্গক্ষেত্রঃ জগৎপ্রথম-মঙ্গলম্ ॥ ৬৭ ॥
 রঘুবংশপ্রদীপেন তেনাপ্রতিমভেজসা রক্ষা-হৃদ-গতা দীপাঃ প্রত্যাদিষ্টা ইবাব্ভবন ॥ ৬৮ ॥
 শয্যাগতেন রামেন মাতা শাতোদরী বৃত্তৌ সৈকতাভোজ্য-বলিনা জাহ্নবী শরৎকৃশা ॥ ৬৯ ॥
 কৈকেয়্যাস্তল্লয়ো জন্তে ভরতো নাম শীলবান জনয়িত্রীমলধক্ষে যঃ প্রশ্রয় ইব প্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥
 স্মৃতৌ লক্ষণ-শক্রয়ো স্মিত্রা সুষবে যমৌ সম্যগারাদিতা বিদ্যা প্রবোধ-বিনয়্যাবিব ॥ ৭১ ॥
 নির্দোষমভবৎ সৰ্ব্বমাবিকৃততুং জগৎ অঙ্গগাদিব হি স্বর্গো গাং গতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭২ ॥
 তস্তোদয়ে চতুর্মুখৈঃ পৌলস্ত্যচাৰিতেশ্বরাঃ বিরজস্বৈনভস্বদ্বিদিশ উচ্ছৃষিতা ইব ॥ ৭৩ ॥

অর্থঃ—অভিরামেন বপুষা চোদিতঃ গুরুঃ (দশরথঃ) তস্ত (পুত্রস্ত) জগৎপ্রথমমঙ্গলং রামঃ ইতি নামধেয়ং ক্ষেত্রঃ ॥ ৬৭ ॥

রঘুবংশ-প্রদীপেন অপ্রতিমভেজসা ভেন (রামেন) রক্ষা-হৃদ-গতাঃ দীপাঃ প্রত্যাদিষ্টাঃ ইব অভবন ॥ ৬৮ ॥

শাতোদরী (কুশোদরী) মাতা (কৌসল্যা) শয্যাগতেন রামেন সৈকতাভোজ্য-বলিনা শরৎ-কৃশা জাহ্নবী ইব স্মৃতৌ ॥ ৬৯ ॥

কৈকেয়্যাঃ ভরতঃ নাম শীলবান্ তনয়ঃ জন্তে । যঃ (তনয়ঃ) প্রশ্রয়ঃ প্রিয়ম্ ইব জনয়িত্রীম্ অলধক্ষে ॥ ৭০ ॥

স্মিত্রা লক্ষণ-শক্রয়ো নাম যমৌ স্মৃতৌ সম্যগারাদিতা বিদ্যা প্রবোধ-বিনয়্যৌ ইব সুষবে ॥ ৭১ ॥

(ভেষ্য কুমারেষু জাতেষু) সৰ্বং জগৎ নির্দোষম্ অবিকৃততুং (চ) অভবৎ । গাং গতং পুরুষোত্তমং স্বর্গঃ (অপি) হি অঙ্গগাৎ ইব ॥ ৭২ ॥

চতুর্মুখৈঃ (রাম-লক্ষণাদিমুক্তিচতুষ্টয়াশ্রয়ঃ) তস্ত (হরঃ) উদয়ে (সতি)—পৌলস্ত্য-চাৰিতেশ্বরাঃ দিশঃ (চতস্রঃ) বিরজস্বৈনভস্বদ্বিদিশ উচ্ছৃষিতাঃ ইব ॥ ৭৩ ॥

বৰ্ণনা—পিতা দশরথ নবজাত শিশুর অনিন্দ্য-সুন্দর লাভব্য দর্শন করিয়া, যথাসময়ে ত্রিজগতের মঙ্গল-নিধান "রাম"—নামে পুত্রের নামকরণ করিলেন ॥ ৬৭ ॥

রঘুবংশ-প্রদীপ স্বরূপ রামের অত্যাশ্চল্য এবং অল্পম

দেহকান্তি-প্রভায় অতিকাগৃহের প্রদীপগুলি পর্যন্ত ওভাই হইয়া গেল ॥ ৬৮ ॥

সিকতা-পূর্ণ ভীরভূমিতে পূজার্থ-বিশুদ্ধ অঙ্গুল কমলদলে শরতের কৃশকারী জাহ্নবীর যাদৃশী অপূর্ণ শোভা জন্মে, তৎকালে, অতিকাগৃহে শয্যাশায়ী শিশু রামচন্দ্রের পার্শ্ববর্তিনী কুশোদরী মাতা কৌসল্যাও তজপ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥
 কৈকেয়ীর গর্ভে "ভরত" নামে এক সুশীল পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া বিনয় যেমন সম্পদকে সুশোভিত করে, তদ্রূপ জননীকে অঙ্কুর করিলেন ॥ ৭০ ॥

সুশিক্ষিতা বিদ্যা যেমন তত্ত্বজ্ঞান এবং বিনয় জন্মাইয়া থাকে, তজপ দেবী স্মিত্রা লক্ষণ ও শক্রয় নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭১ ॥

রাম লক্ষণ প্রভৃতি ভূমিত হইবামাত্র জগতের সর্বপ্রকার উপদ্রবের শান্তি হইল। ভূতন্য মহামারী অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতির নাশও রহিল না; মনে হইল, পুরুষোত্তম ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ায় স্বর্গও যেন তাহার সহিত আসিয়াছে। এক কথায় মর্ত্যভূমি স্বর্গে পরিণত হইল ॥ ৭২ ॥

রাম-লক্ষণ-ভরত-শক্রয় প্রভৃতি চতুর্বিধ মূর্তিতে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাই সর্বত্র নির্মল সমীরণ বহিতে লাগিল। মনে হইল যেন, রাবণ-লাঞ্ছিত দিগ্বধুচতুষ্টয় স্ব স্ব চারি জন রক্ষাকর্তাকে পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন ॥ ৭৩ ॥

ছোটরাণী বলিয়াই মনে হয়। "তরুণী ভাষ্যা" বলিয়া বাস্তবিকও বিলক্ষণ ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, তিনি ছোটরাণীই ছিলেন। দুই এক স্থলে যে "মধ্যমা" কথা আছে, হয় ত বা তাহা ভুল ॥ ৫৫, ৭০, ৭১ ॥

৭০ শ্লোকে রামাদি ভাতৃচতুষ্টয়ের আবর্তাবে রাবণ-ভয়-সঙ্গত দিগ্বধুভয় যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বৃষি এত দিনে অত্যাচারী অত্যাচারের প্রশমন হইবে। এই ভাবে রাবণের সহিত রামের ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের সামান্য ইঙ্গিত করিয়া এবং সেই সংঘর্ষের পরিণামও কতকটা আভাসে বলিয়া দিয়া কবি ৭৫ শ্লোকে তাহা আরও বিশদভাবে

কৃষ্ণাঙ্কুরাং প্রভাকরঃ ।
দশানন-কিরীটেভ্যঃ মণি-ব্যাঞ্জনং পৃথিব্যাং পর্য্যস্তাঃ ॥ ৭৫ ॥
পুত্রজন্ম-প্রবেশান্নাং তুর্ঘ্যাণাং তন্তু-পুত্রিণঃ ॥
সন্তানকমরী রুষ্টিভরণে চাস্ত্র পেতুধী ॥
কুমারাঃ কৃত-সংস্কারান্তে ধাত্রী-স্তম্ভ-পায়িনঃ ॥

১৭৪ ॥ রক্ষোবিপ্রকৃতাবাস্তামপবিত্র-মুচাবিব ॥ ৭৪ ॥
১৭৫ ॥ মণিব্যাঞ্জনং পর্য্যস্তাঃ পৃথিব্যামক্ষবিন্দবঃ ॥ ৭৫ ॥
১৭৬ ॥ আরম্ভং প্রথমং চক্রদেবদুন্দুভয়ো দিবি ॥ ৭৬ ॥
১৭৭ ॥ সম্মলোপচারাণাং সৈবাদি-রচনাভবৎ ॥ ৭৭ ॥
১৭৮ ॥ আনন্দেনাগ্রজেনেব সমং ববুধিরে পিতুঃ ॥ ৭৮ ॥

অঙ্কুরাং—রক্ষোবিপ্রকৃতৌ কৃষ্ণাঃ প্রভাকরঃ (চ) অপধুম্বাৎ প্রসঙ্গত্যাৎ (চ) অপবিত্রমুচৌ ইব আস্তাম ॥ ৭৪ ॥
তৎকণং (রামোৎপত্তি-সময়ে) রাক্ষস-শ্রিয়ঃ অক্ষবিন্দবঃ দশানন-কিরীটেভ্যঃ মণি-ব্যাঞ্জনং পৃথিব্যাং পর্য্যস্তাঃ ॥ ৭৫ ॥
পুত্রিণঃ তন্তু (দশরথস্ত) পুত্র-জন্ম-প্রবেশান্নাং তুর্ঘ্যাণাম আরম্ভং প্রথমং দিবি দেবদুন্দুভয়ঃ চক্রঃ ॥ ৭৬ ॥
অস্ত্র (রাক্ষসঃ) ভবনে সন্তানকমরী রুষ্টিঃ চ পেতুধী ॥
সা (রুষ্টিঃ) এব সম্মলোপচারাণাং আদিরচনা অভবৎ ॥ ৭৭ ॥
কৃত-সংস্কারাঃ ধাত্রী-স্তম্ভ-পায়িনঃ তে কুমারাঃ অগ্রজেন ইব (হিস্তেন) পিতুঃ আনন্দেন সমং ববুধিরে ॥ ৭৮ ॥

বক্তার্থ—তখন অনলে আর ধূম রহিল না, দিবাকর প্রসন্ন হইলেন। বোধ হইল যেন, সত্তরই রাবণ-কৃত অত্যাচারের অবগান হইবে—বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বিবাদ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

রাম যখন প্রসন্ন হইলেন, তখন রাক্ষসনাথ রাবণের মণিময় মুকুটের মণিমালা আপনিই কুবু-কুবু করিয়া খুলিত হইয়া পড়িল বুঝি রাক্ষস-রাজ-লক্ষীর মুক্তাচ্ছলে পড়িতে লাগিল ॥ ৭৫ ॥

আকাশে দেবদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল। সত্তরই মহারাজ দশরথের স্তম্ভ-জন্মোৎসবের ভৌতিক বাতাসিও যেন দেবতারাই করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥

বর্গ হইতে রাজপ্রাসাদে পারিজাত-কুম্বের বৃষ্টি হইল সেই শুভ কুমার-জন্মোৎসবের মঙ্গলময় অঙ্কুরান বেন দেবতারাই প্রথম আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৭ ॥

পুত্র জন্মিবে—এই চিন্তাতেই দশরথের আনন্দেব অবধি ছিল না। এখন নবজাত শিশুগণ ধাত্রীর স্তম্ভপানপূর্বক দিন দিন যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পিতা দশরথের সেই পূর্ব-জাত আনন্দধারা একেবারে সহশ্রমুখী হইয়া উঠিল ॥ ৭৮ ॥

বিবৃত করিলেন। রামচন্দ্রের উৎপত্তিক্ষণে দুরন্ত দশাননের কিরীট খচিত মুক্তাঙ্কুরের স্থল-বচ্ছ মুক্তাগুলি কুবু-কুবু করিয়া চারিদিকে খসিয়া পড়িল। যেন রোক্তমান্না রাক্ষস-বুল-রাক্ষ-লক্ষীর মুক্তাফট-সদৃশ অক্ষবিন্দু এই প্রথম পৃথিবীতে পতিত হইল। একেই ত মহাত্মা এবং গুরুজনের নয়ন-জল মাটিতে পড়িলে ঘোর অমঙ্গল ঘটে, “মঙ্গলক ভবেৎ ক্রবৎ”—মুহুর্ত নিশিত। তাহাতে আবার কুলরাজলক্ষীর অশ্রুপাত, এ যে শুধু রাবণের মৃত্যুর ভৌতিক, তাহা নহে, ইহা একেবারে রক্ষো-রাজ-সংসারের সর্বনাশের পূর্বাভাস।

কবিকুলোত্তম কালিদাস স্তনীয় অতিপ্রিয় রঘুবংশ-কাব্যের ভবিষ্যৎ নায়কের ভ্রমহুত্বেই তাঁহার বিদগ্ধ শক্তিমান্ন আভাস দিলেন। রামচন্দ্রের অস্ত্র কোন বীরত্ব-গাথা কীর্তন না করিলেও, কেবল এই বর্ণনাটির দ্বারাই, তাহা অপ্রসন্ন করিয়া লওয়া যায়।

কালে দুরন্ত রাবণের সহিত রামের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং তাহার যে পরিণাম—তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা পাঠকমাত্রেই স্বাভাবিক। সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইলেই রঘুবংশের প্রতিপাদ্য সম্পূর্ণ হইল। অতএব সে আকাঙ্ক্ষার শেষ হইলেই কাব্য-পাঠের উৎসাহও শেষ হইয়া যাইবে;—তাই কবি মধ্য মধ্য একটু একটু করিয়া সেই আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি করিতেছেন। সেই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পূর্বাভাসস্বরূপ, প্রসঙ্গক্রমে পাঠকদিগের যেন কতকটা অতর্কিত অবস্থায়, রামরাবণের প্রজিযোগিতার শটনঃ শটনঃ উল্লেখ করিতেছেন; পাঠকের যে আকাঙ্ক্ষা শ্রব্য-বাব্যের জীবন, তাহা সজীবিত রাখিতেছেন। পাঠকের কোতুহল ক্রমেই বদ্ধিত হইতেছে। রচনানৈপুণ্যের ইহা চরম উৎকর্ষ ॥ ৭৩-৭৫ ॥

এই স্লোকে দেখিতেছি—গান্ধার্য বিষ্ণুও রামাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া, রাজবাড়ীর ধাত্রীদিগের স্তম্ভপান করিতেছেন। ব্যাপারটা পড়িলে অজ্ঞতাভ্রমতাই হউক, অথবা দরিদ্র গুরু-সন্তান বলিয়াই হউক, প্রাণটা যেত কেমন করিয়া উঠে। হৃদয় একটু অপ্রসন্ন হয়। কিন্তু ভারতের সর্বপ্রধান রক্ষাপরিবারের “নবরত্নের” অগ্রতম প্রধান রক্ষ কালিদাসের ভীকৃ দৃষ্টি

স্বাভাবিকঃ বিনীতঃ তেবাং বিনয়-কৰ্শণা । মুমূর্ছ সহঃ ভোজো হবিষেব হবির্ভুজ্যঃ ॥ ৭১ ॥
 পরম্পরাবিরুদ্ধাস্তে তে (কুমারাঃ) ভৎ (প্রসিদ্ধং) রঘোঃ
 সম্মানেনাং হি সৌভাগ্যে যথোভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ । তথা ভরত-শত্রুঘ্নৌ শ্রীত্যা দ্বন্দ্বং বভূবুতঃ ॥ ৭২ ॥
 তেবাং দ্ব্যেদ্বৈর্যোঃ বিভিদে ন কদাচন । যথা বায়ু-বিভাবস্বোযথা চন্দ্র-সমুদ্রয়োঃ ॥ ৭৩ ॥
 তে প্রজানাং প্রজানাথাস্তেজসা প্রজয়েন চ । মনো জহ নিদাঘাস্তে শ্রামাত্রা দিবসা ইব ॥ ৭৪ ॥
 স চতুর্থা বভৌ ব্যস্তঃ প্রসবঃ পৃথিবীপতেঃ । ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামবতার ইবাজ্জবান্ ॥ ৭৫ ॥
 গুণৈরাদ্যায়ামাস্তে গুরুং গুরুবৎসলাঃ । তমেব চতুরন্তে শং রত্নৈরিব মহার্ণবাঃ ॥ ৭৬ ॥

অর্থঃ—তেবাং স্বাভাবিকঃ বিনীতঃ বিনয়-কৰ্শণা, মুমূর্ছ সহঃ ভোজো হবিষা ইব, মুমূর্ছ ॥ ৭১ ॥

পরম্পরাবিরুদ্ধাঃ তে (কুমারাঃ) ভৎ (প্রসিদ্ধং) রঘোঃ
 অনর্থং কুলম্ গুণতঃ দেবারণ্যম্ ইব অলম্ (অত্যন্তম্)
 উদ্যোভয়ামাস্তে ॥ ৭০ ॥

সৌভাগ্যে সমানে (সতি) অপি, হি যথা উভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ
 শ্রীত্যা দ্বন্দ্বং বভূবুতঃ, তথা ভরত-শত্রুঘ্নৌ (শ্রীত্যা দ্বন্দ্বং
 বভূবুতঃ) ॥ ৭১ ॥

তেবাং (চতুর্গণং নথো) দ্ব্যেদ্বৈর্যোঃ (রাম-লক্ষ্মণয়োঃ ভরত-
 শত্রুঘ্নয়োঃ) বায়ু-বিভাবস্বো যথা, চন্দ্র-সমুদ্রয়োঃ যথা (চ)
 ক্যং কদাচন ন বিভিদে ॥ ৭২ ॥

প্রজানাং তে (কুমারাঃ) তেজসা প্রজয়েন চ
 বিনীতাস্তে শ্রামাত্রাঃ দিবসাঃ ইব প্রজানাং মনঃ জহুঃ ॥ ৭৩ ॥

সঃ চতুর্থা ব্যস্তঃ পৃথিবীপতেঃ প্রসবঃ চতুর্থা অজবান্
 ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্ অবতার ইব বভৌ ॥ ৭৪ ॥

গুরুবৎসলাঃ তে (কুমারাঃ) গুণৈঃ গুরুং (পিতরং),
 চতুরন্তে শং তম্ এব (দশরথম্ এব) মহার্ণবাঃ (চত্বারঃ) রত্নৈঃ
 ইব আদ্যায়ামাস্তে ॥ ৭৫ ॥

মহার্ণবঃ—কুমারচতুষ্টয় স্বভাবতঃই অত্যন্ত বিনীত
 ছিলেন। এইরূপে আবার সংশকার দ্বারা সেই বিনীত
 তার, সূতাহতিতে অনলের স্বাভাবিক তেজঃ যেমন বর্ধিত
 হয়, তেজঃই আরও বৃদ্ধি পাইল ॥ ৭১ ॥

বসন্তাদি-ঋতু-সমাগমে স্বর্গের নন্দন-কানন যেমন উদ্ভাসিত

হয়, তজ্জপ সেই পরম্পরাগুরুত্ব প্রাত্চতুষ্টয়ের সমাগমে
 অকলঙ্ক রঘুকুলের গুণতম যেন শতগুণ বর্ধিত হইল ॥ ৭০ ॥

সেই চারি ভ্রাতার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালোবাসা
 —সৌভাগ্য যদিও সমান ছিল, তবুও রামের সহিত লক্ষ্মণের
 এবং ভরতের সহিত শত্রুঘ্নের মিল একটু বেশী হইয়াছিল ॥ ৭১ ॥

বায়ুর সাহিত অনলের এবং হিমাংশুর সহিত জলধির
 মিত্রতা যেমন কদাচ স্থালিত হয় না, তজ্জপ রাম ও লক্ষ্মণের
 এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের সেই একতাবন্ধন নিরন্তর অবিচ্ছিন্নই
 ছিল ॥ ৭২ ॥

গ্রীষ্মাবসানে নব-মেঘোদয়ে দিনভাগ ভ্রাম্যমান হইলে
 যেমন জগদ্বাসীর মনঃপ্রাণ ভুড়াইয়া যায়, তজ্জপ প্রজাপুঞ্জের
 ভাবী অধিপতি সেই কুমারচতুষ্টয়ের প্রভাব ও বিনয়ে জন-
 গণের হৃদয় আনন্দাপ্ত হইল অর্থাৎ কুমারগণ গ্রীষ্মাবসানে
 নাভিলীতোষ্ণ দিবসের ভ্রায় ভেজঃ এবং বিনয়ের দ্বারা প্রজা-
 কুলের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

নরপতি দশরথের সেই সন্তান-চতুষ্টয়, ভূতলে চারিভাগে
 অবতীর্ণ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের বৃত্তিমান্ অবতারের
 ভ্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

পৃথিবীর চতুর্দিক্‌বস্তী রত্নাকরচতুষ্টয় যেমন আপন আপন
 রত্নরাশির দ্বারা চতুর্দিকের অধিপতি দশরথকে আশ্রয়িতা
 করিয়া থাকে, তজ্জপ সেই পিতৃবৎসল চারি রাজকুমার
 গুণে ও চরিত্রমাধুর্য্যে পিতা দশরথকে আনন্দিত করিতে
 লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

রশ্মি, তদানীন্তন রাজ-দাক্ষ্যের আচার-ব্যবহারের কিছুই একান্তেই পারে নাই; বর্ণধের ভ্রায় সেই দৃষ্টিতে সমস্তই
 প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাই আমরা কবির প্রাচুর্য্যবশতঃ আনন্দে সাংগাজিক, ঐতিহাসিক ও পারিবারিক আচার-
 ব্যবহারের অনেকটা স্বরূপ কবি-চিত্রে অঙ্কিত দেখিতে পাই ॥ ৭৬ ॥

স্বরগজ ইব দৈতুর্ভন-দৈত্যাগি-ধারৈঃ নয় ইব পুণবন্ধ-ব্যক্তযোগৈরুপায়ৈঃ ।
 হরিরিষ-সুগদীর্ঘদোভিরংগশৈভদীয়ে: পাত্তিরবনিপতীনাং তৈশ্চকশে চতুর্ভি: ॥ ৮৬ ॥

ইতি দশম: সর্গ:

অর্থঃ ।—ভগ্ন-দৈত্যাগি-ধারৈঃ চতুর্ভি: দন্তৈ: স্বরগজ হয়, সেই দন্ত-চতুষ্টয়ের দ্বারা স্বরগজের তায়, কল-দেখিয়া
 ইব, পুণবন্ধ-ব্যক্তযোগৈঃ (চতুর্ভি:) উপায়ৈ: নয় ইব, সুগ-দীর্ঘৈ: বাহার প্রয়োগ অনুমান করা যায়, সেই সামান্য-প্রয়োগ
 (চতুর্ভি:) দোভি: হরি: ইব, তদাধৈ: অংশৈ: (হরে: অংশভূতৈ:) নামক উপায়-চতুষ্টয়ের দ্বারা রাজনীতির তায় এবং সুগ-কার্যের
 তৈ: চতুর্ভি:) পুত্রৈ: অবনিপতীনাং পতি: চকশে ॥ ৮৬ ॥ তুল্য সুদীর্ঘ বাহ দ্বারা বিষ্ণুর তায়, রামাদি-পুত্রচতুষ্টয়ের
 বজার্থ ।—যে দন্তে অশ্বরের স্তম্ভীকৃত্তরবারি ভগ্ন দ্বারা দশরথ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

অক্ষয়কণ্ঠ সর্গঃ

কৌশিকেন সঃ কিল ক্ষিতীশ্বরো রামমধ্বরবিঘাত-শাস্ত্রয়ে ।

কাকপক্ষ-ধরমেতা যাচিতস্তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে ॥ ১ ॥

কচ্ছ-লক্ষমপি লক্ষ-বর্ণ-ভাক্ তং দিদেশ মুনয়ে সলক্ষণম্ ।

অপ্যামুপ্রণয়িনাং রঘোঃ কুলে ন বাহুত কদাচিদধিতা ॥ ২ ॥

যাবদাদিশতি পাথিবস্তয়োনির্গমায় পুরমার্গ-সংক্রিয়াম্ ।

তাবদাশু বিদধে মরুৎ-সথৈঃ সা সপুষ্প-জলবর্ষিভির্ঘনৈঃ ॥ ৩ ॥

তো নিদেশকরণোচ্ছতো পিতৃধ্বিনো চরণয়ানিপেততুঃ ।

ভূপতেরপি তয়োঃ প্রবৎস্ততোর্নম্রায়োরুপরি বাষ্প-বিন্দবঃ ॥ ৪ ॥

তো পিতৃনয়নজেন বারিণা কিঞ্চিৎক্ষিত-শিখণ্ডকাবুভৌ ।

ধ্বিনো তম্বিমঘগচ্ছতাং পৌর-দৃষ্টি-কৃত-মার্গ-তোরণৌ ॥ ৫ ॥

অধ্বয়ঃ। কৌশিকেন এতঃ সঃ ক্ষিতীশ্বঃ অধ্বর-
বিঘাত-শাস্ত্রয়ে কাক-পক্ষঃ রামং যাচিতঃ কিল । তেজসাং
বয়ঃ ন সমীক্ষ্যতে হি ॥ ১ ॥

লক্ষবর্ণভাক্ (সঃ রাজা) কচ্ছলক্ষম্ অপি সলক্ষণং তং :
মুনয়ে বিদেশ । (তথাহি) অমুপ্রণয়িনাম্ অপি অর্থিতা রঘোঃ
কুলে কদাচিৎ (অপি) ন বাহুত ॥ ২ ॥

পাথিবঃ তয়োঃ নির্গমায় পুরমার্গ-সংক্রিয়াং যাবৎ আদি-
শতি, তাবৎ মরুৎ-সথৈঃ সপুষ্প-জলবর্ষিভিঃ ঘনৈঃ (মৈবৈঃ) সা
(মার্গ-সংক্রিয়া) বিদধে ॥ ৩ ॥

নিদেশ-করণোচ্ছতো ধ্বিনো তো (কুমারো) পিতুঃ
চরণয়োঃ নিপেততুঃ । ভূপতেঃ অপি বাষ্পবিন্দবঃ প্রবৎস্ততোঃ
(প্রবৎস্ত করিষ্যতোঃ) নম্রয়োঃ তয়োঃ উপরি (নিপেততুঃ) ॥ ৪ ॥

* পিতুঃ নয়নজেন বারিণা কিঞ্চিৎক্ষিতশিখণ্ডকৌ ধ্বিনো
তো উভৌ (রাজকুমারো) পৌরদৃষ্টিকৃত-মার্গ-তোরণৌ
(কুমারো) তম্বিমঘগচ্ছতাম্ ॥ ৫ ॥

* বিঘাতঃ—অনন্তর কৃশিকনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্র,
যজ্ঞের বির-শাস্ত্রের নিমিত্ত, দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া,
শৈশবোচিত শিখাধারী রামচন্দ্রকে ত্রিষ্ণু চাহিলেন । রাম
বালক রূপে, কিন্তু তেজস্বীদিগের তেজস্বী দ্রষ্টব্য, বয়ঃক্রম
দ্রষ্টব্য নহে ৬৩ ॥

ভাৎপর্ধ্য।—বিধাবিত্তের আকিঞ্চনে বালক রাম-লক্ষণকে বনে পাঠাইতেছেন বাল্যায় পুত্রবৎসল দশরথ
বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন । তাহারাই তাই, পিতৃনির্দেশকমল উভয় হইয়া প্রবাসে বাইতেছেন । অদূর-ভবিষ্যতে

বিষুবৎসল দশরথ বহু সাধ্য-সাধনায় রামকে পাইয়াছেন
সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি দ্বিজেন্দ্র না করিয়া চক্ষুণের
সহিত রামকে মুনির হস্তে সমর্পণ করিলেন । পুত্র ত পয়ের কথা,
কোনো প্রার্থী আশিয়া যদি ঋতুলের কোনো রাজার প্রাণ
পথ্যস্তও চাহিয়া বসে, সে প্রার্থনাও কদাচ বিফল হয় না ॥ ২ ॥

নৃপতি দশরথ পুত্রদ্বয়ের যাত্রাকালে নগরের সমস্ত পথ-
ঘাট সংস্কার ও পরিষ্কৃত করিতে যেমন আদেশ করিলেন,
ভেমনি অহুকুল বায়ু কুমুদ-রাশি উড়াইয়া রাজপথ আকীর্ণ
করিল এবং জলধর জলবর্ষণের দ্বারা তাহার সমস্ত ধূলি প্রক্ষা-
লিত করিয়া দিল ॥ ৩ ॥

পিতার আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত ঋষির সহিত তপোবত্ন-
গমনোত্তর রামলক্ষণ শরাসন-হস্তে আসিয়া পিতৃচরণে যেমন
প্রণত হইলেন, অমনি প্রবাস-গামী পুত্রদ্বয়ের আনন্দশীর্ষে
সজল-নয়ন দশরথের অশ্রুবিন্দু ক্ষরিত হইল ॥ ৪ ॥

পিতার নয়ন-জলে গমনোত্তর ধর্ম্মের কুমারদ্বয়ের মন্ত-
কের শিখা আর্জ হইল । তাহারাই ঋষির অহুগমন করিতে
লাগিলেন । কুমারদ্বয়ের বিচ্ছেদ-কন্তর পুরবাসিগণ অনিমেধ
দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন । পৌরগণের সেই
সজল-নয়ন-পঙ্কজি রাজপথের কুমুমমালিকাবৃত তোরণের
দ্বায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

লক্ষণাহুচরমেব রাঘবং নেতুমৈচ্ছামি রিচ্যাসৌ নৃপঃ ।

আশিষং প্রযুযুজে ন বাহিনীং সা হি রক্ষণ-বিধৌ তয়োঃ কৃমা ॥ ৬ ॥

মাতৃবর্গচরণম্পৃশৌ মুনেন্তৌ প্রপত্ত পদবীং মহৌজসঃ ।

রেজতুর্গতিবশাং প্রবর্তিনৌ ভাস্করস্ত মধু-মাধবাবিব ॥ ৭ ॥

বীচিলোল-ভুজয়োঃ স্তয়োঃগতং শৈশব-চপলমপ্যশোভত ।

তোয়দাগম ইবোদ্ধা-ভিগ্নয়োঃ নামধেয়-সদৃশং বিচেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥

তৌ বলাতিবলয়োঃ প্রভাবতো বিগ্নয়োঃ পথি মুনি-প্রদিষ্টয়োঃ ।

মমূর্তুর্ন মণিকুট্টিমোচিতৌ মাতৃপার্শ্বপরিবর্তিনাবিব ॥ ৯ ॥

অর্থঃ—ঋষিঃ লক্ষণাহুচরম্ এব (তং) রাঘবং (রামং) নেতুম্ ঐচ্ছৎ ইতি (হেতোঃ) অসৌ নৃপঃ আশিষং প্রযুযুজে, বাহিনীং ন (প্রযুযুজে), হি (যস্মাৎ) সা (আশীঃ এব) তয়োঃ রক্ষণবিধৌ কৃমা ॥ ৬ ॥

মাতৃবর্গচরণম্পৃশৌ তৌ (রামলক্ষণৌ) মহৌজসঃ মুনৈঃ পদবীং প্রপত্ত (মহৌজসঃ) ভাস্করস্ত গতিবশাং প্রবর্তিনৌ মধু-মাধবৌ ইব রেজতুঃ ॥ ৭ ॥

বীচিলোল ভুজয়োঃ তয়োঃ চপলমপি গতং (গতিঃ) শৈশবাৎ (হেতোঃ) অশোভত । (কিমিব ?)—তোয়দাগমে উদ্ধা-ভিগ্নয়োঃ নামধেয়সদৃশং বিচেষ্টিতম্ ইব ॥ ৮ ॥

মণি-কুট্টিমোচিতৌ তৌ মুনি-প্রদিষ্টয়োঃ বলাতিবলয়োঃ বিগ্নয়োঃ প্রভাবতঃ মাতৃ-পার্শ্ব-পরিবর্তিনৌ ইব পথি ন মমূর্তুঃ ॥ ৯ ॥

বক্তার্থঃ—ঋষি কেবল লক্ষণের সহিত রামকেই লইতে চাওয়ায়, রাজা আর সৈন্ত-সামন্ত উহাদের রক্ষার তত্ত্ব সঙ্গে দিলেন না, শুধু প্রাণ তরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পিতার সেই আশীর্বাদই কুমারদিগের রক্ষণাবেক্ষণে পর্যাপ্ত ॥ ৬ ॥

রাম ও লক্ষণ জননীদিগের পাদবন্দন-পূর্বক তেজস্বী মহর্ষির অঙ্গুগমন করিলেন। সেই সময়ে,—চৈত্র ও বৈশাখ

মাস মেঘাদিরাশির সংক্রমণবশতঃ স্বর্ষ্যের অঙ্গুগমন করিলে যেমন শোভাযিত হয়, তাঁহারাও সেইরূপ অঙ্গু-পূজা-প্রদান করিলেন ॥ ৭ ॥

বর্ষাকালে, গুরু-বহল জলরাশি উচ্চাশত্রে বহিয়া লইয়া যায় বলিয়া একটি নদীর নাম হইয়াছে “উদ্ধা” এবং তেজ বর্ষা করে বলিয়া আর একটি নদীর নাম হইয়াছে “ভিগ্ন” এই নাম দুইটি সম্পূর্ণ সার্থক। কেন না, জল বহন করে, তাই উদ্ধা এবং কুলভেদ করে, তাই ভিগ্ন। গমনকালে সেই রাজকুমারদ্বয়ের বাহু এমনই চঞ্চল হইল এবং তাঁহারা এতই হেঁচকা দুইদ্বা চকিতে লাগিলেন যে, উক্ত নদীদ্বয়ের নামের তদ্রূপ কার্যের হ্রাস, তাঁহাদেরও বহুরের অঙ্গুরূপ চঞ্চল্য তাঁহারা দুই ভাড়া তত্ত্ব শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

রাম ও লক্ষণ উভাবধি মণিময় চতুর্বেই বিচরণ করিয়া আসিতেছেন। বঠোর বক্রাদিপূর্ণ বন-পথে বক্রো তাঁহাদের বেড়ান নাই। মহর্ষি তাঁহাদিগকে বলা ও অভিযান-নামক দুইটি দিব্য বিজ্ঞা দান করিলেন, এবং সেই বিজ্ঞার প্রভাবে আজ এই দীর্ঘ-পথ-শ্রমে তাঁহাদের কোনই কষ্ট হইল না। বরঞ্চ মনে হইল, তাঁহারা বেন মেহময়ী জননীদিগে চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ॥ ৯ ॥

এই দুই ভাই-ই পিতার আজ্ঞা-পালনের তত্ত্ব যে দীর্ঘ প্রবাসে গ্রহণ করিবেন, কবি, তাঁহাদের ক্ষেত্র শুভ করিতেছেন। জীবনের প্রায়শ্চেষ্টে জীবনের পরিণতির অনেকটা আভাস তরেক হলে পাওয়া যায়। এই ক্ষুণ্ণ প্রবাসে দশরথের বাসাবিল্লুর পতন, ইহার পরের দুঃখের প্রবল দশরথের নিজের পতন ॥ ৬ ॥

ইবঃ—সুহনোচিতঃ পাদচারমপি ন ব্যাধিবয়ং ॥ ১০ ॥

তো সরাংসি রসবন্তিরমুভিঃ কৃজিতৈঃ শ্রুতি-সুতৈঃ পতন্ত্রিণঃ ।

কায়বঃ সুরভি-পুষ্পরেণুভিচ্ছায়য়া চ জলদাঃ সিবৈবিরে ॥ ১১ ॥

নান্তসাং কমল-শোভিনাং তথা শাখিনাঞ্চ ন পরিশ্রমচ্ছিদাম্ ।

দর্শনেন লঘুনা যথা তয়োঃ প্রীতিমাপুরুভয়োস্তপস্বিনঃ ॥ ১২ ॥

স্থাগুদন্ধ-বপুষস্তপোবনং প্রাপ্য দাশরথিরাত্কার্ষ্মকঃ ।

বিগ্রহেণ মদনস্ত চারুণা সোহভবৎ প্রতিনিধিন্ কর্শ্মণা ॥ ১৩ ॥

তো সুকেতু-সুতয়া খিলীকৃতে কৌশিকাদ বিদিত-শাপয়া পথি ।

নিম্নতুঃ স্থল-নিবেশিতাটনী লীলয়েব ধনুযী অধিজাতম্ ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ—বাহনোচিতঃ সাহুতঃ রাসবঃ পুরাবিনঃ
পিতৃ-সহিত (মুনেঃ) পূর্ববৃত্তবশিতৈঃ উচ্ছমানঃ ইব পাদচারম
অপি ন ব্যাধিবয়ং ॥ ১০ ॥

তো (কর্শ্মভূতো রামলক্ষণো) সরাংসি (কর্জুনি)
রসবঃ অমুভিঃ পতন্ত্রিণঃ শ্রুতি-সুতৈঃ কৃজিতৈঃ
কায়বঃ সুরভিপুষ্প-রেণুভিঃ জলদাঃ ছায়য়া চ
সিবৈবিরে ॥ ১১ ॥

উপস্বিনঃ লঘুনা (ইষ্টেন) তয়োঃ উভয়োঃ দর্শনেন যথা
প্রীতিম্ আপুঃ, তথা কমল-শোভিনাম্ অন্তসাং (দর্শনেন) ন
(অক্ষয়), পরিশ্রমচ্ছিদাং শাখিনাং (দর্শনেন) চ ন (আপুঃ) ॥ ১২ ॥

সঃ আন্ত-কার্ষ্মকঃ সঃ দাশরথিঃ (রামঃ) স্থাগু-দন্ধ-বপুষঃ
(মদনস্ত) তপোবনং প্রাপ্য চারুণা বিগ্রহেণ প্রতিনিধিঃ
কর্শ্মণ, কর্শ্মণ ন (পুংঃ প্রতিনিধিঃ অভবৎ) ॥ ১৩ ॥

কৌশিকাং বিদিত-শাপয়া সুকেতু-সুতয়া (ভাড়করা)
পথি তো (রামলক্ষণো) স্থল-নিবেশিতাটনী লীলয়া
নিম্নতুঃ অধিজাতাং নিম্নতুঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ—চিরদিন বানাদি বাহনেই তাঁহারা গমনাগমন
করিয়া আসিতেছেন। ভবও এখন প্রাচীন বৃহত্ত-
বিশারদ পিতৃবন্ধ বিশ্বামিত্রের মুখে প্রত্যেক স্থানের
কৌতুহলোদ্দীপক পুরাবৃত্ত শুনিতে শুনিতে তাঁহারা এতই
পথ-শ্রমে তাঁহাদের আর কোনরূপ
যত্নই করিল না ॥ ১০ ॥

পর্যটন-কালে স্থাবর-জঙ্গম উগৎ যেন তাঁহাদের পট্ট-
চর্যায় নিবৃত্ত হইল।—সরোবর সকল হচ্ছ ও সরস সলিলের
দ্বারা, বিহঙ্গমগণ সুখ-শ্রব্য বলমধুর সঙ্গীতের দ্বারা,
মৃদ-মল্ল বনানিল সুভতি কুসুম-পরাগের দ্বারা এবং
মেঘমালা ছায়া-দানের দ্বারা তাঁহাদিগকে সেবা করিতে
লাগিল ॥ ১১ ॥

বনবাগী তাপসবৃন্দ নয়নাভিরাম রাম ও লক্ষণকে
দেখিয়া যেরূপ প্রীতিলভ করিলেন, কমল-শোভিত
সলিল-দর্শনে বা প্রান্তি-বিনোদক শাখাবহল ডায়াপ্রধান
বৃক্ষাদি-দর্শনেও তাঁহারা কখনো তাদৃশী প্রীতি প্রাপ্ত হন
নাই ॥ ১২ ॥

দশরথাস্ত্রজ রাম শরাসন-হস্তে, হরকোপানল-দন্ধ অনঙ্গের
তপোবনে উপস্থিত হইয়া, মনোজ্ঞ দেহবাস্তিতে মদনের
প্রতিনিধি হইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে তাঁহার জ্ঞান
হইলেন না ॥ ১৩ ॥

রাম-লক্ষণ পূর্বেই মহর্ষির মুখে সুকেতু-সুতয়া
ভাড়কার অভিশাপবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, এইক্ষেত্রে
তাঁহার বিচরণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে
স্থান রাক্ষসীর অভ্যাচারে প্রাণি-সংকট-শূন্য। কুমারদ্বয়
কালবিলম্ব না করিয়া যটিতে ধনুকের অগ্রভাগ
স্থাপন পূর্বক, হেলায় তাহাতে জ্যাংযোগ করিয়া প্রস্তুত
হইলেন ॥ ১৪ ॥

জ্যানিন্দ্রমথ গৃহুতী তয়োঃ প্রাহুয়াস বহুল-কপাহবিঃ ।

তাড়কা চল-কপাল-কুণ্ডলা কালিকের নিবিড়া বলাকিনী ॥ ১৫ ॥

ভীতবেগধুতমার্গ-বৃক্ষয়া প্রেতচীবরবসা স্বনোগ্রয়া ।

অভ্যভাবি ভরতাগ্রজন্তয়া বাত্যায়েব পিতৃকাননোথয়া ॥ ১৬ ॥

উত্ততৈকভূজযষ্টিমায়তীঃ শ্রোণি-লম্বি-পুরুষাঙ্কমেখলাম্ ।

তাং বিলোক্য বনিতাবধে ঘৃণাং পত্রিণা সহ মুমোচ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥

যচ্চকার বিবরং শিলাঘনে তাড়কোরসি স রাম-সায়কঃ ।

অপ্রবিষ্টবিষয়স্ত রক্ষসাং দ্বারতামগমদন্তকন্ত তৎ ॥ ১৮ ॥

বাণভিন্ন-হৃদয়া নিপেতুযী সা স্ব-কাননভূবাং ন কেবলাম্ ।

বিষ্টপত্রয়-পরাজয়স্থিরাং রাবণশ্রিয়মপি ব্যকম্পয়ৎ ॥ ১৯ ॥

অমন্ত্রয় ।—অথ তয়োঃ জ্যা-নিদাং গৃহুতী (জানতী) বহুল-কপাহবিঃ চলকপাল-কুণ্ডলা তাড়কা নিবিড়া বলাকিনী কালিকা ইব প্রাহুয়াস ॥ ১৫ ॥

ভীত-বেগ-ধুত-মার্গ-বৃক্ষয়া, প্রেতচীবরবসা (প্রেত-চীবরাণি বস্তু ইতি বস্ + ক্ৰিপ্ প্রেত-চীবরবস, ১ম—প্রেত-চীবরবাঃ, ৩য় প্রেতচীবরবসা) স্বনোগ্রয়া তয়া (তাড়কয়া) পিতৃকাননোথয়া বাত্যায়া ইব ভরতাগ্রজঃ (রামঃ) অভ্যভাবি (অভিভূতঃ) ॥ ১৬ ॥

উত্ততৈকভূজযষ্টিম্ আম্রতীং শ্রোণি-লম্বি-পুরুষাঙ্কমেখলাং তাং বিলোক্য রাঘবঃ বনিতাবধে ঘৃণাং পত্রিণা সহ মুমোচ ॥ ১৭ ॥

সঃ রাম-সায়কঃ শিলাঘনে তাড়কোরসি যদ্ বিবরং চকার, তদ্ (বিবরং) রক্ষসাম্ অপ্রবিষ্ট-বিষয়স্ত অন্তকন্ত দ্বারতাম্ অগমৎ । (ইদং প্রথমং রক্ষোমরগম্) ॥ ১৮ ॥

বাণ-ভিন্ন-হৃদয়া নিপেতুযী (সতী) সা (তাড়কা) কেবলাং স্বকাননভূবাং ন ব্যকম্পয়ৎ ; (কিন্তু) বিষ্টপ-ত্রয়পরাজয়-স্থিরাং রাবণ-শ্রিয়ম্ অপি (ব্যকম্পয়ৎ) ॥ ১৯ ॥

২০ পর্যা ।—তাহাদের জ্যা-শব্দ শ্রবণমাত্রেই রাক্ষসী তাড়কা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমানিশার জায় তাহার খোর কৃষ্ণ বর্ণ, কর্ণে মাংস-শূত্র অস্থিমাংসার

নরকপালের কুণ্ডল আনোলিত হইতেছে। মনে হইল যেন, বলাকা-বৃক্ষ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণের একখানা মেঘ বায়ুতরে নাচিতে নাচিতে আসিয়া দেখা দিল ॥ ১৫ ॥

তাহার পরিধান প্রেতের পরিত্যক্ত বসন, সে এতই দ্রুতবেগে আসিল যে, সেই গতিবেগে পথের পাশ্বে বর্তী তক্ষ-শূন্যাদি কাঁপিতে লাগিল। রাক্ষসী স্বশানোখিত ভীষণ বাত্যার জায় আসিয়া রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল ॥ ১৬ ॥

রাম দেখিলেন,—ঐ তাড়কা আসিতেছে, তাহার কটি-দেশে মাছুষের অঙ্গ-নির্মিত মেখলা, একটা বিশাল বাহ উত্তোলন করিয়া সে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। রাক্ষসীর ঘৃণিত আকার দর্শনে, রাম নারী-বধের ঘৃণা এবং বাণ বৃগপদ, ত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥

রাম নিশিত সায়কে রাক্ষসীর শিলাতুল্য কঠিন বক্ষঃস্থলে যে ছিদ্র করিলেন, এত দিন পরে, রাক্ষসদের অগম্য দেশে প্রবেশ করিবার পক্ষে কৃতান্তের তাহা দারবর হইল ॥ ১৮ ॥

রাম-শরে বিদীর্ণহৃদয়া রাক্ষসীর পতনকালে শুধু সেই বনভূমি নহে, ত্রিভুবন জয় করিয়া রাবণ যে রাজ-লক্ষ্মীকে অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই রাক্ষস-রাজ-লক্ষ্মীও যেন কাঁপিয়া উঠিলেন ॥ ১৯ ॥

২১ পর্যা ।—তাড়কার পতনের সহিত রাক্ষস-রাজ-লক্ষ্মীও কাঁপিয়া উঠিলেন। পাঠকগণের চিত্ত, হৃৎসর রাবণের সহিত রামের সে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ এবং তাহার পরিণাম, উভয়ই কতকটা ইচ্ছিতে বৃত্তিতে পাবিল এবং উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৯ ॥

রামমন্ত্র-শরণে তাড়িতা হুঃসহেন হৃদয়ে নিশাচরী ।
 গন্ধবক্রধিরচন্দনোক্ষিতা জীবিতেশ-বসতি জগাম সা ॥ ২০ ॥
 নৈখ্যতমমথ মন্ত্রবন্ধুনে প্রাপদম্রমবদানতোষিতাং ।
 জ্যোতিরিক্তনিপাতি ভাস্বরাং সূর্য্যকাস্ত ইব তাড়কাস্তকঃ ॥ ২১ ॥
 বামনাশ্রমপদং ততঃ পরং পাবনং শ্রুতমুখৈরুপেয়িবান্ ।
 উন্মাদাঃ প্রথমজন্মচেষ্টিতান্মরুপি বভূব রাঘবঃ ॥ ২২ ॥
 আসসাদ মুনিরাশ্বনস্ততঃ শিষ্যবর্গপরিকল্পিতার্হণম্
 বন্ধ-পল্লবপুটাজলিক্রমং দর্শনোন্মুখ-মৃগং তপোবনম্ ॥ ২৩ ॥
 তত্র দীক্ষিতমুখিং ররক্ষতুর্বিষ্মতো দশরথাত্মজৌ শরৈঃ ।
 লোকমজ্ঞতমসাং ক্রমোদিতৌ রশ্মিভিঃ শশি-দিবাকরাবিব ॥ ২৪ ॥
 বৌদ্ধ্য বেদিমথ রক্তবিন্দুভিবদ্ধজীব-পৃথুভিঃ প্রদৃষিতাম্ ।
 সম্ভ্রমোহভবদপোচকর্ম্মণামৃষিজাং চ্যুত-বিকল্পতশ্চচাম্ ॥ ২৫ ॥

অশ্বত্থ।—সা নিশাচরী হুঃসহেন রাম-মন্ত্রশরণে হৃদয়ে
 (উরসি মনসি চ) তাড়িতা গন্ধবক্রধির-চন্দনোক্ষিতা (সতী)
 জীবিতেশ-বসতি জগাম ॥ ২০ ॥

অথ তাড়কাস্তকঃ (রামঃ) অবদান-তোষিতাং মুনৈঃ
 নৈখ্যতমমথ মন্ত্রবৎ অশ্রুং সূর্য্যকাস্তঃ (মণিঃ) ভাস্বরাং ইক্কন-
 নিপাতি জ্যোতিঃ ইব প্রাপৎ ॥ ২১ ॥

ততঃ পরং পাবনং শ্রুতং পাবনং বামনাশ্রম-পদম্
 উপেয়িবান্ (সম্) প্রথম-জন্ম-চেষ্টিতানি অশ্রুতানি অপি উন্মাদাঃ
 বভূব ॥ ২২ ॥

ততঃ মুনিঃ শিষ্যবর্গপরিকল্পিতার্হণং, বন্ধ-পল্লব-পুটাজলি-
 ক্রমং, দর্শনোন্মুখ-মৃগম্ আশ্বনঃ তপোবনম্ আসসাদ ॥ ২৩ ॥

তত্র (তপোবনে) দশরথাত্মজৌ দীক্ষিতম্ মুখিং শরৈঃ
 বিস্মিতঃ (বিষ্মেভ্যঃ) ক্রমোদিতৌ শশিদিবাকরৌ রশ্মিভিঃ
 অজ্ঞতমসাং লোকম্ ইব ররক্ষতুঃ ॥ ২৪ ॥

অথ বদ্ধজীবপৃথুভিঃ রক্তবিন্দুভিঃ প্রদৃষিতাং বেদিং
 বৌদ্ধ্য অপোচকর্ম্মণাং (ব্যস্ত-ব্যাপারগাং) চ্যুতবিকল্পত-
 শ্চচাম্ ঋষিজাং সম্ভ্রমঃ অভবৎ ॥ ২৫ ॥

অর্থার্থ।—যেমন কোন কামিনী হুঃসহ মদন-শরে
 পীড়িত হইয়া সুগন্ধি চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া জীবিত-
 শ্রেণী নিকট আসিয়া যায়, তদ্রূপ, সেই রাক্ষসীও হুঃসহ
 রাম-শরে হৃদয়ে আহত হইয়া, রক্তাশ্রু-দেহে তৎক্ষণাৎ জীবিত-
 শ্রেণীর কর্ণাৎ কল্পজের সমনে প্রস্থান করিল ॥ ২০ ॥

রামের এই বীরত্বপূর্ণ কার্য্য দর্শনে মহর্ষি অত্যন্ত প্রীত হইলেন
 এবং রামচন্দ্রও সেই হৃষ্টহৃদয় মহর্ষির নিকট হইতে, সূর্য্যকাস্ত-
 মণি যেমন সূর্য্যের নিকট হইতে কাষ্ট-দহনক্ষম তেজঃ প্রাপ্ত হয়,
 তদ্রূপ, রাক্ষস-বিনাশী সমস্তক অমোঘ অস্ত্র লাভ করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর রামরূপী ভগবান্ পবিত্র বামনাশ্রমে উপনীত হই-
 লেন। ঋষির মুখে পূর্বেই এই আশ্রমের অনেক তথ্য তিনি
 শুনিয়াছিলেন। রাম নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাই জন্মান্ত-
 রের বৃত্তান্ত আর তেমন মনে না পড়িলেও—তিনি আপনার
 সেই পূর্বাশ্রম-দর্শনে কেমন যেন উন্মাদা হইয়া উঠিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবনে
 উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন,—শিষ্যবৃন্দ পূর্বে হইতেই
 পূজার অর্ঘ্যাদি সম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, বৃক্ষগণ পল্লব-পুট-
 রূপ অঞ্জলিবদ্ধ করে যেন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থিত করিতেছে,
 মৃগকুল তাঁহাদের দর্শন-লালসায় উন্মুখে চাহিয়া আছে ॥ ২৩ ॥

চন্দ্র এবং সূর্য্য পর্য্যায়ক্রমে উদিত হইয়া যেমন কিরণ
 বিস্তার-পূর্ব্বক জিহুবনকে অন্ধকার হইতে রক্ষা করে, তদ্রূপ
 রাম-লক্ষ্মণও সায়ক-সন্ধানে যজ্ঞদীক্ষিত বিশ্বামিত্রকে বিষ
 হইতে পরিত্রাণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর ঋষিকুণ্ড যজ্ঞকালে দেখিলেন, যজ্ঞবেদীর গাত্র
 বদ্ধজীব-পুষ্পের জ্বালা হুল হুল রক্তবিন্দুতে দূষিত হইয়াছে, তাঁহা-
 দেব কাজকর্ম্ম বন্ধ হইল; শকার হাত হইতে বিকল্পত-
 দাক-নির্ধৃত অগাধি যজ্ঞগাত্র সকল

উষাঃ সপদি লক্ষণাগ্রজঃ বাণমাশ্রয়মুখাং সমুদ্ররন ।

রক্ষসাঃ বলমপশ্যদধরে গৃধ্রপক্ষ-পবনেনরিতধ্বজম্ ॥ ২৬ ॥

তত্র যাবধিপতী মথদ্বিবা তৌ শরব্যমকরোং স নেতরান্ ।

কিং মহোরগ-বিসর্পি-বিক্রমো রাজিলেষু গরুড়ঃ প্রবর্ততে ॥ ২৭ ॥

সোহজমুগ্ৰজবমস্ত্রকোবিদঃ সন্দধে ধমুযি বায়ু-দৈবতম্ ।

তেন শৈলগুরুমপাপাতয়ং পাণ্ডুপত্রমিব তাড়কাস্মৃতম্ ॥ ২৮ ॥

যঃ স্রবাহরিতি রাক্ষসোহপরস্তত্র তত্র বিসসর্প মায়য়া ।

তং ক্ষুরপ্র-শকলীকৃতং কৃতী পত্রিণাং ব্যভজদাশ্রমাদবহিঃ ॥ ২৯ ॥

অম্বুজঃ।—সপদি লক্ষণাগ্রজঃ বাণম্ আশ্রয়মুখাং সমুদ্ররন উষাঃ (সন) অধরে গৃধ্র-পক্ষ-পবনেনরিতধ্বজং রক্ষসাঃ বলম্ অপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

সঃ (রামঃ) তত্র (রক্ষসাং বলে) যৌ মথদ্বিবা অধিপতী, তৌ শরব্যম্ অকরোং । ইতরান্ ন (অকরোং) । (তথাহি) মহোরগ-বিসর্পি-বিক্রমঃ গরুড়ঃ রাজিলেষু (জল-সর্পেষু) প্রবর্ততে কিম্ ? ॥ ২৭ ॥

অস্ত্র-কোবিদঃ সঃ (রামঃ) উগ্রজবং বায়ুদৈবতম্ অস্ত্রং ধমুযি সন্দধে । তেন (অস্ত্রেণ) শৈল-গুরুম্ অপি তাড়কা-স্মৃতং পাণ্ডুপত্রম্ ইব অপাতয়ং ॥ ২৮ ॥

যঃ অপরঃ স্রবাহঃ ইতি রাক্ষসঃ তত্র তত্র মায়য়া বিসসর্প, কৃতী (রামঃ) ক্ষুরপ্র-শকলীকৃতং তম্ (স্রবাহম্) আশ্রমাং বহিঃ পত্রিণাং (পক্ষিণাং) ব্যভজং (বিতজ্য দত্তবান্) ॥ ২৯ ॥

বজ্রার্থঃ।—রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ভূগীর হইতে বাণ উত্তোলনপূর্বক উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—আকাশ-মার্গ যজ্ঞদ্রোহী রাক্ষস-সেনায় একেবারে আচ্ছন্ন। তাহাদের

ধ্বজ-পতাকা-সমূহ বিপদের পূর্বলক্ষণ-স্বরূপ শকুনের বিশাল পক্ষ-সম্মিলনে সমুখিত বায়ুতে প্রকম্পিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

বীরোত্তম রাম, সেই যজ্ঞদ্রোহী রাক্ষসদিগের স্রবাহ ও মারীচ নামে যে দুই প্রধান নায়ক, তাহাদিগকেই বাণের লক্ষ্য করিলেন, অজ্ঞান নগণ্য রাক্ষসদিগের দিকে চাহিলেনও না। কাল-অজগর-বিনাশী গরুড় কি কখনো তুচ্ছ বিবহীন জল-সর্পকে (জলচৌড়া) আক্রমণ করিয়া থাকে ? ॥ ২৭ ॥

অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ রাম ধমুকে দ্রুতগতি বারব্য অস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং তদ্বারা, পর্বতের স্থায় শিখাংশ ও সারবৃত্ত তাড়কাতনয় মারীচকে জীর্ণ-পত্রবৎ পাতিত করিলেন ॥ ২৮ ॥

স্রবাহ-নামে অপর রাক্ষস মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া তথায় বিচরণ করিতেছিল, দিব্য-দৃষ্টি রাম ক্ষুরপ্র-নামক স্রুতী অস্ত্রের দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আশ্রমের বহির্ভাগে বিহঙ্গমদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—কালিদাস তাঁহার বর্ণিত চরিত্রের কোন স্থলেই কোন প্রকার ত্রুটি রাখিতেন না, দুর্বলতার কোন চিহ্নই তদীয় নায়ক-নায়িকায় পরিলক্ষিত হয় না। তিনি জানিতেন যে, যাহা অম্বুজর, তাহার সমস্তই অম্বুজর, অম্বুজরের শ্রেণী-বিভাগ চলে না। তাই তাঁহার বর্ণনার কোন স্থলে অম্বুজরের রেখামাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাম উর্দ্ধদিকে চাহিয়া, আকাশ-ব্যাপী শত-সহস্র রাক্ষসের মধ্যে যে দুই জন প্রধান, তাহাদিগকে মারিলেন, অজ্ঞ-গুলিকে আমলেই আনিলেন না, বা নগণ্যের প্রতি অল্পক্ষেপ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিলেন না। এই স্থলে দাস্ত রাম-চরিত্রের অল্প একটা রমণীয় দ্রষ্টব্য, কালিদাস, স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিলেন।

রাম ধমুবিজ্ঞার অপূর্ব পারদর্শী ছিলেন। জীবনের প্রথমে সেই বিজ্ঞার পরীক্ষা দিলেন রাবণের আত্মীয় তাড়কা-রাক্ষসীরা এবং স্রবাহ ও মারীচ-নামক দুই প্রবল রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া। জীবনের মধুর প্রভাতেই রাম, রাবণ-কুলের সহিত একটা বোর শত্রুতার পত্তন করিলেন। কবিরূপ কালিদাস, রঘুবংশের যে অপূর্ব দৃষ্টপট অঙ্কন করিতে বসিয়াছেন, সেই দৃষ্টের পার্শ্ব চিত্রগুলি একে একে আঁকিয়া তুলিতেছেন, এবং তৎসং অঙ্কনের দ্বারা প্রধান আকর্ষণ্য রামচরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়া উল্লিখিত পাঠকদিগের সমক্ষে প্রতিভাচ্ছন্দ ॥ ২৭ ॥

স্ত্রীয়াঃ সাংখ্যগীতমাতনন্দ্য বিক্রমম্ ।

ঋদ্ধিঃ কুলপতেৰ্থধাক্রমঃ বাগ্‌যতন্ত নিরবর্তয়ন্ ক্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥

তো প্রণামচলকাক-পক্ষকৌ ভ্রাতরাববৃত্তধাম্নতো মুনিঃ ।

আশিষামমুপদং সমম্পশুর্দর্ভ-পাটিততলেন পাগিনা ॥ ৩১ ॥

তং শ্রমজ্জয়ত সম্ভূত-ক্রতুর্মৈথিলঃ স মিথিলাং ব্রজন্ বশী ।

রাঘবাবপি নিনায় বিভ্রতো তদ্ধমুঃপ্রবণজং কুতুহলম্ ॥ ৩২ ॥

তৈঃ শিবেষু বসতির্গতাধ্বভিঃ সায়মাশ্রমতরুণগৃহত ।

যেষু দীর্ঘতপসঃ পরিগ্রহো বাসবক্ষণকলত্রতাং যযৌ ॥ ৩৩ ॥

প্রত্যপচ্ছত চিরায় যৎ পুনশ্চারু গৌতমবধুঃ শিলাময়ী ।

স্বং বপুঃ স কিল কিম্বিচ্ছিদাং রাম-পাদ-রজসামমুগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥

রাঘবাবিতমুপস্থিতং মুনিং তং নিশম্য জনকো জনেশ্বরঃ ।

অর্থ-কাম-সহিতং সপথ্যয়া দেহবদ্ধমিব ধর্ম্মমভ্যাগাৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুব্রতঃ ।—হাত অপাত্তমথ-বয়সোঃ (রাঘবলক্ষণসোঃ) সাংখ্যগীতম্ অভিনন্দ্য ঋদ্ধিঃ বাগ্‌যতন্ত কুলপতেঃ (মুনিবুলেশ্বরত) ক্রিয়াঃ যথাক্রমং নিরবর্তয়ন্ ॥ ৩০ ॥

অবৃত্তধাম্নতঃ মুনিঃ প্রণামচল-কাক-পক্ষকৌ তো ভ্রাতরৌ আশিষাম্ অমুপদং দর্ভ-পাটিত-তলেন পাগিনা সমম্পশুঃ ॥ ৩১ ॥

সম্ভূতক্রতুঃ মৈথিলঃ (জনকঃ) তং (বিশ্বামিত্রং) শ্রমজ্জয়ত । বশী সঃ (মুনিঃ) মিথিলাং ব্রজন্ তদ্ধমুঃ-প্রবণজং কুতুহলং বিভ্রতো রাঘবৌ অপি নিনায় ॥ ৩২ ॥

পতাধ্বভিঃ তৈঃ (ত্রিভিঃ) সায়ং শিবেষু আশ্রমতরুণ বসতিঃ অবস্থত । যেষু দীর্ঘতপসঃ (গৌতমত) পরিগ্রহঃ (অহল্যা) বাসবক্ষণকলত্রতাং যযৌ ॥ ৩৩ ॥

শিলাময়ী গৌতমবধুঃ চারু স্বং বপুঃ পুনঃ চিরায় প্রত্যপচ্ছত (ইতি) যৎ—সঃ কিম্বিচ্ছিদাং রাম-পাদ-রজসাম্ অমুগ্রহঃ কিল—(ইতি শ্রমতে) ॥ ৩৪ ॥

রাঘবাবিতম্ উপস্থিতং তং মুনিং জনেশ্বরঃ জনকঃ নিশম্য অর্থ-কামসহিতং দেহবদ্ধমিব ধর্ম্মম্ ইব সপথ্যয়া ভ্যাগাৎ ॥ ৩৫ ॥

বক্তব্যার্থঃ—এই তাবে রাম-লক্ষণ কর্তৃক যজ্ঞবিষ ব্রাহ্মিক হইলে পর, অন্তান্ত ঋষিগণ তাঁহাদের রণবিক্রমের প্রোত্‌সাহঃ অভিজ্ঞানপূর্বক, যজ্ঞ-দীক্ষিত মৌনব্রতাবলম্বী পন্থিত বিশ্বামিত্রের বক্তব্যার্থ লক্ষ্য করিলেন ॥ ৩০ ॥

মহার্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞান্ত-স্থান করিয়া আসিলে ব্রাহ্মণ গিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন । তিনিও কুশল করিয়া সেই চঞ্চল-চুড় ব্রাহ্মণের গাত্রস্পর্শপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন ॥ ৩১ ॥

রাম-লক্ষণ ইতিপূর্বেই বিশ্বামিত্রের মুখে জনকালয়ের হরধমুঃ এবং সেই ধর্ম্মজ-পণের কথা শুনিয়াছিলেন । শ্রাজ যেমন মুনির যজ্ঞ শেষ হইল, অমনি মিথিলেশ্বর রাজা জনকও স্বকীয় আরক যজ্ঞে বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন । তিনিও ধর্ম্মজ-পণে কৌতুহলাক্রান্ত রাম-লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন ॥ ৩২ ॥

তার পর বহু পথ অতিক্রম-পূর্বক, তাঁহার তিন জনে গিয়া সায়ংকালে দীর্ঘতপাঃ মহর্ষি গৌতমের আশ্রম-তরুতলে উপনীত হইলেন । এই স্থানেই গৌতম-পত্নী অহল্যা গৌতম-পত্নী দেবরাজের কুহকে ভুলিয়া কলকালের জন্ত তাঁহার প্রকাশ্যিনী হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

অতিশয় শিলাময়ী গৌতম-পত্নী অহল্যা, রামচন্দ্রের পতিতপাবন ও পাপহারী পদরেণু-স্পর্শে পুনরায় স্বকীয় মনোহর বপুঃ ফিরাইয়া পাইলেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর প্রজানাথ জনক শুনিলেন যে, বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া, অর্থ ও কামের সহিত উপস্থিত সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিশ্বামিত্রকে সপথ্যার্থ দ্বারা অভিযুক্ত করিয়া লইলেন ॥ ৩৫ ॥

তো বিদ্বহনগরীনিবাসিনাং গাং গতাং দিবঃ পূৰ্ব্বম্ ।

মন্ততে অ পিবতাং বিলোচনৈঃ পদ্মপাতমপি বন্ধনাং মনঃ ॥ ৩৬ ॥

যুগবতাবসিতে ক্রিয়াবিধৌ কালবিং কুশিকবংশবর্ধনঃ ।

রামমিষসন-দর্শনোৎসুকং মৈথিলায় কথয়াৎসুব সঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্ত বীক্ষ্য ললিতং বপুঃ শিশোঃ প্রাথিতবংশ-জন্মনঃ !

অং বিচিন্ত্য চ ধনুর্দু রানমং লীড়িতো দুহিত-শুঙ্ক-সংস্থয়া ॥ ৩৮ ॥

অত্রবীচ ভগবন্ ! মতজজৈর্যদ বৃহস্তিরপি কৰ্ম্ম দুষ্করম্ ।

তত্র নাহমমুমন্তুমুংসহে মোঘবৃত্তি কলভস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৩৯ ॥

ত্রেপিতা হি বহবো নরেশ্বরাস্তেন তাত ধনুৰ্বা ধনুর্ভূতঃ ।

জ্যানিঘাত-কঠিন-ঞচো ভুজান্ স্বান্ বিধূয় ধিগিতি প্রতস্থিরে ॥ ৪০ ॥

প্রত্যুবাচ তম্বিনিশম্যতাং সারতোহয়মথবা গিরা কৃতম্ ।

চাপ এব ভবতো ভবিষ্যতি ব্যক্তশক্তি-রশনিগিরাবিব ॥ ৪১ ॥

অম্বহা ।—দিবঃ গাং গতো পূৰ্ব্বম্ ইব (স্থিতো) তৌ (রাঘবৌ) বিলোচনৈঃ পিবতাং বিদহ-নগরী-নিবাসিনাং মনঃ (কৰ্ত্তৃ) পদ্মপাতম্ (নিমেঘম্) অপি বন্ধনাং মন্ততে অ ॥ ৩৬ ॥

যুগবতি ক্রিয়াবিধৌ অবসিতে (সতি) কালবিং কুশিক-বংশবর্ধনঃ সঃ (মুনিঃ) রামম্ ইষসন-দর্শনোৎসুকং মৈথিলায় কথয়াৎসুব । (ইযুগাম্ অসনং ক্ষেপকম্ ইষসনং চাপম্) ॥ ৩৭ ॥

পাৰ্থিবঃ (জনকঃ) প্রাথিতবংশ-জন্মনঃ তস্ত শিশোঃ (রামস্ত) ললিতং বপুঃ বীক্ষ্য অং দুৱানমং ধনুঃ বিচিন্ত্য চ দুহিত-শুঙ্ক-সংস্থয়া (জামাতৃ-দেয়য়া ধনুর্ভজরূপ-পণব্যবস্থয়া) ॥ ৩৮ ॥

অত্রবীচ (মুনিঃ)—ভগবন্ ! বৃহস্তিঃ মতজজৈঃ অপি দুষ্করং যৎ কৰ্ম্ম, তত্র কলভস্ত মোঘবৃত্তি চেষ্টিতম্ অমুমন্তম্ অহং ন উৎসহে ॥ ৩৯ ॥

হে তাত ! তেন ধনুৰ্বা বহবঃ ধনুর্ভূতঃ নরেশ্বরাস্ত্রেপিতাঃ হি । (তে নরেশ্বরাস্ত্রে) জ্যানিঘাত-কঠিনাঃ স্বান্ ভুজান্ শিক্ ইতি বিধূয় প্রতস্থিরে ॥ ৪০ ॥

ঞবিঃ (বিশ্বামিত্রঃ) তং (জনকং) প্রত্যুবাচ—অয়ং (রামঃ) সারতঃ নিশম্যতাম্ । অথবা গিরা কৃতম্ (অলম্) । (কিল) অশনিঃ গিরৌ ইব চাপে এব ভবতঃ (কৰ্ত্তুঃ) ব্যক্তশক্তিঃ ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

অম্বহা ।—মিথিলায় অধিবাসি-বৃন্দ, সেই দুই ভ্রাতাকে, আকাশ-হইতে ভূতলে অবতীর্ণ পূৰ্ব্বম্ নক্ষত্রঘয়ের জাঘ, সহস্রনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । সেই সময়

চক্ষুর নিমেঘ-পতনকেও তাহারা দৃষ্টির ঘোর প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করিল ॥ ৩৬ ॥

জনকের যুগ-কাষ্ঠ-চিহ্নিত যজ্ঞ-সমাপ্তির পর, কুশিককুল-তিলক বিশ্বামিত্র অবসর বুঝিয়া কহিলেন,—“মিথিলেশ্বর ! রামচন্দ্র আপনার প্রসিদ্ধ শরাসন (হরধনুঃ) দর্শনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

মিথিলাপতি জনক, প্রসিদ্ধকুল-সম্ভূত বালক রামচন্দ্রের সুকোমল কলেবর ও স্বকীয় একপ্রকার অনমনীয় ধনুকের বিষয় চিন্তা করিয়া, কেন কণ্ঠা-বিবাহে এই কঠিন পণ করিয়া ছিলেন,—ভাবিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন ;— ॥ ৩৮ ॥

এবং কহিলেন,—“ভগবন্ ! বিশালকায় গজরাজের পক্ষেও যে কার্য্য অতিশয় দুষ্কর, সেই কার্য্যে সামান্য কসি-শাবকের ব্যর্থ চেষ্টা আমি কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না ॥ ৩৯ ॥

মুনিবর ! অনেক ধনুর্বিজ্ঞা-বিশারদ রাজাই ঐ ধনুঃ আনন্ত করিতে যাইয়া লজ্জা পাইয়াছেন এবং ধনুর্গুণের নিয়ত আকর্ষণে তাঁহাদের যে বাহুর চৰ্ম্ম কত না কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বাহুকে দিক্কার দিতে দিতে প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

তচ্ছ-বণে বিশ্বামিত্র কহিলেন,—“রাজন্ ! আপনি রামচন্দ্রের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা শ্রবণ করুন । অথবা বৃথা বাক্য-ব্যয়ে লাভ কি ? পর্বতে যেমন বজ্রের শক্তি পরীক্ষিত হয়, তক্রূপ আপনার পণরূপী শরাসনেই রামের সারবজ্র প্রকাশিত হউক ॥ ৪১ ॥

এবমাপ্তবচনাৎ স পৌরুষং কাক-পক্ষক-ধরেহপি রাখবে ।
 অদধে ত্রিংশ-গোপ-মাত্রকে দাহশক্তিমিব কৃষ্ণবস্ম নি ॥ ৪২ ॥
 ব্যাদিদেশ গণশোহথ পার্শ্বগান্ কার্মু কাভিহরণায় মৈথিলঃ ।
 তৈজসস্ত ধমুযঃ প্রবৃত্তয়ে তোয়দানিব সহস্র-লোচনঃ ॥ ৪৩ ॥
 তৎ প্রসুপ্তভুজগেন্দ্রভীষণং বীক্ষ্য দাশরথিরাদদে ধমুঃ ।
 বিক্রত-ক্রতু-মৃগামুসারিণং যেন বাণমমৃজদ্ বৃষধ্বজঃ ॥ ৪৪ ॥
 আততজ্যমকরোং স সংসদা বিশ্বয়-স্তিমিত-নেত্রমীক্ষিতঃ ।
 শৈল-সারমপি নাতিযত্নতঃ পুষ্পচাপমিব পেশলং স্মরঃ ॥ ৪৫ ॥
 ভজ্যমানমতিমাত্রকর্ষণাৎ তেন বজ্রপক্ষ-স্বনং ধমুঃ ।
 ভার্গবায় দৃঢ়মগ্ধবে পুনঃ ক্ষত্রমুচ্ছাতমিব শ্রবেদয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

অস্মকঃ।—এবমাপ্ত-বচনাৎ সঃ (জনকঃ) কাকপক্ষক-
 ধরে অপি রাখবে পৌরুষং ত্রিংশ-গোপ-মাত্রকে কৃষ্ণবস্ম নি
 দাহ-শক্তিম্ ইব অদধে (বিশ্বস্তবান্) ॥ ৪২ ॥

অথ মৈথিলঃ পার্শ্ব-গান্ কার্মু কাভিহরণায়, সহস্রলোচনঃ
 তৈজসস্ত ধমুযঃ প্রবৃত্তয়ে (আবিংবায) তোয়দান্ ইব গণশঃ
 ব্যাদিদেশ ॥ ৪৩ ॥

দাশরথিঃ প্রসুপ্ত-ভুজগেন্দ্রভীষণং তৎ ধমুঃ বীক্ষ্য আদদে ।
 বৃষধ্বজঃ যেন ধমুযা বিক্রতক্রতুমৃগামুসারিণং বাণম্
 অক্ষয়ৎ ॥ ৪৪ ॥

সঃ (রামঃ) সংসদা বিশ্বয়-স্তিমিত-নেত্রম্ (যথা তথা) দীক্ষিতঃ
 (সন) শৈল-সারম্ অপি (ধমুঃ), স্মরঃ পেশলং পুষ্পচাপম্ ইব,
 নাতিযত্নতঃ আততজ্যম্ অকরোং ॥ ৪৫ ॥

তেন (রামেণ) অতিমাত্রকর্ষণাৎ ভজ্যমানং বজ্রপক্ষস্বনং ধমুঃ
 (কর্তৃ) দৃঢ়মগ্ধবে ভার্গবায় ক্ষত্রং পুনঃ উচ্ছাতং শ্রবেদয়ৎ ইব ॥ ৪৬ ॥

বজ্রার্থঃ।—জনক সত্যবাদী ও বিশিষ্ট বদ্ধ বিশ্বা-
 মিত্রের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন; তাঁহার মনে
 হইল,—ইন্দ্রগোপ-কীটের শ্রায় অতি ক্ষুদ্র অগ্নিফুলিঙ্গও যখন
 প্রবল দাহিকা-শক্তি থাকিতে পারে, তখন শিশু রামচন্দ্রে
 অতুল পরাক্রমই বা অসম্ভব হইবে কেন ? ॥ ৪২ ॥

অনন্তর, সহস্রলোচন ইন্দ্রে যেমন, তাঁহার অনন্ত
 তেজোময় ধমুকের প্রকাশের জন্ত জলাদ-দলকে আদেশ করেন,
 তদ্রূপ রাজা জনক স্বীয় পার্শ্ববর্তী বহুসংখ্যক অমুচরদিগকে
 সেই হরধমুঃ আনিবার জন্য আদেশ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বালক রাম, নিদ্রিত অনন্ত-নাগের ন্যায় ভীষণ সেই
 হরধমুঃ দেখিয়াই গিয়া ধরিয়া বসিলেন । ঐ ভয়ঙ্কর ধমুকের
 দ্বারা ই দক্ষ-যজ্ঞ-নাশী বৃষধ্বজ রুদ্রদেব, মৃগরূপে পলায়মান
 যজ্ঞের প্রতি বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

মনোজ্ঞ-কাস্তি মদন যেমন তাঁহার অতিকোমল
 ফুলধমুতে হাসিতে হাসিতে ছিলা সংযোগ করেন, তদ্রূপ
 রামচন্দ্রও, সেই পরকৃততুলা কঠিন ও বিশাল ধমুকে দৃষ্টিত
 মুখে ও অবলীলাক্রমে গুণ-যোজনা করিলেন । সত্যস্থিত
 ব্যক্তিগণ সবিষয়ে এবং নির্নিমেষ-নয়নে রামের বীৰ্য্যাতিশয়
 দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

রামচন্দ্রের অতিমাত্র আকর্ষণে হরধমুঃ যখন বজ্রের শ্রায়
 ভয়ঙ্কর শব্দে খণ্ড-বিখণ্ড হইল, তখন সকলেই মনে করিল,
 বুঝি এই শব্দ ক্ষত্রিয়কুলের চিরশত্রু পরশুরামকে, আবার
 এক জন ক্ষত্রিয়ের মত ক্ষত্রিয় আবির্ভূত হইলেন, এই কথা
 তারম্বরে জ্ঞাপন করিল ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য।—বালক রামচন্দ্র আজ যে শৌর্য্যের পরিচয় দিলেন, সূর্য্যবংশের অতুল নৃপতি, বাল্যে ত দুয়ের কথা,
 জীবনেও এমন বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই । তাড়কাবধ, যজ্ঞবিষকারী রাক্ষসদিগের নিধন এবং এই হরধমুর্ভেদ—এই
 ঘটনাক্রমে শিশু রামচন্দ্র যে অতুল বীরত্বের পরিচয় দিলেন, তাহাতে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইল । এই সিংহ-শাবকের যৌবন
 চিন্তা করিয়া সত্যস্থ অস্ত্রাশ্রয় নৃপতিরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

দৃষ্ট-সারমথ রজ্জকান্দুকে বীৰ্য্যশুদ্ধমভিনন্দ্য মৈথিলঃ ।
 রাঘবায় তনয়ামযোনিজাং রূপিণীং শ্রিয়মিব স্তবেদয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
 মৈথিলঃ সপদি সত্যসঙ্গরো রাঘবায় তনয়ামযোনিজাম্ ।
 সন্নিধৌ দ্যুতিমতস্তপোনিধেরগ্নি-সাক্ষিক ইবাতিসৃষ্টবান্ ॥ ৪৮ ॥
 প্রাহিণোক্ত মহিতং মহাদ্যুতিঃ কোসলাধিপতয়ে পুরোধসম্ ।
 ভৃত্য-ভাবি দুহিতুঃ পরিগ্রহাদ্ দিশ্যতাঃ কুলমিদং নিমেরিতি ॥ ৪৯ ॥
 অগ্নিয়েষ সদৃশীং স চ স্মৃষাং প্রাপ চৈনমহুকূলবাগ্ দ্বিজঃ ।
 সত্ত্ব এব স্কৃতাং হি পচ্যতে কল্পবৃক্ষ-ফলধর্ম্মি কাক্ষিক্তম্ ॥ ৫০ ॥
 তস্ম কল্লিত-পুরজ্জিয়াবিধেঃ শুশ্রুবান্ বচনমগ্রজন্মনঃ ।
 উচ্চাল বলভিৎ-সখো বশী সৈন্তরেণুমুখিতার্কদীধিতিঃ ॥ ৫১ ॥
 আসসাদ মিথিলাং স বেষ্টয়ন্ পীড়িতোপবন-পাদপাং বলৈঃ ।
 শ্রীতিরোধমসহিষ্ট সা পুরী স্ত্রী ব কাঙ্ক্ষপরিভোগমায়তম্ ॥ ৫২ ॥

অনুব্রজ্য।—অথ মৈথিলঃ রজ্জ-কান্দুকে দৃষ্টসারং বীৰ্য্য-
 শুদ্ধম্ (ধনুর্ভঙ্গরূপম্) অভিনন্দ্য রাঘবায় অযোনিজাং তনয়াং
 রূপিণীং শ্রিয়ম্ ইব স্তবেদয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

সত্য-সঙ্গরঃ মৈথিলঃ রাঘবায় অযোনিজাং তনয়াং দ্যুতি-
 মতঃ তপোনিধেঃ সন্নিধৌ অগ্নিসাক্ষিকঃ ইব সপদি অতি-
 সৃষ্টবান্, (শ্লোকোহয়ং প্রক্ষিপ্ত ইব প্রতিভাতি) ॥ ৪৮ ॥

মহাদ্যুতিঃ (জনকঃ) মহিতং পুরোধসং কোসলাধিপতয়ে
 প্রাহিণোৎ চ । (কিমিতি)—ইদং নিমঃ কুলং দুহিতুঃ পরি-
 গ্রহাৎ ভৃত্য-ভাবি (ভৃত্যভাবযুক্তং) দিশ্যতাম্—ইতি ॥ ৪৯ ॥

সঃ (দশরথঃ) সদৃশীং স্মৃষাম্ অগ্নিয়েষ, অহুকূলবাক্ দ্বিজঃ
 (পুরোধাঃ) এনং প্রাপ চ । (তথাহি) কল্পবৃক্ষ-ফলধর্ম্মি স্কৃতাং
 কাক্ষিক্তং সত্ত্বঃ এব পচ্যতে হি । (স্বয়ম্ এব পকং ভবতি) ॥ ৫০ ॥

বলভিৎসখঃ বশী (সঃ দশরথঃ) কল্লিত-পুরজ্জিয়াবিধেঃ তস্ম
 অগ্রজন্মনঃ বচনং শুশ্রুবান্ সৈন্তরেণুমুখিতার্কদীধিতিঃ (সন্)
 উচ্চাল ॥ ৫১ ॥

সঃ (দশরথঃ) বলৈঃ পীড়িতোপবন-পাদপাং মিথিলাং
 বেষ্টয়ন্ (পরিধীকূর্ণন) আসসাদ । সা পুরী, স্ত্রী (যুবতিঃ)
 আয়তং কাক্ষ-পরিভোগম্ ইব শ্রীতিরোধম্ অসহিষ্ট ॥ ৫২ ॥

বক্তব্যার্থ।—অনন্তর সত্য-প্রতিজ্ঞ মিথিলেশ্বর শিবশরা-
 শন-ভঞ্জে রামচন্দ্রের অপূর্ব্ববিক্রম দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় ধনুর্ভঙ্গপণের
 ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে, ব্রহ্মভেজোদীপ্ত বিশ্বামিত্রকেই
 যেন অগ্নি সাক্ষী করিয়া, তৎকণাৎ অযোনিজা সীতাকে মুষ্টি-
 যতী লক্ষ্মীর জ্ঞায় রামচন্দ্রকে লক্ষ্যদান করিলেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

পরে, পূজনীয় কুলপুরোহিতকে অযোধ্যাপতি-সকাশে
 প্রেরণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—“আপনি আমার দুহিতাকে
 পুত্রবধুরূপে গ্রহণ করিয়া প্রাচীন নিমিবংশকে ভৃত্যভাবে
 অহুকূহীত করুন” ॥ ৪৯ ॥

রাজা দশরথও কিছুদিন হইতে রামচন্দ্রের অহুরূপ বধুর
 অহুকুলান করিতেছিলেন, এমনই সময়ে, তাঁহার বাসনার
 অহুকুল প্রস্তাব লইয়া জনক-পুরোহিত আসিয়া সমীপে
 উপস্থিত হইলেন । একপ হইবারই কথা । কেন না, কল্পবৃক্ষের
 ফলের জ্ঞায় পুণ্যবান্দিগের আকাক্ষ্য সত্ত্বসত্ত্বই পরিপাক-
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

বাসববন্ধু, পরম আতিথেয় ও বশী দশরথ নানাবিধ উপ-
 চৌকনের দ্বারা মিথিলা হইতে আগত ব্রাহ্মণের সৎকার
 করিলেন এবং তাঁহার বাচনিক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া
 মিথিলাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন । গমন-কালে তাঁহার
 অহুগামী সৈন্ত-সামন্তের পদভার-সমুৎপিত ধূলিপটলে
 সৌরমণ্ডল পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইল ॥ ৫১ ॥

রাজা দশরথ স্ব-সৈন্তে মিথিলায় উপস্থিত হইলেন । তাঁহার
 অসংখ্য সেনা রাজধানীর উপকণ্ঠবর্ত্তী উপবন-তরুরাজিকে
 বিমর্দিত করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল । যুবতী যেমন,
 প্রিয়-সম্ভোগ যতই প্রগাঢ় হউক না কেন, আনন্দ-চিন্তে সঙ্ক
 করে, জনকপুত্রীও তজ্জপ দশরথের সেই সমস্ত শ্রীতির অত্যাচার
 আনতমুখে সঙ্ক করিল । বাঙ-নিশাভি করিল না ॥ ৫২ ॥

তো সমেতা সময়ে স্থিতাবুভৌ ভূপতী বরুণ-বাসবোপমৌ ।
 কণ্ঠকাতনয়কৌতুকক্রিয়াং স্বপ্রভাব-সদৃশীং বিতেনতুঃ ॥ ৫৩ ॥
 পার্শ্ববীমুদবহজ্জ্বলহো লক্ষ্মণস্তদমুজামখোর্মিলাম্ ।
 যৌ তয়োরবরজৌ বরোজসৌ তো কুশধ্বজ-স্মৃতে স্নমধ্যমে ॥ ৫৪ ॥
 তে চতুর্থ-সহিতাজ্ঞয়ো বভূঃ স্ননবো নববধূপরিগ্রহাঃ ।
 সাম-দানবিধি-ভেদ-বিগ্রহাঃ সিদ্ধিমন্ত ইব তস্মা ভূপতেঃ ॥ ৫৫ ॥
 তা নরাধিপসুতা নৃপাশ্রয়জৈস্তে চ তাভিরগমন্ কৃতার্থতাম্ ।
 সোহিভবদ্বরবধু-সমাগমঃ প্রত্যয়-প্রকৃতিযোগ-সন্নিভঃ ॥ ৫৬ ॥
 এবমাস্তরতিরাশ্বাসন্তবাস্তাম্বেশ্চ চতুরোহপি তত্র সং ।
 অধ্বসু ত্রিষু বিসৃষ্ট-মৈথিলঃ স্বাং পুরীং দশরথো শ্রবর্তত ॥ ৫৭ ॥
 তস্মা জাতু মরুতঃ প্রতীপগা বর্ষসু ধ্বজ-তরু-প্রমাথিনঃ ।
 চিক্রিণ্ডুর্ভৃশতয়া বরুথিনীমুন্তো ইব নদীরয়াঃ স্থলীম্ ॥ ৫৮ ॥

অনুব্র।—সময়ে স্থিতৌ বরুণ-বাসবোপমৌ তো ভূপতি সমেতা স্বপ্রভাবসদৃশীং কণ্ঠকাতনয়কৌতুকক্রিয়াং বিতেনতুঃ ॥ ৫৩ ॥

রঘুহঃ (রামঃ) পার্শ্ববীম্ (সীতাম্) উদবহং । অং লক্ষ্মণঃ তদমুজাম্ (জনকস্ত ঔরসীং) উর্মিলাম্ (উদবহং) যৌ বরোজসৌ তয়োঃ (রামলক্ষ্মণয়োঃ) অবরজৌ (অমুজাতে ভরতশক্রৌ), তো স্নমধ্যমে কুশধ্বজ-স্মৃতে (মাণ্ডবীং শ্রত-কীর্তিঃ চ) (উদবহতাম্) ॥ ৫৪ ॥

তে চতুর্থ-সহিতাঃ ত্রয়ঃ স্ননবঃ নব-বধু-পরিগ্রহাঃ (সন্তঃ) সিদ্ধিমন্তঃ তস্মা ভূপতেঃ (দশরথস্ত) সামদানবিধিভেদবিগ্রহাঃ (চন্দ্রার: উপায়াঃ) ইব বভূঃ ॥ ৫৫ ॥

তাঃ নরাধিপ-সুতাঃ নৃপাশ্রয়জৈঃ, তে (নৃপাশ্রয়জাঃ) চ তাভিঃ কৃতার্থতাম্ অগমন্ । সং বরবধু-সমাগমঃ প্রত্যয়-প্রকৃতি-যোগ-সন্নিভঃ অতবৎ ॥ ৫৬ ॥

এবম্ আস্তরতিঃ সং দশরথঃ তান্ চতুরোহপি আশ্ব-সন্তবান্ (পুত্রান্) তত্র মিথিলায়াং নিবেশ্চ (বিবাহ) ত্রিষু অধ্বসু (প্রাণেশু সৎসু) বিসৃষ্টমৈথিলঃ (সন্) স্বাং পুরীং শ্রবর্তত ॥ ৫৭ ॥

জাতু বর্ষসু ধ্বজ-তরু-প্রমাথিনঃ প্রতীপগাঃ মরুতঃ উভট্যাঃ নদীরয়াঃ স্থলীম্ ইব তস্মা বরুথিনীং (সেনাং) ভৃশতয়া চিক্রিণ্ডুঃ ॥ ৫৮ ॥

বক্তার্থ।—অনন্তর ইহ ও বরুণতুল্য প্রভাবশালী নৃপতিদ্বয়, মিলিত হইয়া, আপন আপন সম্পদের অমুরূপ

ভাবে মহাসমারোহে স্ব-স্ব কণ্ঠ ও পুত্রের পরিণয়-মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

ধরা-পুত্রী সীতার সহিত রামের এবং তদীয় কনিষ্ঠসোদরা উর্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ হইল। আর তাঁহাদের অমুজদ্বয় ভরত ও শক্রয় যথাক্রমে, কুশধ্বজ-দুহিতা মাণ্ডবী ও পার্শ্বগ্রহণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥

তখন দশরথের পুত্রচতুষ্টয় কুমারী-চতুষ্টয়ের পাণিপিড়ন-পূর্বক মহারাজ দশরথকে যেন ফল-সিদ্ধি-সম্পন্ন সামদান-ভেদ-দণ্ড—এই উপায়চতুষ্টয়ে শোভাস্থিত করিলেন ॥ ৫৫ ॥

সেই রাজ-কণ্ঠাগণ কুল-শীল-রূপ লাভ্যা ও বয়ঃক্রম প্রভৃতির দ্বারা স্ব স্ব অমুরূপ পতি প্রাপ্ত হইয়া যেন সম্পূর্ণ সার্থকতায় বিমণ্ডিত হইলেন। তাঁহাদের এই মিলন প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের সংযোগের জায় পরস্পরকে সার্থক করিল ॥ ৫৬ ॥

এইরূপে পুত্রগণের পরিণয় সম্পাদনের পর, পুত্রবৎসল দশরথ স্বীয় রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহারাজ জনকও তিন দিনের পথ পর্যন্ত অমুগমন করিয়া রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর, পথে যাইতে যাইতে এক দিন হঠাৎ দশরথ দেখিলেন—উজ্জলিত নদীর বেগ যেমন তটভূমি অতিক্রমপূর্বক দূরবর্তী ভূভাগও প্লাবিত এবং নিপীড়িত করে, তদ্রূপ ভীষণ প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার সমুক্ত তরুবৎ ধ্বজও সমুহ বিমর্দিত ও সৈন্ত সকলকে একান্ত স্তম্ভিত করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

লক্ষ্যতে স্ব তদনন্তরং রবিবন্ধ-ভীম-পরিবেষমণ্ডলঃ ।

বৈনতেয়-শমিতস্ত ভোগিনো ভোগ-বেষ্টিত ইব চাতো মণিঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রেন-পক্ষ-পরিধুসরালকাঃ সাক্ষ্য-মেঘ-রুধিরার্দ্ৰবাসসঃ ।

অঙ্গনা ইব রজস্বলা দিশো নো বভূবুরবলোকন-ক্ষমাঃ ॥ ৬০ ॥

ভাস্করশ্চ দিশমধ্যবাস যাং তাং ত্রিতাঃ প্রতিভয়ং ববাশিরে ।

ক্ষত্র-শোণিত-পিতৃক্রিয়োচিতং চোদয়ন্ত্য ইব ভার্গবঃ শিবাঃ ॥ ৬১ ॥

তৎ প্রতীপপবনাদিবৈকৃতং প্রেক্ষ্য শান্তিমধিকৃত্য কৃত্যবিৎ ।

অবযুক্ত গুরুমীশ্বরঃ ক্ষিতেঃ স্তুমিতালঘয়ং স তদ্ব্যথাম্ ॥ ৬২ ॥

তেজসঃ সপদি রাশিরুখিতঃ প্রাহুরাস কিল বাহিনীমুখে ।

যঃ প্রমুজ্য নয়নানি সৈনিকৈর্লক্ষণীয়-পুরুষাকৃতিশ্চিরাং ॥ ৬৩ ॥

অনন্তরং—তদনন্তরং বন্ধ-ভীমপরিবেষমণ্ডলঃ রবিঃ
বৈনতেয়-শমিতস্ত ভোগিনঃ ভোগ-বেষ্টিতঃ (কায়-বেষ্টিতঃ)
চাতঃ (শিরোভ্রষ্টঃ) মণিঃ ইব লক্ষ্যতে স্ব ॥ ৫৯ ॥

শ্রেন-পক্ষ-পরিধুসরালকাঃ সাক্ষ্যমেঘ-রুধিরার্দ্ৰবাসসঃ
রজস্বলাঃ দিশঃ (রজস্বলাঃ) অঙ্গনাঃ ইব অবলোকন-ক্ষমাঃ
নো বভূবুঃ ॥ ৬০ ॥

ভাস্করঃ যাং দিশম্ অধ্যবাস চ, তাং (দিশং) ত্রিতাঃ শিবাঃ
ক্ষত্র-শোণিত-পিতৃক্রিয়োচিতং ভার্গবং চোদয়ন্ত্যঃ (ভার্গবস্ত
আবির্তাবং কথয়ন্ত্যঃ) ইব প্রতিভয়ং (ভয়ঙ্করং) ববাশিরে
(রক্ষবঃ) ॥ ৬১ ॥

তৎ প্রতীপ-পবনাদি-বৈকৃতং প্রেক্ষ্য কৃত্যবিৎ ক্ষিতেঃ
ঈশ্বরঃ (দশরথঃ) শান্তিম্ অধিকৃত্য (অনর্থনিবৃতিম্
উদ্ভিশ্য) গুরুম্ (বশিষ্ঠম্) অবযুক্ত । সঃ (গুরুঃ)
স্তুম্ (স্তু-স্তভঃ অস্তুঃ যস্ত তৎ, স্তুতোদর্কং ভাবি)
ইতি (উক্তা) তদ্ব্যথাম্ (তস্ত রাজঃ ভয়জনিতাং বেদনাম্)
অলঘয়ং ॥ ৬২ ॥

সপদি উখিতঃ তেজসঃ রাশিঃ বাহিনী-মুখে প্রাহুরাস
কিল । যঃ (রাশিঃ) সৈনিকৈঃ নয়নানি প্রমুজ্য চিরাং
লক্ষণীয়-পুরুষাকৃতিঃ (অভূৎ) ॥ ৬৩ ॥

বজ্রার্থ—সহসা সূর্য্যদেব তয়াবহ পরিবেষ-মণ্ডলে
পরিবেষ্টিত হইলেন । গরুড় কর্তৃক বিনাশিত কাল ভুজক
তাহা

যেমন ভয়ঙ্কর দেখা তাস্করদেবকে সেইরূপ ভীষণ
দেখাইতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

তখন দিক-সমূহের অবস্থাও অতি ভীষণ হইল । দিগ্-
বধদিগের ধূসর অলকের ছায় শ্রেন-পক্ষ-বৃন্দে আকাশ
আচ্ছন্ন করিল এবং শোণিতাক্ত বসনের ছায় সঙ্ঘাতকালীন
রক্তবর্ণ মেঘমালায় দশদিক্ ছাইয়া কেলিল । স্তুতরাং
বজ্রালায় রমণীর ছায় সেদিকে আর দৃষ্টিনিক্ষেপ করা
গেল না ॥ ৬০ ॥

সূর্য্যদেব যে দিকে উদ্ভিত ছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া
চাহিয়া শৃগালগণ সভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল ; মনে
হইল, যেন ক্ষত্রিয়শোণিতে পিতৃলোকের তর্পণ-কারী দুর্দর্শ
পরশুরামের আগমনবার্তা ঘোষণা করিতেছে ॥ ৬১ ॥

তখন কর্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন ক্ষিতীশ্বর দশরথ, সেই প্রতিকূল
প্রভঞ্জন প্রভৃতি দুর্লক্ষণসমূহের শাস্তির উপায় কুলশুক
বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বশিষ্ঠও—“ইহার পরিণাম
অতি শুভজনক”—বলিয়া রাজার মনোবেদনা দূর
করিলেন ॥ ৬২ ॥

অনন্তর সেনাগণের সম্মুখে এক দুর্দর্শ গুঞ্জীকৃত তেজো-
রাশি সহসা আবির্ভূত হওয়ায় তাহাদিগের চক্ষুঃ যেন ঝলসিয়া
গেল । কিয়ৎপরে নয়ন-মার্জ্জনপূর্ব্বক তাহারা দেখিল যে,
উহা শুধুই তেজঃ নহে,—একটি অগ্নি-মূর্ত্তি পুরুষের তেজোময়ী
আকৃতি ॥ ৬৩ ॥

পিত্র্যামংশমুগবীতলক্ষণং মাতৃকং চ ধনুর্ভাজ্ঞজ দধৎ ।

যঃ স-সোম ইব ঘর্ষদীধিতিঃ সন্ধিজিহ্ব ইব চন্দন-ক্রমঃ ॥ ৬৪ ॥

যেন রোষ-পরুষাত্বনঃ পিতুঃ শাসনে স্থিতিভিদোহপি তস্থ্বা ।

বেপমান-জননীশিরশ্ছিদা প্রাগজীয়ত ঘৃণা ততো মহী ॥ ৬৫ ॥

অক্ষবীজবলয়েন নির্বভৌ দক্ষিণশ্রবণ-সংস্থিতেন যঃ ।

ক্ষত্রিয়ান্তকরণৈকবংশতের্ব্যাজ-পূর্ব-গণনামিবোদ্বহন্ ॥ ৬৬ ॥

তং পিতুর্বধভবেন মন্থ্যনা রাজ-বংশ-নিধনায় দীক্ষিতম্ ।

বাল-সুহুরবলোক্য ভার্গবং স্বাং দশাং চ বিষমাদ পার্থিবঃ ॥ ৬৭ ॥

নাম রাম ইতি তুল্যমাশ্রজে বর্তমানমহিতে চ দারুণে ।

হৃদমশ্র ভয়দায়ি চাভবজ্জজ্ঞাতমিব হার-সর্পয়োঃ ॥ ৬৮ ॥

অর্ধ্যমর্ধ্যমিতিবাদিনং নৃপং সোহনবেক্ষ্য ভরতাগ্রজে যতঃ ।

ক্ষত্রকোপ-দহনাক্ষিষঃ ততঃ সন্দধে দৃশমুদগ্রতারকাম্ ॥ ৬৯ ॥

অংশজ — উপবীত-লক্ষণং পিত্র্যাম্ অংশং মাতৃকম্ (অংশম্) উজ্জিতং ধনুঃ চ দধৎ যঃ (ভার্গবঃ) স-সোমঃ ঘর্ষ-দীধিতিঃ ইব সন্ধিজিহ্বঃ চন্দনক্রমঃ (চ) ইব (স্থিতঃ) ॥ ৬৪ ॥

রোষ-পরুষাত্বনঃ স্থিতিভিদঃ আপি পিতুঃ শাসনে তস্থ্বা বেপমান-জননী-শিরশ্ছিদা যেন (ভার্গবেণ) প্রাক্ ঘৃণা (মাতৃহত্যায়াং ক্ষত্রবধে চ) অজীয়ত, ততঃ মহী (অজীয়ত) ॥ ৬৫ ॥

যঃ (ভার্গবঃ) দক্ষিণ-শ্রবণ-সংস্থিতেন অক্ষবীজবলয়েন ক্ষত্রিয়ান্তকরণৈকবংশতেঃ ব্যাজ-পূর্ব-গণনাম্ উদ্বহন্ ইব নির্বভৌ ॥ ৬৬ ॥

পিতুঃ বধভবেন মন্থ্যনা রাজ-বংশ-নিধনায় দীক্ষিতং তং ভার্গবং স্বাং দশাং চ অবলোক্য বাল-সুহুঃ পার্থিবঃ বিষমাদ ॥ ৬৭ ॥

আশ্রজে দারুণে অহিতে চ তুল্যং রাম ইতি নাম, হার-সর্পয়োঃ (বর্তমানং) রত্নজাতম্ ইব অশ্র (দশরথশ্র) হৃদম্ ভয়দায়ি চ অভবৎ ॥ ৬৮ ॥

সঃ (ভার্গবঃ) অর্ধ্যম্ অর্ধ্যম্ ইতিবাদিনং নৃপম্ অনবেক্ষ্য যতঃ (যত্র) ভরতাগ্রজঃ, ততঃ (তত্র) ক্ষত্রকোপদহনাক্ষিষম্ উগ্রতারকাম্ দৃশং সন্দধে ॥ ৬৯ ॥

বক্তার্থ — তাহার আরও দেখিল,—ঐ তেজোময় পুরুষের কণ্ঠে পিতার অংশ-স্বরূপ যজ্ঞোপবীত এবং হস্তে মাতার অংশ-স্বরূপ দুর্জয় শরাসন ; দেখিলে মনে হয়, যেন চন্দ্র-সদৃশ মার্ভও এবং দুঃখ-বেষ্টিত চন্দন-তর উপস্থিত ॥ ৬৪ ॥

দেখিল,—পিতা যতই অজ্ঞায় করুন না কেন, তবুও যিনি সেই রোষোদীপ্ত কঠোর-হৃদয় পিতার আদেশে, কাম্পিতগাত্রী জননীর তীতিবর্কাম্পিত মস্তক-চ্ছেদন-পূর্বক প্রথমে নারীহত্যা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতিতে ঘৃণাকে জয় করিয়া পরে পৃথিবীকেও জয় করিয়াছিলেন এবং যিনি একবংশভি-বার ক্ষত্রিয়কুল-নাশের স্মারকচিহ্নস্বরূপে দক্ষিণ কর্ণে বলয়াকার একবংশভি রত্নাক্ষের মালা ধারণ করিতেছেন, সেই ভৃগুনন্দন পরশুরাম উপস্থিত ॥ ৬৫-৬৬ ॥

পিতৃবধ-জনিত ক্রোধে একেবারে অন্ধ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল নিম্মূল করিতে যিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, সেই ভৃগুনন্দন পরশুরামকে দর্শন করিয়ঃ বুদ্ধ নৃপতি দশরথ, বালক রামচন্দ্রের কথা এবং নিজের অগ্ৰহায় অবস্থার বিষয়ে চিন্তাপূর্বক একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬৭ ॥

নিজের প্রিয়তম পুত্রের এবং প্রবলতর শত্রুর “রাম” এই নাম আজ কণ্ঠহার-খচিত এবং ভূজ-শিরস্থিত রত্নের জ্ঞান-যেমন প্রীতিপ্রদ, তেমনই তীতিপ্রদ বলিয়া দশরথের মনে হইতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥

তয়ার্ত্ত রাজা দশরথ পরশুরামকে দেখিয়াই “অর্ধ্য অর্ধ্য” বলিয়া অভ্যর্থনার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইলেও, ভার্গব উপেক্ষাভরে, সেদিকে চাহিলেনই না। বরঞ্চ যে দিকে রামচন্দ্র ছিলেন, সেই দিকে ক্ষত্রিয়কুল-দহনকর অনল উদ্বিগ্ন-দগবায়ী অতীব উগ্রমনসে তাকাইতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥

তেন কান্দুক-নিবন্ধ-মুষ্টিনা রাখবো বিগত-ভীঃ পুরোগতঃ ।

অঙ্গুলী-বিবর-চারিণং শরং কুর্কতা নিজগদে যুযুৎসুনা ॥ ৭০ ॥

কল্পজাতমপকারবৈরি মে তন্নিহতা বহুশঃ শমং গতঃ ।

সুপ্ত-সর্প ইব দণ্ডঘট্টনাদ্ রোষিতোহস্মি তব বিক্রম-শ্রবাৎ ॥ ৭১ ॥

মৈথিলস্তা ধম্মুরক্ত-পার্শ্ববৈষ্ণবং কিলানমিতপূর্বমক্ষণোঃ ।

তন্নিশম্য ভবতা সমর্থয়ে বীৰ্য্যশৃঙ্গমিব ভগ্নমাত্মনঃ ॥ ৭২ ॥

অত্ৰাদা জগতি রাম ইত্যয়ং শব্দ উচ্চরিত এব মামগাৎ ।

ব্রীড়মাবহতি মে স সম্প্রতি ব্যস্তবৃত্তিরদয়োন্মুখে হৃদি ॥ ৭৩ ॥

বিভ্রতোহস্ত্রমচলেহপ্যকুণ্ঠিতং দ্বৌ রিপু মম মতো সমাগসৌ ।

ধেম্ববৎস-হরণাচ্চ হৈহয়স্বং চ কীৰ্ত্তিমপহর্তু মুত্ততঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুব্রহ্ম ।—কান্দুক-নিবন্ধ-মুষ্টিনা শরম্ অঙ্গুলী-বিবর-চারিণং কুর্কতা যুযুৎসুনা তেন (ভাগবেণ) বিগতভীঃ (সন্) পুরোগতঃ রাখবো নিজগদে ॥ ৭০ ॥

কল্প-জাতং মে অপকার-বৈরি, তৎ (কল্পজাতং) বহুশঃ (একবিংশতিবারান্) নিহতা শমং গতঃ অস্মি । (তথাপি) সুপ্ত-সর্পঃ দণ্ডঘট্টনাদ্ ইব তব বিক্রমশ্রবাৎ রোষিতঃ (অস্মি) ॥ ৭১ ॥

অন্তপার্শ্ববৈঃ অনমিত-পূর্বং মৈথিলস্তা ধম্মুঃ ভূম্ অক্ষণোঃ কিল (কর্তবান্—ইতি বার্তায়াম্) । তৎ (ধম্মুঃ) ভগ্নং নিশম্য ভবতা আত্মনঃ (মম) বীৰ্য্য-শৃঙ্গং (ভগ্নম্) ইব সমর্থয়ে ॥ ৭২ ॥

অত্ৰাদা জগতি রাম ইতি অয়ং শব্দঃ উচ্চরিতঃ (সন্) মাম্ এব অগাৎ, সম্প্রতি হৃদি উদয়োন্মুখে (সতি) ব্যস্তবৃত্তিঃ সঃ (শব্দঃ) মে ব্রীড়ম্ আবহতি ॥ ৭৩ ॥

অচলে অপি অকুণ্ঠিতম্ অস্ত্রং বিভ্রতঃ মম দ্বৌ সমাগসৌ রিপু মতো, ধেম্ববৎসহরণাচ্চ হৈহয়ঃ চ (কার্ত্তবীৰ্য্যঃ চ), কীৰ্ত্তিম্ অপহর্তুম্ উত্ততঃ স্বং চ ॥ ৭৪ ॥

ব্রহ্মচার্য ।—ভাগবকে দেখিয়া রামচন্দ্র নির্ভীকভাবে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন । তৃণনন্দনও একহাতে দৃঢ়মুষ্টিতে শরাসন ধারণপূর্বক অন্যহস্তের অঙ্গুলিবিবরে বাণ সঞ্চালন করিতে করিতে, যেন রণোন্মুগ্ন হইয়াই রামকে কহিলেন ॥ ৭০ ॥

রাম ! কল্লিরগণ আমার চিরশত্রু, কেন না, তাহারা

আমার পিতাকে বধ করিয়াছে । কিন্তু সে শত্রুতানল বহবার কল্লিরকুল নিমূল করিয়া আমি অনেকটা নির্দোষিত করিয়াছি । নিদ্রিত কালভুজঙ্গ যেমন কোন দণ্ডের দ্বারা বিদ্রুত বা বিধাষ্ট্রিত হইলে রোবোদীপ্ত হইয়া উঠে, অধুনা তোমার বিক্রমের কথা শুনিয়া তেমনই আমার সেই রোযানল আশার জ্বলিয়া উঠিয়াছে ॥ ৭১ ॥

ইতিপূর্বে মিথিলাপতির যে অনমনীয় ধনুঃ অস্ত্র কোনো রাজাই আনত করিতে পারে নাই, শুনিলাম, আজ তুমি সেই ধনুঃ ভগ্ন করিয়াছ । আমার মনে হইতেছে, যে, উহা ধনুঃ নহে, আমার শৌর্য্য-বীৰ্য্যের চূড়া এতদিনে ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ ৭২ ॥

এতদিন “রাম” বলিলে কেবল আমাকেই বুঝাইত, এখন তোমার যেরূপ ত্রিবিক্রি দেখিতেছি, তাহাতে ঐ নামে তুমিও পরিচিত হইবে । এ লজ্জা রাখার স্থান আমার নাই । “রাম” চিরদিন এক, দুই নহে । দুই হইতে দিব না ॥ ৭৩ ॥

রাম ! কঠিন ক্রোধ-পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াও বাহ্যর অন্ত্র কুণ্ঠিত বা বক্রীভূত হয় নাই, আমি সেই পরশুরাম ; আমার পিতার হোম-ধেম্বুর বৎস হরণ করার কার্ত্তবীৰ্য্যজন বহুদিন হইতে আমার কোধানলের ইন্ধন ও প্রবল শত্রু হইয়া রহিয়াছে, সম্প্রতি, আমার অজ্ঞেয় কীৰ্ত্তি অপহরণ করিতে উত্তত হইয়া তুমিও ঠিক সেইরূপ হইলে ; তোমরা উভয়েই আমার শত্রু ॥ ৭৪ ॥

কজ্জিয়াস্তকরণেহপি বিক্রমন্তেন। মামবতি নাজিতে স্বয়ি।
 পাবকস্ত মহিষা স গণ্যতে কক্ষবল্ললতি সাগরেহপি যঃ ॥ ৭৫ ॥
 বিজি চান্ধবলমোজসা হরৈরৈশ্বরং ধনুরভাজি যন্তয়া।
 স্বাতমূলমনিলো নদীরয়ে: পাতয়ত্যপি যুদ্ধস্তটক্রমম্ ॥ ৭৬ ॥
 তদ্বদীয়মিদমাযুধং জ্যয়া সঙ্গমযা সশরং বিকৃত্যতাম্।
 তিষ্ঠতু প্রধনমেবমপ্যহং তুল্যবাহু-তরসা জিতন্তয়া ॥ ৭৭ ॥
 কাতরোহসি যদি বোদ্ধগতাৰ্চিষা তর্জিতঃ পরশু-ধারয়া মম।
 জ্যা-নিঘাত-কঠিনাঙ্গুলিৰ্ব্থা বধ্যতামভয়যাচনাঞ্জলি: ॥ ৭৮ ॥
 এবমুক্তবতি ভীম-দর্শনে ভার্গবে শ্মিত-বিকম্পিতাধরঃ।
 তদ্বহুগ্রহণমেব রাঘবঃ প্রত্যপণ্ডিত সমর্থমতরম ॥ ৭৯ ॥

অনুব্র।—তেন (কারণে) কজ্জিয়াস্তকরণঃ অপি
 বিক্রমঃ স্বয়ি অজিতে (সতি) মাং ন অবতি। (তথাহি)—
 পাবকস্ত মহিষা সঃ গণ্যতে, যঃ কক্ষবৎ (কক্ষে ভূগে ইব)
 সাগরে অপি জলতি ॥ ৭৫ ॥

(কিক)—স্বয়া ২৭ (শেতুঃ) অভাজি (তৎ) ঐশ্বরং
 ধনুঃ হরে: ওজসা আভ-বলং চ বিজি। (তথাহি) নদীরয়ে:
 বাঁতমূলং তটক্রমং যুধঃ অপি অনিলঃ পাতয়তি ॥ ৭৬ ॥

তৎ (তথাৎ) মদীয়ম্ ইদম্ আযুধং জ্যয়া সঙ্গমযা সশরং
 (যথা তথা) বিকৃত্যতাম্। প্রধনং (রণঃ) তিষ্ঠতু, এবম্ অপি
 অহং তুল্যবাহুতরসা ত্বয়া জিতঃ (ভবিষ্যামি) ॥ ৭৭ ॥

যদি বা উপাত্তাৰ্চিষা মম পরশু-ধারয়া তর্জিতঃ (সন্)
 কাতরঃ অসি, (তর্হি) বৃথা জ্যা-নিঘাত-কঠিনাঙ্গুলিঃ (অসি)।
 অভয়যাচনাঞ্জলিঃ বধ্যতাম্ ॥ ৭৮ ॥

ভীম-দর্শনে ভার্গবে এবম্ উক্তবতি (সতি), রাঘবঃ (রামঃ)
 শ্মিতবিকম্পিতাধরঃ (সন্) তদ্বহুগ্রহণম্ এব সমর্থম্ (উচিতম্)
 উত্তরং প্রত্যপণ্ডিত ॥ ৭৯ ॥

বাক্যার্থ।—যদিও আমি বহবার কজ্জিয়কুল ধ্বংস
 করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে পরাজিত করিতে না পারা
 পর্যন্ত আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। যে অগ্নি কাষ্ঠ-
 রাশিতে প্রজ্বলিত হয়, সে যদি সাগরগভেও না জলিল—

তাৎপৰ্য্য।—এই কবিতায় কবি রামের যে সুন্দর মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বিক্রম-কেশরী
 পরত্তরামকে দেখিয়াই ত বৃদ্ধ রাজা দশরথ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। “স্বাং দশাং”—নিজের অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া
 চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছেন। (৬৭)—ভার্গবকে দেখিবারাত্র “অর্ঘ্য অর্ঘ্য” বলিয়া পাত্ত আনিতে অর্ঘ্য, অর্ঘ্য আনিতে
 আগল আনিয়া বসিতেছেন,—এমনই তাঁহার শোচনীয় অবস্থা! আর পরত্তরাম সেই জীর্ণ ভদ্রার্ঘ্য রাজার দিকে দৃকপাত

বাড়বানলের সৃষ্টি না করিল, তবে আর তাহার
 মহিমা কি ? ॥ ৭৫ ॥

রাম! তুমি যে হরধনুঃ উদ্ধ করিয়াছ, উহা নিতান্তই
 অসার, কেন না—বিশু স্বীয় তেজঃপ্রভাবে উহার সমস্ত
 শক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন। দেখ,—নদীর প্রবল প্রবাহে
 যখন তটভূমির তলদেশ উৎখাত ও মূর্তিকাশূন্য হয়, তখন
 সামান্য বায়ুতেও তাহাকে পাতিত করিতে পারে ॥ ৭৬ ॥

সুতরাং, তুমি যদি আমার এই শরাসনে জ্যা-সংযোগ-
 পূর্বক বাণ যোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ করিতে পার,
 তবেই বুঝিব যে, তুমি একজন প্রকৃতই বীর এবং বাহুবলে
 তুমি আমার সমকক্ষ; তাহা হইলে বিনা রণেই আমি
 তোমার নিকট পরিহার মাগিতে প্রস্তুত ॥ ৭৭ ॥

আর যদি আমার এই অনল-বার্ষিকী পরশুধারার তর্জনে
 ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিব, এতদিন ধনুকের ছিলা-
 সংঘর্ষে হস্তের অঙ্গুলিগুলি বৃথাই কঠিন করিয়াছ। যাহা
 হইবার হইয়াছে, এখন যুক্তকরে অভয়-প্রার্থনা কর ॥ ৭৮ ॥

ভয়ঙ্কর-মূর্তি ভার্গবের এই সুগর্ব্ব-বচনে যুধিষ্ঠির হাঙ্গে
 রামচন্দ্রের অধরপ্রান্ত দ্বয় কম্পিত হইল। তিনি অকুতো-
 ভয়ে ভার্গবের সেই ভীষণ শরাসন গ্রহণপূর্বক তাঁহার
 গর্কোক্তির উপযুক্ত উত্তর নীরবে প্রদান করিলেন ॥ ৭৯ ॥

৫-ধনুবা সমাগতঃ সোহিতমাত্র-লঘুদর্শনোহভবৎ ।

কেবলোহপি স্মৃতগো নবাস্থদঃ কিং পুনত্রিংশ-চাপ-লাঙ্কিতঃ ॥ ৮০ ॥

তেন ভূমি-নিহিতকোটি তৎ কান্মু কং চ বলিনাধিরোপিতম্ ।

নিপ্রভাচ রিপুসাস ভূ-ভূতাং ধুম-শেষ ইব ধূম-কেতনঃ ॥ ৮১ ॥

তাবুভাবপি পরম্পরস্থিতৌ বর্দ্ধমান-পরিহীন-তেজসৌ ।

পশ্যতি স জনতা দিনাত্যয়ে পার্কণৌ শশি-দিবাকরাবিব ॥ ৮২ ॥

তং কুপামুহুরবেক্ষ্য ভার্গবঃ রাঘবঃ স্থলিত-বীৰ্য্যমাঅনি ।

স্বং চ সংহিতমমোঘমাশুগং ব্যাজহার হরমুহু-সম্নিভঃ ॥ ৮৩ ॥

ন প্রহর্ষমলমস্মি নির্দয়ং বিপ্র ইত্যভিভবতাপি হস্মি ।

শংস কিং গতিমনেন পল্লিণা হস্মি লোকমুত তে মখাজ্জিতম্ ॥ ৮৪ ॥

অশ্রুতঃ—পূর্বজন্ম-ধনুবা সমাগতঃ সঃ (রামঃ) অতি-
মাত্র-লঘুদর্শনঃ (নিতান্তপ্রিয়দর্শনঃ) অভবৎ । (তথাহি)—
নবাস্থদঃ কেবলঃ অপি স্মৃতগঃ, ত্রিংশ-চাপ-লাঙ্কিতঃ (সন্)
কিং পুনঃ ? (স্মৃতগঃ এব) ॥ ৮০ ॥

বলিনা তেন (রামেণ) ভূমিনিহিতকোটি তৎ কান্মু কং
চ অধিরোপিতম্ ; ভূ-ভূতাং রিপুঃ চ (ভার্গবঃ চ) ধুমশেষঃ
ধূমকেতনঃ ইব নিপ্রভঃ আস ॥ ৮১ ॥

পরম্পরস্থিতৌ - (অন্যান্যাত্মিকৌ) বর্দ্ধমান পরিহীন-
তেজসৌ তো উভৌ (রাঘব-ভার্গবৌ) অপি দিনাত্যয়ে পার্কণৌ
(পরোদ্রিতৌ) শশি-দিবাকরৌ ইব জনতা পশ্যতি স ॥ ৮২ ॥

হরমুহু-সম্নিভঃ (কাণ্ডিক্যেতুলাঃ) কুপামুহুঃ রাঘবঃ
আঅনি (বিষয়ে) স্থলিতবীৰ্য্যং তং ভার্গবং স্বং সংহিতম্
অমোঘম্ আশুগং চ অবেক্ষ্য ব্যাজহার ॥ ৮৩ ॥

অভিভবতি অপি হস্মি বিপ্রঃ ইতি (হেতোঃ) নির্দয়ং
প্রহর্ষম্ অলং (শক্তঃ) ন অস্মি, (কিস্ত) অনেন পল্লিণা তে
গতিং হস্মি কিম্, উত মখাজ্জিতং লোকং (হস্মি ইতি) শংস ॥ ৮৪ ॥

বজ্রার্থঃ—পূর্বজন্মে নারায়ণাবতারে এই শরাসন
ঊহারই ছিল। আজ ইহা ধারণ করিয়া রামের অপূর্ব
শোভা জন্মিল। কেবল নবজলধরই যখন পরম রমণীয়,
তখন তাহাতে আবার যদি ইন্দ্রধনুর সংযোগ হয়, তবে কি
আর তাহার শোভার ইয়ত্তা থাকে ! ॥ ৮০ ॥

না করিয়া একেবারে রামের দিকে চাহিলেন,—ঊহার নয়ন দিয়া যেন অগ্নিশূলি নির্গত হইতে লাগিল। রামকে ভয়ানক হই-
করেন আর কি! রাম একটু দূরে ছিলেন,—ভার্গবের রক্তচক্ষু দেখিয়া নির্ভয়দয়ে আসিয়া একেবারে ঊহার সম্মুখে
ধাড়াইলেন। ইহাতে ভৃগুসন্দন আরও চটিলেন এবং কহিল আফালন করিলেন। রাম নির্বাক্বদনে শুধু ঊহার

পরাক্রান্ত রাম যেমন ভূপৃষ্ঠে সেই ভার্গবধনুর এক কোণ
নিহিত করিয়া তাহাতে ছিলা পরাইলেন, অমনি ক্ষত্রিয়কুলা-
স্তক অগ্নিকল্প পরশুরামও যেন সহসা ধুমাবশিষ্ট বহির ন্যায়
নিত্তেজ হইয়া পড়িলেন ॥ ৮১ ॥

রাম ও পরশুরামের পুরোভাগে দণ্ডায়মান দর্শকমণ্ডলী
দেখিল—একদিকে এই দুর্লভ সাফল্য রামের দেহজ্যোতিঃ
যতই বর্দ্ধিত হইতেছে,—অন্যদিকে জীবনের এই প্রথম
পরাতবে ভার্গবের দেহ ততই প্রভাহীন হইয়া পড়িতেছে।
পূর্ণিমার দিন দিবাবসানে উদয়োন্মুখ চন্দ্র ও অস্তগামী সূর্যের
দৃশ্য তাহাদের মনে পড়িল ॥ ৮২ ॥

অনন্তর দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়বৎ পরাক্রমশালী দমার্দ্দ-
হৃদয় রাম,—ভার্গবকে একেবারে বীৰ্য্যহীন ও স্বীয় সংহিত
শরের অমোঘত্ব দর্শনপূর্বক করুণ বচনে কহিলেন ;— ॥ ৮৩ ॥

আপনি আমাকে পরাজিত করিতে যতই চেষ্টা করুন
না কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, তাই আমি নির্দয়ভাবে আপনাকে
আঘাত করিতে পারিতেছি না। অথচ আমার এই
সংযোজিত সায়ক ব্যর্থ হইবারও নহে। এক্ষণে আপনিই
বলুন, আমার কি কর্তব্য? এই সংহিত সায়কদ্বারা আমি
কি আপনার সর্বত্র স্বাধীনভাবে গমনাগমন চিরদিনের মত
বন্ধ করিব, না আপনার এতকালের যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা অর্জিত
স্বর্গলোক অবরুদ্ধ করিব? ॥ ৮৪ ॥

প্রত্যুবাচ তদ্বিধি তত্ত্বজ্ঞানং ন বেদী পুরুষং পুরাতনম্ ।
 গাং গতস্ত তব ধাম বৈষ্ণবং কোপিতো হুসি ময়া দিদৃক্ষুণা ॥ ৮৫ ॥
 ভস্মসাৎ কৃতবতঃ পিতৃদ্বিষঃ পাত্রসাচ্চ বস্তুধাং সঙ্গাগরাম্
 আহিতো জয়বিপর্যায়োহপি মে শ্লাঘা এব পরমেষ্ঠিনা ত্বয়া ॥ ৮৬ ॥
 তদগতিং মতিমতাং বরেপসিতাং পুণ্যতীর্থগমনায় রক্ষ মে ।
 পীড়য়িত্বাতি ন মাং খিলীকৃতা স্বর্গ-পদ্ধতিরভোগ-লোলুপম্ ॥ ৮৭ ॥
 প্রত্যপত্ত তথৈতি রাঘবঃ প্রাঙমুখচ্চ বিসসর্জ সায়কম্ ।
 ভার্গবস্ত স্মৃকতোহপি সোহভবৎ স্বর্গমার্গ-পরিষো দুরতায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

অশ্বত্থা—ঋষিঃ (ভার্গবঃ) তং প্রত্যুবাচ, জানি। কিন্তু ভূতলাবতীর্ণ তোমার বিষ্ণুভক্তঃ সন্দর্শন-
 (কিমিতি?) তত্ত্বজ্ঞানং পুরাতনং পুরুষং ন বেদী পূর্বক কৃতার্থ হইবার জন্যই তোমাকে রোষাষিত
 (ইতি) ন, (কিন্তু বেদী এব, কিন্তু)—গাং গতস্ত করিয়াছি ॥ ৮৫ ॥
 তব বৈষ্ণবং ধাম (ভেজঃ) দিদৃক্ষুণা ময়া হি কোপিতঃ
 অসি ॥ ৮৫ ॥

পিতৃদ্বিষঃ ভস্মসাৎ কৃতবতঃ স-সংগরাং বস্তুধাং চ
 পিতৃদ্বিষঃ (কৃতবতঃ) (অতএব কৃত-কৃত্যস্ত) মে পরমেষ্ঠিনা
 ত্বয়া আহিতঃ (কৃতঃ) জয়-বিপর্যায়ঃ অপি শ্লাঘাঃ
 এ৭ ॥ ৮৬ ॥

তৎ (ভস্মসাৎ) হে মতিমতাং বর! পুণ্যতীর্থ-
 গমনায় দৈপ্সিতাং মে গতিং রক্ষ। (কিন্তু) খিলীকৃতা
 (অপি) স্বর্গপদ্ধতিঃ অভোগ লোলুপং মাং ন
 পীড়য়িত্বাতি ॥ ৮৭ ॥

রাঘবঃ তথা ইতি প্রত্যপত্ত, প্রাঙমুখঃ (সন) সায়কং
 বিসসর্জ চ। সঃ (সায়কঃ) স্মৃকতঃ অপি (সাধু-
 কারিণঃ অপি) ভার্গবস্ত দুরতায়ঃ স্বর্গ-মার্গ-পরিষঃ
 অভবৎ ॥ ৮৮ ॥

বক্তার্থ—প্রত্যুত্তরে ঋষি পরশুরাম কহিলেন—
 রাম! তুমি যে সেই সনাতন পরম পুরুষ, তাহা আমি

জানি। কিন্তু ভূতলাবতীর্ণ তোমার বিষ্ণুভক্তঃ সন্দর্শন-
 পূর্বক কৃতার্থ হইবার জন্যই তোমাকে রোষাষিত
 করিয়াছি ॥ ৮৫ ॥
 রাম! তুমিও জান যে, আমি আমার পিতার শত্রুকুলকে
 ক্রোধানলে ভস্মীভূত করিয়াছি। তুমি ইহাও জান যে,
 সঙ্গাগরা ধরণী জয় করিয়া আমি দেবতাদ্বন্দ্বধে দান করি-
 য়াছি। হে পরাংপর! আজ তোমার হাতে এই যে
 আমার পরাভব, ইহা আমার পক্ষে পরম শ্লাঘার
 বিষয় ॥ ৮৬ ॥

সুতরাং হে বীরোত্তম! পবিত্র তীর্থাদিতে গমনাগমনের
 নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলষিত স্বচ্ছন্দ-গমন রক্ষা
 কর। কোনরূপ ভোগে আর আমার স্বেচ্ছা নাই।
 সুতরাং আমার তপস্বাজ্জিত স্বর্গলোক অবরুদ্ধ
 হইলে আমার কোনই তাপ-উত্তাপ জন্মিবে না। তুমি
 তাহাই কর ॥ ৮৭ ॥

‘ভাষ্য’ বলিয়া রামচন্দ্র পূর্বমুখ হইলেন এবং হস্তস্থিত
 শরক্ষেপ করিলেন। সেই রাম-পরিত্যক্ত শর পুণ্যলোক
 পরশুরামের স্বর্গপথের অনতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধক হইয়া
 রহিল ॥ ৮৮ ॥

দিকে চাহিয়া তাঁহার সেই আশ্রয়স্থান শুনিয়া বাইতে লাগিলেন। প্রতিষেধীর এইপ্রকার শিলাসম হৈর্ষ্য-দর্শনে পরশুরামের
 ক্রোধ উত্তরোত্তরই বাড়িতে লাগিল। শেষকালে যেন একেবারেই অন্ধ হইয়াই বলিয়া বসিলেন,—“রাম! বেশী কথায় কাজ
 কি,—তোমার সহিত যুদ্ধবিগ্রহেরও কোনো প্রয়োজন নাই, এক কাজ কর, তুমি হয় আমার নিজের এই ধনকে হিলা
 পরাইয়া বাণ সজ্জান কর, না হয়—করঘোড়ে বস্ত্রত্যাগীকার কর। যদি বাণ সজ্জান করিতে পার, বুঝিবে—তুমি সত্যই বীর,
 আমি বিনা যুদ্ধে তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিব।”—রাম নীরবে ভার্গবের এই উক্তি শুনিলেন। এবার আর তিনি

রাঘবোহপি চরণৌ তপোনিধেঃ ক্ষম্যতামিতি বদন্ সমস্পৃশৎ ।

নির্জিতেষু তরসা তরস্বিনাং শত্রুষু প্রণতিরেব কীর্তয়ে ॥ ৮৯ ॥

রাজসত্বমবধূয় মাতৃকং পিত্র্যামস্মি গমিতঃ শমং বদা ।

নহ্ননিন্দিত-ফলে। মম ত্বয়া নিগ্রহোহপ্যয়মনুগ্রহীকৃতঃ ॥ ৯০ ॥

সাধয়াম্যহমবিস্মমস্ত তে দেবকার্যামুপপাদয়িস্বাতঃ ।

উচিবানিতি বচঃ সলক্ষণং লক্ষণাগ্রজমুযিস্তিরোদধে ॥ ৯১ ॥

অনুব্রত।—রাঘবঃ অপি ক্ষম্যতাম্ ইতি বদন্ তপোনিধেঃ (ভার্গবস্ত) চরণৌ সমস্পৃশৎ । (তথাহি)— তরস্বিনাং তরসা নির্জিতেষু শত্রুষু প্রণতিঃ এব কীর্তয়ে (ভবতি) ॥ ৮৯ ॥

মাতৃকং রাজসত্বম্ (রজোগুণপ্রধানত্বম্) অবধূয় পিত্র্যং শমং বদা গমিতঃ অস্মি, (তদা) ত্বয়া মম অনিন্দিত-ফলঃ অয়ং নিগ্রহঃ অপি অনুগ্রহীকৃতঃ নহ্ন ! ॥ ৯০ ॥

অহং সাধয়ামি, দেবকার্যাম্ উপপাদয়িস্বাতঃ তে অবিস্মম্ অস্ত, সলক্ষণং লক্ষণাগ্রজম্ (রামম্) ইতি বচঃ উচিবান্ ঋষিঃ তিরোদধে ॥ ৯১ ॥

বক্তব্যর্থ।—পরে বিনয়-ভূষণ রামচন্দ্রও “ক্ষমা করুন”—বলিয়া ভার্গবের চরণ স্পর্শ করিয়া বীরত্ব ও মহত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কেন না, বাহুবলে পরাজিত

প্রতিপক্ষের নিকট বিজ্ঞেতার নম্রব্যবহার অশেষ কীর্তিরই পরিচায়ক ॥ ৮৯ ॥

পবিত্র-হৃদয় ভৃগুনন্দন তখন কহিলেন,—তোমার কৃপায় আমার দেহ হইতে মাতৃ-অংশ-সম্পূর্ণ রজোগুণ তিরোহিত হইয়াছে এবং আমি এক্ষণে পৈতৃক শমগুণ প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং তুমি আমার এই যে আপাতদৃষ্ট নিগ্রহ করিলে, ইহার ফল অনন্ত এবং অনিন্দিত। সুতরাং আমার পক্ষে এ নিগ্রহ পরম অনুগ্রহই বলিতে হইবে ॥ ৯০ ॥

“আমি চলিলাম, তোমরা যে দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ, তোমাদের সে কার্য নির্বিনয়ে সম্পন্ন হউক, এই কামনা—” বলিয়াই ঋষি তিরোহিত হইলেন ॥ ৯১ ॥

চাপিতে পারিলেন না। তবুও শিষ্টতার অনুরোধে মুখের হাসি মুখেই নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ মুখ—সব রুদ্ধ হস্তের বেগে আরক্ত হইল এবং অধরপল্লবকে দীর্ঘ কম্পিত করিয়া উচ্ছল হাস্ততরঙ্গ বাহির হইয়া পড়িল। কোনো উত্তর না দিয়া—তিনি হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন ও পরশুরামের গর্জ-প্রদত্ত শরাসন গ্রহণ করিলেন। নীরব রামচন্দ্র সেই ভীষণ ভার্গবদ্বন্দ্বিতে যেমন বাণ-সজ্জান করিলেন, অমনি ভেজোবলোদ্গীষ্ট ভার্গবও একেবারে নিস্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁর সমস্ত জারিজুরি কোথায় যেন ডুবিয়া গেল। ভার্গব শক্তিশীল হইয়া পড়িলেন। রাম—তাঁহাকেই জিজ্ঞাস করিলেন, “এখন এ সংহিতবাণ কোথায় নিক্ষেপ করি, বলিয়া দিন। ক্ষত্রিয়কুলের আপনি যতবড় শত্রুই হ’ন না কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি তাপস, আপনি ত্যাগী;—আপনাকে আমি কি করিয়া আঘাত করিব ?” নিস্তেজ ও পরাজিত ভার্গবকে রাম প্রাণে মারিলেন না, তবে তাহার অধিক করিলেন। শক্তিহরণপূর্বক তাঁহাকে প্রকৃত ঋষি করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পরাজিত পরশুরামকে তিনি ক্ষমা করিলেন। রামের কৃপায় পরশুরাম চিরনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। কবি, রামচরিত্রের সমুদ্র সৌধের আর একটি মনোরম বক্ষ খুলিয়া দিলেন। একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল-নাশকারীকে ক্ষত্রিয়কুলভূষণ রাম ক্ষমা করিলেন। ইহাতে বীরত্ব অপেক্ষা রাম-ঈদয়ের মহনীয়ত্বই সমধিকতররূপে প্রকটিত হইল। রামের সমস্তই যেম অদ্ভুত, আশ্চর্য-পূর্ণ। যেমন শৌর্য, তেমনই তাঁহার গাভীর্য; যেমন উৎসাহ, তেমনই তাঁহার ক্ষমা;—সবই যেম অলৌকিক। কালিদাস দ্রুত একাদশে, রাম-চরিত্রে প্রকাণ্ড, কোমল এবং তেজস্বিদের সহিত মধুরত্বের সমাবেশ করিয়া পার্থক্যবিশিষ্ট করিয়াছেন ॥ ৯২-৯৩ ॥

তস্মিন্ গতে বিজয়িনঃ পরিব্রজ্য স্বামঃ স্নেহাদমন্তত পিতা পুনর্যেব জাতম্ ।
 তস্তাভবৎ কণ্ডুচঃ পরিতোষ-লাভঃ কক্ষাগ্নি লজ্জিত-তরোরিব বৃষ্টিপাতঃ ॥ ১২ ॥
 অথ পথি গময়িত্বা ক্লৃপ্ত-রম্যোপকার্যে কতিচিদবনিপালঃ শৰ্বরীঃ শৰ্বকল্পঃ ।
 পুরমবিশদযোধ্যাং মৈথিলীদর্শনীনাং কুবলয়িত-গবাক্ষাং লোচনৈরজনানাম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি একাদশঃ সর্গঃ

অমন্ত্রয় ।—তস্মিন্ (ভার্গবে) গতে (গতি) বিজয়িনঃ
 স্বামঃ পিতা স্নেহাৎ পরিব্রজ্য পুনঃ জাতম্ এব অমন্তত ।
 কণ্ডুচঃ তস্ত (দশরথস্ত) পরিতোষ-লাভঃ কক্ষাগ্নি-লজ্জিত-
 তরোঃ বৃষ্টিপাত ইব অভবৎ ॥ ১২ ॥

অথ শৰ্বকল্পঃ অবনিপালঃ ক্লৃপ্ত-রম্যোপকার্যে পথি
 কতিচিৎ শৰ্বরীঃ গময়িত্বা মৈথিলী-দর্শনীনাম্ অজনানাং
 লোচনৈঃ কুবলয়িত-গবাক্ষাং পুরম্ অযোধ্যাম্ অবিশৎ ॥ ১৩ ॥

অজ্ঞানার্থ ।—কল্পকুল-বিমর্দন পরশুরাম নয়নের
 অন্তরালে চলিয়া গেলে, পুত্রপ্রিয় রাজা দশরথ তাড়াতাড়ি
 আসিয়া বিজয়ী পুত্র রামচন্দ্রকে স্নেহভরে প্রগাঢ় আলিঙ্গন
 করিলেন । তাঁহার মনে হইল, রাম যেন কৃতান্তের কবল হইতে
 মুক্তি পাইয়া একপ্রকার পুনর্জন্ম লাভ করিলেন । ভার্গবের

এই অন্তর্দান কণকালের জন্ত শোকাবুল দশরথের পক্ষে
 অজ্ঞানলিতানল বৃক্ষের পক্ষে বারিবর্ষণের জ্ঞান পরম
 প্রীতিপ্রদ হইল ॥ ১২ ॥

অনন্তর শিবতুল্য (শিবপ্রাপ্তিরও আর বেশী বিলম্ব
 নাই) রাজা দশরথ পুত্রগণ ও পুত্রবধূদিগকে লইয়া, পটমণ্ড-
 পাদি দ্বারা সুসজ্জিত পথে চলিতে চলিতে কয়েক রাত্রি
 কাটাইয়া অযোধ্যায় গিয়া প্রবেশ করিলেন । মিথিলা-রাজ-
 নন্দিনী সীতাকে দেখিবার জন্ত রাজধানীর প্রাসাদ-মালার
 গবাক্ষ-সমূহের পাশ্বে আসিয়া পুরাঙ্গনাগণ দাঁড়াইয়াছেন ।
 তাঁহাদের দর্শন-লিপ্সাদীর্ঘ নেত্র-পঙ্কুতিতে বাতায়ন আকীর্ণ
 হইয়াছে । মনে হইল, যেন গবাক্ষে অজস্র শতদল বিকসিত
 হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ

নির্বিষ্ট-বিষয়-স্নেহঃ স দশাস্তমুপেয়িবান্ । আসীদাসন্ন-নির্ব্বাণঃ প্রদীপার্চ্চিরিবোবসি ॥ ১ ॥
 তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীনাশ্রুতামিতি । কৈকেয়ীশঙ্কয়েবাহ পলিতচ্ছদনা জরা ॥ ২ ॥
 সা পৌরান্ পৌরকাস্তস্ত রামস্তাভ্যুদয়শ্রুতিঃ । প্রত্যেকং হলাদয়াধ্বক্রে কুল্যোবোদ্ধানপাদপান্ ॥ ৩ ॥
 তস্তাভিষেক-সম্ভারং কলিতং ক্রুর-নিশ্চয়া । দুষ্যামাস কৈকেয়ীশোকোক্ষৈঃ পার্থিবাশ্রুতিঃ ॥ ৪ ॥
 সা কিলান্বাসিতা চণ্ডী ভত্রা তৎসংশ্রুতো বরো । উদ্বামেন্দ্র-সিক্তা ভূবিলমগ্নাবিবোরগো ॥ ৫ ॥
 তয়োশ্চতুর্দশৈকেন রামং প্রোব্রাজয়ৎ সমাঃ । দ্বিতীয়েন স্মৃতশ্চোচ্ছদ বৈধব্যেকফলাং শ্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥

অর্থঃ—নির্বিষ্টবিষয়-স্নেহঃ দশাস্তম্ উপেয়িবান্ সঃ (দশরথঃ) উপসি প্রদীপার্চ্চিঃ ইব আসন্ন-নির্ব্বাণঃ অসীৎ ॥ ১ ॥

জরা কৈকেয়ী-শঙ্কয়া ইব পলিতচ্ছদনা কর্ণমূলম্ আগত্য “রামে শ্রীঃ শ্রুতাম্”—ইতি তম্ আহ ॥ ২ ॥

সা পৌরকাস্তস্ত রামস্তাভ্যুদয়-শ্রুতিঃ কুল্যা উদ্ধান-পাদপান্ ইব পৌরান্ প্রত্যেকং হলাদয়াধ্বক্রে ॥ ৩ ॥

ক্রুর-নিশ্চয়া কৈকেয়ী তস্ত (রামস্ত) কলিতম্ অভিষেক-সম্ভারং শোকোক্ষৈঃ পার্থিবাশ্রুতিঃ দুষ্যামাস ॥ ৪ ॥

চণ্ডী সা (কৈকেয়ী) কিল ভত্রা আন্বাসিতা (সতী) (তেন ভত্রা) তৎসংশ্রুতো বরো ইন্দ্রসিক্তা ভূঃ বিলমগ্নো (বন্দীকাদি-নিহিতো) উরগো ইব উদ্বাম ॥ ৫ ॥

(সা) তমোঃ (বরয়োঃ) একেন রামঃ চতুর্দশ সমাঃ (বৎসরান্) প্রোব্রাজয়ৎ । দ্বিতীয়েন (বরণে) স্মৃতস্ত (ভরতস্ত) বৈধব্যেক-ফলাং (ন তু উপভোগ-ফলাং) শ্রিয়ম্ প্রচ্ছৎ ॥ ৬ ॥

বাক্যার্থঃ—উষাকালে দীপশিখা যেমন তৈলাধারের সমস্ত তৈল শোষণ পূর্ব্বক বর্জিকার অন্তর্ভাগে উপনীত হইয়া ক্রমে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ মহারাজ দশরথও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সমস্ত বিষয়বস্তুর সন্তোষ-পূর্ব্বক জীবনের শেষ দশায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার জীবনদীপের নির্ব্বাণকালও ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া আসিল ॥ ১ ॥

প্রথমে কর্ণমূলের দু'একগাছি চুল পাকিল । মনে হইল,

ভাষ্যঃ—কিয়ৎকাল পরেই কৈকেয়ীর যে মর্ষচ্ছেদিনী ক্রিয়া দর্শন করিতে হইবে, কবি, পূর্ব্ব হইতেই তৎকাল পার্শ্বদিকগেয় দৃষ্ট করিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ দ্রুপতি দশরথের উপর শ্রোতা কৈকেয়ীর আধিপত্যও যে বক্তব্য বলিল, তাহাও অতি কৌশলে ইঙ্গিত করিয়া গেলেন ॥ ২ ॥

পিতা দত্তাং রুদন্ রামঃ প্রাপ্তমহীং প্রাপ্যপতত । পশ্চাদ্ বনায় গচ্ছতি তদাজ্ঞাঃ সুদিতোহগ্রহীৎ ॥ ৭ ॥
 দধতো মঙ্গলকোমে বসানস্ত চ বকলে । দদৃশুর্বিস্মিতান্তস্ত মুখরাগং সখ্য জনাঃ ॥ ৮ ॥
 স সীতা-লক্ষণ-সখঃ সত্যাদ্ গুরুমলোপয়ন্ । বিবেশ দণ্ডকারণ্যং প্রত্যেকং চ সতাং মনঃ ॥ ৯ ॥
 রাজ্যাপি তদবিয়োগার্ভঃ শ্বহা শাপং স্বকর্ষজন্ম । শরীরত্যাগমাত্রেন শুদ্ধিলাভমম্ভত ॥ ১০ ॥
 বিপ্রোষিত-কুমারং তদ্রাজ্যমন্তমিতেশ্বরম্ । রদ্ধাশ্বেষণ-দক্ষাণাং দ্বিষামামিষতাং যযৌ ॥ ১১ ॥

অনুব্রত ।—রামঃ প্রাক্ পিতা দত্তাং মহীং রুদন্ প্রাপ্যপতত । পশ্চাৎ—“বনায় গচ্ছ”-ইতি তদাজ্ঞাঃ সুদিতঃ অগ্রহীৎ ॥ ৭ ॥

মঙ্গল-কোমে দধতঃ বকলে বসানস্ত চ তস্ত (রামস্ত) সখ্য মুখরাগং জনাঃ বিস্মিতাঃ (সন্তঃ) দদৃশুঃ ॥ ৮ ॥

সঃ (রামঃ) গুরুং সত্যাদ্ আলোপয়ন্ সীতা-লক্ষণ-সখঃ (সন্) দণ্ডকারণ্যং বিবেশ, সতাং মনঃ চ প্রত্যেকং (বিবেশ) ॥ ৯ ॥

তদবিয়োগার্ভঃ রাজা অপি স্বকর্ষজং শাপং শ্বহা শরীর-ত্যাগমাত্রেন শুদ্ধিলাভম্ (ঋষিবধ-প্রায়শ্চিত্তম্) অম্ভত (মৃতঃ) ॥ ১০ ॥

বিপ্রোষিতকুমারম্ অন্তমিতেশ্বরং (মৃত-ভূপতিকং) তৎ রাজ্যং রদ্ধাশ্বেষণ-দক্ষাণাং দ্বিষাম্ আমিষতাং যযৌ ॥ ১১ ॥

বক্তব্য ।—দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যাভিষেকের কথা বলেন, তখন পিতৃভক্ত রামচন্দ্র, পিতা রাজ্যত্যাগ করিতেছেন—তাবিরা সজল-নয়নে, শুধু পিতার আদেশজ্ঞানে সিংহাসনগ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। এক্ষণে “তোমাকে কেনে বাইতে হইবে” পিতার এই আদেশ তিনি প্রসন্ন-হৃদয়ে শিরোধার্য করিয়া লইলেন। বিদ্রুমাত্রণে বিচলিত হইলেন না ॥ ৭ ॥

তাহেপর্য্য ।—রাম কাল রাজ্য হইবেন—বলিয়া অধিবাসদিবসীয় মঙ্গলকোমাদি ধারণ করিয়াছিলেন, আর আজ তিনি মঙ্গলকোমাদি বকল-বসন পরিধান করিলেন, কিন্তু এততেও তাঁহার কোনই ভাবান্তর ঘটিল না। অত্যাধিক যখন অতি-প্রসন্ন হইয়া, বনবাসী হইতে হইবে—এই বিপৎপাতেও তেমন অতি-অপ্রসন্ন হইলেন না। রামের সমস্তই অদ্ভুত! কবি রাম-হৃদয়ের মনোজ্ঞমত অংশগুলি এই বনবাস উপলক্ষ্যে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৭-১০ ॥

বিবরণ ।—দণ্ডকারণ্য ।—মহারাত্র্যপ্রদেশ এবং বর্তমান নাগপুর-ব্যাপিয়া প্রাচীন বিশাল দণ্ডকারণ্য অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু রামায়ণাম্বসারে দণ্ডকারণ্য বিদ্য এবং শৈবল পর্বতের মধ্যবর্তী বিদ্যুত ভূভাগ। ইহারই এক অংশের নাম দণ্ডকারণ্য। (উত্তর কাণ্ড, অঃ ৮১, এবং উত্তর-চরিত, ২য় অঃ।) আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, মুঙ্গেলকান্দ হইতে ককা নদী পর্যন্ত সমস্ত বন্যকর্ণ ভূভাগ দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত। (J. R. A. S. 1894 P. 242.) উত্তর-চরিতের ১ম অঃ জনহানের পশ্চিমদিগবর্তী ভূমিকেই দণ্ডকারণ্য বলা হইয়াছে। (N. L. D. P. 62.) ১১ ॥

কিছুপূর্বে রাম অভিষেকের জন্ত কোমবসন পরিধান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ছাড়িয়া বনগমনের উপযোগী বকল পরিধান করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মুখের কোনই ভাবান্তর ঘটিল না। তাঁহার এইরূপ অবিকলিত মুখ-কান্তি দর্শনে অবোধ্যাবাসিগণ একেবারে অবাক হইয়া গেল ॥ ৮ ॥

পিতা বাহাতে প্রতিক্রমিত বরদানরূপ সত্য হইতে স্তম্ভ না হন—তদুদ্দেশ্যে পিতৃভক্ত রাম সীতা এবং লক্ষণের সহিত নীরবে বনে চলিয়া গেলেন। এই অপূর্ব পিতৃভক্তি দ্বারা রামচন্দ্র সর্বসাধারণের, বিশেষতঃ সজ্জনগণের হৃদয়ঙ্গমে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥ ৯ ॥

পুত্র-বিয়োগ-দুঃখিত রাজা দশরথও স্বীয় দুর্ভাগ্যের ফলস্বরূপ অন্ধমূর্খির সেই অভিশাপ শ্রবণপূর্বক দেহত্যাগের দ্বারা পূর্বকৃত ঋষিপুত্রবধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ॥ ১০ ॥

রাম-লক্ষণ বনে চলিয়া গিয়াছেন, ভরত দীর্ঘকাল মাতামহালয়ে আছেন। রাজ্যেশ্বর দশরথও তদুত্যাগ করি-
 লেন; সোনার অবোধ্যারাজ্য এখন ছিদ্রাধেবী শত্রুকুলের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকেই চেষ্টা হইল—কি উপায়ে কোসলরাজ্যটা হস্তগত করা যায় ॥ ১১ ॥

অখানাথাঃ প্রকৃতয়ো মাতৃবন্ধুনিবাসিনম্ । মৌলৈরানায়য়ামাসুর্ভরতং স্তম্ভিতা ॥ ১২ ॥
 শ্রদ্ধা তথাবিধং মৃত্যুং কৈকেয়ীতনয়ঃ পিতুঃ । মাতুর্ন কেবলং স্বস্তাঃ শ্রিয়োহ্যপ্যাসীৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ১৩ ॥
 স-সৈশ্চাশ্রয়গ্রামং দর্শিতানাশ্রমালয়েঃ । তস্য পশ্যন্ স-সৌমিত্রেবদশ্রবসতিক্রমান্ ॥ ১৪ ॥
 চিত্রকূটবনস্থং চ কথিত-স্বর্গতিষ্ঠুরোঃ লক্ষ্ম্যা নিমন্ত্রয়াধ্বক্ষে তমহুচ্ছিষ্ট-সম্পদা ॥ ১৫ ॥
 স হি প্রথমজ্ঞে তস্মিন্মৃতশ্রী-পরিগ্রহে পরিবেত্তারম্যাত্মনং মেনে স্বীকরণাদ্ভুবঃ ॥ ১৬ ॥
 তমশক্যমপাক্রষ্টে নিদেশাৎ স্বর্গিণঃ পিতুঃ যযাচে পাতুকে পশ্চাৎ কর্তুং রাজ্য্যাধি-দেবতে ॥ ১৭ ॥
 স বিন্ধুস্তথেষ্যক্তা ভ্রাতা নৈবাবিশং পুরীম্ । নন্দিগ্রাম-গতস্তস্য রাজ্যং শ্রাসমিবাভুনক্ ॥ ১৮ ॥

অনুব্রজ্য।—অথ অনাথাঃ প্রকৃতয়ঃ (অমাত্যাঃ) মাতৃবন্ধু-নিবাসিনঃ ভরতং স্তম্ভিতাশ্রিতাঃ (পিতৃমরণ-গোপন-কৃত্তিঃ) মৌলৈঃ (বিশেষতঃ) আনায়য়ামাসুঃ ॥ ১২ ॥

কৈকেয়ীতনয়ঃ (ভরতঃ) পিতুঃ তথাবিধং মৃত্যুং শ্রদ্ধা স্বস্তাঃ মাতুঃ কেবলং পরাঙ্মুখঃ ন, (কিন্তু) শ্রিয়ঃ অপি (পরান্ধুঃ) আসীৎ ॥ ১৩ ॥

স-সৈশ্চঃ (ভরতঃ) রামম্ অবগচ্চ । (কিং কুর্স্বন ?) আশ্রমালয়েঃ (বনবাসিভিঃ) দর্শিতান্ স-সৌমিত্রেঃ তস্য (রামস্য) বসতিক্রমান্ পশ্যন্ উদশ্রবঃ (সু) — ॥ ১৪ ॥

চিত্রকূটবনস্থং তং (রামং) চ গুরোঃ কথিত-স্বর্গতিঃ (সু) (ভরতঃ) অহুচ্ছিষ্ট-সম্পদা লক্ষ্ম্যা (করণেন) নিমন্ত্রয়াধ্বক্ষে ॥ ১৫ ॥

সঃ হি (ভরতঃ) প্রথমজ্ঞে তস্মিন্ (রামে) অকৃত-শ্রী-পরিগ্রহে (সতি) ভুবঃ স্বীকরণাৎ আত্মনং পরিবেত্তারং মেনে ॥ ১৬ ॥

(ততঃ ভরতঃ) স্বর্গিণঃ পিতুঃ নিদেশাৎ অপাক্রষ্টুঃ (নিবর্তয়িতুং) অশক্যং তং (রামং) পশ্চাৎ রাজ্য্যাধিদেবতে কর্তুং পাতুকে যযাচে ॥ ১৭ ॥

সঃ (ভরতঃ) ভ্রাতা “তথা”—ইতি উক্তা বিন্ধুস্তঃ (সু) পুরীম্ (অযোধ্যাং) ন অবিশং এব, (কিন্তু) নন্দিগ্রাম-গতঃ (সু) তস্য (রামস্য) রাজ্যং শ্রাসম্ ইব অভুনক্ (অপালয়ৎ, ন তু উপ-ভুক্তবান্ ; উপভোগার্থক-ভুক্ত-ধাতোঃ আত্মনেপদিভ্যৎ) ॥ ১৮ ॥

ব্রজ্য।—একান্ত নিরুপায় হইয়া প্রভূহীন অমাত্য-বৃন্দ নিতান্ত বিবস্ত্র কতিপয় কর্মচারী পাঠাইয়া মাতুলালয় হইতে ভরতকে অযোধ্যায় আনয়ন করিলেন । দশরথের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখিতে বলিয়া দিলেন ॥ ১২ ॥

ভরত আসিয়া পিতার সেই শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ

শুনিয়া শুধু মাতা কৈকেয়ীর উপরই যে বিরক্ত হইলেন, তাহা নহে, রাজসিংহাসনেও তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মিল ॥ ১৩ ॥

কালবিলম্ব না করিয়া রামাভ্যুদয় ভরত সসৈন্তে রামের অধেষণে বহির্গত হইলেন । বনবাসিগণ তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে লাগিল—“এই স্থানে রাম বসিয়াছিলেন, এই স্থানে রাজিবাস করিয়াছিলেন, এই পথে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন,—” ভরত অশ্রুপ্লুত-নেত্রে রাম-লক্ষ্মণের বিশ্রাম-স্থল সেই সমুদয় বৃক্ষতল দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

ক্রমে ভরত গিয়া চিত্রকূট পর্বতে রামকে ধরিলেন এবং পিতার মৃত্যু-সংবাদ নিবেদন করিলেন—আর কহিলেন—“রাজলক্ষ্মীকে কেহ স্পর্শ করে নাই, আপনার সিংহাসন আপনি গিয়া গ্রহণ করুন” ॥ ১৫ ॥

কেন না, জ্যেষ্ঠভ্রাতার পূর্বে রাজলক্ষ্মীকে স্বীকার করায়, তাঁহাকে, পরিবেত্তার (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্বে বিবাহকর্তা কনিষ্ঠের) যে ঘোর পাতক হয়, সেই পাতক-গ্রস্ত হইতে হইবে ১৬ ॥

পিতার আদেশ হইতে রাম কিছুতেই যখন প্রত্যাহৃত হইলেন না, তখন ভরত, রাজ-সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার জায় স্থাপন করিবার নিমিত্ত রামের পাতুকাবয় প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৭ ॥

“তথাশ্চ” বলিয়া রামচন্দ্রে পাতুকা অর্পণ করিলে ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু রামশ্রুত অযোধ্যা-পুরীতে আর প্রবেশ করিলেন না । তিনি নন্দিগ্রামে থাকিয়া, রামেরই গচ্ছিত ধনস্বরূপ অযোধ্যারাজ্য পালন করিতে লাগিলেন । ভোগ আর করিলেন না ॥ ১৮ ॥

বিবরণ।—চিত্রকূট।—বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে পয়স্বিনী (PAISWNI .) বা মন্দাকিনী নদীর তটে অবস্থিত পর্বতের নাম । সি, আই, পি, রেলের চিত্রকূট স্টেশন হইতে এই পর্বত ৪ মাইল দূরে বর্তমান ॥ ১৫ ॥

নন্দিগ্রাম।—বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশে ফররুখাবাদ জিলার নম মাইল দক্ষিণে, “ভরতকূট” নামক স্থানের সমীপে “নন্দীগ্রাম” নামক স্থান । ভরত এই স্থানে থাকিয়াই চতুর্দশ বৎসর রাজ্যদক্ষা করিয়াছিলেন । (রাম, অযো, অ ১১৫) ॥ ১৮ ॥

দৃঢ়-ভক্তিরিতি জ্যেষ্ঠে রাজ্য-তৃষ্ণা-পরাবৃত্তঃ । মাতুঃ পাপশ্রু ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ ॥ ১৯ ॥
 রামোহপি সহ বৈদেহ্য বনে বন্তেন বর্তয়ন । চচার সামুদ্রঃ শান্তো বৃদ্ধেক্সাকুত্রতঃ যুবা ॥ ২০ ॥
 প্রজাবৃত্তান্তিত্যহরমাত্রিতঃ স বনস্পতিম্ । কদাচিদন্ধে সীতায়াঃ শিশুে কিঞ্চিদিব শ্রমাৎ ॥ ২১ ॥
 ঐক্সিঃ কিল নৈথৈস্তত্ত্বা বিদদার স্তনৌ দ্বিজঃ । প্রিয়োপভোগচিহ্নেযু পৌরোভাগ্যমিবচরন্ ॥ ২২ ॥
 তস্মিন্নাশ্বদিবীকাস্ত্রং রামো রামাববোধিতঃ । আত্মনাং মুমুচে তস্মাদেকেনেত্রব্যয়েন সঃ ॥ ২৩ ॥
 রামস্বাসন্নদেশবাদ ভরতাগমনং পুনঃ । আশঙ্কোৎসুক-সারঙ্গাং চিত্রকূট-স্থলীং জহৌ ॥ ২৪ ॥
 প্রযাব্যতিথেয়েষু বসন্ ঋষিকুলেষু সঃ । দক্ষিণাং দিশমুক্ষেযু বার্ষিকেষ্বিব ভাস্করঃ ॥ ২৫ ॥
 কভৌ তমহুগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতেঃ সূতা । প্রতিষিদ্ধাপি কৈকেয়া লক্ষ্মীরিব গুণোন্মুখী ॥ ২৬ ॥

অনুব্রজ্য—জ্যেষ্ঠে দৃঢ়-ভক্তিঃ রাজ্য তৃষ্ণা-পরাবৃত্তঃ ভরতঃ ইতি (পূর্বোক্তানুষ্ঠানেন) মাতুঃ পাপশ্রু প্রায়শ্চিত্তম্ অবরোৎ ইব ॥ ১৯ ॥

সামুদ্রঃ শান্তঃ রামঃ অপি বৈদেহ্য সহ বনে বন্তেন (ফল-মূলাদিনা) বর্তয়ন, যুবা (সনু অপি) বৃদ্ধেক্সাকুত্রতঃ চচার ॥ ২০ ॥

সঃ (রামঃ) কদাচিৎ প্রভাব-স্মিত-চ্ছায়াং বনস্পতিম্ আশ্রিতঃ (সনু) কিঞ্চিৎ শ্রমাৎ ইব সীতায়াঃ অন্ধে শিশুে ॥ ২১ ॥

ঐক্সিঃ (ইক্সন্ত পুত্রঃ) দ্বিজঃ (পক্ষী কাকঃ) তত্ত্বাঃ (সীতায়াঃ) স্তনৌ প্রিয়োপভোগচিহ্নেযু পৌরোভাগ্যম্ আচরন্ ইব নৈথৈঃ বিদদার কিল ॥ ২২ ॥

রামাববোধিতঃ রামঃ তস্মিন্ ইবীকাস্ত্রম্ আস্থৎ (অস্ত্রতি অ) সঃ (কাকঃ) একনেত্রব্যয়েন তস্মাৎ (অস্ত্রাৎ) আত্মনাং মুমুচে ॥ ২৩ ॥

রামঃ তু আসন্নদেশভাৎ পুনঃ ভরতাগমনম্ আশঙ্ক্য উৎসুক-সারঙ্গাং চিত্রকূট-স্থলীং জহৌ ॥ ২৪ ॥

সঃ (রামঃ) আতিথেয়েষু ঋষিকুলেষু বার্ষিকেষু ঋক্ষেষু (নরকেষু রাশিষু বা) ভাস্করঃ ইব, বসন্ দক্ষিণাং দিশং প্রযাব্যৌ ॥ ২৫ ॥

কভু (রামম্) অহুগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতেঃ সূতা (সীতা) কৈকেয়া প্রতিষিদ্ধা অপি গুণোন্মুখী লক্ষ্মীঃ (রাজলক্ষ্মীঃ) ইব বভৌ ॥ ২৬ ॥

অনুব্রজ্য—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের উপর ভরতের অস্বাভাবিক ভক্তি ছিল, তাই রামহীন রাজ্যে ঐহিক বিদ্যুৎ-স্পন্দন রহিল না। ভরত যেন রাজ্যে এই নিম্প্রভতাবের দ্বারা অন্নরী কৈকেয়ীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন ॥ ১৯ ॥

সামুদ্রজন্মের রামও সীতা এবং লক্ষ্মণের বসতি বনে

বনে বিচরণপূর্বক ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন। যৌবনেই বৃদ্ধ ইক্ষাকুবংশীয়দের বনচরব্রত গ্রহণ করিলেন ॥ ২০ ॥

একদিন রাম শ্রমভরে বৃষি একটু ক্লান্ত হইয়াই প্রভাব-বলে এক বিশাল বনস্পতির ছায়া স্তিমিত অর্থাৎ নিশ্চল করিয়া, সেই তরুতলে সীতার অন্ধে মন্তক স্থাপন-পূর্বক ঘুমাইতেছিলেন ;— ॥ ২১ ॥

এমন সময়ে একটা কাক আসিয়া হঠাৎ জানকীর স্তন-দ্বয় নখের দ্বারা আঁচড়াইয়া দিল। যেন রামের উপভোগ-চিহ্ন সে সহিতে পারিল না ॥ ২২ ॥

জানকীও তৎক্ষণাৎ রামকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানানইলেন, রাম একটি কাশকাণ্ডের বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কেন না, তুচ্ছ কাকের পক্ষে তাহাই পর্যাপ্ত। কিন্তু বিপন্ন কাক তখন চিরদিনের মত নিজের একটি চক্ষুদানে সেই অমোঘ বাণের শক্তিরক্ষা-পূর্বক প্রাণ নষ্টইয়া বাঁচিয়া গেল ॥ ২৩ ॥

পাছে ভরত আবার আসিয়া পড়েন,—এই আশঙ্কায় রামচন্দ্র অবোধার অনতিদূরবর্তী সেই চিত্রকূট পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তত্রত্য যুগগণ ঔহাদের বিরহে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল ॥ ২৪ ॥

ভাস্কর যেমন বর্ষাকালীন গ্রহনক্ষত্রাদিতে সংক্রমণ-পূর্বক, ক্রমে দক্ষিণ দিকে গমন করেন, রামও তদ্রূপ অতিথি-সংকারপরায়ণ ঋষিদিগের আশ্রমে বিশ্রাম করিতে করিতে ক্রমে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

জনকনন্দিনী সীতা রামের অনুগামিনী হওয়ার মনে হইল, যেন কৈকেয়ীকর্তৃক প্রতিষিদ্ধা হইয়াও রামের অনুগামিনী হইয়া চলিয়া যাইবে ॥ ২৬ ॥

অনসূয়াতিলন্তেন পুণ্যগন্ধেন কাননম্ । সা চকারাজরাগেণ পুষ্পোচ্চলিতবটপদম্ ॥ ২৭ ॥
সঙ্ঘাতকপিশস্তস্ত বিরাধো নাম রাক্ষসঃ । অতিষ্ঠনমার্গমাবৃত্য রামস্তেন্দোরিব গ্রহঃ ॥ ২৮ ॥
স জহার তয়োর্মধ্যে মৈথিলীং লোকশোষণঃ । নভো-নভস্তয়োর্বৃষ্টিমবগ্রহ ইবাস্তরে ॥ ২৯ ॥
তং বিনিম্পিষ্য কাকুৎস্থো পুরা দূষয়তি স্থলীম্ । গন্ধেনাশুচিনা চেতি বহুধায়াং নিচখতুঃ ॥ ৩০ ॥
পঞ্চবট্যাং ততো রামঃ শাসনাৎ কুন্তজন্মনঃ । অপোঢ়স্থিতিস্থেহো বিদ্যাদ্রিঃ প্রকৃতাবিব ॥ ৩১ ॥

অনুব্রত ।—সা (সীতা) অনসূয়াতিলন্তেন পুণ্যগন্ধেন
অজরাগেণ কাননং পুষ্পোচ্চলিত-বটপদং চকার ॥ ২৭ ॥

সঙ্ঘাতকপিশঃ বিরাধঃ নাম রাক্ষসঃ গ্রহঃ হৈন্দোঃ ইব
তস্ত রামস্ত মার্গম্ অবৃত্য অতিষ্ঠৎ ॥ ২৮ ॥

লোক-শোষণঃ সঃ (রাক্ষসঃ) তয়োঃ (রাম-লক্ষ্মণয়োঃ) মধ্যে
মৈথিলীং নভোনভস্তয়োঃ (শ্রাবণ-ভাদ্রপদয়োঃ) অন্তরে বৃষ্টিম্
অবগ্রহঃ (বর্ষপ্রতিবন্ধঃ) ইব জহার ॥ ২৯ ॥

কাকুৎস্থো (রাম-লক্ষ্মণো) তং (বিরাধং) বিনিম্পিষ্য অশুচিনা
গন্ধেন স্থলীং পুরা দূষয়তি—ইতি (হেতোঃ) বহুধায়াং
নিচখতুঃ চ ॥ ৩০ ॥

ততঃ রামঃ কুন্তজন্মনঃ শাসনাৎ পঞ্চবট্যাং বিদ্যাদ্রিঃ
প্রকূতো ইব অপোঢ়স্থিতিঃ (সন) তস্থে ॥ ৩১ ॥

অর্থার্থ ।—পথিমধ্যে অত্রিপত্নী দেবী অনসূয়া সীতার
অজরাগ করিয়া দিলেন। জানকীদেহের সেই পবিত্র সৌরভে
আকৃষ্ট হইয়া, বনের প্রকুল কুসুম পরিত্যাগপূর্বক ভ্রমরকুল
তাহার দিকে ছুটিল ॥ ২৭ ॥

রাম সীতা লক্ষণ চলিয়াছেন, এমন সময়ে, রাহু যেমন চন্দ্রের
পথ অবরোধ করে, তদ্রূপ, সান্ধ্যমেঘেব হ্রায় রক্তবর্ণ বিরাধ-নামক
রাক্ষস আসিয়া তাঁহাদের বনপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল ॥ ২৮ ॥

জবগ্রহ অর্থাৎ জগতের পরম অমঙ্গল বর্ষণ-প্রতিবন্ধ যেমন
শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের মধ্যবর্তিনী বৃষ্টিকে হরণ করে, তদ্রূপ,
সেই লোক-নাশক বিরাধ রাক্ষস অকস্মাৎ রাম এবং লক্ষ্মণের
মধ্যবর্তিনী সীতাকে হরণ করিল ॥ ২৯ ॥

ককুৎস্থ-কুলপ্রদীপ রাম-লক্ষণ কালবিলম্ব না করিয়া
সেই পাপিষ্ঠ রাক্ষসকে একেবারে নিশেষিত করিয়া ফেলি-
লেন এবং উহার দেহ-গন্ধে পবিত্র বনভূমি কলুষিত হইবে
তাবিধা, রাক্ষসের শবদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশে পূজ্যহরক্ত রামচন্দ্র
কিছু দিনের জন্ত পঞ্চবটীবনে অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন।
ঠিক এইরূপই, এক দিন—ক্রম-বর্দ্ধন-শীল বিদ্যা-পর্বত, এই
অগস্ত্যের অনুজ্ঞায় বর্দ্ধন-বিরত হইয়া পূর্ববৎ স্বরূপতা প্রাপ্ত
হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য ।—বিরাধ রাক্ষস রামলক্ষণের মধ্যবর্তিনী সীতাকে হঠাৎ হরণ করিল। তাঁহারা দুই ভাই স্বপ্নেও ভাবেন
নাই যে, একরূপ একটা ব্যাপার ঘটিতেই পারে। কিন্তু ঘটিয়া বসিল। সীতাহরণরূপ রাবণ-কুল-নাশক যজ্ঞ এই আরম্ভ হইল এবং
এই প্রথম আহতি তাহাতে পড়িল। রাবণকর্তৃক সীতার পুনরায় হরণে সেই যজ্ঞের পূর্ণণ এবং রাবণের জীবনরূপ হবিঃ দ্বারা
তাহার পূর্ণাহুতি হইবে। রাবণকৃত সীতাহরণ এবং তাহার পরিণাম প্রভৃতির বিরাট ও রোমাঞ্চকর আলোচ্যের প্রতীকস্বরূপ
(মিনিয়োচার) এই ক্ষুদ্র চিত্র প্রদর্শিত করিয়া, কবি, পাঠকদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন, দৃঢ় হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

কবিশুদ্ধ বাস্তবিক, রামের এই বনগমনস্থলে শোকের যে অপ্রতিম চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বুক ফাটিয়া
যায়। সীতা অল্পগামিনী হইবার জন্ত রামচন্দ্রকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, লক্ষণ যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন,
তাহা এতই কল্পণ যে, পাঠ করাও যায় না। রাম-লক্ষণ-সীতা অযোধ্যা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, তাঁহাদের অনুগামী প্রজাবল্লভ
রোদন করিতে করিতে রামশুভ্র অযোধ্যায় যখন ফিরিয়া আসিল, তখনকার চিত্র দর্শন করিলে পাণ্যগণ বিগলিত হয়,
বজ্রেরও হৃদয় বুঝি শতধা ফাটিয়া যায়।—কালিদাস দেখিলেন যে,—না,—বাস্তবিকস্বর্ণিত ঐ সকল অনুপম চিত্রের আর
পুনশ্চিত্রণের আবশ্যকতা নাই, আর—উহা অসম্ভবও বটে, তাই তিনি দুই তিনটি শ্লোকেই আদি কবির বহু-অধ্যায়-বিবৃত
ঘটনাবলী বলিয়া গেলেন। বাস্তবিকের প্রতিবন্ধিতায় প্রস্তুত হইলেন না।—বহুবংশের এই দ্বাদশ সর্গের ১ম হইতে একাদশ
শ্লোকের মধ্যে, কালিদাস, বাস্তবিক রামায়ণের সম্পূর্ণ অযোধ্যাকাণ্ডের এক শত উনিশটি অধ্যায় এবং অরণ্যকাণ্ডের ২৫
হইতে ৩১ অধ্যায়ের বৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলিয়া দিলেন। কালিদাস সর্বলোক-রঞ্জন রামায়ণ লিখিতে বসেন
নাই, তিনি কেবল এইরূপে কবিতা লিখিতে বসেন ॥ ২৯ ॥

রাঘবঃ। ৩এ রাঘবঃ মদনাতুরা

সা সীতা-সন্নিধাবেব ত বত্রে কথিতাষয়া

কলত্রবানহং বালে কনীয়াংসং ভজন্ত মে

জ্যেষ্ঠাভিগমনাং পূৰ্বং তেনাপ্যনভিনন্দিতা

সংরম্ভং মৈথিলীহাসঃ ক্ষণ-সৌম্যাং নিনায় তাম্।

ফলমশ্তোপহাসস্ত সত্তাঃ প্রাপ-স্তসি পশু মাম্।

ইত্যাঙ্ক। মৈথিলীং ভর্তু রক্কে নিবিশতীং ভয়াং।

অভিপেদে নিদাঘার্ভা ব্যালীব মলয়ক্রমম্ ॥ ৩২ ॥

অত্যাঙ্কোহি নারীণামকালজ্ঞো মনোভবঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি রামো বৃষস্ত্যুতীং বৃষস্কন্ধঃ শশাস তাম্ ॥ ৩৪ ॥

সাত্ত্বজামাশ্রয়া ভূয়ো নদীবোভয়কূলভাক্ ॥ ৩৫ ॥

বেলাং চম্ভোদয় ইবোদধেঃ ॥ ৩৬ ॥

মৃগ্যাঃ পরিভবো ব্যাভ্রামিত্যবেহি ষয়া কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

রূপং স্পর্শগথা নায়ঃ সদৃশং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৮ ॥

অনুব্র।—৩এ (পঞ্চবচ্যঃ) মদনাতুরা রাঘবঃ। রাঘবঃ নিদাঘার্ভা ব্যালী (ভূজঙ্গী) মলয়ক্রম ইব অভিপেদে ॥ ৩২ ॥

সা সীতা-সন্নিধৌ এব কথিতাষয়া (সতী) তং (রামং) বত্রে।

অত্যাঙ্কি অত্যাঙ্কঃ নারীণাং মনোভবঃ অকালজ্ঞঃ হি ॥ ৩৩ ॥

বৃষস্কন্ধঃ রামঃ বৃষস্ত্যুতীং (কামুকীং) তাং “হে বালে।

কলত্রবানহং, মে কনীয়াংসং ভজন্ত”—ইতি শশাস (উপদিদেশ) ॥ ৩৪ ॥

পূৰ্বং জ্যেষ্ঠাভিগমনাং তেন (লক্ষ্মণেন) অপি অনভিনন্দিতা ভূয়ঃ রামাশ্রয়া সা (রাক্ষসী) উভয়কূলভাক্ নদী ইব অভূৎ ॥ ৩৫ ॥

মৈথিলীহাসঃ ক্ষণসৌম্যাং তাং (রাক্ষসীং) নিবাত-স্তমিতাম্ উদধেঃ বেলাং চম্ভোদয়ঃ ইব সংরম্ভং নিনায় ॥ ৩৬ ॥

“অস্ত উপহাসস্ত ফলং সত্তাঃ প্রাপ-স্তসি, মাং পশু। ষয়া কৃতং (ইদং উপহাসরূপং কৰ্ম) ব্যাভ্রাং (বিষয়ে) মৃগ্যাঃ পরিভবঃ ইতি অব্যেহি।”—৩৭ ॥

ভয়াং ভর্তুঃ অক্কে নিবিশতীং মৈথিলীম্ ইতি উক্ত। স্পর্শগথা নায়ঃ সদৃশং রূপং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৮ ॥

বক্তার্থ।—গ্রীষ্মের প্রথর তাপে পীড়িত হইয়া কালভূজঙ্গী যেমন চন্দনতরুকে গিয়া আশ্রয় করে, তদ্রূপ চম্ভায়, রাঘবের কনিষ্ঠা ভগিনী কাম-শরে একান্ত পীড়িত হইয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইল ॥ ৩২ ॥

রামরূপ-দর্শনে দিগ্ বিদগ্ জ্ঞান-শুদ্ধ হইয়া রাক্ষসী সীতার স্মৃতিতে নিজের বংশ-পরিচয়াদি প্রদান-পূর্বক মনোভাব ব্যক্ত

করিল। কামিনীর মদন-সস্তাপ যখন বাড়িয়া উঠে, তখন আর তাহার কালকাল বা পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না ॥ ৩৩ ॥

বৃষস্কন্ধ রাম আর হস্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি সেই কামার্ভা রাক্ষসীকে কহিলেন,—“লক্ষ্মি! আমার পত্নী বিচ্যমান, আমি নিরুপায়, তুমি এক কাজ কর, এই আমার ছোট ভাইকে গিয়া ভজনা কর” ॥ ৩৪ ॥

স্পর্শগথা অর্থাৎ ছুটিয়া রূপসিদ্ধ লক্ষণের নিকটে গেল। লক্ষ্মণও কহিলেন,—“তোমার দোষেই সব মাটি হইল, তুমি প্রথমেই আমার দাদার নিকটে যাওয়ায়, ছোট ভাই আমি আর তোমাকে এক কারিয়া গ্রহণ করিব?” তখন নিশাচরী উভয়তট-প্রাণিনী প্রবাহিণীর স্তায় ছুটিয়া আবার গিয়া রামের নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৩৫ ॥

এইবার জানকী হাসিয়া ফেলিলেন। সেই হাসিতে রাক্ষসীর আর ক্রোধের সীমা রহিল না। সিদ্ধুর নিবাত-শান্ত বেলা-ভূমি চম্ভোদয়ে বেক্রপ উজ্জল হইয়া উঠে, যাহাবলে সৌম্যমুষ্টি-ধারিণী সেই রাক্ষসীও তদ্রূপ সীতার পরিহাসে একেবারে উগ্রচণ্ডা হইয়া উঠিল ॥ ৩৬ ॥

“এই পরিহাসের ফল তোকে অচিরেই ভোগ করিতে হইবে, এই ত্যাক,—আমি কে—আমার পক্ষে তোর উপহাস,—ব্যাভ্রীর পক্ষে মৃগীর উপহাসের তুল্য, তা জানিস্?—মনে রাখিস্,”—এই কথা সীতাকে বলিয়াই স্পর্শগথা নিজের অকৃত নামের অমরূপ ভীষণ রাক্ষসীরূপ ধারণ করিল। তদর্শনে ভয়-কম্পিতা সীতা সীতানাথের অঙ্গে লুপ্তায়িত হইলেন ॥ ৩৭-৩৮ ॥

১৩৮।—১৩৮।—গোদাবরাতটে বস্ত্রমান “নাসিক” নামক স্থান। সতীর নাসিকা এই স্থানে পতিত হওয়ায় ইহার উক্তরূপ নাম হয়। স্পর্শগথার নাসিকাও লক্ষণ কর্তৃক এই স্থানে কতিত হয়। এই থই নাসিকার স্থাপত্যের প্রাচীন পঞ্চবটীর “নাসিক” নাম হইয়া থাকিবে। (N. L. D. p. 147.) এই স্থান হইতেই সীতাকে রক্ষণ করিয়া লইয়া যায় ॥ ৩১ ॥

পর্ণশালামধঃ ক্ষিপ্রাঃ বিকৃষ্টাসিঃ প্রবিশু সঃ । শিবাধোরননাং পশ্চাদ্ বুবুধে বিকৃতোতি তাম্ ॥ ৭৯ ॥
 সাঃ বক্র-নখধারিণ্যা বৈকুণ্ঠ্য-কর্কশ-পর্বয়া । বৈকুণ্ঠ্য-পৌনরুক্তেন ভীষণাং তামবোজয়ৎ ॥ ৮০ ॥
 প্রাপ্য চান্ত জনস্থানং খরাদিভ্যস্তথাবিধম্ । অকুশাকারয়াজুল্যা তাবতর্জয়দধরে ॥ ৮১ ॥
 মুখাবয়বলূনাং তাং নৈখতা যৎ পুরো দধুঃ । রামোপক্রমমাচখ্যো রক্ষঃ-পরিভবং নবম্ ॥ ৮২ ॥
 উদামুখানাপততস্তান্ দৃষ্টান্ প্রেক্ষ্য রাঘবঃ । রামাভিযায়িনাং তেষাং তদেবাভূদমঙ্গলম্ ॥ ৮৩ ॥
 একো দাশরথিঃ কামঃ যাতুধানাঃ সহস্রশঃ । নিদধে বিজয়াশংসাং চাপে সীতাং চ লক্ষ্মণে ॥ ৮৪ ॥
 তে তু যাবন্তু এবাজো তাবাংশ্চ দদৃশে স তৈঃ ॥ ৮৫ ॥

অনুব্রজ্য—লক্ষ্মণঃ প্রথমং কোকিলামজুবাদিনীং পশ্যাৎ

শিবাবোর-ননাং তাং প্রথা—বিকৃত—ইতি বুবুধে ॥ ৭৯ ॥

অথ সঃ (লক্ষ্মণঃ) ক্ষিপ্রাঃ পর্ণশালাং প্রবিশু বিকৃষ্টাসিঃ (সন্) ভীষণাং তাং (রাক্ষসীং) বৈকুণ্ঠ্য-পৌনরুক্তেন অবোজয়ৎ ॥ ৮০ ॥

সা (সুপর্ণখা) বক্রনখ-ধারিণ্যা বৈকুণ্ঠ্য-কর্কশ-পর্বয়া অকুশাকারয়া অকুল্যা তৌ (রাঘবৌ) অধরে (স্থিতা সতী) অবজয়ৎ ॥ ৮১ ॥

(সা) আশু জনস্থানং প্রাপ্য খরাদিভ্যঃ তথাবিধং রামোপ-ক্রমং (রামেণ প্রথমং আরকং) নবং রক্ষঃ-পরিভবম্ আচখ্যো চ ॥ ৮২ ॥

নৈখতাঃ মুখাবয়বলূনাং তাং পুরঃ দধুঃ—(ইতি) যৎ, তৎ এষ রামাভিযায়িনাং তেষাম্ অমঙ্গলম্ অভূৎ ॥ ৮৩ ॥

উদামুখান্ আপততঃ দৃষ্টান্ তান্ (খরাদীন) প্রেক্ষ্য রাঘবঃ চাপে বিজয়াশংসাং, লক্ষ্মণে সীতাং চ নিদধে ॥ ৮৪ ॥

দাশরথিঃ (রামঃ) একঃ, যাতুধানাঃ সহস্রশঃ (সন্তি ইতি শেষঃ) । তু (কিঞ্চ) সঃ (রামঃ), এবাজো তে (যাতুধানাঃ) যাবন্তঃ, তাবান্ (তাবৎ-সম্ব্যাকঃ) চ তৈঃ (যাতুধানৈঃ) দদৃশে ॥ ৮৫ ॥

অনুব্রজ্য—লক্ষ্মণ ত দেখিয়াই অবাক । কিছু পূর্বে যাহার স্বর কোকিলার স্বরের জায় যধুর ছিল, এখন তাহার স্বর শৃগালীর স্বর অপেক্ষাও বিকট । এতক্ষণে লক্ষ্মণ বুঝিলেন যে, এ একটা ঘোর মারাবিনী ॥ ৭৯ ॥

লক্ষ্মণ অমনি পর্ণশালায় প্রবেশপূর্বক নিম্নোক্ত ও

তাৎপর্য্য।—যাত্রাকালে অমঙ্গলদর্শন ঘোর বিপদের পূর্বাভাস । রাক্ষসদিগের এ যাত্রার ভীষণ পরিণাম স্থচিত হইল ॥ ৮০ ॥

বিবরণ।—জনস্থান—আরাধাবাদ জিলা এবং কুশা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী বিশাল ভূভাগের প্রাচীন নাম । জনস্থান দণ্ডকারণ্যেরই অংশবিশেষ । পশ্চিমে বা দক্ষিণে এই জনস্থানেরই অধঃপাতি ছিল ॥ ৮১ ॥

নাসাকর্ণচ্ছেদন করিয়া সেই ভয়ঙ্করী নিশাচরীকে আরও ভীষণ-তরায় করিয়া দিলেন ॥ ৮০ ॥

তখন সুপর্ণখা শূন্তে উঠিয়া রাম-লক্ষ্মণকে নানারূপ তর্জন-গর্জনে শাসাইতে লাগিল । তাহার তখনকার আকৃষ্টি অতি ভীষণ, হস্তের নখগুলি দীর্ঘ এবং কুটিল, কর-পর্বগুলি বংশ-দণ্ডের গ্রন্থির জায় কর্কশ এবং অঙ্গুলিগুলির আকার অকুশের জায় ॥ ৮১ ॥

রাক্ষসী তখনই জনস্থান-নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া খর-দূষণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে মানবকৃত সেই ভয়ঙ্কর অপমানের বিষয় বিবৃত করিয়া কহিল,—“রামের এই সন্দেহ-পূর্ণ কাস্তি রাক্ষসকুলের এই প্রথম এবং নূতন পরাজয় ; ইতিপূর্বে কেহ আর এরূপ করিতে সাহসী হয় নাই” ॥ ৮২ ॥

সমস্ত অবগত হইয়া রাক্ষসগণ তৎক্ষণাৎ রামের বিরুদ্ধে অভিযান করিল, নাসাকর্ণ-বিহীন রাক্ষসী সুপর্ণখা মূর্ত্তিমান অমঙ্গলের জায় তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল ॥ ৮৩ ॥

রাম দেখিলেন,—বল-গর্জিত রাক্ষসবৃন্দ আয়ুধ উত্তোলন করিয়া ঔহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তিনিও অমনি লক্ষ্মণের নিকট সীতাকে রাখিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন । তিনি জানিতেন যে,—বিজয় নিশ্চিত ॥ ৮৪ ॥

রাম একা, কিন্তু রাক্ষসরা হাজার হাজার ; তাহা হইলেও তাহারা দেখিল যে, যতগুলি রাক্ষস, তাহাদের অত্যেকের সমক্ষেই ঘেরি এক এক জন রাম ॥ ৮৫ ॥

অসজ্জনে কাঙ্ক্ষুঃ প্রযুক্তমথ দূষণম্ । ন চক্রে শুভাচারঃ স দূষণমিবাক্ষনঃ ॥ ৪৬ ॥
 তং শরৈঃ প্রতিজগ্ৰাহ খরত্রিশিরসৌ চ সঃ । ক্রমশস্তে পুনস্তস্ত চাপাৎ সমমিবোদযযুঃ ॥ ৪৭ ॥
 তৈজ্রমাণাং শিতৈর্বানৈর্থাপূর্ববিশুদ্ধিভিঃ । আয়ুর্দেহাতিগৈঃ পীতং কুধিক্স তু পতত্রিভিঃ ॥ ৪৮ ॥
 তস্মিন্ রামশরোৎকৃষ্টে বলে মহতি রক্ষসাম্ । উখিতং দদৃশেহত্চ কবন্ধেভ্যো ন কিঞ্চন ॥ ৪৯ ॥
 সা বাণবর্ষণং রামং যোধয়িত্বা সুরদ্বিষাম্ । অপ্রবোধায় সুষাপ গৃধ্রচ্ছায়ে বক্রাধিনী ॥ ৫০ ॥
 রাঘবান্নবিদীর্ণানাং রাবণং প্রতি রক্ষসাম্ । তেবাং স্পর্শগণৈবৈকা দুস্ত্রবৃদ্ধি-হরাহভবৎ ॥ ৫১ ॥
 নিগ্রহাৎ স্বসুরাপ্তানাং বধাচ্চ ধনদামুজঃ । রামেণ নিহিতং মেনে পদং দশসু মূর্ক্স ॥ ৫২ ॥

অনুব্র।—অথ শুভাচারঃ সঃ কাঙ্ক্ষুঃ অসজ্জনে প্রযুক্তং দূষণম্ (তদাধ্যং রাক্ষসম্) আক্ষনঃ দূষণম্ ইব ন চক্রে ॥ ৪৬ ॥

সঃ (রামঃ) তং (দূষণং) খরত্রিশিরসৌ চ শরৈঃ প্রতি-জগ্ৰাহ। ক্রমশঃ (প্রযুক্তাঃ অপি) তস্ত (রামস্ত) তে (শরাঃ) পুনঃ চাপাৎ সমম্ ইব উদযযুঃ ॥ ৪৭ ॥

দেহাতিগৈঃ যথাপূর্ববিশুদ্ধিভিঃ শিতৈঃ তৈঃ বাণৈঃ ত্রৈমাণাং (খরাদীনাম্) আয়ুঃ পীতং, কুধিক্স তু পতত্রিভিঃ (পীতম্) ॥ ৪৮ ॥

তস্মিন্ রাম-শরোৎকৃষ্টে রক্ষসাং মহতি বলে উখিতং কবন্ধেভ্যঃ অত্ ৫৮ কিঞ্চন ন দদৃশে ॥ ৪৯ ॥

সা সুরদ্বিষাং বক্রাধিনী বাণবর্ষণং রামং যোধয়িত্বা গৃধ্রচ্ছায়ে অপ্রবোধায় সুষাপ ॥ ৫০ ॥

একা স্পর্শগণা এব রাবণং প্রতি রাঘবান্নবিদীর্ণানাং তেবাং রক্ষসাং দুস্ত্রবৃদ্ধিহরা (মৃত্যু-সংবাদ-হারিণী) অভবৎ ॥ ৫১ ॥

স্বয়ঃ নিগ্রহাৎ আপ্তানাং বধাৎ চ (কারণাৎ) ধনদামুজঃ (রাবণঃ) রামেণ দশসু মূর্ক্স পদং নিহিতং মেনে ॥ ৫২ ॥

বক্তার্থ।—কোন অসংলোকেও যদি কোন শুভাচার ব্যক্তির দোষ দেখাইয়া দেয়, তবে তখনই তিনি যেমন সেই আত্ম-দোষের প্রকাশন করেন, তজ্জপ বিশুদ্ধ-প্রকৃতি রাম রাক্ষস-প্রেরিত দূষণ-নামক রাক্ষসকে তৎকণাৎ নিহত করিলেন ॥ ৪৬ ॥

দূষণকে নিহত করিয়াই রামচন্দ্র খর এবং ত্রিশিরাঃ নামক রাক্ষসদ্বয়কে বাণাঘাতে ভুলশায়ী করিলেন। তিনি এতই

ক্ষিপ্ততার সহিত শরক্ষেপ করিতেছিলেন যে, মনে হইল, যেন এক সময়েই সেই রাশি রাশি বাণ ধসু হইতে নির্গত হইতেছিল ॥ ৪৭ ॥

রামের বাণ এতই দ্রুতবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহা রাক্ষসদের দেহ ভেদ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রও শোণিত স্পর্শ করিল না। রামের বাণাবলী রাক্ষসদিগের আয়ুঃ পান করিল, আর তাহাদের শোণিতরাশি শকুনাদি পক্ষিগণ কর্তৃক পীত হইল ॥ ৪৮ ॥

রাক্ষসদিগের সেই অসংখ্য সেনা রামের শরে এমনই নিমূল হইয়াছিল যে, রণক্ষেত্রে মস্তক-হীন চঞ্চল কবন্ধের ভৌতিকদেহ ছাড়া আর কিছুই পরিদৃষ্ট হইল না ॥ ৪৯ ॥

সেই বিপুল রাক্ষস-বাহিনী শরবর্ষা রামের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণস্থলে মহানিগ্রায় অভিভূত হইল। পিণ্ডিত-লোলূপ গৃধ্রাদি পক্ষীরা সেই গতপ্রাণ-সেনার শবদেহের উপর আসিয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া বসিল ॥ ৫০ ॥

রাঘবের অস্ত্রে রাক্ষসগণ বিদীর্ণ হইয়াছে, এই ঘোর দুঃসংবাদ রাবণের নিকট বহিয়া লইয়া যাইবার জন্যই বুকি কুলনাশিনী স্পর্শগণা একাকিনী জীবিত ছিল। সে গিয়া রাক্ষসরাজকে সমস্ত বিবৃত করিল ॥ ৫১ ॥

ভগিনী স্পর্শগণার অজ্ঞেদ এবং খর-দূষণ প্রভৃতি আত্মীয়গণের বধ্যাপ্যারে রাক্ষস-রাজ রাবণের মনে হইল, যেন মল্লব্য রাম তাঁহার দশটি মস্তকেই যুগপৎ পদাঘাত করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য।—এই প্রকের প্রকৃত বিষয়ের বর্ণনা পাঠকালে, আর একটি অপ্রকৃত বিষয়ের ছায়াচিত্র মনে ভাসিয়া উঠে। ব্যঙ্গের দ্বারা কবি দেখাইতেছেন যে, যেমন কোন স্বরত-প্রাঙ্গা শিখিলাকী কামিনী তাঁহার কাম-সমরবিরত শরভের দ্বারা অঙ্গ-স্বরগে সুমাইয়া পড়ে, সেদ্বারাও সেইরূপ সুমাইয়া পড়িল ॥ ৫০ ॥

রক্ষসা যুগলপেণ বধয়িত্বা স রাঘবো
 ভৌ সীতারেষিনৌ গৃধ্রং লূনপক্ষপশ্চাত্ম
 স রাবণহতাং তাভ্যাং বচসাচষ্ট মৈথিলীম্
 তয়োস্তস্মিন্নবীভূত-পিতৃব্যাপত্তি-শোকায়ঃ
 বধনিধৃত-শাপস্ত কবন্ধস্তোপদেশতঃ
 স হৃদ্য বালিনং বীরস্তংপদে চিরকাজ্জ্বিতে
 ইতস্ততশ্চ বৈদেহীমধেষ্টুং ভর্তৃ-চোদিতাঃ

অর্থঃ—সঃ (রাবণঃ) যুগলপেণ রক্ষসা রাঘবো
 বধয়িত্বা পক্ষীক্স-প্রয়াস-কণ-বিস্তিতঃ (সন্) সীতাং
 জহার ॥ ৫৩ ॥

সীতারেষিনৌ ভৌ (রাঘবো) লূনপক্ষং কণ্ঠবর্ত্তিভিঃ
 প্রাণৈঃ দশরথ-প্রীতেঃ অন্নং গৃধ্রং (জটায়ুঃ)
 অপশ্চাত্ম ॥ ৫৪ ॥

সঃ (জটায়ুঃ) রাবণ-হতাং মৈথিলীং তাভ্যাং (রাম-
 লক্ষ্মণাভ্যাং) বচসা আচষ্ট। আত্মনঃ স্তমহং কৰ্ম্ম ব্রণৈঃ
 আবেশ্ত সংস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥

নবীভূতপিতৃব্যাপত্তি-শোকয়োঃ তয়োঃ (রাঘবয়োঃ)
 তস্মিন্ (গৃধ্রে) পিতরি ইব অগ্নি-সংস্কারাৎ পরাঃ ক্রিয়াঃ
 বহুতিরে ॥ ৫৬ ॥

বধনিধৃত-শাপস্ত কবন্ধস্ত উপদেশতঃ রামস্ত সমান-
 ব্যাসনে হরৌ (কপৌ স্ত্রীবে) সখ্যং মুমূর্ছ ॥ ৫৭ ॥

বীরঃ সঃ (রায়ঃ) বালিনং হৃদ্য চিরকাজ্জ্বিতে তৎ-পদে
 ধাতোঃ স্থানে আদেশম্ ইব স্ত্রীবিং সংস্তবেশয়ৎ ॥ ৫৮ ॥

বৈদেহীম্ অধেষ্টুং ভর্তৃ-চোদিতাঃ কপয়ঃ চ আর্ন্তস্ত রামস্ত
 মনোরথাঃ ইব ইতস্ততঃ চেষ্টঃ ॥ ৫৯ ॥

অর্থঃ—তখন রাবণ যুগলপধারী রাক্ষস মারীচ
 কর্তৃক রামলক্ষ্মণকে প্রতারিত করিয়া সীতাকে হরণ
 করিল। পক্ষিরাজ জটায়ুঃ প্রাণপণে বাধা দিয়াও কিছুই
 করিতে পারিলেন না ॥ ৫৩ ॥

রামলক্ষ্মণ দুই ভাই সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে
 গৃধ পতি জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—
 রাবণের সহিত যুদ্ধে তাঁহার পক্ষপুট কণ্ঠিত হইয়াছে, দশরথের
 সহিত জটায়ুর যে অকৃত্রিম বন্ধুতা ছিল, সেই বন্ধুতার

জহার সীতাং পক্ষীক্স-প্রয়াস-কণবিস্তিতঃ ॥ ৫৩ ॥
 প্রাণৈর্দশরথ-প্রীতেঃ অন্নং বৃধবর্ত্তিভিঃ ॥ ৫৪ ॥
 আত্মনঃ স্তমহং কৰ্ম্ম ব্রণৈরাবেশ্ত সংস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥
 পিতরীবাগ্নিসংস্কারাৎ পরা বহুতিরে ক্রিয়াঃ ॥ ৫৬ ॥
 মুমূর্ছ সখ্যং রামস্ত সমানবাসনে হরৌ ॥ ৫৭ ॥
 ধাতোঃ-স্থান ইবাদেশং স্ত্রীবিং সংস্তবেশয়ৎ ॥ ৫৮ ॥
 কপয়শ্চেষ্টরার্ত্তস্ত রামস্তেব মনোরথাঃ ॥ ৫৯ ॥

অশোধ্য ঋণ হইতে নির্মুক্ত কর্ণাগত প্রাণ তখনও তাঁহার
 ধুক ধুক করিতেছিল। মরণের আর বিলম্ব নাই ॥ ৫৪ ॥

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে—এ সংবাদ
 কোনমতে উচ্চারণ কবিত্তে করিতেই মুমূর্ছ জটায়ুঃ প্রাণত্যাগ
 করিলেন;—তিনি যে রাবণের সহিত কি ভীষণ যুদ্ধ করিয়া-
 ছিলেন, তাহা, তাঁহার শতধাভিন্ন দেহের ক্ষতধারাই অল্পমিত
 হইল ॥ ৫৫ ॥

জটায়ুর ঐ প্রকারে দেহত্যাগ করায় রামলক্ষ্মণের পিতৃ-
 বিয়োগ-শোক যেন নূতন হইয়া দেখা দিল। তাঁহার
 পক্ষীক্সের অগ্নি-সংস্কার প্রভৃতি সমস্ত পারলৌকিক ক্রিয়া
 নিষ্পন্ন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

রামের শরে অতঃপর, কবন্ধনামক রাক্ষস প্রাণত্যাগ
 করিল। অভিষাপবশতঃ সে রাক্ষস-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল,
 আজ তাহার শাপ-মোচন হইল। প্রতাপকারস্বরূপ সে
 রামচন্দ্রকে স্ত্রীবিং সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে
 উপদেশ দিল। তদনুসারে, অনেকটা নিজের তুল্যাবস্থা অর্থাৎ
 ভ্রাতা কর্তৃক রাজ্যচ্যুত, স্ত্রীবিং সহিত রাম সখ্যস্থাপন
 করিলেন ॥ ৫৭ ॥

রাম স্ত্রীবিংর অগ্রজ বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া,
 ধাতুর স্থানে আদেশের স্তায়, স্ত্রীবিংর চিরকাজ্জ্বিত সেই
 বালীর সিংহাসনে তাহাকে অধিষ্ঠাপিত করিলেন ॥ ৫৮ ॥

সীতা-বিয়োগ-কাতর রামের মনোরথ যেমন “কোথায়
 সীতা” “কোথায় সীতা” করিয়া সর্বত্র বিচরণ করিতেছিল,
 সেই প্রকার বানরবৃন্দ, তাহাদের রাজা স্ত্রীবিংর আদেশানু-
 সারে, চতুর্দিকে সীতাকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত
 হইল ॥ ৫৯ ॥

প্রবৃত্তাবলকায়াং তস্তাঃ সম্প্রতি-দর্শনাৎ
দৃষ্টা বিচিহ্নতা তেন লঙ্কায়াং রাক্ষসীবৃত্তা
তস্মৈ ভর্তৃ-রভিজ্ঞানমঙ্গুলীয়াং দদৌ কপিঃ
নির্বাণ্য প্রিয়-সন্দেহৈঃ সীতামক্ষবধোত্ততঃ
প্রত্যভিজ্ঞানরত্নং চ রামায়াদর্শয়ৎ কৃতী
স প্রাপ হৃদয়শ্রুতমণিস্পর্শনিমীলিতঃ
শ্রদ্ধা রামঃ প্রিয়োদন্তং মেনে তৎসঙ্গমোৎসুকঃ

অ. অ. — সম্প্রতি-দর্শনাৎ (তস্তা মুখাৎ) তস্তাঃ
(সীতায়াঃ) প্রবৃত্তো উপলঙ্কায়াং (সত্যং) মারুতিঃ নির্মমঃ
সংসারম্ ইব, সাগরং তীর্ণঃ ॥ ৬০ ॥

লঙ্কায়াং বিচিহ্নতা তেন (মারুতিনা) রাক্ষসীবৃত্তা জানকী
বিষবল্লীভিঃ পরীতা মহৌষধিঃ (সঞ্জীবনী লতা) ইব
দৃষ্টা ॥ ৬১ ॥

কপিঃ ভর্তৃঃ (রামশ্চ) অভিজ্ঞানম্ অঙ্গুলীয়াং তস্মৈ
(সীতারৈ) দদৌ । (কিংবিধং অঙ্গুলীয়াং ?) অশ্রুক্ষেঃ
তদানন্দাশ্রু-বিন্দুভিঃ প্রত্যাগুগতম্ ইব (স্থিতম্) ॥ ৬২ ॥

সঃ (কপিঃ) প্রিয়-সন্দেহৈঃ সীতাং নির্বাণ্য অক্ষবধোত্ততঃ
(সন্) ক্ষণ-সোঢ়ার-নিগ্রহঃ (সন্) লঙ্কাং পুরীং দদাহ ॥ ৬৩ ॥
কৃতী (কপিঃ) স্বয়ং আঘাতং মৃতিমৎ বৈদেহাঃ
হৃদয়ম্ ইব (স্থিতং) প্রত্যভিজ্ঞান-রত্নং চ রামায়
অদর্শয়ৎ ॥ ৬৪ ॥

হৃদয়-শ্রুত-মণি-স্পর্শ-নিমীলিতঃ (সন্) সঃ (রামঃ)
অপয়োধর-সংসর্গাৎ প্রিয়ালিঙ্গন-নিবৃত্তিং প্রাপ ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়োদন্তং শ্রদ্ধা তৎসঙ্গমোৎসুকঃ রামঃ লঙ্কায়াঃ
মহার্ণব-পরিষ্কোপং পরিখালঘুং (দুর্গবেষ্টনবৎ সুতরং)
মেনে ॥ ৬৬ ॥

অ. অ. — জটায়ুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্প্রতি-দর্শন মুখ হইতে
সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কপিপ্রেষ্ট পবনায়ুজ
হনুমান, নির্মম ব্যক্তি যেমন সংসারবন্ধন কাটিয়া
নির্বাণ লাভ করেন, সেইরূপ অনায়াসে সাগর পার
হইল :— ॥ ৬০ ॥

এবং অঙ্গুলীকান করিতে করিতে গিয়া লঙ্কায় উপস্থিত
হইল । তথায় দেখিল,—বিষলভিকার জালে পরিবেষ্টিত

মারুতিঃ সাগরং তীর্ণঃ সংসারমিব নির্মমঃ ॥ ৬০ ॥
জানকী বিষবল্লীভিঃ পরীতেব মহৌষধিঃ ॥ ৬১ ॥
প্রত্যাগুগতমিবানুশ্রুতদানন্দাশ্রু-বিন্দুভিঃ ॥ ৬২ ॥
স দদাহ পুরীং লঙ্কাং ক্ষণসোঢ়ারিনিগ্রহঃ ॥ ৬৩ ॥
হৃদয়ং স্বয়মাঘাতং বৈদেহা ইব মৃতিমৎ ॥ ৬৪ ॥
অপয়োধর-সংসর্গাৎ প্রিয়ালিঙ্গন-নিবৃত্তিম্ ॥ ৬৫ ॥
মহার্ণব-পরিষ্কোপং লঙ্কায়াঃ পরিখালঘুম্ ॥ ৬৬ ॥

সঞ্জীবনী লতার ছায়, সাগরজের সঞ্জীবনী-শক্তিরূপিণী সীতা
রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

হুঃখিনী সীতার প্রত্যয় উপাদানের নিমিত্ত হনুমান রাম-
চত্রের অভিজ্ঞানসূচক অঙ্গুলীয়াং তাঁহাকে প্রদান করিল ।
তদর্শনে জানকীর নয়ন আনন্দাশ্রুতে আশ্রুত হইয়া উঠিল ।
যেন সেই অঙ্গুলীয়াং তিন নয়নজলে অভিযুজিত
করিলেন ॥ ৬২ ॥

পবননন্দন হনু রামের অনেক সংবাদে সীতাকে সাধনা
করিয়া রাবণায়ুজ অক্ষ-নামক রাক্ষসের নিধন করিল ।
হনুমানের ওদ্ধত্য শতগুণ বর্ধিত হইল । দুর্জয় শত্রু ইন্দ্রজিতের
হস্তে কিয়ৎক্ষণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হনু সোনার লঙ্কা দখলী-
ভূত করিয়া প্রত্যাগুগত হইল ॥ ৬৩ ॥

এই ভাবে কৃতকার্য হইয়া বীরবর মারুতি সীতার অভি-
জ্ঞান-রত্ন আনিয়া রামকে অর্পণ করিল । রামের মনে
হইল, বুঝি জানকীর হৃদয়খানি এই অভিজ্ঞানের মূর্তি পরিগ্রহ
করিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট আপনি উপস্থিত
হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥

প্রিয়সী-প্রেরিত অভিজ্ঞান-মণিকে রাম বক্ষে ধারণ
করিলেন এবং সেই মণির স্পর্শস্থখে তীব্র নয়ন নিমীলিত
হইয়া আসিল । রামের মনে হইল, যেন তিনি, সীতার
স্তন-স্পর্শ-শূন্য আলিঙ্গনসুখ অনুভব করিতেছেন ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়ার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার সহিত সম্মিলিত
হইবার জন্ত রামের এতই উৎসুক্য জন্মিল যে, তিনি লঙ্কা-
বেষ্টনকারী দুস্তর সমুদ্রেও সামান্ত দুর্গপরিখার ছায়, অতি
অকিঞ্চিকর এবং অনায়াসে উত্তরণযোগ্য বলিয়া মনে
করিলেন ॥ ৬৬ ॥

স প্রতস্থেহরিনাশায় হরিসৈন্তৈরহুদ্রতঃ । ন কেবলং ভুবঃ পৃষ্ঠে যোয়ি সন্ধাববর্ত্তিভিঃ ॥ ৬৭ ॥
 নিবিষ্টমুদধেঃ কূলে তং প্রপেদে বিভীষণঃ । স্নেহাজ্জক্ষস-লক্ষ্যাব বুদ্ধিমাবিশ্র চো দতঃ ॥ ৬৮ ॥
 তস্মৈ নিশাচরৈশ্বৰ্য্যং প্রতিশুশ্রাব রাঘবঃ । কালে খলু সমারকাঃ ফলং বয়স্তু নীতয়ঃ ॥ ৬৯ ॥
 স সেতুং বন্ধয়ামাস প্রবজ্জৈলবণাস্তসি । রসাতলাদিবোদ্ধয়ং শেষং স্বপ্নায় শাঙ্গিণঃ ॥ ৭০ ॥
 তেনোত্তীৰ্য্য পথা লঙ্কাং রোধয়ামাস পিঙ্গলৈঃ । দ্বিতীয়ং হেম-প্রাকারং কুব্জবন্তিরিব বানরৈঃ ॥ ৭১ ॥
 রণঃ প্রববৃতে তত্র ভীমঃ প্রবগরক্ষসাম্ । দিগ্-বিজ্জু-স্তিত-কাকুৎস্থপৌলস্ত্য-জয়ঘোষণঃ ॥ ৭২ ॥
 পাদপাবিদ্ধপরিঘঃ শিলা-নিষ্পিষ্টমুদগরঃ । অতিশস্ত্রনখ-ত্বাঃ শৈলরুগ্-গমতজ্জজঃ ॥ ৭৩ ॥
 অথ রাম-শিরশ্ছেদ-দর্শনোদভ্রাস্ত-চেতনাম্ । সীতাং মায়েতি শংসন্তী ত্রিজ্ঞা সমজীবয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

অনুব্রজ্য।—কেবলং ভুবঃ পৃষ্ঠে ন, (কিন্তু) যোয়ি (চ) সন্ধাব-বর্ত্তিভিঃ হরি-সৈন্তৈঃ অহুদ্রতঃ (সন্) সঃ (রামঃ) অরি-নাশায় প্রতস্থে ॥ ৬৭ ॥

উদধেঃ কূলে নিবিষ্টং তং (রামং) বিভীষণঃ রাক্ষস-লক্ষ্য। স্নেহাৎ বুদ্ধিম্ আবিশ্র চোদিতঃ (সন্) ইব প্রপেদে ॥ ৬৮ ॥

রাঘবঃ তস্মৈ (বিভীষণায়) রাক্ষসৈশ্বৰ্য্যং প্রতিশুশ্রাব। (তথাহি)—কালে সমারকাঃ নীতয়ঃ ফলং বয়স্তু খলু ॥ ৬৯ ॥

সঃ (রামঃ) লবণাস্তসি প্রবজ্জৈঃ শাঙ্গিণঃ স্বপ্নায় রসাতলাৎ উদ্ভয়ং (উভিতং) শেষম্ ইব (স্থিতং) সেতুং বন্ধয়ামাস ॥ ৭০ ॥

(রামঃ) তেন পথা (সেতুমার্গেণ) উত্তীৰ্য্য (সাগরঃ) দ্বিতীয়ং হেম-প্রাকারং কুব্জবন্তিঃ ইব স্থিতৈঃ পিঙ্গলৈঃ বানরৈঃ লঙ্কাং রোধয়ামাস ॥ ৭১ ॥

তত্র প্রবগরক্ষসাম্ ভীমঃ দিগ্-বিজ্জু-স্তিত-কাকুৎস্থপৌলস্ত্য-জয়ঘোষণঃ রণঃ প্রববৃতে ॥ ৭২ ॥

পাদপাবিদ্ধ-পরিঘঃ শিলা-নিষ্পিষ্টমুদগরঃ অতিশস্ত্র-নখ-ত্বাঃ শৈলরুগ্-গমতজ্জজঃ—(রণঃ প্রববৃতে) ॥ ৭৩ ॥

অথ রাম-শিরশ্ছেদদর্শনোদভ্রাস্তচেতনাং, সীতাং ত্রিজ্ঞা (নাম রাক্ষসী), মায়া ইতি (মায়া-কল্পিতং ইদং, ন সত্যম্ ইতি) শংসন্তী সমজীবয়ৎ ॥ ৭৪ ॥

বজ্জার্থ।—অনতিবিলম্বে রামচন্দ্র পরম শত্রু দশাননের বধের জন্ত যাত্রা করিলেন। অসংখ্য বানর-সৈন্য, শুধু ভুল নহে, আকাশতল পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার অঙ্গগমন করিল ॥ ৬৭ ॥

রামচন্দ্র গিয়া সাগরতীরে সবে পৌছিয়াছেন, এমন সময়ে রাবণের বিভীষণ আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

বুঝি রাক্ষস-কুল-রাজলক্ষ্মী স্নেহবশতঃ বিভীষণকে কর্তব্যবুদ্ধির উপদেশ দিয়াই রামের আশ্রয়ে পাঠাইয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥

রাম, সমগ্র নিশাচর-রাজ্য বিভীষণকে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কেন না, নীতি যদি উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হয়, তবে তাহা অনন্ত-ফলদায়িনী হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও, পরে বিভীষণ রামের অনেক হিত-সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

রাম, বানরগণের দ্বারা লবণ-সমুদ্রে এক বিরাট সেতু নির্মাণ করাইলেন; সেই দর্শনে মনে হইল যেন, জলশায়ী নারায়ণের শয়নের নিমিত্ত পাতাল হইতে শেব-নাগ সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

রাম সেই সেতু-পথে সাগরে উত্তীর্ণ হইয়া পিঙ্গল-বানর-সৈন্যের দ্বারা লঙ্কা অবরোধ করিলেন। তদর্শনে মনে হইল, স্বর্ণপ্রাচীরবেষ্টিত লঙ্কানগরী যেন আর একটি স্বর্ণপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে ॥ ৭১ ॥

লঙ্কায় কপিরাক্ষসগণের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চারিদিকে কখনো রামের, কখনো রাবণের বিজয় বিঘোষিত হইতেই লাগিল। এইরূপে রাম-রাবণের জয়-ঘোষণায় চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল ॥ ৭২ ॥

সে যুদ্ধ এ ই ভয়ঙ্কর যে, লৌহবদ্ধ কাঠের বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডগুলি বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন হইল, শিলার আঘাতে মুদগর-সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল, নখাঘাতের নিকট শব্দাঘাত পরাজিত হইল এবং শৈলাঘাতে করিকুল নির্মূল হইল ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর রাবণ সীতাকে, এক দিন মায়া-কল্পিত রামের ছিন্ন মুণ্ড প্রদর্শন করাইল, তদর্শনে পতিব্রতা জানকী মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শেষে সীতার অমুরাগিণী ত্রিজ্ঞা রাক্ষসী রহস্য ভেদপূর্বক সীতাকে পুনরুজ্জীবিত করিল ॥ ৭৪ ॥

কামং জীবতি মে নাথ ইতি সা বিজহৌ শুচম্ ।

গরুড়াপাত-বিপ্লিষ্ট-মেঘনাদাস্ত্র-বন্ধনঃ

ততো বিভেদ পৌলস্ত্যঃ শক্ত্যা বক্ষসি লক্ষ্মণম্ ।

স মারুতি-সমানীত-মহৌষধি-হত-ব্যথঃ

স নাদং মেঘনাদস্য ধনুশ্চেন্দ্রায়ুধপ্রভম্

কুন্তকর্ণঃ কপীশ্লেণ তুল্যাবস্থঃ স্বস্রুঃ কৃতঃ

অকালে বোধিতো ভ্রাতা প্রিয়স্বপ্নো বৃথা ভবান্ ।

ইতরাণ্যপি রক্ষাংসি পেতুর্বানরকোটিষু ।

প্রাণ্‌মহা সত্যমস্তান্তং জীবিতাস্মীতি লজ্জিতা ॥ ৭৫ ॥

দাশরথ্যোঃ ক্ষণক্লেশঃ স্তম্ভবৃত্ত ইব অভবৎ ॥ ৭৬ ॥

রামস্তন্যাহতোইপ্যাসীদ্বিদীর্ণ-হৃদয়ঃ শুচা ॥ ৭৭ ॥

লক্ষ্মীসীমাং পুনশ্চক্রে বিলাপাচার্য্যকং শরৈঃ ॥ ৭৮ ॥

মেঘস্তেব শরৎকালো ন কিঞ্চিং পর্যাশেষয়ৎ ॥ ৭৯ ॥

রুরোধ রামং শৃঙ্গীব টঙ্কচ্ছিন্নমনঃশিলঃ ॥ ৮০ ॥

রামেষুভিরিতীবাসৌ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥ ৮১ ॥

রজাংসি সমরোথানি তচ্ছোগিতনদীষ্বিব ॥ ৮২ ॥

অস্বপ্ন—স। (সীতা,) মে নাথঃ জীবতি—ইতি (হেতোঃ) শুচং কামং বিজহৌ । (কিন্তু) প্রাক অস্ত অস্তং সত্যং মত্ব জীবিতা অস্মি—ইতি (হেতোঃ) লজ্জিতা (আ ৭৫) ॥ ৭৫ ॥

গরুড়পাতবিপ্লিষ্টমেঘ-নাদাস্ত্রবন্ধনঃ ক্ষণক্লেশঃ দাশরথ্যোঃ স্তম্ভবৃত্তঃ ইব অভবৎ ॥ ৭৬ ॥

ততঃ পৌলস্ত্যঃ শক্ত্যা (অস্ত্রবিশেষেণ) লক্ষ্মণং বক্ষসি বিভেদ। রামঃ তু নাহতঃ (সন্) অপি শুচা বিদীর্ণ-হৃদয়ঃ আসীৎ ॥ ৭৭ ॥

সঃ (লক্ষ্মণঃ) মারুতি-সমানীত-মহৌষধি-হত-ব্যথঃ (সন্) পুনঃ শরৈঃ লক্ষ্মীসীমাং বিলাপাচার্য্যকং চক্রে ॥ ৭৮ ॥

সঃ (লক্ষ্মণঃ) শরৎকালঃ মেঘস্ত ইব মেঘনাদস্য নাদম্ ইন্দ্রায়ুধপ্রভং ধনুঃ চ কিঞ্চিং (অপি) ন পর্যাশেষয়ৎ । (তম্) অববীৎ ॥ ৭৯ ॥

কপীশ্লেণ (সুগ্রীবেন) স্বস্রুঃ তুল্যাবস্থঃ কৃতঃ কুন্তকর্ণঃ টঙ্কচ্ছিন্নমনঃশিলঃ শৃঙ্গীব রামং রুরোধ ॥ ৮০ ॥

প্রিয়স্বপ্নঃ ভবান্, বৃথা ভ্রাতা (রাবণেন) অকালে বেধিতঃ—ইতি ইব অসৌ (কুন্তকর্ণঃ) রামেষুভিঃ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥ ৮১ ॥

ইতরাণি রক্ষাংসি অপি বানরকোটিষু সমরোথানি রজাংসি তচ্ছোগিতনদীষু ইব পেতুঃ ॥ ৮২ ॥

অস্বপ্না—আমার পতি এখনও বাঁচিয়া আছেন—ভাবিয়া জানকী শোক পরিহার করিলেন ঝটে, কিন্তু প্রথমতঃ, “রাম নিহত হইয়াছেন”—জানিয়া যে তিনি জীবিত ছিলেন,—ইহার জন্য তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না ॥ ৭৫ ॥

মেঘনাদের নাগপাশে রামলক্ষ্মণ আবদ্ধ হইলে, গরুড় আসিয়া সে বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, স্তম্ভরূপ সেই

নাগপাশের বন্ধন-ক্লেশ দুঃস্বপ্নবৎ তাঁহাদের ক্ষণকালের জন্য ক্লেশদায়ক হইয়াছিল মাত্র ॥ ৭৬ ॥

তদনন্তর রাবণ শক্তিশেলে লক্ষ্মণের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিল । রাম, স্বয়ং অক্ষত থাকিলেও ভ্রাতৃশোকে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর মারুতি-কর্ষক আনীত মহৌষধি প্রয়োগে লক্ষ্মণ নিরাময় হইয়া পুনরায় অদম্যবেগে রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিতে লাগিলেন । ইতিপূর্বে প্রিয়জন-বিরোগে রাক্ষসললনাদিগকে কোনো দিন কাদিতে হয় নাই, লক্ষ্মণ এইবার তাহাদিগকে শর-সংযোগে যেন বিলাপ, আর্তনাদ প্রভৃতি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭৮ ॥

শরৎকাল যেমন জলদ গর্জ্জন ও ইন্দ্রধনুর প্রভা বিলোপিত করে, তদ্রূপ লক্ষ্মণও রাবণায়ুজ মেঘনাদের সিংহ-গর্জ্জন এবং ইন্দ্রধনুঃ প্রভিম শরাসনের কিছুমাত্রও অবশিষ্ট রাখিলেন না ॥ ৭৯ ॥

কপিরাজ সুগ্রীব হর্ষণধার ন্যায় কুন্তকর্ণেরও নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন । তখন পাশাণভেদী অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ পর্কত-গাত্র হইতে রক্তবর্ণ ধাতুদ্রব নির্গত হইলে পর্কতের যেরূপ অবস্থা হয়, তদবস্থ হইয়া পর্কতবৎ বিশালকার্য্য কুন্তকর্ণ রামচক্রকে অবরোধ করিল ॥ ৮০ ॥

নিদ্রাপ্রিয় তোমাকে কেন বৃথা তোমার ভ্রাতা জাগরিত করিল, তুমি আবার নিদ্রা ঘাও, যেন এই বলিয়াই রামের শরজাল কুন্তকর্ণকে চিরনিদ্রায় অভিভূত করিল ॥ ৮১ ॥

বুদ্ধবল হইতে উদ্ভিত ধূলিরাশি যেমন রাক্ষসদিগের রক্তনদীতে পড়িয়া বিলীন হইতে লাগিল, তদ্রূপ অন্যান্য রাক্ষসগণও কপি-সৈন্যের মধ্যে আপত্তিত হইয়া অচিরেই নিধন প্রাপ্ত হইল ॥ ৮২ ॥

নির্ব্যবধ পৌলস্ত্যঃ পুনরুচ্ছায় মন্দিরাং । অরাবণমরাম বা জগদন্তেতি নিশ্চিতঃ ॥ ৮৩ ॥
 রামঃ পদাতিমালোক্য লঙ্কেশং চ বরুথিনম্ । হরি-যুগাং রথং তস্মৈ প্রজিহায় পুরন্দরঃ ॥ ৮৪ ॥
 তমাধৃতধ্বজপটং ব্যোম-গঙ্গোদ্বিবাযুভিঃ । দেবসূতভূজালম্বী মৈত্রমধ্যাস্ত রাঘবঃ ॥ ৮৫ ॥
 মাতলিস্তস্য মাহেন্দ্রমামুগোচ তমুচ্ছদম্ । যত্রোৎপল-দলক্লেবামস্ত্রাণ্যাপুঃ সুরদ্বিষাম্ ॥ ৮৬ ॥
 অস্ত্রোত্ত-দর্শন-প্রাপ্ত বিক্রমাবসরং চিরাং । রাম-রাবণয়োৰ্যুদ্ধং চরিতার্থমিবাভবং ॥ ৮৭ ॥
 ভূজমুদ্বোদ্বাহল্যাং দেকোহপি ধনদামুজঃ । দদৃশে হাযথাপূৰ্বে মাতৃবংশ ইব স্থিতঃ ॥ ৮৮ ॥
 জেতারং লোকপালানাং স্বমুখৈরর্চিতেশ্বরম্ । রামস্তলিতকৈলাসমরাতিং বহুমমুজত ॥ ৮৯ ॥

অবসরঃ।—অথ পৌলস্ত্যঃ অত্র জগৎ অরাবণম্ অরামং বা (ভবেৎ)—ইতি নিশ্চিতঃ (সন্) পুনরুচ্ছায় মন্দিরাং নির্ব্যবধৌ ॥ ৮৩ ॥

পদাতিং রামং, বরুথিনং লঙ্কেশং চ আলোক্য পুরন্দরঃ হরিযুগাং (হরিঃ কপিলবর্ণঃ, যুগাঃ অশ্বঃ,—কপিলবর্ণাশ্বং) রথং তস্মৈ (রামায়) প্রজিহায় ॥ ৮৪ ॥

রাঘবঃ ব্যোম-গঙ্গোদ্বিবাযুভিঃ আধৃত-ধ্বজ-পটং জৈত্রং তং (রথং) দেব-সূতভূজালম্বী (সন্) অধ্যাস্ত ॥ ৮৫ ॥

মাতলিঃ মাহেন্দ্রং তমুচ্ছদং তস্য (রামস্য) আমুগোচ । যত্র (তমুচ্ছদে) সুরদ্বিষাম্ অস্ত্রাণি—উৎপল-দল ক্লেবাম্ আপুঃ ॥ ৮৬ ॥

চিরাং অস্ত্রোত্ত-দর্শন-প্রাপ্তবিক্রমাবসরং রাম-রাবণয়োঃ যুদ্ধং চরিতার্থম্ অভবৎ ইব ॥ ৮৭ ॥

অযথাপূৰ্বেঃ (পরিচরাদিশৃং:) একঃ অপি (সন্) পদা-মুজঃ (রাবণঃ) ভূজমুদ্বোদ্বাহল্যাং মাতৃবংশে স্থিতঃ ইব দদৃশে ॥ ৮৮ ॥

লোকপালানাং জেতারং স্বমুখৈঃ অর্চিতেশ্বরং তুলিত-কৈলাসম্ অরাতিং (তং) রামঃ বহু অমুজত ॥ ৮৯ ॥

বজ্রাখ্য।—রাক্ষস-সেনার এই সর্বনাশ দর্শনে লঙ্কেশ্বর রাবণ, “আজ জগৎ—হয় রাবণশূন্ত না হয় রামশূন্য হইবে”—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্ত প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

যুদ্ধস্থলে বনবাসী রাঘব পদব্রজে এবং লঙ্কেশ্বর রথারোহণে উপনীত দেখিয়া আকাশস্থিত ইন্দ্র রামকে কপিল বর্ণের অশ্বসমন্বিত স্বীয় রথ প্রেরণ করিলেন ॥ ৮৪ ॥

আকাশপথে আসিবার সময়ে সেই মাতলি-চালিত রথের

বিজয় পতাকা মন্দাকিনীর তরঙ্গ-শীকর-শীতল সঙ্গীরূপে কাঁপিতে লাগিল । রামচন্দ্র দেব সারাথির হস্তে তর দিয়া সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৮৫ ॥

মাতলি দেবেশ-প্রেরিত অভেদ্য কবচ রামচন্দ্রকে পরাইয়া দিলেন । ইন্দ্রের এই কবচে লাগিয়া দুর্দ্বর্ষ অসুরদিগের অস্ত্রাদিও কমলদলের স্তায় আকৃষ্ট বা কুণ্ঠিত হইয়া বিফলতা প্রাপ্ত হইল ॥ ৮৬ ॥

বহুকাল পরে, রাম এবং রাবণ—উভয়েই আপন আপন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছেন, স্ব-স্ব বিক্রম-প্রকাশের এমন অবসর ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই । এত দিনে রামরাবণের যুদ্ধ যেন সার্থক হইল ॥ ৮৭ ॥

একে একে রাবণের অমুচর রাক্ষসগণ প্রায় সমস্তই নিহত হইয়াছে । রাবণ একাকীই তুমুল যুদ্ধ করিতেছেন । কিন্তু বাহ, মন্তক ও উরুদেশের বাহল্য নিবন্ধন, একক হইলেও, দশাননকে রাক্ষসপরিবৃত বলিয়া মনে হইতে লাগিল । রাবণের মাতৃকুল রাক্ষসজাতি, আজ সত্যই মনে হইল, লঙ্কেশ্বর যেন সেই মাতৃকুলের অর্থাৎ রাক্ষসকুলের মায়াবিভ্রা প্রকৃত অধিকারী হইয়াছেন । একাই একশত প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৮৮ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি দিকপালগণের বিজেতা, যিনি স্বহস্তে নিজের মুণ্ডচ্ছেদনপূর্বক ত্রিপুরারিচরণে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন এবং বিরাট কৈলাস পর্বত বাহার বাহবলে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সেই শোণ্য-বীৰ্য্য সম্পন্ন বীরোত্তম রাবণকে আজ প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়া বীরকেশরী রায়ের আর জাঘার লীমা রহিল না । কেন না, এইরূপ প্রবল অরাত-বিজয়ের নামই প্রকৃত বিজয় ॥ ৮৯ ॥

তত্ত্ব ক্ষুরতি পৌলস্ত্যঃ সীতা-সঙ্গম-শংসিনি নিচখানাধিকক্রোধঃ শরং সব্যোতরে ভুজে ॥ ১০ ॥
 রাবণস্তাপি রামান্তো ভিষ্মা হৃদয়মাস্তগঃ । বিবেশ ভুবমাখ্যাতুমুরগেভ্য ইব প্রিয়ম্ ॥ ১১ ॥
 বচসৈব তয়োবাক্যমস্তমস্ত্রোণ নিম্নতোঃ । অত্মোত্ত-জয়-সংরম্ভো ববুধে বাদিনোরিব ॥ ১২ ॥
 বিক্রমব্যতিহারেণ সামান্যভূদ্বয়োরপি । জয়শ্রীরস্তুরা বেদির্মত্তবারণয়ারিব ॥ ১৩ ॥
 কৃতপ্রতিকৃতপ্রীতৈস্তয়োর্মুক্তাঃ সুরাসুরৈঃ । পরম্পরশরভ্রাতাঃ পুষ্পবৃষ্টিং ন সেহিরে ॥ ১৪ ॥
 অয়ঃশঙ্কু-চিতাং রক্ষঃ শতব্রীমথ শত্রবে । হতাং বৈবস্বতশ্চৈব কূট-শাল্মলিমক্ষিপৎ ॥ ১৫ ॥
 রাঘবো রথমপ্রাপ্তাং তামাশাং চ সুরদ্বিষাম্ । অর্দ্ধচন্দ্রমুখৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ কদলীমুখম্ ॥ ১৬ ॥

অনুব্রত ।—অধিক-ক্রোধঃ পৌলস্ত্যঃ ক্ষুরতি সীতা-সঙ্গম-শংসিনি তত্ত্ব (রামস্ত) সব্যোতরে ভুজে শরং নিচখান ॥ ১০ ॥

রামান্তঃ আস্তগঃ রাবণস্ত আপি হৃদয়ং ভিষ্মা উরগেভ্যঃ প্রিয়ম্ আখ্যাতুম ইব ভুবং বিবেশ ॥ ১১ ॥

বাক্যং বচসা এব অস্তম্ অস্ত্রোণ নিম্নতোঃ তয়োঃ (রাম-রাবণয়োঃ) বাদিনোঃ ইব অত্মোত্তজয়-সংরম্ভঃ ববুধে ॥ ১২ ॥

জয়শ্রীঃ বিক্রমব্যতিহারেণ (তয়োঃ) দ্বয়োঃ অপি অন্তরা বেদিঃ মত্তরাবণয়োঃ ইব সামান্য্য অভূৎ ॥ ১৩ ॥

কৃত প্রতিকৃত-প্রীতৈঃ সুরাসুরৈঃ (যথাসম্ব্যং) তয়োঃ (রামরাবণয়োঃ) মুক্তাং পুষ্পবৃষ্টিং (দয়ীং) পরম্পর-শর-ভ্রাতাঃ ন সেহিরে ॥ ১৪ ॥

অথ রক্ষঃ অয়ঃশঙ্কু-চিতাং শতব্রীং (লোহ-কণ্টক-কীলিত-ঘটবিশেষং), হতাং (বিজয়-লক্ষ্যং) বৈবস্বতস্ত (অন্তর্যম) কূটশাল্মলিম ইব শত্রবে (রাঘবায়) অক্ষিপৎ ॥ ১৫ ॥

রাঘবঃ রথং অপ্রাপ্তাং তাং (শতব্রীং) সুরদ্বিষাম্ আশাঃ চ অর্দ্ধচন্দ্র মুখৈঃ বাণৈঃ কদলী-মুখং (যথা তথা) চিচ্ছেদ ॥ ১৬ ॥

লক্ষ্যার্থ ।—অচিরেই সীতার সহিত সীতাপতির মিলন হইবে—ইহাই সূচনা করিয়া রামের দক্ষিণবাহ স্পন্দিত হইতে লাগিল। ক্রোধোদ্বীগিত দশানন সেই স্পন্দমান রাম-বাহ বাণ-বিদ্ধ করিলেন ॥ ১০ ॥

রামও প্রবলবেগে বাণক্ষেপ করিলেন এবং সেই বাণ প্রাণের মর্মস্থল ভেদ করিয়া একেবারে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। মনে হইল, বাণ যেন রাবণভয়ার্ড পাতালবাসী সর্পকুলকে রাবণবক্ষোবিসারণের সুসংবাদ প্রদান করিতেই প্রস্থান করিয়াছে ॥ ১১ ॥

তখন তাঁহার পরম্পর বাক্যের দ্বারা বাক্যের এবং

অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন এবং বাণযুদ্ধে প্রবৃত্ত বাদি প্রতিবাদীর শ্রায়, অথবা তিত্তা-প্রবৃত্ত তাকিকদ্বয়ের ন্যায়, তাঁহাদের উভয়েরই বিজয়স্বূহা ক্রোধের সহিত বর্ধিত হইয়া উঠিল ॥ ১২ ॥

মত্ত মাতঙ্গদয় যখন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে একটি মাতঙ্গ-নির্মিত বেদি বা ভিত্তি ব্যবহৃত থাকে; উভয়ে তুল্য-বিক্রমশালী হইলে কেহই ঐ বেদি অধিকার করিতে পারে না; আজ তুল্য-বিক্রম রাম-রাবণের যুদ্ধেও বিজয়-লক্ষ্মীর ঠিক সেই দশা ঘটিল, বহুক্ষণ যাবৎ তিনি কোনো পক্ষই আশ্রয় করিতে পারিলেন না। বীরদ্বয়ের মধ্যবর্তিনী ধাক্কিয়া কেবল কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

শত্রুর প্রতি অন্তর্যক্ষণ এবং শত্রুনির্ক্ষিপ্ত অস্ত্রের প্রতী-কারে নৈপুণ্য দর্শন পূর্বক, দেবগণ রামের এবং অনুরাগণ রাবণের শীর্ষে প্রাতির পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়ের বাণ-বৃষ্টিতে তাঁহারা উভয়ে এতই আচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন যে, সে কুসুমবর্ষণ আর তাঁহাদিগকে স্পর্শই করিতে পারিল না ॥ ১৪ ॥

অনন্তর রাক্ষসপতি রাবণ, কৃতান্ত্রের কণ্টক-খচিত “কূট-শাল্মলি” নামক গদার শ্রায়, তীক্ষ্ণ লোহ-কণ্টকময় স্বীয় বিশাল গদা রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৫ ॥

রাক্ষসগণের বিজয়লাভের একমাত্র আশা স্থল সেই গদা স্বীয় রথ-সমীপে পহুছিবার পূর্বেই রাম, অর্দ্ধচন্দ্রাকার নিশিত ফলকযুক্ত অস্ত্রের দ্বারা তাহাকে কদলী-কাণ্ডের শ্রায়, খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসদের সকল আশা নির্মূল হইল ॥ ১৬ ॥

অমোঘং সন্দর্শে চাষ্ট্ম বহুশ্লোকবহুধর্মঃ । ব্রাহ্মসম্রাট প্রিয়শোক-শল্য-নির্ধর্ষণোবধম্ ॥ ১৭ ॥
তদ্‌যোয়ি শতধা ভিন্নং দদর্শে দীপ্তিমমুখম্ । বপূর্মহোরগস্তেব করাল-কণ-মণ্ডলম্ ॥ ১৮ ॥
তেন মন্ত্রপ্রযুক্তেন নিমেষাচ্ছাদপাতয়ৎ । স রাবণ-শিরঃপঙ্ক্তিমস্তাত্ত্রণবেদনাম্ ॥ ১৯ ॥
বালকপ্রতিমেনাপ্সু বাচিভিন্না পতিস্মৃতঃ । ররাজ রক্ষঃকায়স্ত কণ্ঠচ্ছেদ-পরম্পরা ॥ ১০০ ॥
মক্ৰতাং পশুতাং তস্ত শিরাংসি পতিতান্ধপি । মনো নাতিবিশ্বাস পুনঃসন্ধান-শক্তিণাম্ ॥ ১০১ ॥

অথ : দ-গুরুপট্টলোকপালদ্বিপানা-মনুগতমলিবৃন্দৈর্গণ্ডভিত্তিবিহায় ।

উপনত-মণি ক্ষে মুচ্ছিন্ পৌলস্ত্য-শত্রোঃ সুরভি সুর-বিমুক্তং পুষ্পবর্ষং পপাত ॥ ১০২ ॥

অম্বজ্ঞা ।—একধর্মধর্মঃ (রামঃ) প্রিয়শোক-শল্য-নির্ধর্ষণোবধম্ অমোঘম্ ব্রাহ্মম্ অস্মৈ চ (রাবণায়—রাবণং হস্তং) ধর্মুযি সন্দর্শে ॥ ১৭ ॥

যোয়ি শতধা ভিন্নং দীপ্তিমমুখং তৎ (ব্রাহ্মসম্রাট) করাল-কণমণ্ডলং মহোরগস্ত বপুঃ ইব দদর্শে ॥ ১৮ ॥

সঃ (রামঃ) মন্ত্রপ্রযুক্তেন তেন (অস্ত্রেণ) অজ্ঞাত-ত্রণ-বেদনাং রাবণ-শিরঃপঙ্ক্তিং নিমেষাচ্ছাদ্য অপাতয়ৎ ॥ ১৯ ॥

পতিব্যতঃ রক্ষঃকায়স্ত কণ্ঠচ্ছেদ-পরম্পরা বাচিভিন্না অপ্সু বালকপ্রতিমা ইব ররাজ ॥ ১০০ ॥

পতিতানি তস্ত (রাবণস্ত) শিরাংসি পশুতাং অপি পুনঃ-সন্ধান-শক্তিণাং মক্ৰতাং মনঃ ন অতিবিশ্বাস ॥ ১০১ ॥

অথ মদগুরুপট্টলোকপালদ্বিপানাং গণ্ড-ভিত্তিঃ বিহায় অনুগতং সুরভি সুর-বিমুক্তং পুষ্পবর্ষং উপনত-মণিবন্ধে পৌলস্ত্য-শত্রোঃ (রামস্ত) মুগ্ধি পপাত ॥ ১০২ ॥

২০২।—অতঃপর, অদ্বিতীয় ধর্মধর্ম রামচন্দ্র, অমোঘ ব্রহ্মসম্রাট শরাসনে সন্ধান করিলেন, মনে হইল, এতক্ষণ যেন তাঁহার প্রেয়সীর বিচ্ছেদ-শোকরূপ দুঃসহ শল্য উদ্ধারের প্রকৃত ঔষধ প্রযুক্ত হইল। এই ঔষধেই রাবণরূপ শল্য সমূলে উদ্ধৃত হইবে। ॥ ১৭ ॥

রাম-নির্ধর্ম সেই ব্রহ্মসম্রাট শত শত খণ্ডে ভিন্ন হইয়া আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল। তাহার প্রত্যেক খণ্ডের মুখ লোলজিহ্ব অগ্নির জ্বালা দীপ্তিময় হইয়া উঠিল। মনে হইল, বৃষি,

ভীষণ-দর্শন অনন্তনাগ তাঁহার মণি-প্রভা-প্রদীপ্ত অনন্ত কণা বিস্তার করিয়া কাহাকে গ্রাস করিতে উদ্ধৃত হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

রামকর্তৃক মন্ত্রপ্রয়োগপূর্বক প্রযুক্ত সেই ভীষণতম ব্রহ্মসম্রাট নিমেষমধ্যে গিয়া রাবণের মূণ্ডমালা ছিন্ন করিল। সে অস্ত্র এতই নিশিত যে, বর্তমানের বেদনা অনুভব করিবার পূর্বেই দশাননের দশ মস্তক ভূতলে লুপ্ত হইল ॥ ১৯ ॥

রাবণের বিরাট দেহ ভূতলে পতিত হইবার পূর্বেই, তদীয় রক্তাক্ত কণ্ঠ-রাজি, চঞ্চল তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত বালারূপ জ্বালা শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০০ ॥

মুগ্ধ হইতে দেবগণ এই রাবণ-বধ দেখিতেছিলেন। রাবণের শিরঃশ্রেণি যদিও বর্তিত এবং মৃত্যুকায় লুপ্ত হইতে-ছিল,—কিন্তু পাছে আবার সেগুলি গিয়া স্বচ্ছহীন রাবণ-দেহে সংযুক্ত হয়,—এই শঙ্কায় তাঁহার। অস্থির হইয়াছিলেন। রাবণের মৃত্যু যে সম্ভব—ইহা কিছুতেই যেন তাঁহার। বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না ॥ ১০১ ॥

আচর-ভাবী রাজ্যাভিষেকের সময়ে রামের যে মস্তক মণিময় কিরীটে সুরাভিত হইবে, দশাননহস্তা রামের সেই মস্তকের উপর দেবগণ পুষ্পরুটি করিতে লাগিলেন। গণ্ডপ্রত মদ-বারি ভারে পক্ষপুট দ্বিগুণ আবিষ্ট হইয়া, ভ্রমর-পঙ্ক্তি ধীর-গমনে, দিকপালদিগের ঐরাবতাদি অষ্টগজের গণ্ড ভিত্তি পরিত্যাগ-পূর্বক সেই বর্ষিত কুসুমরাশির অনুসরণ করিল ॥ ১০২ ॥

তাৎপর্য্য।—রঘুর এই দ্বাদশ সর্গের বায়ান্ন হইতে একশত চারিটি শ্লোক পর্যন্ত মোট ৫২ বায়ান্নটি কবিতায়, কালিদাস, রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের একত্রিশ সর্গ হইতে শেষ পটাস্তর সর্গ, অর্থাৎ পয়তাল্লিশটি সর্গ, সমগ্র কিঙ্করকাণ্ডের সাতষট্টিটি সর্গ, সমগ্র সুন্দরকাণ্ডের আটষট্টিটি সর্গ এবং সমগ্র লঙ্কাকাণ্ডের একশত ত্রিশটি সর্গের প্রধান বৃত্তান্তগুলি বর্ণন করিয়াছেন।—বাল্মীকির বিরাট এবং ব্যাপক বর্ণনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যান নাই।—সর্বত্রই তাঁহার কল্পনাদেবীর রথাস্থের রাশি অত্যন্ত সংযত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৫২—১০৪ ॥

পাঠকগণ অনেকক্ষণ ধাবৎ,—সেই ব্রহ্মসম্রাটের সহিত হুঙ্কার হইতে রাবণবধ পর্যন্ত নিঃস্বর নানাপ্রকার বিবাদ-বিসংবাদ, উৎকণ্ঠা-উত্তেজের ভিতর দিয়া আসিতেছেন। অযোধ্যার কথা,—সেই রাম-মুগ্ধ দশাননের কথা তাঁহার। বহু

যন্তা হরে: সপদি সংস্কৃত-কাব্য-কল্পমাণ্ডিত-রাঘবমুগ্ধিত-দেব-কাব্যম্ ।

নামাক-রাবণ-শরাক্রিত-কেতু-যষ্টিমূৰ্দ্ধঃ রথঃ হরি-সহস্র-যুজঃ নিনায় ॥ ১০৩ ॥

রঘুপতিরপি জাতবেদোবিশুদ্ধঃ প্রগৃহ্য প্রিয়াম্ প্রিয়-সুহৃদি বিভেষণে সঙ্গমযা শ্রিয়ঃ গৈরিণঃ ।

রবি-সুত-সহিতেন তেন মুযাতঃ সৌমিত্রিণা ভূজবিজিতবিমানরত্নাধিকারঃ প্রতপ্তে পুরীম্ ॥ ১০৭ ॥

ইতি দ্বাবশঃ সর্গঃ ।

অনুব্রজ্য ।—হরে: (ইন্দ্রস্য) যন্তা (মাতলি:) সপদি সংস্কৃত-কাব্য-ক-জ্যম্ অমুগ্ধিত-দেবকাব্যং রাঘবম্ আণ্ডিত্য (সাধু যামি—ইতি আমন্ত্র্য) নামাক-রাবণ-শরাক্রিত-কেতু-যষ্টি: হরি-সহস্র-যুজঃ রথঃ উৰ্দ্ধং নিনায় ॥ ১০৩ ॥

রঘুপতি: অপি জাতবেদোবিশুদ্ধঃ প্রিয়াম্ প্রগৃহ্য প্রিয়সুহৃদি বিভীষণে বৈরিণঃ প্রিয়ঃ সঙ্গমযা, রবি-সুত-সহিতেন (সুগ্রীব-যুজেন) সৌমিত্রিণা তেন (বিভীষণেন) অমুযাতঃ (সন্) ভূজ-বিজিত-বিমান-রত্নাধিকারঃ (সন্) পুরীম্ প্রতপ্তে ॥ ১০৪ ॥

বঙ্গার্থ ।—এই প্রকারে রাবণবধের প্ৰবর্তাদিগের

কাৰ্য্য সম্পাদন-পূৰ্ব্বক, রামচন্দ্র স্বকীয় শরাসনের ছিলা খুলিয়া দিলেন। দেব-সারথি মাতলিও “এখন বিদায় হই”—বলিয়া সহস্র-অশ্বচালিত ইন্দ্ররথ লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। সেই ইন্দ্ররথের ধ্বজদণ্ড রাবণের নামাক্রিত শরজালে চিহ্নিত পতাকা য় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০৩ ॥

এ দিকে রামচন্দ্রও নিহত-দশাননের সিংহাসনে বিভীষণকে অধিষ্ঠাপিত করিলেন এবং অগ্নি-পরীক্ষোত্তীর্ণা জানকীকে লইয়া স্বকীয় ভূজবলে বিজিত পুষ্কর-বধে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং সুগ্রীবকে সঙ্গে লইলেন ॥ ১০৪ ॥

একটা মনে নাই। এতক্ষণে কবি, “উপনত-মণিবন্ধে”—এই একটি বিশেষণের দ্বারা, অযোধ্যার চিত্রের দিকে, পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বনবাস-প্রতিনিবৃত্ত রামচন্দ্রের অদূরতাবী রাজ্যাভিষেকের স্থিতি পাঠকগণের হৃদয়ে হঠাৎ তাহিয়া উঠিল। তাঁহারা দেখিলেন, সাগর-বন্ধন হইয়াছে, রাবণকুল সমূলে লিন্মূল হইয়াছে,—এইবার অযোনি-সম্ভবা সীতার—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর—জনকবংশ এবং রঘুবংশের প্রাণষ্ট শান্তি প্রতিমার উদ্ধার হইবে, অযোধ্যার লক্ষ্মী-নারায়ণ অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, অশান-অযোধ্যায় আবার আনন্দ-চন্দ্রমা হাসিয়া উঠিবে;—রামের রাজ্যাভিষেক আগতপ্রায় ॥ ১০২ ॥

রাম “জাতবেদোবিশুদ্ধ”—অগ্নি-পরিশুদ্ধা সীতাকে লইয়া পুষ্কর বধে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন ।—

রাবণ নিহত হইয়াছে। দুৰ্ভুদ্ভি ভাষ্যাবমবীর যথোচিত শাস্তিবিধানপূর্বক, মিত্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অতিবিস্তৃত করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত, সীতার সহিত রান আকাশ-পথে যাত্রা করিলেন। রাম বিমিত ছিলেন যে, আকাশ-গাত্রে কলঙ্ক-স্পর্শ সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সীতা-চরিত্রে কলঙ্কের লেশস্পর্শও অসম্ভব। তথাপি লোকরঞ্জন রঘু-শ্রেষ্ঠ, অনেক চিন্তা করিয়া, পূর্বাপর অনেক ভাবিয়া, জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা করিলেন। অনল-দণ্ড হেমের স্তায় হেম-প্রভা সীতার দেহ-কান্তি, এই অগ্নি-পরিশোধনে যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। অনেক দিন পরে, অনেক দুঃখ-কষ্টের,—যুদ্ধ-বিগ্রহের পরে, অপহৃত রত্নের উদ্ধারসাধনপূর্বক, রাম অযোধ্যায় চলিয়াছেন। এক দিন প্রজা-পুঞ্জের অগ্রপ্রবাহে জুলাইয়া যে অযোধ্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ সেই অযোধ্যায় ফিরিতেছেন। তাঁহার সেই হরধমুর্ডক-পর্ণবিজিতা পতি-প্রাণা সীতাকে লইয়া, দুরন্ত রাবণের শক্তিশেলে হতচৈতন্ত ও শেষে পুনরুজ্জীবিত প্রাণাবিক লক্ষ্মণকে লইয়া, আর বাহারা বাহারা, তাঁহার হৃদয়-সর্ব-স্ব-ভূতা সীতার উদ্ধারের প্রধান সহায় ছিলেন, সেই সকল কপি রাক্ষসদিগকে লইয়া, রাম পরম আনন্দে অযোধ্যায় চলিয়াছেন। যখন মহারাজ বড়যন্ত্রে রাজ-সিংহাসন ছাড়িয়া, সন্ন্যাসীর বেশে বনে গমন করেন, তখন রামচন্দ্রকে, প্রতিপদে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে করিতে, কত উৎকণ্ঠায়, কত উদ্বেগে পাপতাপপূর্ণ পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত-অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তাপিত-হৃদয় বয়নাথকে প্রতিপদক্ষেপে কত তাপ কত যজ্ঞগা সহ্য করিতে হইয়াছিল। রাজ-রাজেশ্বরকে বনের বানরের সহিত মিত্রতা করিতে হইয়াছিল। আর আজ সর্ব-চিন্তা-বিমুক্ত সীতাপতি জন্মভের, স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলের প্রবল শত্রুকে নিহত করিয়া, প্রিয়তমার উদ্ধারপূর্বক চলিয়াছেন, হৃদয় তাঁহার আকাশগাত্রে অপেক্ষাও বৃষি নির্মল,—কার্কশ-পরিশুদ্ধ। সংসারের নানা কলঙ্ক-কঠোর ধরাভল আজ সেই দেবদাম্পতির বিচরণের অযোধ্যা, তাই তাঁহারা আকাশপথে চলিয়াছেন। আনন্দবর্য্যকে অধোবর্তিনী চিরানন্দদায়িনী ধরণীর শোভা দেখাইতে দেখাইতে রাম পুষ্কর চলিয়াছেন। কালিদাসের এই পুষ্কর-যাত্রার সমতুল্য বর্ণন, রামায়ণ ছাড়া, আর কোথাও নাই। এক কথায় ইহা অসম্ভব। ইহা অপ্রতাপ স্বপ্ন। ইহা মর্ত্যের অমৃত ॥ ১০৪ ॥

অন্যোদশঃ সর্গঃ

অখান্নঃ শব্দগুণং গুণজঃ পদং বিমানেন বিগাহমানঃ ।

রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ স জায়াং রামাভিধানো হরিরিত্ত্বাচ ॥ ১ ॥

বৈদেহি ! পশু। মলয়াৎ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিঃ ।

ছায়া-পথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিকৃতচাকৃতারম্ ॥ ২ ॥

গুরোঃ যিথ্যক্ষে : কপিলেন মেধ্যে রসাতলং সংক্রমিতে তুরঙ্গে ।

তদর্থমুর্ব্বীমবদারয়ন্তিঃ পূর্বেঃ কিলায়ং পরিবর্দ্ধিতো নঃ ॥ ৩ ॥

গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োহস্মাদ্ বিবৃদ্ধিমত্রাশু বতে বহুনি ।

অবিদ্ধনং বহিমসৌ বিভর্তি প্রহ্লাদনং জ্যোতিরজ্ঞশ্চেনন ॥ ৪ ॥

অনুব্রজ্য।—অথ (প্রস্থানাৎ পরং) গুণজঃ সঃ রামা-
ভিধানঃ হরিঃ শব্দ-গুণম্ আখ্যনঃ পদং (বিষ্ণুপদং—আকাশং)
বিমানেন বিগাহমানঃ (সন্) রত্নাকরং বীক্ষ্য মিথঃ (রহসি)
জায়াং ইতি (নিম্নোক্তদিশা) উবাচ ॥ ১ ॥

অগ্নি বৈদেহি ! আ মলয়াৎ (মলয়পর্ব্বত্যং) মৎসেতুনা
বিভক্তং ফেনিলম্ অম্বুরাশিঃ ছায়াপথেন বিভক্তং শরৎ-
প্রসন্নম্ আবিকৃতচাকৃতারম্ আকাশম্ ইব পশু ॥ ২ ॥

যিথ্যক্ষে : গুরোঃ (সগরস্র) মেধ্যে তুরঙ্গে রসাতলং
সংক্রমিতে (সতি) তদর্থম্ উর্ব্বীম্ অবদারয়ন্তিঃ নঃ (অস্মাকং)
পূর্বেঃ অয়ং (সমুদ্রঃ) পরিবর্দ্ধিতঃ কিল ॥ ৩ ॥

অর্কমরীচয়ঃ অস্মাৎ গর্ভং (জলময়ং) দধতি । অত্র
বহুনি বিবৃদ্ধিম্ অশু বতে, অসৌ অবিদ্ধনং (আপঃ ইদ্ধনং
যত তৎ) বহিঃ বিভর্তি ! অনেন প্রহ্লাদনং জ্যোতিঃ
(চন্দ্রঃ) অজনি ॥ ৪ ॥

অনুব্রজ্য।—লক্ষ্য হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে
রামরূপে অবতীর্ণ, সৌন্দর্য্যদর্শনপটু ভগবান্ বিষ্ণু পুস্তকরথ
শব্দগুণবিশিষ্ট স্বীয় স্থান আকাশমার্গে উপনীত হইয়া
অধোবর্তী সিদ্ধুর অপূর্ব্ব-শোভা দর্শন-পূর্ব্বক, নির্জনে
প্রিয়তমা সীতাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

“বৈদেহি ! একবার ঐ অধোবর্তী নীলাম্বুরাশির প্রতি

দৃষ্টিপাত কর। ঐ দেখ, সূচাক তারকাপুঞ্জ পশ্চির্ণ
শরতের নির্মল আকাশ ছায়াপথের দ্বারা বিভক্ত হইয়া ফেনপ
অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রাপ্ত হয়, তজ্জপ, তোমার উদ্ধারের
নিমিত্ত আমি যে সেতু বাঁধিয়াছিলাম, সেই সেতু-দ্বারা মলয়-
পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিভক্ত হইয়া ফেনপুঞ্জ-বিরাজিত সমুদ্রও কি
অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে ! ॥ ২ ॥

“সীতে ! এই সাগর পূর্বে এত বৃহৎ ছিল না । আমা-
দের বংশের প্রধান এবং পুজ্যতম রাজা সগর যখন অশ্বমেধ
যজ্ঞ করেন, তখন তাঁহার সেই যজ্ঞের তুরঙ্গ হরণ-পূর্ব্বক
মহর্ষি কপিল পাতালে অন্তর্হিত হইলে, আমাদেরই
পূর্ব্ব-পুরুষগণ সেই যজ্ঞাশ্বের অধেষণে পৃথিবী বিদীর্ণ
করিয়াছেন এবং তাহাতেই সমুদ্রের আকার এত বৃহৎ
হইয়াছে ॥ ৩ ॥

“জানকি ! এই প্রলম্বির অপার মহিমা । সূর্য্যের কিরণ-
মালা এই সমুদ্র হইতেই জলময় গর্ভ ধারণ-পূর্ব্বক পুনর্বার
বৃষ্টিরূপে তদ্বারা ধরাতল সিক্ত করে এবং কত অনর্থ রস
এই রত্নাকরেই উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে : এই সমুদ্র-
গর্ভেই এমন অগ্নি (বাড়বানল) নিহিত আছে, যাহা কাকের
স্রায় জলকে দহন করে,—সীতে ! জগদানন্দ ইন্দ্র
উৎপত্তিস্থলও এই সিদ্ধু ॥ ৪ ॥

শান্তিপর্ব্ব্য।—রামের হৃদয় আজ বড়ই উৎকল্ল। জীবনের শান্তিপ্রাপ্তিমাকে, সংসারের প্রধান আকর্ষণকে হারাইয়া
রাম বড় বাতনাতেই ছিলেন ; অনেক কষ্টের পর, অনেক সাধ্যসাধনার পর, রাম সেই প্রকট প্রতীয়ার পুনর্দর্শন পাইয়াছেন ;
আনন্দে, আকাঙ্ক্ষায়, আবেশে রামের হৃদয় আজ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। এক দিন সীতা ও লক্ষ্মণকে সমীপে কাদিতে
কাদিতে রাম যে অশ্রুভরি প্রিয় অযোধ্যাকে ছাড়িয়াছিলেন, আজ আবার হাসিতে হাসিতে সীতা-লক্ষ্মণের সহিত সে

তাং তামবস্থাং প্রতিপত্তমানং স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিমা ।
 বিষ্ণোরিবাস্তানবধারগীর্যমীদৃক্য। রূপমিয়ন্তরা বা ॥ ৫ ॥
 নাভিপ্রকটাস্থকুহাসনেন সংজ্ঞয়মানঃ প্রথমেন ধাত্রা ।
 অমুং যুগান্তোচিতযোগ-নিদ্রঃ সংহত্য লোকান পুরুষোহধিশেতে ॥ ৬ ॥
 পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদাঙ-গন্ধাঃ শরণ্যমেনং শতশো মহীধ্রাঃ ।
 রূপা ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যো ধর্মোত্তরং মধ্যমমাঞ্জরন্তে ॥ ৭ ॥
 রসাতলাদাদিভবেন পুংসা ভুবঃ প্রযুক্তোদ্ধন-ক্রিয়ায়াঃ ।
 অন্তাচ্ছমন্তঃ প্রলয়-প্রবৃদ্ধা মুহূর্ত্তবক্তাভরণং বভূব ॥ ৮ ॥

অন্তরা।—তান্ তান (অনেকান্) অবস্থাং প্রতি-
 পত্তমানঃ মহিমা দশ দিশঃ ব্যাপ্য স্থিতং বিষ্ণোঃ ইব অস্ত
 (রত্নাকরত) রূপম্ ইদৃক্য বা (প্রকারেণ পরিমাণেন
 রা) অববধারগীর্যঃ (নিরূপণাযোগ্যম্) ॥ ৫ ॥

যুগান্তোচিত-যোগ-নিদ্রঃ পুরুষঃ (বিষ্ণুঃ) লোকান্
 সংহত্য নাভি-প্রকটাস্থকুহাসনেন প্রথমেন ধাত্রা (পিতামহেন)
 সন্ত-রূমানঃ (সন্) অমুং (সমুদ্রম্) অধিশেতে ॥ ৬ ॥

পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদা (ইন্দ্রেণ) আন্তগন্ধাঃ (হৃতগন্ধাঃ)
 শতশঃ মহীধ্রাঃ শরণ্যম্ এনং (সমুদ্রং) পরেভ্যঃ উপপ্লবিনঃ
 (সন্তরাঃ) রূপাঃ ধর্মোত্তরং (ধার্মিকং) মধ্যমম (পক্ষপাতশূত্রং
 ধর্মবত্বপালনং) ইব আঞ্জরন্তে ॥ ৭ ॥

আদি-ভবেন পুংসা (আদিবরাহেণ) রসাতলাৎ প্রযুক্তো-
 দ্ধন-ক্রিয়ায়াঃ ভুবঃ প্রলয়-প্রবৃদ্ধম্ অস্ত অচ্ছমন্তঃ মুহূর্ত্ত-
 বক্তাভরণং বভূব ॥ ৮ ॥

অন্তরা।—সীতে! মানা অবতারে অবতীর্ণ
 বিষ্ণুরূপ নারায়ণের বিরূপ বরুণের ধারণা বা পরিসংখ্যা যেমন
 জীবের অঙ্গাণু, তজ্জল বিরাট দেহমহিমায় দশদিকে পরিব্যাপ্ত

এই পারাবারের প্রকৃত রূপের ধারণা বা পরিমাণও
 সাধ্যাতীত ॥ ৫ ॥

“মৈথিলি! যুগান্ত-কালে বিষ্ণুরূপ বিষ্ণু, চরাচর জগৎ
 আপন-সত্য সংহারপূর্ব্বক যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঐ
 সমুদ্র-গর্ভে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন,—আর
 তাঁহার নাভিদেশ হইতে উখিত কমলাসনে উপবিষ্ট হইয়া
 পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে স্তব করেন ॥ ৬ ॥

“প্রবল শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কোনো রাজা যেমন
 তরাস্ত-হৃদয়ে গিয়া অপর কোনো ধর্মভীরু, নিরপেক্ষ এক
 প্রবলতর নরপতির শরণাপন্ন হন, তজ্জল, জনক-নন্দিনি!
 পরক-পক্ষ-ক্ষেদী পুরুষের অত্যাচারে অভিভূত হইয়া শত-
 সহস্র পরক আগিয়া এই অসীম পারাবারের আশ্রয় গ্রহণ
 করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

“রাজপুত্রি! জগতের আদিপুরুষ সেই অনাদি নারায়ণ
 যখন রসাতল হইতে বরাহরূপে দন্তের দ্বারা ধরণীকে
 উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মহাপ্রলয়-বর্ত্তিত এই
 সমুদ্রের অনাবিল জলরাশি কণকালের দ্রুত কম্পঙ্কর অব-
 স্তানবরূপ হইয়াছিল ॥ ৮ ॥

অনোধ্যার চলিয়াছেন। রামের অপার আনন্দ! আর আনন্দময়ী বাগদেবতার বরপুত্র মহাকবি কালিদাস, তাঁহার
 অঙ্গরোহিনী-কল্পনা-বীণা বাদন করিতে করিতে সেই দেবদাম্পতির অমূল্য-পূর্ব্বক কবিতারূপী লাজ-কুসুমাদি
 কীর্ত্তি করিতেছেন।

রাম-সীতা পুষ্পক-রথে শান্ত আকাশ-পথে চলিয়াছেন। জগতের অনেক উর্দ্ধে—অনেক উর্দ্ধে উড়িয়াছেন। রাম-
 সীতার চলিত, রাম-সীতার প্রশংসা, রাম-সীতার হৃদয় জগতের অনেক উর্দ্ধের বস্ত্র। মর্ত্তের কোনো মলিন বস্ত্রনয়ী বা
 পঙ্কিল ভাবনার সে বর্গীয় বস্ত্র কম্বিভিত্ত নহে। তাই তাঁহারা জগতের উর্দ্ধদেশ দিয়া বাইতেছেন, আর বিষ্ণুরূপ
 তাঁহাদের নিয়ে—অনেক নিয়ে পড়িয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর উচ্চ সযীর্ণ সে শান্ত আকাশের ততদূরে উঠিতেই পারে না।
 দিনের পূর্ব্ব সূর্য্যোদয়ের পর আবার দিন,—ইহাই জগতের নিয়ম। রাম, জীবনের সেই সুখের দিন অরোধ্যার রূপ
 আসাদে, ঐশ্বর্য্যপিতার মেহমত্তে বিভোর হইয়া সীতার সহিত কাটাঁইয়াছেন। অকস্মাৎ, সেই সুখের দিনের মধ্যাহ্নেই

মুখার্ণবে প্রকৃতি-প্রগলভা: স্বয়ং তরঙ্গধরদান-দক্ষ: ।
 অনন্ত-সামান্ত-কলত্র-বৃত্তি: পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিদ্ধ: ॥ ৯ ॥
 স-সমুদাদায় নদীমুখান্ত: সংমীলয়ন্তো বিবৃতাননদ্বাং ।
 অমী শিরোভিত্তিময়: সরন্ধৈরুর্দ্ধং বিতস্তি জলপ্রবাহান ॥ ১০ ॥
 মাতঙ্গনক্রে: সহসোৎপত্তভিন্নান দ্বিধা পশু সমুদ্র-ফেনান্ ।
 কপোল-সংসর্গিতয়া য এবাং ব্রজন্তি কর্ণকণচামরহম্ ॥ ১১ ॥
 বেলানিলায় প্রসূতা ভুজঙ্গা মহোন্মিবিফুর্জধু-নির্বিশেবা: ।
 সূর্য্যাংশু-সম্পর্ক-সমৃদ্ধ-রাগৈর্ব্যজ্যন্ত এতে মণিভি: ফণস্ট্বে: ॥ ১২ ॥

অনন্ত-সামান্ত-কলত্র-বৃত্তি: তরঙ্গধরদান-
 দক্ষ: অসৌ (সমুদ্র:) মুখার্ণবে প্রকৃতি-প্রগলভা: সিদ্ধ:
 (নদী:) স্বয়ং পিবতি, পায়য়তে চ ॥ ৯ ॥

অমী ভিময়: বিবৃতাননদ্বাং স সমুদ্র: নদী-মুখান্ত: আদায়
 সংমীলয়ন্ত: (চক্ষুপটানি সংকোচয়ন্ত:) (সন্ত:) সরন্ধৈ:
 শিরোভি: জলপ্রবাহান উর্দ্ধং বিতস্তি ॥ ১০ ॥

সহস্র উৎপত্তি: মাতঙ্গ-নক্রে: দ্বিধা ভিন্নান্ সমুদ্র-ফেনান্
 পশু । যে (ফেনা:) এবাং (জলমাতঙ্গ নকরাণাং) কপোল-
 সংসর্গিতয়া কর্ণকণচামরহম্ ব্রজন্তি ॥ ১১ ॥

বেলানিলায় প্রসূতা: মহোন্মিবিফুর্জধু-নির্বিশেবা: এতে
 ভুজঙ্গা: সূর্য্যাংশু-সম্পর্ক-সমৃদ্ধ-রাগৈ: ফণস্ট্বে: মণিভি:
 ব্যজ্যন্তে (উন্নয়ন্তে) ॥ ১২ ॥

বজ্রাখ্য ।—জনকনন্দিনি! দক্ষিণ নায়কের জ্ঞান
 এই সরিৎ-পতির সকল সরিতেই প্রতিই সমান অমুরাগ ।
 প্রগলভা কামিনীর জ্ঞান প্রবাহিণীগণ বাঁচি-ভরে নাচিতে
 নাচিতে আসিয়া যখন ইহার দিকে মুখ বাড়াইয়া দেয়, তখন
 সিদ্ধ ও অমনি স্বীয় তরঙ্গরূপ অধর-দানপূর্বক তাহাদের
 আশা পূরণ করে । সিদ্ধ প্রগাঢ়ভাবে যেমন ঐ নদীকূপিনী
 ললনাসিগের অধর-সুধা পান করে, তেমনি তাহাদিগকেও
 নিজের অধর পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে ।

দৈবহুর্যোগে, গাঢ়-তমস্বিনী আসিয়াছিল, তাই কত কষ্টে, কত লাজনায়, এই সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর কাল বনে বনে বিবাদ-
 রজনী যাপন করিয়াছেন । আজ আবার যথুর প্রভাতের অরণ্যরাগ হাসিয়া উঠিয়াছে । রাম সুখের দিমের! সাক্ষাৎ
 পাইয়াছেন ।

যে জন্ত যজ্ঞ-দেহ-ধারণ, এই পবিত্র সংসারক্ষেত্রের কণ্টকময় পথে বিচরণ, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; জিজ্ঞাসকের
 পরকলত্র, দুর্ভিক্ষ-অত্যাচারীর শান্তি-বিধান হইয়াছে । ইন্দ্রাদিদেবগণের জ্ঞানমুখে আবার প্রসাদের চিহ্ন দেখা দিয়াছে,
 জগজ্জন্তর একটী প্রধান কার্য, দেব-দানব-গন্ধকৈরও অসাধ্য কার্য সু-সম্পন্ন হইয়াছে, তাই আজ রাম এবং রাবের সঙ্গে

এই প্রকার সন্তোষ অল্প কোনো নায়কের ভাগ্যে বড়
 ঘটে না ॥ ৯ ॥

সীতে! ঐ দেখ, বিশালকায় তিমি মৎস্ত-সকল মুখ-
 ব্যাদান-পূর্বক নদীমুখ হইতে কত জল-জন্তর সহিত জল-
 রাশি গ্রহণ করিয়াই মুখ বন্ধ করিতেছে, আর তাহাদের
 মস্তকস্থিত ছিদ্রদ্বারা উৎসের জায় জলধারা উর্দ্ধে উদ্ভিত
 হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে ॥ ১০ ॥

প্রিয়তমে! ঐ দেখ,—মাতঙ্গাকার জলজন্তুসমূহ সহস্রা
 বেগে জলের উপর উদ্ভিত হইতেছে,—তাহাদের গায়ে
 লাগিয়া সমুদ্রের ফেনরাশি ছই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, কতক
 বা তাহাদের কপোল-দেশে লাগিয়া রহিয়াছে । আহা! যেন
 ঐ জল-মাতঙ্গদের কর্ণে কণকালের জন্য কে যেতলায়
 দোলাইয়া দিয়াছে! কি সুন্দর! ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মি! ঐ দেখ,—সমীর-সেবনের জন্য বৃহৎ বৃহৎ অজগর
 সকল বেলাভূমিতে বিরাট দেহ বিস্তার-পূর্বক পড়িয়া আছে,
 তরঙ্গগর্জনবৎ উহাদেরও কিরণ নাসিকাগর্জন হইতেছে,
 তরঙ্গাবলীর সঙ্গে একেবারে যেন মিলিয়া গিয়াছে । দেখ
 দেখ, উহাদের ফণ-স্থিত মণিজ্বালের প্রভা সৌরকিরণে কত
 বাড়িয়া উঠিয়াছে,—ঐ মণি না থাকিলে, উহাদিগকে তেনাই
 ঘাইত না ॥ ১২ ॥

• অধরম্পর্কিষু বিক্রমেযু পর্যন্তমেতৎ সহসোন্মিবেগাৎ ।
 উর্দ্ধাহুরপ্রোত-মুখং কথঞ্চিৎ ক্রেশাদপক্রামতি শঙ্খ-যুগ্মং ॥ ১৩ ॥
 প্রবৃত্তমাত্রেন পর্যাংসি পাতুর্মাবর্তবেগাদ ভ্রমতা যনেন ।
 আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ প্রমথ্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ ॥ ১৪ ॥
 দূরাদয়শ্চক্র-নিভস্ত তদ্বী তমাল-তালীবনরাজি-নীলা ।
 আভাতি বেলা লবণাধুরাশেধারানিবন্ধেব কলঙ্করেখা ॥ ১৫ ॥
 বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে সম্ভাবয়ত্যাননমায়তাক্ষি ।
 মামক্ষমং মণ্ডন-কাল-হানেবৈবীবিবিশাধরবন্ধ-তৃক্ষম ॥ ১৬ ॥

অনুব্রু।—তব অধরম্পর্কিষু বিক্রমেযু সহসা উর্দ্ধমেগাৎ
 পর্যন্তম্ উর্দ্ধাহুর-প্রোত-মুখং এতৎ শঙ্খযুগ্মং কথঞ্চিৎ
 ক্রেশাৎ অপক্রামতি ॥ ১৩ ॥

পর্যাংসি পাতুং প্রবৃত্তমাত্রেন আবর্তবেগাৎ ভ্রমতা যনেন
 অয়ং সমুদ্রঃ ভূয়ঃ গিরিণা (মন্দরেণ) প্রমথ্যমানঃ ইব ভূয়িষ্ঠম্
 আভাতি ॥ ১৪ ॥

অয়শ্চক্রনিভস্ত লবণাধুরাশেঃ দূরাৎ তদ্বী (তমুত্বেন
 প্রতীয়মানা) তমাল-তালীবন-রাজি-নীলা বেলা ধারানিবন্ধা
 কলঙ্ক-রেখা ইব আভাতি ॥ ১৫ ॥

অয়ি আয়তাক্ষি ! বেলানিলঃ কেতক-রেণুভিঃ তে আননং
 সম্ভাবয়তি । (তব) বিশাধরে বন্ধ-তৃক্ষং মাং মণ্ডন-কাল-
 হানেঃ অক্ষমং বেত্তি ইব (কিম্ ?) ॥ ১৬ ॥

অকথ্য।—বিশোক্তে ! ঐ দেখ,—তোমার অধরের
 জায় রক্তাভ বিক্রম-বৃক্ষের উপর, তরঙ্গবেগে আহত ও
 উত্তীর্ণ হইয়া কেমন করিয়া শঙ্খগুলি আসিয়া পড়িতেছে
 এবং বিক্রমের উর্দ্ধমুখ স্তূতিক অঙ্কুর বা শাখার
 অগ্রভাগে একেবারে বিধিয়া বাইতেছে ; আহা ! কত
 কঠে শঙ্খনিচয় ঐ অঙ্কুর হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া
 লইতেছে ॥ ১৩ ॥

কমললোচনে ! ঐ দেখ, মেঘের ব্যাপার ! লাকাশ
 হইতে নিয়মিকে লম্বমান হইয়া, স্তম্ভাকারে, মেঘ সমুদ্রের

জল-পান করিতে সবে নামিয়াছিল,—ইতিমধ্যেই সিদ্ধুর
 ভীষণ আবার্তের বেগে পড়িয়া সে কেমন ঘুরিতেছে, হাবু-ডুব
 খাইতেছে,—মনে হইতেছে, মন্দর পর্বতের দ্বারা সমুদ্রের
 বুঝি আবার মন্বন আরম্ভ হইল ॥ ১৪ ॥

ইন্দুমুখি ! ঐ দূরে—অতিদূরে,—অধোদেশে নিভান্ত
 ক্ষীণরেখার জায় প্রতীয়মান লবণাধুরাশির দলয়াকার তীর-
 ভূমি দেখা যাইতেছে ;—একবার দৃষ্টিদান কর, দেখ দেখ,
 তমাল ও তালবনমালায় বেলাভূমি একেবারে নীল—অতি
 গাঢ় নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ বেলার কি অপূর্ব
 শোভা-ই না জন্মিয়াছে ! ঐ দেখ, লৌহচক্রাকার নীলাধু-
 রাশির ধারাভাগে যেন কতনা মালিন্যের রেখা পড়িয়াছে !
 কি সুন্দর চিত্র ! ॥ ১৫ ॥

আয়ত-নয়নে ! এই আমরা প্রায় সিদ্ধুপারে আসিয়া
 পহঁছিলাম বলিয়া ।—এই দেখ, বেলা-প্রবাহী সমীরণ যেন কত
 সন্তর্পণে কেতক-পরাগ আনিয়া তোমার মুখে অঙ্কুলিষ্ট
 করিয়া দিতেছে, কত তাড়াতাড়ি তোমার অঙ্গরাগ করি-
 তেছে ; তোমার বিষতুল্য অধর পানে আমার যে কি অসহ
 পিপাসা জন্মিয়াছে, তোমার অঙ্গরাগের কালটুকুও যে আর
 অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, তাহা ঐ পরাগ-বাহী বায়ু
 বুঝিতে পারিয়াছে না কি ? নতুবা উহার এত তাড়াতাড়ি
 কেন ? ॥ ১৬ ॥

হাবরজ্জ্বল জগতেরও অপার আনন্দ ! রাম নারায়ণের পূর্ণ অবতার, আর স্বয়ং লক্ষ্মী সীতারূপে অবতীর্ণা, লক্ষ্মী-নারায়ণ
 আজ সম্মিলিত হইয়াছেন এবং পুষ্পকরথে উঠিয়া উর্দ্ধে—আকাশপথে, নিম্নস্থ পৃথিবীর শোভা দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন,
 তুচ্ছ জড় জগতের অনেক উর্দ্ধ দিয়া নক্ষত্রবেগে চলিয়াছেন, আর সমস্ত জড় জগৎ তাঁহাদের নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে।
 না না,—নিম্নে ঋষিকিয়া বাহার বতটুকু সম্পদ, ক্ষমতা, তাই দিয়া জড় জগতের তাবৎ পদার্থ রাম-সীতার পরিকর্য্য।

এতে বয়ঃ সৈকতভিন্ন-শুভ্রি-পর্যন্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ ।
 প্রাপ্তা মুহূর্তেন বিমান-বেগাৎ কুলং কলাবর্জিত-পূগ-মালম্ ॥ ১৭ ॥
 কুরুষ তাবৎ করভোরু । পশ্চান্নাগে মৃগ-প্রেক্ষিণি । দৃষ্টি-পাতম্ ।
 এষা বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ সকাননা নিম্পততীব ভূমিঃ ॥ ১৮ ॥
 কচিং পথা সঞ্চরতে সুরাণাং কচিৎ ঘনানাং পততাং কচিচ্চ ।
 যথাবিধো মে মনসোহভিলাষঃ প্রবর্ততে পশু তথা বিমানম্ ॥ ১৯ ॥
 অসৌ মহেন্দ্রদ্বিপদান-গন্ধিজিমাংগা-বীচিবিমর্দ-শীতঃ ।
 আকাশ-বায়ুর্দিমর্যোবনোথানাচামতি শ্বেদ-লবান্ মুখে তে ॥ ২০ ॥

অশ্রুতঃ ।—এতে বয়ঃ সৈকতভিন্ন-শুভ্রি-পর্যন্ত-মুক্তা-
 পটলং কলাবর্জিত-পূগ-মালং পয়োধেঃ কুলং বিমানবেগাৎ
 মুহূর্তেন প্রাপ্তাঃ (সঃ) ॥ ১৭ ॥

হে করভোরু ! অগ্নি মৃগপ্রেক্ষিণি ! তাবৎ পশ্চাৎ
 মার্গে (লঙ্ঘিতে পথি) দৃষ্টিপাতং কুরুষ । এষা সকাননা
 ভূমিঃ বিদূরীভবতঃ সমুদ্রাৎ নিম্পততি ইব (নিজ্রামতি, বহিঃ
 আগচ্ছতি ইব) ॥ ১৮ ॥

(অগ্নি সীতে !) বিমানং মে মনসঃ অভিলাষঃ যথাবিধঃ
 তথা প্রবর্ততে—পশু ! কচিৎ সুরাণাং পথা সঞ্চরতে, কচিৎ
 ঘনানাং, কচিৎ পততাং (পক্ষিণাং) চ (পথা সঞ্চরতে) ॥ ১৯ ॥

মহেন্দ্র-দ্বিপদান-গন্ধিঃ ত্রিমাংগা-বীচি-বিমর্দশীতঃ অসৌ
 আকাশবায়ুঃ তে মুখে দিনর্যোবনোথানু শ্বেদ-লবান্ আচা-
 মতি ॥ ২০ ॥

অক্ষা । প্রিয়তমে ! পুষ্পকের দ্রুত-গমন নিবন্ধন
 এই আমরা মুহূর্তমধ্যেই পয়োনিধির তীরে আসিয়া উপ-
 স্থিত হইলাম । দেখ দেখ, ঐ সিকতাময় বেলাভূমিতে রাশি
 রাশি শুভ্রি-মুখের জোড় খুলিয়া পড়িয়াছে ; আর তাহা
 হইতে কত মুক্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে । ঐ দেখ,
 শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত পূগ-বৃক্ষগুলিতে তাহাদের রক্তবর্ণ
 সুপক ফলের গুচ্ছে কি অপূর্ণ শোভাই না ধারণ করিয়াছে !
 দূর হইতে মনে হইতেছে, বেলারাশী যেন সুন্দর একছড়া হার
 পরিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

করভোরু ! একবার পশ্চাদ্ধিক দৃষ্টিপাত কর ।
 হরিণাঙ্কি ! ঐ দেখ, আমরা যতই সমুদ্র হইতে দূরে
 আগিতেছি, মনে হইতেছে যেন, বনানী-পূর্ণ ধরণীও ততই
 সাগর হইতে ক্রমে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, ইতিপূর্বে যেন
 তাহা সাগর-অঙ্গেই মিলিত ছিল ॥ ১৮ ॥

দেবি ! আজ তোমাকে লইয়া এই প্রত্যাবর্তনের কালে
 আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে যে কত নূতন নূতন অভিলাষ
 উৎপন্ন হইতেছে, তুমি কি তাহা জান ? আমার হৃদয়ের
 সেই নানা অভিলাষের স্রাব আমাদের বিমানও নানা পক্ষে
 ছুটিতেছে । কখনো আকাশগাত্রে দেবতাদের পথে, কখনো
 জলদমালার বিচরণমার্গে, কখনো আবার বিহঙ্গমকুলের
 পথ ধরিয়া বিমান চলিয়াছে । একবার নিরীক্ষণ কর ॥ ১৯ ॥

সীতে ! এখন মধ্যাহ্ন,—দিবাভাগের ইহা যৌবনকাল-
 স্বরূপ,—প্রিয়ে ! তোমার জীবনরূপ দিবসেরও এখন পূর্ণযৌবন ।
 সুন্দরি ! তোমার যৌবনসুন্দর বদনে সেই দিন-যৌবনের
 আবির্ভাবে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালের প্রথরতাপে—বিশু-বিশু
 ঘর্ম উদ্গত হওয়ায় কি শোভাই না জন্মিয়াছে ।—তোমার
 অনিন্দ্য-সুন্দর মুখকমলের ঐ ঘর্মজাল মার্জনা করিবার
 জন্তই, ঐ দেখ, আকাশ-গন্ধার তরঙ্গ-শীকর-সিক্ত এবং অদ্ব-
 বস্তী মহেন্দ্র পর্বতের ঐরাবত-মদ-গন্ধী মন্দ সমীরণ তোমার
 মুখে আসিয়া লাগিতেছে । জানকি ! সত্য বলিতে কি,
 বায়ুর উপর আমার হিংসা হইতেছে ॥ ২০ ॥

করিতেছে । আজ সমস্ত জড় জগৎ সজ্জিদানন্দ লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করিবার নিমিত্ত, প্রীতিবিধানের নিমিত্ত, যেন চৈতন্যময়
 হইয়া উঠিয়াছে ।—চৈতন্যস্বরূপের সংসর্গে আজ জড়ের জড়ত্ব দূর হইয়াছে ।

সূর্য্যবংশের অসূর্য্যপশু কুল-লক্ষ্মীকে রাক্ষস হরণ করিয়া নির্মল কুলে যে কলকলেপন করিয়াছিল, তাহা কালিত
 হইয়াছে । রক্তকাল পরে সম্মিলিত রাম-সীতা আনন্দরসে আশ্রুত হইয়া—একপ্রাণ হইয়া আকাশপথে চলিয়াছেন । কখনো

করেণ বাতায়ন-লক্ষিতেন স্পষ্টকরা চণ্ডি! কুতূহলিনী।
 আমুকতীবাভরণে দ্বিতীয়মুদ্রিতবিদ্যাবলয়ে। যমন্তে ॥ ২১ ॥
 অমী জনস্থানমপোচবিল্লং মধা সমারক-মণ্ডোচকানি ।
 অধ্যাসতে চীরভূতো যথাসং চিরোজ্জ্বিতাশ্চামমণ্ডলানি ॥ ২২ ॥
 সৈবা স্থলী যত্র বিচিষতা হাং ভ্রষ্টং ময়া নৃপুত্রমেকমুখ্যাম্ ।
 অদৃশ্যত হুচরণ'রবিন্দ-বিল্লবদুঃখাদিব বন্ধ-মৌনম্ ॥ ২৩ ॥
 হং রক্ষসা ভীক। যতোহপনীতা তং মার্গমেতাঃ কুপরা লতা য়ে ।
 অদর্শয়ন্ বক্তুমশকুবত্যঃ শাখা'ভিরাবজ্জিত-পল্লবাভিঃ ॥ ২৪ ॥

অমল্লভ।—অয়ি চণ্ডি কুতূহলিনী। স্বয়া বাতায়ন-লক্ষি-
 তেন করেণ স্পষ্টঃ উদ্ভিন্ন-বিদ্যাবলয়ে ঘনঃ তে দ্বিতীয়ম
 আভরণম্ আমুকতি ইব (পরিধাপয়তি ইব) ॥ ২১ ॥

অমী চীরভূতঃ জনস্থানম্ অপোচবিল্লং মধা সমারক-
 মণ্ডোচকানি চিরোজ্জ্বিতানি আশ্রয়-মণ্ডলানি যথাসম্
 অধ্যাসতে ॥ ২২ ॥

(জানকি !) এষা সা (পূৰ্ব্বাহ্নভূতা) স্থলী (দৃশ্যতে) ।
 যত্র হাং বিচিষতা ময়া হুচরণারবিন্দবিল্লবদুঃখাৎ ইব
 বন্ধমৌনম্ উৰ্দ্ধ্বাং ভ্রষ্টম্ একং নৃপুত্রম্ অদৃশ্যত ! ॥ ২৩ ॥

অয়ি ভীক ! হং রক্ষসা যতঃ (যেন মার্গেণ) অপনীতা,
 তং মার্গং বক্তুম্ অশকুবত্যঃ এতাঃ লতাঃ আবজ্জিত-
 পল্লবাভিঃ শাখাভিঃ কুপরা য়ে অদর্শয়ন্ ॥ ২৪ ॥

অশ্রুত।—কোপনে! বার বার পুস্পকের গায়ে
 আসিয়া সংলগ্ন হওয়ার মেঘের উপর তোমার কি ক্রোধ
 জন্মিয়াছে? তাই কি তুমি কুতূহল-বশে বাতায়ন-বিবর-পথে
 হাত বাড়াইয়া মেঘমালাকে স্পর্শ করিতেছ? ঐ দেখ, মেঘ-
 মল্ল-বিলাসিনী সৌদামিনী তোমার হাতে কেমন জড়াইয়া
 বাইতেছে,—সুন্দরি! দেখ দেখ, মেঘ বুঝি তোমার কর-
 পদ্মে আর এক গাছি বিছাতের বাল' পরাইয়া দিল! ॥ ২১ ॥

জানকি! দেখ দেখ, ঐ সেই তরুর জনহাদ। এখন
 আর ওখানে রাক্ষসাদির কোনো উপদ্রবই নাই। তাই
 বকলধারী মুনিবৃন্দ, ঐ স্থানকে বিষ-পরিশ্রম্য মনে করিয়া
 চির-পরিত্যক্ত স্ব স্ব আশ্রয়-বিভাগে ফিরিয়া আসিয়াছেন
 এবং নব নব পর্ণকুটীর নির্মাণ-পূৰ্ব্বক স্থখে বাস
 করিতেছেন ॥ ২২ ॥

ময়ু-কুল-লক্ষি! ঐ দেখ, ঐ সেই স্থান, তোমাকে
 অবেষণ করিতে করিতে যে স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিয়া-
 ছিলাম, তোমার চরণের একখানি নৃপুত্র, যেন তোমার
 অঙ্গচ্যুত হইয়াই মনের দুঃখে হৃদয়কাতে নীরবে পড়িয়া
 আছে। প্রিয়তমে! ঐ সেই স্থান ॥ ২৩ ॥

ভীক! রাক্ষসের নানোচ্চারণেই ভয় পাইও না।
 অধোদেশে ঐ যে লতাকুল, একবার ঐ দিকে দৃষ্টিপাত
 কর। তোমাকে হারাইয়া যখন আমি উন্নতবৎ চারিদিকে
 খুঁজিতেছিলাম, তখন, মনের দুঃখে যেন ভাষায় প্রকাশ
 করিতে না পারিয়া, ঐ কুজবস্ত্রিনী লতিকাবলী তাহাদের
 আনত পল্লববিশিষ্ট শাখা কন্দলপূৰ্ব্বক, রাক্ষস তোমাকে
 যে পথ দিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই পথ আমাকে দেয়াইয়া
 দিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিদ্যাবলিসিত মেঘের মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে, কখনো অমৃতশীকরবর্ষা জলদের অধোদেশে আনন্দ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে,
 কখনো বা মেঘলোকের উৰ্দ্ধদেশে,—শান্তগগনের উৎসকতলে বসিয়া আশ্রয়িত হইতে হইতে চলিয়াছেন। দূর—আকাশ-
 পৃষ্ঠ হইতে—অধোদেশে, অতি দূরে নীলকান্তি সমুদ্র এবং সীতার জন্ত সেই সমুদ্রবকে রামকৃত সেতুবন্ধন দেখা যাইতেছে।
 রাম দেখিতেছেন, দেখাইতেছেন। সীতার জন্ত রামকে হস্তর জলধি পর্যন্ত বন্ধন করিতে হইয়াছিল,—তাবিনা সীতার
 হৃদয়—অহুরাগ, প্রেম এবং কৃতজ্ঞতার সন্মিলিত উৎসের সহস্রধারে মাবিত হইতেছে। সীতা এক একবার সেই ভ্রামল
 সিদ্ধুর সেতুবন্ধনের দিকে চাহিতেছেন, আবার পরক্ষণেই সেই হৃদয় সেতুবন্ধন-বর্তা নন্দকোণাল-স্রাব রামের দিকে চাহি-
 তেছেন,—সীতার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছে ॥ ১—২১ ॥

দেখিতে দেখিতে বিমান সমুদ্র-পার হইয়া দণ্ডকারণের অন্তর্গত জনহানের উপরে আসিয়া পৌছিল। রাম দেখিলেন,

মৃগাশ্চ দর্ভাহুরনির্ব্যাপেক্ষান্তর্গতঃ সমবোধয়ন্ মাং ।
 ব্যাপারয়ন্ত্যো দিশি দক্ষিণত্যাং পশ্চ-রাজীনি বিলোচনানি ॥ ২৫ ॥
 এতন্ গিরেণাল্যবতঃ পুরস্তাবির্ভবত্যঙ্গরলেখি শৃঙ্গম্ ।
 নবং পরো যত্র ধনৈর্ময়া চ হৃদ্বিপ্ৰয়োগাশ্চ সমং বিমৃষ্টম্ ॥ ২৬ ॥
 গন্ধশ্চ ধারাহতপঞ্চলানাং কাদম্বমর্দ্ধোদগত-কেশরঞ্চ ।
 স্নিদ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাং বভূবুশ্মিন্নসহানি বিনা যয়া মে ॥ ২৭ ॥
 পূর্ববাহুভূতং স্মরতা চ যত্র কম্পোত্তরং ভীকৃ ! তবোপগূঢ়ম্ ।
 গুহা-বিসারীণ্যতিবাহিতানি ময়া কথঞ্চিদ্বন-গজ্জিতানি ॥ ২৮ ॥
 আসার-সিন্ধুক্ৰিতি-বাস্পযোগান্মামক্ষিণোদ যত্র বিভিন্ন-কোঠৈঃ ।
 বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে বিবাহ-ধুমারুণলোচন-শ্রীঃ ॥ ২৯ ॥

অর্থঃ—দর্ভাহুরনির্ব্যাপেক্ষাঃ মৃগাঃ চ উৎপশ্চ-
 রাজীনি বিলোচনানি দক্ষিণত্যাং দিশি ব্যাপারয়ন্ত্যো (সত্যঃ)
 তব অগতিজ্ঞঃ মাং সমবোধয়ন্ ॥ ২৫ ॥

মাল্যবতঃ নাম গিরেঃ অঙ্গরলেখি শৃঙ্গম্ এতৎ পুরস্তাৎ
 আবিস্তবতি । যত্র (গিরো) ধনৈঃ নবং পরং, যয়া স্বদ্বিপ্ৰ-
 যোগাশ্চ চ সমং বিমৃষ্টম্ ॥ ২৬ ॥

বশ্মিন্ (শৃঙ্গে) ধারাহতপঞ্চলানাং গন্ধঃ চ, অর্দ্ধোদগত-
 কেশরঃ কাদম্ব চ, স্নিদ্ধাঃ শিখিনাং কেকাঃ চ, যয়া বিনা মে
 সহানি বভূবুঃ ॥ ২৭ ॥

হে ভীকৃ ! যত্র (শৃঙ্গে) পূর্ববাহুভূতং কম্পোত্তরং তব উপগূঢ়ং
 স্মরতা ময়া গুহা-বিসারীণি ঘনগজ্জিতানি কথঞ্চিদ্বন-
 গজ্জিতানি চ ॥ ২৮ ॥

যত্র (শৃঙ্গে) বিভিন্ন-কোঠৈঃ নব-কন্দলৈঃ আসারসিন্ধু-
 ক্রিতি-বাস্পযোগাৎ (হেতোঃ) বিড়ম্ব্যমানা তে বিবাহ-ধুমা-
 রুণলোচন-শ্রীঃ মাং অক্ষিপোৎ ॥ ২৯ ॥

অর্থঃ—সীতে! ঐ যে মৃগ-গণকে দেখিতেছ,
 হায়া, তোমার আমি খুঁজিতেছি দেখিয়া কুণাস্থর তরুণে
 ধরন্ত হইয়া দক্ষিণদিকে উজ্জয়নে দৃষ্টপাশ-পূর্বক
 আমাকে ইজিতে বলিয়াছিল যে, তুমি ঐ দিকেই অপহৃত
 হইছ ॥ ২৫ ॥

জানকি! ঐ দেখ, সম্মুখে ঐ মাল্যবান্ পর্বতের
 শিরদ্বারা আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল

শিখর-গাত্রে নবজলসমুৎত মেঘমালার দর্শনে, সীতে!
 তোমাকে স্মরণ করিয়া কতই না কাঁদিয়াছিলাম, যেও
 তখন নববারিবর্ষণচ্ছলে আমার দুঃখে অশ্রুপাত করিয়া-
 ছিল। প্রিয়তমে! ঐ সেই স্থান ॥ ২৬ ॥

রাজপুত্রি! তোমার সহযোগে যে সকল বস্ত্র আমার
 মিতান্ত সুখজনক ছিল, বিরাহবস্থার তাহারাই সান্তিস্বর
 রূপের কারণ হইয়া উঠিল। নব-বারি-সিন্ধু মৃতিকার
 গন্ধ, অর্দ্ধোদগত কদম্বের মুকুল এবং ময়ূরগণের
 ঘনোহর কেকারব—এই সকল পদার্থ স্মরণ হইলেও
 চত্বালে তোমার বিরহে বিষতুল্য বোধ হইত ॥ ২৭ ॥

ভীকৃ! এই মাল্যবানের শিখরদেশে, পূর্বে কখনো
 ভীত ঘন-গজ্জন হইলে, তুমি চকিত-রূপে আসিয়া
 আমার আলিঙ্গন করিতে। সীতে! তোমাকে হারাইয়া,
 এখন এই পর্বতের গহ্বর-প্রতিধ্বনিত মেঘ-ধ্বনি শ্রবণ
 করিতাম, তখন তোমার সেই আলিঙ্গন মনে পড়ায়,
 আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বাহিত ॥ ২৮ ॥

প্রেরসি! এই মাল্যবানের শিখরদেশে, নবজল-সমুৎত
 ভিত্তি হইতে ধ্রুবর্ণ বাস্প উদ্ভিত হইত এবং সেই
 বাস্পের সহিত অতিরিক্তসিত রক্তবর্ণ নবকন্দল মিশ্রিত
 হইত। জানকি! তদর্শনে, তোমার বিবাহ-ধূমে অরুণাত
 মনের কাঙ্ক্ষা মনে পড়ায় আমার বুক কাঁচিয়া
 বাহিত ॥ ২৯ ॥

অর্থঃ—দর্ভাহুরনির্ব্যাপেক্ষাঃ মৃগাঃ চ উৎপশ্চ-
 রাজীনি বিলোচনানি দক্ষিণত্যাং দিশি ব্যাপারয়ন্ত্যো (সত্যঃ)
 তব অগতিজ্ঞঃ মাং সমবোধয়ন্ ॥ ২৫ ॥

উপাস্তবানীরবনোপগৃহাঙ্ক্যপারিগ্ৰব-সারসানি ।
 দূরাবতীর্ণা পিবতীৰ খেদাদয়ুনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ ॥ ৩০ ॥
 অত্রাবিস্কৃতানি রথাজ্জনাগ্নামত্ৰোদতোৎপল-কেশরাণি ।
 দম্বানি দূরাস্তরবর্তিনা তে ময়া প্রিয়ে ! সম্প্ৰহমীক্ষিতানি ॥ ৩১ ॥
 ইমাং তটাক্ষৌক-সতাং চ তদ্বীং স্তনাভিরামস্তবকাতিনম্রাম্ ।
 স্বপ্ৰাপ্তিবুদ্ধ্যা পরিরক্তকামঃ সৌমিত্রিণা সাশ্রুরহং নিবিদ্ধঃ ॥ ৩২ ॥
 অমূৰ্বিমানাস্তর-লগ্নিনীনাং শ্রদ্ধা স্বনং কাঞ্চন-কিঙ্কিণীনাং ।
 প্রত্যুদব্রজস্তীৰ খমুৎপতন্ত্যো গোদাবরী-সারস-পঙ্ক্তয়স্বাম্ ॥ ৩৩ ॥

অশ্রুতম্ ।—উপাস্তবানীরবনোপগৃহাঙ্ক্য-
 পারিগ্ৰব-সারসানি অমুনি পম্পাসলিলানি দূরাবতীর্ণা যে দৃষ্টিঃ
 খেদাৎ পিবতি ইব ॥ ৩০ ॥

অত্র (পম্পায়ঃ) অত্রোদতোৎপল-কেশরাণি অবি-
 যুক্তানি রথাজ্জনাগ্নাং দম্বানি তে দূরাস্তরবর্তিনা ময়া, অগ্নি
 প্রিয়ে ! সম্প্ৰহম্ দীক্ষিতানি ॥ ৩১ ॥

(সীতে)।—স্তনাভিরামস্তবকাতিনম্রাং তদ্বীম্ ইমাং তটাক্ষৌক-
 সতাং স্বপ্ৰাপ্তিবুদ্ধ্যা পরিরক্তকামঃ সাশ্রুঃ অহং চ
 সৌমিত্রিণা নিবিদ্ধঃ ॥ ৩২ ॥

বিমানাস্তরলগ্নিনীনাং কাঞ্চন-কিঙ্কিণীনাং স্বনং শ্রদ্ধা
 (স্বপ্ৰশব্দব্রাস্তা) খম্ উৎপতন্ত্যঃ অমুঃ গোদাবরীসারস-
 পঙ্ক্তয়ঃ স্বাং প্রত্যুদব্রজস্তি ইব ॥ ৩৩ ॥

অশ্রুতম্ !—জনকনন্দিনি ! ঐ দূরে
 নগ্ননাস্তিরাম পম্পা-সরোবরের জলরাশি, দেখিতে পাইতেছ
 কি ? দেখ দেখ, চতুষ্পাশ্ব হইতে মঞ্জুল বেতস-লতিকা
 জলে হেলিয়া পড়িয়াছে, আর তাহাদের মধ্যে, সরসীর নীল
 জ্বয়ে সারস-পঙ্ক্তি বীচিভরে মল মল নৃত্য করিতেছে,
 বেতস-ছায়ায় তাহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে না।
 সীতে ! পম্পার সৌন্দর্য্য-দর্শনে এতদূর হইতে ছুটিয়া যাওয়ায়
 আমার নগ্ননের যেন কত ক্রেশ হইয়াছে, তাই সে সাধ মিটা
 ইয়া উহার রূপামৃত পানপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিতেছে ॥ ৩০ ॥

প্রিয়তমে ! এই পম্পার জলে এক দিন চক্রবাকচক্র-
 বাকীর দল মিথুনভাবে সম্মিলিত হইয়া তরঙ্গের তালে
 তালে নাচিয়া ভাগিতেছিল, পরস্পর পরস্পরকে
 উৎপল-কেশর দান করিতেছিল, আর তোমার বিরহ-দম্ব
 রাম কাতর-নয়নে সেই মিলনের ছবি দেখিয়াছিল, জানকি !
 এই সেই পম্পা-সলিল ॥ ৩১ ॥

হরিণাক্ষি ! ঐ যে পম্পাতীরে শান্ত-মূর্ত্তি এক অশোক-
 লতিকা দেখিতেছ, এক দিন, স্তনের স্নায় মনোহর স্তবক-
 ভারে ঈষৎ আনত ঐ তদ্বী লতিকাকে “এই বৃক্ষ আমার
 সীতা” ভাবিয়া কাদিতে কাদিতে আমি আলিঙ্গন করিতে
 ছুটিয়াছিলাম। বিরহোন্মত্ত আমার তখন চেতনাচেতন জ্ঞান
 ছিল না। সীতে ! আমার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে
 লক্ষণ গিয়া আমাকে নিবারণ করিল, এবং তুল ভাঙ্গিয়া
 দিল। মৈথিলি ! তখন ঐ অশোকতলে বসিয়া কতই-না
 কাঁদিয়াছিলাম ॥ ৩২ ॥

জানকি ! দেখ দেখ, গোদাবরীর বক্ষোবিহারিণী
 সারস-শ্রেণি, শূঙ্খে, আমাদের বিমানের দিকে, কি সূক্ষ্মর—
 উড়িয়া আসিতেছে ! সীতে ! পুষ্পক-মধ্যবিলম্বিনী
 হেমকিঙ্কিণীর মধুর রুণ-রুণ ধ্বনি শ্রবণে বৃক্ষ
 উহার তোমাকে প্রত্যুদগমন করিয়া লইতেই এই দিকে
 ছুটিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

সেই বনকুম্মস্বরভি কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ ও শীতল-শিলাফলকে উপবেশন, সেই সীতার অঙ্কে মস্তকস্থাপনপূর্ব্বক, নদীতীরে
 বেতসকুঞ্জে শীত-সরীর-সংস্পর্শে শ্রান্ত-হৃদয় রামচন্দ্রের নিদ্রা,—সব মনে পড়িল। (৩৫) সহসা “বান” আসিলে নদীর
 বক্ষ ক্ষীত হইতে হইতে যেমন ক্রমে তাহার উভয় কুল ভাগাইয়া ইতস্ততঃ বহিয়া যায়, তদ্রূপ আজ জনহীন-দর্শনে রানের
 হৃদয়েও পূর্ব্বস্থতির কুলপ্লাবিনী বজ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বজ্রার প্রবল প্রবাহে তাঁহার গভীর হৃদয় ভাগিয়া
 গেল। রাম—উন্মুক্তচিত্তে, সীতাকে জনহীন-দর্শনে সেই সকল পূর্ব্বানুভূত স্থান দেখাইতে লাগিলেন। জনহীনে সীতা-সহিত

এবা স্বয়া পেশলমধ্যরাপি ঘটাসু-সংবদ্ধিত-বাল-কুতা ।

আনন্দয়তুমুখ-কৃষ্ণসারা দৃষ্টা চিরাৎ পঞ্চবটী মনো মে ॥ ৩৪ ॥

অত্রাশুগোদং যুগয়ানিবৃত্তস্তরঙ্গবাতেন বিনীত-খেদঃ ।

রহস্ত্বৎসঙ্গ-নিবন্ধমুর্দ্ধা অরামি বানীরগৃহেষু স্তম্ভঃ ॥ ৫৫ ॥

জ্ঞেভদ-মাত্রেণ পদানমঘোনঃ প্রজ্ঞশয়াং যো নহং চকার ।

তস্তাবিলাস্তঃপরিশুদ্ধিহেতোর্ভোমো মূনেঃ স্থান-পরিগ্রহোহয়ম্ ॥ ৬ ॥

অশ্রুত ।—পেশল-মধ্যরা অপি স্বয়া ঘটাসু-সংবদ্ধিত বালকুতা উমুখ-কৃষ্ণ-সারা চিরাৎ দৃষ্টা এবা পঞ্চবটী মে মনঃ আনন্দয়তি ॥ ৩৪ ॥

অত্র (পঞ্চবট্যাং) অশ্রুগোদং (গোদাবরীসমীপে) যুগয়া-নিবৃত্তঃ তরঙ্গবাতেন বিনীত-খেদঃ রহঃ স্বদ্বৎসঙ্গ-নিবন্ধ-মুর্দ্ধা (সন্ অহং) বানীরগৃহেষু স্তম্ভঃ অরামি ॥ ৫৫ ॥

যঃ (মুনিঃ) জ্ঞেভদ-মাত্রেণ নহং (রাজানং) মঘোনঃ পদাৎ প্রজ্ঞশয়াংকার, অবিলাস্তঃপরিশুদ্ধি-হেতোঃ তস্ত মূনেঃ ভোমঃ স্থান-পরিগ্রহঃ অয়ং (দৃষ্টান্তে) ॥ ৩৬ ॥

বক্তাথ ।—রাজপুত্রি ! এই পঞ্চবটী, একবার নিরীক্ষণ কর। আজ দীর্ঘকাল পরে উহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দধারায় আশ্রুত হইতেছে। কৃশোদরি ! তুমি বনবাস-ক্লেশে একান্ত কাতর থাকিয়াও কলস কলস জল সেচনে যে সকল বাল-সহকার সংবদ্ধিত করিয়াছিলে ও নবীন তৃণ-কবল দানে যে সমুদয় হরিণ-শিশুর জীবন-রক্ষা করিয়াছিলে, দেখ দেখ, ঐ সেই সহকার তরু সকল এক্ষণে প্রকাণ্ড

মহীকূহে পরিণত হইয়াছে, আর তাহাদের স্তনীতল ছায়ায়, তোমার সেই হরিণ-শ্রেণী উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া আছে। যেন দূরে—আকাশে, কোন্ চিরপরিচিত ব্যক্তিকে তাহারা দেখিতে পাইয়াছে। প্রিয়তমে ! একবার দর্শন কর ॥ ৩৪ ॥

সীতে ! এই সেই পঞ্চবটী,—যেখানে, যুগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া আমি ঐ গোদাবরীর তীরস্থিত বেতস-কুঞ্জে তরঙ্গ-নীতল-বায়ু সেবন করিয়া শান্তি দূর করিতাম এবং তোমার উৎসঙ্গে মত্তক-স্থাপনপূর্বক স্তম্ভে নিদ্রা যাইতাম। প্রিয়তমে ! আজ সেই স্তম্ভের নিদ্রা মনে পড়িতেছে এবং সাধ হইতেছে,—আবার সেইরূপ নিদ্রা যাই ॥ ৩৫ ॥

যে অগস্ত্যমুনি শুধু ক্রোধচণ্ড জ-কম্পনের প্রভাবে রাজ্য নহমকে ইজ্জ-পদ হইতে প্রকৃষ্ট করিয়াছিলেন, ঐহার উদ্বোধন শরৎকালে সমস্ত জলের আবিলতা নষ্ট হয়, সীতে ! এই সেই অগস্ত্যমুনির আশ্রম ॥ ৩৬ ॥

রামের যেমন অনেক স্তম্ভের স্মৃতি বিদ্যমান, তেমনি, সীতা-বিরহিত রামের দুঃখময় জীবনের অনন্ত দুঃখের স্মৃতিও জনস্থানের প্রতিপর্কতে, প্রতিবৃক্ষে, প্রতিপল্লবে, প্রতিপত্রে, এমন কি,—প্রতিপশুতে, প্রতিপক্ষীতে বিরাজমান।

কোথায় অপহৃত সীতার একথানা নুপুর রাম পাইয়া বক্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, (২৩) কোথায় কোন্ লতা তাঁহাকে সীতার অপহরণ-পথ দেখাইয়া দিয়াছিল (২৪), কোথায় কোন্ হরিণী সজল-নয়নে সীতাপহারী রাক্ষসের প্রস্থান-দিক ইন্ধিতে বলিয়াছিল (২৫), আবার কোথায় কোন্ সরোবরের স্তনীলজলে সারসমিথুনের গুণমালাপ-দর্শনে সীতা-বিরহ-কাতর সীতাপতি চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন (৩১), আজ মিলনের দিনে, সেই বিরহদিনের ঘটনাবলী সীতাহৃদয়-সর্বস্ব তাঁহার হৃদয়েধরীকে একে একে দেখাইতে লাগিলেন। সীতাবিরহে উন্মত্ত হইয়া, সীতাময়জীবন রাম, কোথায় কোন্ কুসুমময়ী ফুল লতিকাকে সীতাজ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন (৩২), কোথায় কোন্ বর্ষাস্পর্শে রোমাঞ্চিতকান্ন কদম্বতরুর তলে ময়ূরের পুচ্ছ-বিস্তারের তালে তালে কেকাধনি শ্রবণে বিরহী রাম যাতনায় ছটফট করিয়াছিলেন (২৭), কোথায় জলসেচনের দ্বারা কোন্ বাল-সহকারতরুকে সীতা সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন (৩৪) আজ সে সমস্ত সীতানাম তাঁহার আদরিণীকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে একে একে দেখাইলেন। সীতা দেখিলেন,—দেখিতে দেখিতে একেবারে বিগলিত হইলেন; এবং তাঁহার বশবদ আর্ধ্যপুত্রের সেই পূর্বাবস্থা স্মরণ করিয়া, শাস্ত্রনয়নে মাঝে মাঝে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন ॥ ২২-৩৫ ॥

ত্রেতাঋষিমাগ্রনিম্যকীর্ত্তেতত্তদমাক্রান্তবিমানমার্গম্
 জাযা হবির্গন্ধি রজোবিমুক্তঃ সমশ্রুতে মে লঘিমানমাত্মা ॥ ৩৭ ॥
 এতন্মূর্নেমানিনি । শাতকর্ণে পঞ্চাঙ্গরো নাম বিহার-বারি ।
 আভাতি পর্যাস্তবনং বিদুরানমেঘান্তরালক্ষ্যমিবেন্দুবিশ্বম্ ॥ ৩৮ ॥
 পুরা স দর্ভাকুরমাত্রবৃতিশ্চরন মৃগৈঃ সার্কম্বির্মঘোনা ।
 সমাধি-ভীতেন কিলোপনীতঃ পঞ্চাঙ্গরোযৌবনকূটবন্ধম্ ॥ ৩৯ ॥
 তস্তায়মন্তহিতসোধভাজঃ প্রসক্তসঙ্গীত-মৃদঙ্গ-ঘোষঃ ।
 বিয়দগতঃ পুষ্পকচন্দ্র-শালাঃ ক্ষণং প্রতিশ্রুতমুখরাঃ কেরোতি ॥ ৪০ ॥
 হবির্ভূজামেধবতাং চতুর্গাং মধ্যে ললাটস্তপ-সপ্ত-সপ্তিঃ ।
 অসৌ তপস্তাত্যপরস্তপস্বী নাম্না স্মৃতীক্লশ্চরিতেন দাস্তঃ ॥ ৪১ ॥

অমন্ত্র — অনিন্দ্য-কীর্ত্তে: তস্ত (অগস্ত্য) অক্রান্ত-
 বিমান-মার্গঃ হবির্গন্ধি ত্রেতাঋষিমাগ্রম্ ইদং জাযা রজো-
 বিমুক্তঃ যে আত্মা লঘিমানং সমশ্রুতে ॥ ৩৭ ॥

হে মানিনি! শাতকর্ণে: মূনে: পঞ্চাঙ্গরো: নাম
 (প্রসিদ্ধ) পর্যাস্তবনম্, এতৎ বিহার-বারি (ক্রীড়াসর:)।
 বিদুরাং মেঘান্তরালক্ষ্যম্, (ঈন্দুবিশ্বম্) ইন্দুবিশ্বম্ ইব
 আভাতি ॥ ৩৮ ॥

পুরা দর্ভাকুরমাত্রবৃতি: মৃগৈ: সার্কম্ চরন স: ঋষি:
 (শাতকর্ণি:) সমাধিভীতেন মঘোনা পঞ্চাঙ্গরোযৌবন-কূটবন্ধম্
 উপনীত:—কিল ॥ ৩৯ ॥

অন্তহিত-সোধভাজ: তস্ত (শাতকর্ণে:) অঙ্গং প্রসক্ত-
 সঙ্গীতমৃদঙ্গঘোষ: বিয়দগত: (সন্) পুষ্পক-চন্দ্রশালা: (মম
 পুষ্পকরথস্ত শিরোগৃহাণি) ক্ষণং প্রতিশ্রুত-মুখরা:
 কেরোতি ॥ ৪০ ॥

নাম্না স্মৃতীক্ল: চরিতেন দাস্ত: অসৌ অপর: তপস্বী
 এধবতাং চতুর্গাং হবির্ভূজাং মধ্যে ললাটস্তপ-সপ্ত-সপ্তি: (সন্)
 তপস্ততি ॥ ৪১ ॥

বক্তব্য — গীতে! সেই অনিন্দ্যকীর্ত্তি অগস্ত্য ঋষির
 দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই ত্রিবিধ হোমায়ির
 ধূমশিখায়, দেখ, আকাশ-মার্গ আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং উহার
 স্তম্ভাংশে আমার হৃদয় রজোগুণ-বিমুক্ত হইয়া অপূর্ণ
 প্রলয়ভা লাভ করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

অভিমানিনি! অপরের বিহার-স্থান দেখাইতেছি বলিয়া,

আমার উপর বৃথা অভিমান করিও না। এই—অধোদেশে
 শাতকর্ণি মূনির “পঞ্চাঙ্গরো” নামক উপবন-বেষ্টিত
 কেলি-সারোবর,—মেঘের অন্তরাল হইতে ঈষৎপরিদৃষ্ট
 চন্দ্রবিশ্বের জায় শোভা পাইতেছে,—একবার চাহিয়া
 দেখ ॥ ৩৮ ॥

পুরাকালে ঐ ঋষি শাতকর্ণি, মৃগকুলের সহিত বনে বনে
 বিচরণ-পূর্বক শুধু কুশাকুর ভক্ষণের দ্বারা কোনমতে জীবন-
 যাত্রা নির্বাহ করিয়া অতি কঠোর তপস্তা করিতেছিলেন;
 ঋষির সেই অটল সমাধি-দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রের অতিশয়
 আশঙ্কা জন্মে, তাই তিনি পাঁচটি অঙ্গরা পাঠাইয়া,—তাহা-
 দের নবযৌবনের কপট বাগুরায় ঋষিকে আবদ্ধ করত—সে
 অতুল সমাধির সর্বনাশ করেন ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়তমে! আমাদের পুষ্পক-রথের শীর্ষস্থিত কক্ষসমূহে
 কিসের প্রতিধ্বনি হইতেছে—জান? সেই সমাধিচ্যুত
 শাতকর্ণি এখন ঐ কেলি-সারোবরের জলমধ্যবর্তী এক স্রম্য
 প্রাসাদে বাস করিতেছেন। উহারই নিরন্তর মৃদঙ্গ-ধ্বনির
 সহিত মিশ্রিত সঙ্গীতের ঐ প্রতিশব্দ ॥ ৪০ ॥

ঐ দেখ, ঐ আর এক জন ঋষি কি কঠোর তপস্তার
 রত! উহার নাম “স্মৃতীক্ল”—কিন্তু চরিত্রবাহাশ্চ্যে
 অমন দাস্ত ব্যক্তি অতি বিরল। ঐ ঋষি চারিদিকে
 কাষ্ঠ-সহযোগে অগ্নিচতুষ্টয় প্রজ্জ্বলিত করিয়া, তন্মধ্যে
 উপবেশনপূর্বক স্মৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত তপস্তা
 করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

ভয়ঃ সহাস-প্রহিতেক্ষণানি ব্যাজার্দ্ধসন্দর্শিত-মেখলানি ।
 নালং বিকর্তুং জনিতেন্দ্রশঙ্কং সুরাঙ্গনাবিভ্রমচেষ্টিতানি ॥ ৪২ ॥
 এষোহক্ষমালাবলয়ঃ যুগাণাং কণ্ঠয়িতারং কুশ-সুচি-লাবম্ ।
 সভাজনে মে ভুজমূর্দ্ধবাহুঃ সব্যোতরং প্রাধ্বমিতঃ প্রযুক্তো ॥ ৪৩ ॥
 বাচযমদ্বাং প্রণতিং মমৈব কম্পেন কিঞ্চিং প্রতিগৃহ যুগ্মঃ ।
 দৃষ্টিং বিমানব্যবধানমুক্তাং পুনঃ সহস্রাচ্চিষি সন্নিধন্তে ॥ ৪৪ ॥
 অদঃ শরণ্যং শরভঙ্গনামস্তপোবনং পাবনমাহিতায়েঃ ।
 চিরায় সন্তপ্য সমিষ্টিরয়িং যো মন্ত্রপূতাং তন্মমপ্যাহৌষীং ॥ ৪৫ ॥
 ছায়াবিনীতাধ্ব-পরিশ্রমেষু ভূয়িষ্ঠ-সম্ভাব্য-ফলেষু অবিবৃ
 তস্তাতিথীনামধুনা সপৰ্য্যা স্থিতা স্পৃহেজ্জৈব পাদপেষু ॥ ৪৬ ॥

অশ্রয়ঃ ।—জনিতেন্দ্র-শঙ্কম্ অয়ং (সুতীক্ষ্ণং) সহাস-
 প্রহিতেক্ষণানি ব্যাজার্দ্ধ-সন্দর্শিত-মেখলানি সুরাঙ্গনাবিভ্রম-
 চেষ্টিতানি বিকর্তুং অলং ন (বভূবুঃ) ॥ ৪২ ॥

উর্দ্ধবাহুঃ এষঃ অক্ষমালাবলয়ঃ যুগাণাং কণ্ঠয়িতারং
 কুশ-সুচিলাবং সব্যোতরং ভুজং মে সভাজনে ইতঃ প্রাধ্বং
 (অমুকুলং) প্রযুক্তো ॥ ৪৩ ॥

এষঃ (সুতীক্ষ্ণঃ) বাচযমদ্বাং মম প্রণতিং কিঞ্চিং
 যুগ্মঃ কম্পেন প্রতিগৃহ বিমানব্যবধান-মুক্তাং দৃষ্টিং পুনঃ
 সহস্রাচ্চিষি সন্নিধন্তে ॥ ৪৪ ॥

শরণ্যং পাবনম্ অদঃ (দৃশ্যমানম্) আহিতায়েঃ শরভঙ্গ-
 নায়ঃ (তাপসস্ত) তপোবনম্ । যঃ (ঋষিঃ) চিরায়
 অয়িং সমিষ্টিঃ সন্তপ্য মন্ত্রপূতাং তন্মম্ অপি (তত্র)
 অহৌষীং ॥ ৪৫ ॥

অধুনা তস্ত (শরভঙ্গস্ত) (সম্বন্ধিনী) অতিথীনাং সপৰ্য্যা
 ছায়াবিনীতাধ্বপরিশ্রমেষু ভূয়িষ্ঠ-সম্ভাব্য-ফলেষু অবিবৃ
 পেষু স্পৃহেজ্জৈব স্থিতা ॥ ৪৬ ॥

অজ্ঞানঃ ।—এই সুতীক্ষ্ণের কঠোর তপস্বাদর্শনে
 দেবরাজ ইন্দ্রের এতই ভয় হইয়াছিল যে, তিনি তাড়াতাড়ি
 কতকগুলি অঙ্গরাকে ইহার তপোভঙ্গের জন্য পাঠাইয়া দেন,
 তাহারাও আসিয়া সন্মিতবদনে কত প্রকার কটাক্ষবর্ণন,
 হলকবে নিতবহ্নিত মেখলার খলন ও মনোহর কটি-
 অধোমুখের কিরণবর্ণের প্রদর্শন প্রভৃতি কত কি ছলনা করিতে

লাগিল, কিন্তু কিছুতেই এই নির্বিকার ঋষির তপোভঙ্গ
 করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৪২ ॥

প্রিয়ে! ঐ উর্দ্ধবাহু সুতীক্ষ্ণ ঋষি যে হস্তের দ্বারা
 আশ্রমযুগগণের গাত্র কণ্ঠয়ন করিয়াছেন এবং সূচ্যগ্রবৎ
 তীক্ষ্ণ কুশাগ্র-মুষ্টিচ্ছেদন করিয়া থাকেন,—ঐ দেখ, অক্ষমালা-
 সমন্বিত সেই দক্ষিণ হস্ত আমাদের দিকে, সম্মান-প্রদর্শনের
 নিমিত্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

ঐ দেখ, ঋষি নিজে যোনব্রতালম্বী, তাই শিরঃকম্পন-
 পূর্বক মৎকৃত প্রণাম গ্রহণ করিলেন। আমাদের বিমান
 ঋষির নয়ন-পথ প্রায় অতিক্রম করিল বলিয়া, দেখ দেখ,
 আবার সৌরমণ্ডলে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল ॥ ৪৪ ॥

জানকি! ঐ অদূরে শরভঙ্গ-নামক আহিতায়ি তপো-
 ধনের পরম পবিত্র ও রমণীয় আশ্রম। অনেক বিপন্নের উহা
 আশ্রয়স্থল। ঐ মহর্ষি বহুকাল সমিধাদির দ্বারা হতাশনের
 আরাধনা-পূর্বক, শেষে নিজের দেহ পর্যন্ত মন্ত্রপূত করিয়া
 সেই হোমানলে আহুতি দিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

সীতে। আজ সেই পুণ্য-চরিত মহর্ষি নাই, আশ্রম শূন্য
 কিন্তু তবুও তাঁহার আশ্রমের অতিথি-সৎকার নিরন্তর
 অব্যাহত-ভাবেই চলিতেছে। কেন না—ঋষির স্পৃহা-
 স্থানীয় আশ্রমপাদপগণ ক্রান্ত পথিকদিগকে স্নিগ্ধছায়া-
 দানে এবং প্রচুর সুফল-সমর্পণে এখনও সেবা করিয়া
 থাকে ॥ ৪৬ ॥

ধারাস্থনোদগারিদরীমুখোহসৌ শৃঙ্গাগ্রলগ্নাস্থদবপ্রপঞ্চঃ ।
 বধ্নাতি মে বজ্রুর-গাত্রি । চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্ভানিব চিত্রকূটঃ ॥ ৪৭ ॥
 এষা প্রসন্ন-স্তিমিত-প্রবাহা সরিদ্ধিদুরাস্তরভাবতরী ।
 মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে মুক্তাবলী কণ্ঠগতব ভূমেঃ ॥ ৪৮ ॥
 অয়ং সুজাতোহমুগিরং তমালঃ প্রবালমাদায় সুগন্ধি যশ্চ ।
 যবাক্ষুৰাপাণ্ডুকপোলশোভী ময়াবতংসঃ পরিকল্পিতস্তে ॥ ৪৯ ॥
 অনিগ্রহত্রাসবিনীতসত্ত্বমপুস্পলিঙ্গাৎ ফলবন্ধি-বৃক্ষম্ ।
 বনং তপঃসাধনমেতদত্রৈবাক্ষিতোদগ্রতর-প্রভাবম্ ॥ ৫০ ॥
 অত্রাভিষেকায় তপোধনানাং সপ্তর্ষিহস্তোদ্ধ তহেম-পদ্মাম্ ।
 প্রবর্তয়ামাস কিলামুসুয়া ত্রিশ্রোতসং ত্র্যম্বকমৌলিমালাম্ ॥ ৫১ ॥

অম্বস্ব ।—অয়ি বজ্রুর-গাত্রি । ধারাস্থনোদগারি-
 দরীমুখঃ শৃঙ্গাগ্র-লগ্নাস্থদবপ্রপঞ্চঃ অসৌ চিত্রকূটঃ দৃপ্তঃ ককুদ্ভানু
 ইব মে চক্ষুঃ বধ্নাতি (আকৃষ্টং কৰোতি) ॥ ৪৭ ॥

প্রসন্ন-স্তিমিত-প্রবাহা বিদুরাস্তরভাবতরী মন্দাকিনী (নাম)
 (চিত্রকূটপ্রাস্তবাহিনী) এষা সরিৎ নগোপকণ্ঠে ভূমেঃ কণ্ঠগতা
 মুক্তাবলী ইব ভাতি ॥ ৪৮ ॥

অমুগিরং সুজাতঃ তমালঃ অয়ং (দৃশ্যতে), যশ্চ (তমালশ্চ)
 সুগন্ধি প্রবালম্ আদায় ময়া তে যবাক্ষুৰাপাণ্ডুকপোলশোভী
 অবতংসঃ (পুরা) পরিকল্পিতঃ ॥ ৪৯ ॥

অনিগ্রহত্রাসবিনীত-সত্ত্বম্ অপুস্পলিঙ্গাৎ ফলবন্ধি-বৃক্ষম্
 আক্সিতোদগ্রতরপ্রভাবম্ অত্রৈঃ (মূনেঃ) তপঃসাধনম্ এতৎ
 বনম্ ॥ ৫০ ॥

অত্র (বনে) অমুসুয়া (অত্রিপত্নী) সপ্তর্ষি-হস্তোদ্ধত-হেম-
 পদ্মাং ত্র্যম্বকমৌলিমালং ত্রিশ্রোতসং (ভাগীরথীং) তপো-
 ধনানাম্ অভিষেকায় প্রবর্তয়ামাস কিল (প্রবাহয়ামাস) ॥ ৫১ ॥

বজ্রার্থ ।—অয়ি বজ্রুর-গাত্রি ! দেখ দেখ, ঐ চিত্র-
 কূট পর্বত যেন গর্জোৎফুল্ল বৃষভের ন্যায় শোভা পাই-
 তেছে । নির্যধারা পতিত হওয়ায় উহার গুহামুখ সকল
 শিনাদিত হইতেছে এবং শৃঙ্গের উপর মেঘ সংলগ্ন
 হওয়ায়, য.ন হইতেছে বৃষি, বগ্র-ক্রীড়ারত বৃষভরাজের
 শৃঙ্গে পঙ্ক-সংযুক্ত হইয়াছে । কি সুন্দর দৃশ্য ! ॥ ৪৭ ॥

মন্দাকিনী । দেখ, ঐ দূরে একগাছি হারের ন্যা-
 প্রভাবমালা মন্দাকিনী-নদী—কেমন সুন্দর—চিত্রকূটের

পাদদেশ বহিয়া চলিয়াছে । কি স্বচ্ছ এবং নিখর জল,
 কত ধীরে ধীরে বহিতেছে, মনে হইতেছে, পর্বত-প্রান্ত-
 বর্ত্তিনী ভূমি যেন কণ্ঠদেশে এক ছড়া মুক্তার মালা
 পরিয়াছে । একবার নিরীক্ষণ কর ॥ ৪৮ ॥

সীতে ! মনে পড়ে, চিত্রকূটের সমীপে ঐ সেই তমাল
 গাছ ! এখন কত বড় হইয়াছে ! এক দিন উহার সুরভি
 পল্লব দিয়া আমি তোমার অবতংস করিয়া দিয়াছিলাম,
 কানে পরাইয়াছিলাম । কিন্তু যবাক্ষুরের জ্বালা ঈষৎ পাণ্ডু-
 বর্ণ-বিশিষ্ট তোমার স্বচ্ছ কপোলদেশে ঐ সুনীল তমাল-
 পল্লবে কি অপূর্ণ শোভাই না জন্মিয়াছিল ! প্রিয়তমে !
 মনে পড়ে সে কথা ? ॥ ৪৯ ॥

রাজ-পুত্রি ! এই মহর্ষি অত্রির তপস্তার স্থান । দেখ
 দেখ, কোনরূপ শাসন না করিলেও এই তপোবনের
 পশুগণ কেমন অহিংসভাবে রহিয়াছে এবং ফুল না
 ফুটিলেও বৃক্ষসমূহে কি সুন্দর ফল ধরিতেছে । এ
 সমুদয় আশ্চর্য্য ব্যাপারে সহজেই অমুগিত হয় যে, ঋষির
 প্রভাব কি অতুলনীয় ! ॥ ৫০ ॥

সীতে । এই মহর্ষি অত্রির সহধর্ম্মিণী অমুসুয়ার প্রভাব
 শুনিতে তুমি বিস্মিত হইবে । আকাশে সপ্তর্ষিগণ যে
 ত্রিপথগার স্বর্ণপদ্ম স্বহস্তে চয়ন করিয়া থাকেন, শঙ্করের
 জটিল মৌলিতে যিনি মালার ন্যায় বিরাজ করেন, সেই
 ভাগীরথীকে এই আশ্রমের ঋষিবৃন্দের স্নানাদি অভিষেকের
 উদ্দেশ্যে, অমুসুয়া এই স্থানে প্রবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

বীরাশনৈর্ধানজুষামৃষীণামমী সমধ্যাসিত-বেদি-মধ্যাঃ ।
 নিবাতনিকম্পতয়া বিভাতি যোগাধিকৃতা ইব শাখিনোহপি ॥ ৫২ ॥
 দ্বয়া পুরস্তাছপযাচিতো যঃ সোহয়ং বটঃ শ্রাম ইতি প্রতীতঃ
 রাশির্মণীনামিব গারুড়ানাং সপদ্মরাগঃ ফলিতো বিভাতি ॥ ৫৩ ॥
 কচিং প্রভালেপিভিরিন্দুনীলৈর্মুক্তাময়ী যষ্টিরিবাহুবিক্রা ।
 অগ্নাত্র মালা সিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতাস্তুরেব ॥ ৫৪ ॥
 কচিং খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্ব-সংসর্গবতী বপুঃক্তিঃ ।
 অগ্নাত্র কালাগুরুদন্ত-পত্রা ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্লিতেব ॥ ৫৫ ॥
 কচিং প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিচ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব ।
 অগ্নাত্র শুভ্রা শরদব্রলেখা রন্ধে শ্বিবাঙ্ক-নভঃ-প্রদেশা ॥ ৫৬ ॥
 কচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরশ্চ ।
 পশ্যানবজাগ্নি ! বিভাতি গঙ্গা ভিন্ন-প্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ ॥ ৫৭ ॥

অ. শ্রবণ ।—বীরাশনৈঃ ধ্যানজুষামৃষীণাং সমধ্যাসিত-বেদিমধ্যাঃ অমী শাখিনঃ অপি নিবাতনিকম্পতয়া যোগাধিকৃতাঃ ইব (ধ্যানস্থাঃ ইব) বিভাতি ॥ ৫২ ॥

দ্বয়া পুরস্তাৎ (পূর্বাৎ) যঃ উপযাচিতঃ, শ্রামঃ ইতি প্রতীতঃ সঃ বটঃ অয়ং ফলিতঃ (সন্) সপদ্মরাগঃ গারুড়ানাং মণীনাং (মরকতানাং) রাশিঃ ইব বিভাতি ॥ ৫৩ ॥

(অধুনা প্রয়াগস্থং গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমং শ্লোক-চতুষ্ঠয়েন বর্ণয়তি) । অয়ি অনবজাগ্নি ! যমুনাতরঙ্গৈঃ ভিন্ন-প্রবাহা গঙ্গা বিভাতি, পশু । (কিম্ব্রূতা সা ?)—কচিং (প্রদেশে) প্রভালেপিভিঃ ইন্দুনীলৈঃ অমুবিক্রা মুক্তাময়ী যষ্টিঃ (হারাবলী) ইব (বিভাতি), অগ্নাত্র (প্রদেশে) ইন্দীবরৈঃ উৎখচিতাস্তুরা সিতপঙ্কজানাং মালা ইব (বিভাতি) । কচিং কাদম্ব-সংসর্গ-বতী (নীল হংস-সংশ্লিষ্টা) প্রিয়-মানসানাং খগানাং (রাজ-হংসানাং) বপুঃক্তিঃ ইব (বিভাতি), অগ্নাত্র কালাগুরুদন্তপত্রা ভুবঃ চন্দন-কল্লিতা ভক্তিঃ ইব (বিভাতি) । কচিং (প্রদেশে) ছায়া-বিলীনৈঃ তমোভিঃ শবলীকৃতা চান্দ্রমসী প্রভা (চন্দ্রিকা) ইব (বিভাতি), অগ্নাত্র রন্ধেযু আলঙ্কা-নভঃ-প্রদেশা—শুভ্রা শরদব্রলেখা (শরদমেঘ-পঙ্কতিঃ) ইব (বিভাতি) । কচিং চ কৃষ্ণোরগভূষণা ভস্মাঙ্গরাগা দীপ্তরশ্ম তনুঃ ইব (বিভাতি) । (কলাপকম্) ॥ ৫৪-৫৫-৫৬-৫৭ ॥

বজ্রার্থ ।—ঐ দেখ, জপাদি সাধন-কর্মের প্রধান অঙ্গ বীরাশনে বসিয়া ঋষিগণ ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, আর তাঁহাদের বেদি-মধ্যাজাত পাদপসমূহও ঐ বায়ুপ্রচার-শূণ্যস্থানে কেমন নিশ্চল আলেখ্য-লিখিতের জায় শোভা

পাইতেছে ; দেখিলে মনে হয়, তাহারিও যেন সমাধিমগ্ন হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছে ॥ ৫২ ॥

সীতে ! মনে পড়ে ?—পূর্বে তুমি যে বটবৃক্ষের নিকট, নিরাপদে আমার বনবাস-ব্রত পালনের কামনায় প্রার্থনা করিয়াছিলে, এই সেই শ্রাম-নামে প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ । দেখ দেব, ঐ বৃক্ষে কি সুন্দর লাল লাল ফল ধরিয়াছে,—মনে হইতেছে, যেন পদ্মরাগ-মণির সহিত মিশিয়া রাশীকৃত নীলকান্ত-মণি শোভা পাইতেছে ॥ ৫৩ ॥

অয়ি সর্দাঙ্গসুন্দরি ! ঐ দেখ,—স্বেত-সলিলা গঙ্গার প্রবাহ নীল-সলিলা যমুনার তরঙ্গের সহিত মিশিয়া কি অপূর্ণ ত্রী ধারণ করিয়াছে ! কোথাও যেন একহুড়া শুভ্র মুক্তার মালার মধ্যে মধ্যে নয়নমনোহর ইন্দুনীলমণি গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে, আবার কোথাও বা স্বেত-পদ্মের মালায় নীল-পদ্ম গাঁথা রহিয়াছে । কোনো স্থানে মানস-সরোবর-গামী অমল-ধবল রাজহংসশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া যেন নীলহংস-শ্রেণী মিশিয়াছে, কোথাও বা বসুধা-দেবীর চন্দন-চর্চিত কলেবরে কৃষ্ণগুরুর দ্বারা পত্র-রচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে । কোথাও যেন শুভ্র চন্দ্রিকা-জালেব মধ্যে আসিয়া গুরুচ্ছায়া-নীল অন্ধকার মিশিয়াছে, আবার কোথাও বা শরতের বিচ্ছিন্ন ও শুভ্র মেঘের মধ্য দিয়া যেন সুনীল আকাশ দেখা যাইতেছে । ঐ দেখ, কোন কোন স্থানে, মনে হইতেছে যেন, শঙ্করের রজতগিরিনিভ কলেবরে ভস্মের অঙ্গরাগ করিয়া তাহাতে কৃষ্ণ-সর্পের বিভূষণ পরানো হইয়াছে । কি অপূর্ণ দৃশ্য ! একবার দৃষ্টিপাত কর ॥ ৫৪-৫৫-৫৬-৫৭ ॥

তাৎপর্য ।—আজ মিলনের দিনে, যত কিছু মিলিত হৃদয়ের অমূল্য, সেই সমস্ত চিত্রই রামের নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছে এবং তিনি অতি আদরের সহিত তাঁহার আদরিণীকে সেই সকল চিত্র দেখাইতেছেন । গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের

সমুদ্রপন্থ্যোজ্জ্বল-সন্নিপাতে পুত্ৰাশ্বনামত্র কিলান্তিবেকাৎ ।

তত্ত্বাববোধেন বিনাপি ভূয়ন্তুতাজাঃ নান্তি শরীরবন্ধঃ ॥ ৫৮ ॥

পুরং নিবাদাধিপতেরিদং তদ্ যশ্মিন্ ময়া মৌলিমণি বিহায় ।

জটাসু বদ্ধাস্বরদং শুমন্ত্রঃ কৈকেয়ি ! কামাঃ ফলিতান্তবেতি ॥ ৫৯ ॥

পয়োধরৈঃ পুণ্যজনাঙ্গনানাং নির্বিষ্টহেমাশুজ-রেণু যস্তাঃ ।

ব্রাহ্মা সরঃ কারণমাণ্ডবাচো বুদ্ধেরিবাব্যস্তমুদাহরন্তি ॥ ৬০ ॥

জলানি যা তীর-নিখাত-যুগা বহত্যযোধ্যামনু রাজধানীম্ ।

তুরঙ্গমেধাবভূথাবতীর্গৈরিক্ষাকুভিঃ পুণ্যতরীকৃতানি ॥ ৬১ ॥

অনুব্রত।—অত্র সমুদ্রপন্থ্যোঃ (গঙ্গাযমুনয়োঃ) জল-
সন্নিপাতে অভিবেকাৎ পুত্ৰাশ্বনাং তন্তুতাজাঃ তত্ত্বাববোধেন
বিনা অপি ভূয়ঃ শরীরবন্ধঃ নান্তি কিল। (অত্র জ্ঞানাদেব
মুক্তিঃ, অত্র তু জ্ঞানাদেব মুক্তিঃ) ॥ ৫৮ ॥

(বৈদোহি!) ইদং তৎ নিবাদাধিপতে: পুরম্। যশ্মিন্
(পুরে) ময়া মৌলিমণি বিহায় জটাসু বদ্ধাসু (সতীযু),
শুমন্ত্রঃ “রে কৈকেয়ি! তব কামাঃ ফলিতাঃ”—ইতি
অব্রুদৎ ॥ ৫৯ ॥

পুণ্যজনাঙ্গনানাং পয়োধরৈঃ নির্বিষ্ট-হেমাশুজ-রেণু ব্রাহ্মা
(মানসং সরঃ) যস্তাঃ (সরযুতাঃ), বুদ্ধৈঃ (মহেশ্বরাঃ)
ম্ (প্রধানম্) ইব, কারণম্ আণ্ড-বাচঃ (মুনয়ঃ)
উদাহরন্তি ॥ ৬০ ॥

তীর-নিখাত-যুগা যা (সরযু:) তুরঙ্গমেধাবভূথাবতীর্গৈঃ
ইক্ষাকুভিঃ (অশ্বাকং পূর্বপুরুষৈঃ) পুণ্যতরীকৃতানি জলানি
অযোধ্যাং রাজধানীম্ অনু বহতি (প্রাপয়তি) ॥ ৬১ ॥

ব্রহ্মাণ্য।—সীতে! রত্নাকরের পত্নীকপিণী এই গঙ্গা-
যমুনার সঙ্গমে ঠাঁহার। অবগাহনপূর্বক একবার পাপবিমুক্ত
হইয়াছেন, তাঁহার। যতই হউন না কেন, দেহাবসানের
পর আর তাঁহাদিগকে এই দুঃখকষ্টময় সংসারক্ষেত্রে
আসিতে হয় না, তাঁহারা যৌকপ প্রাপ্ত হন। এখানে
জানী, অজ্ঞান—মান ॥ ৫৮ ॥

জানকি! এই সেই নিবাদ-পতি শুভকের পুরী। যনে
আসিবার সময়ে,—যে স্থানে আমার মস্তকের রাজ-মুকুট
পরিহার-পূর্বক জটাবন্ধনের সময়ে,—“হা কৈকেয়ি! এতক্ষণে
তোমার মনোরথ সকল হইল”—বলিয়া শুমন্ত্র সারথি তাঁর-
কণ্ঠে রোদন করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

সীতে! এই সেই সরযু। বুদ্ধি অর্থাৎ মহেশ্বরের কারণ
যেমন অব্যক্ত বা প্রধান, সেইরূপ ব্রহ্ম-সরোবর বা মানস-
সরোবর এই সরযুর কারণ অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থল বলিয়া মুনীগণ
কীর্তন করিয়া থাকেন। সে মানস-সরোবরের বর্ণন আর
কি করিব?—সেখানে কত সোনার পদ্ম ফুটিয়া
থাকে এবং যক্ষ-যুবতীরা তাহাতে যখন জলকেলি
করিতে, নামেন, তখন তাঁহাদের পীনতন সেই সকল
স্বর্ণ-কমলের পরাগে বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ
করে ॥ ৬০ ॥

এই সরযুর জল অতি পবিত্র, আবার অশ্বমেধ-যজ্ঞান্তে
ইক্ষাকুবংশীয় আমার পুরুপুরুষগণ ইহার জলে স্নান করিতেন
বলিয়া এই জল আরও পবিত্রতর হইয়া আসিতেছে; দেখ
দেখ, যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের যুগকাঠে এই সরযুর তীরভূমি যেন
খচিত। সরযু এই পবিত্র জলরাশিকে আমাদের রাজধানী
অযোধ্যার প্রান্ত পর্যন্ত সর্বদা বহন করিয়া লইয়া
যাইতেছেন ॥ ৬১ ॥

অনির্কটনীয় সৌন্দ, প্রদর্শনকালে—কালিদাসের রামের কণ্ঠে বৃষি মুণ্ডিবতী সরযুতী আসিয়া ভর করিয়াছেন,—তাই
রাম প্রসন্ন-হৃদয়ে তাঁহার প্রসন্নমুখী সীতাকে যেন কোন স্বপ্নময় রাজ্যের অপূর্ব শ্রী প্রদর্শন করিতেছেন। এ বর্ণনা
পাঠকালে—পঠক জগৎ ভুলিয়া যান, ভুলভবিষয় ভুলিয়া যান, আশ্চর্যবিশ্বত হইয়া শুধু পুরোবর্তমানা ত্রিবেদীর অপূর্ব
শোভার নিমগ্ন হইয় ॥ ৫৪-৫৭ ॥

যাং সৈকতোৎসঙ্গ-সুখোচিতানাং প্রাট্যোঃ পয়োভিঃ পরিবর্জিতানাং
 সামান্যধাতীমিব মানসং মে সম্ভাবয়ত্বান্তরকোসলানাম্ ॥ ৬২ ॥
 সেয়ং মদীয়া জননীং তেন মাশ্বেন রাজ্ঞা সরযুবিমুক্তা ।
 দূরে বসন্তঃ শিশিরানিলৈর্দ্যুতঃ তরঙ্গহস্তৈরুপগৃহতীব ॥ ৬৩ ॥
 বিরক্ত-সন্ধ্যাকপিশং পুরস্তাদ্ যতো রজঃ পার্থিবমুজ্জীহীতে ।
 শঙ্কে হনুমৎ-কথিত-প্রবৃতিঃ প্রত্যাগতো মাং ভরতঃ সসৈন্যঃ ॥ ৬৪ ॥
 অন্ধা জিয়াং পালিত-সঙ্গরায় প্রত্যর্পয়িত্যনঘাং স সাধুঃ ।
 হৃদা নিবৃত্তায় যুধে খরাদীন্ সংরক্ষিতাং স্বামিব লক্ষ্মণো মে ॥ ৬৫ ॥
 অসৌ পুরস্কৃত্য গুরং পদাতিঃ পশ্চাদবস্থাপিত-বাহিনীকঃ ।
 বৃদ্ধৈরমাত্যৈঃ সহ চীরবাসা মামর্ঘ্যপার্শ্বভরতোহভ্যুপৈতি ॥ ৬৬ ॥

অমোঘাঙ্গ ।—যাং (সরযু) মে মানসং (কর্তৃ) সৈকতোৎসঙ্গ-
 সুখোচিতানাং প্রাট্যোঃ পয়োভিঃ পরিবর্জিতানাং উত্তরকোস-
 লানাং সামান্য-ধাতীম্ (সাধারণমাতরম্) ইব সম্ভাবয়তি ॥ ৬২ ॥

মদীয়া জননী (কৌসল্যা) ইব মাশ্বেন তেন রাজ্ঞা (দশরথেন)
 বিমুক্তা সা ইয়ং সরযুঃ দূরে বসন্তঃ (প্রবাসাৎ প্রতিনিবৃত্তং)
 মাং (পুত্রভূতং) শিশিরানিলৈঃ তরঙ্গহস্তৈঃ উপগৃহতি ইব ॥ ৬৩ ॥

বিরক্ত-সন্ধ্যা-কপিশং (বিশেষণ রক্তা—বিরক্তা, অতি-
 রক্তা যা সন্ধ্যা, তৎসং-কপিশং) পার্থিবং রজঃ পুরস্তাৎ (অগ্রে)
 যতঃ উজ্জীহীতে (উদগচ্ছতি), (তস্যাং) হনুমৎ-কথিত-
 প্রবৃতিঃ ভরতঃ সসৈন্যঃ (সন) মাং প্রত্যাগতঃ (ইতি) শঙ্কে ॥ ৬৪ ॥

সাধুঃ সঃ (ভরতঃ) পালিত সঙ্গরায় (মে) অনঘাং
 (ভোগাতাবাং অদোষাং) (কিঞ্চ) সংরক্ষিতাং জিয়াং,
 যুধে খরাদীন্ হৃদা নিবৃত্তায় মে—লক্ষ্মণঃ (সংরক্ষিতাম্ অনঘাং)
 স্বাম্ ইব—প্রত্যর্পয়তি—অন্ধা (সত্যম্) ॥ ৬৫ ॥

অসৌ পদাতিঃ চীরবাসাঃ ভরতঃ পশ্চাৎ অবস্থাপিত-
 বাহিনীকঃ (সন) গুরং (বশিষ্ঠং) পুরস্কৃত্য বৃদ্ধৈঃ অমাত্যৈঃ সহ
 অর্ঘ্যপাণিঃ (সন) মাম্ অভ্যুপৈতি ॥ ৬৬ ॥

বক্তব্যার্থ ।—এই সরযুকে দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনি
 যেন আমার পিতৃপুরুষগণের ধাত্রী অর্থাৎ উপমাতার মত ।
 ইঁহার উদ্দেশে আমার মন্তক নত হইয়া আসিতেছে । ইঁহার
 সুকোমল সিকতাপূর্ণ উৎসঙ্গতলে শায়িত করিয়া স্তম্ভ-
 হৃৎকের স্থায় প্রচুর পয়োদানে এই সরযু, আমার পুজনীয়
 উত্তরকোসলপতিদিগকে পরিপুষ্ট করিয়া আসিতেছেন ।
 জ্ঞানকি! তাই সত্যই ইঁহাকে ধাত্রী-জ্ঞানে আমার হৃদয়
 গলদানে অভিযান করিতেছে ॥ ৬২ ॥

প্রিয়তমে ! দেখ দেখ, আমার জননী কৌসল্যার স্থায়, দেখ,
 সরযু সেই ত্রিলোকবিখ্যাত পরমপূজ্য দশরথকে হারাইয়া
 যেন কত বিষাদভরে বহিয়া যাইতেছেন । আজ বহুদিন পরে
 আমি প্রবাস হইতে ঘরে ফিরিতেছি, তাই যেন শীতল
 সমীরময় তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলনপূর্বক আমার মাতৃতুল্যা
 সরযু আমাকে কত স্নেহে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছেন ॥ ৬৩ ॥

সীতে ! সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, কঠোর সন্ধ্যাকালের
 স্থায় কি ঘোর তামস্রা ধূলিজাল ধরাতল হইতে উখিত
 হইতেছে,—আমার ঠিক মনে হইতেছে যে, হনুমানের মুখে
 সংবাদ পাইয়া বিপুল সৈন্য-সমভিযাহারে ভরত আমাকে
 অত্যাধিকার করিয়া লইতে আসিতেছে ॥ ৬৪ ॥

সাম্বি ! যথার্থ বলিতেছি,—নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র লক্ষ্মণ
 যেমন, যুদ্ধে খরদূষণ প্রভৃতির বিনাশপূর্বক আমি প্রতিনিবৃত্ত
 হইলে, তাহার হস্তে গচ্ছিত আমার লক্ষ্মীরপিণী তোমাকে
 প্রত্যর্পণ করিয়াছিল, আজ পিতৃ-সত্য-পালনপূর্বক আমি
 ফিরিয়া আসিতেছি। তাই অক্ষত-স্বভাব ভরতও তাহার হস্তে
 হস্তা রাজলক্ষ্মীকে এতদিন সযত্নে রক্ষা করিয়া আজ আমাকে
 ফিরাইয়া দিতে আসিতেছে । সীতে ! সাধু-প্রকৃতি ভরত
 রাজলক্ষ্মীর ছায়া পর্যন্ত এতকাল স্পর্শ করে নাই ॥ ৬৫ ॥

প্রিয়ে ! দেখ দেখ, ঐ কুলগুরু বশিষ্ঠকে অগ্রে করিয়া
 ধীরে ধীরে কেমন ভরত আমায় দিকে আসিতেছে । তাহার
 সমস্ত সৈন্য-সামন্ত পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছে, পরিধানে
 তার বকল, হস্তে অর্ঘ্য,—প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ অমাত্যগণ
 তাহার সঙ্গে । একবার চাহিয়া দেখ ॥ ৬৬ ॥

পিত্রা বিস্মৃষ্টাঃ মদপেক্ষয়া যঃ শ্রিয়ং যুবাণ্যাক্ষগতামভোক্তা ।
 ইয়ন্তি বর্ষাণি তয়া সহোগ্রমভ্যন্ততীব ব্রতমাসিধারম্ ॥ ৬৭ ॥
 এতাবহুজবতি দাশরথৌ তদীয়ামিচ্ছাং বিমানমধিদেবতয়া । বিদিত্বা ।
 জ্যোতিষ্পথাদবততার সবিস্ময়াভিরুদীক্ষিতং প্রকৃতিভির্ভরতামুগাভিঃ ॥ ৬৮ ॥
 তস্মাৎ পুরঃসরবিভীষণদর্শিতেন সেবাবিচক্ষণহরীশ্বরদত্তহস্তঃ ।
 যানাদবাতরদদূরমহীতলেন মার্গেণ ভঙ্গি-রচিত-ক্ষটিকেন রামঃ ॥ ৬৯ ॥
 ইক্ষাকুবংশগুরবে প্রযতঃ প্রণম্য স ভ্রাতরং ভরতমর্ঘ্যপরিগ্রহাস্তে ।
 পর্য্যাক্রমস্বজত মুর্ধনি চোপজজ্রৌ তদুজ্জ্বলপোড়-পিতৃরাজ্য-মহাভিষেকে ॥ ৭০ ॥

অর্থঃ—যঃ (ভরতঃ) পিত্রা বিস্মৃষ্টাঃ অক্ষ-গতাম্ অপি (যাং) শ্রিয়ং যুবা (অপি) মদপেক্ষয়া অভোক্তা (সন) ইয়ন্তি বর্ষাণি (ব্যাপ্য) তয়া (শ্রিয়া) সহ উগ্রম্ আসিধারং ব্রতম্ অভ্যস্যাতি ইব । (অর্সো সঃ ভরতঃ অভ্যুপৈতি)—॥ ৬৭ ॥

দাশরথৌ (রামে) এতাবৎ উজ্জবতি (সতি) বিমানং (কৰ্ত্তৃ) তদীয়াম্ (রাম-সম্বন্ধিনীম্) ইচ্ছাম্ অধিদেবতয়া (মিশেণ) বিদিত্বা সবিস্ময়াভিঃ ভরতামুগাভিঃ প্রকৃতিভিঃ উদীক্ষিতং (সৎ) জ্যোতিষ্পথাৎ অবততার ॥ ৬৮ ॥

রামঃ সেবাবিচক্ষণ-হরীশ্বরদত্ত-হস্তঃ (সন্) পুরঃসরবিভীষণ-দর্শিতেন অদূরমহীতলেন ভঙ্গি-রচিত-ক্ষটিকেন মার্গেণ তস্মাৎ যানাদ্ অবতরৎ ॥ ৬৯ ॥

প্রযতঃ সঃ (রামঃ) ইক্ষাকুবংশগুরবে প্রণম্য অর্ঘ্য-পরি-গ্রহাস্তে পর্য্যাক্রমঃ (সন্) ভ্রাতরং ভরতম্ অস্বজত, তদুজ্জ্বলপোড়-পিতৃ-রাজ্য-মহাভিষেকে মুর্ধনি উপজজ্রৌ চ ॥ ৭০ ॥

বক্তব্য—সীতে! তুমি কঠোর “আসিধার” ব্রতের নাম শুনিয়া থাকিবে। যদি কোনো যুবা পুরুষ, তাহার হৃদয়ের সমস্ত আশঙ্ক-লিপ্সা হৃদয়মধ্যেই চ’পিয়া রাখিয়া কোনো যুবতির সহিত নিকাশভাবে ও প্রসন্ন-মনে সহবাস করিতে পারে, তবে তাহার অতি কঠোরভাবে সেই যে একব্রহ্মাস, তাহারই নাম “আসিধার-ব্রত”। নিয়ত বিবৃণিত ও শাণিত অসি-ধারার সহিত বাসের জ্ঞায় এই ব্রত অতি দুঃসাধ্য এবং ইহাতে প্রতিপদেই বিপদের সম্ভাবনা, তাই এই ব্রতের নাম “আসিধার”। ভরত, আমার মুখের দিকে চাহিয়া,—যুবা পুরুষ-হইয়াও এতফালের মধ্যে আমার পিতৃ-দত্ত এবং

হস্তগত রাজলক্ষ্মীকে এক দিনের জ্ঞাতও ভোগ করে নাই; এই দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর কাল যেন ঐ পূর্বোক্ত উগ্র আসিধার ব্রত অভ্যাস করিতেছে। ভরতের তুলনা নাই! ঐ সেই ভরত। আমাদের এখন অবতরণ করা উচিত ॥ ৬৭ ॥

দশরথায়াজ রামচন্দ্রের এইরূপ কথোপকথন-সমন্বয়ে, পুষ্পকরথ স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রভাববলে রামের অভিলাষ অবগত হইয়া জ্যোতিষ্ময় অন্তরীক্ষ-পথ হইতে ক্রমে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। ভরতের সহিত যে প্রজাপুঞ্জ রামের অত্যাশঙ্কিত জ্ঞাত আসিয়াছিল, তাহারও সবিস্ময়ে এবং উৎকণ্ঠনয়নে এই রামাবতরণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥

গুণাভিরাম রাম সেই পুষ্পক হইতে অবতরণ করিলেন। দ্বিতীয়াংশে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন, সেব্রতের পরম নিপুণ বানর-রাজ শূগ্রীব হাত বাড়াইয়া দিলেন, রাম তাহাতে ভর দিয়া, ক্ষটিক-নির্মিত সোপানশ্রেণী বাহিয়া নিকটবর্তী ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৬৯ ॥

নির্মল-স্বভাব রাম অবতরণ করিয়াই সর্বাগ্রে ইক্ষাকু-বংশীয়দিগের কুলগুরু বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর হস্ত হইতে অর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক, ভরত ও শক্রিয়কে সজল-নয়নে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং রামের প্রতি অচলা ভক্তি-নিবন্ধন পিতৃদত্ত রাজ্য ও রাজ-মুকুট যে ত্বণের জ্ঞায় পরিত্যাগ করিয়াছিল, ভরতের সেই মস্তক বার-বার স্বেচ্ছা-হৃদয়ে আজ্ঞা করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

শ্রীশ্রীপ্রবুদ্ধিজনিতাননবিক্রিয়াংশ মক্ষান্ প্রয়োহজটিলানিব মস্তিষ্কান্ ।

অধগ্রহীৎ প্রণমতঃ শুভদৃষ্টিপাতৈর্বার্ভাহুযোগমধুরাক্ষরয়া চ বাচা ॥ ৭১ ॥

দুর্জাতবন্ধুরয়মুক্ষহরীশ্বরো মে পৌলস্ত্য এষ সমরেষু পুরঃপ্রহর্তা ।

ইত্যাদৃতেন কথিতৌ রঘুনন্দনেন ব্যুৎক্রম্য লক্ষণমুভৌ ভরতো ববন্দে ॥ ৭২ ॥

সৌমিত্রিণা তদমু সংসম্ভজে স চৈনমুখাপ্য নম্রশিরসং ভূশমালিলিঙ্গ ।

রূঢ়েন্দ্রজিৎপ্রহরণব্রণকর্কশেন ক্রিশ্ণমিবাস্ত ভূজমধ্যমুরঃস্থলেন ॥ ৭৩ ॥

রামাজ্জয়া হরিচমুপত্যন্তদানীং কৃড়া মহুশ্যবপুরাকুরুহর্গজেন্দ্রান্ ।

তেষু ক্ষরৎসু বহুধা মদবারিধারাঃ শৈলাধিরোহণসুখাহুপলেভিরে তে ॥ ৭৪ ॥

অনুব্র।—শ্রীশ্রীপ্রবুদ্ধিজনিতাননবিক্রিয়ান্ (অতঃ) প্রয়োহজটিলান্ মক্ষান্ ইব (স্থিতান্) প্রণমতঃ (কৃত-প্রণামান্) মস্তিষ্কান্ চ শুভদৃষ্টিপাতৈঃ বার্ভাহুযোগ-মধুরাক্ষরয়া বাচা চ অধগ্রহীৎ ॥ ৭১ ॥

অয়ং মে দুর্জাত-বন্ধুঃ ধ্বজ হরীশ্বরঃ (সুগ্রীবঃ)। এষঃ সমরেষু পুরঃপ্রহর্তা পৌলস্ত্যঃ—(বিভীষণঃ),—ইতি আদৃতেন রঘুনন্দনেন কথিতৌ উভৌ (বিভীষণ-সুগ্রীবৌ) লক্ষণং (অপি) ব্যুৎক্রম্য (আলিঙ্গনাদিভিঃ অসম্ভব্য) ভরতঃ ববন্দে ॥ ৭২ ॥

সঃ (ভরতঃ) তদমু সৌমিত্রিণা সংসম্ভজে, নম্রশিরসম্ এনম্ (লক্ষণম্) উখাপ্য ভূশম্ আলিলিঙ্গ চ। (কিং বুর্কন?)—রূঢ়েন্দ্রজিৎ-প্রহরণব্রণ-কর্কশেন অস্ত্র (লক্ষণস্ত) উরঃস্থলেন (স্বকীয়ং) ভূজমধ্যং ক্রিশ্ণম্ ইব ॥ ৭৩ ॥

তদানীং হরিচমুপত্যঃ রামাজ্জয়া মহুশ্যবপুঃ কৃড়া গজেন্দ্রান্ আকুরুহঃ। বহুধা মদ-বারি-ধারাঃ ক্ষরৎসু তেষু (গজেন্দ্রেষু) তে (কপিযুথনাথাঃ) শৈলাধিরোহণসুখানি উপলেভিরে ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—রামের বনে গমন অবধি, অযোধ্যা-বাসিগণ সর্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করিয়াছিল। শোকচিহ্নস্বরূপ. মস্তক ও মুখের শ্রীশ্রী সকলেই ধারণ করিতেছিল, উহা আর তাহারা বপন করিত না। বয়োবৃদ্ধ মস্তিগণের মুখ শ্রীশ্রীরাশির অতিবুদ্ধি হেতু একান্ত বিকৃত হইয়াছে,—নিজের গাত্রোৎপন্ন প্রয়োহজালের দ্বারা আচ্ছন্ন বটবৃক্ষকে যেমন জটাজুট-মণ্ডিত দেখায়, তাঁহাদিগকেও তেমনই দেখাইতেছিল। সেই অবস্থায় মস্তিষ্ক অসিদ্ধা রামকে

প্রণাম করিলেন, তিনিও প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়নে নানাপ্রকার কুশল-প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৭১ ॥

“ধ্বজ এবং বানরগণের অধিপতি এই সুগ্রীব আমার বিপৎকালের পরম বন্ধু, পৌলস্ত্য-কুলাবতঃস এই বিভীষণ সকল যুদ্ধেই অগ্রে আক্রমণ ও আঘাত করিয়া অরিকুল বিধ্বস্ত করিতেন, আমাকে যুদ্ধ করিতে দিতেন না,—ই”হার দুই জন আমার অকৃত্রিম সুহৃদ,—বলিয়া রামচন্দ্র ভরতকে সুগ্রীব ও বিভীষণের পরিচয় প্রদান করিলেন, ভরতও অমনি, প্রাণপ্রিয় লক্ষণকে অতিক্রমপূর্বক অগ্রে গিয়া তাঁহাদের দুই জনকে বন্দনা করিলেন ॥ ৭২ ॥

তার পর গিয়া ভরত লক্ষণের সহিত মিলিত হইলেন, প্রণতি-নম্র লক্ষণকে স্বহস্তে ধরিয়া তুলিলেন এবং ঔগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। দুর্জয় ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষণের বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল,—অত্যাঁপি সে বক্ষঃ কত বন্ধুর কর্কশ হইয়া রহিয়াছে, আঘাতের চিহ্নগুলি বিলুপ্ত হয় নাই, আলিঙ্গনকালে লক্ষণের সেই উচ্চাচ বক্ষঃপঙ্কে লাগিয়া ভরতেরও ভূজদ্বয়ের মধ্যস্থল যেন কত ক্রেশ প্রাপ্ত হইল! ॥ ৭৩ ॥

রামের অমুমতি-অমুসারে, বানর-সেনাপতিগণ, তখন মায়াবলে মহুশ্যরূপ গ্রহণপূর্বক বিশালকায় গজরাজ-সমূহে আরোহণ করিল। সেই সকল গজপতি যখন অজস্র মদ-বারিবর্ষণ আরম্ভ করিল, তখন কপিগুল, নির্বরোদগারী শৈলগাত্রে আরোহণের সুখ অমুভব করিয়া বড়ই প্রীতি প্রাপ্ত হইল ॥ ৭৪ ॥

সাহস্রবঃ প্রভুরপি ক্ষণদাচরাণাং ভেজে রথান্ দশরথপ্রভবাহুশিষ্টঃ ।
 মায়াবিকল্পরচিতৈরপি যে তদীয়ৈঃ শৃঙ্গনৈঃ তুলিতকৃত্রিম-ভক্তিশোভাঃ ॥ ৭৫ ॥
 ভূয়স্ততো রঘুপতিবিলসংপতাকমধ্যান্ত কামগতি সাবরজো বিমানম্ ।
 দোষাতনং বৃধবৃহস্পতিযোগ-দৃশ্যস্তারাপতিস্তরলবিদ্যাদিবাব্রবন্দম্ ॥ ৭৬ ॥
 তত্রেশ্বরেণ জগতাং প্রলয়াদিবোবর্ষা বর্ষাত্যয়েন রুচমভ্রযনাদিবেন্দোঃ ।
 রামেণ মৈথিলসুতাং দশকণ্ঠকুচ্ছাৎ প্রত্যুচ্ছতাং ধৃতিমতীং ভরতো ববন্দে ॥ ৭৭ ॥

অনুব্রজ্য।—সাহস্রবঃ (সাহস্রবঃ) ক্ষণদাচরাণাং (প্রভুঃ
 অপি (বিভীষণঃ অপি) দশরথপ্রভবাহুশিষ্টঃ (রামেণ
 আভ্রযঃ) (সন্) রথান্ ভেজে । যে (রথঃ) মায়াবিকল্প-রচিতৈঃ
 অপি তদীয়ৈঃ (বিভীষণীয়ৈঃ) শৃঙ্গনৈঃ তুলিত-কৃত্রিম-
 ভক্তিশোভাঃ ন (ভবন্তি) ॥ ৭৫ ॥

ততঃ রঘুপতিঃ সাবরজঃ (ভরত-লক্ষণ-সহিতঃ) (সন্)
 বিলসংপতাকং কামগতি (তৎ) বিমানং ভূয়ঃ বৃধ-বৃহস্পতি-
 যোগ-দৃশ্যঃ তারাপতিঃ দোষাতনং তরল-বিদ্যং অব্রবন্দম্
 ইব অধ্যাস্ত ॥ ৭৬ ॥

তত্র (বিমানে) জগতাম্ ঈশ্বরেণ প্রলয়াৎ উবর্ষাম্ ইব,
 বর্ষাত্যয়েন অব্রযনাং (মেঘ-সংঘাতাৎ) ইন্দোঃ রুচম্
 ইব (চজ্জিকাম্ ইব), রামেণ দশকণ্ঠকুচ্ছাৎ প্রত্যুচ্ছতাং
 ধৃতিমতীং (সতত-প্রসঙ্গাং) মৈথিল-সুতাং ভরতঃ ববন্দে ॥ ৭৭ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর রামের আদেশক্রমে, রাক্ষস-নাথ
 বিভীষণও অচ্যুতরণের সহিত রথশ্রেণীতে রাম-রথের পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ চলিলেন। বিভীষণের রথগুলি মায়া-প্রভাবে

বিরচিত হইয়েও, সৌন্দর্য্য বা রচনা-পারিপাট্যে রাম-রথের
 ত্রিসীমায়ও পৌছিতে পারিল না ॥ ৭৫ ॥

এই প্রকারে সকলের সহিত আলাপ-আপ্যায়ন শেষ
 করিয়া, রামচন্দ্র তরত ও লক্ষণকে লইয়া পুনরায় সেই
 পতাকা-শোভিত, যথেষ্টগতি বিমানে আরোহণ করিলেন।
 তখন তাঁহাদের এক অপূর্ব্ব শোভা জন্মিল; মনে হইল, যেন
 সায়াংকালে তারানাথ শশাঙ্কদেব বৃধ এবং বৃহস্পতির সহিত
 সম্মিলিত হইয়া চঞ্চল-চপলা-বিমণ্ডিত মেঘাসনে উপবিষ্ট
 হইয়াছেন এবং তদীয় সৌন্দর্য্যে দৃশ্যদিক্ উজ্জাসিত
 হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

তখন বিমানে আরোহণ করিয়াই ভরত, বরাহরূপী ভগ-
 বান্ বিষ্ণু কর্তৃক প্রলয়-পর্যায় হইতে উদ্ধৃত ধরিত্রীদেবীর
 ছায়া, বর্ষাঋতুর অপগমে মেঘপুঞ্জ হইতে বিনিস্কৃত শরৎ-
 জ্যোৎস্নার ছায়া, দশাননরূপী ঘোর সঙ্কট হইতে রাম কর্তৃক
 সমুদ্ধতা, চিরপ্রসন্ন-মুখী মিথিলেশ-নন্দিনী সীতাকে প্রণয়
 করিলেন। তখনকার সে দৃশ্য অতি চমৎক ॥ ৭৭ ॥

তৎপর্য্য।—মিথিলা-পতি রাজর্ষি জনকের প্রাণাধিক দুঃখিতা সীতা যেন রামের হৃদয়ের অধিদেবতা, তেমন
 জগতেরও পরম আরাধ্য দেবতা। সীতার সংসর্গে কেবল রামের হৃদয় নহে, অযোধ্যার রাজ-সংসার নহে,—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও
 পবিত্র এবং আনন্দিত ছিল। সীতার বিরহেও কেবল রামের হৃদয়ে নহে, অযোধ্যা বা মিথিলার রাজ-সংসারে নহে,
 সমগ্র ভারতে, না না, সমগ্র জগতে দুঃখের, শোকের, বিষাদের প্রবল ঝটিকা বহিয়াছিল। সেই সীতার সহিত রামের
 পুনর্মিলন হইয়াছে; তাই আজ এই মিলনের দিনে, চেতনাচেতন-নির্ম্মলশেষে সকলেই আনন্দে উদ্ভাস-প্রায়। নারীকুলদেবতা
 অনলবিশুদ্ধা সীতা আজ ফিরিয়া আসিতেছেন, তাই অতিশয়িত আনন্দনির্ভরে চরাচরধরণী যেন রোমাঞ্চিতাঙ্গী হইয়াছে,
 বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্তের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আর কবির কবি কালিদাস, সেই চৈতন্তের সহিত, তাঁহার চির-
 চৈতন্তময়ী কল্পনাকে উদ্ভাদিনী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলিত হইলে জগৎ যে কত সুন্দর
 দেখায়, তাহা বর্ণে বর্ণে কবি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সমগ্র জগৎকে যেন একটা স্বপ্নময় আবশ্যময় ভাবে বিভোর করিয়া
 তুলিয়াছেন। ভারতীর প্রিয় পুত্রের অহুগ্রহে, আমারও যেন একটা অনহুতুতপূর্ব্ব আবশ্যময় ভাবে বিমুগ্ধ হইতেছি। রঘুর
 জ্যোদশ সর্গ কবিতা-জগতের চিরবসন্ত এবং কল্পনাশ্রিত দিব্যভূমির অক্ষয় গন্ধাকিনী! ॥ ১-৭৬ ॥

কবি রামকে অযোধ্যার সমীপে আনিয়া ভরত-শত্রুঘ্ন,—কুলশূঙ্ক-বশিষ্ঠ এবং প্রজাপুঞ্জের সহিত সাক্ষাৎকার করাই-
 লেন, মধ্যে মধ্যে লক্ষণেরও কথা পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, কিন্তু সীতার সম্বন্ধে কোন কথাই কহিলেন না।
 ঠিক যেন দশভুজকে বাদ দিয়া দুর্গাপূজা। সীতাকে একেবারে চিত্তের পশ্চাতে রাখিয়া দিলেন। শেষে জটিল-অস্তক

লঙ্কেশ্বরপ্রণতিভঙ্গদূতব্রতং তদ বন্দ্যং যুগং চরণয়োর্জনকাত্মজায়াঃ ।

জ্যোষ্ঠামুত্তিষ্ঠাটিলং চ শিরোহস্ত সাধোরশ্রোত্ৰপাবনমভূতভয়ং সমেত্য ॥ ৭৮ ॥

ক্রোশার্দ্ধং প্রকৃতিপূরঃসরণে গতা কাকুৎস্থঃ স্তিমিতজবেন পুষ্পকেণ ।

শত্রুশ্লপ্রতিবিহিতোপকার্যমার্থাঃ সাকেতোপবনমুদারমধ্যবাস ॥ ৭৯ ॥

ইতি ত্রয়োদশ: সর্গ: ।

অনুব্রত।—লঙ্কেশ্বরপ্রণতিভঙ্গদূতব্রতং বন্দ্যং জনকাত্ম-
জায়াঃ চরণয়োঃ তৎ যুগং জ্যোষ্ঠামুত্তিষ্ঠাটিলং সাধোঃ অস্ত
(ভরতস্ত) শিরঃ চ—(ইতি) উভয়ং সমেত্য (মিলিত্বা)

অশ্রোত্ৰ-পাবনম্ অভূৎ ॥ ৭৮ ॥

আর্থাঃ কাকুৎস্থঃ (রামঃ) প্রকৃতি-পূরঃসরণে স্তিমিত-
জবেন পুষ্পকেণ ক্রোশার্দ্ধং (কিয়দূরং) গতা শত্রুশ্ল-প্রতি-
বিহিতোপকার্যম্ উদারং (মহৎ) সাকেতোপবনম্ অধ্য-
বাস ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গার্থ।—জানকীর যে চরণযুগল লঙ্কেশ্বরের শত
অভ্যর্থনা ভঙ্গ করিয়া, সুদূত পাতিব্রত-ধর্ম প্রকাশ করিয়াছে
এবং দাস্ত ভরতের যে মন্তক প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্বভঙ্গির

নিদর্শনস্বরূপ দুর্ব্বহ জটাতার ধারণ করিয়া আছে, সম্প্রতি
সেই পবিত্র বস্ত্রদ্বয় মিলিত হইয়া যেন পরস্পর আরও
পবিত্রতর হইল ॥ ৭৮ ॥

তদনন্তর অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জ অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল
এবং মহর-গতি পুষ্পক-রথে রামচন্দ্র ধীরে ধীরে তাহাদের
অনুসরণ করিলেন। ক্রমে ক্রোশার্দ্ধ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক
অযোধ্যার উপকণ্ঠবর্তী এক সুদৃশ্য উপবনে গিয়া রাম উপস্থিত
হইলেন; শত্রুশ্ল পূর্ব্ব হইতেই তথায় অযোধ্যাপতি
বাসের উপযোগী মনোরম পটমণ্ডপাদি সজ্জিত করিয়া
রাখিয়াছিলেন। রাম তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি
করিলেন ॥ ৭৯ ॥

বিরাট-হৃদয় ভরতকে দিয়া সীতাকে প্রণাম করিয়া পাঠকদিগের সঙ্গে সেই জ্যোতির্ময়ী নরদেবীকে আনিয়া একটা
পবিত্রতার প্রবাহ বহাইয়া দিলেন! কি অপূর্ব চিত্র! কালিদাস, তদীয় রঘুবংশের প্রধান নরনারী রামসীতার আকাশ-
পথে প্রত্যাবর্তনের ব্যপদেশে তাঁহাদের উভয়ের হৃদয় একেবারে খুলিয়া দর্শকের সমক্ষে ধরিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে রাম-
সীতার দু'একটি বিশেষণের দ্বারা,—সে যুগ্মহৃদয়ের সৌন্দর্য্য-রস একেবারে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অথচ
বর্ণনার বাহুল্যে, অশ্রুত আড়ম্বরপ্রিয় সংস্কৃত কবিদিগের ছায় বর্ণিত বিষয় “একঘেয়ে” করিয়া তোলেন নাই। দেখিয়াছি,
কাব্যের প্রধান নায়িকার রূপবর্ণনে কোমর কোন কবি তাঁহার অভাগ্য পাঠকদিগকে লইয়া আকাশ-পাতাল ঘুরিয়া-
ছেন, কত-কি করিয়াছেন, নায়কের বর্ণনে হয় ত একটা দীর্ঘ-সর্গই লিখিয়া বসিয়াছেন। বর্ণনার উদ্দেশ্যে বর্ণনা
করিতে বসিয়া বহু কবিই স্বীয় বর্ণিত বিষয় দর্শক ও পাঠকের বিরক্তিকর করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গনারীপী শ্রবণচরিত্রীর
গতি-সংঘম করিতে পারেন নাই। কালিদাস কিন্তু ও পথও মারান নাই, ও দিক্ দিয়াও যান নাই। কোথায় ধরিতে
হয় এবং কোথায় ছাড়িতে হয়, ইহা তাঁহার মত আর কেহ জানিতেন না। তাই এই ত্রয়োদশ সর্গে দেখি,—সীতার সম্মুখে
কবি একেবারেই বেম নীরব। শুধু মধ্যে মধ্যে রামের মুখ দিয়া দু'একটি বিশেষণ প্রকাশ করাইয়া—সীতামূর্ত্তির অপূর্ব্ব
চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সে দেবীমূর্ত্তি, কি কহিলে সৌন্দর্য্যে, কি অঙ্ক-সৌন্দর্য্যে, সর্ব্বতোভাবে নিরবদ্য ও অপূর্ব্ব হইয়াছে।
সমগ্র ত্রয়োদশ সর্গের মধ্যে নানাস্থানে দুই দুই, রাম, সীতার সম্বোধনকালে যে বিশেষণ দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা মোট
১২টি এবং কথা-প্রসঙ্গে রাম আর দুইটি বিশেষণ দিয়াছেন। এই মোট ১৪টি পদে, সীতারূপিনী স্বর্ণপ্রতিমার যে সৌন্দর্য্য
ইটিরাছে, শতাধিক-শ্লোক-ব্যাপিনী এবং সহস্রাধিক-বিশেষণ-সীড়িত্তা কোন কোন সংস্কৃত কাব্যের নায়িকার সৌন্দর্য্য তাহার
শতাব্দের একাংশও কোটে নাই। এ অংশেও কালিদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অমিত-শক্তি ॥ ৭৭-৭৮ ॥

চতুর্দশঃ সর্গঃ

ভর্তৃঃ প্রণাশাদধ শোচনীয়ং দশান্তরং তত্র সমং প্রপন্নে ।
 অপশ্রুতাং দাশরথী জনন্তৌ ছেদাদিষোপন্নতরোর ততো । ১ ॥
 উভাবুভাভ্যাং প্রণতো হতারী যথাক্রমং বিক্রম-শোভিনৌ তৌ ।
 বিস্পষ্টমস্রাক্ততয়া ন দৃষ্টৌ জ্ঞাতৌ স্মৃত-স্পর্শস্থখোপলভ্যং ॥ ২ ॥
 আনন্দজঃ শোকজমত্র বাস্পস্তয়োঃ শিশিরো বিভেদ ।
 গঙ্গাসরযোঃ জলমুখতপ্তং হিমাদ্রি-নিশ্বন্দ ইবাবতীর্ণঃ ॥ ৩ ॥
 তে পুত্রয়ো নৈঋত-শত্রুমার্গানাদ্রিনিবাজে সদয়ং স্পৃশন্তৌ ।
 অগীপ্সিতং ক্ষত্র-কুলাঙ্গনানাং ন বীরসু-শকমকাময়েতাম্ ॥ ৪ ॥

অনুব্রতঃ—অথ (উপবনে অধিষ্ঠানং পরং) দাশরথী (রামলক্ষ্মণৌ উপব-তরোঃ (আশ্রয়বৃক্ষস্ত) ছেদাৎ এততো) ইব ভর্তৃঃ (দশরথস্ত) প্রণাশাং শোচনীয়ং দশান্তরং প্রপন্নে জনন্তৌ (কৌসল্যা-সুমিত্রে) তত্র সমং (যুগপদুপস্থিতৌ) অপশ্রুতাম্ ॥ ১ ॥

যথাক্রমং (স্ব-স্ব-মাতৃপূর্বকং) প্রণতো হতারী বিক্রম-শোভিনৌ তৌ উভৌ (রামলক্ষ্মণৌ) উভাভ্যাং (কৌসল্যা-সুমিত্রাভ্যাং) অস্রাক্ততয়া বিস্পষ্টং ন দৃষ্টৌ, (কিন্তু) স্মৃত-স্পর্শস্থখোপলভ্যং জ্ঞাতৌ ॥ ২ ॥

তয়োঃ (মাত্রোঃ) আনন্দজঃ শিশিরঃ বাস্পঃ শোকজম্ অনীতম্ অশ্র উকৃতপ্তং (গ্রীষ্মতপ্তং) গঙ্গা-সবযোঃ জলং (কৰ্ম) অবতীর্ণঃ হিমাদ্রিনিশ্বন্দঃ (নির্বারঃ) ইব বিভেদ, (আনন্দেন শোকঃ দূরীকৃতঃ) ॥ ৩ ॥

তে (মাতরৌ) পুত্রয়োঃ (কৌসল্যা রামস্ত সুমিত্রা লক্ষ্মণস্ত) অজে নৈঋত-শত্রুমার্গান্ আদ্রান্ ইব সদয়ং স্পৃশন্তৌ (সত্যৌ) ক্ষত্র-কুলাঙ্গনানাম্ ঈপ্সিতম্ অপি বীরসুশব্দং (বীর-মাতা—ইতি গৌরবাত্মকং শব্দং) ন অকাময়েতাম্ ॥ ৪ ॥

বজ্রার্থঃ—উপবনে প্রবেশ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ দেখি-লেন,—আশ্রয়-তরু ছিন্ন হইলে তদাশ্রিতা লতিকার ছায়, জননী—কৌসল্যা এবং সুমিত্রা অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তথায় পড়িয়া আছেন ॥ ১ ॥

লঙ্কাসমরজয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিক্রম-গাথা চারিদিকে

ইতিপূর্বেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রবল শত্রু দলনপূর্বক, আজ তাঁহারা মাতৃসম্মিথানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু মহিষীদ্বয় তাঁহাদের বিজয়োৎসুক মুখ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলেন না, কেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক পূর্বেই কৌসল্যা এবং সুমিত্রা অন্ধ হইয়া গিয়া-ছিলেন; তবে—স্ব-স্ব পুত্রের স্পর্শজনিত অপার সুখ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আপন আপন সন্তানকে চিনিতে পারিলেন ॥ ২ ॥

আজ এমন দিনে রাজ্যেশ্বর দশরথ কোথায় ? তাই এই শুভ মুহূর্ত্তেও তাঁহারা শোকাশ্র-সংবরণ করিতে পারিলেন না। মাতৃদ্বয়ের নয়ন হইতে শীতল আনন্দাশ্র বিগলিত হইয়া ঈষদ্রুক্ষ শোকাশ্র সহিত মিলিত হইল, যেন হিমালয়ের তুষার-শীতল নির্বার গঙ্গা এবং সরস্বতী নিদাঘ-তপ্ত বারি সহিত আসিয়া মিশিল ॥ ৩ ॥

রাক্ষসদিগের নিশিত শস্ত্রাবাতে রাম-লক্ষ্মণের অঙ্গ ক্ষত-বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, ক্ষত শুকাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার চিহ্ন এখনও সর্বত্রই বিদ্যমান। জননীদ্বয় তনয়দ্বয়ের অঙ্গে এখনও রুধিরাক্ত রহিয়াছে, অন্ধ মাতৃবুগল ধীরে ধীরে অতি সন্তপ্তে রাম-লক্ষ্মণের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বীরপ্রসবিনী-শব্দ ক্ষত্রিয়-ললনাদিগের একান্ত প্রার্থিত হইলেও, পুত্রদ্বয়ের অবস্থা বিদিত হইয়া স্নেহান্ত-জননীদ্বয়ের আর ঐ স্পৃহণীয় শব্দে কোনো আকাঙ্ক্ষাই রহিল না ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্যঃ—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে গমন করা অবশি কৌসল্যা ও সুমিত্রা আর অস্ত্র-পুরুষের বহির্ভাগে আসেন নাই। সীতা-পুত্র লঙ্কারে মূখদর্শন করেন নাই, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের নয়ন অন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন রাম-লক্ষ্মণ

ক্লেশাবহা ভর্ত্ত রলক্ষণাহং সীতেতি নাম স্বমুদীরয়ন্তী ।
 স্বর্গ-প্রতিষ্ঠাশ্চ গুরোর্মহিষ্যাবভক্তি-ভেদেন বধ্ব্বন্দে ॥ ৫ ॥
 উত্তিষ্ঠ বৎসে ! নমু সানুজোহসৌ বৃন্তেন ভর্ত্তা শুচিনা তবৈব ।
 কৃচ্ছ্ং মহতীর্ণ ইতি প্রিয়ার্হাং তামৃচতুস্তে প্রিয়মপ্যমিথ্যা ॥ ৬ ॥
 অথাভিষেকং রঘুবংশকেতোঃ প্রারব্ধমানন্দ-জলৈর্জনন্যোঃ ।
 নিবর্ত্তয়ামাসুরমাত্যবৃদ্ধাস্তীর্ণাহতৈঃ কাঞ্চন-কুন্ত-তোয়ৈঃ ॥ ৭ ॥
 সরিং-সমুদ্রান্ সরসীশ্চ গহ্বা রক্ষঃকপীশ্চৈরুপপাদিতানি ।
 তস্তাপতন্ মুগ্ধি জলানি জিষ্ণোবিক্যাস্ত মেঘ-প্রভবা ইবাপঃ ॥ ৮ ॥

অনুব্রহ্ম।—“ভর্ত্তঃ ক্লেশাবহা অলক্ষণা অহং সীতা”—
 ইতি স্বং নাম উদীরয়ন্তী বধুঃ (সীতা) স্বর্গ-প্রতিষ্ঠা
 গুরোঃ (স্বশুরস্ত) মহিষ্যো (স্বশ্রেষ্ঠা) অভক্তিভেদেন ববন্দে
 (প্রগতা) ॥ ৫ ॥

“নমু (অয়ি) বৎসে ! উত্তিষ্ঠ, অসৌ সানুজঃ ভর্ত্তা
 তবৈব শুচিনা বৃন্তেন মহৎ কৃচ্ছ্ং (দুঃখং) তীর্ণঃ”—ইতি
 প্রিয়ার্হাং তাং (বধুং) প্রিয়ম্ অপি অমিথ্যা (সত্যং) তে
 (স্বশ্রেষ্ঠা) উচ্যতঃ ॥ ৬ ॥

অথ জনন্তোঃ আনন্দ-জলৈঃ প্রারব্ধং রঘুবংশকেতোঃ
 (রামস্ত) অভিষেকম্ অমাত্য-বৃদ্ধাঃ তীর্ণাহতৈঃ কাঞ্চন-কুন্ত-
 তোয়ৈঃ নিবর্ত্তয়ামাসুঃ ॥ ৭ ॥

রক্ষঃ-কপীশ্চৈঃ সরিং-সমুদ্রান্ সরসীঃ চ (মানস-সরো-
 বরাদীন চ) গহ্বা উপপাদিতানি জলানি জিষ্ণোঃ তস্ত
 (রামস্ত) মুগ্ধি বিক্যাস্ত (মুগ্ধি) মেঘ-প্রভবাঃ আপঃ ইব
 অপতন্ ॥ ৮ ॥

বজ্রার্থ।—“পতির অনন্ত-ক্লেশদায়িনী আমি
 অলক্ষণা সীতা”—বলিয়া নিজের নাম উচ্চারণপূর্বক জানকী

স্বর্গারূঢ় পূজনীয় স্বশুরের মহিষীদ্বয়কে তুল্য-ভক্তি-সহকারে
 প্রণাম করিলেন ॥ ৫ ॥

“উঠ মা ! কেন এমন বলিতেছ ? তোমারই অকলঙ্ক চরিত্রের
 প্রভাবে তোমার স্বামী অমুজ লক্ষণের সহিত অতবড় বিপদ,
 অত ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন ! মা ! তোমার
 কি ওরূপ কথা সাজে ?”—বলিয়া মহিষীদ্বয় সেই প্রীতিযোগ্য
 পুত্রবধূকে প্রিয় অথচ সত্য বচনে সান্ত্বনাদান করিলেন ॥ ৬ ॥

বনবাস-প্রতিনিবৃত্ত রামচন্দ্রের অপার্থিব রাজ্যাভিষেক,
 এই ভাবে, প্রথমে জননীদিগের আনন্দক্রত নয়ন-নির্ব্যরে
 সম্পাদিত হইল। পরে, বয়োবৃদ্ধ অমাত্যবৃন্দ নানা তীর্থ
 হইতে আহৃত স্বর্ণ-কলস-পূর্ণ জলের দ্বারা রামের পার্থিব
 রাজ্যাভিষেক নিষ্পাদিত করিলেন ॥ ৭ ॥

সেই অভিষেক-কালে রাক্ষস এবং বানরগণের প্রযত্নে
 নানা নদ-নদী সমুদ্র হইতে, এমন কি, মানস-সরোবর পর্যন্ত
 হইতে আনীত তীর্থজল-দ্বারা বিজয়োদ্দীপ্ত রামচন্দ্রের শীর্ষদেশে,
 অদ্বি-রাজ বিক্যের শীর্ষদেশে জলদ-জলধারার দ্বারা বর্ষিত
 হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥

আসিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিলেন, তখন তাঁহারা পুত্রবধূকে দেখিতে পাইলেন না। বকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন,
 তাঁহাদের এই চতুর্দশ বৎসরের সমস্ত বেদন—যজ্ঞগা যেন নিমেষে জুড়াইয়া গেল। এক্ষণে তাঁহারা বুঝিলেন যে, এই আমার
 রাম, আর এই আমার লক্ষ্মণ। তাঁহারা ধীরে ধীরে পুত্রবধূয়ের কলেবরে করচালনা করিতে লাগিলেন। পুত্রবধূয়ের ক্ষতবিক্ষত
 দেহ স্পর্শ করিয়া জননীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। “বীরপ্রসবিনী” শব্দ ক্ষত্রিয়কামিনীগণের একান্ত অভিপ্রেত হইলেও,
 তাঁহাদের কিন্তু আর উহাতে স্পৃহা রহিল না। বীরপুত্রের জননীর যে কত জালা, কত বেদনা, তাহা তাঁহারা মর্মে মর্মে
 বুঝিয়াছিলেন। জানকী এক্ষণ একপার্শ্বে চিত্রিতার দ্বার নিষ্পদভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন; এক্ষণে, “আমি স্বামীর অনন্ত-
 ক্লেশকারিণী সীতা প্রণাম করিতেছি”—বলিয়া মহিষীদ্বয়ের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং কৌশল্যা ও সুমিত্রা উভয়েই
 হৃগপং সীতাকে ধরিয়া উঠাইলেন ও কহিলেন—“মা ! উঠ, তোমার পবিত্র চরিত্র-প্রভাবেই, রাম-লক্ষ্মণ এই দুস্তর
 বিপৎ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন, ভাগ্যবতি ! রঘুকুল-রাজলক্ষ্মি ! উঠ !”

কালিদাস অতি সঙ্ক্ষেপে, অল্প ঐতিহাসিক কথার মাতার সহিত পুত্রের ও পুত্রবধূর মিলনের কি অপূর্ণ চিত্রই না অঙ্কিত
 করিলেন। বস্তু দেখি, এ চিত্র পুরাতন হয় না ॥ ৪-৪ ॥

তপস্বিবৈবক্রিয়য়াপি তাবদ্ যঃ প্রেক্ষণীয়ঃ স্মৃতরাং বভূব ।
 রাজেন্দ্র-নেপথ্য-বিধান-শোভা তস্তোদিতাসীৎ পুনরুক্তদোষা ॥ ৯ ॥
 স মৌল-রক্ষো-হরিভিঃ স-সৈন্ততুর্ঘ্যস্বনানন্দিতপৌর-বর্গঃ ।
 বিবেশ সৌধোদগত-লাজ-বর্ধামুত্তোরণামঘয়-রাজধানীম্ ॥ ১০ ॥
 সৌমিত্রিণা সাবরজেন মন্দমাধুত-বাল-ব্যজনো রথস্থঃ ।
 ধূতাতপত্রো ভরতেন সাক্ষাভূপায়-সংঘাত ইব প্রবুদ্ধঃ ॥ ১১ ॥
 প্রাসাদ-কালাগুরুধুম-রাজিস্তস্তাঃ পুরো বায়ুবশেন ভিন্না ।
 বনান্নিবন্তেন রঘুভ্রমেন মুক্তা স্বয়ং বেগিরিবাবতাসে ॥ ১২ ॥
 স্বশ্রাজনাতুষ্টিতচারু-বেষাং কর্ণীরথস্থাং রঘুবীরপত্নীম্ ।
 প্রাসাদ-বাতায়ন-দৃশ্য-বন্ধৈঃ সাকোত-নার্যোহঞ্জলিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ১৩ ॥

অনুব্রজ্য।—যঃ (রামঃ) তপস্বিবৈবক্রিয়য়া অপি স্মৃতরাং (অত্যন্তঃ) প্রেক্ষণীয়ঃ তাবৎ (এব) বভূব, তস্মৈ রাজেন্দ্র-নেপথ্য-বিধান-শোভা উদিতা (সতী) পুনরুক্ত-দোষা আসীৎ ॥ ৯ ॥

সঃ (রামঃ) স-সৈন্তঃ তুর্ঘ্যস্বনানন্দিত-পৌরবর্গঃ (সন্) মৌল-রক্ষো-হরিভিঃ (সহ) সৌধোদগত-লাজবর্ধাম্ উত্তোরণাম্ অঘয়-রাজধানীং (কুলরাজধানীং) বিবেশ ॥ ১০ ॥

(কীদৃশঃ রামঃ অযোধ্যাং বিবেশ ?)—সাবরজেন (শত্রু-সহিতেন) সৌমিত্রিণা মন্দম্ আধুত-বাল-ব্যজনঃ (তাভ্যাং আধুত-চামরঃ) রথস্থঃ ভরতেন ধূতাতপত্রঃ (রামঃ) প্রবুদ্ধঃ সাক্ষাৎ উপায়-সংঘাতঃ (সানদানাত্যুপায়াঃ) ইব (বিবেশ) ॥ ১১ ॥

বায়ুবশেন ভিন্না প্রাসাদ-কালাগুরু-রাজিঃ বনাৎ নিবন্তেন রঘুভ্রমেন (রামেণ) স্বয়ং মুক্তা তস্তাঃ পুরঃ (অযোধ্যায়াঃ) বেগিঃ ইব আবতাসে ॥ ১২ ॥

স্বশ্রাজনাতুষ্টিত-চারুবেষাং কর্ণীরথস্থাং রঘু-বীরপত্নীং (সীতাং) সাকোত-নার্যঃ প্রাসাদ-বাতায়ন-দৃশ্য-বন্ধৈঃ অঞ্জ-লিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ১৩ ॥

অনুব্রজ্য।—বনবাসী তাপসের বেশে রামচন্দ্রের স্ব অনির্বচনীয় শোভা জন্মিয়াছিল, আজ রাজ-রাজেশ্বরের হুমু্য পরিচ্ছদে সেই শোভা আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। অথবা আজ এই রাজবেশের শোভা তাহার নিকট বেশী, তরাং অকিঞ্চির বলিয়া মনে হইল) ॥ ৯ ॥

অনন্তর রাম সেই স্বোপাঙ্কিত রথে কোসল-সম্রাটের পুত্র আভ্যুদয়ের সহিত রাজধানী অযোধ্যায় প্রবেশ করি-
 দেন। বনোবুদ্ধ মন্ত্রিগণ, লঙ্কাক্রমর-সুহৃৎ রাক্ষস এবং

বানরগণ ও অযোধ্যারাজ্যের অসংখ্য সৈন্ত-সামন্ত—সঙ্গে সঙ্গে লইয়া রাম অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চারিদিকে তুর্ঘ্যস্বনি উথিত হইল, পুরবাসীদের আর আনন্দের অবধি রহিল না। সমুচ্চ তোরণরাজি-বিরাজিত রাজপথের পার্শ্ববর্তী প্রাসাদসমূহের গবাক্ষপথ দিয়া পুররমণীরা লাজবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

রামামুরক্ত ভরত, রথোপরি উপবিষ্ট রামচন্দ্রের মস্তকে রাজকুত্র ধারণ করিলেন, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন—দুই ভাই দুই পাশ্বে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে মনে হইল, যেন তিনি, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—রাজনীতির এই প্রধান উপায়চতুষ্টয়ের সমষ্টি-রূপে সাফল্য-বিমণ্ডিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

প্রাসাদ-মধ্যে কৃষ্ণাঙ্কুর প্রজ্জলিত ও তাহার ধূমপূঞ্জ সমীরবশে চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। তদর্শনে মনে হইল, প্রবাসগত রঘুনাথ বনবাস হইতে দীর্ঘকাল পরে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া আজ, তাঁহার বিরোগ-বিবন্ধা রাজপুত্রীর বেগি-বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাই নগরীর রক্ষ ও কৃষ্ণ কেশ-কলাপ বায়ুভরে উড়িতেছে ॥ ১২ ॥

স্বশ্রগণ রঘু-বীর-লক্ষ্মী-সীতার মনোহর সাজ-সজ্জা করিয়া দিলেন। সীতা একখানি নারীজন-সৌগ্য নাড়িকুণ্ডলে রথে আরোহণ-পূর্বক রাজপুরীতে যখন প্রবেশ করিলেন—তখন, চতুর্পার্শ্ববর্তী প্রাসাদ-সমূহের গবাক্ষপথে পরিদৃষ্ট হইল যে, অযোধ্যাবাসিনী পুর-লজনারা অঞ্জলির সহ্য করে জানকীকে প্রণাম করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

সুহৃৎপ্রভাঃশঙ্করমাসুহৃৎসুঃ স্য বিব্রতী শাখতমকরাগম্ ।
 ররাজ শুক্রেতি পুনঃ স্বপুৰ্য্যে সঙ্গশিতা বহি-গতের ভব্রী ॥ ১৪ ॥
 বেষ্মানি রামঃ পরিবহবন্তি বিশ্রাণ্য সৌহার্দনিধিঃ সুহৃদ্যঃ ।
 বাম্পায়মাণো বলিমগ্নিকেতমালেখ্যশেষস্ত পিতৃবিবেশ ॥ ১৫ ॥
 কৃতাজলিস্তত্র যদহু সত্যান্নাদ্রুত স্বর্গফলাদ্ গুরুনঃ ।
 তচ্চিস্ত্যমানঃ সুকৃতং তবেতি জহার লজ্জাং ভরতস্ত মাতুঃ ॥ ১৬ ॥
 তথৈব সুগ্রীববিভীষণাদীন্ উপাচরং কৃত্রিম-সংবিধাভিঃ ।
 সঙ্কল্প-মাত্রোদিত-সিদ্ধয়স্তে ক্রান্তা যথা চেতসি বিশ্বয়েন ॥ ১৭ ॥

অনুব্রজ্য।—সুহৃৎ প্রভাঃশঙ্করমাসুহৃৎসুঃ (প্রাক্ অত্রি-
 পন্থা অহুহুয়া দন্তঃ) শাখতম্ অকরাগং বিব্রতী সা
 (সীতা) ভব্রী স্বপুৰ্য্যে শুভ্রা ইতি সঙ্গশিতা পুনঃ বহি-গতা ইব
 ররাজ ॥ ১৪ ॥

সৌহার্দ-নিধিঃ রামঃ সুহৃদ্যঃ (সুগ্রীবাদিভ্যঃ)
 পরিবহবন্তি (উপকরণবন্তি) বেষ্মানি বিশ্রাণ্য
 অলেখ্য-শেষস্ত পিতৃঃ বলিমং নিকেতং বাম্পায়মাণঃ (সন্)
 বিবেশ ॥ ১৫ ॥

তত্র (নিকেতনে) কৃতাজলিঃ (সন্ রামঃ)।—“হে অহু !
 নঃ গুরুঃ স্বর্গফলাৎ (স্বর্গাৎ) ন অন্রুত—ইতি বৎ, তৎ
 চিস্ত্যমানঃ (বিচার্যমাণঃ) তব সুকৃতম্—(ইতি)—ভরতস্ত মাতুঃ
 (কৈকেয়্যাঃ) লজ্জাং জহার ॥ ১৬ ॥

সুগ্রীব-বিভীষণাদীন্ কৃত্রিম-সংবিধাভিঃ তথা এব উপা-
 চরং যথা সঙ্কল্প-মাত্রোদিত-সিদ্ধয়ঃ তে (সুগ্রীবাদয়ঃ) চেতসি
 বিশ্বয়েন ক্রান্তাঃ ॥ ১৭ ॥

বজ্রাধি।—পূর্বে বনগমনকালে অত্রিপত্নী দেবী
 অহুহুয়া সীতার যে দিব্য অকরাগ করিয়া দিয়াছিলেন,
 (১২ খ-২৩ শ্লোক) সেই অকর-অকরাগের সমুজ্জ্বল প্রভায়
 জ্যোতির্ময়ী সাক্ষী জানকীর দেহ-কান্তি হইতে এমনই একটা
 দিব্য রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল যে, তদ্বর্ণনে মনে হইল, রামচন্দ্র
 বৃদ্ধি অযোধ্যাবাসীদিগকে, সীতা যে কত বড় পুণ্যশীলা
 ও পুত-প্রকৃতি, তাহাই পুনরায় অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা

প্রদর্শন করিতেছেন। তাই অনলমধ্যবসিনী জনক-জননার
 দেহের চতুর্দিকে ঐরূপ আয়ের দীপ্তি লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বন্ধু-বৎসল রাম সুগ্রীব-বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদ-
 গণের অবস্থানের নিমিত্ত সুসজ্জিত হর্ম্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া,
 রাজা দশরথ যে কক্ষে বিরাজ করিতেন,—তন্মধ্যে প্রবেশ
 করিলেন। দেখিলেন,—এক দিন যার আড়ম্বরের অবধি
 ছিল না, আজ সে রাজ-কক্ষ একেবারে শূন্য, ভিত্তিগাত্রে
 কেবল একখানি আলেখ্যে দশরথের অতীত অস্তিত্ব স্থাপন
 করিতেছে, আর সেই আলেখ্যের অধিষ্ঠাতার উদ্দেশে অমুষ্টিত
 পূজার চিহ্ন-স্বরূপ ইতস্ততঃ কুসুম-সন্টার পতিত রহিয়াছে।
 রাম অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না! ॥ ১৫ ॥

অনন্তর কৃতাজলিপটে “মা! আমার গুরু পিতৃদেব যে
 অক্ষয়-স্বর্গদায়ক সত্য হইতে পরিব্রজ হন নাই, যত ভাবি-
 তেছি, দেখিতেছি, আপনারই অহুহুয়া ফল,”—
 বলিয়া রাম ভরত-জননী কৈকেয়ীর লজ্জা দূর করিলেন।
 রামের উক্তিতে কৈকেয়ী যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন ॥ ১৬ ॥

তার পর, সযত্ন-সংগৃহীত নানাবিধ উপভোগ্য বস্তুর দ্বারা
 সুগ্রীব-বিভীষণ প্রভৃতির এমনই পরিচর্যা করিলেন যে, যদিও
 সুগ্রীবাদি মায়াপ্রভাবে সঙ্কল্পমাত্রেই অভিলষিত পদার্থ
 প্রাপ্ত হইতেন,—তবুও রামের আয়োজনের অপূর্ব্বতায় তাঁহা-
 দের যৎপরোনাস্তি বিষয় জন্মিল, মনে করিলেন, যেন দৈব-
 শক্তিতেও এত আড়ম্বর সহজ নহে ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—রামের রাজ্যাভিষেক হইয়া গিয়াছে। অভিষেকান্তে রাম আকুলহৃদয়ে, দশরথের আলেখ্যযুক্ত
 কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক, অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে পিতার প্রতিকৃতিতে প্রণাম করিলেন। এই কক্ষে দশরথ বাস করিতেন।
 এক দিন এই বিশাল কক্ষ ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল, আর এখন একেবারে শূন্য! কেবল একপার্শ্বে দশরথের একখানি
 জীর্ণ প্রতিকৃতি দোলায়মান। পিতার ঐ প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া রাম উজ্জলিত শোকাবশে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন।

সভাজনায়োপগতান্ স দিব্যান্ মুনীন্ পুরঙ্কতা হন্তস্ত শত্রোঃ ।
 শুশ্রাব তেভ্যঃ প্রভবাদি বৃত্তং স্ববিক্রমে গৌরবমাদধানম্ ॥ ১৮ ॥
 প্রতিপ্রয়াতেষু তপোধনেষু সুখাদবিজাত-গতাক্ষমাসান্ ।
 সীতা-স্বহস্তোপহৃতাগ্র্যপূজান্ রক্ষঃকপীজ্ঞান্ বিসসজ্জ রামঃ ॥ ১৯ ॥
 তচ্চাশ্চিন্তিতা-সুলভং বিমানং হতং সুরারেঃ সহ জীবিতেন ।
 কৈলাস-নাথোদ্বহনায় ভূয়ঃ পুষ্পং দিবঃ পুষ্পকমম্বমংস্ত ॥ ২০ ॥
 পিতুর্নিয়োগাদ্ বনবাসমেবং নিস্তীৰ্ঘ্য রামঃ প্রতিপন্ন-রাজ্যঃ ।
 ধর্ম্মার্থকামেষু সমাং প্রাপেদে যথা তথৈবাবরজেষু বৃত্তিম্ ॥ ২১ ॥

অনুব্রূ।—সঃ (রামঃ) সভাজনায় (অভিষেক অভিনন্দনায়) উপগতান্ দিব্যান্ মুনীন্ (অগস্ত্যাदीন্) পুরঙ্কতা, তেভ্যঃ স্ববিক্রমে গৌরবম্ আদধান (স্বগৌরবজনকং) হন্তস্ত শত্রোঃ (রাবণস্ত) প্রভবাদি (জন্মাদি-নানার্শৌর্ঘ্য-পূর্ণঃ) বৃত্তং শুশ্রাব ॥ ১৮ ॥

তপোধনেষু প্রতিপ্রয়াতেষু (সংস্র) সুখাৎ অবিজাত-গতাক্ষমাসান্ সীতা-স্বহস্তোপহৃতাগ্র্য-পূজান্ রক্ষঃ-কপীজ্ঞান্ রামঃ বিসসজ্জ ॥ ১৯ ॥

তৎ ৮ আশ্চ-চিন্তিতা-সুলভং সুরারেঃ (রাবণস্ত) জীবিতেন সহ হতং দিবঃ পুষ্পং (পুষ্পবদাভরণভূতং) পুষ্পকং বিমানং ভূয়ঃ কৈলাস-নাথোদ্বহনায় (কুবেরস্ত উদ্বহনায়) অম্বমংস্ত । (প্রাক্ এতৎ কুবেরস্ত এব আসীৎ, তস্মাৎ ভূয়ঃ) ॥ ২০ ॥

রামঃ এবং পিতুঃ নিয়োগাৎ বনবাসং নিস্তীৰ্ঘ্য প্রতিপন্ন-রাজ্যঃ (সন্) ধর্ম্মার্থকামেষু যথা তথা অবরজেষু (অপি) সমাং বৃত্তিং প্রাপেদে ॥ ২১ ॥

বক্তার্থ।—রাজ্যাভিষেকে রামকে অভিনন্দিত করিবার নিমিত্ত অগস্ত্যাदि যে সমুদয় মহর্ষি আসিয়াছিলেন, যথাযথভাবে অভ্যর্থনার পর, তাঁহাদের নিকট হইতে, রাম নিহত শত্রু দশাননের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী—নানা অভূত অভূত বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিলেন। অতবড় বীরাগ্রগণ্য রাবণের নিধনকর্তা রাম,—স্মরণ্য উহাতে রামের গৌরবই স্মৃতিত হইল ॥ ১৮ ॥

তপোধনগণ চলিয়া যাওয়ার পর প্রায় অর্দ্ধমাস অতীত হইয়াছে, কিন্তু রামের আতিথেয় এতই সুখে রাক্ষস এবং কপীজ্ঞগণ ছিলেন যে, তাঁহারা এ সময়টা বুঝিতেই পারিলেন না; সীতা স্বহস্তে সেই বিপদের বন্ধুদিগকে নানা উপচারে এমনই পরিচর্যা করিলেন যে, তাঁহারা ঐ সময়টা নিমেষব্যতী কাটাইয়া দিলেন। অনন্তর রাম তাঁহাদিগকে বিদায়-প্রদান করিলেন ॥ ১৯ ॥

রাম শুধু রাবণের জীবন হরণ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, ত্রিজগতের মধ্যে পরম লোভনীয়, স্বর্গেরও আভরণ-স্বরূপ, রাবণের পুষ্পক-নামক অল্পম বিমানখানিও হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই অপূর্ণ বিমানের প্রধান ধর্ম্ম এই যে, স্রবণমাত্রেই সে সম্মুখে আসিয়া উদ্ভিত হইত। আজ, কৈলাসপতি কুবেরকে পুনরায় বহন করিয়া স্ব-রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্ত সেই বিমানকে আদেশ করিলেন। এক দিন এই পুষ্পক কুবেরেরই ছিল,—রাবণ ইহা কাড়িয়া লইয়া-ছিলেন ॥ ২০ ॥

পিতৃনির্দেশে হস্তর বনবাসের অপার দুঃখ-সমুদ্রে উজ্জীর্ণ হইয়া রাম রাজ-সিংহাসনে আরোহণ-পূর্বক, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিও সেইরূপ তুল্যব্যবহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

মহাকবি কালিদাস যেন বাগ দেবতাকে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তাঁহারই নির্দেশক্রমে রামচরিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছেন। রাম-হৃদয় যে কি অনন্ত সম্পদে সম্পন্ন, তাহা ধীরে ধীরে, স্বীয় অক্ষয় কল্পনা-যন্ত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করিতেছেন। রামের মহৎ চরিত্র যত দেখিতেছি, তত ক্রমেই মহত্তর, মহত্তম বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

সর্বাস্থ মাভূষপি বৎসলহাং স নির্বিশেষ-প্রতিপত্তিরাসীৎ ।
 যড়াননাপীত-পয়োধরাস্থ নেতা চমুনামিব কৃত্তিকাস্থ ॥ ২২ ॥
 তেনাৰ্ধবাল্লোভ পরাশ্বুখেন তেন স্নতা বিস্মভয়ং ক্রিয়াবান্ ।
 তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা তেনৈব শৌকাপমুদেন পুত্ৰী ॥ ২৩ ॥
 স পৌরকার্য্যনি সমীক্ষ্য কালে রেমে বিদেহাধিপতেহুহিত্রা ।
 উপস্থিতশ্চাক্ষু বপুস্তদীয়ং কৃষ্ণোপভোগোৎসুকয়েব লক্ষ্ম্যা ॥ ২৪ ॥
 তয়োৰ্থধাপ্রার্থিতমিচ্ছিস্থার্থানাসেহুযোঃ সদ্ধাস্থ চিত্রবৎসু ।
 প্রাপ্তানি হুঃখাশ্বপি দণ্ডকেষু সঙ্কিস্ত্যমানানি সুখাশ্বভূবন্ ॥ ২৫ ॥

অনুব্রজ্য ।—সঃ (রামঃ) বৎসলহাং সর্বাস্থ মাভূষ অপি নির্বিশেষ-প্রতিপত্তিঃ আসীৎ । (কথং ইব ?)—চমুনাং নেতা (যনুখঃ স্বকঃ) যড়াননাপীত-পয়োধরাস্থ কৃত্তিকাস্থ ইব ॥ ২২ ॥

লোকঃ লোভ-পরাস্বুখেন তেন (রামেণ) অৰ্ধবান্ আস, বিস্মভয়ং স্নতা তেন ক্রিয়াবান্ (আস), বিনেত্রা (শিক্ষকেণ) তেন পিতৃমান্ (আস), শৌকাপমুদেন তেন এব পুত্ৰী (পুত্রবান্ ইব) (আস) (বভূব) ॥ ২৩ ॥

সঃ (রামঃ) কালে পৌরকার্য্যনি সমীক্ষ্য বিদেহাধিপতেঃ হুহিত্রা (সীতয়া) উপভোগোৎসুকয়া তদীয়ং (সীতা-সম্বন্ধি) চাক্ষু বপুঃ কৃষ্ণা (আশ্রিত্য স্থিতয়া) লক্ষ্ম্যা ইব উপস্থিতঃ (সদ্ধতঃ) (সন্) রেমে ॥ ২৪ ॥

চিত্রবৎসু (বনবাস-বৃত্তান্তালেখ্যবৎসু) সদ্ধাস্থ যথা-প্রার্থিতম্ ইচ্ছিস্থার্থান্ আসেহুযোঃ তয়োঃ (সীতারাময়োঃ) দণ্ডকেষু প্রাপ্তানি হুঃখানি অপি সঙ্কিস্ত্যমানানি (চিত্র-দর্শনাৎ) সুখানি (সুখকরাণি) অভূবন্ ॥ ২৫ ॥

বক্তার্য্য ।—দেব-সেনাপতি যড়ানন কার্ত্তিকেয় যেমন শট্কৃত্তিকাক্রপণি হয় জন মাতারই হয়মুখে শুভপানপূর্বক সকলের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করিতেন, মাভূবৎসল রামও

তদ্রূপ সমব্যবহারের দ্বারা সব কয়জন মাতাকেই পরম পরিতুষ্ট রাখিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

লোভ-শূচ্য রামের সুব্যবস্থা-গুণে, রাম-রাজ্যে দরিদ্রেরও শনাগম হইতে লাগিল। তিনি পিতার স্থায় প্রকৃতিগুণের শিক্ষা-দীক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শৌৰ্য্যে রাজ্যের সমস্ত আপদ-উপদ্রব প্রশমিত হইল। এক কথায় রাম—পুত্রহীনের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা এবং অনাথের নাথ হইলেন ॥ ২৩ ॥

এই ভাবে অতি দক্ষতার সহিত রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ-পূর্বক, পত্নীময় জীবিত রামচন্দ্র ঋদেহ-রাজ-নন্দিনীকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন, স্বয়ং উপভোগ বাসনার সীতার দেহ আশ্রয়পূর্বক অযোধ্যাপতির সহিত মিলিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

রাম-সীতার বাসনার অনুরূপ কোনো ভোগ্য বস্তুরই অভাব ছিল না। তাঁহারা আজ এই মিলনের দিনে, মনো-হারিণী চিত্রশালায় আসিয়া দণ্ডকারণ্যের সেই অনন্ত দুঃখের ঘটনাবলীর আলেখ্য দর্শনপূর্বক, সেই সেই দুঃখের দিনের ব্যাপারগুলি চিন্তা করিয়াও বত স্নুথ পাইতেন ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—রাম ধর্ম্মক-শরণ হইয়া পৌরকার্য্য নির্বাহ করেন, রাজ্যের সমস্ত অভাব অভিযোগ নিজে বিদিত হইয়া প্রতিকার ব্যবস্থা করেন, আর দিনান্তে কখনো বা রাজ্য-চিত্তাবসর হৃদয়ের কথাঞ্চৎ বিনোদনের নিমিত্ত, বৈদেহীর সহিত চিত্র-শালিকায় প্রবেশ করিয়া নানাবিধ চিত্রদর্শন করেন। দণ্ডকারণ্যে সীতাকে হারাইয়া রাম যে সেই উন্নত-হৃদয়ে বত বিলাপ করিয়াছিলেন, কুজে কুজে, লতায় লতায়, পত্রে পত্রে সীতার অবেষণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বিরহ-শিলাপ অবেষণের অবস্থাগুলি বিশেষরূপে পাতঃশ্রুত কাহিনী, সেই সেই সময়ের পূর্বক পূর্বক চিত্র ৩৮ত হইয়াছে। দুঃখের দিনের সেই সমুদয় চিত্রে গৃহীতভি সজ্জিত। আজ স্নুখের দিনে, মিলনের দিনে রাম-সীতা সেই সকল চিত্র দেখিতেছেন, একপ্রাণ হইয়া দেখিতে-ছেন, আর দুই জনে তৎকালকের সেই সেই অবস্থাগুলি ভাবিতেছেন। পরস্পরের জন্ত পরস্পরের সেই আকুলতার ছবি দেখিতে দেখিতে, পরস্পর পরস্পরের ভাবসমুদয়ে নিমগ্ন হইতেছেন; অতুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন। সে এক স্নুখের

অধাধিক-স্নিগ্ধ-বিলোচনেন মুখেন সীতা শর-পাণ্ডুরেশ।
 আনন্দয়িত্রী পরিণেতুরানীদনকরব্যজিত-দোহদেন ॥ ২৬ ॥
 তামকমারোপ্য কুশাজঘটিং বর্ণান্তরাঙ্কাস্ত-পরোধরাগ্রাম্।
 বিলজ্জমানাং রহসি প্রতীতঃ পপ্রচ্ছ রামাং রমণোহভিলাষম্ ॥ ২৭ ॥
 সা দষ্ট-নীবারবলীনি হিংস্রৈঃ সংবদ্ধ-বৈখানস-কচ্ছকানি।
 ইয়েম ভুয়ঃ কুশবন্তি গঙ্গং ভাগীরথীতীরতপোবনানি ॥ ২৮ ॥
 তস্মৈ প্রতিশ্রুত্য রমুপ্রবীরস্তদৌপ্লিতং পার্শ্বচরাভুযাতঃ।
 আলোকয়িত্বান্ মুদিতামযোধ্যাং প্রাসাদমঙ্গলিহমারুরোহ ॥ ২৯ ॥

অর্থ—সীতা অধিকস্নিগ্ধ-বিলোচনেন শর-
 পাণ্ডুরেশ অনকর-ব্যজিত-দোহদেন মুখেন পরিণেতুঃ
 আনন্দয়িত্রী আসীৎ ॥ ২৬ ॥
 প্রতীতঃ (গর্ভজানবান্) রমণঃ (রামঃ) কুশাজঘটিং
 বর্ণান্তরাঙ্কাস্ত-পরোধরাগ্রাম্ বিলজ্জমানাং তাং রামাং (প্রীতি-
 দর্শনিনীম্ সীতাং) রহসি অকম্ আরোপ্য অভিলাষং
 পপ্রচ্ছ ॥ ২৭ ॥

সা (সীতা) হিংস্রৈঃ দষ্ট-নীবারবলীনি সংবদ্ধ-বৈখানস-কচ্ছ-
 কানি কুশবন্তি ভাগীরথী-তীর-তপোবনানি ভুয়ঃ গঙ্গম্
 ইয়েম ॥ ২৮ ॥

রমুপ্রবীরঃ (রামঃ) তস্মৈ (সীতায়ৈ) তৎ উপ্লিতং
 প্রতিশ্রুত্য পার্শ্বচরাভুযাতঃ (সন্) মুদিতাম্ অযোধ্যাম্ আলো-
 কয়িত্বান্ অঙ্গলিহং প্রাসাদম্ আরুরোহ ॥ ২৯ ॥

অর্থ—অনন্তর সীতার নয়ন-বুগল অধিকতর
 স্নিগ্ধভাবে ধারণ করিল এবং মুখমণ্ডল শরদণ্ডের ছায় পাণ্ডুবর্ণে
 অলঙ্কৃত হইল। তাহাতে, স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও বুঝা
 গেল যে, তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। পত্নীর তদবস্থা দর্শনে
 রামচন্দ্রের অসীম আনন্দ জন্মিল ॥ ২৬ ॥

ক্রমে সীতার দেহ-যষ্টি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং
 পরোধবের অগ্রভাগ ঈষৎ নীলাভ হইয়া উঠিল। সীতা
 যেন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। পত্নীবৎসল রাম অতি নির্ভরনে
 এবং প্রসন্ন-মনে ব্রীড়ানতমুখী সীতাকে কোলে লইয়া “কিটে
 তাঁহার অভিলাষ যায়, কি খাইতে ইচ্ছা করে, কি করিতে
 সাধ হয়”,—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতেন ॥ ২৭ ॥

হৃদয়েশ্বর কর্তৃক বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়া সীতা কহি-
 লেন,—“প্রিয়তম! আমার আমার ভাগীরথী-তীরবর্তী
 কুশাজঘর তপোবন-সমূহ দেখিতে সাধ হয়। তাহাতে কেমন,
 —ঋষিদিগের সঙ্কীর্ণ নীবারখাত্তাদি বন্য-মহিষাদিতে আসিয়া
 খাইয়া যায়, বৈখানস-বালিকারা কেমন সখ্যস্থাপন-
 পূর্বক দলে দলে ঘুরিয়া বেড়ায়, কত কি খেলা-ধুলা
 করে,—নাথ। সেই সব দৃষ্ট আর একবার কি দেখা
 যায় না? ॥ ২৮ ॥

রঘুকুল প্রদীপ রাম “আচ্ছা” বলিয়া সীতার বাহ্য-
 পুরণে প্রতিশ্রুত হইয়া জন-কোলাহল-মুখরা অযোধ্যার সজীম
 সৌন্দর্যদর্শনের জন্য অমৃতের সহিত গিয়া মেঘস্পর্শী সমুচ্চ
 প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

মুহূর্ত্ত, আনন্দের স্বপ্ন। রামসীতার জীবনে এই চিত্রদর্শনকালের সুখের মুহূর্ত্তের মত মুহূর্ত্ত বুঝি আর আসে নাই, আসিবেও না।
 সীতার এমন মুহূর্ত্ত দুইবার আসে না। রাম আজ অযোধ্যার অধীশ্বর, আর জনক-দম্পিনী অযোধ্যার অধীশ্বরী, আনন্দের
 পরিমিত নাই। তাঁহারা সেই পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর ছবি, সেই নির্জন-বনবাস-কালের মিলনের এবং বিরহের ছবি
 স্মরণে দেখিতে, ক্রমে দুই জনেই যেন নিজের নিজের পৃথগস্তি বিস্মৃত হইয়া, সুখে, মোহে, বিস্ময়ে, জড়তা—কেমন কেন
 পড়িয়া পড়িতেছেন। গর্ভ-ভরালা জনক-তনয়া ক্রমে আনন্দ-উজ্জ্বল-নিমীলিতাক্ষী হইতে লাগিলেন। তাঁহার
 চক্ষুর আবেশ আসিল। এইপ্রকার আনন্দালসভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, নিজের মতো যেন সীতার নিকটে
 প্রসন্ন হইয়া, রাম আনন্দময়ী রাজধানীর আনন্দমুখরা বহিরবস্থা দর্শনের বাসনার অঙ্গলিহ প্রাসাদে আরোহণ করিলেন,
 সীতার প্রাণ সেই চিত্র-শালিকা-শায়িনী রাক্ষস-কুল-নাশিনী সীতার নিকটে পড়িয়া রহিল। আর মুহূর্ত্তকাল পরেই
 রাম-প্রতিমা সীতার নিকটে হইবে, সীতা-শুভ রাম, যার-পিওময় নিঃসার দেহযাত্রা লইয়া সীতা-বিলীন মনোরে প্রাণাধিক

অজ্ঞাপকঃ রাজপথঃ স পশুন্ বিগাহমানাং সরযুঃ চ নৌভিঃ ।
 বিলাসিভিঃ পৌরৈঃ পুরোপকঠোপবনানি রেমে ॥ ৩০ ॥
 স কিংবদন্তীঃ বদতাং পুরোগঃ স্ববৃত্তমুদিশ্য বিপুল-বৃত্তঃ ।
 সর্পাধিরাজোক্তভূজোহপসর্পং পঞ্চচ্ছ ভজং বিজিতারিভজঃ ॥ ৩১ ॥
 নির্বন্ধ-পৃষ্ঠঃ স জগাদ সর্বং স্তবন্তি পৌরাশ্চরিতং স্বদীয়ম্ ।
 অগ্নত্র রক্ষোভবনোষিতায়াঃ পরিগ্রহান্মানবদেব ! দেব্যাঃ ॥ ৩২ ॥
 কলত্র-নিম্নাশুরূপা কিলৈবমভ্যাহতং কীর্ত্তিবিপর্যায়েন ।
 অয়োধিনেনায় ইবাভিতপ্তং বৈদেহিবন্ধোদ্ধদয়ং বিদজে ॥ ৩৩ ॥

অমৃত-সর্গ ।—সঃ (রামঃ) অজ্ঞাপকঃ রাজপথঃ, নৌভিঃ
 বিগাহমানাং সরযুঃ, বিলাসিভিঃ পৌরৈঃ অধ্যুষিতানি
 পুরোপকঠোপ-বনানি চ পশুন্ রেমে ॥ ৩০ ॥

বদতাং পুরোগঃ বিপুল-বৃত্তঃ সর্পাধিরাজোক্তভূজঃ
 বিজিতারিভজঃ সঃ (রামঃ) স্ববৃত্তম্ উদিশ্য ভজম্ (ভজ-নামকম্)
 অপসর্পং (চরং) কিংবদন্তীং পঞ্চচ্ছ ॥ ৩১ ॥

নির্বন্ধ-পৃষ্ঠঃ সঃ (অপসর্পঃ) জগাদ । (কিং জগাদ ?)
 —হে মানব-দেব ! রক্ষো-ভবনোষিতায়াঃ দেব্যাঃ
 (সীতায়াঃ) পরিগ্রহাৎ অগ্নত্র (ইতরাংশে) স্বদীয়ং সর্বং
 চরিতং পৌরাঃ স্তবন্তি ॥ ৩২ ॥

এবং কিল কলত্র-নিম্না-শুরূপা কীর্ত্তিবিপর্যায়েন অভ্যাহতং
 বৈদেহিবন্ধোঃ (সীতাগত-জীবিতস্ত) হৃদয়ম্ অয়োধিনেন
 (অভ্যাহতম্) অভিতপ্তম্ অয়ঃ ইব বিদজে (বিদীর্ণম্) ॥ ৩৩ ॥

অমৃত-সর্গ ।—আকাশচূষী অষ্টালিকাশিখরে উঠিয়া
 রাম দেখিলেন, অধঃস্থিতা অযোধ্যা-নগরীর সুপ্রশস্ত রাজ-
 পথসমূহের উভয় পাশে বিপণিশ্রেণীতে সহস্র সহস্র লোক
 ক্রমবিক্রয়ের জন্ত সমবেত হইয়া রাজধানীকে মুখর করিয়া

তুলিয়াছে, নগরীর প্রান্তবাহিনী সরযু-শত-সহস্র নৌকার বেগ
 খচিত ও বিলাসী পুরবাসিগণ নগরের উপকণ্ঠবর্তী উপবনে
 কতপ্রকার আমোদ-আহ্লাদে নিমগ্ন—অযোধ্যার
 সজীব-ভাব দর্শনে রামের অপার আনন্দ জন্মিল ॥ ৩০ ॥

অনন্তর বাম্পি-শ্রেষ্ঠ, দশানন-বিজেতা, সর্পরাজ শেষের
 ছায় দীর্ঘবাচ ও নির্মলস্বভাব রামচন্দ্র, সর্পীপবর্তী অঙ্কুর-
 দিগের অগ্নতম ভদ্রনামক ব্যক্তিকে,—“রামের সম্বন্ধে নগর-
 বাসিগণের কিরূপ ধারণা”—জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩১ ॥

গুপ্তচর ভদ্র, রামকণ্ঠক নির্বন্ধ-সহকারে বার বার
 জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল—“দেব ! পৌরগণ সর্বদাই আপনীর
 সর্ববিষয়ে প্রশংসা কীর্ত্তন করে বটে, কিন্তু রাক্ষসভবন-
 বাসিনী দেবী জানকীকে আপনি নির্মিচারণ-হৃদয়ে গ্রহণ
 করায় তাহারা যেন একটু স্কন্ধ বলিয়াই মনে হয়” ॥ ৩২ ॥

অতি কঠিন লৌহমুকুরের প্রচণ্ড আঘাতে অনল-সমস্ত
 লৌহ যেমন বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ প্রিয়তমা ভার্যার সম্বন্ধে এই
 ঘোর অকীটিকর নিন্দাবাদে জানকী-নাথের হৃদয় যেন শতধা
 বিদীর্ণ হইল ॥ ৩৩ ॥

রহিবেন, আর তাঁহার প্রকৃত রামত্ব, সীতাময় প্রাণ সীতায় বিদীর্ণ হইয়া সীতারই সহিত চলিয়া যাইবে। কবি অতি
 নৈপুণ্যের সহিত এই রহস্য চিত্রদর্শনে অল্পশ্রুত করিয়া পাঠকদিগের সমক্ষে ধরিয়াছেন। রসিক, সঙ্কল্প পাঠক কবির এই
 কলাকৌশল দর্শনে সন্তুষ্ট, আশ্চর্যবৃত্ত হইতেছেন, উদ্দেশে কবিকে প্রণাম করিতেছেন।

কালিদাসের এই চিত্রদর্শন উপজীব্য করিয়াই, ভবভূতি উত্তরচরিতের “ছায়া” নামক অঙ্ক নির্মাণ করিয়াছেন।
 কালিদাসের “সারবৎ”-“বিশ্বতোমুখ” সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

প্রাসাদ-নীর্ঘে দাঁড়াইয়া অধোবর্তিনী অযোধ্যার অপূর্ণ-সৌন্দর্য্য-দর্শনে সীতাময় প্রাণ রাম একেবারে নিমগ্ন, আর—প্রাসাদ-
 মধ্যে জনশূন্য কক্ষে জনকতনয়া নিদ্রিত, এমনই সময়ে, “রক্ষো-ভবনোষিতা” সীতার চরিত্রে হুলদশী প্রজাগণ যে কলঙ্কারোপ
 করিতেছে, তাহা, “ভদ্র” নামক এক গুপ্তচর আসিয়া অভিগোপনে রামের নিকট প্রকাশ করিল। অনল-পরীক্ষিত
 দেবীর চরিত্রে প্রজাগণের এই অলীক কলঙ্কারোপকথা চিন্তা করিয়া, বৈদেহীবল্লভের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল। রাম
 অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, প্রজারঞ্জন যে বংশের চিরব্রত, রাম সেই বংশের অবতংস, তিনি তৎক্ষণাৎ নির্জের

কিমান্ননিবাদকথামুপেক্ষে জাম্মদোবামৃত সন্তোজামি ।
 ইত্যেকপক্ষাশ্রয়বিক্রবদাসীং স দোলাচল-চিহ্ন-বৃত্তিঃ ॥ ৩৪ ॥
 নিশ্চিত্য চানন্তনিবৃত্তি বাচ্যং ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমার্জ্যমৈচ্ছৎ ।
 অপি স্বদেহাং কিমুতেজ্জিয়ার্থাং যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
 স সন্নিপাত্যাবরজান্ হতোজান্তদ্বিক্রিয়াদর্শন-লুপ্তহর্ষান্ ।
 কৌলীনমাশ্রয়মাচচক্ষে তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্ ॥ ৩৬ ॥
 রাজর্ষি-বংশস্ত রবিপ্রসূতেরুপস্থিতঃ পশ্যত কীদৃশোহয়ম্ ।
 মন্তঃ সদাচারশুচেঃ কলঙ্কঃ পয়োদ-বাতাদিব দর্পণস্ত ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ।—আশ্রয়-নিবাদ-কথাং কিম্ উপেক্ষে, উত তাবিতে রাম একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন, কিছুই স্থির
 আদোমাং জাম্মাং সন্তোজামি—ইতি একপক্ষাশ্রয়-বিক্রবদাং করিতে পারিলেন না। কিংবর্তব্য-বিহীন সীতাপতির হৃদয়
 সঃ দোলাচল-চিহ্ন-বৃত্তিঃ অসীং ॥ ৩৪ ॥ দোলাচল ছায় শুধু “এদিক্ ওদিক্” করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

(ততঃ) বাচ্যম্ (অপবাদম্) অনন্ত-নিবৃত্তি চ নিশ্চিত্য অনন্তর উপায়ান্তর না দেখিয়া রাম পত্নীর পরিত্যাগের
 পত্ন্যাঃ ত্যাগেন পরিমার্জ্যম্ (পরিহর্ষম্) ঐচ্ছৎ । হি (তথাহি) দ্বারা এই অপবাদ স্থাপন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন।
 —যশোধনানাং স্বদেহাং অপি যশঃ গরীয়ঃ, ইজ্জিয়ার্থাং (অক- যশই বাহাদের জীবনের প্রধান উপজীব্য, তাহারা যশের ভ্রাতা
 চন্দন-বনিতাদেঃ) (গরীয়ঃ—ইতি)—কিমুত (বক্তব্যম্) ?— কি স্বদেহ কি ঐহিক ভোগ সুখ,—সমস্তই নিতান্ত অকি-
 (গরীয়ঃ এব) ॥ ৩৫ ॥ ঞ্জিতকর মনে করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

হতোজাঃ (ভগ্নহৃদয়ঃ) সঃ (রামঃ) তদ্বিক্রিয়াদর্শন-লুপ্তহর্ষান্ রাম যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃবৃন্দকে
 অবরজান্ সন্নিপাত্য (সংগম্য) আশ্রয়মাচচক্ষে কৌলীনং ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া রামের বিকৃতভাব
 (নিষ্কার) তেভ্যঃ আচচক্ষে। পুনঃ ইদং বাক্যম্ দর্শনপূর্বক একান্ত বিষন্ন হইয়া পড়িলেন। রাম, প্রথমতঃ
 উবাচ চ ॥ ৩৬ ॥ পূর্বোক্ত অপবাদের বিষয় বর্ণন করিয়া—দৃঢ়তার সহিত
 রবি-প্রসূতঃ সদাচারশুচেঃ রাজর্ষিবংশস্ত মন্তঃ (মৎ- কহিলেন ॥ ৩৬ ॥

সকাশাং) দর্পণস্ত পয়োদ-বাতাং ইব কীদৃশঃ অয়ং বচনঃ “ভ্রমজগণ। জলসিক্ত সমীরণস্পর্শে যেমন নির্মল দর্পণ-
 উপস্থিতঃ—পশ্যত (য়ম্) ॥ ৩৭ ॥ তল সহসা মালিন্য প্রাপ্ত হয়, আজ সূর্য-সঙ্কুত এই অযোধ্যার
 রাজর্ষি-বংশও তদ্রূপ, একবার তাহা দেখ, আমার ছায়
 নরাধমের সংসর্গে কি-প্রকার কলঙ্কভারে বলুনিত হইয়া

অনুবাদ।—“এখন কর্তব্য কি? এই যৌর কলঙ্ক পড়িতেছে ॥ ৩৭ ॥
 কি উপেক্ষা করে উড়াইয়া দিব, না—কলঙ্ক-লেশ-শূন্য। সহদর্ম-
 চারিণীকে পরিত্যাগ করিব?—কি করি?”—তাবিতে

হৃদয়পিও ছিন্ন করিয়াও প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় রক্তনে বদ্ধপরিকর হইলেন। যেমন প্রজাগণের সন্দেহবাক্যে শ্রবণ, অমনি সেই
 সন্দেহের মূলোচ্ছেদে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। সীতা যে কি প্রকার শুদ্ধশীলা, তাহা রাম জানিতেন, রাম যে কতদূর সীতাময়-প্রাণ,
 তাহাও সীতার অবদিত ছিল না। কিন্তু রাজার কঠোর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া, রাম একপদে সে সমস্ত বিস্মৃত
 হইলেন। একদিকে জীবনের সুখ, অত্মদিকে রাজার কর্তব্য, একদিকে স্ত্রীমমতী জানকী, অত্মদিকে ত্রিলোক-বরেণ্য প্রাচীন
 এবং নিরলঙ্কার অযোধ্যার রাজ-বংশের কীর্তি প্রভৃতি তোল করিয়া বহিষ্ঠহৃদয় রাম নিমেষমধ্যে কর্তব্য স্থির করিলেন।
 ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—“একদিন পিতার প্রীতিার্থে সমুদ্র-বেথলা পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আর
 আজ প্রজার প্রীতিার্থে বৈদেহীকে পরিত্যাগ করিতেছি, তোমরা আমার এ কার্যে বাধা দিও না।” আমি জানি যে, তোমরা
 নিরীতিপর কল্ল-হৃদয়। যদি তোমরা আমার নিষ্কাম-বিমুক্ত প্রাণের আশা কর, তবে আমার এ কার্যেরও অল্পমোদন কর।
 সংক্ষেপিত সমুদ্রবেগ-সুখ-হৃদয় রামের জলদ-গম্ভীর উক্তি শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃবৃন্দের আর প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না,

পৌরেষু সোহং বহলীভবন্তমপাং তরঙ্গেষু তৈলবিন্দুঃ ।
 সোচুং ন তৎপূর্বমবর্ণমীশ আলানিকং স্থাণুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ৩৮ ॥
 তস্তাপনোদায় ফলপ্রবৃত্তাবৃতিতায়ামপি নির্ব্যপেক্ষঃ ।
 ত্যাক্যামি বৈদেহসুতাং পুরস্তাং সমুদ্র-নেমিং পিতুরাজ্ঞয়েব ॥ ৩৯ ॥
 অবৈমি চৈনামনঘেতি কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্ মতো মে ।
 ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলঘেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ ॥ ৪০ ॥
 রক্ষাবধাস্তো ন চ মে প্রয়াসো ব্যর্থঃ স বৈর-প্রতিমোচনায় ।
 অমর্ষণঃ শৌণিতকাজ্জয়া কিং পদা স্প শস্তং দশতি দ্বিজিহ্বঃ ॥ ৪১ ॥

অনুব্র।—সঃ অহম্ অপাং তরঙ্গেষু তৈলবিন্দু ইব পৌরেষু বহলীভবন্তঃ তৎ-পূর্বম্ অবর্ণম্ (অপবাদং) দ্বিপেন্দ্রঃ আলানিকঃ স্থাণুম্ (শস্তম্) ইব সোচুং ন দ্বিপে ॥ ৩৮ ॥

তস্ত (অপবাদস্ত) অপনোদায় ফলপ্রবৃত্তৌ উপস্থিতায়াম্ (সত্যায়) অপি নির্ব্যপেক্ষঃ (সন) বৈদেহ-সুতাং পুরস্তাং (পূর্বং) পিতুঃ আজ্ঞয়া সমুদ্র-নেমিং (সমুদ্র-বেষ্টিতাং পৃথ্বীম্) ইব ত্যাক্যামি ॥ ৩৯ ॥

এনাম্ (সীতাম্) অনঘা ইতি চ অবৈমি, কিন্তু মে লোকাপবাদঃ বলবান্ মতঃ । (কুতঃ ?)—হি (যস্যাং) প্রজাভিঃ ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ছায়া (প্রতিবিম্বং) শুদ্ধিমতঃ (নিখলশ্চ) শশিনঃ মলঘেন (কলঙ্কঘেন) আরোপিতা ॥ ৪০ ॥

(কিঞ্চ) মে রক্ষাবধাস্তঃ প্রয়াসঃ চ ব্যর্থঃ ন । সঃ বৈর-প্রতিমোচনায় (অভূৎ) । (তথাহি) অমর্ষণঃ দ্বিজিহ্বঃ পদা শস্তং (পুরুষং) শৌণিতকাজ্জয়া দশতি কিম্ ? ॥ ৪১ ॥

বক্তব্যঃ।—এত বড় কলঙ্ক আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না । হস্তীর পক্ষে তাহার বকন-শব্দের শ্রাব্য,—ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসহ্য । জলের তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর শ্রাব্য, এই অপবাদ, দেখিতে দেখিতে, সমগ্র পৌরজ্ঞানপদে এতক্ষণে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে । ইতিপূর্বে

এতবড় অপবাদ এ বংশে আর ঘটে নাই । আমি ইহার প্রতিবিধান করিব ॥ ৩৮ ॥

তোমরা জানো,—একদিন পিতার আদেশে, আমি অনন্তরত্নপ্রসবিনী সঙ্গারগা ধরণীকে হৃণের শ্রাব্য ভাগ করিয়া-ছিলাম ; আজও, তদ্রূপ, সীতা যতই আসন্ন-প্রসবা হউন না কেন, আমি তাহা বিচার করিব না, এই অপবাদের নিরাসনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৯ ॥

সীতা যে কলঙ্কিনী নহেন, তাহা আমি বিলক্ষণরূপেই জানি, কিন্তু নিরুপায়,—লোকাপবাদ সর্বাপেক্ষা গুরু, কিছুতেই তাহা উপেক্ষণীয় নহে । অজ্ঞান প্রজাপুঞ্জের নিকট কোনরূপ যুক্তিজালের বিস্তার নুখা, কেন না, তাহারা দেখ, নির্মল অপাপ-বিন্ধ সূধাকরের উপর যখন পৃথিবীর ছায়া পতিত হয়, তখন জনমণ্ডলী তাঁহাকে মালিন্যবৃত্তে বলিয়া, কলঙ্কিত বলিয়া,—নির্দেশ করিতে দ্বিধা করে না ॥ ৪০ ॥

তোমরা মনে করিও না যে, এই-ই যদি কর্তব্য হয়, তবে অত করিয়া রাক্ষস-যুদ্ধের কি প্রয়োজন ছিল ?—সত্য বলিতে কি, দারাপহারীকে উপযুক্ত শাস্তিদানই আমার—সেই রাক্ষস-নাশের প্রধান কারণ । তাহা আমি করিয়াছি । নিয়ত-ক্রুদ্ধ বিনয়রূপে পদদ্বারা স্পর্শ করিলে সে তৎক্ষণাৎ দংশন করিয়া প্রতিশোধ লইয়া থাকে, শৌণিত-স্বহৃদ্য দংশন কবে না ॥ ৪১ ॥

তাঁহার নীরবে অধোবদন হইলেন । অধোমুখ্য সমুচ্চ-সৌধ-তল-শায়িনী শাস্তি-দেবতার বক্ষে যেন হঠাৎ বজ্রাঘাত হইল । স্বর্গমর্তরসাতলে এ পর্য্যন্ত কেহ যাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই, রাম তাহা কার্যে পরিণত করিলেন । পৃথিবীতে পরের জন্ত জীবন-দানের কথা কঠিন শুনা যায় বটে, কিন্তু এই প্রকার, পরের—জ্ঞানহীন জনসংঘের একটু সামান্য সন্তোষ-বিধানের জন্ত জীবনাধিক বস্তুর বিসর্জনের কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না ।

কবিশঙ্কর বাম্পীকি এই যে, একটা বিরাট চরিত্রে গঠন করিয়াছেন, ইহার উপমা অন্তরে নাই । তারতের অমর কবি কাশিদাস সেই বিরাট চরিত্রের, বাম্পীকি কর্তৃক সযত্নে বর্ণিত সেই মহত্তম চরিত্রের অতি সংক্ষেপে এমনই ছারাময়ী মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন যে, সেই ছারাময়ী তড়িগয়ী আরেশময়ী মূর্তি যখনই দর্শন করি, যখনই সেই রাম-চরিত্রের আলোচনা

তদেষ সর্গঃ করুণার্জচিঠৈর্ন মে ভবন্তিঃ প্রতিবেশনীয়ঃ ।

যত্বাধিতা নিশ্চত-বাচ্য-শল্যান্ প্রাণান্ ময়া ধারয়িতুং চিরং বঃ ॥ ৪২ ॥

ইত্যুক্তবস্তু জনকায়জায়াং নিতান্তরুক্ষাভিনিবেশমীশম্ ।

ন কশ্চন ভ্রাতৃষু তেষু শক্তে নিষেক্ষু মাসীদহুমোদিতুং বা ॥ ৪৩ ॥

স লক্ষণং লক্ষণ-পূর্বজন্মা বিলোকা লোকত্রয়-গীত-কীর্তিঃ ।

সৌম্যেতি চাত্তায়া যথার্থভাবী স্থিতং নিদেশে পৃথগাদিদেশ ॥ ৪৪ ॥

অনুব্র।—তৎ (তমাং) এষঃ মে সর্গঃ (নিশ্চয়ঃ) উন্মূলিত করিয়া, আমাকে জীবিত রাখিতে অভিলাষ কর, করুণার্জচিঠৈঃ ভবন্তিঃ ন প্রতিবেশনীয়ঃ ; নিষ্ঠুৰবাচ্য-শল্যান্ তাহা হইলে দয়া-পরবণ হইয়া, আমার এই সঙ্কল্পিত কার্যে প্রাণান্ ময়া চিরং ধারয়িতুং (ধারণং কারয়িতুং) বঃ (যুগ্মকং) বাধা দিও না ॥ ৪২ ॥

অর্থিতা (ইচ্ছ) যদি (অস্তি) ॥ ৪২ ॥
ইতি উক্তবস্তু জনকায়জায়াং (বিষয়ে) নিতান্ত-
রুক্ষাভিনিবেশম্ ঈশং (প্রভুং জ্যেষ্ঠং) তেষু ভ্রাতৃষু
(মধ্যে) কশ্চন (অপি) নিষেক্ষু অহুমোদিতুং বা শক্তঃ ন
আসীৎ ॥ ৪৩ ॥

লোকত্রয়-গীত-কীর্তিঃ যথার্থভাবী লক্ষণ-পূর্বজন্মা সঃ (রামঃ)
নিদেশে স্থিতং লক্ষণং বিলোকা “হে সৌম্য” ইতি আভাষ্য
চ পৃথক্ (ভরতশত্রুঘ্নভায়াং বিনাকৃত্য) আদিদেশ ॥ ৪৪ ॥

অর্থ।—অতএব তোমরা যদি অপবাদ-রূপ শল্য করিলেন ॥ ৪৪ ॥

জানকীর প্রতি এইরূপ অত্যন্ত কঠোর উক্তি রামচন্দ্রের
মুখে শ্রবণপূর্বক ভ্রাতৃগণ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।
রামের এই দুর্ব্যবহার যতই তীক্ষ্ণ হউক না কেন, ভ্রাতৃগণের
কেহই তাহার নিবারণ বা অহুমোদন করিতে পারিলেন
না ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর ত্রিলোক-বিশ্রুত-কীর্তি, লক্ষণগ্রজ, সত্যভাবী
রামচন্দ্র, অজ্ঞাকারী লক্ষণের দিকে চাহিয়া,—“প্রিয়দর্শন!
শোন”—বলিয়া লক্ষণকে নিভূতে ডাকিলেন এবং আদেশ

করি, তখনই স্তম্ভিত হই, বিস্মিত হই, কবির কবিত্বের মোহিনী শক্তিতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। অযোধ্যার রাজবংশে,
বরাবর, যেন একটা ত্যাগের, একটা বিরাট স্বার্থবিসর্জনের ধারা অন্তঃসলিলা সরস্বতীর প্রবাহের শ্রাব্য বহিমা আসিতেছে।
দিলীপ হইতে সেই ধারার প্রথম ক্ষীণচ্ছবি ক্রমে ক্রমে রঘুর সময়ে পরিপুষ্ট প্রাপ্ত হইয়া অজ-দশরথ সময়ে তাহা বিস্তারলাভ
করিতে করিতে রামচন্দ্রের সময়ে আসিয়া বিশাল মহানদীতে পরিণত হইয়াছে।

সত্যনিষ্ঠ দশরথ, কনিষ্ঠা মহিষীর কথায় জ্যেষ্ঠপুত্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, আর আজ, সেই দশরথ-তনয়, সেই জ্যেষ্ঠপুত্র
রাম, প্রজার কথায় নিজের সংসারের শাস্তি, জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের তৃপ্তি, অরণ্যবাসের সহচরী পবিত্র-শীলা সহধর্ম্মিনীকে
চিরনির্বাসিত করিলেন।

দশরথ ইন্দুমতী-বিয়োগ-কাতর অজের শোকাশ্রু দিগ্ধ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, মহারাজ অজ কাদিতে কাদিতে দশরথের
অভিষেক করিয়াছিলেন। দশরথও কাদিতে কাদিতে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। অজ জীবনের দুর্ভাগ্যে একান্ত
কাতর হইয়া বেচ্ছায় ইন্দুমতী-বিহীন প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আর অজায়াজ দশরথের পুত্রশোকে অপমৃত্যু ঘটিল। রাম
বন-প্রত্যাগত হইয়া, পিতৃশোক-কাতর-মনে ও সজল-নয়নে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই
জাহার জীবনের সুখ, ইহকালের শাস্তি স্বপ্নের মত কোথায় চলিয়া গেল। কেবল তাহার স্মৃতি পড়িয়া রহিল। সিংহাসনই
রামের কাল হইল। একবার সিংহাসনে উঠিতে যাইয়া নির্জে নিরাসিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার সেই সিংহাসনে
উঠিয়াই জীবনের শান্তিপ্রতিনাকে স্বহস্তে নির্বাসিত করিলেন। কুক্ষণে দশরথ রাজা হইয়াছিলেন, কুক্ষণে রাম
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ-সিংহাসন পিতৃ-পুত্র-উভয়েরই কাল হইল। দিলীপের সেই সুখময়,
শান্তিময়, উৎসবময় রাজ-সংসাদ এত দিনে ভাঙিয়া পড়িল। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন। বাণীর বরপুত্র
কালিদাসের কবিতাদেবীর করুণ দৃশ্যতে আপাদ-মস্তক অভিভুক্ত হইতে হইতে রঘুকুল-লক্ষ্মী লক্ষণের সহিত নির্বাসন-সাজা
করিলেন ॥ ২৪ ৪৩ ॥

প্রজাবতী দোহদ-শংসিনী তে অপোবনেষু স্পহয়ালুরেব ।
 স জং রথী তদ্যপদেশেনেয়াং প্রাপযা বাঙ্গীকি-পদং ত্যজৈনাম্ ॥ ৪৫ ॥
 স শুক্রবান্ মাতরি ভার্গবেণ পিতৃনিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষৎ ।
 প্রত্যগ্রহীদগ্রজ-শাসনং তদাজ্ঞা গুরুবাং হবিচারণীয়া ॥ ৪৬ ॥
 অধাম্বকুলশ্রবণপ্রতীতামত্রসু ভিষু ক্ষুধুরং তুরঙ্গৈঃ ।
 রথং স্তম্ভপ্রতিপন্ন-রশ্মিমারোপ্য বৈদেহ-সুতাং প্রতস্থে ॥ ৪৭ ॥
 সা নীলমানা রুচিরান্ প্রদেশান্ প্রিয়করো মে প্রিয় ইত্যনন্দং ।
 নাবুদ্ধ কল্পক্রমতাং বিহায় জাতং তমাত্মহাসি-পত্র-বৃক্ষম্ ॥ ৪৮ ॥

অশ্রুজ্ঞা।—দোহদ-শংসিনী তে প্রজাবতী (ব্রাহ্মজায়া) তপোবনেষু স্পহয়ালুঃ এব। সঃ জং রথী (সন্) তদ্যপদেশ-নেয়াম্ এনাং বাঙ্গীকি-পদং প্রাপযা ত্যজ ॥ ৪৫ ॥

পিতুঃ নিয়োগাৎ (জন্মদয়েঃ শাসনাৎ) ভার্গবেণ (জন্মদয়ি-পুত্রোঃ) মাতরি দ্বিষৎ প্রহৃতং (প্রহারং) শুক্রবান্ সঃ (লক্ষণঃ) তৎ অগ্রজ-শাসনং প্রত্য-গ্রহীৎ। হি (যস্মাৎ) গুরুগাম্ আজ্ঞা অবিচারণীয়া (ভবতি) ॥ ৪৬ ॥

অথ (লক্ষণঃ) অম্বকুলশ্রবণ-প্রতীতাং বৈদেহ-সুতাং অত্র-সুভিঃ তুরঙ্গৈঃ ক্ষুধুরঃ স্তম্ভ-প্রতিপন্ন-রশ্মিঃ রথম্ আরোপ্য প্রতস্থে ॥ ৪৭ ॥

সা (সীতা) রুচির-প্রদেশান্ নীলমানা (সতী), মে প্রিয়ঃ প্রিয়করঃ ইতি অনন্দং। (কিন্তু) তম্ (প্রিয়ম্) আশ্বনি (বিষয়ে) কল্পক্রমতাং বিহায় অসি-পত্র-বৃক্ষং (আসন্নধাতুকং বৃক্ষং) জাতং ন অবুদ্ধ ॥ ৪৮ ॥

বক্তার্থ।—তোমার ব্রাহ্মজায়া গতিগী, তপো-বন দর্শনে তাঁহার বড়ই অভিলাষ জন্মিয়াছে, তুমি সেই উপলক্ষ্য করিয়া রথযোগে তাঁহাকে বাঙ্গীকির

তপোবনে যাও এবং তথায় ত্যাগ করিয়া-আইস ॥ ৪৫

ভৃগুনন্দন পরশুরাম পিতার আদেশে যেমন শক্রর ছায় মাতার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, লক্ষণও তদ্রূপ অগ্রজ রাম-চক্রে এই কঠোর আদেশ পালন করিতে অঙ্গীকার করিলেন, কেন না, গুরুজনের আদেশ যেমনই হউক না কেন, অবিচারিত-হৃদয়ে পালন করাই বিধেয় ॥ ৪৬ ॥

লক্ষণের মুখে স্বীয় অভিপ্রেত-সিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া জানকী নিরতিশয় প্রীত হইলেন, এ দিকে সারথি স্তম্ভও অম্বুদ্ধত অশ্ব যুক্ত এবং গতিগীবহনকর্ম রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন, লক্ষণ জানকীকে লইয়া সেই রথে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৭ ॥

ক্রমে রথ নানা রমণীয় প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তদর্শনে সীতার আর আত্মাদের পরিসীমা রহিল না। “আমার প্রিয়তম সর্বদাই আমার প্রীতি-সাধনে তৎপর”—ভাবিয়া সীতা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার চিরপ্রিয় কল্পতরু আজ তাঁহারই ভাগ্যদোষে ছুরস্ত অসিপত্র-বৃক্ষে পরিণত হইয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

ভাবোপলব্ধি।—সীতার আজ বড় আনন্দের দিন। তিনি আর-একবার ভাগীরথীর “তীর-তপোবন”—দর্শনে আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছিলেন, সীতাপতি প্রসন্নচিত্তে অম্বুভি দিয়াছেন, সেই সমুদয় “পূর্বানুভূত রুচির-প্রদেশ” সীতা আবার দেখিতে পাইবেন, জাই তাঁহার-এত আনন্দ। কালিদাস এই কবিতার দ্বারা কমনীয় সীতা-হৃদয়ের মধুর ভাবের খুলিয়া দেখাইলেন যে, তাহা কত সুন্দর, কত অপূর্ব, প্রকৃতির প্রাক্কল যুষ্টি-দর্শনের অল্প সে হৃদয় কত উল্লসিত। সীতার প্রিয়কার্য-সাধনে রাম সর্বদাই তৎপর—ভাবিয়া সীতার হৃদয়ে অতুল আনন্দ। কিন্তু সীতা বুঝিতে পারিলেন না যে, কল্পতরু আজ তাঁহার কপাল-দোষে বিষয়কে পরিণত হইয়াছে। কবির কল্পগময়ী কবিতাদেবীর এই স্থলে যে কল্পদল শুনিতে পাই, তাহাতে পাবাণ্ড বিদীর্ণ হয়, বজ্রেরও হৃদয় বুঝি গলিয়া যায় ॥ ৪৮ ॥

জুগুহ তস্তাঃ পথি লক্ষণো যৎ সব্যোতরেণ ক্ষুরতা তদক্ষা ।
 আখ্যাতমশ্চে গুরু ভাবি হৃৎখমত্যস্ত-লুপ্ত-প্রিয়-দর্শনেন ॥ ৪৯ ॥
 সা দুর্নিমিত্তোপগতাৎ বিষাদাৎ সত্ত্বঃ পরিম্লান-মুখারবিন্দা ।
 রাজ্ঞঃ শিবং সাবরজস্ত ভূয়াদিত্যাশংসে করণৈরবার্হেঃ ॥ ৫০ ॥
 গুরোনিয়োগাদ্ বনিতাং বনাশ্চে সাক্ষীং স্মিত্রাতনয়ো বিহাস্তন্ ।
 অবার্য্যতেবোথিত-বীচি-হস্তৈর্জহোহু হিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ ॥ ৫১ ॥
 রথাৎ স যদ্রা নিগৃহীত-বাহাৎ তাং ভ্রাতৃজায়াং পুলিনেহবতার্য্য ।
 গন্ধাং নিষাদাহত-নৌবিশেষস্ততার সন্ধামিব সত্য-সন্ধঃ ॥ ৫২ ॥

অর্থঃ—পথি লক্ষণঃ যৎ (হৃৎখং) তস্তাঃ (সীতায়াঃ) জুগুহ, তৎ গুরু ভাবি হৃৎখম্ অত্যস্ত-লুপ্ত-প্রিয়দর্শনেন ক্ষুরতা সব্যোতরেণ (দক্ষিণেন) অক্ষা অশ্চে আগ্যাতম্ ॥ ৪৯ ॥

সা (সীতা) দুর্নিমিত্তোপগতাৎ বিষাদাৎ সত্ত্বঃ পরিম্লান-মুখারবিন্দা (সতী), সাবরজস্ত (সামুদ্রস্ত) রাজ্ঞঃ শিবং ভূয়াৎ ইতি অবার্হেঃ করণৈঃ (অস্ত্রকরণৈঃ) আশংসে ॥ ৫০ ॥

গুরোঃ নিয়োগাৎ সাক্ষীং বনিতাং বনাশ্চে বিহাস্তন্ স্মিত্রাতনয়ঃ পুরস্তাৎ (অগ্রে) স্থিতয়া জহোঃ হুহিত্রা (কলুষ-নাশিত্রা গন্ধয়া) উথিত-বীচি-হস্তৈঃ অবার্য্যত ইব ॥ ৫১ ॥

সত্য-সন্ধঃ সঃ (লক্ষণঃ) যদ্রা নিগৃহীত-বাহাৎ রথাৎ ভ্রাতৃজায়াং পুলিনে অবতার্য্য নিষাদাহত নৌ-বিশেষঃ (আনীত-দুটনৌকঃ) (সন্) গন্ধাং সন্ধাম্ (প্রতিজ্ঞাম্) ইব স্ততার ॥ ৫২ ॥

বঙ্গার্থঃ—পথিমধ্যে লক্ষণ যদিও সমস্তই গোপন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সীতার দক্ষিণ নয়ন বার বার ক্ষুরিত হইয়া যেন সকল অমঙ্গলই প্রকাশ করিয়া দিল; হায়, সম্মুখে

ঔহার যে ঘোর হৃৎখ, প্রিয়তম রামচন্দ্রের দর্শন যে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়াছে—নয়ন-কম্পন বুঝি তাহাই বিবৃত করিতেছিল! ॥ ৪৯ ॥

এইপ্রকার দুর্লক্ষণ-সম্ভূত বিষাদে জানকীর বদন-কমল তৎক্ষণাৎ অতিশয় ম্লান হইয়া পড়িল। তিনি বার বার, প্রিয়তম রামচন্দ্রের ও নেবরগণের, মনে মনে শুভামুখ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

ক্রমে ঔহার বীচি-মালিনী ভাগীরথীর তীরে উপনীত হইলেন। জ্যেষ্ঠের আদেশে লক্ষণ সাক্ষী জনকতনয়াকে চির-দিনের মত পরিত্যাগ করিতে যাইতেছেন, তাই বুঝি পুরোবর্তিনী জহু-হুহিত্রা গন্ধা তরঙ্গরূপ হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক লক্ষণকে ঐ ঘোর অকাব্য হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

সারণি স্মর্য্য রণবেগ মল্লীভূত করিলে, লক্ষণ সীতাকে অতি সস্তর্পণে ধরিয়া গন্ধাতীরে অবতরণ করাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ এক নিষাদের অঞ্চল তরণীযোগে, কঠোর প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তরণের জায়, গন্ধার অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যঃ—এই সীতা-নিঃসনের অতুলে যত যুক্তিতর্কই থাকুক না কেন, ইহা যে একটা ঘোর অবিচার,—প্রকাণ্ড ক্ষমতা-বজ্রের পতন, তাহা কালিদাস অস্বীকার করিতে পারেন নাই। প্রেমিক কবির সুস্মরকোমল হৃদয়ে, এই ব্যাপারে যে কত বড় আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা কবিরই উজ্জ্বল বাক্যে পোষিত হইয়া চলিয়াছেন। সম্মুখেই বীচিমালিনী ভাগীরথী। গুরুর আদেশে, “সাক্ষী বনিতাকে” “স্মিত্রাতা-তনয়” আজ জন্মের মত বনবাস দিতে চলিয়াছেন, ঘোর অকাব্য কার্যে উদ্ভত হইয়াছেন, তাই যেন পুরোবর্তিনী জাহ্নবী তীব্র হৃদয় হৃদয় তরঙ্গরূপ কর-পল্লব মুহূর্মুহঃ কাম্পিত করিয়া লক্ষণকে প্রতিবেশ করিলেন। কালিদাস একটি কবিতার দ্বারা সীতা-নির্দাসনে ঔহার হৃদয়ের অবস্থার একটা ছায়া প্রদর্শন করিলেন এবং সেই সঙ্গে পাঠকগণের মনের অবস্থার স্বেচ্ছাও দিলেন ॥ ৫১ ॥

অথ ব্যবস্থাপিতবাক্ কথঞ্চিৎ সৌমিত্রিরন্তর্গত-বাম্পকর্গঃ ।
 ঔৎপাতিকং মেঘ ইবাম্ববর্ষং মহীপতে: শাসনমুজ্জগার ॥ ৫৩ ॥
 ততোহভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা প্রলম্বমানাভরণপ্রসূনা ।
 স্বমূর্ত্তি-লাভ-প্রকৃষ্টিং ধরিত্রীং লতেব সীতা সহসা জগাম ॥ ৫৪ ॥
 ইক্ষাকুবংশপ্রভবঃ কথং ত্বাং ত্যজেদকস্মাৎ পতিস্মার্যাবৃত্তঃ ।
 ইতি ক্ষিতি: সংশয়িতো তস্মৈ দদৌ প্রবেশং জননী ন তাবৎ ॥ ৫৫ ॥
 সা লুপ্ত-সংজ্ঞা ন বিবেদ দুঃখং প্রত্যাগতাসু: সমতপ্যাতাস্তু: ।
 তস্তা: সুমিত্রাঅজ-যত্নলকৌ মোহাদভূৎ কষ্টতরঃ প্রবোধ: ॥ ৫৬ ॥
 ন চাবদদ্ ভর্তৃ-বর্ণমাখ্যা নিরাকরিক্ষেপবৃজিনাদৃতেহপি ।
 আত্মানমেব স্থিরদুঃখভাজং পুন: পুনর্দৃষ্কতিনং নিনিন্দ ॥ ৫৭ ॥

অস্বপ্ন।—অথ কথঞ্চিৎ ব্যবস্থাপিত-বাক্ অন্তর্গত-বাম্পকর্গঃ (কণ্ঠস্তত্ত্বিতাশ্রয়ঃ) সৌমিত্রি: মহীপতে: শাসনং মেঘ: ঔৎপাতিকম্ অম্ববর্ষম্ ইব উজ্জগার (উদগীর্ণবান্) ॥ ৫৩ ॥

তত: অভিনঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা প্রলম্বমানাভরণ প্রসূনা সীতা লতা ইব সহসা স্বমূর্ত্তিলাভ-প্রকৃষ্টিং (স্বোৎপত্তে: কারণং জননীং) ধরিত্রীং জগাম (ভূমৌ গপাত) ॥ ৫৪ ॥

ইক্ষাকুবংশপ্রভবঃ আখ্যাবৃত্ত: পতি: (রাম:) ত্বাম্ অক-স্মাৎ (অকারণাৎ) কথং ত্যজেৎ—ইতি সংশয়িতা ইব (গন্ধিহানা ইব) তাবৎ জননী ক্ষিতি: তস্মৈ (সীতায়ৈ) প্রবেশম্ (আশ্রয়নি) ন দদৌ ॥ ৫৫ ॥

লুপ্ত-সংজ্ঞা সা দুঃখং ন বিবেদ । প্রত্যাগতাসু: (লব্ধ-সংজ্ঞা সতী) অন্ত: সমতপাত । অস্তা: (সীতাসা:) সুমিত্রা-অজ-যত্ন-লক: প্রবোধ: মোহাৎ কষ্টতর: অভূৎ ॥ ৫৬ ॥

আখ্যা (সাক্ষী সা সীতা) বৃজিনাৎ (পাপাৎ) ঋতে অপি নিরাকরিক্ষেপ: (পরিত্যক্ত:) ভর্তৃ: অবর্ণম্ (অপবাদং) ন চ অবদৎ । (কিন্তু) স্থির-দুঃখ-ভাজম্ (অতএব) দৃষ্কতিনম্ আত্মানং পুন: পুন: নিনিন্দ ॥ ৫৭ ॥

বজ্রার্থ।—লক্ষণের বাক্যানি:সরণ হইতেছিল না । পরে, কোন প্রকারে চিন্ত স্থির করিয়া তিনি, শিলাবর্ষা মেঘ যেমন সৃষ্টি-ধ্বংসকারী শিলাবর্ষণ করে, তদ্রূপ

পৃথিবী-পতির কঠোর আদেশ কোনমতে বিবোধগারের শ্রায়—সীতার নিকটে ব্যক্ত করিলেন ॥ ৫৩ ॥

সাক্ষী জনক-তনয়া এই ঘোর বিপদরূপ বাতায় একান্ত আহত হইয়া—তঁহার জননী পৃথিবীর কোলে লতার শ্রায় চলিয়া পড়িলেন । তঁহার যত কিছু বেশভূষা, কুশ্মের শ্রায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৫৪ ॥

পবিত্র ইক্ষাকুকুল-সন্তৃত পবিত্রতম রামচন্দ্র তোমার পতি । তাদৃশ নির্মল-স্বভাব স্বামী তোমাকে কেন অকস্মাৎ অকারণে পরিত্যাগ করিলেন ? এইরূপ সন্দিহান হইয়া যেন, ভূতল-শায়িনী—মূর্ছিতা সীতাকে তদীয় জননী ধরিত্রী-দেবী স্বীয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিলেন না ॥ ৫৫ ॥

লক্ষণের যত্ন ও শুশ্রূষায় সীতার মোহ-ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা তঁহার মোহই ভালো ছিল ; কেন না,—অজ্ঞান অবস্থায়, পতি কর্তৃক চিরপরিত্যাগের দুঃখ তঁহার অন্তর্ভূত হইতেছিল না, এক্ষণে সংজ্ঞালাভে সেই দুঃখানলে তদীয় হৃদয় দক্ষীভূত হইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

বিনা দোষে পতি পরিত্যাগ করিলেন—বলিয়া সাক্ষী জানকী স্বামীর প্রতি কোনই দুরুক্তি করিলেন না । কেবল স্বকীয় চিরদুঃখময় আত্মাকেই বার বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

তাৎপর্য।—এই কবিতায় কালিদাস, “উজ্জগার” এই একটি ক্রিয়াপদের ব্যবহার-কৌশলে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অগ্রহ হ্রাস । রামকৃত বনবাসের সংবাদ সীতার পক্ষে সাক্ষাৎ কালকূটের তুল্য । কালসর্প যেমন বিষ উদগার করে, লক্ষণও তদ্রূপ ঐ সংবাদ সীতাকে দিলেন এবং ঐ বিষের সংস্পর্শেই সীতা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৩ ॥

আশ্বাস্ত রামাবরজঃ সতীং ওমাখ্যাত-বান্মীকিনিকেতমার্গঃ ।
 নিব্রস্ত মে ভর্তৃ-নিদেশরৌক্ষ্যং দেবি ! ক্ষমস্বেতি বভূব নম্রঃ ॥ ৫৮ ॥
 সীতা ওমুখাপ্য জগাদ বাক্যং শ্রীতাস্মি তে সৌম্য ! চিরায় জীব ।
 বিড়োজসা বিষ্ণুরিবাগ্রজেন ভ্রাতা যদিখং পরবানসি হম্ ॥ ৫৯ ॥
 শ্বশ্রুজনং সর্বমমুক্ৰমেণ বিজ্ঞাপয় প্রাপিত-মৎ-প্রণামঃ ।
 প্রজানিমেকং ময়ি বর্তমানং সুনোরমুখ্যায়ত চেতসেতি ॥ ৬০ ॥
 বাচ্যস্তয়া মদ্বচনাৎ স রাজা বহৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্ ।
 মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ শ্রুতস্ত কিং তৎ সদৃশং কুলস্ত ॥ ৬১ ॥

অনুব্রত ।—রামাবরজঃ (লক্ষণঃ) সতীং তাম্ (সীতাম্) আশ্বাস্ত আখ্যাত-বান্মীকিনিকেত-মার্গঃ (সন্) “নিব্রস্ত (পরাদীনস্ত) মে ভর্তৃ-নিদেশ-রৌক্ষ্যং, দেবি ! ক্ষমস্ব”—ইতি নম্রঃ বভূব ॥ ৫৮ ॥

সীতা তম্ (লক্ষণম্) উখাপ্য বাক্যং জগাদ—“হে সৌম্য ! তে শ্রীতা অস্মি, চিরায় জীব । যৎ (যস্মাৎ) বিড়োজসা (ইজ্জেন) বিষ্ণুঃ ইব অগ্রজেন ভ্রাতা (রামেণ) হম্ ইখং পরবান্ অসি ॥ ৫৯ ॥”

সর্বং শ্বশ্রুজনম্ অমুক্ৰমেণ প্রাপিত-মৎ প্রণামঃ (সন্) ময়ি বর্তমানং সুনোঃ (ভবৎপুত্রস্ত রামস্ত) প্রজানিমেকং (গর্ভং) চেতসা অমুখ্যায়ত (শিবম্ অন্ত—ইতি চিন্তয়ত) ইতি বিজ্ঞাপয় ॥ ৬০ ॥

সঃ রাজা তয়া মদ্বচনাৎ বাচ্যঃ,—(কিম্ ? ইতি “ব্রপস্ত বর্ণাপ্রমপালনম্”—ইত্যেতাবৎপর্যন্তম্) সমক্ষং (অক্লোঃ সমক্ষং) বহৌ বিশুদ্ধাম্ অপি মাং লোকবাদ-শ্রবণাৎ (হেতোঃ) অহাসীঃ (ইতি) যৎ, তৎ শ্রুতস্ত (প্রখ্যাতস্ত) কুলস্ত সদৃশ কিম্ ? [যদা শ্রুতস্ত (তে জ্ঞানস্ত) কুলস্য (বংশস্ত চ) সদৃশং কিম্ ?] ॥ ৬১ ॥

বজ্রার্থ—লক্ষণ নানা প্রকারে সীতাকে আশ্বাস

প্রদান-পূর্বক—বান্মীকির আশ্রমের পথ দেখাইয়া দিলেন এবং অবনতমস্তকে কহিলেন—“দেবি ! আমি পরাদীন, রাজার আদেশ পালন করিতে যাইয়া যে ঘোর নিষ্ঠুর ব্যবহার বরিলাম, তাহা মার্জনা করুন ।” ॥ ৫৮ ॥

সীতা নম্রশির লক্ষণকে উঠাইয়া স্নেহগদগদস্বরে কহিলেন—“প্রিয়দর্শন ! তোমার ব্যবহারে আমি শ্রীত হইয়াছি, আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হও । বিষ্ণু যেমন তাঁহার অগ্রজ তেজস্বী ইজ্জের অধীন, তুমিও তজপ তোমার জ্যেষ্ঠের অধীন, সুতরাং তোমার দোষ কি ?” ॥ ৫৯ ॥

“যাও, শান্তদীদিগকে যথাক্রমে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও—তাঁহাদেরই পুত্রের সম্ভান আমাতে দিগ্ভ্রমণ, তাঁহারা যেন জগের মঙ্গল চিন্তা করিতে বিশ্বস্ত না হন ।” ॥ ৬০ ॥

“আর,—লক্ষণ ! তোমাদের সেই নূতন রাজাকে আমার এই কথাগুলি বলিও । বলিও,—আর্য্যপুত্র স্বয়ং অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া সেই অগ্নিতে আমার সতীত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন । আর আজ অলীক লোকাপবাদ-শ্রবণমাত্রে সেই তিনি-ই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি জগদ্-বিখ্যাত সূর্য্যবংশের কিংবা ত্রিজগৎব্যবহার্য্য আর্য্যপুত্রের অমুকূপ কাণ্ড হইল ?” ॥ ৬১ ॥

তাৎপর্য্য ।—সীতা এ স্থলে রামচন্দ্রকে আর “আর্য্যপুত্র” “প্রিয়তম” প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া উঠিতে পারিলেন না । তাঁহার কর্ণবোধ হইয়া আসিল । “তোমার সেই নূতন রাজাকে বলিও” বলিয়া লক্ষণকে কহিতে লাগিলেন । সীতাপতি রাম রাজ-সিংহাসনে বসিয়াই এই প্রথম রাজ-দণ্ড পরিচালন করিলেন এবং সে দণ্ড রাজ-নন্দিনী রাজ মহিষী সীতার মস্তকেই পতিত হইল । প্রজারাজনের জন্ত স্বীয় কদম্ব-রক্তনীরে, সাধনী প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিলেন, তাই সীতা রামকে “রাজা” বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

কল্যাণ-বৃদ্ধেরখা তবায়ং ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ ।
 মমৈব জন্মান্তরপাতকানাং বিপাকবিস্কৃজ্জখুরগ্রসহঃ ॥ ৬১ ॥
 উপস্থিতাং পূর্বমপাস্ত লক্ষ্মীং বনং ময়া সার্কমসি প্রপন্নঃ ।
 তদাম্পদং প্রাপ্য তয়াতিরোবাং সোঢ়াস্মি ন হৃদবনে বসন্তী ॥ ৬২ ॥
 নিশাচরোপপ্লুতভর্তৃকাণাং তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ ।
 ভূহা শরণ্যা শরণার্থমচ্ছাং কথং প্রপৎস্তু ত্বয়ি দীপ্যমানে ॥ ৬৩ ॥
 কিংবা তবাত্যস্ত-বিরোগ-মোষে কুর্য্যামুপেক্ষাং হতজীবিতেহস্মিন্ ।
 স্ত্রাদ্রক্ষণীয়ং যদি মে ন তেজস্বদীয়মন্তর্গতমন্তরায়ঃ ॥ ৬৪ ॥
 সাহং তপঃ সূর্য্য-নিবিষ্টদৃষ্টিরুজ্জং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে ।
 ভূয়ো যথা মে জননান্তরেহপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ ॥ ৬৫ ॥

অশ্রুতঃ।—অথবা কল্যাণ-বৃদ্ধে: তব (কর্তৃ:) ময়ি (বিষয়ে) অয়ং (পরিভ্যাগ:) ন কামচার: শঙ্কনীয়:। (কিন্তু) মম এব জন্মান্তর-পাতকানাম্ অগ্রসহ: বিপাক-বিস্কৃজ্জখু: (পরিপাক-বজ্র-নির্বোষ:) ॥ ৬১ ॥

পূর্বম্ উপস্থিতাং লক্ষ্মীম (রাজলক্ষ্মীম) অপাস্ত ময়া সার্কং (স্বং) বনং প্রপন্নঃ অসি, তৎ (তন্মাং) তয়া (রাজলক্ষ্ম্যা) অতিরোবাং তদ বনে আম্পদং প্রাপ্য বসন্তী (অহং) সোঢ়া ন অস্মি ॥ ৬২ ॥

নিশাচরোপপ্লুতভর্তৃকাণাং তপস্বিনীনাং ভবতঃ প্রসাদাৎ (অহং) শরণ্যা ভূহা (অচ্ছা) ত্বয়ি দীপ্যমানে (সতি) শরণার্থম্ অচ্ছাং (তপস্বিনং) কথম্ প্রপৎস্তু ? ॥ ৬৩ ॥

কিংবা তব অত্যস্ত-বিরোগ-মোষে অস্মিন্ হত-জীবিতে (তুচ্ছজীবনে) উপেক্ষাং কুর্য্যাম্ (এব) রক্ষণীয়ম্ অন্তর্গতং হৃদয়ং তেজ: (গর্ভরূপং) যদি মে অন্তরায়: ন স্যাৎ ॥ ৬৪ ॥

সা অহং প্রসূতঃ উজ্জং সূর্য্য-নিবিষ্ট-দৃষ্টি: (সতী) (তথাবিধং) তপ: চরিতুং যতিষ্যে, যথা ভূয়: (তেন তপস্যা) মে জননান্তরে অপি ত্বম্ এব ভর্তা (স্বা:); বিপ্রয়োগ: চ ন (স্যাৎ) ॥ ৬৫ ॥

বজ্রার্থঃ।—“বলিও—জ্ঞানবান্ তুমি, তোমার দোষ কি? তুমি যে ইচ্ছা করিয়া আমার প্রতি এই ব্যবহার করিলে,—ইহা আমি ক্রমেও মনে করিতে পারি না। জন্মান্তরে আমি, না জানি, কত পাপই করিয়াছিলাম, এ সমুদয় তাহাদেরই দুঃসহ বিষময় পরিণাম” ॥ ৬২ ॥

“তুমি পূর্বে—উপস্থিত রাজ-লক্ষ্মীকে পরিভ্যাগ করিয়া

আমাকে লইয়া বনবাসী হইয়াছিলে, তাই ঈর্ষ্যা-পরতজ্ঞা রাজলক্ষ্মী আজ তোমার সেই উপেক্ষার প্রতিশোধ লইলেন, আমি তোমার সংসারে বাস করিব, ইহা তাঁহার সহ হইল না” ॥ ৬৩ ॥

“বলিও—যখন তোমার সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলাম, তখন তপস্বিগণ নিশাচর কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাপস-কামিনীরা অসিয়া আমার শরণাগত হইতেন, আর তুমি, আমার অমুরোধে তাঁহাদের বিপদ নিবারণ করিতে। আর আজ, অযোধ্যার অধীশ্বর তুমি বিজ্ঞান থাকিতে, সেই আমি গহনবনে কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিব, কে আমায় রক্ষা করিবে?” ॥ ৬৪ ॥

“অথবা, আমার এই দুঃখাণী জীবনে আর তোমার দর্শন পাইব না,—ইহা জানিয়াও, আমি এই ছার প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিতেছি না; কেন না, তোমারই তেজ: আমার অভ্যন্তরে গর্ভরূপে বিজ্ঞান, ইহা ত সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করিতেই হইবে। নতুবা এতক্ষণ এ প্রাণ বিস্কর্জন দিতাম” ॥ ৬৫ ॥

“স্মরণ্যং যতদিন সন্তান প্রসূত না হয়, ততদিন আমি সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করিব; তুমি ত্যাগ করিয়াছ, কর, কিন্তু আমি অনন্তকাল একমাত্র তোমারই ধ্যান করিব। জন্মান্তরে যেন তোমাকেই স্বামী পাই, তোমার সহিত আর যেন বিচ্ছেদ না ঘটে” ॥ ৬৬ ॥

তাৎপর্য্য।—“তুমি ত্যাগ করিয়াছ কর। আমি কিন্তু অনন্ত-কাল একমাত্র তোমারই ধ্যান করিব, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই স্বামী পাই।” এত বড় কথা, ইতিপূর্বে আর শুনি নাই। কবি, সীতার দ্বারা এই একটি উক্তি করাইয়া সীতা-চরিত্রের পিরাট্রি মহিমার কিয়দংশ প্রদর্শন করিলেন। সদ্ধন পাঠক, ইহার অজ্ঞাত অংশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন ॥ ৬৬ ॥

নৃপশ্চ বর্ণাশ্রম-পালনং যৎ স এব ধর্মো মনুনা প্রণীতঃ ।
 নির্বাসিতাপ্যেবমতস্তয়াহং তপস্বি-সামান্ত্র্যবেক্ষণীয়া ॥ ৬৭ ॥
 তথৈতি তস্তাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে ।
 সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাং চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
 নৃত্যং ময়ুরাঃ কুসুম্যানি বৃক্ষা দর্ভানুপাতান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ ।
 তস্তাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেনপি ॥ ৬৯ ॥
 তামভাগচ্ছদ্রুদিতানুসারী কবিঃ কুশেধ্যাহরণায় যাতঃ ।
 নিবাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোথঃ শ্লোকত্বমাপত্তত যন্ত শোকঃ ॥ ৭০ ॥

অনুব্রত।—বর্ণাশ্রমপালনং যৎ, স এব নৃপশ্চ ধর্মঃ বিদায় গ্রহণ করিয়া শূন্য মনে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।
 মনুনা প্রণীতঃ (উক্তঃ)। অতঃ এবং ত্বয়া নির্বাসিতা অপি অবসন্ন দেহা সীতা অনিমেঘনেজে লঙ্কণের দিকে চাহিয়া
 অহং তপস্বি-সামান্ত্র্য (যথা তথা তব) অবক্ষণীয়া ॥ ৬৭ ॥ রহিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল, চাহিয়া, চাহিয়া পরি-

“তথা”—ইতি তস্তাঃ বাচং প্রতিগৃহ্য রামানুজে দৃষ্টিপথং শেষে বাণবিদ্ধা কুররী (“কাঠঠোকা”) পক্ষিণীর ত্রায় মুক্ত-
 ব্যতীতে (সতি) সা (সীতা) ব্যসনাতিভারাং মুক্তকণ্ঠং (যথা কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥
 তথা) বিগ্না (ভীতা) কুররী (উৎকোশী পক্ষিণী) ইব ভূয়ঃ করণ-বিলাপিনী জানকীর দুঃখে বনস্থলীও যেন কাঁদিয়া
 (অত্যর্থঃ) চক্রন্দ ॥ ৬৮ ॥ ময়ুরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সীতার দিকে

ময়ুরাঃ নৃত্যং বিজহুঃ, বৃক্ষাঃ কুসুম্যানি (বিজহুঃ), হরিণ্যঃ চাহিয়া রহিল; বনতরু হইতে বার বার করিয়া কুসুমরাশি
 উপাত্তান্ দর্ভান্ (বিজহুঃ),—(ইথং) তস্তাঃ সমদুঃখভাবং করিয়া পড়িতে লাগিল; হরিণী-সমূহের মুখ হইতে অর্দ্ধ
 প্রপন্নে বনে অপি অত্যন্ত রুদিতম্ আসীৎ ॥ ৬৯ ॥ চর্কিত কুশ-কবল খসিয়া পড়িল। সারা বনটাই যেন দুঃখিনী

কুশেধ্যাহরণায় যাতঃ কবিঃ (বান্দীকিঃ) রুদিতানুসারী সীতার সনবেদনায় আকুল হইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে
 (সন্) তাম্ (সীতাম্) অভাগচ্ছৎ । নিবাদ-বিদ্ধাণ্ডজ-দর্শনোথঃ লাগিল ॥ ৬৯ ॥
 যন্ত শোকঃ শ্লোকত্বম্ আপত্তত ॥ ৭০ ॥

বক্ষণার্থ—লঙ্কণ! আর বলিও,—বর্ণাশ্রম পালনই রাজার ধর্ম, সুতরাং আমি এখন, অযোধ্যাবাসিনী
 বলিয়া না হই, বনবাসিনী বলিয়া যেন তোমার কৃপা-দৃষ্টি
 প্রাপ্ত হই। পতির চক্ষে আমাকে না দেখিলে, কিন্তু রাজার
 চক্ষে দেখিতে ভুলিও না ॥” ৬৭ ॥

এই বলিয়া সীতা বিরত হইলে, “যে আজ্ঞা” বলিয়া লঙ্কণ

নির্দয় নিবাদ কর্তৃক বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনকে (কুচে
 বক) দর্শন করিয়া যাহার শোক “না নিবাদ”—প্রভৃতি
 কবিতার ধারায় বিগলিত হইয়া জগতে শ্লোকরূপে পরিণত
 হইয়াছিল, সেই আদি-কবি বান্দীকি কুশ ও ইন্দ্রন সংগ্রহের
 গানসে অরণ্যের ঐ অঞ্চলে গিয়াছিলেন; অকস্মাৎ করণ
 জন্মনক্ষত্রি শ্রবণ পূর্বক, তিনি সেই দিকে গিয়া অশ্রুপ্লুত-
 মুখী সীতার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭০ ॥

তাৎপর্য।—কবি, এ যাবৎ সীতার কোন বিশেষ কথাবার্তার উল্লেখ করেন নাই, কদাচিত্ত রামচরিত্রের উৎকৃষ্ট
 উৎকৃষ্ট অংশ প্রদর্শন কালে, সীতা-রূপিণী স্থির-সৌদামিনীর সাহায্য-গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। এইক্ষণে, নারী-জীবনের এই
 ভয়ঙ্কর দুঃখের সময়ে, রাজ-কন্যা সীতার করণ-রোদনে কবি, সমস্ত জগৎ, চেতনচেতন-নির্বিশেষে যেন দুঃখের অতল-সাগরে
 নিক্ষিপ্ত করিলেন। “আবার যেন তোমাকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হই, আর যেন এবারের মত বিচ্ছেদ না ঘটে, ইহাই আমার
 শেষ প্রার্থনা”—বলিয়া পবিত্র-শীলা সীতা যখন সজল-নয়নে, শোকাকুল লঙ্কণকে, বিলাপ করিতে করিতে বক্তব্য বিবৃত
 করিতেছিলেন, তখন সীতা-ক্লমের সেই অল্পম সৌন্দর্য্য,—সুখে, দুঃখে, সম্পদে, রামের প্রতি ঐহিক যে অটল
 অঙ্গুরাগ, অসীম নির্ভর, তাহা চিন্তা করিয়া সেই সাক্ষীর চরণোদ্দেশে কাহার মস্তক না অবনত হয়? কালিদাসের অক্ষয়
 তুলিকার সৈবশক্তিতে আমরা সীতা ও সীতা-পতির যে চিত্র দেখিলাম, তাহাতে নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি। ৬৭ ॥

তমশ্ৰু নেত্রাবরণং প্রমুজ্য সীতা বিলাপাদ্ বিরতা ববন্দে ।
 তস্মৈ মুনিদোহদ-লিঙ্গ-দর্শী দাম্বান্ সুপুত্রাশিষমিত্যুবাচ ॥ ৭১ ॥
 জানে বিস্মৃষ্টাং প্রণিধানতস্তাং মিথ্যাপবাদ-স্কৃভিতেন ভত্রী ।
 তন্মা ব্যথিষ্ঠা বিষয়াস্তরহং প্রাপ্তাসি বৈদেহি ! পিতুর্নিকেতম্ ॥ ৭২ ॥
 উৎখাতলোকত্রয়কণ্টকেহপি সত্য-প্রতিজ্ঞেহ্যপ্যবিকথনৈহপি ।
 স্বাং প্রত্যকস্মাং কলুষপ্রবৃত্তাবস্ত্যেব মম্যুর্ভরতাগ্রজে মে ॥ ৭৩ ॥
 তবোরুকীর্তিঃ শ্বশুরঃ সখা মে সতাং ভবোচ্ছেদকরঃ পিতা তে ।
 ধুরি স্থিতা স্বং পতিদেবতানাং কিং তন্ন যেনাসি মমামুকম্প্যা ॥ ৭৪ ॥

অনুব্র।—সীতা বিলাপাৎ বিরতা (সতী) নেত্রাবরণম্
 অশ্রু প্রমুজ্য তং ববন্দে । দোহদ-লিঙ্গ-দর্শী মুনিঃ তস্মৈ
 সুপুত্রাশিষং (সুপুত্র-প্রাপ্তি-হেতুভূতাম্ আশিষং) দাম্বান্
 (দম্ববান্ সন্) ইতি উবাচ ॥ ৭১ ॥

স্বাং মিথ্যাপবাদ-স্কৃভিতেন ভত্রী বিস্মৃষ্টাং প্রণিধানতঃ
 (সমাধিদৃষ্টা) জানে । অয়ি বৈদেহি ! বিষয়াস্তরহং পিতৃঃ
 নিকেতং প্রাপ্তা অসি, তৎ (তস্মাৎ) মা ব্যথিষ্ঠা ॥ ৭২ ॥

উৎখাত-লোকত্রয়কণ্টকে অপি সত্যপ্রতিজ্ঞে অপি
 অবিকথনে অপি স্বাং প্রতি অকস্মাৎ (অকারণাৎ) কলুষ-
 প্রবৃত্তৌ ভরতাগ্রজে (রামে) মে মম্যুঃ অস্তি এব ॥ ৭৩ ॥

উরুর্কীর্তিঃ তব শ্বশুরঃ (দশরথঃ) মে সখা (আসীৎ), তে
 পিতা (জনকঃ) সতাং ভবোচ্ছেদকরঃ (ভবতি), স্বং (স্বয়ং)
 পতিদেবতানাং ধুরি স্থিতা, (এবং স্থিতে সতি) যেন (নিমিত্তেন)
 মম অমুকম্প্যা ন অসি, তৎ কিং ? (কিমপি ন) ॥ ৭৪ ॥

বজ্রার্থ।—সীতা দৃষ্টিরোধকারী নয়নজল মাৰ্জ্জনা
 করিয়া ঋষিকে নিরীক্ষণ-পূর্বক বিলাপ হইতে বিরত হইলেন
 এবং তাঁহাকে বন্দনা করিলেন । ঋষিও, সীতাকে অন্তবর্তী

অমুমান করিয়া “সুপুত্রের জননী হও”—বলিয়া আশীর্বাদ
 করিলেন এবং এই কথাগুলি বলিলেন ॥ ৭১ ॥

“মা ! আমি ধ্যানবলে জানিয়াছি যে, অলীক অপবাদে
 আন্দোলিত হইয়া তোমার ভক্তা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া-
 ছেন, সুতরাং তুমি ব্যথিত হইও না । আমার এই স্থান
 তপোবন হইলেও, তোমার পিতৃগৃহ বলিয়া মনে করিও” ॥ ৭২ ॥

“মা, জানি, তোমার স্বামী সত্যপ্রতিজ্ঞ, তোমার স্বামী
 ত্রিগুণতের পরম শত্রুর উচ্ছেদ-কর্তা, আরও জানি
 এততেও তোমার স্বামীর বিলুপ্তি আত্মপ্রাণ নাই । কিন্তু
 জানকি ! এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তোমার প্রতি এই অত্যাচার
 আচরণ করায়, তাঁহার উপর আমার বড়ই বিরাগ ভ্রমিতেছে,
 বিষম ক্রোধ হইতেছে” ॥ ৭৩ ॥

“মা ! তোমার প্রখ্যাত-কীর্তি শ্বশুর দশরথ আমার পদম
 বন্ধু ছিলেন, তোমার পিতা রাজর্ষি জনকও তত্ত্বজ্ঞান বিতরণের
 দ্বারা সাধুদিগের সংসারনিবৃত্তি বরিয়া থাকেন, আর তুমি
 স্বয়ং পতিব্রতা কামিনীগণের শীর্ষস্থানীয়া, সুতরাং ভাবিয়া
 দেখ, সর্বতোভাবেই তুমি আমার দয়ার পাত্র” ॥ ৭৪ ॥

তাৎপর্য্য।—এই দুইটি কবিতার তাৎপর্য্য পদ্যস্বর-বিবোধী হইয়া এতই মনোহর হইয়াছে যে, যত দেখি তত
 আরও দেখিতে ইচ্ছা করে । ৫৫ কবিতায় দেখিতেছি, স্বামি-কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বজ্রা বাদিতে বাদিতে মাতা বশুকরার
 বক্ষে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন । এরূপ স্থলে, বজ্রার যত দোহাই থাকুক না কেন, মা সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সন্তানকে
 আঁকড়াইয়া ধরেন, বকের মধ্যে যে বুক, তথায় টানিয়া লয়েন । পতি-বুল-বিড়ম্বিত বজ্রার মার বুক ছাড়া জুড়াইবার দ্বিতীয়
 স্থান নাই । কিন্তু এ স্থলে দেখিতেছি—তাহার বিপরীত । মাতা ধাত্রী, রামের ভায় পতি পরিত্যাগ করিলেন কেন—
 এই চিন্তায় যেন সংশয়িত হইয়া দুহিতা সীতাকে বক্ষে স্থান দিলেন না । আর ৭২ কবিতায় আদি-কবি বাগ্মীক
 রোক্তমানী সীতাকে পিতার চক্ষে দেখিয়া কহিলেন,—“চল মা আমার আশ্রমে, সে তোমার পিতৃগৃহের তুল্য ।” ওষ্ঠা
 কর্তৃক উপেক্ষিতা রমণীর পিতৃগৃহে বাসই প্রশস্ত । সীতা তাহাই স্বীকার করিলেন । এক জন—যিনি মাতা, তিনি হইলেন
 পুরুষের চেয়েও কঠিন, আর এক জন—পুরুষ হইয়াও কোমলপ্রাণা নারী অপেক্ষা কোমলতর হইলেন ॥ ৫৫—৭২ ॥

তপস্বিসংসর্গবিনীতসঙ্গে তপোবনে বীতভয়া বসাম্ভিন্ ।
 ইতো ভবিষ্যতনঘপ্রসূতেরপত্য-সংস্কারময়ো বিধিস্তে ॥ ৭৫ ॥
 অশ্রুতীরং মুনি-সন্নিবেশৈস্তমোপহস্তীং তমসাং বগাহু ।
 তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াভিঃ সম্পৎস্রতে তে মনসঃ প্রসাদঃ ॥ ৭৬ ॥
 পুষ্পং ফলং চার্তবমাহরন্ত্যো বীজঞ্চ বালেশ্বমকুষ্ঠরোহি ।
 বিনোদয়িষ্যন্তি নবাভিষঙ্গাশ্চানুরবাচো মুনিকণ্ঠকাস্তাম্ ॥ ৭৭ ॥
 পয়োঘট্টেরাশ্রমবালবৃক্ষান্ সংবর্জয়ন্তী স্ববলাহুরুপৈঃ ।
 অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ স্তনদ্বয়-প্রীতিমবাপ্যসি হম্ ॥ ৭৮ ॥
 অমুগ্রহ-প্রত্যভিনন্দিনীং তাং বাম্পীকিরাদায় দম্যর্জচেতাঃ ।
 সায়ং মৃগাধ্যাসিত-বেদিপার্শ্বং স্বমশ্রমং শান্তমৃগং নিনায় ॥ ৭৯ ॥

অ. ১২২।—তপস্বি-সংসর্গ-বিনীত-সঙ্গে তপস্বিতপোবনে বীতভয়া (সতী) বস। ইতো (অস্মিন্ বনে) অনন্যপ্রসূতে: তে অপত্য-সংস্কারময়: বিধি: ভবিষ্যতি ॥ ৭৫ ॥

মুনি-সন্নিবেশৈ: (মুনীনাম্ পর্ণশালাভি:) অশ্রুত-তীরং তমোপহস্তীং তমসাং (শোকস্ত পাপস্ত বা) অপহস্তীং তমসাং (নদীং) বগাহু (তত্র স্বাহা) তৎসৈকতোৎসঙ্গবলিক্রিয়াভি: (ইষ্টদেবতাপূজাবিধিভি:) তে মনসঃ প্রসাদঃ সম্পৎস্রতে ॥ ৭৬ ॥

আর্ন্তবং পুষ্পং ফলং চ অকুষ্ঠরোহি বালেশং (বলি-যোগ্যং, পূজাযোগ্যং,) বীজং (নীবারাদি ধাতুং) চ আহ-রন্ত্য: উদার-বাচ: মুনিকণ্ঠকা: নবাভিষঙ্গাং (নূতন-দুঃখাং) স্বাং বিনোদয়িষ্যন্তি ॥ ৭৭ ॥

স্ববলাহুরুপৈ: পয়োঘট্টৈ: আশ্রমবালবৃক্ষান্, সং- তনয়োপপত্তে: প্রাক্ অসংশয়ং (যথা তথা) স্তনদ্বয়-প্রীতিম অবাপ্যসি ॥ ৭৮ ॥

দম্যর্জচেতা: বাম্পীকি: অমুগ্রহ-প্রত্যভিনন্দিনীং তাম্ (সীতাম্) আদায় সায়ং মৃগাধ্যাসিতবেদিপার্শ্বং শান্তমৃগং স্ব- আশ্রমং নিনায় ॥ ৭৯ ॥

বক্তব্য।—“মা! আমার এই তপোবনেই তোমা নিরাপদে সন্তান প্রসূত হইবে এবং তাহার যত কিছু জাত কর্মাদি সংস্কার, তাহাও এই স্থানে আমিই সম্পাদন করিব অতএব তুমি নিভয়ে এই আশ্রমে বাস কর। হিংসাবির তপস্বিবৃন্দের সংসর্গে তোমার কোনো ভয় নাই” ॥ ৭৫ ॥

“মা! ঐ তমসা নদী, উহার তীরভূমি মুনিগণের

আশ্রমে আকীর্ণ, তুমি উহাতেই অবগাহনপূর্বক উদারই সিকতা-কোমল উৎসঙ্গদেশে নানারূপ পূজাপার্কণাদি করিয়া কত আনন্দ উপভোগ করিবে, তোমার হৃদয়ের সমস্ত অবসাদ দূর হইবে” ॥ ৭৬ ॥

“মা! এই দুঃখ তোমার পক্ষে একেবারে নূতন, সুতরাং ইহার যাতনা বড়ই তীব্র; কিন্তু মুনি-কণ্ঠাদের সংসর্গে তোমার সে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট অপসারিত হইবে। তাহারা প্রত্যেক ঋতুর নূতন নূতন বৃক্ষম, ফলমূল এবং পূজার উপযুক্ত—নীবারাদি ধাতু, যাহা কহিত ভূমিতে উৎপন্ন নহে, —আহরণ করিয়া আনিয়া, নানাপ্রকার সংপ্রসঙ্গে ও স্নেহ-পূর্ণ কথাবার্তায়, তোমার চিত্তবিনোদন করিব। তুমি সব ভুলিয়া যাইবে” ॥ ৭৭ ॥

“তুমিও, আপনার শক্তির অমুরূপ জলপূর্ণ ঘটদ্বা আশ্রমের ছোট ছোট বৃক্ষগুলিকে সংবর্জিত করিয়া, সন্তান জন্মবার পূর্বেই শিশুকে স্তন্য পান করাইবার যে অপূর্ণ প্রীতি, তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে” ॥ ৭৮ ॥

সীতা অবনত মস্তকে মুনিবরের সেই অমুগ্রহ স্বীকার করিলেন, দম্যর্জ-হৃদয় বাম্পীকিও তাঁহাকে নিজের আশ্রমে সন্নিবেশ করিয়া লইয়া গেলেন। তখন সায়ংকাল। শান্ত-প্রকৃতি মৃগকূলে আশ্রম পরিপূর্ণ। কোথাও বা বেদির আশে-পাশে নিশ্চিন্ত-মনে হরিণগণ শুইয়া শুইয়া রোমস্থান করিতেছে। তখনকার সে দৃশ্য অতি চমৎকার ॥ ৭৯ ॥

বিবরণ।—তমসা ১—অযোধ্যাপ্রদেশ-বাহিনী এলিক সরযু-তটীর শাখানদী। ইহারও তীরে বাম্পীকি আশ্রম ছিল। (রাবায়ণ, বাল, অ ২) ॥ ৭৬ ॥

তামর্পয়ামাস চ শোকদীনাং তদাগমশ্রীতিষু তাপসীষু ।
 নির্বিষ্ট-সারাং পিতৃভিহিমাংশোরন্ত্যাং কলাং দর্শ ইবৌষধীষু ॥ ৮০ ॥
 তা ইন্দুদী-স্নেহ-কৃতপ্রদীপমাস্তীর্ণমেধ্যাজিনতল্লমন্তঃ ।
 তস্মৈ সপর্ষ্যানুপদং দিনান্তে নিবাসহেতোরুটঙ্গং বিতেরুঃ ॥ ৮১ ॥
 তত্রাভিষেক-প্রযতা বসন্তী প্রযুক্তপূজা বিধিনাতিথিতাঃ ।
 বহ্নেন সা বঙ্কলিনী শরীরং পত্যা: প্রজা-সন্তৃতয়ে বভার ॥ ৮২ ॥
 অপি প্রভু: সানুশয়োহধুনা স্ম্যাং কিমুৎসুক: শক্রজিতোহপি হস্তা ।
 শশংস সীতা-পরিদেবনাস্তমহুষ্ঠিতং শাসনমগ্রজায় ॥ ৮৩ ॥

অনুব্রহ্ম।—শোক-দীনাং তাং (সীতাং) তদাগমশ্রীতিষু তাপসীষু, পিতৃভি: নির্বিষ্টসারাং হিমাংশো: অন্ত্যাং কলাং দর্শ: (অমাবসাকাল:) ওষধীষু ইব অর্পয়ামাস চ ॥ ৮০ ॥

তা: (তাপস:) তস্মৈ (সীতায়ৈ) সপর্ষ্যানুপদং দিনান্তে নিবাস-হেতো: ইন্দুদীস্নেহ-কৃত-প্রদীপম্ অন্ত: (মধ্যে) আস্তীর্ণমেধ্যাজিন-তল্লম উটঙ্গং বিতেরু: ॥ ৮১ ॥

তত্র (আশ্রমে) অভিষেক-প্রযতা বিধিনা অতিথিতা: প্রযুক্তপূজা বঙ্কলিনী সা (সীতা) পত্যা: প্রজা-সন্তৃতয়ে (সন্তান-বিচ্ছেদায়) বহ্নেন (বন্দমূল্যাদিনা) শরীরং বভার (পুষোষ) ॥ ৮২ ॥

প্রভু: (রাজা) অধুনা অপি সানুশয়: স্ম্যাং কিম্? (ইতি কানু:)। উৎসুক: শক্রজিত: হস্তা (লক্ষণ:) অপি সীতা-পরিদেবনাস্তম্ অহুষ্ঠিতং শাসনম্ অগ্রজায় শশংস ॥ ৮৩ ॥

বজ্রাশ্রয়।—সীতার আগমনে আশ্রম-বাসিনী তাপসীরা অত্যন্ত শ্রীত হইলেন। তখন, পিতৃগণ কর্তৃক নি:শেষে সারাংশ পীত হইবার পর অমাবস্যা যেমন সুখাকরের অবশিষ্ট কলা বা অংশ জ্যোতিষতী-লতিকাসমূহে অর্পণ করেন,

তজপ বাম্বীকিও শোকাতুবা জানকীকে তাপসীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৮০ ॥

তাপস-কামিনীরাও যথাবিধি আতিথ্য-সংকারান্তে আশ্রমাত্যন্তরস্থিত একখানি পর্ণশালা সীতাকে রাত্রিবাসের জন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সেই পর্ণশালার একপ্রান্তে ইন্দুদী ফলের তৈলের দ্বারা একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত ও তাহার মধ্যে পবিত্র অজিনাগুন বিস্তীর্ণ ॥ ৮১ ॥

জানকী তথায় প্রতিদিন, তমসায় স্নান করিয়া, বঙ্কল-বাস পরিধানপূর্বক একান্ত সংযত-হৃদয়ে যথানিয়মে আশ্রম-গত অতিথিগণের সংকার করিতে লাগিলেন এবং পতি রামচন্দ্রের সন্তানরক্ষণের জন্ত বনজাত বন্দমূল্যাদি তক্ষণ দ্বারা কোনো মতে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ৮২ ॥

সীতাকে বনবাস দিয়া, ইন্দ্রজিতের নিধনকর্তা লক্ষণ, এককণে প্রভু রামচন্দ্র এই দুষ্কর কার্যের জন্ত অহুতপ্ত হইয়াছেন কি না—ভাবিতে ভাবিতে একান্ত উৎসুক-হৃদয়ে আসিয়া সীতার বনবাস-দাতা রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন—এক-তিনি যে রাজ্যপালন করিয়াছেন, তাহা এবং নির্কাসিতা সীতার সেই বিলাপোক্তিগুলি কোনো মতে বিবৃত করিলেন ॥ ৮৩ ॥

তাৎপৰ্য্য।—সীতাকে বনবাস দিয়া, লক্ষণ নিতান্ত দীনহৃদয়ে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং সর্বত্র রামচন্দ্রের সীতা-শুভ প্রাসাদে প্রবেশ-পূর্বক চিন্তানত-বদনে ও কৃতান্তলিপুটে রামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্র-লোচনে কহিলেন—‘আর্য! লক্ষণ আপনার আদেশ পালন করিয়া আসিল।’ লক্ষণের দাক্ষ্য শ্রবণমাত্রেই রাম, পৌষ মাসের তুয়ারবর্ষী হিমাংশুর জ্বায় বাষ্পভারান্বিত হইলেন। দেবযজন-সম্ভবা সীতাকে তিনি অপবাদ ভয়েই গৃহ হইতে নির্কাসিত করিয়াছিলেন, নতুবা, কণকালের জন্তও তাঁহার হৃদয় হইতে সীতার ধ্যান বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। সংসার তাঁহার নিকট যেন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল। তবুও তিনি দৃঢ়-হৃদয়ে রাজকার্য্য-পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যখন একটু অবসর পান, তখন সেই হিরণ্ময়ী সীতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার বাষ্প দিগ্ধ চক্ষুর কণ্ঠস্থ বিনোদন করেন। এই ভাবে সীতাপতি রামচন্দ্র শূন্য-হৃদয়ে ‘রত্নাকরমেখলা পুণ্ড্রবীর’ পালন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কোন বিষয়েই আর তাঁহার আসক্তি রহিল না।

এই ক্ষণে বাম্বীকির রামের সহিত, কালিঙ্গাসের বিলক্ষণ বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বাম্বীকির রাম সীতাকে

বভ্রুব রামঃ সহসা সবাংশুয়ারবর্ষাব সহস্র-চক্ষুঃ ।
 কোলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ ॥ ৮৪ ॥
 নিগৃহ্য শোকং স্বয়মেব ধীমান্ বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরুকঃ ।
 স ভ্রাতৃ-সাধারণভোগমুদ্রং রাজ্যং রজোরিক্তমনাঃ শশাস ॥ ৮৫ ॥
 তামেক-ভার্য্যাং পরিবাদভীরোঃ সাক্ষীমপি ত্যক্তবতো নৃপস্তা ।
 বক্ষস্তসংঘট্টসুখং বসন্তী রেজে সপত্নীরহিতেব লক্ষ্মীঃ ॥ ৮৬ ॥

সীতাং হিত্বা দশমুখরিপূর্নে পথে যদন্তাং তুস্তা এব প্রতিকৃতি-সখো যৎ ক্রতুনাজহার ।
 বৃত্তান্তেন শ্রবণবিষয়-প্রাপিণা তেন ভর্তুঃ সা তুর্বারং কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে ॥ ৮৭ ॥

ইতি চতুর্দশঃ সর্গঃ

অন্তঃস্র।—সহসা (লক্ষণ নিবেদনান্তরং) সবাংশুঃ রামঃ
 তুষারবর্ষা সহস্রচক্ষুঃ (পৌষমাসীয়-চক্ষুঃ) ইব বভ্রুব । (যুক্তঃ
 ৮ এতৎ, কৃতঃ) কোলীন-ভীতেন তেন (রামেণ) বৈদেহসুতা
 গৃহাৎ নিরস্তা । ন মনস্তঃ (হৃদয়াৎ) নিরস্তা ॥ ৮৪ ॥

ধীমান্ বর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরুকঃ রজোরিক্ত-মনাঃ সঃ (রামঃ)
 স্বয়ম্ এব শোকং নিগৃহ্য ভ্রাতৃ-সাধারণভোগমুদ্রং রাজ্যং
 শশাস ॥ ৮৫ ॥

পরিবাদ-ভীরোঃ (অতঃ) একভার্য্যাম্ অপি সাক্ষীম্
 (অপি) তাং (সীতাং) ত্যক্তবতঃ নৃপস্য বক্ষসি অসংঘট্ট-সুখং
 (যথা তথা) বসন্তী লক্ষ্মীঃ সপত্নী-রহিতা ইব রেজে ॥ ৮৬ ॥

দশমুখ-রিপুঃ (রামঃ) সীতাং হিত্বা অত্যাং (দ্বিয়ং) ন
 উপযমে—(ইতি) যৎ, তস্যাঃ এব (সীতায়ঃ এব) প্রতিকৃতি-
 সখঃ (সন্) ক্রতুন্ আজহার—(ইতি) যৎ, তেন শ্রবণবিষয়-
 প্রাপিণঃ ভর্তুঃ বৃত্তান্তেন (হেতুনা) সা (সীতা) তুর্বারং
 কথমপি পরিত্যাগদুঃখং কথমপি বিষেহে ॥ ৮৭ ॥

বক্তব্য।—তখন, তুষারবর্ষা, পৌষ মাসের
 চক্ষুর জায় সীতানাতের আকৃতি জেৎ বিবর্ণ হইল ও
 চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। হায়! নৃপতি রাম যদিও
 প্রজাপাদভয়েই জানকীকে গৃহ-ত্যাগিনী করিয়াছিলেন,

কিন্তু রাম দিয়া যার-পর-নাই অর্ধেক ও শোকাভিভূত হইলেন এবং আহার-বিহার, রাজকার্য্য-পর্যালোচনা প্রভৃতি সমস্ত
 ব্যাপার একেবারে বিসর্জন দিয়া, অস্ত্রের প্রবেশ-প্রতিবেদ পূর্বক একাকী আপন বাস-ভবনে অবস্থিতি করিতে
 লাগিলেন। (১) আর কালিদাসের রাম আসক্তি শূন্য-হৃদয়ে, রাজ্যের কর্তব্য-বোধে, অধিকতর অভিনিবেশের সহিত
 প্রজাপালন ও রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কালিদাস তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ
 পঠন করিয়াছেন। কর্তব্যের নিকট মহাপুরুষের সমস্তই আকর্ষণকর। ত্রিজগতের এমন কোনো পদার্থ বা বস্তুই নাই,
 যাঁহা মহাপুরুষকে কর্তব্য-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে পারে। এই উদার উপদেশ প্রদান-বাসনায় কবি কালিদাস, বিরাট
 পুরুষ রামচন্দ্রের বিরাট চরিত্রের যে অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে সংস্কৃত ও সাহিত্য ধন্য হইয়াছে ॥ ৮৩—৮৭ ॥

(১) বিজ্ঞানসম্বদ্ধ "সীতার বনবাস।"

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

কৃত-সীতা-পরিভ্যাগঃ স রত্নাকর-মেখলাম্ । বুভুজে পৃথিবী-পালঃ পৃথিবীমেব কেবলাম্ ॥ ১ ॥
 লবণেন বিলুপ্তজ্যামিশ্রেণ তমভ্যযুঃ । মুনয়ো যমুনাভাজঃ শরণ্যং শরণার্থিনঃ ॥ ২ ॥
 অবেক্য রামং তে তস্মিন্ ন প্রজহুঃ স্বতেজসা । ত্রাণাভাবে হি শাপাত্মাঃ কুব্বন্তি তপসো ব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥
 প্রতিশ্রাব কাকুৎস্থস্তোত্রো বিদ্বপ্রতিক্রিয়াম্ । ধর্মসংরক্ষণার্থৈব প্রবৃতির্ভুবি শার্ঙ্গিনঃ ॥ ৪ ॥
 তে রামায় বধোপায়মাচখ্যাবিবুধদ্বিযঃ । দুর্জয়ো লবণঃ শূলী বিশূলঃ প্রার্থ্যতামিতি ॥ ৫ ॥
 আদিদেশাথ শক্রপুং তেবাং ক্ষেমায় রাঘবঃ । করিষ্যামি নাস্তা যথার্থমরিনিগ্রহাৎ ॥ ৬ ॥
 যঃ কশ্চন রঘুং হি পরমেকঃ পরন্তপঃ । অপবাদ ইবোৎসর্গং ব্যাবর্তয়িতুমীধরঃ ॥ ৭ ॥

অনুব্রত।—কৃতসীতাপরিভ্যাগঃ সঃ পৃথিবীপালঃ
 রত্নাকর-মেখলাং কেবলাং পৃথিবীম্ এব বুভুজে ॥ ১ ॥

লবণেন ভ্যমিশ্রেণ (তমিস্রাচারিণা রক্ষসা) বিলুপ্তজ্যাঃ
 শরণার্থিনঃ যমুনাভাজঃ (যমুনাভীরবাসিনঃ) মুনয়ঃ শরণ্যং তম্
 (রামঃ) অভ্যযুঃ ॥ ২ ॥

তে (মুনয়ঃ) রামম অবেক্য তস্মিন্ (লবণে) স্বতেজসা ন
 প্রজহুঃ । হি (তথাহি) (তে) ত্রাণাভাবে (রক্ষকাভাবে সতি)
 শাপাত্মাঃ (সন্তঃ) তপসঃ ব্যয়ং কুব্বন্তি ॥ ৩ ॥

কাকুৎস্থঃ (রামঃ) তোভাঃ বিদ্ব-প্রতিক্রিয়াং প্রতি-
 শুভ্রাব । (তথাহি)—ভুবি শার্ঙ্গিনঃ (দিক্ষেণঃ) প্রবৃতিঃ
 (রামরূপেণ অবতরণং) ধর্মসংরক্ষণার্থী এব (ভবতি) ॥ ৪ ॥

তে (মুনয়ঃ) রামায় বিবুধদ্বিযঃ বধোপায়ম্ আচখ্যুঃ ।
 (কিং তৎ ?)—লবণঃ শূলী (সন্) দুর্জয়ঃ, (কিন্তু) বিশূলঃ
 প্রার্থ্যতাম্—ইতি ॥ ৫ ॥

অথ তেবাং ক্ষেমায় রাঘবঃ (রামঃ) শক্রপুং আদিদেশ,
 অস্ত নাম অরিনিগ্রহাৎ যথার্থং করিষ্যম্—ইব ॥ ৬ ॥

হি (যস্মাৎ) পরন্তপঃ রঘুং (মধ্যো) যঃ কশ্চন একঃ
 অপবাদঃ (বিশেষশাস্ত্রম্) উৎসর্গম্ (সামান্তশাস্ত্রম্) ইব পরং
 (শক্রং) ব্যাবর্তয়িতুং ইধরঃ ॥ ৭ ॥

লক্ষ্যার্থ।—সীতাপতি রাম রত্ন-মেখলা সীতাকে
 বনবাস দিয়া পৃথিবী পতিরূপে রত্নাকর-মেখলা শুধু পৃথিবীকেই
 ভোগ অর্থাৎ পালন করিতে লাগিলেন, (দারাস্তর গ্রহণ
 করিলেন না) । সীতাহীন রামের আর কিছুতেই আসক্তি
 না ॥ ১ ॥

পাপাচারী লবণ-রাক্ষস যমুনাভীরবাসী ঋষিদিগের বাগ-
 যজ্ঞ বিলুপ্ত করিতেছিল বলিয়া, তাঁহারা আসিয়া রামচন্দ্রের
 শরণাগত হইলেন ॥ ২ ॥

ঋষিগণ স্বীয় তপোবলেই রাক্ষসকে ধ্বংস করিতে পারি-
 তেন,—কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা আসিয়া রামেরই
 আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । কেন না—রক্ষাকর্তার অভাবেই
 ঋষিরা অভিশাপ-রূপ অস্ত্রের প্রয়োগপূর্বক তপঃকর্ম করিয়া
 থাকেন ॥ ৩ ॥

কাকুৎস্থ রাম শরণার্থী ঋষিদিগকে লবণাসুরের
 নিধন-সাধনে প্রোতপ্রত হইলেন । কেন না, ভগবান্
 বিষ্ণু ধর্ম-সংরক্ষণের ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া
 থাকেন ॥ ৪ ॥

তখন ঋষিবৃন্দ সেই সুরবিষেবী লবণ রাক্ষসের কবচ
 উপায় বলিয়া দিলেন ;—কহিলেন, যতক্ষণ লবণের হস্তে শূল
 থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে জয় করা অসম্ভব ; সে যখন বিশূল
 অর্থাৎ শূলশূন্য রহিবে, তখনই তাহাকে আক্রমণ করিতে
 হইবে ॥ ৫ ॥

রাম, ঋষিগণের উপদ্রব-নিবারণরূপ প্রিয়-কার্য সাধনের
 নিমিত্ত, যেন শক্রবিনাশের দ্বারা নামের সার্থকতা করিবার
 উদ্দেশ্যেই শক্রকে আদেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

একটি বিশেষ বিধি যেমন বহুবিষয়বাপী সামান্ত বিধিকে
 বাধিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ রঘুকুলের যে কেহ একাকী,
 শত্রুকুল নিমূল করিতে যথেষ্ট ভাবেই সমর্থ । সুতরাং শত্রু
 জনই পশ্যন্ত ॥ ৭ ॥

অগ্রজেন প্রযুক্তাশীততো দাশরথী রথী । যযৌ বনস্থলীঃ পশ্চন্ পুশ্পিতাঃ সুরভীমতীঃ ॥ ৮ ॥
 রামাদেশাদভুগতা সেনা তস্তার্থসিদ্ধয়ে । পশ্চাদধ্যয়নার্থস্ত ধাতোরথিরিবাস্তবৎ ॥ ৯ ॥
 আদিষ্টবজ্রা মুনিভিঃ স গচ্ছন্তপতাং বরঃ । বিররাজ রথ-প্রাঠৈবালখিলৈরিবাংমুমান্ ॥ ১০ ॥
 তস্ত মার্গবশাদেকা বভূব বসতির্যতঃ । রথ-স্বনোৎকর্ষমৃগে বাগ্মীকীয়ে তপোবনে ॥ ১১ ॥
 তদ্বিঃ পূজয়ামাস কুমারঃ ক্রান্তবাহনম্ । তপঃপ্রভাব-সিদ্ধাভিবিশেষপ্রতিপত্তিভিঃ ॥ ১২ ॥
 তস্তামেবাস্ত যামিচ্ছামন্তর্বতী প্রজাবতী । স্ত্রীতাবস্তুত সম্পন্নো কোশদগুণবিব ক্রিতিঃ ॥ ১৩ ॥
 সন্তান-শ্রবণাদ্ ভ্রাতৃঃ সৌমিত্রিঃ সৌমনস্তবান্ । প্রাঞ্জলির্মুনিমামস্যা প্রাতঃ স্কুরথো যযৌ ॥ ১৪ ॥

অনুব্রহ্ম।—ততঃ অগ্রজেন প্রযুক্তাশীঃ রথী অতীঃ
 (নির্ভীক) দাশরথিঃ পুশ্পিতাঃ সুরভীঃ বনস্থলীঃ পশ্চন্
 যযৌ ॥ ৮ ॥

রামাদেশাৎ অভুগতা সেনা তস্ত, অধ্যয়নার্থস্ত ধাতোঃ
 পশ্চাৎ—অধিঃ—(উপসর্গঃ) ইব, অর্থসিদ্ধয়ে অভবৎ ॥ ৯ ॥

রথ-প্রাঠৈঃ (রথাগ্রগামিভিঃ) মুনিভিঃ আদিষ্ট-বজ্রা
 গচ্ছন্ তপতাং বরঃ সঃ (শক্রয়) বালখিলৈঃ অংগুমান ইব
 বিররাজ ॥ ১০ ॥

বতঃ (গচ্ছন্তঃ, ইন্-ধাতোঃ শত্ব প্রত্যয়ঃ তস্ত) শক্রয়ন্ত
 মার্গবশাৎ রথ-স্বনোৎকর্ষ-মৃগে বাগ্মীকীয়ে তপোবনে একা
 বসতিঃ (রাত্রিঃ) বভূব ॥ ১১ ॥

ক্রান্ত-বাহনং তং কুমারম্ (শক্রয়ম্) ধ্বিঃ (বাগ্মীকিঃ)
 তপঃপ্রভাব-সিদ্ধাভিঃ বিশেষপ্রতিপত্তিভিঃ পূজয়ামাস ॥ ১২ ॥

তস্তাম্ এব যামিচ্ছাম্ অস্ত (শক্রয়ন্ত) অন্তর্বতী
 (গতিলী) প্রজাবতী (ভ্রাতৃজায়া সীতা) ক্রিতিঃ সম্পন্নো
 (সমগ্রো) কোশদগুণো ইব স্ত্রীতৌ অস্তুত ॥ ১৩ ॥

ভ্রাতৃঃ (রামস্ত) সন্তান-শ্রবণাৎ (হেতোঃ) সৌমনস্তবান্
 সৌমিত্রিঃ (শক্রয়) প্রাতঃ স্কুরথঃ (সন্) প্রাঞ্জলিঃ মুনিম্
 আমস্যা যযৌ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মার্থ।—জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের আশীর্বাদ গ্রহণ-পূর্বক
 দশরথাস্থজ নির্ভীক শক্রয় রথারোহণে, কুম্ভাকর্ণী
 সৌরভময়ী বনভূমির সৌন্দর্য দর্শন করিতে করিতে লবণবধে
 চলিলেন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য।—শক্রয় যে দিন বাগ্মীকির আশ্রমে পৌঁছাইলেন, সেই রাত্রিতেই সীতার দুইটি পুত্র জন্মিত হইল।
 এই কাকতালীয় ব্যাপারের সহিত, রামের সীতা-নির্বাসন ও বাগ্মীকির আশ্রমে সীতাকে রাখিয়া যাইবার জন্ত লঙ্কণের
 প্রতি উপদেশ প্রত্যাখ্যান কোন গুঢ় সন্ধি আছে কি না, তাহা উপসংহারে আলোচিত হইবে ॥ ১২-১৩ ॥

অধ্যয়নার্থক ধাতুর (ইড্, ধাতু) সম্মিলনে থাকিয়া অধি-
 উপসর্গ যেমন ধাতুর্ধ্ব প্রকাশের নামতঃ সাহায্য করে, তদ্রূপ
 রামের আদেশে সৈন্ত-সামন্ত স্বয়ং-দক্ষ শক্রয়ের অনুসরণপূর্বক
 কার্য্যসিদ্ধির নামতঃ সহায়তা করিল মাত্র ॥ ৯ ॥

রথারোহী মুনিগণ অগ্রে অগ্রে, তেজোদীপ্ত শক্রয়কে
 পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। তখন বালখিল্য মুনিগণ
 কর্তৃক প্রদর্শিত-মার্গ অংগুমানী স্ত্রীর চার শক্রয়ের শোভা
 হইল ॥ ১০ ॥

পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে বাগ্মীকির তপোবন পড়িল।
 রথচক্রের ঘর্ষরঞ্জনিতে আশ্রমের যুগল উৎকর্ষিত
 হইয়া উঠিল। শক্রয় সেই আশ্রমে এক রাত্রি বাস
 করিলেন ॥ ১১ ॥

শক্রয়ের রথবাহী অশ্বসমূহও ক্রান্ত হইয়াছিল। ধ্বি
 বাগ্মীকি, তপঃপ্রভাবে নানারূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সম্ভার
 উৎপন্ন করিয়া, তদ্বারা এই বিশিষ্ট অতিথিকে অর্চনা
 করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই রাত্রিতেই বাগ্মীকির আশ্রমে শক্রয়ের অন্তঃসত্তা
 ভ্রাতৃজায়া সীতা দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। মনে হইল,
 বসুন্ধরা কর্তৃক যেন সর্বতোভাবে সুলক্ষণ কোশ এবং দণ্ড
 প্রস্তুত হইল ॥ ১৩ ॥

ভ্রাতার পুত্র জন্মিয়াছে—সংবাদে স্ত্রীমিত্রা তনয় শক্রয়ের
 নিরতিশয় আনন্দ জন্মিল। তিনি প্রভাতে কৃতাজলিপুটে
 মহাবির নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

স চ প্রাপ মধুপুং কুন্তীনশ্রাশ্চ কুক্ষিজঃ । বনাং করমিবাদায় সত্ত্বরাশিমুপস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
 ধুমধ্বজো বসাগন্ধী জ্বালাবক্রশিরোরুহঃ । ক্রব্যাদ্গণ-পরীবারশ্চিত্তাগ্নিরিব জজ্ঞমঃ ॥ ১৬ ॥
 অপশূলং তমাসান্ত লবণং লক্ষণানুজঃ । রুরোধ সম্মুখীনে হি জয়ো রক্ত-প্রহারিণাম্ ॥ ১৭ ॥
 নম্ভিপর্যাপ্তমালক্য মৎকুক্ষেরজ্ঞ ভোজনম্ । দিষ্টা হমসি মে ধাত্ৰা ভীতেনেবোপপাদিতঃ ॥ ১৮ ॥
 ইতি সত্ত্বজ্য শক্রয়ং রাক্ষসস্তজ্জিবাংসয়া । প্রাংস্তুমুৎপাটয়ামাস মুস্তান্তবমিব ক্রমম্ ॥ ১৯ ॥
 সৌমিত্রেনিশিতৈর্বানৈরন্তরা শকলীকৃতঃ । গাত্রং পুষ্পরজঃ প্রাপ ন শাখী নৈখ্যতেরিতঃ ॥ ২০ ॥
 বিনাশান্তস্ত বৃক্ষস্ত রক্ষন্তস্মৈ মহোপলম্ । প্রজিঘায় কৃতান্তস্ত মুষ্টিং পৃথগিব স্থিতম্ ॥ ২১ ॥

অনুব্রতঃ ।—সঃ (শক্রয়ঃ) চ মধুপুং (নাম লবণপুং) প্রাপ । কুন্তীনশ্রাঃ কুক্ষিজঃ (পুত্রঃ লবণঃ) চ বনাং করম্ ইব সত্ত্ব-রাশিম্ আদায় উপস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥

(কিন্তুতঃ লবণঃ)—ধুমধ্বজঃ বসাগন্ধী জ্বালাবক্র-শিরোরুহঃ ক্রব্যাদ্গণ-পরীবারঃ (অতএব) জজ্ঞমঃ চিত্তাগ্নিঃ ইব (স্থিতঃ) ॥ ১৬ ॥

লক্ষণানুজঃ অপশূলং তং লবণম্ আসান্ত রুরোধ ! (তথাহি)—রক্ত-প্রহারিণাং জয়ঃ সম্মুখীনঃ হি (ভবতি) ॥ ১৭ ॥

(যুগ্মকম্) রাক্ষসঃ (লবণঃ) “অন্ত মৎকুক্ষে ভোজনং নম্ভিপর্যাপ্তম্ আলক্য ভীতেন ইব ধাত্ৰা দিষ্টা (মমৈব ভাগ্যেন) ঔং যে (মহম্) উপপাদিতঃ (কল্পিতঃ অসি)”—ইতি শক্রয়ং সত্ত্বজ্য তজ্জিবাংসয়া প্রাংস্তুং ক্রমং মুস্তান্তবম্ ইব উৎপাটয়ামাস ॥ ১৮-১৯ ॥

নৈখ্যতেরিতঃ শাখী অন্তরা নিশিতৈঃ বাণৈঃ শকলী-কৃতঃ (সন্) সৌমিত্রেঃ গাত্রং ন প্রাপ, (কিন্তু) পুষ্প-রজঃ (প্রাপ) ॥ ২০ ॥

রক্তঃ তন্ত বৃক্ষস্য বিনাশাৎ (হেতোঃ) মৎকুক্ষপলং (মহান্তং পাবাণং) পৃথক্স্থিতং কৃতান্তস্ত মুষ্টিম্ ইব তস্মৈ (শক্রয়ায়) প্রজিঘায় ॥ ২১ ॥

অনুব্রতঃ ।—অনন্তর তিনি রাবণ-সোদরা কুন্তীনসীর পুত্র লবণের মধুপুং-নামক নগরে উপস্থিত হইলেন । লবণও সেই সময়ে অরণ্য হইতে কতকগুলি প্রাণী সংহার করিয়া লইয়া ফিরিতেছিল । দেখিয়া মনে হইল, অত্যাচারী রাক্ষস যেন বনজন্মির নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া আসিল ॥ ১৫ ॥

লবণের আকৃতি কি ভীষণ ! রং তাহার ধূয়ের ত্রায় ধূম

অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং লোহিত বর্ণের সংমিশ্রণে যেমন হয়, তেমন ; দেহময় বসার গন্ধ, কেশরাশি অগ্নিশিখার ত্রায় পিঙ্গলবর্ণ । পিশিতাশী রাক্ষসগণ তাহার আত্মীয়স্বজন ! দেখিলে মনে হয়, যেন একটা গতিশীল প্রজ্বলিত চিতার অগ্নি । দেখিলে আতঙ্ক জন্মে ॥ ১৬ ॥

তখন তাহার হস্তে শূল ছিল না, স্তবরাং লক্ষণানুজ আর কালহরণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গতিরোধ করিলেন । কেন না—কোনরূপ রক্ত পাইবামাত্রই বাহারা শত্রুকে আঘাত করিতে পারে, স্বেযোগ নষ্ট করে না, নিজ-লক্ষ্মী তাহাদিগেরই অঙ্গগতা হন ॥ ১৭ ॥

লবণের কিন্তু শত্রুকে দেখিয়া আনন্দের সীমা রহিল না । সে নানা প্রকারে শত্রুকে তর্জন করিতে লাগিল । কহিল, “আজ আমি যে সকল প্রাণী সংহার করিয়াছি, তদ্বারা আমার উদরের পর্যাপ্ত পূরণ হইবে না—দেখিয়া বিধাতা ভয়ে ভয়ে পূর্ক হইতেই আজ তোকে হাজির করিয়া দিয়াছেন ।” বলিয়াই দ্রুত রাক্ষস, শত্রুয়ের বিনাশের নিমিত্ত এক বিশাল বনস্পতিকে মুখা-শুচ্ছের মত অনায়াসে উৎপাটন করিল ॥ ১৮-১৯ ॥

রাক্ষস-প্রাক্ষিপ্ত সেই বিরাট বনস্পতিকে শত্রু আকাশেই বাণাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন । ঐ বৃক্ষের একটি সামান্ত পত্রও শত্রুয়ের শরীরে লাগিতে পারিল না । শুধু তাহাব কুম্ভম-পরাগরাশি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গে বিলিপ্ত হইল ॥ ২০ ॥

সেই মহাবৃক্ষ বিনষ্ট হইল দেখিয়া, রাক্ষস লবণ যমরাজের পৃথক্ স্থিত মুষ্টির তুল্য এক অতি বৃহৎ প্রস্তর উঠাইয়া শত্রুয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিল ॥ ২১ ॥

ঐন্দ্রমজ্জমুপাদায় শক্রয়েন স তাদিতঃ । সিকতাভাদপি পরাং প্রপেদে পরমাণুতাম্ ॥ ২২ ॥
 তমুপাভবতুতাম্য দক্ষিণং ৫ দোনিশাচরঃ । একতাল ইবোৎপাত-পবন-প্রেরিতো গিরিঃ ॥ ২৩ ॥
 কার্ষেণ পত্রিণা শক্রঃ স ভিন্ন-হৃদয়ঃ পতন্ । আনিনায় ভুবঃ কম্পং জহারাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ২৪ ॥
 হ্রস্যাং পঙক্তয়ঃ পেতুর্হতস্তোপরি বিদ্বিষঃ । তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিনো মুক্তি দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৫ ॥
 স হস্তা লবণং বীরস্তদা মেনে মহৌজসঃ । ভ্রাতুঃ সোদর্য্যমাআনমিস্তজিদ্বধশোভিনঃ ॥ ২৬ ॥
 তস্য সংস্রুয়মানস্য চরিতার্থৈস্তপস্বিভিঃ । শুশুভে বিক্রমোদগ্রং ব্রীড়য়াবনতং শিরঃ ॥ ২৭ ॥
 উপকূলং স কালিন্দ্যাঃ পুরীঃ পৌরুষভূষণঃ । নির্মমে নির্মমোহর্থেষু মধুরাং মধুরাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥
 যা সৌরাজ্য-প্রকাশাভির্বভৌ পৌরবিভূতিভিঃ । স্বর্গাভিষ্ঠান্দবমনং কৃৎসেবোপনিবেশিতা ॥ ২৯ ॥

অনুব্রজ্য ।—সঃ (মহোৎপলঃ) শক্রয়েন ঐন্দ্রম্ অঙ্গম্
 উপাদায় তাদিতঃ (সন) সিকতাভাৎ অপি পরাং পরমাণুতাম্
 প্রপেদে ॥ ২২ ॥

নিশাচরঃ দক্ষিণং দোঃ (ভাষ্যমতেন ব্রীহম্—বাহম্)
 উক্তম্য উৎপাতপবন-প্রেরিতঃ একতালঃ গিরিঃ ইব তং
 (শক্রয়ম্) উপাভবৎ ॥ ২৩ ॥

সঃ শক্রঃ (লবণঃ) কার্ষেণ (বৈষ্ণবেন) পত্রিণা ভিন্ন-
 হৃদয়ঃ (সন) পতন্ ভুবঃ কম্পম্ আনিনায়, আশ্রমবাসিনাং
 (কম্পং) জহাৎ ॥ ২৪ ॥

হতস্য বিদ্বিষঃ উপরি বয়সাং পঙক্তয়ঃ পেতুঃ, তৎপ্রতি-
 দ্বন্দ্বিনঃ (শক্রয়স্য) মুক্তি দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ
 (পেতুঃ) ॥ ২৫ ॥

সঃ বীরঃ (শক্রয়ঃ) লবণং হস্তা তদা আনিনায় মহৌজসঃ
 ইন্দ্রজিদ্বধশোভিনঃ ভ্রাতুঃ (লক্ষ্মণস্য) সোদর্য্যং মেনে ॥ ২৬ ॥

চরিতার্থৈঃ তপস্বিভিঃ সংস্রুয়মানস্য তস্য (শক্রয়স্য)
 বিক্রমোদগ্রং শিরঃ ব্রীড়য়া অবনতং (নয়ং সৎ) শুশুভে ॥ ২৭ ॥

পৌরুষভূষণঃ অর্থেষু নির্মমঃ মধুরাকৃতিঃ সঃ (শক্রয়ঃ)
 কালিন্দ্যাঃ উপকূলং (কূলে) মধুরাং (নাগ) পুরীঃ নির্মমে ॥ ২৮ ॥

যা (পুরী) সৌরাজ্য-প্রকাশাভিঃ পৌরবিভূতিভিঃ
 স্বর্গাভিষ্ঠান্দবমনং কৃৎসে উপনিবেশিতা ইব বভৌ ॥ ২৯ ॥

অনুব্রজ্য ।—শক্রয়ও তখন অব্যর্থ ঐন্দ্র অঙ্গ গ্রহণপূর্বক
 ঐ প্রেন্তরের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ
 তাহা বালুকা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতম অংশে পরিণত হইয়া কোথায়
 ধুলির স্থায় উড়িয়া গেল ॥ ২২ ॥

এইভাবে প্রতিহত হইয়া রাক্ষস দক্ষিণ বাহ উত্তোলন

করিয়া শক্রয়ের দিকে ধাবমান হইল, তদর্শনে মনে হইতে
 লাগিল, যেন একমাত্র মেঘস্পর্শী তালবৃক্ষাবিশিষ্ট কোনো পর্বত
 প্রবল বাতায় সঞ্চালিত হইয়া অগ্রসর হইতেছে ॥ ২৩ ॥

অনন্তর শক্রয় বিষ্ণু-প্রভাব-সমন্বিত অস্ত্রার্থ এক ভীষণ
 অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং তাহার আঘাতেই লবণরাক্ষস
 ভূতলে পতিত হইল। সেই বিশাল-কায় রাক্ষসের পতনে
 পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু প্রপীড়িত ঋষিদিগের কম্পন
 চিরদিনের মত তিরোহিত হইল ॥ ২৪ ॥

ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি গৃধ্রীণী আসিয়া নিহত রাক্ষসের
 উপর পতিত হইল, আর আকাশ হইতে স্বর্গীয় কুসুমরাশি
 শক্রয়ের মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

বীরের শক্রয় লবণকে নিহত করিয়া, আপনাকে এতদিনে
 ইন্দ্রজিতের নিহস্তা মহাতেজা লক্ষ্মণের যথার্থ সহোদর বলিয়া
 মনে মনে প্রীতি বোধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

রাক্ষস-বধে নিতান্ত ক্লান্ত-ক্লান্ত হইয়া ঋষিগণ শক্রয়কে
 প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিক্রমকেশরীর
 বিক্রমোন্নত মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া কতই না শোভা
 পাইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

অনন্তর মহাপরাক্রান্ত সৌম্যদর্শন লবণাস্তক শক্রয়
 অকাতরে অর্ধব্যয় করিয়া যমুনার উপকূলে মধুরা নামে অতি
 মনোহর পুরী নির্মাণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

শক্রয়ের স্মৃতিস্মরণে নবনির্মিত মধুরা নগরীর অধিবাসি-
 গণের আনন্দ-মুখরা মধুরা-পুরীর তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে
 মনে হইল যেন, স্বর্গধামের অতিরিক্ত অধিবাসীদিগকে
 গ্রানিয়া ঐ নুতন উপনিবেশে স্থাপিত করা হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

তত্র সৌধগতঃ পশুন্ যমুনাং চক্রবাকিনীম্ । হেমভক্তিমতীং ভূমে: প্রবেগীমিব পিপ্রিয়ে ॥ ৩০ ॥
 সখা দশরথস্তাপি জনকস্ত চ মন্ত্রকুং । সঙ্স্কারোভয়প্রীত্যা মৈথিলেয়ো যথাবিধি ॥ ৩১ ॥
 স তৌ কুশ-লবোন্মৃষ্ট-গর্ভক্রেদৌ তদাখ্যা । কবি: কুশলবাবেব চকার কিল নামতঃ ॥ ৩২ ॥
 সাজং চ বেদমধ্যাপ্য কিঞ্চিৎক্রান্ত-শৈশবৌ । স্বকৃতিং গাপয়ামাস কবি-প্রথম-পদ্ধতিম্ ॥ ৩৩ ॥
 রামস্ত মধুরং বৃত্তং গায়ন্তৌ মাতুরগ্রতঃ । তদ্বিয়োগ-ব্যথাং কিঞ্চিচ্ছিথিলীচক্রতু: স্মৃতৌ ॥ ৩৪ ॥
 ইতরেহপি রঘোর্বংশাজ্ঞয়জ্ঞেতাগ্নিতেজসঃ । তদ্যোগাৎ পতিবস্ত্রীষু পত্নীঘাসন্ দ্বিসুনবঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুব্রু:—তত্র (মধুরায়াং) সৌধগতঃ (স: শক্রয়:) চক্রবাকিনীং যমুনাং—হেমভক্তিমতীং (সুবর্ণরচনাবতীং) ভূমে: প্রবেগীম ইব পশুন্ পিপ্রিয়ে ॥ ৩০ ॥

দশরথস্ত জনকস্ত চ সখা মন্ত্রকুং (বান্দীকি:) অপি উভয়-প্রীত্যা মৈথিলেয়ো (মৈথিলীপুত্রৌ) যথাবিধি সঙ্স্কার ॥ ৩১ ॥

স: কবি: (বান্দীকি:) কুশ-লবোন্মৃষ্ট-গর্ভ-ক্রেদৌ তৌ (মৈথিলী-পুত্রৌ) তদাখ্যা (তেষাং কুশানাং চ লবানাং চ আখ্যা—তদাখ্যা) নামতঃ কুশ-লবৌ এব চকার কিল ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চিৎক্রান্ত-শৈশবৌ (তৌ) সাজং চ বেদম্ অধ্যাপ্য, (ঋষি:) কবি-প্রথমপদ্ধতিং স্বকৃতিং (রামায়ণং) গাপয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

(তৌ) স্মৃতৌ রামস্য বৃত্তং মাতু: অগ্রতঃ মধুরং গায়ন্তৌ তদ্বিয়োগব্যথাং বিধিং শিথিলীচক্রতু: ॥ ৩৪ ॥

রঘো: বংশা: ত্রোতাগ্নি তেজস: ইতরে (রামাং অস্ত্রো) ত্রয়: (ভরতাদয়:) অপি তদ্যোগাৎ পতিবস্ত্রীষু পত্নীষু দ্বিসুনব: আসন্ ॥ ৩৫ ॥

অনুব্রু:—সেই মনোহারিনী পুরীর সমুচ্চ প্রাসাদ-শীর্ষে আরোহণ-পূর্বক শক্রয় যখন চক্রবাক-পরিশোভিত, নগরীর প্রান্তবাহিনী যমুনার শোভা সন্দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার মনে হইত, পৃথিবীর সুবর্ণরচনাসুন্দর বেণী শোভা পাইতেছে ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—বান্দীকির তপোবনে সীতার দুইটি কুমার প্রসূত হইয়াছে। সত্যপ্রিয় দশরথ বান্দীকির পরম সহৃদ ছিলেন। সীতা যে পাত্তভাদ্রাদিগের শিরোবর্তিনী, ইহাও মহর্ষি বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন। সুনি সেই সাক্ষী দশরথবৃন্দবধুর সম্ভাননকে আত্মবশ্রে লালনপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কুমারদ্বয় বিধিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বরণায় মহর্ষি তাহাদিগের দ্বারা স্বরচিত রাম-চরিত গান করাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই কোমলবর্ষ বালকদ্বয় যখন তাহাদের আশ্রয়-দুঃখিনী জননীর সমক্ষে, শৈশব-সুভজ নৃত্য-বরতাতিকাবাদ-সহযোগে ও অশ্রুভাষে রাম-চরিত গান করিত, তখন তাহাদের বনবাসিনী জননী, সজল-নয়নে এবং নিবিষ্টমনে সেই গান শুনিতেন শুনিতেন, হৃদয়ের অহর্নিশ প্রকলিত রামবিবাহানন্দে: কথঞ্চিৎ শান্ত করিতেন। তখন তপোবনের চঞ্চল নয়ন হারিণীগণও নিশ্চন্দ হইয়া কুমারদিগের দিকে চাহিয়া সেই সুমধুর-গীত শ্রবণ করিত। কালিদাস দুইটি কবিতার দ্বারা লব-কুশের, বিরোগ-ব্যথাটা নির্বাসিতা সীতার, ও কবিগুরু বান্দীকির:

ওদিকে—তপোবনে সীতার যে দুই যমজ পুত্র জন্মিয়াছিল, মহর্ষি বান্দীকি শাস্ত্রামুসারে, সেই কুমারদ্বয়ের জাতকর্মাদি সংস্কার করিলেন। বান্দীকি দশরথ এবং জনক উভয়েরই সখা ছিলেন। সুতরাং বহু প্রীতি বশত: তাঁহার হৃদয়, সীতা ও সীতা-কুমারদিগের উপর যথেষ্ট আকৃষ্ট হইবারই কথা ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি, কুশের ও লবের অর্থাৎ গোপুচ্ছ-রোমশুচ্ছের দ্বারা কুমারদ্বয়ের গর্ভ-ক্রেদাবৃত গাত্রের ক্রেদ মার্জনা করিয়াছিলেন বলিয়া পর্যায়ক্রমে একজনের নাম কুশ ও অপরের নাম লব রাখিলেন ॥ ৩২ ॥

কুমার-দুগল বীরে বীরে বড় হইতে লাগিলেন। ঋষিও তাঁহাদিগকে সাদ্ধ-বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। দেখিতে দেখিতে কৈশোর পরিপূর্ণ হইল। তখন বান্দীকি পরবস্তী কালের সকল কবির কবিতার প্রথম ও প্রধান উপজীব্যস্বরূপ স্বরচিত রামায়ণ-গান-কুমারদ্বয়কে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

লব-কুশ যখন সুললিত কণ্ঠে জননীর সম্মুখে রামচন্দ্রের সুমধুর চরিত্র-কথা গান করিতেন, তখন দুঃখিনীর পতিবিরোগ-বেদনার যেন কথঞ্চিৎ লাঘব হইত ॥ ৩৪ ॥

এই সময়ে অযোধ্যাতেও ত্রোতাগ্নির ছায় তেজঃসম্পন্ন ভরত, লক্ষ্মণ ও শক্রয় এই তিন ভ্রাতা স্ব-স্ব পত্নীতে দুই করিয়া পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

শক্রবাতিনি শক্রয়ঃ সুবাহৌ চ বহুজ্ঞতে । মধুরা-বিদিশে নৃষোনিদধে পূৰ্ণজোৎসুকঃ ॥ ৩৬ ॥
 ভ্রমন্তপোবায়ো মা ভূষানীকৈরিতি সোহত্যগাৎ । মৈথিলীতনয়াদ্গীত-নিঃস্পন্দয়ুগমাঞ্জম ॥ ৩৭ ॥
 বশী বিবেশ চাযোধ্যাং রথ্যাসংস্কারশোভিনীম্ । লবণস্ত বধাৎ পৌরৈরীক্ষিতোহত্যগৌরবম্ ॥ ৩৮ ॥
 স দদর্শ সভামধ্যে সভাসদ্বিরূপস্থিতম্ । রামং সীতা-পরিত্যাগাদসামান্য-পতিং ভূবঃ ॥ ৩৯ ॥
 তমভ্যানন্দং প্রণতং লবণাস্তকমগ্রজঃ । কালনেমি-বধাৎ প্রীতস্তরাষাড়িব শার্ঙ্গিনম্ ॥ ৪০ ॥

অনুব্রহ্ম।—পূৰ্ণজোৎসুকঃ (জ্যোতিঃপ্রিয়ঃ) শক্রয়ঃ বহুজ্ঞতে শক্রবাতিনি সুবাহৌ চ নৃষোঃ মধুরা বিদিশে নিদধে (নিধায় গতঃ) ॥ ৩৬ ॥

সঃ (শক্রয়ঃ) মৈথিলী-তনয়াদ্গীত-নিঃস্পন্দ-যুগম-যুগম-বানীকৈঃ আশ্রম ভূমিঃ তপোবয়ঃ মা ভূৎ—ইতি অত্যগাৎ (অভিক্রম্য গতঃ) ॥ ৩৭ ॥

বশী (সঃ শক্রয়ঃ) লবণস্য বধাৎ পৌরৈঃ অত্যগৌরবম্ (বধা তথা) ঈক্ষিতঃ (সন্) রথ্যাসংস্কারশোভিনীম্ অযোধ্যাং বিবেশ চ ॥ ৩৮ ॥

সঃ (শক্রয়ঃ) সভামধ্যে সভাসদ্বিঃ উপস্থিতঃ সীতা-পরিত্যাগাৎ ভূবঃ অসামান্য-পতিং রামং দদর্শ ॥ ৩৯ ॥

অগ্রজঃ (রামঃ) লবণাস্তকং প্রণতং তং (শক্রয়ং) কালনেমি-বধাৎ প্রীতঃ তুরাষাট্ (ইন্দ্রঃ) শার্ঙ্গিনম্ (উপেক্ষম্) ইব অভ্যানন্দং ॥ ৪০ ॥

অনুব্রহ্ম।—তস্যধ্যে, অগ্রজ-প্রিয় শক্রয়, নানা-জ্ঞান-সম্পন্ন শক্রবাতী ও সুবাহু-নামক আপন পুত্রদ্বয়কে বধ্যাক্রমে মধুরা ও বিদিশা-নামী নগরীতে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

মধুরা হইতে ফিরিবার কালে—আবার বায়ীকির আশ্রম শক্রয়ের পথে পড়িল । তখন তাহার অস্ত্র অবহা । সীতা-কুমারদ্বয়ের সমুদ্র রামায়ণ-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সেই আশ্রমের

যুগকুল একেবারে আলোখ্যৎ নিঃস্পন্দ, আশ্রমের যেন বাহু আকার বদলাইয়া গিয়াছে । পুনরায় আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষির নানাপ্রকারে তপোহানি ঘটিলে পারে—তাবিয়া, শক্রয় উক্ত তপোবন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৩৭ ॥

লবণবধ করিয়া বীরবর শক্রয় ফিরিতেছেন,—তাই নগরের পথ-ঘাট সংস্কার করা হইয়াছে, নানাপ্রকারে সাজান হই-
 য়াছে । পুরবাসিগণ অত্যন্ত গৌরবের সহিত জিতেজ্বিল শূর শক্রয়কে দেখিবার জন্য সমুৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে, দুর্জয় লবণরাক্ষসের নিহন্তা প্রসন্নমনে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

প্রবেশ করিয়াই শক্রয়—রাজ-সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন,—বিশিষ্ট বিশিষ্ট সভাসদৃগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র আসীন । সীতার শ্রায় পত্নীকে যিনি লোকরঞ্জনের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীর সেই অসাধারণ অধিপতিকে, শক্রয় অনিমেঘ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

দ্রবন্ত কালনেমি রাক্ষসকে নিহত করিয়া অল্পজ উপেক্ষ উপস্থিত হইলে,—অগ্রজ ইন্দ্র যেক্রপ প্রীতি-সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, রঘুকুলপতি অগ্রজ রামও তজ্জপ, লবণাস্তক অল্পজ শক্রয় আসিয়া প্রণাম করার পর, তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন ॥ ৪০ ॥

এক সেই লগ্নে রামায়ণ-শ্রবণ-বিমোহিত তপোবন-প্রাণিগণের এক একখানি নিরবচ্ছিন্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলেন । সীতা-নির্ভাগিনী-কাতর পাঠকদিগের চিত্তে আবার রাম-সীতার মিলনের দুরাশা ধীরে ধীরে জাগিতে লাগিল । কিন্তু পাঠকদিগকে—
 রুসজ সামাজিকদিগকে এইপ্রকার সন্দেহের কটক-শয্যায় অধিকক্ষণ রাখা প্রেমিক কবির কদাচ মনঃপূত হইতে পারে না, হওয়া উচিতও নহে, তাই কবি, একচালিশ কবিতায় স্পষ্টতঃ বলিয়াই দিলেন যে, কালে—অর্থাৎ সময় হইলে বায়ীকির নিজেই এই কুমারদ্বয়কে অযোধ্যাপতির হস্তে “প্রত্যর্পণ” করিবেন । অর্পণ—নহে, “প্রত্যর্পণ,” যেন বায়ীকির নিকটে গচ্ছিত ছিল বধ্যাসময়ে তিনি ফিরাইয়া দিবেন । কে গচ্ছিত রাখিয়াছিল ? রাম না লবণ ? দেখা বাউক—
 কতদূর কি দাঁড়ায় ? ॥ ৩৪-৩৭ ॥

স পৃষ্ঠে সর্বভেদে বার্তমাখ্যাজ্ঞে ন সম্ভতিম্ । প্রতাপরিমিতঃ কালে কবেদ্যন্ত শাসনাৎ ॥ ৪১ ॥
 অথ জানপদো বিপ্রঃ শিশুমপ্রাপ্তবৌবনম্ । অবতার্য্যাক্ষ-শয্যাং হারি চক্রন্দ ভূপতে: ॥ ৪২ ॥
 শোচনীয়াসি বসুধে যা স্বং দশরথ্যচ্যুতা । রাম-হন্তমমুপ্রাপ্য কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা ॥ ৪৩ ॥
 শ্রদ্ধা তস্ত শুচো হেতুং গোপ্তা জিত্বায় রাঘবঃ । ন হ্যকালভবো মৃত্যুরিক্ণাকু-পদমম্পৃশং ॥ ৪৪ ॥
 স মুহূর্তং ক্ষমস্বেতি দ্বিজমাখ্যাস্ত হুঃখিতম্ । যানং সম্মার কোবেদং বৈবস্বতজিগীষয়া ॥ ৪৫ ॥
 আন্ত-শত্রুস্তদধ্যাস্ত প্রস্থিতঃ স রঘুদ্বহঃ । উচ্চচার পুরস্তস্ত গৃঢ়-রূপা সরস্বতী ॥ ৪৬ ॥
 রাজন্ প্রজাস্ত তে কশ্চিদপচারঃ প্রবর্ততে । তমম্বিয়া প্রশময়ের্ভবিতাসি ততঃ কৃতী ॥ ৪৭ ॥
 ইত্যাপ্তবচনাজমো বিনেযান বর্ণবিক্রিয়াম্ । দিশঃ পপাত পল্লবে বেগনিষ্কম্পকেতুনা ॥ ৪৮ ॥

অম্বিয়া—সঃ (শক্রয়ঃ) পৃষ্ঠঃ (সন্) সর্বতঃ বার্তা (বৃশলং) রাজে আখ্যং, কালে প্রতাপরিমিতঃ আন্তস্ত
 রবে: শাসনাৎ সম্ভতিং ন (আখ্যং) ॥ ৪১ ॥

অথ (কশিচৎ) জানপদঃ বিপ্রঃ অপ্রাপ্ত-বৌবনম্ অক-
 শয্যাং শিশুং ভূপতে: হারি অবতার্য্য চক্রন্দ—৪২ ॥

“হে বসুধে, দশরথ্যং চ্যুতা যা স্বং রামহন্তম্ অমুপ্রাপ্য
 কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা (সতী) শোচনীয়া অসি ॥” ৪৩ ॥

গোপ্তা (রাঘবঃ) তস্ত শুচঃ হেতুং শ্রদ্ধা জিত্বায়,
 (বৃত্তঃ) —হি (যস্মাৎ) অকালভবঃ মৃত্যু: ইক্ণাকু-
 পদং ন অম্পৃশং ॥ ৪৪ ॥

সঃ (রামঃ) হুঃখিতং দ্বিজং, মুহূর্তং ক্ষমস্ব—ইতি আখ্যাস্ত
 বৈবস্বত-জিগীষয়া কোবেদং যানং সম্মার ॥ ৪৫ ॥

সঃ রঘুদ্বহঃ (রামঃ) আন্ত-শত্রুঃ (সন্) তৎ (পুষ্ককম)
 অধ্যাস্ত প্রস্থিতঃ । (অথ) তস্ত পুরঃ গৃঢ়রূপা সরস্বতী
 উচ্চচার ॥ ৪৬ ॥

হে রাজন্! তে প্রজাস্ত কশিচৎ অপচারঃ প্রবর্ততে, তম্
 অম্বিয়া প্রশময়েঃ, ততঃ কৃতী ভবিত্যসি (ভবিষ্যসি) ॥ ৪৭ ॥

ইতি আন্ত-বচনাৎ রামঃ বর্ণবিক্রিয়াং বিনেযান্ বেগ-
 নিষ্কম্প-কেতুনা পল্লবে (রথেন) দিশঃ পপাত ॥ ৪৮ ॥

বসুধা—রাম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, শক্র
 সকল সংবাদই তাঁহার গোচরীভূত করিলেন, কেবল
 সীতার পুত্রজন্মের কথাটা চাপিয়া গেলেন । কেন না, সময়
 উপস্থিত হইলে, আদি-কবি নিজেই কুমারবৃগলকে রামের
 করে প্রতাপর্ণ করিবেন—বলিয়া, পূর্ব হইতেই শক্রকে
 নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

সীতা-শূন্ত-সংসারে রামের দিন কাটিতেছে । তিনি রাজ্য
 আননে বসিয়া রাজ-কাৰ্য্য করিয়া বাইতেছেন । এমন সময়ে

একদিন দূর-জনপদবাসী এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ আসিয়া রামের
 দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং এক কিশোর সন্তানকে
 কোল হইতে নামাইয়া তারস্বরে কহিতে লাগিলেন ;— ৪২ ॥

“হা পুথিবি! তোমার কি দুঃখবহাই না ঘটয়াছে, তাবি-
 লেও হুঃখ সংবরণ করা যায় না । পুণ্যলোক দশরথের হস্ত
 হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণে রামের করগত হইয়াছিল, তাই
 আজ এই চরম দুর্দশায় উপনীত হইয়াছ ॥” ৪৩ ॥

অকালে পুত্রের মৃত্যুতে শোকাক্ত সেই ব্রাহ্মণের মুখে,
 তাঁহার শোকের কারণ বিদিত হইয়া, লোকদলক রঘু-
 কুলপতি নিতান্ত লজ্জিত হইলেন । কেন না—ইক্ণাকুদিগের
 রাজ্যে ইতিপূর্বে কখনো অকালমৃত্যু দেখা যায় নাই ॥ ৪৪ ॥

কর্তব্যনিষ্ঠ রামচন্দ্র তখন—“আপনি কণকাল ক্ষমা
 করুন” বলিয়া সেই পুত্রশোক-কাতর ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত
 করিয়া, তৎক্ষণাৎ জীবের প্রাণাপহারী যমরাজকে জয় করি-
 বার বাসনায়, বৃবেয়ের পুষ্ক-রথ আরণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

কালবিলম্ব না করিয়া, শত্রুপাণি রাম সেই পুষ্কে
 আরোহণ-পূর্বক যাত্রা করেন আর কি, ঠিক এমনই সময়ে
 তাঁহার সম্মুখে এক দৈববাণী হইল ;— ৪৬ ॥

“হে রাজন্! আপনার প্রজাপুত্রের মধ্যে কোথায় বেল
 কি ধর্মবিগর্হিত কার্য্য অজুষ্টিত হইতেছে, অতঃসন্ধানপূর্বক
 তাহারই প্রতিবিধান করুন, তাহা হইলেই আপনার উদ্বেগ
 সিদ্ধ হইবে ॥” ৪৭ ॥

আকাশ সম্ভবা ভারতীর এই বিশ্বস্ত উপদেশে রামচন্দ্র,
 বর্ণাশ্রম-ধর্মের কোথায় কি ব্যতিক্রম ঘটয়াছে, তাহা ধর করি-
 বার নিমিত্ত, পুষ্কারোহণে দিগ্ভ্রমণে নির্গত হইলেন,
 পুষ্ক এতই দূরিত-গতিতে ছুটিতেছিল যে, তাহার শিখর-
 স্থিত ধ্বজের পতাকা একবারে নিশ্চল হইয়া রহিয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

অথ ধুমাত্তিতাক্ষং বৃক্ষশাখাবলম্বিনম্
পৃষ্ঠনামাষরো রাজ্ঞা স কিলচিৎ ধূমপঃ
তপস্তানধিকারিত্বাং প্রজ্ঞানাং তমঘাবহম্
স তদ্বক্তৃং হিমক্লিষ্ট-কিঞ্জকমিব পঙ্কজম্
কৃতদণ্ডঃ স্বয়ং রাজ্ঞা লেভে শূদ্রঃ সতাং গতিম্
রঘুনাথোইপাগন্তেন মার্গসন্দর্শিতাঘ্ননা
কুন্ত্যোনিরলঙ্কারং তস্মৈ দিব্য-পরিগ্রহম্

অসম্ভব।—অথ ঐক্ষাকঃ (রামঃ) ধুমাত্তিতাক্ষং
বৃক্ষশাখাবলম্বিনম্ অধোমুখং অপস্তম্বং কংচিৎ (পুরুষং)
দদর্শ ॥ ৪৯ ॥

রাজ্ঞা পৃষ্ঠনামাষরঃ ধূমপঃ সঃ (পুরুষঃ) আত্মানং সুরপদা-
ধিনং শব্দকং নাম শূদ্রম্ আচিৎ কিল ॥ ৫০ ॥

তপসি অনধিকারিত্বাং প্রজ্ঞানাম্ অঘাবহং তং (শূদ্রং)
শীর্ষচ্ছেদ্যং পরিচ্ছিত্য (নিশ্চিত্য) নিয়ন্তা (রামঃ) শস্ত্রম্
আদদে ॥ ৫১ ॥

সঃ রামঃ জ্যোতিষ্কগাহতশ্মশ্রুং তদ্বক্তৃং হিমক্লিষ্ট-কিঞ্জকং
পঙ্কজম্ ইব কণ্ঠ-নালাৎ অপাতয়ৎ ॥ ৫২ ॥

শূদ্রঃ (শব্দকঃ) রাজ্ঞা স্বয়ং কৃতদণ্ডঃ (সন্) সতাং
গতিং লেভে। দৃশ্যেণে অপি স্বমার্গলম্বিনা তপসা ন
(লেভে) ॥ ৫৩ ॥

রঘুনাথঃ অপি মার্গ-সন্দর্শিতাঘ্ননা মহৌজসা অগন্তেন
ইন্দুনা শরৎকালঃ ইব সংযুক্তে ॥ ৫৪ ॥

কুন্ত্যোনিঃ (অগন্ত্যঃ) পীতেন সমুদ্রেণ আত্ম-নিষ্করম্
ইব দত্তং দিব্য-পরিগ্রহং (দিব্য-পরিগ্রাহম্) অলঙ্কারং অস্মৈ
(রাময়) দদৌ ॥ ৫৫ ॥

—সঙ্গার্থ।—ভ্রমণ করিতে করিতে রাম এক
অদ্ভুততপা ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—নিরস্তর
উল্লোখিত ধূমপানে তাহার নয়নদ্বয় তাব্রবৎ কপিলবর্ণ
হইয়াছে এবং সে বৃক্ষশাখায় অধোমুখে দৌহুত্য়মান হইয়া
প্রসাদ তপস্তায় মগ্ন রহিয়াছে ॥ ৪৯ ॥

নরপতি রামচন্দ্র সেই কঠোরতপা ব্যক্তির নাম এবং
বস্ত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল যে, আভিতে

দদর্শ কণ্ঠদৈর্ঘ্যকন্তপস্তম্বমধোমুখম্ ॥ ৪৯ ॥

আত্মানং শব্দকং নাম শূদ্রং সুরপদাধিনম্ ॥ ৫০ ॥

শীর্ষচ্ছেদ্যং পরিচ্ছিত্য নিয়ন্তা শস্ত্রমাদদে ॥ ৫১ ॥

জ্যোতিষ্কগাহতশ্মশ্রুং কণ্ঠনালাদপাতয়ৎ ॥ ৫২ ॥

তপসা দৃশ্যেণেণাপি ন স্বমার্গলম্বিনা ॥ ৫৩ ॥

মহৌজসা সংযুক্তে শরৎকালঃ ইবেন্দুনা ॥ ৫৪ ॥

দদৌ দত্তং সমুদ্রেণ পীতেনেবাঅনিষ্করম্ ॥ ৫৫ ॥

সে শূদ্র এবং নাম তাহার শব্দক, ইন্দ্র-পদলাভের বাসনার
এই দৃষ্টির তপস্তায় সে নিরত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

শূদ্র শব্দকের তপস্তায় অধিকার নাই, তাদৃশ অনধি-
কারীর তপস্তার ফল কবল প্রজ্ঞাপূজের মধ্যে দুঃখ-
কষ্টের অতিপ্রভাব, সুতরাং তাহার অচিরাৎ শিরশ্ছেদ
কর্তব্য—স্তির করিয়া প্রজারঞ্জন শাসন-কর্তা রঘু-কুলরাজ
অস্ত্র গ্রহণ কবিলেন ॥ ৫১ ॥

ধূমপায়ী তপস্বী শূদ্রকের মুখের শ্মশ্রুসমূহ অগ্নিশূলিকের
দ্বারা দক্ষীভূত হওয়ায়, তুম্বারপাতে কেশরগুলি আলিষ্ট
হইলে পদ্মের যে দশা হয়, তাহার অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল।
রাম অস্ত্রাঘাতে শূদ্রকের তাদৃশ বদন কণ্ঠনাল হইতে বিচ্যুত
করিলেন ॥ ৫২ ॥

রাজা স্বয়ং উপযুক্ত দণ্ডবিধান করায় দণ্ডিত শব্দক পরম
সদগতি লাভ করিল। সে যে কঠোর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়া-
ছিল, তাহা যতই কেন দৃশ্য হউক না,—তাহা অনধিকার-
দোষে দূষিত, সুতরাং তদ্বা কখনও সে একাদৃশী সদগতি
লাভ করিতে সমর্থ হইত না ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র পথিমধ্যে অগন্তের সহিত সংমিলিত
হইলেন, মনে হইল যেন সুখাকরের সহিত নির্ঝল শরৎ-
কালের মিলন-সংঘটন হইল ॥ ৫৪ ॥

কুন্ত্যোনি মর্ত্যি অগন্ত্য যখন এক গগুবে সমুদ্র-
সলিল পান করিয়া পরে আবার তাহা পরিভ্রমণ
করেন, তখন, যেন আত্ম-মোচনের মূল্যস্বরূপ, সরিৎপতি
অগন্ত্যকে অনেক অনর্থ অলঙ্কার দিয়াছিলেন, আজ সেই
অমরস্পৃহণীয় অলঙ্কারসমূহ ঋষি রামচন্দ্রকে প্রদান
করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তং মধৈমৈথিলীকণ্ঠনিৰ্বাপায়েণ বাহুনা । পশ্চান্নিববৃতে রামঃ প্রাক্ পরাস্মদ্বিজান্বজঃ ॥ ৫৬ ॥
 তস্ত পূৰ্বোদিতাং নিন্দাং দ্বিজঃ পুত্র-সমাগতঃ । স্তত্যা নিবৰ্ত্তয়ামাস ত্রাতুর্কৈববস্তাদপি ॥ ৫৭ ॥
 তমধরায় মুক্তাং রক্ষঃ-কপি-নরেশ্বরাঃ । মেঘাঃ শস্ত্রমিব'স্তোভিরভাবৰ্ষমুপায়নৈঃ ॥ ৫৮ ॥
 দিগন্তো নিমজ্জিতাশ্চৈনমভিজগ্মুর্মহর্ষয়ঃ । ন ভৌমাশ্চেব দিক্ষ্যানি হিহ্না জ্যোতির্ময়াস্তপি ॥ ৫৯ ॥
 উপশল্য-নিবিষ্টৈস্তশ্চতুর্দ্বারমুখী বভৌ । অযোধ্যা সৃষ্টলোকৈব সতঃ পৈতামহী তনুঃ ॥ ৬০ ॥
 শ্লাঘ্যস্ত্যাগোহপি বৈদেহ্যাঃ পত্ন্যাঃ প্রাণংশবাসিনঃ । অনন্তজ'নেঃ সৈবাসীদ যশ্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী ॥ ৬১ ॥
 বিধেরধিক-সস্তারস্ততঃ প্রববৃতে মথঃ । আসন্ যত্র ক্রিয়া-বিহ্না রাক্ষসা এব রক্ষিণঃ ॥ ৬২ ॥

অর্থঃ—মৈথিলীকণ্ঠ-নিৰ্বাপায়েণ বাহুনা তম্ (অলঙ্কারং) মধঃ রামঃ পশ্চাৎ নিববৃতে, পরাস্মদ্বিজান্বজঃ প্রাক্ (রামাৎ পূৰ্বে) (নিববৃতে) ॥ ৫৬ ॥

পুত্র-সমাগতঃ দ্বিজঃ বৈববৃতাং অপি ত্রাতুঃ তস্ত (রামস্ত) পূৰ্বোদিতাং নিন্দাং স্তত্যা নিবৰ্ত্তয়ামাস ॥ ৫৭ ॥

অধরায় মুক্তাং তং (রামং) রক্ষঃ-কপি নরেশ্বরাঃ মেঘাঃ অস্তোভিঃ শস্ত্রম্ ইব উপায়নৈঃ অভাবৰ্ষম্ ॥ ৫৮ ॥

নিমজ্জিতাঃ মহর্ষয়ঃ ৫ ভৌমানি দিক্ষ্যানি এব ন, (কিন্তু) জ্যোতির্ময়ানি (নক্ষত্ররূপাণি) (দিক্ষ্যানি) অপি হিহ্না দিগন্ত্যঃ এনম্ অভিজগ্মুঃ ॥ ৫৯ ॥

চতুর্দ্বারমুখী অযোধ্যা উপশল্য-নিবিষ্টৈঃ তৈঃ (মহর্ষিভিঃ) াতঃ সৃষ্টলোকা পৈতামহী তনুঃ ইব বভৌ ॥ ৬০ ॥

বৈদেহ্যাঃ ভাগঃ অপি শ্লাঘাঃ, যশ্মাৎ প্রাণংশবাসিনঃ প্রাণংশঃ—প্রাণীনস্থগং যজ্ঞশালাবিশেষঃ) অনন্তজ'নেঃ পত্ন্যাঃ রামস্ত হিরণ্ময়ী সা এব (নিজৈব) জায়া (পত্নী) শাসীৎ ॥ ৬১ ॥

স্ততঃ বিধেঃ অধিক-সস্তারঃ মথঃ প্রববৃতে । যত্র ক্রিয়া-বিহ্নাঃ রাক্ষসাঃ এব রক্ষিণঃ আসন্ ॥ ৬২ ॥

অর্থঃ—মৈথিলী-বল্লভ রামচক্রেণ যে বাহু হাদিন মৈথিলীর কণ্ঠগ্রহণে বঞ্চিত, তিনি সেই বাহুতে ঐ অলঙ্কার ধারণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । রামের প্রত্যাবর্ত্ত-নর পূৰ্বেই সেই মৃত ব্রাহ্মণ-কুমার যমালয় হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

পুত্রের সহিত পুনর্মিলিত হইয়া সেই জনপদবাসী রক্ষণ যমের গ্রাস হইতে পুত্রের রক্ষা-কর্তা রামকে, বহু কিছু নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, তাহা

একণে ভূমোভূয়ঃ স্বব-স্ততির দ্বারা সংশোধন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

তার পর—রাম অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব ঘোচন করিলেন । তাঁহার এই যজ্ঞ, জলধর যজ্ঞপ শস্ত্র-রাশিকে প্রচুর জল-দানে পরিপুষ্ট করে, তদ্রূপ নর, বানর ও রাক্ষস-গণের অধিপতিবৃন্দ অপরিমিত উপঢৌকন-প্রদানে সংবর্দ্ধিত করিলেন ॥ ৫৮ ॥

অতঃপর কি নক্ষত্রলোক, কি ভুলোক—সকল স্থান এবং সকল দিক্ হইতেই নিমজ্জিত মহর্বিগণ আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

সমাগত মহর্বিদগকে গ্রামের কোলাহলমূহ উপাস্তভাবে অবস্থাপিত করা হইল । ইহাতে তোরণচতুষ্টয়-সম্বিত অযোধ্যানগরীর অপূৰ্ব শোভা জন্মিল । মনে হইল,—যেন চতুর্মুখ পিতামহের দেহ সতঃ লোক-সৃষ্টি-পূৰ্বক, শশীরে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬০ ॥

এতদিনে বুঝা গেল যে, সীতানাথ যে সীতাকে ভ্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা সর্বতোভাবে গৌরবের বিবর ; কেন না, —রাম দারাস্তর গ্রহণ না করিয়া, যখন যজ্ঞ-শালায় রাজিক-বেশে বাস করিতেছিলেন, তখন—নিরাসিতা সীতাই হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি তাঁহার সহধর্মচারিণী হইয়াছিল ॥ ৬১ ॥

মহাসমারোহে অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে । শাস্ত্রাঙ্ক-সারে সমস্ত দ্রব্যই ত সংগৃহীত হইয়াছে, ভদতিরিক্ত নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভারে যজ্ঞভূমি পূর্ণ । জগতে এত কাল যাহারা এবংবিধ যজ্ঞাদির কত প্রকার বিশ্ব উৎপাদন করিয়া আসি-তেছে, আজ সেই রাক্ষসগণই রাম-যজ্ঞের রক্ষক নিযুক্ত হইল ॥ ৬২ ॥

অথ প্রাচৈতসোপজ্ঞঃ রামায়ণমিতস্ততঃ । মৈথিলৈরৌ কুশলবৌ জগতুঃ কটোদিভৌ ॥ ৬৩ ॥
 বৃন্তঃ রামস্ত বায়ীকে: কৃতিষ্ঠৌ কিম্বর-অনৌ । কিং তদ্ যেন মনো হর্ষ মলং স্মাতাং ন শৃণুতাম্ ॥ ৬৪ ॥
 রূপে গীতে চ মাধুর্য্যং তয়োঃ স্তজ্জ্জৈর্নিবেদিতম্ । দদর্শ সান্নজো রামঃ শুশ্রাব চ কুতূহলী ॥ ৬৫ ॥
 তদগীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্চক্ষুখৌ বভৌ । হিমনিম্বান্দিনী প্রাতনির্ব্বাতেব বনস্থলী ॥ ৬৬ ॥
 বয়োবেষ-বিসংবাদি রামস্ত চ তয়োঃ স্তদা । জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিষ্ঠত ॥ ৬৭ ॥
 উভয়োর্ন তথা লোকঃ প্রাবীগ্যেন বিসিস্মিয়ে । নৃপতে: প্রীতিদানেষু বীতস্পৃহতয়া যথা ॥ ৬৮ ॥
 গেয়ে কো হু বিনেতা বাং কস্ত চেয়ং কৃতি: কবে: । ইতি রাজ্ঞা স্বয়ং পৃষ্ঠৌ তৌ বায়ীকিমশংসতাম্ ॥ ৬৯ ॥

অনুব্রজ্য।—অথ মৈথিলৈরৌ কুশলবৌ জগতুঃ কটোদিভৌ (সন্তৌ) প্রাচৈতসোপজ্ঞঃ রামায়ণম্ ইতস্ততঃ জগতুঃ ॥ ৬৩ ॥

রামস্ত বৃন্তঃ বায়ীকে: কৃতি: তৌ (কুশলবৌ) কিম্বর-অনৌ, (অতএব) তৎ কিং, যেন (নিমিস্তেন) তৌ শৃণুতাং মন: হর্ষম্ অলং (শর্জৌ) ন স্মাতাম্ ॥ ৬৪ ॥

স্তজ্জ্জৈ: (অভিজৈ:) নিবেদিতং তয়ো: রূপে গীতে চ মাধুর্য্যং সান্নজ: রাম: কুতূহলী (সন্) (যথাসংখ্যং) দদর্শ শুশ্রাব চ ॥ ৬৫ ॥

তদগীতশ্রবণৈকাগ্রা অশ্রমুগী সংসং প্রাত: হিমনিম্বান্দিনী নির্ব্বাতা বনস্থলী ইব বভৌ ॥ ৬৬ ॥

জনতা (জনানাং সমূহ:) বয়োবেষবিসংবাদি তয়ো: রামস্ত চ সাদৃশ্যং প্রেক্ষ্য নাক্ষিক-ম্পং (যথা তথা) ব্যতিষ্ঠত (বিস্ময়াৎ অনিমেষম্ অদ্রাক্ষীং) ॥ ৬৭ ॥

লোক: উভয়ো: (দুয়ারয়ো:) প্রাবীগ্যেন তথা ন বিসিস্মিয়ে, যথা নৃপতে: প্রীতিদানেষু বীতস্পৃহতয়া (বিসিস্মিয়ে) ॥ ৬৮ ॥

গেয়ে (গীতে) ক: হু বাং (যুবয়ো:) বিনেতা, ইয়ং চ কস্ত কবে: কৃতি:—ইতি রাজ্ঞা স্বয়ং পৃষ্ঠৌ তৌ (কুশ-লবৌ) বায়ীকিম্ অশংসতাম্ ॥ ৬৯ ॥

বক্তার্থ।—সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি বায়ীকি রাম-চরিত অবগত হইয়া যে অপূর্ব্ব রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারই আদেশক্রমে সীতার পুত্রদ্বয়—কুশ ও লব, সেই রামায়ণ সর্ব্বত্র গান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

সে গানের তুলনা নাই। কেন না, একে ত রামের চরিত-কথা, তাহাতে আবার বায়ীকি স্বয়ং তাহার রচনা-কর্তা, আর সর্ব্বোপরি কিম্বরকণ্ঠ সীতাকুমারদ্বয়ের দ্বারা তাহা সঙ্গীত; সুতরাং সেই গান বাহার্য্য শ্রবণ

করিবে, তাহাদের হৃদয় বিগলিত না হইবার কোনই হেতু নাই ॥ ৬৪ ॥

কোমল-কণ্ঠ শিশুদ্বয়ের মধুর রামায়ণ-সঙ্গীতে চারিদিকে যেন সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল! রূপ এবং সঙ্গীতের নিকষ-স্বরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আসিয়া রামের নিকট বালকযুগলের আকৃতি এবং গীত-নৈপুণ্যের শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাম তখন ব্রাহ্মদ্বয়ের সহিত, অতীব কোতূহল-সহকারে, সেই অজ্ঞাতনামা বালকদ্বয়কে দর্শন এবং তাহাদের গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

শিশুদ্বয়ের করুণ-মধুর সঙ্গীত শ্রবণ-পূর্ব্বক, সমগ্র রাজ-সভা একেবারে স্পন্দন-রহিত হইল। সকলের চক্ষেই জল আসিল। তদদর্শনে শিশির-কালের প্রভাতে নিবাত-নিষ্কম্প ও হিমবিন্দুবর্ষিণী বনস্থলীর চিত্র মনে জাগিতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥

কেবল বয়ঃক্রম ও বেশ ব্যতিরেকে আর সমস্ত বিষয়েই সেই বালকযুগলের রামের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দর্শন করিয়া সমাগত জনমণ্ডলী অনিমেষ-নেত্রে অবাক হইয়া বসিয়া রহিল ॥ ৬৭ ॥

সুশীল কুশ-লবের সর্ব্ববিধে আশ্চর্য্যজনক প্রাবীণ্য দর্শন করিয়া লোক-সমূহ যত না বিস্মিত হইয়াছিল, গীত-শ্রবণ-মুগ্ধ নৃপতি রামচন্দ্রের প্রীতি-প্রদত্ত ধনরত্ন-সম্ভারে দুই ভ্রাতার স্পৃহাহীনতা দেখিয়া তাহাদের ততোধিক বিস্ময় ও আনন্দ জন্মিয়াছিল ॥ ৬৮ ॥

কে তোমাদিগকে এই গান শিক্ষা দিয়াছেন এবং কে-ই বা এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের কবি?—এই কথা অযোধ্যাপতি স্বয়ং শিশুদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলে—তাহারা বায়ীকির নাম করিল ॥ ৬৯ ॥

অথ সাবরজো রামঃ প্রোচেতসমুপেয়িবান্ । উরীকৃত্যাত্মনো দেহং রাজ্যমশ্নৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭০ ॥
 স তাবাধ্যায় রামায় মৈথিলেয়ো তদাত্মজো । কবিঃ কারুণিকো বভ্রে সীতায়াঃ সংপরিগ্রহম্ ॥ ৭১ ॥
 তাত শুদ্ধা সমকং নঃ স্ন বা তে জাতবেদসি । দৌরাখ্যাদ্রক্ষসস্তাং তুং নাত্রত্যাঃ অদ্রধুঃ প্রজাঃ ॥ ৭২ ॥
 তাং স্বচারিত্রমুদ্दिष्ट প্রত্যায়য়তু মৈথিলী । ততঃ পুত্রবতীমেনা প্রতিপৎস্তে স্বদাজ্ঞয়া ॥ ৭৩ ॥
 ইতি প্রতিশ্রুতে রাজ্ঞা জানকীমাশ্রমান্মুনিঃ । শিষ্যৈরানায়য়ামাস স্বসিদ্ধিং নিয়মৈরিব ॥ ৭৪ ॥
 অন্তেষ্বরথ কাকুৎস্থঃ সন্নিপাত্য পুরোকসঃ । কবিমাশ্রয়য়ামাস প্রস্তুত-প্রতিপত্তয়ে ॥ ৭৫ ॥
 স্বরসংস্কারবত্যাশৌ পুত্রাভ্যামথ সীতয়া । স্বচেবোদচ্চিৎ স্বর্য্যং রামং মুনিরূপস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥
 কাষায়-পরিবীতেন স্বপদার্পিত-চক্ষুষা । অশ্বমীয়ত শুদ্ধেতি শাস্তেন বপুষৈব সা ॥ ৭৭ ॥

অনুব্রজ্য।—অথ সাবরজঃ রামঃ প্রোচেতসম্ উপেয়িবান্ (সন) আত্মনঃ দেহম্ উরীকৃত্য (আত্মানং স্বাপরিগ্রহা (রাজ্যম্
 অশ্নৈ (অথয়ে) ভবেদয়ৎ ॥ ৭০ ॥

কারুণিকঃ সঃ কবিঃ রামায় তৌ মৈথিলেয়ো তদাত্মজো
 আখ্যায় সীতায়াঃ সংপরিগ্রহং বভ্রে ॥ ৭১ ॥

হে তাত ! তে স্ন বা নঃ (অত্মকং) সমকং জাতবেদসি
 শুদ্ধা, তু (কিম্ব) দ্রক্ষসঃ (রাবগস্ত) দৌরাখ্যাদ্ অত্রত্যাঃ
 প্রজাঃ তাং ন অদ্রধুঃ ॥ ৭২ ॥

মৈথিলী স্বচারিত্রম্ উদ্दिष्ट তাঃ (প্রজাঃ) প্রত্যায়য়তু, ততঃ
 (অনন্তরং) পুত্রবতীম্ এনাং স্বদাজ্ঞয়া প্রতিপৎস্তে
 (স্বীকরিষ্যে) ॥ ৭৩ ॥

রাজা ইতি প্রতিশ্রুতে (সতি) মুনিঃ আশ্রমাৎ জানকীং
 শিষ্যঃ স্বসিদ্ধিং নিয়মৈঃ ইব আনায়য়ামাস ॥ ৭৪ ॥

অথ কাকুৎস্থঃ (রামঃ) অন্তেষুঃ প্রস্তুত-প্রতিপত্তয়ে
 পুরোকসঃ (পৌরান্) সন্নিপাত্য (মেলয়িত্বা) কবিং
 (বান্দীকিম্) আহ্বায়য়ামাস ॥ ৭৫ ॥

অথ স্বর-সংস্কারবত্যা ঋচা উদচ্চিৎ স্বর্য্যম্ ঠৈব পুত্রাভ্যাম্
 (উপলক্ষিতয়া) সীতয়া (করণেন) (উদচ্চিৎ রামম্ অসৌ
 ঠৈঃ উপস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥

কাষায়-পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা শাস্তেন বপুষা এব
 ॥ (সীতা) শুদ্ধা ইতি অশ্বমীয়ত ॥ ৭৭ ॥

বক্তব্য।—এই কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অজ্ঞপ্তগণের
 সহিত গিয়া বান্দীকির সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের
 পত্নীমাত্র বাদ রাখিয়া অপর সমস্ত রাজ্য-ঐশ্বর্য্য বান্দীকিকে
 অর্পণ করিলেন ॥ ৭০ ॥

তখন সেই ক্ষতগত কবি কহিলেন,—“রাব । এই হই

শিশু সীতারই গর্ভজাত এবং তোমার আত্মজ”—বলিয়াই
 ঋষি নির্বাসিতা সীতার পুনরায় গ্রহণের জন্য রামকে
 অনুরোধ করিলেন ॥ ৭১ ॥

প্রত্যুত্তরে রাম বলিলেন—“পূজ্যতম ! আপনার এই ঋ
 আমাদের সমক্ষে আগ্রপদীক্ষা দ্বারা স্বীয় শুদ্ধ প্রাপ্ত
 করিলেও, এতদেশবাসী প্রজাপুত্র তাঁহার অত্যাচারী রাজস-
 গৃহে বাস নিঃসান্ধভাবে বিশ্বাস করিতে চায় না ॥ ৭২ ॥

“সুতরাং মাথলারাজ-পুত্রী সীতা স্বীয় চারিত্রের পাণ্ডিত্য
 বিষয়ে প্রজাপুত্রের বিশ্বাস উৎপাদন করুন, তাহা হইলেই
 আমি পুত্রবর্তী জানকীকে আপনার আদেশে গ্রহণ করিতে
 পারি ॥” ৭৩ ॥

বৃপাত রামের এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহর্ষি বান্দীকি—
 শিষ্যগণের দ্বারা আশ্রম হইতে জানকীকে আনয়ন করিলেন ।
 তদর্শনে মনে হইল, যেন তপস্যাপ্রভাবে সিদ্ধি আপনিই
 আসিয়া মহর্ষির সমীপে উপনীত হইল ॥ ৭৪ ॥

তার পরদিন রাম প্রাতঃপ্রতি-পালনের উদ্দেশ্যে পৌরজন-
 পদবাসীদিগকে একত্র সম্মিলিত করিয়া, বান্দীকিকে আহ্বান
 করিলেন ॥ ৭৫ ॥

মহর্ষি বান্দীকি তখন পুত্রস্বয়ের সহিত সীতাকে লইয়া
 রামের সকাশে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে মনে হইল, যেন
 ঋষি উদাত্তাদি-স্বরশুদ্ধিযুক্তা সাবিত্রীর সহিত উদীয়মান
 সূর্য্যের সম্মুখানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৬ ॥

সভাস্থলে সীতা আসিলেন ; তাঁহার পরিধানে রক্তবর্ণ
 বসন ও নয়নদ্বয়েব দৃষ্টি স্বীয় চরণপ্রান্তে নিহিতা ; সীতার
 সেই শান্তোজ্জল কলেবর দর্শনে, তিনি যে কীদৃশী শুদ্ধা, তাহা
 সহজেই অনুমিত হইল ॥ ৭৭ ॥

জনাস্তলোক-পথাং প্রতি-সংহতচক্ষুঃ । তদ্ব্যস্তেহবাঙ্খাঃ সর্বে কলিতা ইব শালয়ঃ ॥ ৭৮ ॥
 তাং দৃষ্টি-বিষয়ে তর্ক মুনিরাহিতবিষ্টিরঃ । কুরু নিঃসংশয়ং বৎসে ! স্ববৃন্তে লোকমিত্যাং ॥ ৭৯ ॥
 অথ বান্মীকিশিষ্যেণ পুণ্যমাবজ্জিতং পয়ঃ । আচম্যোদীরয়ামাস সীতা সত্যং সরস্বতীম্ ॥ ৮০ ॥
 বাঙ্খনঃ-কর্ম্মভিঃ পতোঁ ব্যভিচারো যথা ন মে । তথা বিশ্বস্তরে দেবি । মামন্তর্জাতুমর্হসি ॥ ৮১ ॥
 এবমুক্তে তয়া সাধ্ব্যা রক্তাং সতোভবাদ্ ভুবঃ । শাতহ্রদমিব জ্যোতিঃ প্রভামণ্ডলমুদযযৌ ॥ ৮২ ॥
 তত্র নাগফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেহুযী । সমুদ্ররশনা সাক্ষাৎ প্রোহরাসৌহস্করা ॥ ৮৩ ॥
 সা সীতামক্ষমারোপ্য ভর্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণাম্ । মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাतालমভ্যাগাং ॥ ৮৪ ॥

অঙ্কন ।—তদালোক-পথাং প্রতিসংহতচক্ষুঃ তে সর্বে জনাঃ ফলিতাঃ শালয়ঃ ইব অবাঙ্খাঃ (সন্তঃ) তদ্ব্যঃ ॥ ৭৮ ॥

আহিতবিষ্টিরঃ (গৃহীতাসনঃ) মুনিঃ—হে বৎসে ! তর্কঃ দৃষ্টি-বিষয়ে (সমকং) স্ববৃন্তে (স্বচরিতে বিষয়ে) লোকঃ নিঃসংশয়ং কুরু—ইতি তাং সীতাম্ অশাং ॥ ৭৯ ॥

অথ বান্মীকিশিষ্যেণ আবজ্জিতং পুণ্যং পয়ঃ আচম্য সীতা সত্যং সরস্বতীম্ উদীরয়ামাস ॥ ৮০ ॥

বাঙ-মনঃ-কর্ম্মভিঃ পতোঁ (বিষয়ে) মে ব্যভিচারঃ ন যথা (নাশি যদি), তথা (তর্কি) হে বিশ্বস্তরে দেবি ! মাম্ অন্তর্-জাতুং (গর্ভে বাসয়িতুং) অর্হসি ॥ ৮১ ॥

সাধ্ব্যা তয়া (সীতয়া) এবম্ উক্তে (সতি) সছ্যো-ভবাং ভুবঃ রক্তাং শাতহ্রদং জ্যোতিঃ ইব প্রভামণ্ডলম্ উদযযৌ ॥ ৮২ ॥

তত্র (প্রভামণ্ডলে) নাগফণোৎক্ষিপ্ত-সিংহাসন-নিষেহুযী সমুদ্র-রশনা সাক্ষাৎ বসুন্ধরা প্রোহরাসৌ ॥ ৮৩ ॥

সা (বসুন্ধরা) ভর্তৃ-প্রণিহিতেক্ষণাং সীতাম্ অক্ষম্ আরোপ্য তস্মিন্ তর্করি মা মা—ইতি ব্যাহরতি এব (বাহ-রন্তং তম্ অনাদৃত্য) পাतालম্ অভ্যাগাং ॥ ৮৪ ॥

ব্রজাং ।—জানকী সভামধ্যে উপস্থিত হইলে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব নয়ন তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ফলভারানত শস্ত্রের ত্র্যয় অধোবদন হইয়া রহিল ॥ ৭৮ ॥

বান্মীকি পূর্বেই আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। সীতাকে দেখিয়া তিনি সরস্বতী-কণ্ঠে কহিলেন, “মা ! তোমার পতি-সমক্ষে ত্বদীয় চরিত্র শুদ্ধি বিষয়ে প্রজ্ঞাপঞ্জের সংশয় অপনোদন কর ॥ ৭৯ ॥

সীতা আর বাঙ-নিষ্পত্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ বান্মীকির শিষ্যপ্রদত্ত পবিত্র বারি দ্বারা আচমনপূর্বক নিরোক্ত অধিতথ উক্তি করিলেন,— ॥ ৮০ ॥

“মা ভূতর্ধাত্রি পৃথিবী ! যদি আমি বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, কিংবা কর্ম্মের দ্বারা, জীবনে কখনও আমার পতির চরণে কোনপ্রকার অপরাধ করিয়া থাকি, আমার চরিত্র যদি নিকল হই, তবে মা ! তোমার অঙ্গে আমার স্থান দাও । এ চিরদুঃখিনীর দক্ষ হৃদয় নিকর্ষিত কর ॥” ৮১ ॥

পাতিদেবতা সীতার কথা শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ সভার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া বিদ্যুৎপ্রভার স্থায় একটা অত্যুজ্জল রশ্মিমাণ্ডল উদ্গত হইল। সেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ-মণ্ডলমধ্যে সপের ফণাবলী দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সিংহাসনে উপবিষ্টা, সমুদ্র-মেখলা মুক্তিমতী বসুন্ধরা আবির্ভূত হইলেন। ফণি-মালার উজ্জল শিরোমণি-সমূহের বিমলালোকে ভূত-ধাত্রীর দ্বিধ দেব-দেহ সমুদ্ভাসিত ; অমৃতবরী চন্দ্রবৎ মেঘবরী নয়নে তিনি সীতার দিকে চাহিয়া আছেন ॥ ৮২-৮৩ ॥

জ্যোতির্ময়ী পৃথিবী আবির্ভূত হইয়াই দ্বিহিতা সীতাকে স্বকীয় অঙ্গে ধারণ করিলেন। আজন্ম-দুঃখিনী পাতিদেবতা সীতা অনিবেশ-নয়নে একবার জন্মের মত রামকে দেখিয়া লইলেন ! দেখিতে দেখিতে, “না” “না” এই কথা রামের মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই, বসুন্ধরা সীতাকে লইয়া সেই আলোক-পথে পাতালে প্রবেশ করিলেন। রামেরও চিরবিষাদপূর্ণ জীবনাভিনয়ের শেষ যবনিকার পতন হইল ॥ ৮৪ ॥

ভাঃপর্ষ্য ।—সতীত্বের জয় হইল। রামের প্রজারঞ্জন-যজ্ঞের এতদিনে পূর্ণহাতি প্রদত্ত হইল। রাম-সীতার চরিতোদাহরণে সমাজের একটা অশেষ মঙ্গল সাধিত হইল। চারত্রয়াহাংঘ্যে সীতা জগৎবাসীর হৃদয়ের চরিত্রাধা দেবতা হইয়া লইলেন। চরিত্রপ্রভাবে রামচন্দ্র জগতের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হইলেন। রাম-সীতার পুণ্যের ব্যপদেশে রাম-সীতার

ধরান্নাঃ তস্য সংরক্তং সীতাপ্রত্যর্পণৈরিণিঃ । গুরুবিধিবলাপেক্ষী শময়ামাস ধ্বনিঃ ॥ ৮৫ ॥
 ধ্বনিং বিন্ধ্যস্তে যজ্ঞান্তে স্তম্ভদণ্ড পুরস্কৃতান্ । রামঃ সীতাগতং স্নেহং নিদধে তদপত্যয়োঃ ॥ ৮৬ ॥
 যুধাজিতশ্চ সংদেশাৎ স দেশং সিদ্ধু-নামকম্ । দদৌ দত্ত-প্রভাবায় ভরতায় ভূত-প্রজঃ ॥ ৮৭ ॥
 ভরতস্তত্র গন্ধর্বান্ যুধি নিজিত্য কেবলম্ । আতোক্তং গ্রাহয়ামাস সমত্যাজয়দ্যুধম্ ॥ ৮৮ ॥

অনুব্রত ।—সীতাপ্রত্যর্পণৈরিণিঃ ধ্বনিঃ তস্য (রামস্ত) ধরান্নাঃ (বিবরে) সংরক্তং বিধিবলাপেক্ষী গুরুঃ (ব্রহ্মা) শময়ামাস ॥ ৮৫ ॥

গ্রহণ করিলেন। তখন জগদগুরু ব্রহ্মা দৈবশক্তির অব্যর্থ প্রভাবের মাহাত্ম্য-কীর্তনাদি সূচপদেশের দ্বারা রামের ক্রোধ-শান্তি করিলেন ॥ ৮৫ ॥

রামঃ যজ্ঞান্তে পুরস্কৃতান্ ধ্বনিং স্তম্ভদণ্ডঃ চ বিন্ধ্যস্তে সীতা-গতং স্নেহং তদপত্যয়োঃ (কুশলবয়োঃ) নিদধে ॥ ৮৬ ॥

অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ হইল। রাম যথাবিধি অর্চনাপুরস্কার নিমজ্জিত ঋষিদিগকে ও স্তম্ভদগণকে বিদায় দিলেন এবং তাঁহার সীতাময় হৃদয়ের সমগ্র সীতাগত স্নেহ, সীতাকুসুম-ফুলের উপর স্তম্ভ করিলেন ॥ ৮৬ ॥

ভূত-প্রজঃ সঃ (রামঃ) যুধাজিতঃ চ সংদেশাৎ সিদ্ধুনামকং দেশং দত্ত-প্রভাবায় ভরতায় দদৌ ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর প্রজাপালক রাম ভরতমাতুল যুধাজিতের পরামর্শক্রমে, ভরতকে রাজকমতা অর্পণ পূর্বক, সিদ্ধু-নামক দেশ প্রদান করিলেন ॥ ৮৭ ॥

তত্র (সিদ্ধুদেশে) ভরতঃ (অপি) যুধি গন্ধর্বান্ নিজিত্য কেবলম্ আতোক্তং (বীণাং) গ্রাহয়ামাস, আয়ুধং সমত্য-জয়ৎ ॥ ৮৮ ॥

ভরত সিদ্ধুদেশের আধিপত্য পাইয়া তদ্রূপবাসী গন্ধর্ব-দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন এবং তাহাদিগকে অস্ত্র-পরি-ত্যাগ-পূর্বক বীণা প্রভৃতি বাস্ত-যন্ত্র গ্রহণ করাইলেন। তাহারা শুধু তাহা লইয়াই রহিল ॥ ৮৮ ॥

ব্রহ্মা—সীতার এই সহসা অন্তহানে রামের বাহজ্ঞান একপ্রকার লুপ্ত হইল। তিনি পৃথিবীর নিকট হইতে সীতাকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য ক্রোধোন্মীলিত হৃদয়ে শরাসন

চরিত্রের পূজা হইতে লাগিল। বহু বৎসর, সহস্র সহস্র বৎসর বাবৎ, রাম-সীতার পবিত্র-চরিত্র পূজিত হইতেছে। ভারতের প্রান্ত নগরে, প্রান্ত জনপদে, প্রান্ত হৃদয়ে রাম-সীতা পূজিত হইতেছেন। যতাদিন বিধাতার সৃষ্টি বিচক্ষমান থাকিবে, সংস্কৃত-সাহিত্যের তথা ভারতের প্রাদেশিক কথা-সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিবে, ভারতবাসীর দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন রাম-সীতার অমর চরিত্র সর্বত্র ভক্তিতে অচ্ছিন্ন হইবে। ভারতবাসী উদার হৃদয়ের পূজা করিতে চিরদিনই উৎসুক। কবিশুঙ্ক বাম্পীকি, সবিস্তরভাবে, রাম-সীতার যে বিরাট চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহাকাব্য কাণাদাস কাবিশুঙ্কর সেই চিরসুন্দরী সৃষ্টি হইতে, রসজ্ঞ ভাবুক পাঠকের উপযোগী করিয়া, সংক্ষেপে রামসীতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কাণাদাসের চিত্রিত এই সংক্ষিপ্ত মুক্তি সঙ্কোশে নিরবচ্ছিন্ন হইয়াছে। তিনি রাম-চরিত্রে যে অলোক-সামান্য আত্মত্যাগের এবং সীতা-চরিত্রে যে অনন্য-নারী মূলত সত্যীত্বের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বারা, নিঃস্বার্থ মহাপুরুষের এবং সত্যী ললনার জন্মভূমি ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। কাবিশুঙ্ক বাম্পীকি এবং মহাকাব্য কাণাদাস, সমগ্র জগতে, সীতার জন্য, চিরকালের মত, যেন পবিত্রতার এবং সমবেদনার ধারাবাহিক একটি চিরস্থায়িনী নির্ঝরিত্রী প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়ে সীতার নামোচ্চারণ করিলেই, তাঁহার অন্তঃকরণে ফুগপৎ পবিত্রতার এবং সমবেদনার—উৎস উৎখত হয়। “সীতা”—এই কতিপয় বর্ণের স্মরণমাত্রই হৃদয়ে পবিত্রতার এক অতি সুশীতল ছায়া পতিত হয়; পতি-দেবতা সীতার উদ্দেশে মন্তক নত হইয়া আসে ॥ ৮৯ ॥

অনুব্রত ।—সিদ্ধুদেশঃ ।—পূর্বসিদ্ধুদেশের (Upper Indus) উপকূলবর্তী বিশাল ভূভাগ (A Barua's Dictionary Vol III, preface, pp. 20-25. Vide N. L. D.) ॥ ৮৭ ॥

স তক্ষ-পুঙ্কলো পুত্রৌ রাজধান্যোস্তদাধ্যায়োঃ । অভিষিচ্যাভিষেকাহৌ রামাভিক্রমগাং পুনঃ ॥ ৮৯ ॥
 অঙ্গদং চন্দ্রকেতুং চ লক্ষণৌহপ্যাত্ত-সম্ভবৌ । শাসনাঙ্গঘূনাথস্ত চক্রে কারাপথেশ্বরৌ ॥ ৯০ ॥
 ইত্যারোপিত-পুত্রাস্তে জননীনাং জনেশ্বরঃ । ভর্তৃলোক-প্রপন্নানাং নিবাপান্ বিদধুঃ ক্রমাং ॥ ৯১ ॥
 উপেতা মুনিবেষে'হথ কালঃ প্রোবাচ রাঘবম্ । রহঃসংবাদিনৌ পশ্চেদাবাং যন্তং তাজেরিতি ॥ ৯২ ॥
 তথেন্তি প্রতিপন্নায় বিবৃতাত্মা নৃপায় সঃ । আচখৌ দিবমধ্যাস্থ শাসনাং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৯৩ ॥

অঙ্গদঃ—সঃ (ভরতঃ) অভিষেকাহৌ তক্ষপুঙ্কলৌ (তন্নামকৌ) পুত্রৌ তদাধ্যায়োঃ রাজধান্যোঃ (তক্ষং তক্ষ-শিলায়াং, পুঙ্কলং পুঙ্কলাবত্যাং) অভিষিচ্যা পুনঃ রামাভিক্রমং অগাং ॥ ৮৯ ॥

লক্ষণঃ—অপি রঘুনাথস্ত শাসনাং অঙ্গদং চন্দ্রকেতুং চ আশ্রয়স্তবৌ (পুত্রৌ) কারাপথেশ্বরৌ চক্রে ॥ ৯০ ॥

ইতি আরোপিত-পুত্রাঃ তে জনেশ্বরঃ (রামাদয়ঃ) ভর্তৃ-লোক-প্রপন্নানাং জননীনাং ক্রমাং নিবাপান্ বিদধুঃ (শ্রাদ্ধ-ধীন চকুঃ) ॥ ৯১ ॥

অথ কালঃ (অন্তকঃ) মুনিবেষঃ (সন্) উপেতা রাঘবং প্রোবাচ, (কিং ?)—রহঃসংবাদিনৌ আবাস যঃ পশ্চেৎ তং তাজেঃ—ইতি ॥ ৯২ ॥

সঃ (কালঃ)—“তথা” ইতি প্রতিপন্নায় নৃপায় (রামায়) বিবৃতাত্মা (প্রকাশিতস্বরূপঃ) (সন্) “পরমেষ্ঠিনঃ (ব্রহ্মণঃ) শাস-নাং দিবম্ অধ্যাস্থ” (ইতি) আচখৌ ॥ ৯৩ ॥

বঙ্গার্থঃ—কিয়ৎকাল পরে ভরত রাজ্যভিষেক-যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত তক্ষ এবং পুঙ্কল-নামক পুত্রদ্বয়কে যথাক্রমে তাঁহাদেরই নামানুসারিণী তক্ষশিলা ও পুঙ্কলাবতী-নামিকা

রাজধানীতে অভিষিক্ত করিয়া পুনরায় রামের সকাশে চলিয় আসিলেন ॥ ৮৯ ॥

লক্ষণও রামের অংশদেয়ক্রমে, অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু-নামক স্বীয় পুত্রদ্বয়কে কারাপথ-নামা দেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন ॥ ৯০ ॥

এইরূপে, নরনাথ রাম ভরত প্রভৃতি প্রাতঃগণ, পুত্রদিগকে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পতি-লোক-প্রস্থিত জননীগণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ॥ ৯১ ॥

এমন সময়ে, মুনিবেশধারী কালপুরুষ রামের নিকট উপ-স্থিত হইয়া কহিলেন,—“আপনি এবং আমি নির্জনে কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইলে, যিনিই আমাদিগকে দর্শন করিবেন, আপনার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে—এই প্রতিজ্ঞা করুন। আমার বিশেষ কথা আছে ॥” ৯২ ॥

রাম উক্তবাক্যে প্রীতশ্রুতি দিব্যর পর, সেই মুনিবেশী কৃতান্ত আপনার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশপূর্বক কহিলেন,—“ব্রহ্মার অমুজ্জা এই যে, আপনি ভুলোক ত্যাগ করিয়া এখন স্বর্গলোকে চলুন, আপনার মর্তের লীলা শেষ হইয়াছে ॥” ৯৩ ॥

বিশ্বকোষঃ—পুঙ্করাবতী নামেও ইহা প্রথিত। প্রাচীন গান্ধার-রাজ্যের প্রাচীনতম রাজধানী। এক সময়ে হস্তী নামক এক পরাক্রান্ত বীর ইহার রাজা ছিলেন। দিগ্বিজয়ী আলেকজেন্ডার তাঁহাকে উচ্ছিন্ন করিয়া সমুদ্র নামক রাজ্যকে এই নগরীর নায়ক করেন। এই পুঙ্করাবতী বা পুঙ্কলাবতীর অত প্রাচীনতম নাম ছিল “উৎপলাবতী” দিব্যাবদানমালা নামক বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়,—ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার পুঙ্কতম কোন এক জন্মে যখন ব্রহ্মপ্রভা নামক এক সম্রাট ছিলেন, তখন, একটি ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে স্বীয় দুইটি সন্তোজাত শাবককে আহার করিতে উত্তম দেখিয়া ভগবান্—সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মুখে, এই হানে নিজের দেহ দান করিয়া ঐ শাবকদ্বয়ের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। (Raja R. Mitra's Buddhist Literature of Nepal N. L. D. p. 163) ॥ ৮৯ ॥

ভক্ষণশীলোঃ—পঞ্চনদের রাওলপাড়া জেলার অন্তর্গত। বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ কণ ও ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য N. L. D. দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

কলাবাগঃ—বারুজেলার অন্তঃপাতী নীল নামক নাটকহং পরন্তপুঞ্জের পাদবর্তী, সিদ্ধনদের পশ্চিমতটস্থিত অদ্যক্ষর ভূভাগ। “কারাবাগ্,” “কলাবাগ” “কারাবাটু” প্রভৃতি কতিপয় নামেও ইহা কীৰ্তিত হইয়া থাকে। (N. L. D.) ॥ ১০ ॥

বিদ্যাপি অরোহণঃ সময়ঃ লক্ষণোইভিনং তীতো দুর্ভাসঃ শাপাত্মসদর্শনার্থিনঃ ॥ ১৪ ॥
 স গচ্ছা সরযুতীরং দেহত্যাগেন যোগবিৎ । চকারাবিতথ্যং ভ্রাতৃঃ প্রতিজ্ঞাং পূর্ব-জন্মনঃ ॥ ১৫ ॥
 তস্মিন্নান্ধচতুর্ভাগে প্রাণ্ডনাকমধিতস্থ যি । রাঘবঃ শিখিলং তস্থৌ ভুবি ধর্ম্মত্রিপাদিব ॥ ১৬ ॥
 স নিবেশ্য কুশাবত্যাং রিপুনাগাক্ষুণং কুশম্ । শরাবত্যাং সতাং সূক্তৈর্জনিতাশ্রমং লবম্ ॥ ১৭ ॥
 উদকং প্রতস্থে স্থিরধীঃ সামুজ্জোহগ্নি-পূরঃসরঃ । অস্থিতঃ পতিবাৎসল্যাং গৃহবর্জমযোধয়া ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (দারি নিযুক্তঃ) লক্ষণঃ বিদ্যাপি (পূর্ব-শ্লোকোক্তং জানন্নপি) রাম-সদর্শনার্থিনঃ দুর্ভাসঃ (যুনে) শাপাৎ তীতঃ (সন্) তরোঃ (কালরাময়োঃ) সময়ম্ অভিনং ॥ ১৪ ॥

যোগবিৎ (যোগমার্গবিৎ) সঃ (লক্ষণঃ) সরযুতীরং গচ্ছা দেহত্যাগেন পূর্বজন্মনঃ (অগ্রজন্ত) ভ্রাতৃঃ (রামন্ত) প্রতিজ্ঞাং অবিতথ্যং চকার ॥ ১৫ ॥

আশ্র-চতুর্ভাগে (আশ্রমঃ চতুর্থাংশে) তস্মিন্ (লক্ষণে) প্রাণ্ডনাকং অধিতস্থবি (সতি) রাঘবঃ ভুবি ত্রিপাদ্ ধর্ম্মঃ ইব শিখিলং তস্থৌ ॥ ১৬ ॥

স্থিরধীঃ সঃ রামঃ রিপুনাগাক্ষুণং কুশং কুশাবত্যাং (পুর্বাং) নিবেশ্য, সূক্তৈঃ সতাং জনিতাশ্রমং লবং (লবাত্যাং পুত্রং) শরাবত্যাং (নিবেশ্য) সামুজ্জঃ অগ্নিপূরঃসরঃ (সন্), পতি-বাৎসল্যাং গৃহবর্জম্ অযোধয়া অস্থিতঃ (সন্) উদকং (উত্তরাং দিশং) প্রতস্থে ॥ ১৭-১৮ ॥

বক্তব্যঃ—লক্ষণ ইহাদের কথোপকথন-কালে ঘরে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি রামের কালপুরুষের নিকট পূর্বোক্তরূপ প্রতিশ্রুতির বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিদিত ও ছিলেন।

তৎপর্য্য।—সত্য-প্রতিজ্ঞ দশরথ সত্যের পালনার্থে পুত্রকে বনে দিয়াছিলেন ও পুত্রবিরহে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সত্য-প্রতিজ্ঞ দশরথায়ুজ্ঞ রামও সত্য-পালনার্থে পুত্রাধিক এবং প্রাণাধিক লক্ষণের মত ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিলেন। রামের মত অগ্রজকে ছাড়িয়া তিসার্কিফল থাকে ও লক্ষণের পক্ষে শুণু অসম্ভব নহে, কল্লনারও অতীত, তাই যে মুহূর্ত্তে রাম-সঙ্গ-পরহার, সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষণের যোগবলে দেহত্যাগ।

নিয়তির কি কঠোর পরীক্ষা। কি অপ্রতিবিষেব প্রতিশোধ! রাম যে লক্ষণের দ্বাৰা সাক্ষী সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, অথবা লক্ষণ যে রামের আদেশে সীতাকে বনে লইয়া বিসর্জন দিয়াছিলেন, আজ সেই রাম কর্তৃকই সেই লক্ষণ-বর্জন ঘটিল।—সীতাকে হারাইয়া রাম ভাস্কিয়া পড়িয়াছিলেন, আজ লক্ষণকে হারাইয়া রামের যেটুকু বা রামও ছিল, তাহা ধূল্য “শিখিল” হইয়া লুপ্ত হইয়া পড়িল। সোনার অযোধ্যায় আশ্রম জলিয়া উঠিল। অশানের মত তীব্র ও ভীষণ অবস্থা আসিয়া অযোধ্যাকে গ্রাস করিল।

আর কেন? এবারের মত সংসারের সকল খেলা সঙ্গ হইয়াছে। এখন পাঁচিবি বাঁধিবার সময় উপস্থিত। রাম অতি কপ্রত্যয় সহিত পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ভবত ও শত্রুত্ব সহিত মহাযাত্রা করিলেন। পুত্রবাসীরা সকলেই সঙ্গে চলিল। দৌর-কৌটমী অযোধ্যা নগরী,—দ্বীপ-রঘু-বন-দশরথের অযোধ্যা-নগরী—জনমানবশূন্য হইয়া কেবল কতকগুলি দুঃখ-বীরের শ্রায় অটালিকার ককাল বক্ষে ধারণ করিয়া পড়িয়া রহিল। লক্ষ্মীকপিবী সীতার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে কখন স্বাধীনতার সমস্ত গৌরব অধঃপতিত হইল। রাম-রাজ্য অন্ধকার হইল। ১৫-১৬-১৭-১৮ ॥

কিন্তু রামের দর্শনার্থী হইয়া সুলভকোষ দুর্ভাসা ঋষি উপস্থিত হইলে, জানিয়া শুনিয়াও, তাঁহার অভিশাপতরে,—লক্ষণ রাম ও কালপুরুষের নিষ্কিনালাপে গিয়া বাধা প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥

পরে যোগমার্গবেদী লক্ষণ সরযুর তীরে গিয়া যোগ-বলে দেহত্যাগ-পূর্বক অগ্রজ রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

আপনার চতুর্থ অংশরূপ লক্ষণ সর্বাগ্রে স্বর্গ-গমন করিলে, রাম ত্রিপাদ্ ধর্ম্মের শ্রায় কোনমতে মর্ত্তে কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষণকে হারাইয়া বিকল হইয়া পড়িলেন ॥ ১৬ ॥

তার পর তিনি, শত্রুরূপ দুর্ভদ্র গজ-কুলের অদ্বন্দ্বপ্রতির বীরবর কুশকে কুশাবতী-নগরীতে এবং সঙ্কুস্তি-কর্ণামৃতবর্ষণে যিনি সঙ্কলনগণের নয়নে প্রেমোদ্রেক সম্পাদ করাইয়া থাকেন, সেই সুকুমার লবকে শরাবতী-নগরীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে দৃঢ়মতি রামচন্দ্র অগ্নিকে পুরোবর্ত্তা করিয়া অম্বজলধরের সহিত উত্তর দিকে (মহাপ্রস্থানে) যাত্রা করিলেন। অযোধ্যা-পতির প্রতি প্রগাঢ় বাৎসল্য বশতঃ সমগ্র অযোধ্যানগরী গৃহত্যাগপূর্বক তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ১৭-১৮ ॥

কদম্বমূলৈঃ স্থলৈরভিবৃষ্টাঃ প্রজ্ঞাশ্রুতিঃ ॥ ৯৯ ॥
 উপস্থিত-বিমানেন তেন ভক্তাঙ্ককম্পিনা । চক্রে ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ সরস্বতীস্বামিনাম্ ॥ ১০০ ॥
 যদগোপ্রতরকরোহভূং সংমর্দন্তত্ব মজ্জতাম্ । অতঃতদাখ্যা পাবনং ভূবি পপ্রথৈ ॥ ১০১ ॥
 স বিভূবিবুধাংশেষু প্রতিপন্নায়মুর্জিবু । ত্রিদশীভূতপোরাণাং স্বর্গাস্তরমকল্পয়ং ॥ ১০২ ॥
 নির্বর্ত্যেব দশমুখশিরশ্ছেদকার্য্যং সুরাণাং বিশ্বকসেনঃ স্বতনুমবিশং সর্বলোক-প্রতিষ্ঠাম্ ।
 লঙ্কানাথং পবনতনয়ং চোভয়ত্ব স্থাপয়িত্বা কীর্তিস্তম্ভরয়মিব গিরৌ দক্ষিণে চোত্তরে চ ॥ ১০৩ ॥

ইতি পঞ্চদশঃ সর্গঃ

অনুব্র।—চিহ্নজ্ঞাঃ হরিরাক্ষগাঃ কদম্বমূলস্থলৈঃ কপি-রাক্ষসগণ সেই প্রজ্ঞাশ্রুতি পথে রামের অনুগমন
 প্রজ্ঞাশ্রুতিঃ অভিবৃষ্টাঃ তন্ত (রামস্ত) পদবীং জগৃহঃ ॥ ৯৯ ॥ করিল ॥ ৯৯ ॥
 উপস্থিত-বিমানেন ভক্তাঙ্ককম্পিনা তেন (রামেণ) দিবা বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তবৎসল
 সরস্বঃ অনুস্বামিনাঃ ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ স্বর্গগমন-সোপান- গুণাভিরাম রাম স্বীয় অনুগামী জনগণের স্বর্গে যাইবার জন্য
 পঞ্জিঃ) চক্রে ॥ ১০০ ॥ সরস্বকেই সোপানস্থানীয় করিয়া দিলেন ॥ ১০০ ॥
 যৎ (যযাৎ) তত্র সরস্বাং মজ্জতাং সংমর্দঃ গো-প্রতর- তখন সেই রামানুগামী অসংখ্য জনমণ্ডলীর মধ্যে, অগ্রে
 কল্পঃ অভূৎ, অতঃ তদাখ্যা পাবনং তীর্থং ভূবি সরস্বর্গে নিমগ্ন হইবার নিমিত্ত একটা বিষয় সংমর্দ
 পপ্রথৈ ॥ ১০১ ॥ উখিত হইল। অজস্র গোর নদী-প্রতরণ-কালে যেমনটা হয়,
 বিভূঃ সঃ (রামঃ) বিভূধাংশেষু প্রতিপন্নায়মুর্জিবু (সংস্র) সেই স্থানেও তদ্রূপ হইয়াছিল বলিয়া, তদবধি তাহা পবিত্রে
 ত্রিদশীভূতপোরাণাং স্বর্গাস্তরম্ অকল্পয়ং ॥ ১০২ ॥ “গোপ্রতর” নামে ধরাতলে প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে পরিগণিত ॥ ১০২ ॥
 বিশ্বকসেনঃ (বিশ্বঃ) এবং সুরাণাং দশমুখশিরশ্ছেদ- সুগীর প্রভৃতি দেবংশসবহ স্ব-স্ব দেবমুর্তিতে বিলীন
 কার্য্যং নির্বর্ত্য লঙ্কানাথং (বিভীষণং) পবনতনয়ং চ উভয়ং হইবার পর, দয়াময় রাম দেবস্বপ্রাপ্ত পুরবাসিগণের নিমিত্ত
 কীর্তিস্তম্ভরয়ম্ ইব দক্ষিণে গিরৌ (চিত্রকূটে) চ উত্তরে গিরৌ একটি পুথক স্বর্গ নির্মাণ করিয়া দিলেন ॥ ১০২ ॥
 (হিমবতি) চ স্থাপয়িত্বা সর্বলোক-প্রতিষ্ঠাং (সর্বলোকা ব্রহ্মপুত্র দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া এবং লঙ্কানাথ বিভীষণকে
 প্রব্রুত্যাং) স্বতনুম্ অবিশং ॥ ১০৩ ॥ ও পবনাশ্রয় হনুমানকে—হুইট কীর্তিস্তম্ভের ছায় যথাক্রমে
 অনুব্র।—প্রজ্ঞাবান প্রজ্ঞারজন রামের বিরহে দক্ষিণে চিত্রকূট পর্বতে এবং উত্তরে হিমচলে স্থাপনপূর্বক
 কান্দিতে লাগিল। তাহাদের কদম্বমূলতলা স্থল স্থল অশ্র- স্বীয় মুর্তিতে মিশিয়া গেলেন ॥ ১০৩ ॥
 বিকূতে নামের গমন-পপ সিক্ত হইয়া উঠিল। রামের ভক্ত

অনুব্র।—সে পজাপুত্রের গুণসম্বলনের নিমিত্ত রাম স্বতনুরের অধিষ্ঠাত্রীকে বিসর্জন দিয়াছেন, তাহার
 রামের প্রাণাদিক প্রাপ্তব্য প্রজ্ঞাকুল রামের সহগমন করিল। শক্তির পুরুষোত্তম সেই প্রজ্ঞাশ্রুতের নিমিত্ত এক নতুন
 মনোবয় স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া তাহার তাহাদিগকে অধিষ্ঠাপিত করিলেন। যেন বিরাট, তাহার কর্মাবলীও বিরাট। রামের
 পিতৃ-নিবন্ধে বনবাস, সমুদ্রকন, বাণ-নিধন, দীতা-নির্ধাসন ও লঙ্কা-বর্জন—ইহাদের প্রত্যেকটিই বিরাট, প্রকাণ্ডতম।
 রাম হাড়া অস্ত্র কাহাতেও ইহার কোনটাই সম্ভাবিত নহে। আবার সর্বশেষে—এই প্রজ্ঞাকুলের সাহিত মহাপ্রস্থান ও
 তাহারের স্বতনু বর্ণনায়োঁর নির্মাণও বিরাট। ইহার তুলনা নাই। অবোধার সমুদ্রত, নানারস-খচিত, অপূর্ণ,
 বিধিবিমোহন গোবের শির আজ ভাঙ্গিয়া পড়িল।—অচিরেই অজ্ঞাত অংশ খুলিয়া হইবে। একবার ভাঙ্গন ঘটিলে
 আর তাহার রক্ষা হয় না ॥ ১০০-১০১ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ

অথেষ্টরে সপ্ত রঘুপ্রবীরাঃ জ্যেষ্ঠঃ পুরোজন্মতয়া গুণৈশ্চ ।

চক্রুঃ কুশং রত্ন-বিশেষ-ভাজং সৌভ্রাতৃমেবাং হি কুলামুসারি ॥ ১ ॥

তে সেতু-বার্তা-গজ-বন্ধমুখৈরভ্যুচ্ছি তাঃ কৰ্ম্মভিন্নপ্যবন্ধ্যৈঃ ।

অন্তোন্ত-দেশ-প্রবিভাগ-সীমাং বেলাং সমুদ্রা ইব ন ব্যতীযুঃ ॥ ২ ॥

চতুৰ্ভুজাংশপ্রভবঃ স তেষাং দান-প্রবৃত্তেরনুপারতানাম্ ।

সুরদ্বিপানামিব সামযোনিভিন্নোইষ্টধা বিপ্রসসার বংশঃ ॥ ৩ ॥

অধাঙ্করাতে ত্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে সুপুঞ্জে প্রবুদ্ধঃ ।

কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেষামদৃষ্ট-পূর্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—অথ (রামনির্বাণাৎ পরম্) ইতরে (লবাদয়ঃ) সপ্ত রঘু-প্রবীরাঃ পুরোজন্মতয়া গুণৈঃ চ জ্যেষ্ঠঃ কুশং রত্নবিশেষভাজং চক্রুঃ। হি (তথাহি) সৌভ্রাতৃম্ এবাং (কুশলবাদীনাম্) কুলামুসারি ॥ ১ ॥

সেতু-বার্তা-গজ-বন্ধ-মুখৈঃ অবন্ধ্যৈঃ কৰ্ম্মভিঃ অভ্যুচ্ছি-তাঃ অপি তে (কুশাদয়ঃ) অন্তোন্তদেশ-প্রবিভাগ-সীমাং বেলাং সমুদ্রাঃ ইব ন ব্যতীযুঃ ॥ ২ ॥

চতুৰ্ভুজাংশ-প্রভবঃ দান-প্রবৃত্তেঃ অনুপারতানাম্ তেষাং সঃ বংশঃ সাম-যোনিঃ (দান-প্রবৃত্তেঃ অনুপারতানাম্) সুরদ্বিপানাম্ (বংশঃ) ইব অষ্টধা ভিন্নঃ (সন্) বিপ্রসসার ॥ ৩ ॥

অথ অঙ্করাতে (নিশীথে) ত্তিমিত-প্রদীপে সুপুঞ্জে শয্যাগৃহে প্রবুদ্ধঃ কুশঃ প্রবাসস্থ-কলত্র-বেষাম্ অদৃষ্ট-পূর্বাং বনিতাম্ অপশ্যৎ ॥ ৪ ॥

অঙ্করাৎ।—রামের তিরোধানের পর লব, তক্ষ-পুঙ্কল, অঙ্গদ-চক্রকেতু এবং শত্রুঘাতী-সুবাহ—এই সাত জন রঘুকুল-কেতু, রাজ-সংসারের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু ছিল, তৎসমস্তই, বয়ঃক্রমে এবং গুণগণিমায় সৰ্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ কুশকে অর্পণ করিলেন। ইহাতে বৈচিত্র্য কিছুই নাই, কেন না, ভ্রাতৃবাৎসল্য স্বর্ঘ্যবংশীয়দিগের কুলাগত ধর্ম্ম ॥ ১ ॥

তাহারা সকলে স্ব স্ব রাজ্যের ত্রিবুদ্ধি-সাধনে তৎপর হইলেন। সেতু-বন্ধন, গজ-সংগ্রহ, বাণিজ্যাদির উন্নতিবিধান

ও গবাদি-সংরক্ষণ প্রভৃতি লোকহিতকর মুফলপ্রসূ কার্যের দ্বারা সর্ববিষয়ে অপরাজেয় রাজশক্তির অধিকারী হইলেও, যতই উত্তাল-তরঙ্গ-স্কুল হউক না কেন, সাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তাহারাও পরম্পরের অধিকার-সীমা কোনক্রমেই লঙ্ঘন করিলেন না ॥ ২ ॥

চতুৰ্ভুজ বিষ্ণুর অংশ রামাদিভ্রাতৃ-চতুষ্টয় হইতে কুশাদি অষ্ট ভ্রাতা উদ্ভূত হইয়াছেন। তাহারা সর্বদাই দান-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন। সুতরাং সমবেদ হইতে সমুদ্ভূত, নিয়ত-দান-বর্ষা দিগ্-গজগণের বংশের ত্রায়, তাহাদের বংশ অষ্টভাগে বিভিন্ন হইয়া ক্রমে বিস্তার লাভ করিল ॥ ৩ ॥

রাম কুশাবতী-নগরে কুশকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া গিন্না-ছেন। মহারাজ কুশ তথায় পরম সুখে আছেন। এমনই সময়ে এক দিন গভীর রাত্রিতে, যখন রাজ শাসাদের সকলেই নিদ্রিত, আলোকমালা নির্বাণিত, কেবল, মহারাজ কুশ যে কক্ষে শায়িত, তথায় একটি প্রদীপ অতি ত্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল, এমনই সময়ে, হঠাৎ কুশের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, তাহার শয়নকক্ষের এক পাশে চিত্রাৰ্পিতার ত্রায় এক ললনা দণ্ডায়মান। ইতিপূর্বে কুশ সে ললনাকে আর কখনও দেখেন নাই, ললনার মুক্তি বিষাদময়ী, পরিচ্ছাদি প্রোষিতভর্তৃকা কামিনীর অল্পরূপ। দেখিলেই মনে হয়, যেন বিবলতা শরীর পরিগ্রহ-পূর্বক, মহারাজ কুশের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

স। সাধু-সাধারণ-পার্শ্ববর্ধে: স্থিতি পুরস্তাৎ পুরুহুতভাসঃ ।
 জেতুঃ পরেবাং জয়শব্দপূর্বং তস্তাঞ্জলিং বন্ধুমতো ববন্ধ ॥ ৫ ॥
 অথানপোঢ়ার্গলমপ্যগারং ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্ ।
 সবিস্ময়ো দাশরথেন্তু নৃঃ প্রোবাচ পূর্বার্দ্ধ-বিসৃষ্টতলঃ ॥ ৬ ॥
 লক্সান্তরা সাবরণেহপি গেহে যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে ।
 বিভষি চাকারমনির্বৃত্তানাং যুগালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥ ৭ ॥
 কাং শুভে । কস্ত পরিগ্রহো বা কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে ।
 আচক্ষু মদ্যা বশিনাং রঘুণাং মনঃ পরস্মী-বিমুখ-প্রবৃতি ॥ ৮ ॥
 তমব্রবীৎ স। গুরুণানবতা যা নীত-পৌরা স্বপদোন্মুখেন ।
 তস্তাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতনাথাং জানীহি রাজনধিদেবতাং মাম্ ॥ ৯ ॥

অনুব্রত।—স। (বনিতা) সাধু-সাধারণপার্শ্ববর্ধে: “মহারাজের জয় হউক” বলিয়া বন্ধু করে পাড়াইয়া পুরুহুতভাসঃ পরেবাং জেতুঃ বন্ধুমতঃ তস্ত (কুশস্ত) রহিলেন ॥ ৫ ॥
 পুরস্তাৎ স্থিতি জয়শব্দ-পূর্বং যথা তথা অঞ্জলিং ববন্ধ: ॥ ৬ ॥

অথ সবিস্ময়ঃ পূর্বার্দ্ধবিসৃষ্টতলঃ দাশরথে: তনুজঃ (রামাশ্বজঃ) অনপোঢ়ার্গলম্ অপি অগারম্, আদর্শতলং ছায়াম্ ইব প্রবিষ্টাং (তাং বনিতাং) প্রোবাচ ॥ ৬ ॥

সাবরণে অপি গেহে লক্সান্তরা (ং), যোগ-প্রভাবঃ চ তে ন লক্ষ্যতে । যুগালিনী হৈমম উপরাগম্ ইব অনি-
 র্বৃত্তানাম্ আকারং বিভষি চ । অয়ি শুভে ! ঙ্গ কা ? কস্ত বা পরিগ্রহঃ (পত্নী) ? তে মদভ্যাগম-কারণং বা কিম্ ? বশিনাং রঘুণাং মনঃ পরস্মী-বিমুখ-প্রবৃতি—
 মদ্যা আচক্ষু ॥ ৭ ৮ ॥

স। (বনিতা) তং (কুশম্) অব্রবীৎ । অনবতা যা (পুঃ) স্বপদোন্মুখেন (বিষ্ণুপদোন্মুখেন) গুরুণা (তে পিত্রা
 রামেণ) নীতপৌরা, হে রাজন ! মাং সম্প্রতি বীত-
 নাথাং তস্তাঃ পুরঃ (অবোধায়াঃ) অধিদেবতাং
 জানীহি ॥ ৯ ॥

অনুব্রত।—মহারাজ কুশ ইজের জায় তেজস্বী ও
 কুলধর্মদান ছিলেন । সাধুসজ্জনগণের সহিত সমানভাবে
 রাজ্য-সমৃদ্ধি ভোগ করিতেন । ঐ অপরিচিতা ললনা
 সেই পরম বন্ধু-বৎসল নরপতির সমুখবর্ত্তিনী হইয়া

দর্পণের মধ্যে যেমন প্রতিবিম্ব প্রবেশ করে, তদ্রূপ
 সেই রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে গভীর রজনীতে অকস্মাৎ ললনা-
 সমাগমে একান্ত বিস্মিত হইয়া, শয়ান নরপতি শয্যা
 হইতে দেহের পূর্বার্দ্ধ দৃষ্টিভ্রমত করিয়া জিজ্ঞাসা করি-
 লেন,—“অর্গলবদ্ধ প্রকোষ্ঠে কি উপায়ে তুমি প্রবেশ
 করিলে ? ॥ ৬ ॥

কৈ ? তোমার ত এমন কোন যোগপ্রভাব
 লক্ষিত হইতেছে না, যদ্বারা তোমার এক্রপ স্থানে প্রবেশ
 সম্ভবপর হইতে পারে । শিশিরমণ্ডিতা যুগালিনীর জায়
 তোমার আকৃতি বিবাদময়ী কেন ? তুমি কি শরীরিণী
 করুণা ? ভদ্রে ! কে তুমি ? কাহার ভার্য্যা ? এত রাজিতে
 আমার নিকটেই বা তোমার কি প্রয়োজন ? “জিতেন্দ্রিয়
 রঘুবংশীয়দিগের হৃদয় নিয়ত পরস্মী-পরাস্মুৎ”—এইটি বিশেষ-
 ভাবে স্মরণ রাখিরা, তোমার যাহা বক্তব্য, বলিতে
 পার ॥” ৭-৮ ॥

তখন সেই বিবাদিনী ললনা সজল-নয়নে ও কৃতান্তলি-
 পুটে কহিলেন, “রাজন ! আপনার পিতা ঐহার স্বধাম
 বৈকুণ্ঠে গমনকালে যে নগরীর সমস্ত পুরবাসীকে সঙ্গে
 করিয়া লইয়া গিয়াছেন, এই হতভাগিনী সেই জনমানব-
 হীন অবোধ্য-নগরীর অনাথা অধিদেবতা” ॥ ৯ ॥

বর্ষেকসারামভিভূয় সাহং সৌরাজ্যবন্ধোৎসবয়া বিভূত্যা ।
 সমগ্র-শক্তৌ স্বয়ি সূর্য্যবংশে সতি প্রপন্ন করুণামবস্থাম্ ॥ ১০ ॥
 বিশীর্ণতন্নাট্টশতো নিবেশঃ পর্য্যস্ত-শালঃ প্রভুণা বিনা মে ।
 বিভূত্বয়ত্যন্তনিমগ্নসূর্য্যং দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্ ॥ ১১ ॥
 নিশাম্ ভাস্বৎ-কলনুপূরাণাং যঃ সঙ্করোহভূদভিসারিকাগাম্ ।
 নদম্মুখোকাবিচিত্রিমিবাভিঃ স বাহুতে রাজ-পথঃ শিবাভিঃ ॥ ১২ ॥
 আফালিতং যৎ প্রমদা-করাগ্রৈর্মৃদঙ্গ-ধীর-ধ্বনিমগ্নগচ্ছং ।
 বৈষ্ণোরিদানীং মহিষৈস্তদন্তঃ শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাগাম্ ॥ ১৩ ॥
 বৃক্ষেশয়া যষ্টি-নিবাস-ভঙ্গাং মৃদঙ্গ-শব্দাপগমাদলাস্তাঃ ।
 প্রাপ্তা দবোদ্ধাহতশেষবর্হাঃ ক্রীড়াময়ুরা বনবর্হিগম্ ॥ ১৪ ॥

অশ্বহু।—স। অহং সৌরাজ্যবন্ধোৎসবয়া বিভূত্যা বর্ষেকসারাম্ (অলকাপুরীম্) অভিভূয়, সমগ্র-শক্তৌ স্বয়ি সূর্য্যবংশে সতি করুণাম্ অবস্থাম্ প্রপন্ন। ১০

বিশীর্ণ-তন্নাট্ট-শতঃ পর্য্যস্ত-শালঃ প্রভুণা (স্বামিনা) বিনা মে নিবেশঃ অন্তনিমগ্ন-সূর্য্যম্ উগ্রানিলভিন্নমেঘং দিনান্তং বিভূত্বয়তি ॥ ১১ ॥

নিশাম্ ভাস্বৎ-কল-নুপূরাণাম্ অভিসারিকাগাং যঃ (রাজ-পথঃ) সঙ্করঃ অভূৎ, নদন-মুখোকাবিচিত্রিমিবাভিঃ শিবাভিঃ সঃ রাজ-পথঃ বাহুতে (গম্যতে) ॥ ১২ ॥

যৎ অস্তঃ প্রমদা-করাগ্রৈঃ আফালিতং (সৎ) মৃদঙ্গ-ধীর-ধ্বনিম্ অগ্নগচ্ছং, তৎ দীর্ঘিকাগাম্ (অন্তঃ) ইদানীং বৈষ্ণুঃ মহিষৈঃ (কর্তৃভিঃ) শৃঙ্গাহতং (শৃঙ্গৈঃ আহতং) (সৎ) ক্রোশতি ॥ ১৩ ॥

যষ্টি-নিবাস-ভঙ্গাং বৃক্ষে-শয়াঃ মৃদঙ্গ শব্দাপগমাৎ ওলাস্তাঃ দবোদ্ধাহতশেষবর্হাঃ (তে) ক্রীড়াময়ুরাঃ বনবর্হিগম্ প্রাপ্তাঃ ॥ ১৪ ॥

বজ্রার্থ।—“নরনাথ। সম্পদ এবং সৌভাগ্য-গরিমায় ইন্দ্রের অমরাবতী বা ধনপতি কুবেরের অলকানগরীকেও এক দিন আমি সগর্বে উপহাস করিতাম। আর আজ সেই আমি—অতীত গৌরব-সাক্ষী হতভাগিনী আমি, আপনার তায় সমগ্র-শক্তিসম্পন্ন অধীশ্বর বিরাজমান থাকিতেও এই-প্রকার শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি।” ॥ ১০ ॥

“রাজন! ঐ নগরীতে যে অসংখ্য হর্যমালা ছিল, হায়, আমার প্রভুর অভাবে আজ সে সমস্ত ভগ্ন, জীর্ণ ও পতিত হইয়াছে, তাহাদের প্রাচীরগুলি পড়িয়া গিয়াছে! প্রচণ্ড সযীরে মেঘসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও দিবাকর অস্তমিত হইলে, দিবাকাল-কালের যে প্রকার হ্রদ-বিদারিণী অবস্থা

ঘটে, আমার এত গৌরবের আবাস-স্থলীর আজ এক জনকে হারাইয়া সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটয়াছে” ॥ ১১ ॥

“পূর্বে আমার যে নগরীতে, দীপ্তি-কলোজ্জ্বল নুপুর-ধারিণী সীমন্তিনীরা রজনী-যোগে নির্ভয়ে রাজপথে বিচরণ করিতেন, আর তাঁহাদের রত্নখচিত নুপুরালোকে রাজ-বস্ত্র আলোকিত হইত, এখন সেই নগরীর সেই সকল রাজ-পথে আমিষলোনুপ উন্মাদমুখ শৃগালশ্রেণী বিকট শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ছুটছুটি করিতেছে” ॥ ১২ ॥

“মহারাজ! পূর্বে আমার যে সকল বাপীদীর্ঘিকায় প্রমদাগণ মুখে সম্ভরণ করিতেন, আর তাঁহাদের বাহুবল্লী-প্রহত হইয়া নীল-জল-রাশি মৃদঙ্গবৎ ধীর-ধ্বনি করিত, এখন বস্ত্রমহিষাদি অবতরণপুরুষ, কঠিন শৃঙ্গের দ্বারা সেই সকল দীর্ঘিকার জল নিয়ত আহত করিতেছে, এখন আর তাহাদের সে স্নিগ্ধ-গভীর-নির্বোধ নাই, যেন কতই মর্মান্বিত যাতনায় অস্থির হইয়া দীর্ঘিকাগুলি একটা কঠোর চীৎকার করিতেছে” ॥ ১৩ ॥

“নরপতে! পূর্বে প্রতি অট্টালিকার সম্মুখে ময়ূরের উপবেশনের নিমিত্ত ‘বাস-যষ্টি’ (দাঁড়) প্রোথিত থাকিত। যখন ঐ সকল প্রাসাদে নাগরিকগণ মৃদঙ্গবাদন করিতেন, তখন মৃদঙ্গধ্বনিকে মেঘধ্বনি মনে করিয়া, ময়ূরগণ বাস-যষ্টির উপরে উঠিয়া কত নৃত্য কারত, কত আনন্দ করত! এখন তাহার কিছুই নাই, আছে শুধু সেই শূন্য অট্টালিকা-সমূহ। নগর এখন গহনবনে পারগত! আর সেই গহন-কানন-জাতি কানন-মূলজে আমার সেই রমণীয় কলাপি-নচরের কলাপগুচ্ছও বিদগ্ধ। হায়! আমার এত সাধের সেই সুন্দর ক্রীড়াময়ূর-সমূহ এখন ‘বন-বহীর’ দ্বারা হতভ্রী হইয়াছে” ॥ ১৪ ॥

সোপানমার্গেষু চ যেষু রামা নিক্ষিপ্তবত্যাশ্চরণান্ সরাগান্ ।
 সন্তোহতন্তুভিরস্রদিগ্ধং ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে ॥ ১৫ ॥
 চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ করেণুভির্দন্তমৃগালভঙ্গাঃ ।
 নখাকুশাঘাতবিভিন্ন-কুন্তাঃ সংরদ্ধ-সিংহপ্রহৃতং বহস্তি ॥ ১৬ ॥
 স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানামুংক্রান্ত বর্ণক্রম-ধূসরাণাম্ ।
 স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি সঙ্গান্নিমোক-পট্টাঃ ফণিভির্বিমুক্তাঃ ॥ ১৭ ॥
 কালান্তরশ্রামসুধেষু নক্তমিতস্ততো রূঢ়-তৃণাকুরেষু ।
 ত এব মুক্তাশুণ্ডকুরোহপি হর্ষোষু মূচ্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ ॥ ১৮ ॥

অশ্রবণ।—যেসু সোপান-মার্গেষু রামাঃ সরাগান্ চরণান্ নিক্ষিপ্তবত্যাঃ (আসন), তেষু মে (মার্গেষু) সন্তোহতন্তুভিঃ ব্যাঘ্রৈঃ অস্রদিগ্ধং পদং নিধীয়তে ॥ ১৫ ॥

পদ্মবনাবতীর্ণাঃ করেণুভিঃ দন্তমৃগাল-ভঙ্গাঃ চিত্রদ্বিপাঃ (আলেখ্যমাতঙ্গাঃ) নখাকুশাঘাতবিভিন্ন-কুন্তাঃ (স্তম্ভাঃ) সংরদ্ধ-সিংহ-প্রহৃতং বহস্তি ॥ ১৬ ॥

উংক্রান্ত-বর্ণক্রম-ধূসরাণাম্ স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাত-নানাম্ ফণিভিঃ বিমুক্তাঃ নির্মোক-পট্টাঃ সঙ্গাং (সন্তম্ভাং) স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি ॥ ১৭ ॥

কালান্তর-শ্রাম-সুধেষু ইতস্ততঃ রূঢ়-তৃণাকুরেষু হর্ষোষু নক্তং মুক্তাশুণ্ড-কুরোহপি তে এব চন্দ্রপাদাঃ ন মূচ্ছন্তি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ।—“পূর্বে বিলাসিনীগণ, হর্ষমালার যে সকল সোপান অলঙ্কৃত-সজ্জা চরণবিভ্রাসে সুরঞ্জিত করিতেন, সেই সকল সোপান, এক্ষণে মৃগঘাতী ভীষণ ব্যাঘ্র-সমূহের শোণিত-দিগ্ধ চরণাঘাতে আহত হইতেছে। প্রভো! প্রাসাদ-ভিত্তি-গাত্রে পূর্বে নানাবিধ পদ্মবন চিত্রিত ছিল, আর সেই সকল পদ্মবনে বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ অঙ্কিত ছিল এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রিয়তমা করেণুরা প্রীতিভরে

মৃগালভঙ্গ অর্পণ করিতেছে—অঙ্কিত ছিল। সেই চিত্রাবলী-দর্শনে মনে হইত, সত্যই বুঝি কমলবনে অবতীর্ণ হইয়া করীর সহিত করিবধুগণ ক্রীড়া করিতেছে। সে অতি অপূর্বে দৃশ্য! হায়, এক্ষণে, সেই সমুদয় চিত্রিত মাতঙ্গকে বাস্তবমাতঙ্গরূপে, কুপিত মৃগেন্দ্রগণ, সগর্জনে লক্ষপ্রদান-পূর্বক, তাহাদের কুন্তের উপর পড়িতেছে, ও প্রথর নখাঘাতে সেই চিত্রাবলী ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছে” ॥ ১৫-১৬ ॥

“রাজন্! সৌধস্তম্ভে যে সকল দারুময়ী রমা সংযোজিতা ছিল, যজ্ঞাভাবে তাহাদের বর্ণবিভ্রাস বিলীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চিত্রাবলীও ধূসর হইয়াছে। আর সেই সমুদয় মূর্তির গাত্রে সর্প ল নির্মোক যোচন করিয়া সেগুলিকে হতশ্রী করিয়াছে। ঐ সর্প-কঙ্কু এখন তাহাদের স্তনাবরণ-বস্ত্র-স্বরূপ হইয়াছে” ॥ ১৭ ॥

“নরনাথ! আমার অযোধ্যার হর্ষমালার এখন আর সে অমল-ধবল কান্তি নাই। সংস্কারের অভাবে তাহাদের সমুচ্চ স্নেহকায় এখন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে আবৃত হইয়াছে ও তাহাদের সর্বদেহে তৃণাবলী জন্মিয়াছে। চন্দ্রকিরণ এখনও পূর্বের মত মুক্তাশুণ্ড-ধবল আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল প্রাসাদে উহা আর পূর্ববৎ প্রতিফলিত হয় না” ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য।—রাম প্রহােলী নগরে স্বীয় পুত্র প্রহােলীকে প্রতীক্ষিত করিয়া ছিলেন। বৃশ তথায় পরম উৎসাহে রাজস্ব করিতেছেন। অত্যাচল প্রহারগণও স্ব স্ব রাজ্যে শাসন-পালনে ব্যাপৃত। এ দিকে কিন্তু অযোধ্যানগরী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আদর্শদেবী সীতার স্ব ত বন্ধু লইয়া আদর্শদেব রাম লীলা সংহার করিয়াছেন, রামের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যারও সকল সম্পদ বিলুপ্ত হইয়াছে। দুঃস্বপ্ন কাল অযোধ্যাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। যেন তথায় একটা মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যবংশের রাজধানী, ভারতবর্ষের স্পর্ধার স্থল, গ্যাতোয়া সরযুর তীর-শোভিনী অযোধ্যার দুর্দশার একশেষ ঘটিয়াছে, অথবা যে রাজ্যে সীতার শ্রায় সতী-দেবতার প্রীতি প্রকট, তাহার পরিণামও বুঝ এইপ্রকারই হয়। অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জ তাহাদের সাধনী রাজ লক্ষীর অর্চনা করে নাই, পরস্তু অবমাননা করিয়াছে, তাই বুঝ তথায় এখন দেবতার মন্দিরে অপদেবতার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। অযোধ্যায় সকল সৌন্দর্য্যই বিলুপ্ত হইয়াছে। অযোধ্যায় রাজ-পথ বনাকীর্ণ, সৌধাবলী

আবজ্ঞা শাখা: সদয়ং চ যাসাং পুষ্পাণ্যুপাস্তানি বিলাসিনীভি: ।

বৈষ্ণো: পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তা: ক্রিশ্ণস্ত উত্তান-লতা মদীয়া: ॥ ১৯ ॥

রাত্রাবনাবিকৃত-দীপভাস: কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি ।

তিরক্রিয়স্তে কুমিতস্তজালৈবিচ্ছিন্ন-ধুম-প্রসরা গবাক্ষা: ॥ ২০ ॥

বলিক্রিয়াবজ্জিতসৈকতানি স্নানীয়সংসর্গমনাপ্নুবন্তি ।

উপাস্তবানীরগৃহাণি দৃষ্ট। শূন্যানি দূয়ে সরযুজলানি ॥ ২১ ॥

অম্বশ্রয়।—বিলাসিনীভি: সদয়ং শাখা: আবজ্ঞা কুমুমভরণা ললিত-লতিকা-শ্রেণীকে যথেষ্ট ছিন্নভিন্ন
যাসাং (লতানাং) পুষ্পাণি উপাস্তানি, তা: মদীয়া: করিতেছে” ॥ ১৯ ॥
উত্তান-লতা: চ বৈষ্ণো: পুলিন্দৈ: ইব বানরৈ: (উভয়েরপি) “কিতীশ! এখন আর অযোধ্যার গবাক্ষসমূহ নিশাগমে
ক্রিশ্ণস্তে ॥ ২০ ॥ দীপালোকে সমুদ্ভাসিত হয় না, বা দিবাভাগেও কামিনীগণের
কমনীয়-মুখ-কমলের শোভায় অপূর্ণশ্রী কারণ করে না। তাহাদের
ধুম-নিগম-পথও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং লুতাসমূহ উজ্জ্বল-
বিস্তারপূর্বক গবাক্ষগুলি আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে” ॥ ২০ ॥

রাত্রৌ অনাবিকৃতদীপভাস: দিবা অপি কান্তামুখশ্রী-
বিযুতা: বিচ্ছিন্ন-ধুম-প্রসরা: গবাক্ষা: কুমিতস্ত-জালৈ:
তিরক্রিয়স্তে (ছাওয়াস্তে) ॥ ২০ ॥

বলিক্রিয়াবজ্জিতসৈকতানি স্নানীয়সংসর্গম্ অনাপ্নুবন্তি
সরযুজলানি শূন্যানি উপাস্তবানীরগৃহাণি (৫) দৃষ্ট। দূয়ে (অভঃ
পরিভ্রম্যে) ॥ ২১ ॥

বক্তব্যার্থ।—“রাজন্! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়,
আমার যে সকল কোমল উত্তান-লতিকা কুমুমগুচ্ছে
অলঙ্কৃত হইলে, পূর্বে বিলাসিনীগণ সদয়দ্বয়ে ধীরে ধীরে
তাহাদের শাখা আনত করিয়া কুমুম চয়ন করিতেন,
এক্ষণে বানর এবং বানরকল্প নির্দয় নিবাদ-সমূহ সেই সকল

“রাজন্! আমার সেই পুণ্যপ্রবাহিণী সরযুর আর এখন
সে অবস্থা নাই। এখন আর পূর্বের তায়, তাহার তটে
নিম্নত নানাবিধ পূজোপহার সজ্জিত থাকে না, বা স্নানীয়
সুগন্ধি-দ্রব্যে এখন আর তাহার জল সুবাসিত হয় না।
তাহার সকল সৌভাগ্যই একে একে বিলুপ্ত হইয়াছে।
আছে কেবল সেই সরযুতটবর্তী বিন্দু বেতসলতামণ্ডপগুলি,
কিন্তু প্রভো! সেগুলিও শূন্য, জন-প্রচার-বজ্জিত! সরযুর
দশাধর্শনে বুক ফাটিয়া যায়!” ॥ ২১ ॥

অন্ধকার, উত্তানশ্রেণী হত-শ্রী, বাপীতড়াগাদি বিসৃষ্ট, স্বচ্ছ ঘন-পাঙ্কজ-জল-পূর্ণ। রাম-সীতার সহিত অযোধ্যার সকল
সম্পদ, সকল সৌভাগ্যই যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। জন-সঞ্চার শূন্য গহন-অরণ্য-পূর্ণ হিংস্র-স্বাপদ-সঙ্কুল অযোধ্যায় প্রবেশ
করে—কাহার সাধ্য? অযোধ্যার এই শোচনীয় অবস্থা, প্রাচীন অযোধ্যার সেই সমৃদ্ধমতী মূর্তি এবং বর্তমান অযোধ্যার
এই বিবাদিনী মূর্তি, কল্পনারাজ্যের সশ্রুটি কালিদাস পাঠকগণের নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধারিয়া ছবির মত দেখাইলেন।
মহাকবি কালিদাস এ যাবৎ অযোধ্যার কোন বিশেষ বর্ণন করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, কাব্যের প্রতিপাত্ত বিষয়সমূহ
এমনই ভাবে বর্ণিত হওয়া সঙ্গত, যাহাতে পাঠকগণ বুঝিতে না পারেন যে, কবির অভিপ্রায় এখন অমুক পদার্থের বর্ণন।
কবির অভিপ্রায় কাব্যের সর্বত্রই একান্ত নিগূঢ় থাকা উচিত। নতুবা কোন বিষয় বর্ণন কারবার পূর্বেই কবি যদি মুখবন্ধ
করিয়া বলেন যে, আমি এখন অমুক বিষয় বর্ণন করিব,—তবে তাহা নিতান্ত অপ্রত্যাশনীয় হয়। তাই কবি এমন কৌশলে
তাহার প্রতিপাত্ত বস্তুর বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকবৃন্দ কবির সে কৌশল হৃদয়ঙ্গম করবার পূর্বেই, তদীয় বর্ণিত বিষয়ের
মনোরমতায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। গ্রন্থের সর্বত্রই কবির উদ্দেশ্য অতি রহস্য রাখিতে হইবে। অত্থা কাব্যের চমৎকারিতার
সর্বনাশ ঘটে। কালিদাস সর্বদাই মনে রাখিতেন যে, তিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে বসিয়াছেন, সৌন্দর্য্য ধ্বংস তাহার
প্রতিপাত্ত নহে। তাই বাহা কিছু সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী, সন্ধীর্ণ কিংবা নীচ, তাহা উরগত অঙ্গুলীর ত্রায়, তিনি অস্বীকার
চিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কালিদাস এই স্থলে কবি-সৃষ্টির আর একটি বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। অযোধ্যার সম্পদের দিনে,—যখন দিলীপ,
রঘু, অজ, দশরথ, রাম প্রভৃতি রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যখন অযোধ্যা ইন্দের অমরান্বতী অপেক্ষাও সর্বোৎকৃষ্ট

তদর্হসীমাং বসতি বিন্ধ্য মামভূপৈতুং কুল-রাজধানীম্।
 হিহা তমুং কারণমাহুযীং তাং যথা গুরুন্তে পরমাহুর্মুত্তিম্ ॥ ২২ ॥
 তথৈতি তন্ত্রাঃ প্রণয়ঃ প্রতীতঃ প্রত্যগ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘুগাম্।
 পূরপাভিব্যক্তমুখ-প্রসাদা শরীরবন্ধেন তিরোবভূব ॥ ২৩ ॥
 তদন্তুতং সংসদি রাত্রিবৃত্তং প্রাতর্দ্বিজ্যেভ্যো নৃপতিঃ শশংস।
 শ্রদ্ধা ত এনং কুলরাজধাষ্ঠাঃ সাক্ষাৎ পতিষ্ণে বৃতমভ্যনন্দন ॥ ২৪ ॥

অনুব্রত।—তৎ ইমাং বসতিং বিন্ধ্য কুলরাজধানীম্ আপনার এই নৈমিত্তিক নিকেতন পরিহার করিয়া, স্বামী (অযোধ্যাং) মাম্ অভূপৈতুং অর্হসি। (কথমিব ?)—তে গুরুঃ কুলরাজধানীর অধিদেবতা—আমাকে অহুগ্রহ করুন। (পিতা রামঃ) তাং (প্রসিদ্ধাং) কারণমাহুযীং তমুং হিহা অযোধ্যার ফিরিয়া চলুন ॥ ২২ ॥
 যথা পরমাহুর্মুত্তিম্ (অভূপৈতি স্ম) ॥ ২২ ॥

রঘুগাম্ প্রাগ্রহরঃ তন্ত্রাঃ প্রতীতঃ (সন) তথা ইতি প্রত্যগ্রহীৎ। পূঃ অপি অভিব্যক্তমুখ-প্রসাদা (সত্যী) শরীর-বন্ধেন তিরোবভূব ২৩ ॥

নৃপতিঃ (কুশঃ) তৎ রাত্রিবৃত্তং প্রাতঃ সংসদি দ্বিজ্যেভ্যঃ শশংস। তে (সঃ) শ্রদ্ধা এনং (বৃশং) কুল-রাজধাষ্ঠাঃ সাক্ষাৎ পতিষ্ণে বৃতম্ অভ্যনন্দন ॥ ২৪ ॥

কুলরাজধানী অযোধ্যার বাক্যবসানে রঘুকুলকেতু কুশ অভ্যন্ত প্রীতি-সহকারে, তাঁহার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ-পালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। পুরদেবতাও অমনি আর দ্বিতীয় বাঙ নিষ্পত্তি না করিয়া প্রসন্নবদনে সেই আলোকময় শরীর-সহ তিরোহিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

নিশাবসানে, নরপতি কুশ সভামধ্যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট রাজনীর এই অদ্ভুত স্বপ্নের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। তচ্ছবণে, সকলেই ভাবিলেন যে, কুলরাজধানী যথার্থই শকে পতি-রূপে বরণ করিয়াছেন, অজ্ঞা এক্ষণ স্বপ্ন কদাচ সম্ভাবিত হইতে পারে না। তাঁহার সকলেই কুশের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

অনুব্রত—“তাই প্রার্থনা :—নরনাথ! আপনাকে পিতা রামচন্দ্র যেমন তাঁহার নৈমিত্তিক নরদেহ পরিভ্যাগ-পূর্বক, স্বকীয় ঐশী তমু পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনিও তদ্রূপ,

অধিকতর গৌরবশালিনী ছিল, তখন কিন্তু কবি অযোধ্যার কোন বিশেষ বর্ণন করেন নাই। কদাচিত্ একটি বিশেষণ দিয়া, কখনো বা প্রসঙ্গতঃ একটু ইঙ্গিত করিয়া, কবি অযোধ্যার অপার্থিব সম্পদের আভাস দিয়াছেন মাত্র। আর এখন সেই সোনার অযোধ্যা ভাঙ্গিয়া পাড়িয়াছে, শ্মশানে পবিণত হইয়াছে, অর্থাৎ কবিও, তাঁহার অবধা কল্পনা প্রভাবে, অযোধ্যার সেই নৃপ-সম্পদের পুনরুদ্ধারপূর্বক, জগতের সমক্ষে এক আত্ম নিরুপম চিত্র উত্তোলন করিয়া ধরিয়াছেন। সম্পদের দিনে সম্পদ যতদূর হৃদয়াকর্ষিণী; বিপদের দিনে, দুঃখের দিনে ঐ সম্পদের স্মারিতমুর্তি তদপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মস্পর্শিনী। আবার যদি দুঃখের দিনের অবস্থার সাহিত, সেই অতীত সুখের অবস্থার তুলনা করা যায়, তবে তাহা যে কতদূর মর্ম্মস্পর্শিনী ও হৃদযো-ন্মাদিনী হয়, তাহা সহস্রয়গণের অমুভবগম্য। ভাব্যম তাহা প্রকাশ করা যায় না। তাই মহাকবি অযোধ্যার বিষাদিনী পরমদুঃখিনী অধিদেবতাকে সমুখে উপস্থিত করিয়া, তাঁহারই মুখ দিয়া, তাঁহার সেই অতীত সুখের অবস্থা এবং বর্তমান দুঃখের অবস্থা—উভয়ই কীর্ণিত করাইতেছেন। রাজমহিষী যেন অনাথা ভিখারিণী হইয়া পূর্বাবস্থা স্মরণে কাদিয়া পৃথিবী ভাসাইতেছেন। আর করুণ কবি কালিদাস সেই রাজমহিষীর সহিত নিজে ত কাদিতেছেনই, সেই সঙ্গে আমাদেরও কাদাইতেছেন। কবি-সৃষ্টির এই চরম উৎকর্ষ দেখিতে দেখিতে পাঠক ভয় হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহার হৃদয় হইতে নখর স্পর্শের গর্জ, বিভবের মাৎসর্য্য দূরীভূত হইতেছে। সে হৃদয়ে রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাব মল্লীভূত হইয়া আসিতেছে একই সঙ্কল্পের আবির্ভাব হইতেছে। তখন পাঠক তাঁহার সেই সঙ্কল্পপ্রধান চিত্রে ভক্ত সম্পদের নখরতা উপলব্ধি করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন—

—“বহুপতে: ক গতা যথ রাশুরী, রঘুপতে: ক গতান্তরকোশলা।

ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থির, ন সদিদং জগদিত্যধারয় ॥”

কুশাবতীঃ শ্রোত্রিয়সাং স কৃষা যাত্ৰানুকূলেহহনি সাবরোধঃ ।
 অহুজ্ঞতো বায়ুরিভ্রবন্দৈঃ সৈশ্চৈরযোধ্যাভিমুখঃ প্রতস্থে ॥ ২৫ ॥
 সা কেতুমালোপবনা বৃহন্তিবিহার-শৈলান্নগং নগৈঃ ।
 সেনা রথোদারগৃহা প্রয়াণে তস্তাভবজ্জমরাজধানী ॥ ২৬ ॥
 তেনাতপত্রামলমণ্ডলেন প্রস্থাপিতঃ পূৰ্বনিবাসভূমি ।
 বভৌ বলৌঘঃ শশিনোদিতেন বেলামুদঘানিব নীয়মানঃ ॥ ২৭ ॥
 তস্ত প্রযাতস্ত বক্রথিনীনাং পীড়ামপর্যাপ্তবতীব সোঢ়ুম্ ।
 বস্তুক্ষরা বিষ্ণুপদং দ্বিতীয়মধ্যাকুরোহেব রজ্জ্বলেন ॥ ২৮ ॥
 উদ্যচ্ছমানা গমনায় পশ্চাৎ পুরো নিবেশে পথি চ ব্রজন্তী ।
 সা যত্র সেনা দদৃশে নৃপস্ত তত্রৈব সামগ্র্যমতিং চকার ॥ ২৯ ॥

অনন্তর।—সঃ (কুশঃ) কুশাবতীঃ শ্রোত্রিয়সাং কৃষা যাত্ৰানুকূলে অহনি সাবরোধঃ (সন্) বায়ুঃ অহুজ্ঞতৈঃ ইব সৈশ্চৈঃ অহুজ্ঞতঃ (সন্) অযোধ্যাভিমুখঃ প্রতস্থে ॥ ২৫ ॥

কেতুমালোপবনা বৃহন্তিঃ নগৈঃ বিহারশৈলৈঃ অহুগতা ইব (স্থিতা) রথোদার-গৃহা সা সেনা তস্ত (কুশস্ত) প্রয়াণে জমরাজধানী অভবৎ ॥ ২৬ ॥

আতপত্রামলমণ্ডলেন তেন (কুশেন) পূৰ্বনিবাসভূমিং প্রস্থাপিতঃ বলৌঘঃ (আতপত্রামলমণ্ডলেন) উদিতেন শশিনা বেলাং নীয়মানঃ উদঘানু ইব বভৌ ॥ ২৭ ॥

প্রযাতস্ত তস্ত (কুশস্ত) বক্রথিনীনাং পীড়াং সোঢ়ুম্ অপর্যাপ্তবতী ইব বস্তুক্ষরা রজ্জ্বলেন দ্বিতীয়ং বিষ্ণুপদম্ অধ্যাকুরোহ ইব ॥ ২৮ ॥

পশ্চাৎ গমনায় (তথা) পুরঃ নিবেশে (নিবেষ্টঃ) উদ্যচ্ছমানা (উদ্যোগং কুরুতী) পথি চ ব্রজন্তী নৃপস্ত সা সেনা যত্র (পশ্চাৎ পুরো মধ্যে বা) দদৃশে, তত্র এব সামগ্র্যমতিং চকার ॥ ২৯ ॥

বজ্রার্থ।—অনন্তর নৃপতি কুশ শুভদিনে পরিজন-বর্গের সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। যাইবার পূর্বে, বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে কুশাবতীনগরী দান করিয়া গেলেন। মেঘমালা যেমন বায়ুর অহুগমন করে, তদ্রূপ, সেনাগণ তাঁহার অহুসরণ করিল ॥ ২৫ ॥

মহারাজ কুশ বিপুল সৈন্ত-সামন্ত-সমভিব্যাহারে যখন অযোধ্যাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন, তখন মনে হইল—একটা বিশাল রাজধানীই যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। পতাকাশ্রেণী যেন সেই সঞ্চারিণী রাজধানীর উপবন এবং মাতঙ্গরাজ যেন তাহার ক্রীড়শৈল, আর রথসমূহ যেন সুসজ্জিত প্রাসাদাবলী ॥ ২৬ ॥

সমুদিত শশাঙ্ক যেমন জ্যোৎস্না-চঞ্চল জলধিকে বেলা-সমীপে আনয়ন করেন, তদ্রূপ অমল ধবল বিশাল রাজহুত্র-পরিশোভিত মহারাজ কুশ সেই বিপুল জন-তরঙ্গবহুল বাহিনীকে পূর্ববাসভূমি অযোধ্যার দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। চক্রেব ছায় তাঁহারও অপূর্ণ শোভা জন্মিল ॥ ২৭ ॥

তাঁহার সেই অযোধ্যাযাত্রায়, তদীয় সৈন্তসামন্তের গতি-বিক্রম ধরিয়া যেন সহিতে না পারিয়াই, সমুখিত ধূলিরাশি-চ্ছলে দ্বিতীয় বিষ্ণুপদে (আকাশে) আরোহণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

কুশের সেনাসমূহের কিয়দংশ অগ্রে যাত্রা করিয়া অনেক দূরে শিবিরসন্নিবেশের চেষ্টা করিতেছে, কতক বা পুরো চলিতেছে, কতক আবার শাবতী হইতে যাত্রার উদ্দেশ্যে করিতেছে,—এই প্রকারে—দীর্ঘস্থানব্যাপী তদীয় সৈন্তের যে অংশে দৃষ্টি করা যায়, মনে হয়, সেই অংশই যেন একটা সম্পূর্ণ বিরাট বাহিনী ॥ ২৯ ॥

তস্ত দ্বিপানাং মদবারিসেকাং খুরাভিঘাতাচ্চ তুরঙ্গমাণাম্ ।
 রেণুঃ প্রপেদে পথি পঙ্কভাবং পঙ্কোহপি রেণুধমিয়ান নেতুঃ ॥ ৩০ ॥
 মার্গৈষিণী সা কটকাস্তরেষু বৈক্যেষু সেনা বহুধা বিভিন্না ।
 চকার রেবেব মহাবিরাবা বদ্ধপ্রতিশ্রুতি গুহামুখানি ॥ ৩১ ॥
 স ধাতুভেদারূপ-যান-নেমিঃ প্রভুঃ প্রয়াগধ্বনিমিশ্রতূর্য্যঃ ।
 ব্যলজ্জয়দ্ বিদ্যামুপায়নানি পশুন্ পুলিন্দৈরুপপাদিতানি ॥ ৩২ ॥
 তীর্থে তদীয়ে গজ-সেতুবন্ধাং প্রতীপগামুত্তরতোহস্য গজাম্ ।
 অযত্নবালব্যাজনীবভূবুর্হংসা নভোলজ্জনলোল-পক্ষাঃ ॥ ৩৩ ॥
 স পূর্বজানাং কপিলেন রোষাং ভস্মাবশেষীকৃতবিগ্রহাণাম্ ।
 সুরালয়প্রাপ্তি-নিমিত্তমন্ত্রৈশ্চোতসং নৌলুপিতং ববন্দে ॥ ৩৪ ॥

অনুব্রহ্ম ।—নেতুঃ তস্ত দ্বিপানাং মদবারিসেকাং তুরঙ্গ-
 মাণাং খুরাভিঘাতাং চ পথি (যথাসম্মান্যং) রেণুঃ পঙ্কভাবং
 প্রপেদে, পঙ্কঃ অপি রেণুং ইয়ায় ॥ ৩০ ॥

বৈক্যেষু কটকাস্তরেষু মার্গৈষিণী বহুধা বিভিন্না মহা-
 বিরাবা সা সেনা রেবা ইব গুহামুখানি বদ্ধপ্রতিশ্রুতি
 চকার ॥ ৩১ ॥

ধাতুভেদারূপযাননেমিঃ প্রয়াগধ্বনিমিশ্রতূর্য্যঃ সঃ প্রভুঃ
 পুলিন্দৈঃ উপপাদিতানি উপায়নানি পশুন্ বিদ্যাম্
 ব্যলজ্জয়ৎ ॥ ৩২ ॥

তদীয়ে (বৈক্যে) তীর্থে (অবতারে) গজ-সেতুবন্ধাং
 (হেতোঃ) প্রতীপগাং (পশ্চিমবাহিনীং) গজাম্ উত্তরতঃ
 অস্ত (কুশস্ত) নভোলজ্জনলোলপক্ষাঃ হংগাঃ অযত্ন-
 বালব্যাজনীবভূবুঃ ॥ ৩৩ ॥

সঃ (কুশঃ) কপিলেন রোষাং ভস্মাবশেষীকৃত-
 বিগ্রহাণাং পূর্বজানাং সুরালয়প্রাপ্তিনিমিত্তং নৌলুপিতং
 জ্যৈস্তোতসম্ অন্তঃ ববন্দে ॥ ৩৪ ॥

অনুব্রহ্ম ।—নরনাথ কুশের মদপ্রাপ্তি মাতঙ্গগণের
 মনোহরবর্ণনে পথিমধ্যে রেণুসমূহ যেমন কর্দমবৎ হইল, তেমন
 তদীয় তুরঙ্গসমূহের খুরাঘাতে কর্দমরাশিও একেবারে
 রেণুবৎ হইয়া পড়িল ॥ ৩০ ॥

বিদ্যাপর্য্যন্তের নিতম্বদেশে—পথ অবশেষ করিতে করিতে

তদীয় সৈন্ত নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িল ও তুমুল কলকল-
 ধ্বনিদ্বারা, নর্ষদার ত্রায়, গুহামুখ-সমূহ প্রতিধ্বনি-মুখর
 করিয়া তুলিল ॥ ৩১ ॥

মহারাজ কুশের রথচক্রাবলী বিদ্যাবিগলিত গৈরিক-
 ধাতুপ্রাবে অরুণ হইল এবং তদীয় অচ্যুতগামী
 তুরঙ্গনিকরের ত্রৈলোক্যনির সহিত সৈন্তসমভিব্যাহারী
 তূর্য্যধ্বনি মিশ্রিত হইল। কিরাতগণ নানা-প্রকার
 উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইল এবং তিনিও সেই
 সমস্ত দর্শন করিতে করিতে বিদ্যা-গিরি অতিক্রম
 করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাগিরির অবতরণপ্রদেশে অর্থাৎ গিরিপাদ-বাহিনী
 ভাগীরথীতে গজ-প্রেরণ দ্বারা সেতুবন্ধনপূর্ব্বক ষথন
 গজা পার হইলেন, তখন সেই সেতুগাত্রে প্রহত হইয়া গজা
 পশ্চিমবাহিনী হইলেন এবং আকাশগামী চঞ্চল-পক্ষ হংসমালা
 যেন সেই রাজধানীগামী রূপতির অবতরণ চামরব্যাজনের
 কার্য্য করিল ॥ ৩৩ ॥

তখন কুশ সেই পবিত্র-নীরে তরঙ্গী-চকলা ভাগীরথীকে
 ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। কেন না—রোষ-চণ্ড মহর্ষি
 কপিল কর্তৃক ভস্মীকৃত, কুশের পূর্ব্বপুরুষগণ এই ত্রিপথ-
 গারহে বারিবিন্দু-স্পর্শে মৃত্যুমুখপূর্ব্বক কর্ণপ্রাণ
 হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

ইত্যধনঃ কৈশিদ্দহোভিরন্তে কুলং সমাসাত্ত কুশঃ সরযাঃ ।
 বেদি-প্রতিষ্ঠান্ বিততাক্ষরাণাং যুপানপশুচ্ছতশো রঘুগাম্ ॥ ৫৫ ॥
 আধুয় শাখাঃ কুমুমক্রমাণাং স্পষ্টা চ শীতান্ সরযুতরঙ্গান্ ।
 তং ক্লাস্ত-সৈন্ত্যং কুলরাজ-ধাত্মাঃ প্রত্যাজ্জগামোপবনান্তবায়ুঃ ॥ ৫৬ ॥
 অথোপশল্যে রিপুমগ্নশল্যাস্তস্তাঃ পুরঃ পৌরসথঃ স রাজা ।
 কুলধ্বজস্তানি চলধ্বজানি নিবেশয়ামাস বলী বলানি ॥ ৫৭ ॥
 তাং শিল্লিসজ্জাঃ প্রভুণা নিযুক্তান্তথাগতাং সমুত-সাধনত্যাং ।
 পুরং নবীচক্রেপাং বিসর্গাং মেঘা নিদাঘগ্নপিতামিবোক্ষীম্ ॥ ৫৮ ॥
 ততঃ সপৰ্য্যাং সপশূপহারাং পুরঃ পরাক্ষ্যপ্রতিমাগৃহায়াঃ ।
 উপোষিতৈর্বাশ্তবিধানবিস্তির্নিবর্তয়ামাস রঘুপ্রবীরঃ ॥ ৫৯ ॥
 তস্তাঃ স রাজোপপদং নিশান্তং কামীব কাস্তা-হৃদয়ং প্রবিষ্টা ।
 যথার্থমৈৱমজ্জীবিলোকং সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—ইতি কৈশিদ্দহোভিরন্তে কুলং সমাসাত্ত কুশঃ সরযাঃ কুলং সমাসাত্ত বিততাক্ষরাণাং রঘুগাম্ বেদিপ্রতিষ্ঠান্ শতশঃ যুপান্ অপশুচ্ছ ॥ ৫৫ ॥

কুল-রাজধাত্মাঃ উপবনান্তবায়ুঃ কুমুমক্রমাণাং শাখাঃ আধুয় শীতান্ সরযু-তরঙ্গান্ স্পষ্টা চ ক্লাস্তসৈন্ত্যং তং (কুশং) প্রত্যাজ্জগাম (ইব) ॥ ৫৬ ॥

অথ রিপুমগ্নশল্যঃ পৌরসথঃ কুলধ্বজঃ বলী সঃ রাজা তানি চল-ধ্বজানি বলানি তস্তাঃ পুরঃ উপশল্যে নিবেশয়ামাস ॥ ৫৭ ॥

প্রভুণা নিযুক্তাঃ শিল্লি-সজ্জাঃ সমুত-সাধনত্যাং তথাগতাং তাং (শূন্তাং) পুরং মেঘাঃ অপাং বিসর্গাং নিদাঘ-গ্নপিতাম্ উক্ষীম্ ইব নবীচক্রে ॥ ৫৮ ॥

ততঃ রঘু-প্রবীরঃ পরাক্ষ্য-গৃহায়াঃ পুরঃ উপোষিতৈঃ বাস্তবিধান-বিস্তিঃ সপশূপহারাং সপৰ্য্যাং নিবর্তয়ামাস ॥ ৫৯ ॥

সঃ কুশঃ তস্তাঃ (পুরঃ) রাজোপপদং নিশান্তং (রাজ-তনয়ঃ) কামী কাস্তা-হৃদয়ম্ ইব প্রবিষ্টা, অন্তৈঃ (নিশান্তৈঃ) যথার্থমৈৱমজ্জীবিলোকং যথা-প্রধানং যথার্থং সম্ভাবয়ামাস ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—এই ভাবে কয়েক দিন চলিতে চলিতে ক্রমে তার শেষ হইয়া আসিল, কুশ অযোধ্যার প্রান্তবাহিনী রূপে তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন—যজ্ঞাহুষ্ঠানকারী রঘুবংশীয়গণের বেদিপ্রতিষ্ঠিত শত শত যজ্ঞকাঠে সরযুতীর একেবারে খচিত রহিয়াছে ॥ ৫৫ ॥

অনুরে কুলরাজধানী অযোধ্যা-পরী। তাহার উপবন

সমূহের সুখ-স্পর্শ সমীরণ আসিয়া পথশ্রমক্লাস্ত-সৈন্ত্য মহারাজ কুশকে সংবর্দ্ধনা করিয়া লইল; কুমুমাকীর্ণ তরঙ্গলতার সংস্পর্শে এবং শূণীতল-জলা সরযুর তরঙ্গ-সংস্পর্কে সে সমীরণ একান্ত সুখসেব্য ॥ ৫৬ ॥

নরপতি কুশ মহাপ্রতাপসম্পন্ন। শত্রু-কুল তাঁহার শরাঘাতে উৎসন্নপ্রায়, সৌরকুলের তিনি অবতংগস্বরূপ এবং পুরবাসি-গণের তিনি একান্ত অমুরাগের পাত্র। অনেক দিন পরে স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া কুশ চঞ্চল-পতাকা-শোভিত স্বকীয় বিপুল বাহিনী অযোধ্যার প্রান্তপ্রদেশে সন্নিবিষ্ট করিলেন ॥ ৫৭ ॥

কালক্ষয় না করিয়া, কারু-কাঠ-পুশল শিল্লিসমূহ নিযুক্ত করিলেন এবং তাহারও অতি অল্পকাল মধ্যে, নানাবিধ উপকরণ দ্বারা সেই জনহীন অযোধ্যাকে একেবারে নূতন করিয়া তুলিল। যেন গ্রীষ্মের প্রখরতাপদগ্ধ ধ্বজীকে জলদাবলী অভ্রবর্ষণে স্নিগ্ধ ও নবীন করিয়া ফেলিল ॥ ৫৮ ॥

তার পর মহারাজ কুশ, উপবাসী, বাস্ত-যজ্ঞাদি-নিপুণ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ দেবমূর্তিপূর্ণ দেবালয়যুক্ত অযোধ্যার যথাশাস্ত্র অর্চনা করিলেন। বৈধ পশু-উপহার প্রদত্ত হইল ॥ ৫৯ ॥

এইভাবে উপেক্ষিত অযোধ্যার যথাবিধি পূজা করিয়া কুশ, কামী ব্যক্তি যেমন কাস্তার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অযোধ্যার রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং পদাঙ্কসারে যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শন-পূর্বক, অমাত্য ও অমুজীবদিগকেও পৃথক পৃথক প্রাসাদ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৬০ ॥

সা মনুরাসংক্রিয়ভিস্তরঙ্গৈঃ শালাবিধিস্তন্তু-গঠৈঃ নারিণে ।
 পুরাবভাসে বিপণিস্থপণ্যা সর্বাঙ্গ-নদ্ধান্তরণে নারী ॥ ৪১ ॥
 বসন্ত তস্তাং বসন্তৌ রঘুণাং পুরাণশোভামধিরোপিতায়াম্ ।
 ন মৈথিলেয়ঃ স্পৃহয়াত্বভূব তত্রৈ দিবো নাপ্যলকেশ্বরায় ॥ ৪২ ॥
 অথাস্ত রত্নগ্রথিতোত্তরীয়মেকান্তপাণ্ডুস্তন-লম্বি-হারম্ ।
 নিখাসহাৰ্য্যাং শুকমাজগাম ঘর্ম্মঃ প্রিয়াবেশমিবোপদেষ্টুম্ ॥ ৪৩ ॥
 অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাং সমীপং দিগন্তরা ভাস্বতি সন্নিবৃন্তে ।
 আনন্দ-শীতামিব বাস্পবৃষ্টিং হিমস্রুতিং হৈমবতীং সসর্জ ॥ ৪৪ ॥
 প্রবৃদ্ধ-তাপো দিবসোহতিমাত্রমত্যর্থমেব ক্ষণদা চ তরী ।
 উভৌ বিরোধ-ক্রিয়য়া বিভিন্নৌ জায়াপতী সাত্ত্বশয়বিবাস্তাম্ ॥ ৪৫ ॥

অনুব্রত ।—বিপণিস্থ-পণ্যা সা পুঃ (অযোধ্যা)
 মনুরাসংক্রিয়ভিঃ তুরঙ্গৈঃ শালাবিধি-স্তন্তু-গঠৈঃ নারিণে চ
 সর্বাঙ্গনদ্ধান্তরণা নারী ইব আবভাসে ॥ ৪১ ॥

সঃ মৈথিলেয়ঃ পুরাণশোভাম্ অধিরোপিতায়াং রঘুণাং
 বসন্তৌ (অযোধ্যায়াং) বসন্ত দিবঃ তত্রৈ ন, (তথা) অলকেশ্বরায়
 ন স্পৃহয়াত্বভূব ॥ ৪২ ॥

অথ অস্য (কুশস্য) রত্ন-গ্রথিতোত্তরীয়ম্ একান্তপাণ্ডু-
 স্তন-লম্বি-হারং নিখাস-হাৰ্য্যাং শুকং প্রিয়াবেশম্ উপদেষ্টুম্
 ইব ঘর্ম্মঃ (গ্রীষ্মঃ) আজগাম ॥ ৪৩ ॥

অগস্ত্যচিহ্নাং অয়নাং (দক্ষিণায়নাং) ভাস্বতি সমীপং
 সন্নিবৃন্তে (সতি) উত্তরা দিক্ আনন্দ-শীতাং বাস্পবৃষ্টিম্ ইব
 হৈমবতীং হিমস্রুতিং সসর্জ ॥ ৪৪ ॥

অতিমাত্রঃ প্রবৃদ্ধ-তাপঃ দিবসঃ অত্যর্থম্ এব তরী ক্ষণদা
 চ—উভৌ বিরোধক্রিয়য়া বিভিন্নৌ সাত্ত্বশয়ৌ জায়াপতী ইব
 আস্তাম্ ॥ ৪৫ ॥

অনুব্রত ।—দেখিতে দেখিতে, অযোধ্যা আবার
 হাসিয়া উঠিল। তাহার অশ্বশালায় অশ্বরাজি এবং গজশালায়
 নিয়ম-সন্নিবিষ্ট তন্তুসমূহে শৃঙ্খলিত গজরাজি শোভা পাইল।
 বিপণি-মালা নানাবিধ পণ্য-সম্ভারে সুসজ্জিত হইল।
 অযোধ্যানগরী সর্বাঙ্গভূষিতা রমণীর ছায় বিরাজ করিতে
 লাগিল ॥ ৪১ ॥

এই প্রকারে আপনার পূর্ব-শোভায় শোভাময়ী, রঘুরাজ-
 গণের কুলরাজধানী অযোধ্যায় এতই সুখে মহারাজ কুশ
 বাস করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার আর স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের
 ইন্দ্রভে বা অলকাপতি বুবেরের বুবেরভেও স্পৃহা রহিল
 না ॥ ৪২ ॥

দেখিতে দেখিতে প্রথরতাপ গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল।
 মনে হইতে লাগিল যেন, আনন্দময় তরুণ নৃপতি কুশের
 প্রিয়তমার নিদাঘকালোচিত বেশাদি উপদেশ করিবার জন্যই
 এই গ্রীষ্মের আগমন। কেন না, গ্রীষ্ম-সমাগমে কামিনী-
 গণের উত্তরীয়-বসনে নানাবিধ রত্ন খচিত ও পাণ্ডুবর্ণ পীনস্তন-
 সমূহে হারগুচ্ছ বিলম্বিত এবং অতীব স্নান বসনে দেখ
 রমণীয়তম হইল ॥ ৪৩ ॥

ঐ সময়ে দিনপতি সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন হইতে উত্তর দিকে
 প্রস্থিত হইলে—চিরতুষারচ্ছন্ন হিমালয় হইতে হিমনিঘন্ট
 বর্ষিত হইল, তাহাতে মনে হইল যেন, দীর্ঘকাল পরে প্রিয়-
 তমের সন্দর্শন পাইয়া উত্তর দিক্, আনন্দাতিশয়ে বাস্পবর্ষণ
 করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

পরিণত গ্রীষ্মে দিনের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, রাত্রিও
 নিতান্ত তরী অর্থাৎ ক্ষীণ হইয়া আসিল। যেন পরম্পরের
 বিরুদ্ধ কর্মের দ্বারা অভিমান-ভরে পৃথক্ভূত স্বামী ও স্ত্রী
 আর বিচ্ছেদ সহ করিতে না পারিয়া অল্পতাপে কষ্ট পাইতে
 লাগিল ॥ ৪৫ ॥

দিনে দিনে শৈবলবস্ত্রাধস্তাং সোপান-পর্কাদি বিমুক্তদন্তঃ ।
 উদগুপদ্বাং গৃহদীর্ঘিকাণাং নারীনিতম্ব-দ্বয়সং বভূব ॥ ৪৬ ॥
 বনেষু সায়ন্তনমল্লিকানাং বিজ্জ্বলগোদগন্ধিষু কুটুমলেষু ।
 প্রত্যেকনিষ্কিপ্তপদঃ সশব্দং সংখ্যামিবৈবাং ভ্রমরশ্চকার ॥ ৪৭ ॥
 শ্বেদামুবিদ্ধাৰ্জ্জ-নখক্ষতাক্কে ভূয়িষ্ঠ-সন্দষ্ট-শিখাং কপোলে ।
 চ্যুতং ন কর্ণাদপি কামিনীনাং শিরীষপুষ্পং সহসা পপাত ॥ ৪৮ ॥
 যন্তপ্রবাহৈঃ শিশিরৈঃ পরীতান্ রসেন ধৌতান্ মলয়োস্তবস্ত ।
 শিলাবিশেষানবিশয়া নিম্ব্যর্ধারাগৃহেষাতপমৃদ্ধিমন্তঃ ॥ ৪৯ ॥
 স্নানার্দ্দমুক্তেষ্ণুধূপবাসং বিজ্জ্বল-সায়ন্তন-মল্লিকেষু ।
 কামো বসস্তাত্যমন্দবীৰ্য্যঃ কেশেষু লেভে বলমঙ্গনানাম্ ॥ ৫০ ॥

অস্বস্ত্যঃ ।—দিনে দিনে শৈবলবস্ত্রি অধস্তাং সোপান-
 পর্কাদি বিমুক্তং (অতএব) উদগুপদ্বাং গৃহদীর্ঘিকাণাম্ অস্তঃ
 নারী-নিতম্বদ্বয়সং বভূব ॥ ৪৬ ॥

বনেষু বিজ্জ্বলগোদগন্ধিষু সায়ন্তন-মল্লিকানাং কুটুমলেষু
 সশব্দং (যথা তথা) প্রত্যেক-নিষ্কিপ্তপদং ভ্রমরঃ এবাং
 (কুর্মলানাং) সংখ্যাং চকার ইব ॥ ৪৭ ॥

শ্বেদামুবিদ্ধাৰ্জ্জ-নখক্ষতাক্কে কামিনীনাং কপোলে ভূয়িষ্ঠ-
 সন্দষ্ট-শিখাং (অতএব) কর্ণাং চ্যুতম্ অপি শিরীষপুষ্পং
 সহসা ন পপাত ॥ ৪৮ ॥

মৃদ্ধিমন্তঃ ধারাগৃহেষু শিশিরৈঃ যন্তপ্রবাহৈঃ পরীতান্
 মলয়োস্তবস্ত রসেন ধৌতান্ শিলাবিশেষান্ অবিশয়া আতপং
 নিম্ব্যঃ ॥ ৪৯ ॥

বসস্তাত্যমন্দবীৰ্য্যঃ কামঃ স্নানার্দ্দমুক্তেষু অম্বুধূপ-
 বাসং বিজ্জ্বল-সায়ন্তনমল্লিকেষু অঙ্গনানাং কেশেষু বলং
 লেভে ॥ ৫০ ॥

বজ্রার্থঃ ।—গৃহদীর্ঘিকাসমূহের জলরাশি, দিন দিন
 নিম্নস্থিত সোপান ছাড়িয়া নামিয়া গেল এবং তত্ক্ষণে শৈবল-
 দল জাগিয়া উঠিল। পদ্মদলের মৃণালগুলি ভাসিয়া
 ভাসিয়া উঠিল। জল ক্রমে রমণীগণের নিতম্ব-প্রমাণ
 হইল ॥ ৪৬ ॥

বনে সায়ন্তনমল্লিকাসমূহের কোরকগুলি ফুটিয়া উঠিয়া

সৌরভ-প্রাচুর্য্যে চারিদিক্ ভরিয়া ফেলিল। প্রতি কোরকেই
 গুণ-গুণ রবে ভ্রমর গমনাগমন করিতে লাগিল, মনে
 হইল, তাহারা যেন, কোরকনিচয়ের গণনায় রত
 হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

শিরীষ-কুম্বের অবতংস কামিনীগণের কর্ণ হইতে বিচ্যুত
 হইয়াও সহসা পতিত হইল না। কেন না,—তাঁহাদের
 কপোলদেশ ঘর্ষজলে সংসিক্ত এবং সরল নখক্ষতচিহ্নে লাক্ষিত
 হওয়াতে, সেই ক্ষতস্থানেই শিরীষের শিখা অতিবাজ্র
 সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিল ॥ ৪৮ ॥

ধনবান্ পুরুষগণ ধারা-গৃহ-সমূহের মধ্যে যন্ত-সঙ্কলিত
 স্নানীতল জলরাশিতে পরিপূর্ণ ও চন্দনবারিতে বিধৌত চক্ষু-
 কান্ত শিলাতলে শয়নপূর্ব্বক গ্রীষ্মের তাপ নিবারণ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

মদনের সখা ঋতুরাজ বসন্তের অবসানে মদন বড়ই বলহীন
 হইয়া পড়িয়াছিল, কেন না,—তাহার ভুবনজয়ের প্রধান
 প্রধান অস্ত্রশস্ত্র কোকিল, মলয়সমীর, চূতমঞ্জরী প্রভৃতি
 সমস্তই বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে,
 নিদাঘ-তাপার্দ্দ স্নানরীগণ স্নানার্দ্দ কেশপাশ মুক্ত ও ধূপ-
 বাসিত করিয়া যখন তাহাতে—সন্ধ্যাকাল-প্রকল্প-মল্লিকা-
 কুম্ব খচিত করিলেন, তখন সেই কেশ-কলাপ দর্শনে
 কামের নূতন শক্তি আবির্ভূত হইল ॥ ৫০ ॥

আপিঞ্জরা বন্ধ-রজঃকণ্ঠাং মঞ্জর্যুদারা শুভভেদজুনস্ত ।
 দক্ষাপি দেহং গিরিশেন রোষাং খণ্ডীকৃতা জ্যেব মনোভবস্ত ॥ ৫১
 মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং পুরাণশীধুং নবপাটলং চ ।
 সংবধতা কামিজনেষু দোষাঃ সৰ্বে নিদাঘাবধিনা প্রসূষ্টাঃ ॥ ৫২ ॥
 জনস্ত তস্মিন্ সময়ে বিগাঢ়ে বভূবতুর্দো' সবিশেষকাস্তৌ ।
 তাপাপনোদক্ষমপাদসেবৌ স চোদয়ন্তৌ নৃপতিঃ শশী চ ॥ ৫৩ ॥
 অথোষ্মিলোলোমদরাজহংসে রোধোলতাপুষ্পবহে সরযুঃ ।
 বিহর্তুং মিচ্ছা বনিতা-সখস্ত তস্তান্তসি গ্রীষ্মসুখে বভূব ॥ ৫৪ ॥
 স তীরভূমৌ বিহিতোপকার্য্যামানায়িত্তামপকৃষ্টনক্রাম্ ।
 বিগাহিতুং শ্রীমহিমামুরূপং প্রচক্রে চক্রধর-প্রভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

অন্তঃ।—বন্ধ-রজঃকণ্ঠাং আপিজরা উদারা
 অর্জুনস্ত মঞ্জরী, দেহং দক্ষাপি রোষাং গিরিশেন খণ্ডীকৃতা
 মনোভবস্ত জ্যা ইব, শুভভে ॥ ৫১ ॥

মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং, (মনোজ্ঞগন্ধং) পুরাণশীধুং,
 (মনোজ্ঞগন্ধং) নবপাটলং চ সংবধতা (সংঘটয়তা) নিদাঘা-
 বধিনা কামিজনেষু (বিষয়ে) সৰ্বে দোষাঃ (তাপাদয়ঃ)
 ॥ ৫২ ॥

তস্মিন্ সময়ে (গ্রীষ্মে) বিগাঢ়ে (কঠোরীভূতে সতি)
 । দৌ সবিশেষকাস্তৌ বভূবতুঃ । (কৌ দৌ?)—তাপাপ-
 নোদ-ক্ষম-পাদ-সেবৌ উদয়ন্তৌ সঃ নৃপতিঃ চ শশী চ ॥ ৫৩ ॥

অথ উষ্মিলোলোমদ-রাজ-হংসে রোধোলতাপুষ্পবহে
 গ্রীষ্মসুখে সরযুঃ অস্তসি তস্ত (কুশস্ত) বনিতা-সখস্ত (সতঃ)
 বিহর্তুং মিচ্ছা বভূব ॥ ৫৪ ॥

চক্রধরপ্রভাবঃ সঃ (কুশঃ) তীরভূমৌ বিহিতোপকার্য্যাম্
 আনায়িত্তিঃ (জালিকৈঃ) অপকৃষ্ট-নক্রাং তাং (সরযুং) শ্রী-
 মহিমামুরূপং (যথা তথা) বিগাহিতুং প্রচক্রে ॥ ৫৫ ॥

বজ্রার্থ।—অর্জুন-বৃক্ষের মঞ্জরীসমূহ পরাগ-চূর্ণের
 সম্পর্কে পিজরবর্ণ-প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিল, তদ্বর্ণনে
 মনে হইল, ত্রিলোচন তৃতীয় নয়নের অনলে কন্দর্পের দেহ ভস্মী-
 ভূত করিয়াও রোষ বশতঃ তাহার যে ধ্বংস ও খণ্ডবিখণ্ড করিয়া-
 ছিলেন, তাহাই যেন মূর্ত্তিনান হইয়া নিরাজ করিতেছে ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য।—নিরন্তর রাজকার্য্য-পর্যালোচনায় ও অযোধ্যার সর্ববিষয়ে উন্নতিসাধনে কুশ সর্বদা অবহিত রহিলেন ।
 যদি ক নও কোনরূপ ক্লান্তি বা হৃদয়ে অবসাদ আসিত, তখন সঙ্গীতাদির চর্চায়, যুগয়ায়, কখনো বা সরযুর সৌন্দর্য্য-দর্শনে
 আনন্দ-প্রসাদ লাভ করিতেন ।—নৌকারোহণে জল-বিহারিণী যুবতীদিগের বিহার-ক্রীড়া দর্শন করিতে করিতে তাঁহার নিজেরও

কামী ব্যক্তির গ্রীষ্মের অসহ তাপ প্রভৃতি যে সমুদয়
 কষ্ট অনুভব করিতেছিল, গ্রীষ্মকাল স্বয়ং আত্ম-বৃক্ষের পল্লব-
 তঙ্গ, ইক্ষুরসের পুরাণ আসব ও নূতন পাটলপুষ্প প্রভৃতি
 হৃদয়হারী গন্ধপূর্ণ পদার্থের সমাবেশপূর্ব্বক, সেই সমুদয়
 কষ্টের নিবারণ করিল ॥ ৫২ ॥

এইভাবে গ্রীষ্ম যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, তখন
 অভ্যদয়শালী নৃপতি ও সুধাকর—এই দুইটিই লোকের অতি-
 শয় প্রীতিকর হইয়া উঠিল । কেন না,—নৃপতি-পাদ-সেবায়
 অনেক দুঃখ-কষ্টের লাঘব হয় এবং সুধাকরের পাদ—অর্থাৎ
 কিরণমালার সেবায় শারীরিক তাপের তিরোধান ঘটে ॥ ৫৩ ॥

এইরূপ প্রবল গ্রীষ্মে প্রসন্ন-সলিলা সরযু বড়ই উপভোগ-
 ক্ষম । এই সময়ে মদোন্মত্ত রাজহংসমালা সরযুতরঙ্গের তালে-
 তালে নৃত্য করিতে করিতে উহাতে ভাসিয়া বেড়ায় ও উহার
 তীর-বনের লতামণ্ডলী কুসুমভারে আনত হইয়া কতই না
 শোভা পায় ! মহারাজ কুশ বনিতাগণ-বেষ্টিত হইয়া এই
 সরযুর বক্ষে বিহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ৫৪ ॥

তৎকালে সরযুর তীরভূমিতে সুরম্য পটমণ্ডপাদি নির্মিত
 ও সুসজ্জিত হইল, সুদক্ষ জালিকগণের দ্বারা সরযু-গর্ভ হইতে
 হাঙ্গব, শৃঙ্গীর প্রভৃতি জলজন্তু-সমূহ দূর করিয়া দেওয়া হইল ।
 পরে বিষ্ণুর ত্রায় অখণ্ড-প্রভাব কুশ স্বকীয় সম্পদ ও মহিয়ার
 অমুরূপ সমারোহের সহিত জলবিহারের উপক্রম করিলেন ॥ ৫৫ ॥

সা তীরসোপান-পথাবতারা দ্যোতকেয়ুরবিঘট্টনীভিঃ ।
 সনুপুরকোভ-পদাভিরাঙ্গীহৃদ্বিহংসা সরিঙ্গনাভিঃ ॥ ৫৬ ॥
 পরম্পরাভ্যক্ষণতৎপরাণাং তাঙ্গাং নৃপো মজ্জন-রাগদর্শী ।
 নৌসংশ্রয়ঃ পার্শ্বগতাং কিরাতিমুপাস্তবালব্যজনং বভাষে ॥ ৫৭ ॥
 পশ্চাবরোদৈঃ শতশো মদীয়েবিগাহমানো গলিতাজরাগৈঃ ।
 সন্ধ্যোদয়ঃ সাত্ৰ ইবৈব বর্ণং পুষ্যতানেকং সরযু-প্রবাহঃ ॥ ৫৮ ॥
 বিলুপ্তমন্তঃপুরসুন্দরীণাং যদঞ্জনং নৌ-লুলিতাভিরন্তিঃ ।
 তদ্বয়তীভির্মদরাগশোভাং বিলোচনেষু প্রতিমুক্তমাসাম্ ॥ ৫৯ ॥
 এতা গুরুশ্রোণিপয়োধরদ্বাদান্মুদোচু মশরু বত্যাঃ ।
 গাঢ়াঙ্গদৈর্বাছভিরপসু বালাঃ ক্রেশোত্তরং রাগবশাৎ প্রবন্তে ॥ ৬০ ॥

অনুব্রত।—সা সরিঃ (সরযুঃ) তীরসোপানপথাব-
 তারাং অত্রোক্ত-কেয়ুর-বিঘট্টনীভিঃ সনুপুরকোভ-পদাভিঃ
 অঙ্গনাভিঃ (হেতুভিঃ) উদ্বিহংসা আঙ্গীং ॥ ৫৬ ॥

নৌ-সংশ্রয়ঃ পরম্পরাভ্যক্ষণতৎপরাণাং তাঙ্গাং (স্ত্রীণাং)
 মজ্জনরাগ-দর্শী নৃপঃ পার্শ্ব-গতাম্ উপাস্তবালব্যজনং কিরাতিং
 বভাষে ॥ ৫৭ ॥

গলিতাজরাগৈঃ মদীয়ে: শতশঃ অবরোধৈঃ বিগাহমানঃ
 এষঃ সরযু-প্রবাহঃ সাত্ৰঃ সন্ধ্যোদয়ঃ ইব অনেকং বর্ণং পুষ্যতি,
 (অগ্নি কিরাতি!) (অং) পশু ॥ ৫৮ ॥

নৌ-লুলিতাভিঃ অস্তি: অস্তঃপুর-সুন্দরীণাং যৎ অঞ্জনং
 বিলুপ্তং, তৎ (অঞ্জনং) বিলোচনেষু মদ-রাগ-শোভাং বয়তীভিঃ
 (অস্তিঃ) আসাং প্রতিমুক্তম্ ॥ ৫৯ ॥

গুরুশ্রোণি-পয়োধরদ্বাং আদানম্ উদোচু মশরুবত্যাঃ
 এতাঃ বালাঃ গাঢ়াঙ্গদৈঃ বাহভিঃ ক্রেশোত্তরং (যথা তথা)
 রাগবশাৎ প্রবন্তে ॥ ৬০ ॥

বজ্রার্থ।—সরযু-তীরের সোপান-পথে দলে দলে
 বিলাসিনীগণ অবতরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের
 পদ্যের কেয়ুরসংবর্ষণের ও পদসঞ্চলিত নুপুর-সমূহের শব্দে
 সরযু-বিহারী হংসসকল উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ॥ ৫৬ ॥

পুর-সুন্দরীগণ জলে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের প্রাতি

নানা-বিলাসভঞ্জে জল-সেচন করিতে করিতে একেবারে
 মাতিয়া উঠিলেন। তখন অযোধ্যাপতি কুশ নৌকারোহণে
 সেই ললনা-জল-বিহার দর্শন করিতে করিতে পার্শ্ব-চারিণী
 চামর-ধারিণী কিরাতবালাকে সন্ধ্যোধন করিয়া কহিতে
 লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

“দেখ দেখ, আমার শত শত শুদ্ধান্তবাসিনী কামিনীরা
 সরযুর জলে কি সুন্দর অবগাহন করিতেছে, তাহাদের অঙ্গ-
 রাগ বিগলিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায়, সরযুপ্রবাহ
 জলদজালমণ্ডিত সায়ংকালের ছায় নানা বর্ণ বিস্তার
 করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

ঐ দেখ, নৌকাবিলোড়িত বারি সুন্দরীদিগের নিয়নের
 যে অঞ্জনশোভা লোপ করিয়াছিল, জলবিহার করিতে
 করিতে ইহাদের নয়নে যে মদ-রাগ-শোভা জন্মিয়াছে,
 তদদর্শনে মনে হইতেছে, বারিরাশিই যেন সেই লুপ্ত সৌন্দর্য
 পুনরর্পণ করিতেছে ॥ ৫৯ ॥

গুরু নিতম্ব ও পীন পয়োধরের ভায়ে, দেখ দেখ, স্মৃতির
 নিজেদের দেহ যেন আর বহন করিতে পারিতেছে না, তবুও
 জলক্রীড়ায় এতই মাতিয়া গিয়াছে যে, ঐ প্রকার দুর্বল দেহ
 লইয়াও কেয়ুর-বিশিষ্ট হুল বাহ দাসা কত ক্রেশের সহিত
 সম্ভরণ করিতেছে ॥ ৬০ ॥

এ জলকেলির বাসনা জাগিত। অমনি সেই বিলাসিনীগণের দলের মধ্যে নামিয়া পড়িতেন। তাহারাও তাঁহাকে পাইয়া,
 ক্রোধে ভূজঙ্গিনীদের মত ক্রুদ্ধ করিয়া উঠিত, সোনার পিচ্কারী দ্বারা জলবর্ষণ করিয়া রাজাকে ত্রিভুবন দেখাইয়া দিত।
 শেষে, যখন নৌকার উপরে থাকিয়া কুশ বিলাসিনীদের জলক্রীড়া দেখিতে, এবং দেখিতে দেখিতে ত্রয়ে, তাহাদের
 মন-হুমোহন অঙ্গ-শতিকার নয়নমনোহারিণী সুখমার দর্শনে একেবারে আত্মহারা হইতেন, শিখরদ্বাণ্ড ভুলিয়া যাইতেন,

অমী শিরীষ-প্রসবাবতংসাঃ প্রজ্ঞশিনো বারি-বিহারিণীনাম্ ।
 পারিগ্নবাঃ শ্রোতসি নিগ্নগায়াঃ শৈবাল-লোলাঙ্গুলয়ন্তি মীনান্ ॥ ৬১ ॥
 আসাং জলাফালন-তৎপরাণাং মুক্তা-ফল-স্পর্দ্ধিষু শীকরেষু ।
 পয়োধরোৎসর্পিষু শীর্ষ্যমাণঃ সংলক্ষ্যতে ন চ্ছিহুরোহপি হারঃ ॥ ৬২ ॥
 আবর্তশোভা নত-নাভিকান্তেৰ্ভঙ্গো ভ্রবাং দ্বন্দ্বচরাঃ স্তনানাম্ ।
 জাতানি রূপাবয়বোপমানানুদূরবর্তীনি বিলাসিনীনাম্ ॥ ৬৩ ॥
 তীরস্থলীবর্হিভিরুৎকলাপৈঃ প্রস্নিগ্ধ-কেকৈরভিনন্দ্যমানম্ ।
 শ্রোত্রেষু সংমূচ্ছতি রক্তমাংসং গীতাহুগং বারিমৃদঙ্গবাতম্ ॥ ৬৪ ॥
 সন্দষ্টবস্ত্রেষ্বলানিতস্বেষ্বিন্দুপ্রকাশান্তরিতোড়ুতুল্যাঃ ।
 অমী জলাপূরিত-সূত্রমার্গা মৌনং ভজন্তে রশনাকলাপাঃ ॥ ৬৫ ॥

অশ্রুতঃ—বারি-বিহারিণীনাম্ (আসাং বালানাং) প্রজ্ঞশিনঃ নিগ্নগায়াঃ শ্রোতসি পারিগ্নবাঃ অমী শিরীষ-প্রসবাবতংসাঃ শৈবাল-লোলান্ মীনান্ হুলয়ন্তি ॥ ৬১ ॥

জলাফালন-তৎপরাণাম্ আসাং (বালানাং) মুক্তাফল-স্পর্দ্ধিষু পয়োধরোৎসর্পিষু শীকরেষু (মধ্যে) শীর্ষ্যমাণঃ হারঃ ছিহুরঃ (স্বয়ং ছিন্নঃ) অপি ন সংলক্ষ্যতে ॥ ৬২ ॥

বিলাসিনীনাং রূপাবয়বোপমানানি অদূরবর্তীনি জাতানি, (পশু) । (কন্তু কিম্ উপমানম্ ?)—নত-নাভি-কান্তেঃ আবর্ত-শোভা, ভ্রবাং ভঙ্গঃ (তরঙ্গঃ), স্তনানাং দ্বন্দ্বচরাঃ ॥ ৬৩ ॥

উৎকলাপৈঃ প্রস্নিগ্ধ-কেকৈঃ তীরস্থলী-বর্হিভিঃ অভিনন্দ্য-মানং রক্তং (শ্রব্যং) গীতাহুগং (গীতাহুসারি) আসাং (স্ত্রীণাং সম্বন্ধি) বারিমৃদঙ্গবাতম্ শ্রোত্রেষু সংমূচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

সন্দষ্ট-বস্ত্রেষু অবলা-নিতম্বেষু (অধিকরণেষু (ইন্দু-প্রকাশান্তরিতোড়ুতুল্যাঃ অমী জলাপূরিত-সূত্রমার্গাঃ (নিশ্চলাঃ) রশনাকলাপাঃ মৌনং ভজন্তে ॥ ৬৫ ॥

অন্তর্ভাষ্য—জল-বিহারিণীগণের কর্ণের অবতংসীকৃত শিরীষ-কুসুম, দেখ দেখ, কর্ণচ্যুত হইয়া, কেমন সুন্দর জলে ভাসিতেছে! আবার ঐ তরঙ্গ-চঞ্চল শিরীষকে শৈবাল মনে করিয়া—শৈবাল-প্রিয় মৎস্যসকল কেমন প্রতারিত হইতেছে! ॥ ৬১ ॥

সলিলে নিয়ত আফালন হেতু, ঐ দেখ, কামিনীগণের

ভবন অযোধ্যাপতি কুশ, সীতাকুমার কুশ, রামের পুত্র কুশ পার্শ্ববর্তিনী চামরধারিণী কিরাতবালাকে, জলকেলিরতা বিস্রম-বসনা পীনোন্নত-পয়োধরা কামিনীগণের অঙ্গ-শোভা, নিপুণ চিত্রকরের চক্ষে দেখিয়া দেখিয়া বুঝাইয়া দিতেন। সরলা কিরাতবালা, মুগ্ধ-নয়নে তরঙ্গিণী সরযুর বক্ষে নৃপতি-প্রদর্শিত সেই তরঙ্গচঞ্চল-রাজহংসীবৎ তরঙ্গিত-কলেবরা রমণীগণের অলঙ্কার দর্শন করিত ॥ ৬৬-৬৮ ॥

মুক্তাহার তাহাদের মুক্তাশ্রু ও স্থল পয়োধরে পতিত জল-ধারার মধ্যে আপনিই ছিন্ন হইতেছে এবং মুক্তাগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে, কিন্তু জলশীকরের সহিত মিশিয়া যাওয়ায় তাহা ঠিক বুঝা যায় না ॥ ৬২ ॥

বিলাসিনীগণের রূপ এবং অবয়ব—ইহাদের সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপমান বস্তুগুলি আজ যেন, দেখ দেখ, উহাদের সম্মিলিত হইয়াছে, কেন না, ঐ দেখ, ঐ জলের আবর্ত উহাদের নাভি-সৌন্দর্যের উপমান, আর ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি উহাদের ভ্রুভঙ্গিমার উপমান এবং ঐ চক্রবাক-মিথুন উহাদের পীন-স্তনশোভার উপমান ॥ ৬৩ ॥

ক্ৰীড়ারত রমণীগণ কর-পল্লবের দ্বারা জলে আঘাত করায় কেমন মৃদঙ্গধ্বনির ত্রায় সুখ-শ্রব্য মধুর-ধ্বনি কর্ণকুহরে সুধাধ্বনি করিতেছে, আর সেই ধ্বনির সহিত তালে তালে উহার কেমন সঙ্গীত করিতেছে। আবার ঐ দেখ, তীরবিহারী শিখণ্ডিসমূহ বর্হতার উন্নয়িত করিয়া—মধুরতর কেকাধ্বনি দ্বারা ঐ অবলা-সঙ্গীতের অভিনন্দন করিতেছে ॥ ৬৪ ॥

ঐ দেখ, জলের শীকর-সিক্ত হইয়া কামিনীকুলের নিতম্বের বসন নিতম্বদেশে একেবারে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। জল লাগিয়া নিতম্ব-লম্বিনী রশনার মধ্যগত সূত্র স্থল হওয়ায়, রশনাদ্বায় আর মধুর রঞ্জন ধ্বনি করিতেছে না এবং জ্যোৎস্না দ্বারা ঐষদাবৃত নক্ষত্রমালার ত্রায় কেমন শোভা পাইতেছে ॥ ৬৫ ॥

এতাঃ করোংপীড়িত-বারিধারা দর্পাৎ সখীভির্বদনেষু সিক্তাঃ ।

বক্রেতরাগৈরলকৈস্তরুণ্যশ্চূর্ণারুণাদ্ বারি-লবান্ বমস্তি ॥ ৬৬ ॥

উৎককেশশ্চ্যুতপত্রলেখো বিগ্নেষি-মুক্তাফল-পত্রবেষ্টেঃ ।

মনোজ্ঞ এব প্রমদামুখানামন্তোবিহারাকুলিতোহপি বেষঃ ॥ ৬৭ ॥

স নৌ-বিমানাদবতীৰ্য্য রেমে বিলোল-হারঃ সহ তাভিরপ-সু ।

স্ফাবলগ্নোদ্ধতপদ্মিনীকঃ করেণুভির্বত্ন ইব দ্বিপেষ্ট্রঃ ॥ ৬৮ ॥

ততো নৃপেণামুগতাঃ দ্বিয়স্তা ত্রাজিফুনা সাতিশয়ং বিরজুঃ ।

প্রাগেব মুক্তা নয়নাভিরামাঃ প্রাপ্যোদ্মনীলং কিমুতোন্নয়ুখম্ ॥ ৬৯ ॥

অর্থঃ—দর্পাৎ (সখীজনং প্রতি) করোংপীড়িত-বারি-ধারাঃ, সখীভিঃ (তথৈব পুনঃ) বদনেষু সিক্তাঃ এতাঃ তরুণ্যঃ বক্রেতরাগৈঃ অলকৈঃ (করণৈঃ) চূর্ণারুণান্ বারিলবান্ বমস্তি ॥ ৬৬ ॥

উৎক-কেশঃ চ্যুতপত্রলেখঃ বিগ্নেষি-মুক্তা-ফল-পত্র-বেষ্টেঃ অন্তো-বিহারাকুলিতঃ অপি প্রমদা-মুখানাং বেষঃ মনোজ্ঞঃ এব ॥ ৬৭ ॥

সঃ (বৃশঃ) নৌবিমানাৎ অবতীৰ্য্য বিলোল-হারঃ (সন্) তাভিঃ সহ, করেণুভিঃ (সহ) স্ফাবলগ্নোদ্ধত-পদ্মিনীকঃ বত্নঃ দ্বিপেষ্ট্রঃ ইব, অসু রেমে ॥ ৬৮ ॥

ততঃ ত্রাজিফুনা (বিলাসোৎকল্লেন) নৃপেণ অনুগতাঃ তাঃ দ্বিয়ঃ সাতিশয়ং বিরজুঃ । প্রাক্ এব মুক্তাঃ নয়নাভি-রামাঃ, উন্নয়ুখম্ ইন্দ্রনীলং প্রাপ্য কিমুত ? (নিতরাম্ অভিরামাঃ—ইতি ভাবঃ) ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থঃ—ঐ দেখ, এক দল তরুণী অপর এক দলের দিকে হাত দিয়া কত তাড়াতাড়ি জল ছিটাইয়া দিতেছে । আবার উহারাও ঐ জল-সেককারিণীদের মুখে কেমন জল ছিটাইতেছে । জলে ভিজিয়া ভিজিয়া ভারি হওয়ায়—ইহাদের কুঞ্চিত-কেশাগ্রভাগ সোজা—সরল হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে কুঙ্কমাদি মিশ্রিত হওয়ায় কেমন স্তম্ভিত জল-রাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে ॥ ৬৬ ॥

ইতিপূর্বে, সূর্য্যবংশীয় অত্র কোন নৃপতির এবংবিধ ক্রীড়াদর্শন বা জল-বিহারাদির কোনরূপ উল্লেখ নাই । তরুণ বৃশ, যিনি সেই কুশাবতীতে, নিশীথ-সময়ে, অকস্মাৎ নিজ্জন-শয়ন-বক্ষে উপনতা অযোধ্যার অধি-দেবতাকে দৃঢ়-হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—“জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দিগের মন নিয়ত পরকলত্রনিমুখ,—এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া, যাঁহা তোমার বক্তব্য বলিতে পার ।”—সেই কুশ,—সুন্দরীলা পতিদেবতা সীতার অগ্নি-পরীক্ষাতে যে রাজ্যের প্রজাপুত্র এক সময়ে আত্মস্থাপন করিতে পারিয়াছিল না,—বলিয়া, সীতারঙ্গ-প্রাণ রামচন্দ্র, যে রাজ্যের সাক্ষাৎ রাজ-লক্ষ্মীকে বনবাস দিয়াছিলেন, তাদৃশ রাজ্যের প্রজানাম, কথোপাধি কুশ, সেই রাম-সীতার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্র কুশ,—তাহার পক্ষে এবংবিধ আমোদ যে কদাচ অসম্ভব

দেখ দেখ, জল-বিহারের আপেক্ষ-বিক্ষেপে প্রমদাগণের কেশদাম আল্লায়িত হইয়া পড়িয়াছে, পত্ররচনা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং মুক্তা-খচিত তাড়ক কোথায় খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে । সলিল-বিহারশ্রমে কামিনীদিগের মুখচ্ছবি—কাস্তি দ্বন্দ্বাকুলিত হইয়াছে, তরুণ, চাহিয়া দেখ, তাহাতে যেন মুখের শোভা বাড়িয়াই গিয়াছে ॥ ৬৭ ॥

চামর-ধারিণী কিরাতীকে এই ভাবে জলবিহারিণী সুন্দরী-দিগের সৌন্দর্য্য দেখাইতে দেখাইতে তন্ময় হইয়া গিয়া, সীতা-কুমার কুশ, নৌকারূপ বিমান হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক, নিজেই তাহাদের সহিত জলবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার কণ্ঠ-লম্বিত হারলতা ছলিতে লাগিল । তদর্শনে মনে হইল, যেন কোন বনমাতঙ্গ স্বরূপে উৎপাটিত পদ্মিনী ধারণ-পূর্ব্বক করিণীগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥

একেই ত ললনারা জলবিহারে একেবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আবার সুন্দরোজ্জল-বপুঃ কুশ গিয়া তাঁহাদের দলে মিশিলেন, ইহাতে বিলাসিনীগণের সৌন্দর্য্য যেন আরও বর্দ্ধিত হইল । কেন না, মুক্তা স্বতই নয়ন-রঞ্জিনী, তাহাতে যদি আবার প্রভাজাল-সমুজ্জল ইন্দ্রনীলমণির সঙ্গক প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার সৌন্দর্য্যের কি আর অবধি থাকে ? ॥ ৬৯ ॥

বর্ণোদকৈঃ কাঞ্চন-শৃঙ্গমূর্ত্তস্তমায়তাক্যঃ প্রণয়াদসিঞ্চন্ ।

তথাগতঃ সোহতিতরাং বভাসে সধাতু-নিব্রুদ ইবাত্রিরাজঃ ॥ ৭০ ॥

ভেনাবরোধ-প্রমদা-সখেন বিগাহমানেন সরিধরাং তাম্ ।

আকাশগঙ্গারতিরপ্-সরোভির্ভতো মরুত্বাননুযাতলীলঃ ॥ ৭১ ॥

যৎ কুস্তম্বোনেরধিগম্য রামঃ কুশায় রাজ্যেন সমং দিদেশ ।

তদস্ম্য জৈত্রোত্তরং বিহর্ত্ত হরজ্ঞাতপাতং সলিলে মমজ্জ ॥ ৭২ ॥

স্নাত্বা যথাকামমসৌ সদারন্তীরোপকার্যাং গতমাত্র এব ।

দিব্যেন শৃংখং বলয়েন বাহুমপোট-নেপথ্যবিধির্দর্শ ॥ ৭৩ ॥

জয়প্রিয়ঃ সংবননং যতস্তদামুক্তপূর্বং গুরুণা চ যস্মাৎ ।

সেহেহস্ম্য ন ভ্রংশমতো ন লোভাৎ স তুল্যাপূষ্পাভরণো হি ধীরঃ ॥ ৭৪ ॥

অর্থঃ ।—তং (কুশম্) আয়তাক্যঃ কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মূর্ত্তৈঃ বর্ণোদকৈঃ প্রণয়ান্ অসিঞ্চন্ । তথাগতঃ (সন্) সঃ (কুশঃ) সধাতুনিব্রুদঃ অত্রিরাজঃ ইব অতিতরাং বভাসে ॥ ৭০ ॥

অবরোধ-প্রমদা-সখেন তাং সরিধরাং বিগাহমানেন তেন (কুশেন) আকাশগঙ্গারতিঃ অপসরোভিঃ বৃতঃ মরুত্বান্ অনুযাতলীলঃ (অভূৎ) ॥ ৭১ ॥

যৎ (আভরণং) রামঃ কুস্তম্বোনেঃ (অগস্ত্যং) অধিগম্য কুশায় রাজ্যেন সমং দিদেশ, সলিলে বিহর্ত্তুঃ অস্ম্য (কুশস্য) তৎ জৈত্রোত্তরং অজ্ঞাতপাতং (সৎ) মমজ্জ ॥ ৭২ ॥

অসৌ (কুশঃ) সদারঃ (সন্) যথাকাম্য স্নাত্বা তীরোপকার্যাং গতমাত্রঃ অপোট-নেপথ্য-বিধিঃ এব দিব্যেন বলয়েন শৃংখং বাহুং দর্শ ॥ ৭৩ ॥

যতঃ তৎ (আভরণং) জয়প্রিয়ঃ সংবননং (বশীকরণং), যস্মাৎ চ গুরুণা (পিত্রা-রামেণ) আমুক্তপূর্বং (ধৃতং), অতঃ স্তত্র ভ্রংশং সঃ ন সেহে । ন (তু) লোভাৎ হি (যস্মাৎ) ধীরঃ সঃ (কুশঃ) তুল্যাপূষ্পাভরণঃ (ভবতি) ॥ ৭৪ ॥

বক্তার্থঃ ।—মহারাজ কুশকে পাইয়া আয়ত-নয়ন বিলাসিনীকুল কাঞ্চন-নির্ম্মিত শৃঙ্গের (পিচকারি) দ্বারা, প্রণয়ানু-স্বদয়ে, কুশের উপর কুসুমাদিরাগ-মিশ্রিত রত্নিন জল সেচন করিতে লাগিল। গৈরিকাদি ধাতুদ্রব্যস্রাবী

হিমালয়ের স্থায়, তখন কুশের নিরতিশয় শোভা জন্মিল ॥ ৭০ ॥

এই ভাবে অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত তটিনী-শ্রেষ্ঠ সরযুতে ব্রশ যখন বিহার করিতেছিলেন, তখন স্বর্গে মন্দাকিনীর জলে অপসরঃপরিবেষ্টিত বিহার-রত দেবরাজ ইন্দ্রের শোভা কুশ কর্তৃক হেন অল্পকৃত হইতেছিল ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি অগস্ত্য রামকে যে জয়দায়ী অলঙ্কার দান করিয়াছিলেন, রাজ্যের সহিত সেই অলঙ্কারও রামচন্দ্র কুশকে দিয়াছিলেন, আজ হঠাৎ সেই সর্বত্র জয়প্রদ আভরণ, এই জল-বিহার-কালে, কুশের অজ্ঞাতসারে কোথায় পড়িয়া গেল ॥ ৭২ ॥

মনের সাধ পূরাইয়া সপত্নীক কুশ জলবিহার করিয়াছেন। তীরে পটমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাজ তাহাতে উঠিয়া বেশবিজ্ঞানাদির পূর্বেই দেখিলেন যে, তাঁহার বাহতে সেই দিব্য আভরণ নাই ॥ ৭৩ ॥

একে ত সেই অগস্ত্য-দত্ত আভরণ বিজয়-লক্ষ্মীর বশীকরণের মোহন-যজ্ঞস্বরূপ, তাহাতে আবার কুশের পরমারাধ্য পিতৃদেব এক সময়ে তাহা স্বয়ং ধারণ করিছেন, স্তত্র তাদৃশ আভরণের বিনাশ কুশের পক্ষে অসম্ভব, নতুবা লোভবশতঃ তাহাতে তাঁহার তত আসক্তি নহে। কেন না, কুশ ও আভরণ—দুই-ই তাঁহার নিকট তুল্যমূল্য ছিল ॥ ৭৪ ॥

প্রশংসনীয় নহে, ইহা মহাকবি অতি কৌশলে ইঙ্গিত করিলেন। তার পর—জলবিহারের পরিণাম-ফল হইল—কুমুদী-নামিকা একটি পরম সুন্দরী নাগকন্তার কুশ কর্তৃক পাণিপীড়ন! ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতি,—মগধ-বিদর্ভ-মিথিলা প্রভৃতি পরম সম্মানিত প্রাচীন রাজ্য-কন্তারা যে রাজ্যের রাজ-মহিষী হইতেন, রাজ্যের মুণ্ডিতা লক্ষী জ্ঞান করিয়া, প্রজামণ্ডলী সজ্জিত্বরে রাহাদেব চরণোদ্দেশে প্রণাম করিত, দেবীর দেবী গীতা, সুদক্ষিণা, ইন্দ্ৰমতী প্রভৃতি যে বংশের কুলবধূ, সেই কংশের

ততঃ সমাজাপয়দাশু সৰ্বানানায়িনস্তদ্বিচয়ে নদীঞ্চান্ ।

বন্ধা-শ্রমাস্তে সরযুং বিগাহ্য তমুচুস্মানমুখ-প্রসাদাঃ ॥ ৭৫ ॥

কৃতঃ প্রযত্নো ন চ দেব ! লকঃ মগ্নঃ পয়স্তাভরণোত্তমঃ তে ।

নাগেন লৌল্যাং কুমুদেন নূনমুপান্তমস্তুর্দবাসিনা তৎ ॥ ৭৬ ॥

ততঃ স কৃতা ধনুরাততজ্যং ধনুর্ধরঃ কোপবিলোহিতাক্ষঃ ।

গারুড়াত্ত তীরগতস্তরস্বী ভূজঙ্গ-নাশায় সমাদদেহস্তম্ ॥ ৭৭ ॥

তস্মিন্ হৃদঃ সংহিতমাত্র এব ক্ষোভাৎ সমাবিক্ত-তরঙ্গ-হস্তঃ ।

রোধাংসি নিয়ন্ত্রবপাত-মগ্নঃ করীব বহুঃ পরুষং ররাস ॥ ৭৮ ॥

অনুব্রত।—ততঃ নদীঞ্চান্ সৰ্বান্ আনায়িনঃ (জালিকান্) তদ্বিচয়ে আশু সমাজাপয়ৎ । তে (আনায়িনঃ) সরযুং বিগাহ্য বন্ধ্যশ্রমাঃ (অপি) অস্মানমুখ-প্রসাদাঃ (সন্তঃ) তং (কুশম্) উচুঃ ॥ ৭৫ ॥

হে দেব ! প্রযত্নঃ কৃতঃ, পয়সি মগ্নঃ তে আভরণোত্তমঃ ন চ লকম্ । (কিন্তু) তৎ (আভরণম্) অস্তুর্দবাসিনা কুমুদেন নাগেন লৌল্যাং উপান্তং—নূনম্ ॥ ৭৬ ॥

ততঃ ধনুর্ধরঃ কোপবিলোহিতাক্ষঃ তরস্বী সঃ (কুশঃ) তীরগতঃ (সন্) ধনুঃ আততজ্যং কৃতা ভূজঙ্গ-নাশায় গারুড়াত্তম্ স্তম্ সমাদদে ॥ ৭৭ ॥

তস্মিন্ (অস্ত্রে) সংহিতমাত্রে এব হৃদঃ ক্ষোভাৎ সমাবিক্ত-তরঙ্গ-হস্তঃ রোধাংসি নিয়ন্ (নিপাতয়ন্) অবপাতমগ্নঃ (গৰ্ভমগ্নঃ) বহুঃ করী ইব পরুষং ররাস ॥ ৭৮ ॥

বজ্রার্থ।—কালবিলম্ব না করিয়া—কুশ নিমজ্জন-নিপুণ (ডুবুরি) বহু জালিককে আনাইয়া আভরণের অধেষণে নিযুক্ত করিলেন । তাহারা জাল ফেলিয়া সমগ্র সরযু

খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কোথাও কোনরূপ সন্ধান পাইল না । তখন তাহারা প্রসন্নবদনে আসিয়া কুশকে কহিল ;— ॥ ৭৫ ॥

“দেব ! আমরা ত প্রাণপণে খুঁজিলাম, কোথাও আপনার আভরণ পাইলাম না । উহা সলিলেই নিমগ্ন হইয়া থাকিবে । আমাদের মনে হয়, হৃদের মধ্যে কুমুদ-নামক যে নাগ বাস করে, সে-ই লোভবশতঃ ঐ উৎকৃষ্ট আভরণ হরণ করিয়াছে” ॥ ৭৬ ॥

তখন প্রবলপ্রতাপ কুশ শরাসনে গুণ সংযুক্ত করিয়া, তাঁরে গমনপূর্বক, উক্ত নাগের বিনাশার্থ গারুড়াস্ত্র যোজন করিলেন ॥ ৭৭ ॥

গারুড়াস্ত্র যোজনাযাত্রাই তরঙ্গরূপ হস্ত সংঘটনপূর্বক হৃদ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল । ঘোর শব্দ করিয়া জল-সংঘাতে তীরভূমি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল । মনে হইল যেন, কোনো বস্তাকরী করিগ্রহণ-গর্ভে পতিত হইয়া শুণ্ডাদণ্ডের আক্ষেপপূর্বক মহা শব্দ করিতেছে ॥ ৭৮ ॥

অবতঃ, রাম-সীতার জ্যেষ্ঠতনয়, মহারাজ কুশ নাগনন্দিনী কুমুদতীর পাণিগ্রহণ করিলেন, অযোধ্যার রাজার পক্ষে, বৈবস্বত-মহুর বংশধরের পক্ষে তাহা যে কতদূর কল্যাণকর হইবে, অচিরেই তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে । কবিকেশরী কালিদাস, চলচ্চিত্রের ছবির মত, পাঠকদিগকে—অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইতেছেন যে, রাম-রাজত্বের পর হইতেই অযোধ্যার মুখ-স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । মহারাজ দিলীপ হইতে রাম পর্যন্ত নৃপতিগণের মধ্যে, যে সমুদয় গুণ, যে সৌন্দর্য্য হৃদয়-সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধ পাইতেছিল, সেই সেই গুণাবলী রামের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটি একটি করিয়া ক্রমে তিরোহিত হইতে বসিয়াছে । অযোধ্যাপতিগণের আকাশচুম্বী বিরাট গৌরবস্তম্ভের গ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাহার গাত্র হইতে এক একখানি ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে ! অচিরেই অযোধ্যাপতি অগ্নিবর্ণের সহিত সে স্তম্ভ ধূলিসাৎ হইবে । মহাকবি কালিদাস অতি সন্তর্পণে এই উত্থান-পতনের জলন্তী মুষ্টি পাঠকগণের নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়ছেন । পাঠকবৃন্দ দেখিতেছেন, মজিতেছেন, কান্দিতেছেন, আর কবির উদ্দেশ্য-ভক্তিতে প্রণয়ন করিতেছেন ॥ ৫৪-৭৮ ॥

তন্মাং সমুদ্রাদিব মথ্যমানাঙ্ঘ্রদন্ত-নক্রাং সহসোন্ময়জ্জ ।

লক্ষ্ম্যাব সার্কিং সুররাজ-বৃক্ষঃ কণ্ঠাং পুরস্কৃত্য ভুজঙ্গরাজঃ ॥ ৭৯ ॥

বিভূষণ-প্রতাপহারহস্তমুপস্থিতং বীক্ষ্য বিশাশ্পতিস্তম্ ।

সৌপর্ণমজ্জং প্রতিসঙ্গহার প্রহেবধনির্বন্ধ-রুষো হি সন্তঃ ॥ ৮০ ॥

ত্রৈলোক্য-নাথ-প্রভবং প্রভাবাং কুশং দ্বিষামকুশমজ্জবিদ্বান্ ।

মানোন্নতেনাপ্যভিবন্দ্য মূর্দ্ধা মূর্দ্ধাভিষিক্তং কুমুদে বভাষে ॥ ৮১ ॥

অবৈমি কার্যাস্তরমামুঘশ্চ বিক্ষোঃ সূতাখ্যামপরাং তনুং স্বাম্ ।

সোহহং কথং নাম তবাচরেয়মারাদনীয়শ্চ ধ্বতেবিধাতম্ ॥ ৮২ ॥

করাভিঘাতোখিতকন্দুকৈয়মালোক্য বালান্তি-কুতূহলেন ।

হ্রদাং পতজ্জ্যোতিরিবাস্তুরিক্ষাদাদন্ত জৈত্রাভরণং তদীয়ম্ ॥ ৮৩ ॥

অনুব্রত ।—মথ্যমানাং সমুদ্রাং ইব উদ্ভূত-নক্রাং
তন্মাং (হ্রদাং), লক্ষ্ম্যাব সার্কিং সুর-রাজ-বৃক্ষঃ (পারিজাততরুঃ)

ইব কণ্ঠাং পুরস্কৃত্য ভুজঙ্গরাজঃ সহসা উন্ময়জ্জ ॥ ৭৯ ॥

বিশাশ্পতিঃ (কুশঃ) বিভূষণ-পত্ন্যপহার-হস্তম্ উপস্থিতং
তং (কুমুদং) বীক্ষ্য সৌপর্ণম্ অত্র প্রতিসংজহার! (তথাহি)—
সন্তঃ প্রহেবধুনির্বন্ধরুষঃ হি (ভবন্তি) ॥ ৮০ ॥

অম্ববিদ্বান্ (গারুড়াস্তরমহিমাভিজ্ঞঃ) কুমুদঃ ত্রৈলোক্য-
নাথ-প্রভবং প্রভাবাং দ্বিষাম্ অকুশং মূর্দ্ধাভিষিক্তং
(রাজানং) কুশং মানোন্নতেন অপি মূর্দ্ধা অভিবন্দ্য
বভাষে ॥ ৮১ ॥

স্বাং কার্যাস্তরমামুঘশ্চ বিক্ষোঃ (রামশ্চ) সূতাখ্যাম্
অপরাং তনুং অবৈমি, সঃ (জানন্) অহম্ আরাধনীয়শ্চ তব
ধ্বতেঃ (প্ৰীতেঃ) বিঘাতং কথং নাম আচরেয়ম্ ॥ ৮২ ॥

করাভিঘাতোখিত-কন্দুকা ইয়ং বাল্য অতিকুতূহলেন
অস্তুরিক্ষাং জ্যোতিঃ (নক্ষত্রং) ইব হ্রদাং পতং তদীয়ং
জৈত্রাভরণম্ আলোক্য আদন্ত ॥ ৮৩ ॥

অনুব্রত ।—হ্রদমধ্যবর্তিনী বৃন্তীরশ্রেণি অত্যন্ত
জ্ঞাত হইয়া পড়িল। মন্থনকালে সমুদ্রের যেমন শোভা
হইয়াছিল, হ্রদের ঠিক তেমনই শোভা জন্মিল এবং
জলমধ্যবাসী কুমুদ নাগ স্বীয় ভগিনী কুমুদতীকে
অগ্রবর্তিনী করিয়া, লক্ষীর সহিত সমাগত পারিজাততরুর

ছায় হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া কুশের সম্মুখে উপস্থিত
হইলেন ॥ ৭৯ ॥

কুমুদের হস্তে সেই মহার্ঘ আভরণ, তিনি প্রত্যাগণের
জন্ত সবিনয়ে সমাগত দেখিয়া, কুশও গারুড়াস্তরের প্রতিসংহার
করিলেন। কেন না, ক্রটি স্বীকার করিলে প্রকৃত বীরের আর
ক্রোধ থাকে না ॥ ৮০ ॥

নাগরাজ কুমুদ ঐ অমোঘ গারুড়াস্তরের প্রভাব পূর্ক
হইতেই জানিতেন, তাই তিনি আপন গর্কোরস্ত মস্তক
অবনত করিয়া, ত্রিলোকপতি রামের আয়ুজ, অগ্নি-
কুলের অকুশস্বরূপ কুশকে বন্দনাপূর্কক করিলেন,— ॥ ৮১ ॥

“দেব! সুরগণের কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত স্তম্ভবান্
বিষ্ণু নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আপনি সেই বিষ্ণুর
পুত্র-প অস্তর মূর্ত্তি। সূতরাং আপনি সর্কজন-পুত্র।
আপনার সন্তোষের প্রতিকূল কার্য্য আমার দ্বারা কদাচ
সম্ভবপর নহে ॥ ৮২ ॥

এই বালিকা কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল।
একবার উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যেমন উপত্রেয়
দিকে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি দেখিতে পাইল যে,
কক্ষ্যুত নক্ষত্রের ছায় হ্রদ হইতে আপনার বিজয়প্রদ
আভরণ পতিত হইতেছে, বালিকা অমনিই উহা কোকু-
হলাক্রান্ত-হ্রদে গ্রহণ করিল ॥ ৮৩ ॥

তদেতদাজাহুবিলসিনা তে জ্যাঘাত-রেখাকিণ-সাহেনেন ।

ভুজেন রক্ষা-পরিবেণ ভূমেরপৈতু যোগং পুনরংসলেন ॥ ৮৪ ॥

ইমাং স্বসারং চ যবীয়সীং মে কুমুদতীং নাইসি ন'হুমন্তম্ ।

আত্মপরাধং হুদতীং চিরায় শুক্রযয়া পাথিব । পাদয়োস্তে ॥ ৮৫ ॥

ইত্যুচিবাহুপহ্রতাভরণঃ ক্ষিতীশং শ্লাঘ্যো ভবান্ স্বজন ইত্যুভাষিতারম্ ।

সংযোজয়াং বিধিবদাস সমেতবন্ধুঃ কস্ত্রাময়েন কুমুদঃ কুলভূষণেন ॥ ৮৬ ॥

তস্তাঃ স্পৃষ্টে মনুজ-পতিনা সাহচর্য্যায় হস্তে মাজ্জলোগাবলয়িনি পুরঃ পাবকস্তোচ্ছিথস্তা ।

দিব্যাস্তুর্য্যধ্বনিক্রদচরদ্ বাশ্চ বানো দিগন্তান্ গঙ্গোদগ্ৰং তদহু ববৃষুঃ পুষ্পমাশ্চর্য্যমেঘাঃ ॥ ৮৭ ॥

ইথং নাগস্ত্রিভুবন-গুরোরোরসং মৈথিলেয়ং লক্। বন্ধুং তমপি চ কুশঃ পঞ্চমং তক্ষকস্তা ।

একঃ শক্যং পিতৃবধিরপে রতজ্জদ্ বৈনতেয়াং শাস্তব্যালামবনিমপরঃ পৌরকাস্তঃ শশাস ॥ ৮৮ ॥

ইতি ষোড়শ: সর্গঃ ।

অনুব্র।—তৎ (তস্যাং) এতৎ (আভরণম্) আজাহু-
বিলসিনা জ্যাঘাত-রেখাকিণলাহেনেন ভূমে: রক্ষা-পরিবেণ
অংসলেন তে ভুজেন পুনঃ যোগম্ উপৈতু ॥ ৮৪ ॥

(একঃ) হে পাথিব ! তে পাদয়ো: চিরায় শুক্রযয়া
আত্মপরাধং হুদতী (পরিহৃতম্ ইচ্ছন্তাম্) ইমাং মে যবীয়সীং
স্বসারং কুমুদতীম্ চ অহুমন্তং ন অহাস ইত্যন (অর্হসি এব) ॥ ৮৫ ॥

ইতি উচিবান্ উপহ্রতভরণঃ কুমুদঃ, “হে কুমুদ ! তবান্
শ্লাঘ্যঃ স্বজনঃ” ইতি অনুভাষতারং ক্ষিতীশং, সমেতবন্ধুঃ
(সন) কস্ত্রাময়েন কুলভূষণেন বিধিবৎ সংযোজয়াম্ আস ॥ ৮৬ ॥

মনুজ-পতিনা (কুশেন) সাহচর্য্যায় মাজ্জলোগাবলয়িনি
তস্তাঃ (কুমুদত্যাঃ) হস্তে উচ্ছ্রিত পাবকস্ত পুরঃ স্পৃষ্টে (সতি)
দিগন্তান্ ব্যাপ্তবানঃ দিব্যঃ তুর্য্যধ্বনিঃ উদচরৎ । তৎ অহু
আশ্চর্য্য-মেঘাঃ গঙ্গোদগ্ৰং পুষ্পং ববৃষুঃ ॥ ৮৭ ॥

ইথং নাগঃ ত্রিভুবন-গুরোঃ (রানস্ত) ওরসং মৈথিলেয়ং
(কুশং) বন্ধুং লক্।, কুশঃ আপচ তক্ষকস্ত পঞ্চমম্ ওরসং তৎ
বন্ধুং লক্।—একঃ (কুমুদঃ) পিতৃবধ-রিপোঃ বৈনতেয়াং
শক্যম্ অত্যজং, অপরঃ (কুশঃ) শাস্তব্যালান্ অবনিম্
(অতএব) পৌরকাস্তঃ (সন) শশাস ॥ ৮৮ ॥

বক্তার্থ।—নরনাথ ! আপনি বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার
বাহু আজাহু-লবিত ও নিয়ত শক্রদলনে ধনুকের
ছিলা আকর্ষণ কারিতে করিতে কিণাক্রিত, অধিক কি,
ধনুজরার রক্ষাকল্পে আপনার বাহু অর্গলপ্রাভিম, এই
আভরণ ঐ বাহুতেই পুনরার পরিহিত হউক ॥ ৮৪ ॥

আর রাজন্ ! আমার কনিষ্ঠা এই কুমুদতী আপনার
সমীপে ঘোর অপরাধিনী হইয়াছে। চিরকাল আপনার
চরণসেবাপূর্ব্বক সেই অপরাধ ঈদৃশ করিতে এই বালিকা
উদ্রত। আপনি ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না ॥ ৮৫ ॥

এই বালয়া কুমুদ সেই অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিলেন।

তখন নৃপাতও কহিলেন—“তোমার ছায় কুটুম্ব আমার
শ্রাবার ভাজন।” তৎপরে আশ্রয়স্বজনগণের সহিত সংমিলিত
হইয়া, কুমুদ, নাগকুলের অলঙ্কারস্বরূপ সেই কস্তাকে,
মহাসমারোহে নৃপতি কুশের হস্তে সম্ভ্রদান করিলেন ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর নাগ-কস্তা কুমুদতীর উর্গাবলয়াবভূবিত হস্ত,
সহধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত মহারাজ কুশ যখন স্পর্শ করিলেন,
তখন দর্শনিক্ পারপূরিত করিয়া স্বর্গীয় বাত্মধ্বনি উল্লিত
হইল। বিশ্বয়জনক মেঘ-সমূহ পরম সৌরভময় কুমুমরাশি
বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৮৭ ॥

এইভাবে, ত্রিলোক-গুরু রামের ওরসে সীতার গর্ভে
সমুৎপন্ন মহারাজ কুশকে আশ্রয়রূপে লাভ করিয়া নাগ
কুমুদ যেমন স্বীয় পিতৃহস্তা দুর্জয় শত্রু গরুড়ের ভয় হইতে
নিষ্কৃতি পাইলেন, মহারাজ কুশও তজ্জপ নাগকুলপতি
তক্ষকের পঞ্চম পুত্র কুমুদকে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া
বন্ধুরা নাগভয়-রহিত হইল এবং তজ্জপ পুরবাসিগণের
অধিকতর প্রীতিভাজন হইয়া পৃথিবী পালন করিতে
লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ

অতিথিং নাম কাকুৎস্থং পুত্রং প্রাপ কুমুদতী । পশ্চিমাদ্ যামিনীযামাং প্রসাদমিব চেতনা ॥ ১ ॥
 স পিতুঃ পিতৃমান্ বংশং মাতৃশ্চানুপমদ্ব্যতিঃ । অপুনাং সবিতেবোভৌ মার্গাবুত্তরদক্ষিণৌ ॥ ২ ॥
 তমাদৌ কুলবিদ্যানামর্থমর্থবিদাংবরঃ । পশ্চাৎ পার্থিবকন্তানাং পাণিমগ্রাহয়ং পিতা ॥ ৩ ॥
 জাত্যন্তেনাভিজাতেন শূরঃ শৌর্য্যবতা কুশঃ অমৃত্যুতৈকমাত্মানমনেকং বশিনা বশী ॥ ৪ ॥
 স কুলোচিতমিত্রস্ত সাহায়কমুপেয়িবান্ জঘান সমরে দৈত্যং দুর্জয়ং তেন চাবধি ॥ ৫ ॥
 তং স্বসা নাগ-রাজস্ত কুমুদস্ত কুমুদতী । অশ্বগাং কুমুদানন্দং শশাঙ্কমিব কোমুদী ॥ ৬ ॥

অব্রহ্ম।—কুমুদতী কাকুৎস্থং অতিথিং নাম মহারাজ কুশ হইতে অতিথি-নামক পুত্র প্রাপ্ত পুত্রং, চেতনা পশ্চিমাং যামিনী-যামাং প্রসাদম্ ইব, হইলেন ॥ ১ ॥
 প্রাপ ॥ ১ ॥

পিতৃমান্—(শুশ্রুকিতঃ)—অনুপমদ্ব্যতিঃ সঃ (অতিথিঃ) সবিতা যেমন উত্তর দক্ষিণ—উত্তর পথই পবিত্র করেন, পিতুঃ মাতৃঃ চ বংশং সবিতা উত্তরদক্ষিণে উভৌ মার্গৌ ইব তদ্রূপ অপ্রতিমকাস্তি শুশ্রুকিত অতিথি পিতা মাতা—
 অপুনাং ॥ ২ ॥ উভয়েরই বংশ পরিপূত করিলেন ॥ ২ ॥

অর্থবিদাং বরঃ পিতা (কুশঃ) তম্ আদৌ কুলবিদ্যানাম্ অর্থম্ অগ্রাহয়ং, পশ্চাৎ পার্থিবকন্তানাং পাণিম্ (অগ্রাহয়ং) ॥ ৩ ॥
 অর্থশাস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য পিতা কুশ প্রথমতঃ পুত্র অতিথিকে আশীর্বাদী, দণ্ডনীতি প্রভৃতি রাজনীতিমূলক কুলবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া পরে, রাজ-কুমারীগণের পাণি-
 পীড়ন করাইলেন ॥ ৩ ॥

জাত্যঃ শূরঃ বশী কুশঃ অভিজাতেন শৌর্য্যবতা বশিনা সমুত্তরবংশ-সম্পন্ন, বীৰ্য্যবান্ ও জিতেশ্রিয় কুশ, সঙ্কশজ, মহাবীর এবং সংযতেশ্রিয় পুত্র অতিথিকে পাইয়া, একাকী হইয়াও আপনাকে অনেক—বহু বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৪ ॥
 তেন (অতিথিনা বরণেন) একম্ আত্মানম্ অনেকম্ সূর্য্যকুলের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে নৃপতি কুশ
 অমৃত্যুত ॥ ৪ ॥ দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য করিতে যাইয়া নামতঃ এবং কাষ্যতঃ

সঃ (কুশঃ) কুলোচিতম্ ইন্দ্রস্ত সাহায়কম্ উপেয়িবান্ (সন্) সমরে দুর্জয়ং (নাম) দৈত্যং জঘান, তেন (দৈত্যেন) দুর্জয়-নামক দৈত্যকে বধ করিলেন বটে, কিন্তু নিজেও
 অবধি (হতঃ) চ ॥ ৫ ॥ তাহার হস্তে নিহত হইলেন ॥ ৫ ॥
 নাগরাজস্ত কুমুদস্ত স্বসা কুমুদতী (কুশপত্নী) কুমুদা-
 নন্দং শশাঙ্কং কোমুদী ইব তং (কুশম্) অশ্বগাং ॥ ৬ ॥

জ্যেষ্ঠঃ।—যেমন কুমুদ-কুলের আনন্দ-দায়ক শশাঙ্কের
 অশ্বগমন করে, তদ্রূপ নাগরাজ কুমুদের ভগিনী কুমুদতীও
 জীবৈঃ বৃদ্ধি যেমন প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়, কুমুদতীও তদ্রূপ
 উহার হৃদয়ানন্দ কুশের অশ্বগমন করিলেন ॥ ৬ ॥

বজ্রার্থ—রজনীর শেষযাম অর্থাৎ শেষ-প্রহর হইতে
 জীবৈঃ বৃদ্ধি যেমন প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়, কুমুদতীও তদ্রূপ
 উহার হৃদয়ানন্দ কুশের অশ্বগমন করিলেন ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—মহারাজ কুশ শৌর্য্যবীৰ্য্যের আদ্যতায় আধার হইয়াও, “দুর্জয়” নামক এক দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া স্বয়ং নিহত হইলেন, তাহাকেও নিহত করিলেন। সীতার পুত্রবধু সাক্ষী কুমুদতী পতির অশ্বগমন করিলেন। বীরের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হইলে, অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, অনন্ত কীৰ্ত্তি জন্মে, যশোজ্যোতিতে উজ্জ্বলোক আলোকিত হয়, কুশেরও তাহাই হইল; সব সত্য, কিন্তু আহবক্ষেত্রে শত্রুসাম্রাজ্যকে প্রাণ-পরিহার সৌরকুলের ইদানীন্তন নৃপতিগণের পক্ষে এই একপ্রকার প্রথম। কেন না—বহু পূর্বে, দিলীপের উদ্ধতন বহুপুরুষে—এক আশ জন রাজা ছাড়া এক্রপ দুর্দৈব আর কাহারও ঘটে নাই। রামের আয়ুজ, জনকের দৌহিত্র, বায়ীকি কর্তৃক কৃত-সংস্কার কুশের এবংবধ পারিণাম অযোধ্যার রাজ-বংশের কিঞ্চিৎ অগৌরবের পরিচায়ক। এই ব্যাপার যে, অযোধ্যার রাজ-বংশের ভবিষ্যৎ সন্ধানের একটা প্রধান চোতক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অযোধ্যার অস্ত্রভেদী গৌরবশ্রেষ্ঠের সমুদ্রত শির যে কি প্রকারে, ক্রমশঃ, লবণ জঙ্ঘর, প্রকপ্ররোহবিভিন্ন সৌধশিরের জায় কীর্ণ ও অলিত হইতেছিল, তাহা মহাকাব্য অতি নিপুণতার সহিত প্রদর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

ভয়োদিবম্পত্তেসীদেকঃ সিংহাসনার্দ্ধভাক্ । দ্বিতীয়াপি সখী শচ্যাঃ পারিজাতাংশভাগিনী ॥ ৭ ॥
 তদাঙ্গ-সম্ভবং রাজ্যে মন্ত্রিবৃদ্ধাঃ সমাদধুঃ । শ্রবন্তঃ পশ্চিমামাজ্ঞাং ভর্ত্তঃ সংগ্রামযায়িনঃ ॥ ৮ ॥
 তে তস্ত কল্পয়ামাসুরভিষেকায় শিল্পিভিঃ । বিমানং নবমুদবেদি চতুঃস্তুভ-প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৯ ॥
 তত্রৈনং হেমকুণ্ডেষু সন্তুতৈস্তীর্থ-বারিভিঃ । উপতস্থুঃ প্রকৃতয়ো ভদ্রপীঠোপবেশিতম্ ॥ ১০ ॥
 নদন্তিঃ স্নিগ্ধ-গম্ভীরং তূৰ্য্যোরাহতপুঙ্করৈঃ । অশ্বমায়ত কল্যাণং তস্তাবিচ্ছিন্ন-সম্ভৃতি ॥ ১১ ॥
 দূর্বাযবাক্কুরপ্লক্ষদ্বগভিন্নপুটোত্তরান্ । জ্ঞাতিবৃদ্ধৈঃ প্রযুক্তান্ স ভেজে নীরাজনা-বিধীন্ ॥ ১২ ॥
 পুরোহিত-পুরোগাংস্তং জিহ্মুং জৈত্রৈরথর্ষভিঃ । উপচক্রমিরে পূর্বমভিষেক্তুং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩ ॥
 তস্তোৎসবমহতী মুর্দ্ধি নিপতন্তী ব্যারোচত । স-শব্দমভিষেক-শ্রীর্গঙ্গেব ত্রিপুরদ্বিষঃ ॥ ১৪ ॥

অঙ্গস্য ।—তয়োঃ (কুশকুমুদভ্যোঃ) (মধ্যে) একঃ
 (কুশঃ) দিবম্পত্তেঃ সিংহাসনার্দ্ধভাক্ আসীৎ । দ্বিতীয়া
 (কুমুদতী) অপি শচ্যাঃ পারিজাতাংশভাগিনী সখী (আসীৎ) ॥ ৭ ॥
 সংগ্রামযায়িনঃ ভর্ত্তুঃ (কুশস্ত) পশ্চিমাম্ (অস্তিমাম্)
 আজ্ঞাং শ্রবন্তঃ মন্ত্রিবৃদ্ধাঃ তদাঙ্গসম্ভবম্ (অতিথিং) রাজ্যে
 সমাদধুঃ ॥ ৮ ॥

তে (মন্ত্রিণঃ) তস্ত অভিষেকায় শিল্পিভিঃ উদ্বেদি চতুঃ-
 স্তুভ-প্রতিষ্ঠিতং নবং বিমানং (মণ্ডপং) কল্পয়ামাসুঃ ॥ ৯ ॥

তত্র (বিমানে) ভদ্রপীঠোপবেশিতম্ এনম্ (অতিথিং)
 হেমকুণ্ডেষু সন্তুতৈঃ তীর্থবারিভিঃ প্রকৃতয়ঃ (মন্ত্রিণঃ)
 উপতস্থুঃ ॥ ১০ ॥

আহত-পুঙ্করৈঃ স্নিগ্ধ-গম্ভীরং নদন্তিঃ তূৰ্য্যোঃ তস্ত (অতিথ্যেঃ)
 অবিচ্ছিন্ন-সম্ভৃতি কল্যাণম্ অশ্বমায়ত ॥ ১১ ॥

সঃ (অতিথিঃ) দূর্বাযবাক্কুরপ্লক্ষদ্বগভিন্নপুটোত্তরান্ জ্ঞাতি-
 বৃদ্ধৈঃ প্রযুক্তান্ নীরাজनावিধীন্ ভেজে ॥ ১২ ॥

পুরোহিতপুরোগাঃ দ্বিজাতয়ঃ জিহ্মুং তং (অতিথিং) জৈত্রৈঃ
 অথর্ষভিঃ (অথর্ষবেদোক্তৈঃ মন্ত্রৈঃ) পূর্বম্ অভিষেক্তুং
 উপচক্রমিরে ॥ ১৩ ॥

তস্ত (অতিথ্যেঃ) মুর্দ্ধি সশব্দং নিপতন্তী ওষমহতী (মহা-
 প্রবাহা) অভিষেকশ্রীঃ (অভিষেকজল-শোভা) ত্রিপুরদ্বিষঃ
 (মুর্দ্ধি নিপতন্তী) গঙ্গা ইব ব্যারোচত ॥ ১৪ ॥

বজ্রার্থ ।—দেহত্যাগের পর, সেই রাজ-দম্পতীর
 একজন—মহারাজ কুশ স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনে
 উপবেশন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, অপরজন—মহিষী
 কুমুদতী ইন্দ্র-প্রিয়া শচীর সহচরী হইয়া দিব্য পারিজাত-কুমুমের
 উপতোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

দৈত্য-যুদ্ধে যাইবার সময়ে, মহারাজ কুশ মন্ত্রিবৃদ্ধদিগকে
 আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন যে, যদি আর না ফিরিয়া
 আসেন, তবে যেন পুত্র অভিধিকে অভিষিক্ত করা হয় ।
 তদনুসারে, তাঁহারা আত্মত্বকে রাজ-সিংহাসনে অধিরোহিত
 করিলেন ॥ ৮ ॥

তখন, বাঁশট বিশিষ্ট কারুকার্য-নিপুণ শিল্পিগণ মন্ত্রি-
 বৃদ্ধের আজ্ঞানুসারে কুমার আত্মত্বের রাজ্যাভিষেকার্থে, সমুচ্চ-
 বোধ সংযুক্ত ও স্তম্ভচতুষ্টয়াশ্রিত নূতন মণ্ডপ নির্মাণ করিল ॥ ৯ ॥

মহারাজ আত্মত্ব গিয়া সেই মণ্ডপ-মধ্যগত “ভদ্রপীঠ”-
 নামক রাজ্যাভিষেকযোগ্য পীঠোপার উপবেশন করিলেন
 এবং প্রবীণ প্রবীণ অমাত্যবর্গ নানা তীর্থ হইতে স্বর্ণকুণ্ডের
 দ্বারা আহৃত পবিত্র বারি তাঁহার অভিষেকার্থ স্থাপন
 করিলেন ॥ ১০ ॥

বান্ধবজ্ঞাদি আহত হইয়া স্নিগ্ধগম্ভীর ধ্বনি দ্বারা নবীন ভূপতি
 আত্মত্বের চিরন্তন ও অব্যাহত কল্যাণ স্মৃচনা করিল ॥ ১১ ॥

রাজ পারবারের বৃদ্ধ জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ দূর্বা, যবাক্কুর, প্লক্ষক
 ও অসম্যগ, বিকসিত পল্লবাদি দ্বারা নবভূপতির আরাট্রিক
 সম্পাদন করিলেন । মহারাজ আত্মত্ব ও অশ্রবনদ্বয়ে সেই
 নীরাজনা গ্রহণ করিলেন ॥ ১২ ॥

পুরোহিতাদি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তখন সেই জয়শীল
 আত্মত্বকে প্রথমতঃ বিজয়দায়ী অথর্ষমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক
 অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন সেই প্রবাহ-শালিনী অভিষেক-জল-সম্ভৃতি কল-
 কল শব্দে আত্মত্বের মস্তকে পড়িতে লাগিল, তাহাতে
 ত্রিপুরাস্তকারী গঙ্গাধরের মস্তকে পতন-শীলা গঙ্গার ঞ্চায়
 শোভা জন্মিল ॥ ১৪ ॥

সুমনসঃ সত্যং তাম্রলক্ষ্যত স বন্দিতঃ । প্রবুদ্ধ ইব পৰ্জ্যস্তঃ সারঙ্গৈরভিনন্দিতঃ ॥ ১৫ ॥
 তস্ত সন্মত্ৰপূতাভিঃ স্নানমন্তিঃ প্রতীচ্ছতঃ । বরুধে বৈদ্যাত্তস্থায়ৈব ষ্টিসেকাদিব দ্যুতিঃ ॥ ১৬ ॥
 স তাবদভিষেকান্তে স্নাতকেভ্যো দদৌ বসু । যাবতৈষাং সমাপ্যোরন্ যজ্ঞাঃ পর্যাপ্তদক্ষিণাঃ ॥ ১৭ ॥
 তে শ্রীতমনসস্তস্মৈ যামাশ্বিমুদৈরয়ন্ । সা তস্ত কৰ্ম্মনির্বৃত্তৈর্দূরং পশ্চাৎকৃত্য ফলৈঃ ॥ ১৮ ॥
 বন্ধচ্ছেদং স বন্ধানাং বধার্হাণামবধ্যতাম্ । ধূর্যাণাঞ্চ ধুরো মোক্ষমদোহকাংশিৎ গবাম্ ॥ ১৯ ॥
 ক্রীড়াপতঙ্গিণোহপ্যস্ত পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ । লব্ধ-মোক্ষাস্তদাদেশাদ যথেষ্টগতয়োহভবন্ ॥ ২০ ॥
 ততঃ কক্ষাস্তরন্তস্তং গজদন্তাসনং শুচি । সোত্তরচ্ছদমধ্যাস্ত নেপথ্যগ্রহণায় সঃ ॥ ২১ ॥
 তং ধূপাশ্ৰান-কেশান্তং তোয়নিগিত্তপাণয়ঃ । আকল্পসাধনৈস্তৈস্তৈরুপসেতুঃ প্রসাধকাঃ ॥ ২২ ॥

অর্থঃ—তাম্র লক্ষণে বান্ধাতঃ সুমনসঃ সঃ হওয়ায় রাজা অতিথির কান্তি নিরতিশয় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত
 (অতিথিঃ) সারঙ্গৈঃ (চাতকৈঃ) অভিনন্দিতঃ প্রবুদ্ধঃ হইল ॥ ১৫ ॥
 পৰ্জ্যস্তঃ ইব অলক্ষ্যত ॥ ১৫ ॥

সন্মত্ৰপূতাভিঃ অস্তিঃ স্নানং প্রতীচ্ছতঃ তস্ত বৃষ্টিসেকাৎ
 বৈদ্যাত্তস্ত অগ্নেঃ ইব দ্যুতিঃ বরুধে ॥ ১৬ ॥

সঃ (অতিথিঃ) অভিষেকান্তে স্নাতকেভ্যঃ (গৃহস্থেভ্যঃ)
 তাবৎ বসু দদৌ, যাবতা এষাং পর্যাপ্তদক্ষিণাঃ যজ্ঞাঃ সমাপ্যে-
 রন্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীতমনসঃ তে (স্নাতকাঃ) তস্মৈ (অতিথয়ে) যাম্ আশ্বিমু-
 উদৈরয়ন্, তস্ত (অতিথিঃ) কৰ্ম্মনির্বৃত্তৈঃ ফলৈঃ সা (আশাঃ)
 কুয় পশ্চাৎ কৃত্য ॥ ১৮ ॥

সঃ (অতিথিঃ) বন্ধানাং বন্ধচ্ছেদং, বধার্হাণাম্ অবধ্যতাং,
 ধূর্যাণাং (বলীবর্দাদীনাং) চ ধুরঃ মোক্ষং, গবাম্ অদোহং চ
 আদিশৎ ॥ ১৯ ॥

পঞ্জরস্থাঃ শুকাদয়ঃ অস্ত (অতিথিঃ) ক্রীড়া-পতঙ্গিণঃ
 স্নানি তদাদেশাৎ লব্ধমোক্ষাঃ (সন্তঃ) যথেষ্ট-গতয়ঃ অভবন্ ॥ ২০ ॥

ততঃ সঃ (অতিথিঃ) নেপথ্য গ্রহণায় কক্ষাস্তর-ন্তস্তং
 শুচি সোত্তরচ্ছদং গজদন্তাসনম্ অধ্যাস্ত ॥ ২১ ॥

তোয়নিগিত্ত-পাণয়ঃ প্রসাধকাঃ ধূপাশ্রানকেশান্তং তম্
 অতিথিঃ) তৈঃ তৈঃ আকল্প-সাধনৈঃ উপসেতুঃ
 অলক্ষ্যতঃ ॥ ২২ ॥

বজ্রার্থঃ—স্তুতিপাঠক বন্দিগণ সেই সময়ে তাঁহাকে
 নন্দন করিতে লাগিল । যেন চাতকগণ কর্তৃক ধারাবধৌমুখ,
 বজ্র-সমুদ্র যেন অভিনন্দিত হইল ॥ ১৫ ॥

বর্ষণ-সিক্ত হইলে যেমন বিদ্যুতের অগ্নির প্রতাজ্জাল বর্জিত
 হইলে, তজপ, প্রশস্ত-মন্ত্র-পরিণত অভিষেক-সঙ্গিলে স্নাত

অভিষেকান্তে রাজা অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে এত অধিক
 ধনরত্ন দান করিলেন যে, তদ্বারা, ঐ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণবৃন্দ সম্পূর্ণ
 দক্ষিণা দিয়া বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ সমাপন করিতে সমর্থ হন ॥ ১৭ ॥

দক্ষিণার প্রাপ্ত্যে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া, তখন ব্রাহ্মণবৃন্দ
 অতিথিকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন । জন্মান্তরীয়
 পুণ্য-প্রভাবে, অতিথি সাম্রাজ্যাদি যে ফল-লাভ করিয়া-
 ছিলেন, সেই ফলের দ্বারা ঐ আশীর্বাদ দূর হইতেই
 প্রতিনিবৃত্ত হইল ॥ ১৮ ॥

নবীন নৃপতির অভিষেক-মহোৎসব হইয়া গিয়াছে, তাই
 গারিদিকেই আনন্দের প্রবাহ ছুটিল । যে সমুদয় অপরাধী
 দারাদণ্ডে দণ্ডিত, তাহাদের কারামোচন, প্রাণদণ্ডের আদেশ-
 প্রাপ্তদিগের বধ-নিবারণ, ভারবাহী পশুগণের ভারমোচন ও
 বৎসগণের পানার্থ দুগ্ধবতী ধেনুদিগের দোহন নিষেধ—অতিথি
 আদেশ করিলেন ॥ ১৯ ॥

অধিক কি, শুক প্রভৃতি যে সমুদয় ক্রীড়া-বিহঙ্গম পক্ষি-
 শালায়—পিজ্জবাবদ্ধ ছিল, তাহাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া
 হইল, এবং যাহার যে দিকে ইচ্ছা, তাহারা চলিয়া গেল ॥ ২০ ॥

তার পর অতিথি রাজভূষণে বিভূষিত হইবার নিমিত্ত
 ওষাদ-মধ্যস্থিত একটি সুরম্য কক্ষে সংস্থাপিত, আন্তরঙ্গ-
 নিমিত্ত অমল-ধবল গজদন্তনির্মিত আসনে উপবেশন
 করিলেন ॥ ২১ ॥

তৎপরে প্রসাধকগণ জলে হস্ত প্রক্ষালনপূর্বক, ধূপ-ধূমের
 দ্বারা রাজার কেশকলাপের অগ্রভাগ বিস্কৃত করিয়া, মনোহর
 গন্ধ-মাল্যাদি রাজ-ভূষণ-যোগ্য বস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে উত্তমরূপে
 সাজাইয়া দিল ॥ ২২ ॥

ভেষ্ম মুক্তাণ্ডগোয়কঃ মৌলিমন্তর্গতব্রজম্ । প্রতাপুঃ পদ্মরাগেণ প্রভামণ্ডলশোভিনা ॥ ২৩ ॥
 চন্দনেনাদ্রাগঞ্চ যুগনাভি-সুগন্ধিনা । সমাপয্য ততশ্চক্ৰুঃ পত্রং বিম্বস্ত-রোচনম্ ॥ ২৪ ॥
 আমুক্তাভরণঃ শ্রী হংস-চিহ্ন-দ্রুতলবান্ । আসীদতিশয়-প্রেক্ষাঃ স রাজা-শ্রী-বধু-বরঃ ॥ ২৫ ॥
 নেপথ্যদর্শিনশ্ছায়া তস্তাদর্শে হিরণ্ময়ে । বিররাজোদিতৈ নূর্যো মেরৌ কল্লতরোরিব ॥ ২৬ ॥
 স রাজককুদ-ব্যগ্র-পাণিভিঃ পার্শ্ববর্ত্তিভিঃ । যযাবুদীরিতালোকঃ সুধর্মানবমাং সভাম্ ॥ ২৭ ॥
 বিতান-সহিতঃ তত্র ভেজে পৈতৃকমাসনম্ । চূড়ামণিভিকদ্দৃষ্টপাদপীঠং মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৮ ॥
 শুশুভে তেন আক্রান্তং মঙ্গলায়তনং মহৎ । শ্রীবৎস-লক্ষণং বন্ধুঃ কৌন্তভেনৈব কৈশবম্ ॥ ২৯ ॥
 বভৌ ভূয়ঃ কুমারতাদাধিরাজ্যমবাপ্য সঃ । রেখাভাবহুপাক্রুতঃ সামগ্র্যমিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৩০ ॥

অনুব্রজ্য—তে (প্রসাধকাঃ) মুক্তাণ্ডগোয়কম্ অন্তর্গত-
 ব্রজম্ অস্ত্র (অতিথিঃ) মৌলিং প্রভামণ্ডলশোভিনা পদ্মরাগেণ
 প্রতাপুঃ ॥ ২৩ ॥

যুগ-নাভি-সুগন্ধিনা চন্দনেন অদ্রাগং সমাপয্য ততঃ
 বিম্বস্তরোচনং পত্রং চক্ৰুঃ চ ॥ ২৪ ॥

আমুক্তাভরণঃ শ্রী হংসচিহ্ন-দ্রুতলবান্ রাজ্য-শ্রী-বধু-বরঃ
 সঃ (অতিথিঃ) অতিশয়-প্রেক্ষাঃ আসীৎ ॥ ২৫ ॥

হিরণ্ময়ে আদর্শে নেপথ্যদর্শিনঃ তস্ত ছায়া উদিতৈ নূর্যো
 মেরৌ কল্লতরোঃ (ছায়া) ইব বিররাজ ॥ ২৬ ॥

(সঃ) রাজ-ককুদ-ব্যগ্র-পাণিভিঃ পার্শ্ববর্ত্তিভিঃ উদীরিতা-
 লোকঃ (সন্) সুধর্মানবমাং (দেব-সভাসদৃশীং) সভাং
 যযৌ ॥ ২৭ ॥

(সঃ) তত্র বিতান-সহিতঃ মহীক্ষিতাং চূড়ামণিভিঃ উদ্দৃষ্ট-
 পাদপীঠং পৈতৃকম্ আসনং ভেজে ॥ ২৮ ॥

তেন চ আক্রান্তং শ্রীবৎসলক্ষণং মহৎ মঙ্গলায়তনং,
 কৌন্তভেন (আক্রান্তং শ্রীবৎসলক্ষণং) কৈশবং বন্ধুঃ ইব,
 শুশুভে ॥ ২৯ ॥

সঃ (অতিথিঃ) কুমারতাদাধিরাজ্যম্ অবাপ্য রেখা-
 ভাবাং সামগ্র্যম্ উপাক্রুতঃ চন্দ্রমাঃ ইব ভূয়ঃ বভৌ ॥ ৩০ ॥

বজ্রার্হা—তার পর তাহার মুক্তাণ্ডগের দ্বারা তাঁহার
 বেশদান চেষ্টা করিয়া বাধিয়া দিল এবং তাহার মধ্যে
 শালা-সন্নিবেশপূর্ব্বক রশ্মিজাল-মণ্ডিত পদ্মরাগমণির দ্বারা
 তাহা খচিত করিল ॥ ২৩ ॥

পরে যুগনাভি মিশ্রিত সুরভি চন্দন-রসে তদীয় অদ্রাগ
 পান করিয়া গোরোচনা প্রভৃতির সহযোগে পত্ররচনা করিয়া
 গেল ॥ ২৪ ॥

সেই সময়ে অচিরলক্ষা রাজ-লক্ষ্মীকপিণী বধুর ববরূপী
 মহারাজ অতিথি উ-রূপ কুমুদ-শ্রু ও আভরণাদি ধারণ
 এবং কলহংস-চিহ্নিত বসন পরিধান করিয়া যৎপরোনাস্তি
 প্রিয়দর্শন হইলেন ॥ ২৫ ॥

কিরূপ বেশভূষা হইল—দেখিবার নিমিত্ত হিরণ্ময় দর্পণের
 সান্নিধ্যে যখন তিনি উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতিবিম্ব
 দর্পণ-গাত্রে পতিত হওয়ায়, উদীয়মান ভাঙ্করে প্রতি-
 বিম্বিত মেরুহিত কল্লতরুর স্থায় তাহা শোভমান
 হইল ॥ ২৬ ॥

অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষগণ ছত্র-চামরাদি রাজ-চিহ্নসমূহ
 ধারণপূর্ব্বক জয়-জয়-শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল এবং
 মহারাজ অতিথি—সর্ব্বতোভাবে দেব-সভার অম্বরূপী
 রাজ-সভায় গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

সভাস্থলে চন্দ্রাতপ-বিমণ্ডিত পৈতৃক সিংহাসনে অতিথি
 অধিরূঢ় হইলেন। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের ঐ সিংহাসনের
 পাদপীঠ অপরাপর রাজস্রগণের কিরীটখচিত রত্নরাজির
 দ্বারা কত না ঘর্ষিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

শ্রীবৎস নামক বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ দ্বারা অলঙ্কৃত সেই
 উৎসব-সভা-রূপ বিশাল মণ্ডল-মণ্ডপে যখন মহারাজ অতিথি
 প্রবেশ করিলেন, ঐ মণ্ডপ, কেশবের শোভিত মণিভূষিত
 শ্রীবৎস-চিহ্নিত বন্ধুঃস্থলের স্থায় শোভা পাইতে
 লাগিল ॥ ২৯ ॥

অতিথি মার-বাজকুমার) ভাব হইতে ক্রমে যৌবরাজ্য
 এবং তার পর—আধিরাজ্য অর্থাৎ পূর্ণ নৃপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া,
 রেখা-ভাব হইতে ক্রমে অর্দ্ধেন্দু ও পরে পূর্ণপ্রাপ্ত চন্দ্রমার
 স্থায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

প্রসন্ন-মুখরাগং জং স্মিতপূর্বাভিভাবিণম্ । মুষ্টিমস্তমমস্তম্ বিখাসমহুজীবিনঃ ॥ ৩১ ॥
 স পুরং পুরুহুতশ্রীঃ কল্পক্রমনিভধ্বজাম্ । ক্রমমাংশচকার জ্ঞানাগেনৈরাবতোজসা ॥ ৩২ ॥
 তশ্চৈকশ্চোচ্ছি-তং ছত্রং মূর্দ্ধি তেনামলম্বিবা । পূর্বরাজবিয়োগৌষণ্যং কুংসস্ত জগতো হ্রতম্ ॥ ৩৩ ॥
 ধূমাংগে: শিখা: পশ্চাদ্ভদ্রাদাংশবো রবে: । সোহতীত্য তেজসাং বৃদ্ধিঃ সমমেবোথিতো গুণৈ: ॥ ৩৪ ॥
 জং প্রীতিবিশদৈর্নৈত্রৈরষ্যু: পৌরযোষিত: । শরংপ্রসন্নৈর্জ্যোতির্ভিবিভাবর্য্য ইব ধ্রুবম্ ॥ ৩৫ ॥
 অযোধ্যাদেবতাশ্চৈনং প্রশস্তায়তনাচ্চিতা: । অম্বুধূরমুখ্যায় সান্নিধ্যৈ: প্রতিমাগতৈ: ॥ ৩৬ ॥
 যাত্নায়তে বেদিরভিবেক-জলাপ্লুতা । তাবদেবাস্ত বেলান্তঃ প্রতাপ: প্রাপ দু:সহ: ॥ ৩৭ ॥

অঙ্কন।—প্রসন্ন-মুখরাগং স্মিতপূর্বাভিভাবিণং তম্ ঐরাবতের তুলা বলশালী, স্মিতরাং সেই মাতঙ্গে আরোহণ (অতিথি) অম্বুজীবিনঃ মুষ্টিমস্তমমস্তম্ ৩১ ॥

পুরুহুত-শ্রী: স: (অতিথি:) কল্পক্রম-নিভধ্বজাং পুরম্ (অযোধ্যা) ঐরাবতোজসা নাগেন ক্রমমাংশ: (সন্) জ্ঞানাগৈ: ৩২ ॥
 তশ্চৈকশ্চোচ্ছি-তং ছত্রং মূর্দ্ধি তেনামলম্বিবা (কিঞ্চ) তেন (ছত্রেণ) কুংসস্ত জগত: পূর্বরাজ-বিয়োগৌষণ্যং (কুশবিরহতাপ:) হ্রতম্ ৩৩ ॥

তম্ একস্ত (অতিথি:) মূর্দ্ধি ছত্রম্ উচ্ছি-তম্ (কিঞ্চ) তেন (ছত্রেণ) কুংসস্ত জগত: পূর্বরাজ-বিয়োগৌষণ্যং (কুশবিরহতাপ:) হ্রতম্ ৩৩ ॥

অয়ে: ধূমাং পশ্চাৎ শিখা:, রবে: উদয়াৎ (পশ্চাৎ) অংশব: (উদ্ভিষ্টভে) । স: (অতিথি:) তেজসাং বৃদ্ধি: (স্বভাবম্) অতীত্য গুণৈ: সমম্ এব উথিত: ৩৪ ॥

পৌর-যোষিত: প্রীতি-বিশদৈ: নৈত্রৈ: তম্ (অতিথি:) শরংপ্রসন্নৈ: জ্যোতির্ভৈ: বিভাবর্য্য: ধ্রুবম্ ইব অম্বু: (অম্বুজগম্) ৩৫ ॥

প্রশস্তায়তনাচ্চিতা: অযোধ্যাদেবতা: চ অম্বুধূরম্ এনম্ (অতিথি:) প্রতিমাগতৈ: সান্নিধ্যৈ: অম্বুধূরম্ (অম্বুজগম্) ৩৬ ॥

অভিবেক-জলাপ্লুতা বেদি: যাবৎ ন আশ্রায়তে (ন শুযতি), তাবৎ এব অস্ত (রাজ:) দু:সহ: প্রতাপ: বেলান্তঃ প্রাপ ৩৭ ॥

অঙ্কন।—তিনি নিরত প্রসন্নবদন ছিলেন ও সতত সম্মিতমুখে, উচ্চ নীচ সকলের সহিত কথা কহিতেন বলিয়া, অম্বুজীবিন্ তঁাহাকে মুষ্টিমান্ বিখাস বলিয়া মনে করিত ৩১ ॥

সম্মিত্তে তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ, রাজ-পুরী তঁাহার কল্পতরুর ত্রায় ধ্বজ-বিশিষ্ট, এবং হস্তী তঁাহার ইন্দ্রের ৩২ ॥

তাৎপর্য্য।—কুশের পর তদানন্তর অতিথি রাজা হইয়াছেন। এই স্থলে কবি কালিদাস, রাজা-রাজ-জ্ঞানের রাজ্যভিষেকের ব্যাপারটা একটু সবিস্তরভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। কোন্ উৎসবের পরে কোন্ উৎসব, কোন্ কার্যের পরে কোন্ কার্য,—ইত্যাদি বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। এখনও ভারতের তথাকথিত “দাবী” বংশভিন্দুদের—“করোদেশ”

ঐরাবতের তুলা বলশালী, স্মিতরাং সেই মাতঙ্গে আরোহণ পূর্বক তিনি যখন বিচরণ করিতেন, তখন অযোধ্যা নগরী ইন্দ্রের অমরাবতীর সমতুল্য বলিয়া মনে হইত ৩২ ॥
 তঁাহার পূর্বতন বৃদ্ধি কুশের বিয়োগে জগৎবাসীর শোক-সস্তাপ ভগ্নিয়াছিল, তঁাহার মন্তকোপরি দ্রুত বিশাল রাজচ্ছত্রের অমল-শীতল প্রভায় সেই সস্তাপ বিদূরিত হইল ৩৩ ॥

অগ্নি হইতে প্রথমে ধূম, পরে শিখা সমুদগত হয় এবং ধূম প্রথমে উদ্ভিত হইয়া পরে কিরণমালায় জগৎ আলোকিত করেন। ইহাই হইল তেজঃপদার্থের প্রকৃতি-সিদ্ধ নিয়ম। কিন্তু অতিথির পক্ষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। তিনি একেবারে সমুদ্র গুণ-গরিমায় বিভূষিত হইয়া অত্যাশ্চর্য হইলেন ৩৪ ॥

পুংকামিনীগণ প্রীতি-প্রসন্ন নয়নে তঁাহাকে অবলোকন করিতে লাগিল, মনে হইল, নিশীথিনী যেন শরতের নির্মল নক্ষত্রাবলীর সহযোগে জ্যোতিমান্ এককে নিরীক্ষণ করিতেছে ৩৫ ॥

রাজধানীর প্রশস্ত প্রশস্ত আয়তন সমূহে যে সকল দেব-দেবীর অর্চনা হইয়া থাকে, তঁাহারা স্ব স্ব প্রতিমার আবির্ভূত হইয়া অম্বুগ্রহাম্পদ মহারাজ ততিথিকে অম্বুগৃহীত করিলেন ৩৬ ॥

অতিথির অভিবেক-জলে আশ্রুত অভিবেক-বেদি ভালো করিয়া শুষ্ক হইতে না হইতেই তদীয় দু:সহ প্রতাপ সমুদ্রের বেলাভূমি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ৩৭ ॥

বশিষ্ঠঃ গুরোঃ শ্রীনাথঃ সায়কান্তঃ ধ্বনিঃ
স ধর্মস্থ-সখঃ শব্দদ্বিপ্রত্যর্থিনাং স্বয়ম্
ততঃ পরমভিব্যক্ত-সৌমনস্য-নিবেদিতৈঃ
প্রজাস্তদগুরুণা নত্বা নভসেব বিবর্দ্ধিতাঃ
যত্নবাচ ন তন্মিথ্যা যদদৌ ন জহায় তৎ
বয়োৰূপবিভূতীনাংমৈককং মদকারণম্

কিং তৎ সাধ্যং যত্নভয়ে সাধয়েয়ূন সঙ্গতাঃ ॥ ৫৮ ॥
দর্শং সংশয়চ্ছেদ্যান ব্যবহারানতল্লিতঃ ॥ ৩৯ ॥
যুযোজ পাকাভিমুখৈর্ভূত্যান্ বিজ্ঞাপনাকলৈঃ ॥ ৪০ ॥
তস্মিন্ভুত ভূয়সীং বৃদ্ধিং নভশ্চে তা ইবাযয়ুঃ ॥ ৪১ ॥
সোহভূদ ভগ্নব্রতঃ শত্রুহরুত্যা প্রতিরোপয়ন্ ॥ ৪২ ॥
তানি তস্মিন্ সমস্তানি ন তস্তোৎসিষিচে মনঃ ॥ ৪৩ ॥

অর্থঃ ।—গুরোঃ বশিষ্ঠস্য বজ্রাঃ, ধ্বনিঃ তস্য (অতিথিঃ)
সায়কাঃ (ইতি) উভয়ে সঙ্গতাঃ (সন্তঃ) যৎ সাধ্যং ন সাধয়েয়ুঃ,
তৎ (সাধ্যং) কিম্ (অস্তি ?) ॥ ৩৮ ॥

ধর্মস্থসখঃ অতল্লিতঃ সঃ (রূপঃ) শব্দং অর্থপ্রত্যর্থিনাং
ক্ষয়চ্ছেদ্যান ব্যবহারান স্বয়ং দর্শং ॥ ৩৯ ॥

ততঃ পরং ভূত্যান্ অভিব্যক্ত-সৌমনস্য-নিবেদিতৈঃ
পাকাভিমুখৈঃ বিজ্ঞাপনাকলৈঃ যুযোজ ॥ ৪০ ॥

প্রজাঃ তদগুরুণা (কুশেন) নভসা (শ্রাবণমাসেন) নত্বা
ইব বিবর্দ্ধিতাঃ, তস্মিন্ তু নভশ্চে (ভাদ্রমাসে) তাঃ (নত্বাঃ)
ইব ভূয়সীং বৃদ্ধিম্ আযয়ুঃ ॥ ৪১ ॥

সঃ (অতিথিঃ) যৎ উবাচ, তৎ ন মিথ্যা (অভূৎ)। যৎ
দদৌ, তৎ ন জহায়। (কিন্তু) শত্রুন্ উদ্ধৃত্য প্রতিরোপয়ন্
(পুনঃ স্থাপয়ন্) ভগ্ন-ব্রতঃ অভূৎ ॥ ৪২ ॥

বয়োৰূপ-বিভূতীনাং (মধ্যে) একৈকং মদ-কারণং
(ভবতি); তানি তস্মিন্ (অতিথৌ) সমস্তানি, (তথাপি)
তস্য মনঃ ন উৎসিষিচে ॥ ৪৩ ॥

বজ্রার্থঃ ।—ত্রিকালদর্শা গুরুদেব বশিষ্ঠের অমোঘ
মন্ত্রশক্তি এবং সেই অপ্রতিরথ ধনুর্ধর অতিথির বাণ—
এতদুভয় মিলিত হইয়া সাধন করিতে না পারে, এমন কার্যই
নাই ॥ ৩৮ ॥

বাদী ও প্রতিবাদীদিগের যে সমুদয় ব্যবহার অর্থাৎ মামলা-
মোকদ্দমা—একটু জটিল সুতরাং অবশ্য নির্ণয়, অতিথি

সচিব-বেষ্টিত হইয়া আসিয়া ত্যাগপূর্বক, সেই সমুদয়
স্বয়ং বিচার করিতেন ॥ ৩৯ ॥

এই প্রকারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যবহার নির্ণয়পূর্বক,
নরনাথ অতিথি, তাঁহার সিদ্ধান্তের ফল, শুক্র অমুজীবীদিগকে
বিজ্ঞাপিত করিতেন। অমুজীবীগণও স্ব স্ব অভিপ্রায়-অনুরূপ
ত্ৰায়সঙ্গত ফলশ্রবণে পরম প্রীত হইত। ব্যবহারশাস্ত্র-সম্মত
সেই ফল যে সর্ববাদি সুখকর হইবে, তাহা রাজার মুখপ্রসাদ
প্রভৃতি বহিষ্কিহের দ্বারা পূর্বকই অনেকটা বুঝা যাইত ॥ ৪০ ॥

প্রজাপুঞ্জ অতিথির পিতা কুশের সময়ে শ্রাবণমাসের
পূর্ণতোয়া তটিনীর ত্রায় শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছিল, সত্য; কিন্তু
অতিথির রাজত্ব তাহারাই ভাদ্রমাসের কুলপ্রাণিনী প্রবাহিণী
ত্রায় অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করিল ॥ ৪১ ॥

অতিথি যাহা বলিতেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইত না বা
যাহা দান করিতেন, তাহা আর গ্রহণ করিতেন না। সর্ববিষয়ে
এই নিয়ম রক্ষিত হইলেও—শত্রুগণের বেলায় ইহার বৈপরীত্য
ঘটিত। কেন না,—তিনি শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটিত
করিয়া আবার স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেন ॥ ৪২ ॥

নবীন বয়ঃক্রম, অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ এবং অপরিমিত
সম্পৎ, ইহার প্রত্যেকটিই মত্ততার প্রধান কারণ সত্য, এবং
এই সমস্তই অতিথিতে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এততেও তাঁহার
উদার হৃদয়ে কখনও কোনরূপ গর্ব বা মত্ততা পরিলক্ষিত
হয় নাই ॥ ৪৩ ॥

প্রায় এই সমস্ত ব্যাপারই অমুষ্টিত হয়। উজ্জয়িনী-ভিলক কালিদাসের সময়ে, ভারতে প্রচুর স্বাধীন নৃপতি অনেক ছিলেন,
কালিদাসের ভাগ্যে, অনেকের অতিথ্যে প্রত্যক্ষীকৃত করিবার সুযোগও ঘটিয়াছিল, তাই ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের ত্রায় এই
ব্যাপারটীও কবি চাক্ষুষ বৃত্তান্তবৎ বর্ণন করিতে পারিয়াছেন ॥ ৮-৩৮ ॥

মহারাজ অতিথি যখন ব্যবহার-দর্শনে ধর্মাদিকরণে বাসিতেন, তখন কতিপয় নিরপেক্ষ, ধর্মভীরু সভ্য লইয়া বিচারবাধ্য
সম্পাদন ও নিশ্চয় করিতেন। বর্তমান কালের জুরপ্রথা অপেক্ষা, উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি অনুসারে তখনও রাজকাব্য—
বিচারকাব্য—নির্বাহিত হইত ॥ ৩৯ ॥

ইথাং জনিতরাগাম্ প্রকৃতিষু বাসরম্ । অক্ষোভ্যঃ স নবোহপ্যাসীদৃঢ়-মূল ইব ক্রমঃ ॥ ৪৪ ॥
 অনিত্যাঃ শত্রবো বাহা বিপ্রকৃষ্টাশ্চ তে যতঃ । অতঃ সোহভ্যাস্তুরান্ নিত্যান্ ষট্ পূর্বমজয়জিগ্মস ॥ ৪৫ ॥
 প্রসাদাভিমুখে তস্মিন্ চপলাপি স্বভাবতঃ । নিকষে হেমরেখব ত্রীরাসীদনপায়িনী ॥ ৪৬ ॥
 কাতর্যাং কেবলা নীতিঃ শৌর্যাং স্থাপদ-চেষ্টিতম্ । অতঃ সিদ্ধিং সমেতাভ্যামুভাভ্যামঘিয়েষ সঃ ॥ ৪৭ ॥
 ন তস্ম মণ্ডলে রাজ্ঞো হস্তপ্রণিধি-দীধিতেঃ । অদৃষ্টমভবৎ কিঞ্চিদ্ ব্যাত্ৰস্তেব বিবস্বতঃ ॥ ৪৮ ॥
 রাত্রিন্দিব-বিভাগেষু যদাদিষ্টং মহীক্ষিতাম্ । তৎ সিবেষে নিয়োগেন স বিকল্প-পরাম্বুখঃ ॥ ৪৯ ॥
 মন্ত্রঃ প্রতিদিনং তস্ম বভূব সহ মন্ত্রিভিঃ । স জাতু সেব্যমানোহপি গুপ্তদ্বারো ন সূচ্যতে ॥ ৫০ ॥

অর্থঃ ।—ইখম্ অম্বাসরং প্রকৃতিষু জনিতরাগাম্ (সতীষু) সঃ নবঃ (রাজা) অপি দৃঢ়মূলং ক্রমঃ ইব অক্ষোভ্যঃ (অপ্রধ্ব্যঃ) আসীৎ ॥ ৪৪ ॥

যতঃ বাহাঃ শত্রবঃ অনিত্যাঃ, তে বিপ্রকৃষ্টাঃ চ, অতঃ সঃ (অতিথিঃ) অভ্যাস্তুরান্ নিত্যান্ ষট্ রিপূন্ পূর্বম্ অজয়ৎ ॥ ৪৫ ॥
 স্বভাবতঃ চপলা অপি ত্রীঃ প্রসাদাভিমুখে তস্মিন্ (মুখে) নিকষে হেম-রেখা ইব অনপায়িনী আসীৎ ॥ ৪৬ ॥

কেবলা নীতিঃ কাতর্যাং, (কেবলং) শৌর্যাং স্থাপদ-চেষ্টিতম্ ।
 অতঃ সঃ (অতিথিঃ) সমেতাভ্যাম্ উভাভ্যাং সিদ্ধিম্ অঘিয়েষ ॥ ৪৭ ॥

হস্ত-প্রণিধি-দীধিতেঃ তস্ম রাজ্ঞঃ ব্যাত্ৰস্ত বিবস্বতঃ ইব মণ্ডলে কিঞ্চিং (অপি) অদৃষ্টং ন অভবৎ ॥ ৪৮ ॥

রাত্রিন্দিববিভাগেষু মহীক্ষিতাং যৎ আদিষ্টং (মহাদিতিঃ),
 তৎ সঃ (রাজা) বিকল্পপরাম্বুখঃ (সন্) নিয়োগেন (নিয়মেন) সিবেষে ॥ ৪৯ ॥

তস্ম (রাজ্ঞঃ) প্রতিদিনং মন্ত্রিভিঃ সহ মন্ত্রঃ (বিচারঃ) বভূব । সেব্যমানঃ অপি সঃ (মন্ত্রঃ) গুপ্তদ্বারঃ (সন্) জাতু ন সূচ্যতে (প্রকাশ্যতে) ॥ ৫০ ॥

বক্তার্থঃ ।—মহারাজ অতিথি যদিও নতন রাজা, তথাপি পূর্বোক্তরূপ ব্যবহারের দ্বারা দিন দিন প্রজাপুঞ্জের এতই অমুরাগভাজন হইয়াছিলেন যে, অচিরকালমধ্যেই বহুমূল বৃক্ষের ছায় একেবারে অপ্রধ্ব্য হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ ॥

বহিঃস্থিত অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নৃপতিগণ অনিত্য ও দূরবর্তী শত্রু, এই কারণে তিনি সর্বাগ্রে আপন অন্তরস্থিত নিত্য শত্রু কামক্রোধাদিকে জয় করিলেন ॥ ৪৫ ॥

লক্ষ্মীর প্রকৃতিই হইল চঞ্চলা, কদাচ এক স্থানে স্থির হইয়া তিনি থাকিতে পারেন না, তবুও কিন্তু নিকষ-পাষণে স্বর্ণ-রেখার ছায় তিনি সেই সদাপ্রসন্নবদন নৃপতিতে স্থির হইয়া রহিলেন ॥ ৪৬ ॥

শৌর্যবর্জিত নীতির আশ্রয়ে নিয়ত রাজ্যাশাসন ভীকৃতার নায়াস্তুরমাত্র, আবার নীতিবর্জিত কেবল শৌর্যের দ্বারা লোক-পীড়নের চেষ্টাও হিংস্র স্থাপদাদির ধর্ম । এই কারণে অতিথি, নীতি ও শৌর্য—উভয়ের সামঞ্জস্য-বিধান-পুরঃসর সিদ্ধিলাভে যত্নবান হইতেন ॥ ৪৭ ॥

গুপ্তচবরূপ রাষ্ট্রজালে তাঁহার সমগ্র রাজ্য এমনই পরিব্যাপ্ত ছিল যে, মেঘাবরণ-বিমুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ছায় ভদ্রীয় রাষ্ট্রমণ্ডলে কোন বিষয়ই কখনো অবিজাত রহিত না ॥ ৪৮ ॥

দিবারাত্র সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া, যে সময়ে রাজার যাহা কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, অতিথি, নিঃসংশয়ে এবং দৃঢ়তার সহিত তাহার অমুষ্ঠান করিতেন ॥ ৪৯ ॥

মহারাজ অতিথি প্রত্যহ অভিসংগোপনে মন্ত্রীদিগের সহিত রাজকার্যের মন্ত্রণা করিতেন । আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা তাহা কাচারও জানিবার উপায় ছিল না । তাই মন্ত্রণামুসারে রাজ-কার্য সম্পন্ন হইলেও, কখনও তাহা প্রকাশ পাইত না ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য ।—মহারাজ অতিথি বিমলপ্রতিভাবলে স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, নিয়ত কূটনীতির আশ্রয়-পূর্বক রাজ্য-শাসন কাতর্যের লক্ষণ, ভীকৃতের চিহ্ন এবং একেবারে নীতিবিরহিত পাশব-বলে রাজ্য-শাসনও হিংস্র-ব্যাভাদির বলহীন-দুগ-পীড়ন-তুলা । রাজ্যের সুশাসন করিতে হইলে—নীতি এবং শৌর্য উভয়ই আবশ্যক । পাশব-বলে কিয়ৎকালের জন্ত রাজ্য-জয় হয় বটে, কিন্তু রাজ্য-বাসীর হৃদয়-জয় হয় না । পাশব-বলে পাণ্ডি-সিংহাসন-লাভ হইলেও, প্রজাবৃন্দের অপার্থিব জয়-সিংহাসন-লাভের সৌভাগ্য অত্যাচারী রাজার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নহে ॥ ৪৭ ॥

পরেষু স্বেষু চ ক্ষিপ্তৈরবিজ্ঞাত-পরস্পরৈঃ । সোহপসর্গৈর্জজ্ঞাগার যথাকালং স্বপন্নপি ॥ ৫১ ॥
 দুর্গাণি দুর্গ্রহাণ্যাসন্ তস্য রোদ্ধ রপি দিবাম্ । ন হি সিংহো গজাঙ্কনী ভয়াদ্ গিরিগুহাশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
 ভবামুখ্যাঃ সমারম্ভাঃ প্রত্যবেক্ষ্যা নিরতয়াঃ । গর্ভ-শালি-সধর্ম্মাণস্তস্য গৃঢ়ং বিপেচিরে ॥ ৫৩ ॥
 অপথেন প্রববৃতে ন জাতুপচিতোহপি সঃ । বৃদ্ধৌ নদীমুখেনৈব প্রস্থানং লবণাস্তসঃ ॥ ৫৪ ॥
 কামং প্রকৃতিবৈরাগ্যং সন্তঃ শময়িতুং ক্ষমঃ । যস্য কার্য্যঃ প্রতীকারঃ স তন্নৈবোদপাদয়ৎ ॥ ৫৫ ॥
 শক্যোহেবাভবদ্ যাত্রা তস্য শক্তিমতঃ সতঃ । সমীরণ সহায়োহপি নাস্তঃপ্রার্থী দবানলঃ ॥ ৫৬ ॥
 ন ধর্ম্মমর্থকামাভ্যাং ববোধে ন চ তেন তৌ । নার্থং কামেন কামং বা সোহর্থেন সদৃশস্ত্রিষু ॥ ৫৭ ॥

অস্বপ্নঃ।—যথাকালং স্বপন্ অপি সঃ (অতিথিঃ) পরেষু স্বেষু চ ক্ষিপ্তৈঃ অবিজ্ঞাত-পরস্পরৈঃ অপসর্গৈঃ জজ্ঞাগার ॥ ৫১ ॥

দিবাং রোদ্ধুঃ তস্য (রাজঃ) দুর্গাণি দুর্গ্রহাণি আসন্ । গজাঙ্কনী সিংহঃ ভয়াং গিরিগুহাশয়ঃ ন হি (ভবতি, কিন্তু ভাবতঃ এব) ॥ ৫২ ॥

ভবামুখ্যাঃ প্রত্যবেক্ষ্যাঃ নিরতয়াঃ গর্ভশালি-সধর্ম্মাণঃ, তস্য (রাজঃ) সমারম্ভাঃ গৃঢ়ং বিপেচিরে ॥ ৫৩ ॥

সঃ (অতিথিঃ) উপচিতঃ অপি জাতু অপথেন ন প্রববৃতে । (তথাহি),—লবণাস্তসঃ (লবণসমুদ্রস্য) বৃদ্ধৌ (সত্যাং) নদীমুখেনৈব প্রস্থানম্ (ভবতি) ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃতিবৈরাগ্যং সন্তঃ কামং শময়িতুং ক্ষমঃ সঃ (রাজা), যস্য প্রতীকারঃ কার্য্যঃ, তৎ বৈরাগ্যং ন এব উদপাদয়ৎ ॥ ৫৫ ॥

শক্তিমতঃ সতঃ তস্য (রাজঃ) শক্যো এব যাত্রা অববৎ । (তথাহি) ;—সমীরণ-সহায়ঃ অপি দবানলঃ অস্তঃ প্রার্থী ন (ভবতি) ॥ ৫৬ ॥

সঃ (রাজা) অর্থকামাভ্যাং ধর্ম্মং ন ববোধে, তেন (ধর্ম্মেণ) তৌ (অর্থকামৌ) চ ন (ববোধে), অর্থং কামেন, কামং বা অর্থেন ন (ববোধে), (কিন্তু) ত্রিষু (ধর্ম্মার্থকামেষু) সদৃশঃ (অতঃ) ॥ ৫৭ ॥

বজ্রাখ্য।—মহারাজ অতিথি যদিও যথাসময়ে নিদ্রিত হইতেন, কিন্তু কি শত্রু কি মিত্র—সর্ব্বত্র পরস্পরের অজ্ঞাত-সারে চর নিযুক্ত থাকায় মনে হইত, তিনি যেন সর্ব্বদা আগিয়াই আছেন ॥ ৫১ ॥

অতিথি স্বয়ং শত্রুগণের অবরোধক ছিলেন, সত্য, কিন্তু তাঁহার দুর্গসমূহ শত্রু কর্তৃক অবরোধের অতীত ছিল। রাজ-দক্ষিণসার, এই প্রকার দুর্গাদি নির্মাণ করিতে হয়, তাই

তিনি করিয়াছিলেন। নতুন ভয় হেতু উহা নির্মিত হয় নাই। কেন না, মাতঙ্গগণের পরাজয়কারী সিংহের প্রকৃতিই হইল—পরিতকন্দরে শয়ন করা, তাহার ভয়ে তথায় গমন করে না ॥ ৫২ ॥

অতিথি একমাত্র রাজ্যের হিতোদ্দেশ্যেই তৃত্যাকৃত্য বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া যাইতেন। তাই তাঁহার সকল কার্য্যই সাফল্যে মণ্ডিত হইত। যে সমুদয় শালিধাতু, নিজের কাণ্ডমধ্যেই পাকিয়া থাকে, তাঁহার বর্ষও ভজপ তিনই জানিতেন,—অপরে জানিতে পাইত না। তাই সম্পূর্ণ অপ্রকাশভাবে তদীয় বর্ষ সুফল প্রসব করিত ॥ ৫৩ ॥

তাঁহার সমুদ্রের অন্ত ছিল না। কিন্তু কখনও তিনি অপথে-কুপথে যাইতেন না। লবণ-সাগর উদেল হইলে—নদীর মুখেই তাঁহার গতি অর্থাৎ শান্তি হয়, অন্তপথে নহে ॥ ৫৪ ॥

তাঁহার এমন ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল, যদ্বারা প্রজাবৃন্দের বিরাগের প্রশমন তিনি অবোধে করিতে পারিতেন। তবুও কিন্তু যাহার প্রতীকার করিতে হইবে, এমন প্রজা-বিরাগ তিনি আদৌ জন্মিতে দিতেন না ॥ ৫৫ ॥

অতিথি অসীম বলশালী হইলেও তাঁহা হইতে হীনবল শত্রুর বিরুদ্ধেই তিনি অভিযান করিতেন। কেন না, সমীরণ যতই সহায় থাকুক না, দাবানল কিন্তু দহন করিবার জন্য কাষ্ঠাদিই অধেষণ করে, ভলের অধেষণ বরে না ॥ ৫৬ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিই তাঁহার দ্বারা সমান ভাবে সোচিত হইত। বদাচ তিনি অর্থ ও কামের দ্বারা ধর্ম্মের, ধর্ম্মদ্বারা অর্থ ও কামের এবং কামদ্বারা অর্থের বা অর্থদ্বারা কামের বশীভূত হইতেন না ॥ ৫৭ ॥

হীন-অল্পপৰ্ভুণি প্রবুদ্ধানি বিকূৰ্বতে । তেন মধ্যম-শক্তানি মিত্রাণি স্থাপিতান্ততঃ ॥ ৫৮ ॥
 পর-অনোঃ পরিচ্ছিত্ত শক্ত্যাদীনাং বলাবলম্ । যযাবেভির্বিচিষ্টশ্চেৎ পরস্বাদান্ত সোহত্থা ॥ ৫৯ ॥
 কোশেনাশ্রয়ণীয়ত্বমিৎ তস্তার্থসংগ্রহঃ । অমুগৰ্ভো হি জীমূত্শ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে ॥ ৬০ ॥
 পরকৰ্ম্মাপহঃ সোহভূতুততঃ শ্বেষু কৰ্ম্মসু । আবুগোদাঅনোরক্ষং রক্ষে যু প্রহরন্ রিপূন্ ॥ ৬১ ॥
 পিত্রা সংবদ্ধিতো নিত্যং কৃত্যঃ সাম্পরায়িকঃ । তস্ত দণ্ডবতো দণ্ডঃ স্বদেহান্ন ব্যশিষ্যত ॥ ৬২ ॥
 সর্পশ্চ শিরোরত্নং নাস্ত শক্তিত্রয়ং পরঃ । ন চকৰ্ধ পরস্বাৎ তদয়স্কান্ত ইবায়সম্ ॥ ৬৩ ॥
 বাপীষিব শ্রবন্তীষু বনেষুপবনেষিব । সার্থাঃ শ্বৈরং স্বকীয়েষু চেরুবেশ্বাশ্বিবাশ্রিষু ॥ ৬৪ ॥
 তপো রক্ষন্ স বিস্লেভ্যন্তস্করেভ্যশ্চ সম্পদঃ । যথাস্বমাত্রমৈচ্চাক্রে বর্ণৈরপি বড়ংশভাক্ ॥ ৬৫ ॥

অস্বস্ব।—মিত্রাণি হীনানি (সস্তি) অল্পপৰ্ভুণি (ভবন্তি), প্রবুদ্ধানি (সস্তি) বিকূৰ্বতে। অতঃ তেন (রাজা) মিত্রাণি মধ্যম-শক্তানি (যথা, তথা) স্থাপিতানি ॥ ৫৮ ॥

সঃ (অতিথিঃ) পরাস্বনোঃ শক্ত্যাদীনাং বলাবলং পরিচ্ছিত্ত এভিঃ পরস্বাৎ বলিষ্ঠঃ চেৎ, যযৌ, অত্থা (দুর্কলঃ চেৎ) আস্ত (অতিষ্ঠৎ) ॥ ৫৯ ॥

কোশেন আশ্রয়ণীয়ঃ (ভবতি), ইতি (হেতোঃ) তস্ত (রাজঃ) অর্থসংগ্রহঃ। (তথাহি),—অমুগৰ্ভঃ জীমূতঃ হি চাতকৈঃ অভিনন্দ্যতে ॥ ৬০ ॥

সঃ (রাজা) পরকৰ্ম্মাপহঃ (সন্) শ্বেষু কৰ্ম্মসু উত্ততঃ অভূৎ । রিপূন্ রক্ষে যু প্রহরন্ আয়নঃ রক্ষ ম্ আবুগোৎ ॥ ৬১ ॥

দণ্ডবতঃ তস্ত (রাজঃ) পিত্রা (কুশেন) নিত্যং সংবদ্ধিতঃ কৃত্যঃ সাম্পরায়িকঃ দণ্ডঃ (সৈন্তং) স্বদেহাৎ ন ব্যশিষ্যত ॥ ৬২ ॥

সর্পশ্চ শিরোরত্নম্ ইব অস্ত (রাজঃ) শক্তিত্রয়ং পরঃ ন চকৰ্ধ। (সঃ) (তু) পরস্বাৎ তৎ (শক্তিত্রয়ম্) অয়স্কান্তঃ আয়সম্ ইব (চকৰ্ধ) ॥ ৬৩ ॥

শ্রবন্তীষু (নদীষু) বাপীষু ইব, বনেষু উপবনেষু ইব, অশ্রিষু স্বকীয়েষু বেষ্মসু ইব সার্থাঃ (বণিকুপ্রভৃতয়ঃ) শ্বৈরং চেরুঃ ॥ ৬৪ ॥

বিস্লেভ্যঃ তপঃ রক্ষন্, তস্করেভ্যঃ সম্পদঃ চ (রক্ষন্) সঃ (রাজা) আশ্রমৈঃ বর্ণৈঃ অপি যথাস্বং বড়ংশভাক্ চক্রে ॥ ৬৫ ॥

বক্তব্য।—মিত্রপক্ষ একান্ত হীনদশাগ্রস্ত হইলে কোন উপকার হয় না, আবার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইলেও আর মিত্র থাকে না,—কর্তৃত্ব করিতে চায়, তাই বিজ্ঞ অতিথি, মিত্রগণ যাহাতে অতিক্রীণ বা অতিপ্রবল হইয়া না পড়ায়, তাহারই ব্যবস্থা করিতেন ॥ ৫৮ ॥

অভিধান করিবার পূর্বে, আত্ম-বল ও পর-বলের

ন্যুনাধিকতা সর্বাগ্রে তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতেন; যদি আপনাকে শত্রু অপেক্ষা সর্বাংশে বলবন্তর বলিয়া মনে করিতেন, তবেই যুদ্ধযাত্রা করিতেন, নতুবা যেমন আছেন, তেমনই থাকিতেন ॥ ৫৯ ॥

ধনাগারে ধন সঞ্চিত থাকিলে,—সবলবেই আশ্রয় দেওয়া চলে, তাই তিনি ধনসম্বন্ধে তৎপর ছিলেন, লোভ বশতঃ সঞ্চয় করিতেন না। যে মেঘের জল থাকে, চাতকগণ তাহাকেই শ্রবন্তীতি করে, জলহীন মেঘেব ত্রিঙ্গীমায়ও চাতক যায় না ॥ ৬০ ॥

অতিথি সর্কদাই আপনার কর্তব্যকার্যে অবহিত থাকিয়া শত্রুর কার্য পণ্ড করিতেন এবং আপনার সর্কপ্রকার ফ্রটি-বিচ্যুতির সমাধান করিয়া, রক্ষ পাইতেই শত্রুকে আঘাত করিতেন ॥ ৬১ ॥

মহারাজ কুশ সর্কপ্রযত্নে যে সমুদয় যুদ্ধবিশারদ, সুশিক্ষিত সৈন্তের পোষণ করিতেন, অতিথি সেই সৈন্ত-দিগকে স্বীয় দেহ হইতে পৃথক্ মনে করিতেন না ॥ ৬২ ॥

কণীর শিরোমণির জায় তদীয় শক্তি শত্রুপক্ষের ধ্বংসাযোগ্য ছিল বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং, অয়স্কান্ত মণি যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ শত্রুপক্ষীয় শক্তি আকর্ষণ করিয়া লইতেন ॥ ৬৩ ॥

ঊাহার অধিকারে বণিকুপ্রভৃতির নদীসমূহে গৃহ-দীর্ঘিকার জায়, বন-সমূহে উপবনের জায় এবং পর্বতসমূহে স্ব স্ব গৃহের জায় যথেষ্ট বিচরণ করিত। কোথাও কোন বাধা ছিল না ॥ ৬৪ ॥

রাক্ষসাদির উপদ্রব হইতে আশ্রমবাসী মুনিদিগের তপোব্রহ্মা এবং তস্কর হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সম্পদরক্ষা করায়, তিনি রাজস্বের জায় বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মেরও বড়ংশভাগী ছিলেন ॥ ৬৫ ॥

খনিভিঃ সূর্যবে রত্নং ক্ষেত্রৈঃ শস্ত্রং বনৈর্গজান্ । দিশেষ বেতনং তশ্চৈব রক্ষা-সদৃশমেব ভূঃ ॥ ৬৬ ॥
 স গুণানাং বলানাং চ যজ্ঞাং যথার্থ-বিক্রমঃ । বভূব বিনিয়োগজঃ সাধনীয়েষু বস্তৃষু ॥ ৬৭ ॥
 ইতি ত্রযাং প্রযুক্তানাং রাজনীতিং চতুর্বিধাম্ । আ তীর্থাৎপ্রতীঘাতং স তস্তাঃ ফলমানশে ॥ ৬৮ ॥
 কূট-যুদ্ধ-বিধিজেহপি তস্মিন্ সম্মার্গবোধিনি । ভেজেহভিসারিকাবৃন্তিং জয়ত্রীবীরগামিনী ॥ ৬৯ ॥
 প্রায়ঃ প্রতাপভয়বাদরীণাং তস্তা হ্রলভঃ । রণে গন্ধদ্বিপশ্চৈব গন্ধভিন্নাত্ম-দন্তিনঃ ॥ ৭০ ॥
 প্রবুদ্ধো হীয়তে চক্ষুঃ সমুদ্রোহপি তথাবিধঃ । স তু তৎ-সমবুদ্ধিচন চাতুর্ভাবিব ক্ষয়ী ॥ ৭১ ॥
 সন্তস্তান্তিগমনাদন্ত্যর্থং মহতঃ কৃশাঃ । উদধেরিব জীমূতাঃ প্রাপূর্নাতৃক্ষমথিনঃ ॥ ৭২ ॥

অনুব্রূঃ ।—ভূঃ তৈশ্চ (রাজ্যে) রক্ষা-সদৃশম্ এবং বেতনং দদেশ । (কথম্) ?—(সা ভূঃ) খনিভিঃ রত্নং সূর্যবে, ক্ষেত্রৈঃ । (সূর্যবে), বনৈঃ গজান্ (সূর্যবে) ॥ ৬৬ ॥

যথার্থ-বিক্রমঃ সঃ (রাজা) যজ্ঞাং গুণানাং বলানাং চ । (খনীয়েষু বস্তৃষু বিনিয়োগজঃ বভূব ॥ ৬৭ ॥

ইতি চতুর্বিধাং রাজ-নীতিং ত্রযাং প্রযুক্তানাং সঃ (রাজা) । তীর্থাৎ তস্তাঃ (নীতিঃ) ফলম্ অপ্ৰতীঘাতং (যথা তথা) । নশে ॥ ৬৮ ॥

কূট-যুদ্ধ-বিধিজে আপ সম্মার্গবোধাম তাস্মিন্ (অতিথো) বীরগামিনী জয়ত্রীঃ অভিসারিকাবৃন্তিং ভেজে ॥ ৬৯ ॥

অরীণাং প্রতাপভয়ত্বাৎ তস্তা (রাজ্যঃ) গন্ধভিন্নাত্মদন্তিনঃ গন্ধদ্বিপশ্চ ইব প্রায়ঃ রণঃ হ্রলভঃ (আসীৎ) ॥ ৭০ ॥

প্রবুদ্ধো (সত্যং) চক্ষুঃ হীয়তে, সমুদ্রঃ অপি তথাবিধঃ, সঃ (রাজা) তু তৎ-সম-বুদ্ধিঃ চ অতুং, তো ইব ক্ষয়ী ন (অতুং) ॥ ৭১ ॥

অন্ত্যর্থং কৃশাঃ অধিনঃ সন্তঃ (বিধাতঃ) মহতঃ তস্তা (রাজ্যঃ) অভিগমনাৎ উদধেঃ (অভিগমনাৎ) জীমূতাঃ ইব দাতৃহং প্রাপুঃ ॥ ৭২ ॥

হইতে শস্ত্ররাশি ও অরণ্য হইতে মাতঙ্গসমূহের অর্পণ করিয়া, রক্ষাকর্তা অধিরাজ অতিথিকে, রক্ষার অল্পরূপ বেতন-প্রতিদান করিত ॥ ৬৬ ॥

মহারাজ অতিথি স্বয়ং দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের জায় অতুল্য-বিক্রম ছিলেন। রাজ্যের শাসনে ও পরিরক্ষণে এবং পরিবর্দ্ধনে,—সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি ও সৈন্ত, ভৃত্য প্রভৃতি—যড়বিধ জ্ঞান রাজার পক্ষে জাত থাকা এবং

কোথায় কোন্ সময়ে কোনটির প্রয়োগ করিতে হইবে,— তাহা বিশেষরূপে বিদিত থাকা, প্রধান ও গুণ্যম কর্তব্য; অতিথি সে সমস্তই জানিতেন এবং তদ্বারা রাজনীতি-বিশারদ রাজার কর্তব্য অতি উত্তমরূপে সম্পাদন করিতেন ॥ ৬৭ ॥

এইপ্রকারে পর্য্যায়ক্রমে চতুর্বিধ রাজনীতির প্রয়োগ-পূর্বক, অতিথি রাজাদি ষষ্ঠাদশ বিষয় পর্য্যন্ত, সেই রাজ-নীতির সম্পূর্ণ ফলাভ করিতেন ॥ ৬৮ ॥

তাহার রাজনীতি-সম্মত কূট-দ্বির এবং তদনুসারে কূট-দ্বি নৈপুণ্যের অভাব ছিল না। তবুও কিছু তিনি খনো ধর্ম-বিগর্হিত-প্রথায় যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন না; এই কারণেই বীরামুরাগিনী বিজয়-লক্ষ্মী, অভিসারিকার জায় গিয়া তাহার ভজনা করিতেন ॥ ৬৯ ॥

তাহার অশঙ্ক-প্রতাপ-প্রভাবে প্রায় সমস্ত শত্রুই শক্তহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাই, যুদ্ধাদি ভেদন বড় এতটা তাঁহাকে র করিতেই হইত না। গন্ধপ্রধান গন্ধরাজের প্রকৃত মদগন্ধে যেমন দূর হইতেই অজ্ঞান করী পলারন র, তাহার প্রতাপের সম্মুখে শত্রুও তজপ করিত ॥ ৭০ ॥

চক্ষু এবং সমুদ্র উভয়েরই সম্পূর্ণ বুদ্ধিলাভের পর ক্রমে আবার ক্ষীণতা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু অতিথির সর্ব্বাংশে সমভাবে বুদ্ধিই হইতেছিল, অথচ চক্ষু ও সাগরের মত, কোন দিন তিনি ক্ষয় প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭১ ॥

জলহীন মেঘ সাগরের নিকটে গিয়া জল-গ্রহণপূর্বক অল্প বর্ষণে ধরণীকে শীতল করে,মহারাজ অতিথির নিকটেও দীনদরিদ্র সরস্বতীর সেবকগণ উপস্থিত হইয়া এতটী ধন লাভ করিতেন যে, তদ্বারা তাহার প্রচুর দান-খ্যান করিতে পারিতেন ॥ ৭২ ॥

স্তূয়মানঃ স জিত্বায় স্তুতামেব সমাচরন্ । তথাপি ববুধে তস্ম তৎকারিষ্মেযিণো যশঃ ॥ ৭৩ ॥
 ছুরিতং দর্শনেন স্নংস্তদ্বার্থেন হৃদংস্তমঃ । প্রজাঃ স্বতন্ত্রাধিক্রে শশ্বৎ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৭৪ ॥
 ইন্দোরগতয়ঃ পদ্মে সূর্য্যাস্ত কুমুদেহংশবঃ । গুণাঙ্কস্ত বিগম্বেহপি গুণিনো লেভিরেহন্তরম্ ॥ ৭৫ ॥
 পরাভিসম্ভানপরং যত্নপ্যাস্ত বিচেষ্টিতম্ জিগীষোরশ্বমেধায় ধর্ম্যমেব বভূব তৎ ॥ ৭৬ ॥
 এবমুতন্ প্রভাবেণ শাস্ত্রনিদিষ্টবর্জনা । দেব দেবো দেবানাং রাজাং রাজা বভূব সঃ ॥ ৭৭ ॥
 পঞ্চমং লোকপালানামূচুঃ সাধর্ম্যযোগতঃ । ভূতানাং মহতাং বর্ষমষ্টমং কুলভূতাম্ ॥ ৭৮ ॥
 দূরাপবজ্জিতচ্ছত্রৈস্ত্যাজাং শাসনাপিতাম্ । দধুঃ শিরোভিভূপালা দেবাঃ পৌরন্দরীমিব ॥ ৭৯ ॥

অর্থঃ ।—সঃ (রাজা) স্তুতাম্ এব সমাচরন্ স্তূয়মানঃ (সন্) জিত্বায়; তথাপি তৎ-কারি-ষ্মেযিণঃ তস্ম যশঃ ববুধে ॥ ৭৩ ॥

(সঃ রাজা) উদিতঃ সূর্য্যঃ ইব দর্শনেন ছুরিতং স্নং (দূরীকৃত্ব) স্তদ্বার্থেন তমঃ হৃদন্ শশ্বৎ প্রজাঃ স্বতন্ত্রাধিক্রে ॥ ৭৪ ॥

ইন্দোঃ অংশবঃ পদ্মে অগতয়ঃ, সূর্য্যাস্ত (অংশবঃ) কুমুদে (অগতয়ঃ), গুণিনঃ তস্ম গুণাঃ (তু) বিপক্ষে অপি অন্তরং লেভিরে ॥ ৭৫ ॥

অশ্বমেধায় জিগীষোঃ অস্ত বিচেষ্টিতং যত্নপি পরাভি-সম্ভান-পরং, (তথাপি) তৎ ধর্ম্যম্ এব বভূব ॥ ৭৬ ॥

এবং শাস্ত্রনিদিষ্টবর্জনা প্রভাবেণ উত্থান সঃ (রাজা), বুধা দেবানাং দেবঃ ইব (দেব-দেবঃ ইব) রাজাং রাজা (রাজ-রাজঃ) বভূব ॥ ৭৭ ॥

(তৎ রাজনং) সাধর্ম্য-যোগতঃ লোকপালানাং পঞ্চমং, মহতাং ভূতানাং বর্ষং কুলভূতাম্ অষ্টমম্ উচুঃ (জনাঃ) ॥ ৭৮ ॥

ভূপালাঃ শাসনাপিতাং তস্ম আজাং, দেবাঃ পৌরন্দরীম্ (আজাম্) ইব, দূরাপবজ্জিতচ্ছত্রৈঃ শিরোভিঃ দধুঃ ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গার্থঃ—প্রশংসার যোগ্য সমস্ত কাব্যই তিনি করিতেন বটে, অথচ কেহ তাঁহার প্রশংসা করিলে তিনি লজ্জায় মরিয়া যাইতেন ও সেই তাবকদিগের প্রতি অতিশয় ঘোব প্রকাশ করিতেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই সকলের দ্বারা উত্তরোত্তর তাঁহার যশ বর্দ্ধিতই হইত ॥ ৭৩ ॥

আকাশে সমুদিত সবিভূদেবের যেমন দর্শনে পাপক্ষয় ও অন্তঃকালে নিখিল ভীমির দূরীভূত হয়, তদ্রূপ সেই অভূদয়-শালী মহারাজ অতিথির দর্শনেই প্রজাকুলের সকল দুঃখদৈন্ত

দূর হইত এবং তাঁহার সুব্যবস্থাপুণে সবলের সকল দোষ, ক্রটি চলিয়া যাইত। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বীয় প্রজাপুঞ্জকে সর্বাংশে এক নুতনভাবে, নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া-ছিলেন ॥ ৭৪ ॥

কমলদলে ইন্দুর কৌমুদী যাইতে পারে না বা কুমুদদলে সূর্য্যাস্ত স্থান পায় না। কিন্তু অশেষ-গুণশালী অতিথির গুণ-গরিমার এমনই মহিমা ছিল যে, অতিবড় শত্রুও তাহাতে আকৃষ্ট হইত ॥ ৭৫ ॥

যদিও যুদ্ধবিগ্রহাদির দ্বারা সেই বিজয়নিপু কৃপতি শত্রু-পক্ষ রাজত্বগণের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন, কিন্তু সে সমস্তই তাঁহার অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম্মহূলক কার্যের উত্ত, বিলাসের জন্ত আদৌ নহে ॥ ৭৬ ॥

এইপ্রকারে শাস্ত্রানুগত পথে চলিয়া অতিথি অশেষ শ্রীবুদ্ধির ভাজন হইলেন এবং ত্রমে, ইন্দ্রে যেমন স্বর্গে দেবরাজ, তিনিও তদ্রূপ মর্ত্তে রাজ-রাজ অধিরাজ হইয়া উঠিলেন ॥ ৭৭ ॥

লোকায়ক্ষা, পরোপকার ও পৃথিবী-পালন—এই ত্রিবিধ কর্ম্মে অতিথির নৈপুণ্যতিশয় দর্শনে, জন-সাধারণ, তাঁহাকে, যথাক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপাল চতুষ্টয়ের পঞ্চম, পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতের ষষ্ঠ ও মহেঞ্জাদি কুল-পর্কত-গণের অষ্টম বলিত ॥ ৭৮ ॥

দেবতারায় যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের শাসন নত-মন্তকে গ্রহণ বয়েন, তদ্রূপ অতিথি পাত্রযোগে কোনো আদেশ প্রেরণ করিলে, ভূপালগণ দূর হইতেই, রাভচ্ছত্র অবনমিত করিয়া অবনতশিরে সেই আদেশালিপি মন্তকে ধারণ করি-তেন ॥ ৭৯ ॥

ঋষিভঃ স তথানর্চ দক্ষিণাভিমহাক্রতো । যথা সাধারণীভূতং নামাস্য ধনদস্য চ ॥ ৮০ ॥
ইন্দ্রাদৃষ্টিনিয়মিতগদোজেকবৃত্তির্মোহভূদ যাদোনাথঃ শিবজল-পথঃ কৰ্ম্মণে নৌচরণাম্ ।
পূৰ্ব্বাপেক্ষী তদনু বিদধে কোষবৃদ্ধিং কুবেরস্তস্মিন্ দণ্ডোপনতচরিতং ভেজিরে লোকপালাঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি সপ্তদশঃ সর্গঃ ।

অশ্বত্থা ।—সঃ (রাজা) মহাক্রতো ঋষিভঃ দক্ষিণাভিঃ
তথা আনর্চ, যথা অশ্ব (রাজঃ) ধনদস্য চ নাম সাধারণীভূতম্
(আসীৎ) ॥ ৮০ ॥

ইন্দ্রাৎ বৃষ্টিঃ অভূৎ, যমঃ নিয়মিত-গদোজেকবৃত্তিঃ (অভূৎ),
যাদোনাথঃ (বরুণঃ) নৌচরণং কৰ্ম্মণে শিবজলপথঃ (অভূৎ),
তদনু পূৰ্ব্বাপেক্ষী (রঘুরামাদি-মহিমাভিজ্ঞঃ) কুবেরঃ কোষ-
বৃদ্ধিং বিদধে । (ইৎ) লোকপালাঃ তস্মিন্ (রাজ্যে বিষয়ে)
দণ্ডোপনত চরিতং ভেজিরে ॥ ৮১ ॥

অশ্বত্থা ।—অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপনপূর্বক, মহারাজ
অতিথি, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে এত প্রচুর অর্থ দক্ষিণাদানাদি-
ব্যাপদেশে অর্পণ করিয়াছিলেন যে,—স্বর্গের ধনপতি কুবেরের
সমকক্ষ বলিয়া মর্ত্যের নরপতি অতিথির নাম লোকমুখে
কীর্তিত হইত ॥ ৮০ ॥

তাহার রাজত্বকালে কোনদিকে কোনরূপ অভাব,
অভিযোগ বা বিদ্‌ম্বলা ছিল না । পৰ্জ্জন্তদেব প্রচুর বারিবর্ষণ
করিতেন, কৃভাস্ত স্বয়ং মহারানী প্রভৃতি লোবনাশক রোগ
জন্মিতে দিতেন না, নৌকাবাহীদিগের গমনাগমনের সুবিধার
জন্ত সরিৎপতি সমস্ত সরিতেই প্রচুর জল প্রবাহিত করিতেন,
আর রাম, দশরথ, অজ্ঞ, রঘু প্রভৃতি পূর্বরাজগণের মাহাত্ম্য
জানিতেন বলিয়া কুবের অতিথির ধনাগার—নানা ধনরত্নে
পরিপূর্ণ করিতেন । এই প্রকারে সর্ব্বাংশে সর্ব্বতোভাবে
পরিপূষ্টি প্রাপ্ত হইয়া তিনি অপ্রতিম-প্রভাবে রাজ-সিংহাসনে
প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপরাপর লোক-পালগণ সতত
আশ্রিতের হ্রায় সেই আশ্রয়দাতা অতিথির সহিত ব্যবহার
করিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥

তাৎপর্য্য ।—এই সর্গে কালিদাস অতিথির গুণগরিমাদির বর্ণনায় একটু অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন । দিলীপ
হইতে কুশ পর্য্যন্ত কাহারও সম্বন্ধে এত কথা কবি বলেন নাই । কুশের চিত্তের পর, পাঠকদিগকে কবি বোধ হয়, উচ্চতর
আর একখানি আলেখ্য দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন ॥ ৮১ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

স নৈষধস্ত্যর্থপতে: স্তুতায়ামুৎপাদয়ামাস নিষিক্ষশক্র: ।
 অনুনসারং নিষধান্নগেস্ত্রাং পুত্রং যমাহুনিষধাখ্যমেব ॥ ১ ॥
 তেনোরুবীৰ্য্যেণ পিতা প্রজ্ঞায়ৈ কল্লিষ্যমাণেন ননন্দ যুনা ।
 স্তবৃষ্টিযোগাদিব জীবলোক: শস্তেন সম্পত্তি-ফলোন্মুখেন ॥ ২ ॥
 শব্দাদি নির্বিণ্ডু স্তুং চির'য় তস্মিন্ প্রতিষ্ঠাপিত-রাজশব্দ: ।
 কৌমুদতেয়: কুমুদাবদাতৈতদ্ব্যমজ্জিতাং কৰ্ম্মভিরাকুরোহ ॥ ৩ ॥
 পৌত্র: কুশস্ত্যপি কুশেশয়াক্ষ: সসাগরাং সাগরধীরচেতা: ।
 একাতপত্রাং ভুবমেকবীর: পুরাগলাদীর্ঘভূজো বুভোজ ॥ ৪ ॥
 তস্ত্যানলোজাস্তনয়স্তদন্তে বংশজিয়ং প্রাপ নলাভিধান: ।
 যো নডুলানীব গজ: পরেবাং বলাশ্চমৃদনান্নলিনাভবস্ত: ॥ ৫ ॥

অষ্টাদঃ—নিষিক্ষ-শক্র: স: (অতিথি:) নৈষধস্ত্যর্থপতে: স্তুতায়াম্ নিষধাং নগেস্ত্রাং (তন্মায়ক-পৰ্কতাং) অনুনসারং পুত্রম্ উৎপাদয়ামাস, যং (পুত্রং) নিষধাখ্যম্ এব আহ: ॥ ১ ॥

উরুবীৰ্য্যেণ প্রজ্ঞায়ৈ কল্লিষ্যমাণেন তেন যুনা পিতা (অতিথি:, স্তবৃষ্টিযোগাং সম্পাত্তফলোন্মুখেন শস্তেন জীবলোক: ইব ননন্দ ॥ ২ ॥

কৌমুদতেয়: (অতিথি:) শব্দাদি স্তুং চিরায় তস্মিন্ নিষধাখ্যে পুত্রে) প্রতিষ্ঠাপিত-রাজ-শব্দ: (সন্) কুমুদাবদাতৈ: কৰ্ম্মভি: অজ্জিতাং তাম্ আকুরোহ ॥ ৩ ॥

কুশেশয়াক্ষ: সাগরধীর-চেতা: একবীর: পুরাগলাদীর্ঘভূজ: কুশস্ত পৌত্র: (নিষধ:) আপ সসাগরাম্ একাতপত্রাং ভুবং বুভোজ ॥ ৪ ॥

অনলোজা: নলাভিধান: তস্ত (নিষধস্ত) তনয়: তদন্তে বংশজিয়ং প্রাপ । নলিনাভবস্ত: য: (নল:) গজ: নডুলানি ইব পরেবাং বলাশ্চ অমৃদনাং ॥ ৫ ॥

অষ্টাদঃ—শক্রদমন মহারাজ অতিথি নিষধদেশাধি-পতি রাজা অৰ্ণবপতির কণা বীর মহাবীর গর্ভে

নিষধ-নামক পৰ্কততুল্য দৃঢ়কায়, নিষধনামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১ ॥

পরমপরাক্রান্ত পুত্র নিষধ যৌবনে পদার্পণ করিলে, তাদৃশ উপযুক্ত পুত্রের দ্বারা উত্তরকালে প্রজাপুঞ্জের অশেষ মঙ্গল হইবে ভাবিয়া, পিতা অতিথি, যথাকালে বর্ষণদ্বারা শস্তরাজি ফলোন্মুখ হইলে জীবলোক যেমন আনন্দিত হয়, তদ্রূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২ ॥

শব্দস্পর্শরূপরসাদি সৰ্কপ্রকার বিষয়স্তুং সন্তোগপূৰ্কক, কুমুদভী-তনয় অতিথি, পুত্র নিষধকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা-পিত করিয়া, কুমুদের দ্বায় নির্মল অৰ্ণবেখাদি যন্তের অল্পুতান করিয়া, তদর্জ্জিত স্বর্গলোকে আরোহণ করিলেন ॥ ৩ ॥

কমলাক্ষ, সাগরবৎ প্রশান্ত-প্রকৃতি, নগরতোরণদ্বারের অর্গলের দ্বায় বিশাল-বাহু, অপ্রতির্য্থ বীর, কুশের পৌত্র নিষধ, সসাগরা একাতপত্রা পৃথিবীর পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

অনলের দ্বায় তেজস্বী, কমল-বদন, নিষধাখ্য নল, মাতঙ্গ যেমন নলবহুল স্থান বিমর্দিত করে, তদ্রূপ শক্রবল বিমর্দিত করিতেন । পিতা নিষধের দেহান্তে তিনিই রাজ-লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

নভঃচরৈর্গীতযশাঃ স লেভে নভস্তল-শ্রামভয়ং তনুজম্ ।
 খ্যাভং নভঃশব্দময়েন নান্না কান্তং নভোমাসমিব প্রজানাম্ ॥ ৬ ॥
 তস্মৈ বিম্বজ্যোন্তরকোসলানাং ধর্মোন্তরন্তং প্রভবে প্রভূষম্ ।
 যুগৈরজর্যায় জরসোপদিষ্টমদেহবন্ধায় পুনর্ববন্ধ ॥ ৭ ॥
 তেন দ্বিপানামিব পুণ্ডরীকো রাজ্জামজযোহজনি পুণ্ডরীকঃ ।
 শাস্তে পিতর্যাস্ততপুণ্ডরীকা যং পুণ্ডরীকাক্মমিব জিতা ত্রীঃ ॥ ৮ ॥
 স ক্ষেমধনানমমোঘধবা পুত্রং প্রজাক্ষেম-বিধানদক্ষম্ ।
 ক্ষ্মাং লভয়িষ্য। ক্ষময়োপপন্নং বনে তপঃ কাস্ততরশ্চচার ॥ ৯ ॥
 অনীকিনীনাং সমরেহপ্রবায়ী তস্তাপি দেব-প্রতিমঃ স্মৃতোহভূৎ ।
 ব্যাক্রয়তানীকপদাবসানং দেবাদি নাম ত্রিদিবেহপি যন্ত ॥ ১০ ॥
 পিতা সমারাদন-তৎপরেণ পুত্রেন পুত্রী স যথৈব তেন ।
 পুত্রস্তথৈবাভ্রবৎসলেন স তেন পিত্রা পিতৃমান্ বভূব ॥ ১১ ॥

অনুব্রতঃ—নভঃচরৈঃ গীতযশাঃ সঃ (নলঃ) নভস্তল-
 শ্রামভয়ং নভঃশব্দময়েন নান্না খ্যাভং নভোমাসম্ ইব
 প্রজানাং কান্তং তনুজং লেভে ॥ ৬ ॥

ধর্মোন্তরঃ (সঃ নলঃ) প্রভবে তস্মৈ (নভসে) উত্তর-
 কোসলানাং তৎ প্রভূতং বিম্বজ্য জরসা উপদিষ্টং যুগৈঃ অজর্যায়
 (সদতং) পুনঃ অদেহবন্ধায় ববন্ধ ॥ ৭ ॥

তেন দ্বিপানাং পুণ্ডরীকঃ ইব রাজ্জাঃ অজযাঃ পুণ্ডরীকঃ
 (তলাখ্যঃ পুত্রঃ) অজনি। পিতরি শাস্তে (সতি) আন্তত-
 পুণ্ডরীকা ত্রীঃ যং (পুণ্ডরীকং) পুণ্ডরীকাক্মম্ ইব জিতা ॥ ৮ ॥

অমোঘধবা সঃ (পুণ্ডরীকঃ) প্রজাক্ষেমবিধানদক্ষং ক্ষময়া
 উপপন্নং ক্ষেমধনানং নাম পুত্রং ক্ষ্মাং লভয়িষ্য। কাস্ততরঃ (সন্)
 বনে তপঃ চচার ॥ ৯ ॥

তস্ত (ক্ষেমধনঃ) অপি সমরে অনীকিনীনাং অগ্রবায়ী
 দেবপ্রতিমঃ স্মৃতঃ অভূৎ। অনীকপদাবসানং দেবাদি
 যন্ত নাম (দেবানীকঃ হীত) ত্রিদিবে অপি ব্যক্রয়ত ॥ ১০ ॥

সঃ পিতা সমারাদন-তৎপরেণ তেন পুত্রেন যথা এব পুত্রী
 বভূব, তথা এব সঃ পুত্রঃ (দেবানীকঃ) আভ্রবৎসলেন তেন
 পিত্রা পিতৃমান্ (বভূব) ॥ ১১ ॥

অনুব্রতঃ—মহারাজ নল “নভঃ” নামে এক পুত্র লাভ
 করিলেন। নভোবস্তা সিদ্ধ-গন্ধর্ভগণ সেই যশস্বী নভের যশোগান
 করিতেন। ঠাহার দেহ নভঃস্থলের জায় নয়নতপণ নীলবর্ণ
 ছিল। জীবলোকের কমলীয় প্রাবণমাসের জায় সেই মতোনাবা
 এক-পুত্র প্রকৃতিপুত্রের নিত্য অতিরি পাত্র ছিলেন ॥ ৬ ॥

পরমধার্মিক মহারাজ নল, জরা আগতপ্রায় দেখিয়া, সেই
 প্রভাবশালী পুত্রকে অযোধ্যারাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত
 করিয়া, দুঃখময় সংসারে আর বাহাতে আসিতে না
 হয়,—তজ্জন্ত, বনগমনপূর্বক যুগকুলের সহিত মিলিত
 হইলেন ॥ ৭ ॥

গজ-কুলের মধ্যে পুণ্ডরীক-নামক দিগ্গজ প্রধান।
 নরপতি নভঃ সেই পুণ্ডরীকবৎ সামর্থ্যশালী—পুণ্ডরীকনামে
 এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। অতঃপর নৃপতিদিগের অজের
 সেই যুবরাজ পুণ্ডরীককে, পিতার দেহমুক্তির পর, যেতকমল-
 ধারিণী লক্ষ্মী, পুণ্ডরীকাক্ষের জায় বরণ করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই অব্যর্থগন্ধান পুণ্ডরীক, প্রজাবুদ্ধের সর্ববিধ মঙ্গল-
 বিধানে সমর্থ, ক্ষমাত্বগুণে বিভূষিত, ক্ষেমধন-নামক
 আত্মজকে ধরণীর আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়া, নিত্য ক্ষম-
 পূর্ণহৃদয়ে অরণ্যে গিয়া তপস্তায় আত্মনিরোগ করিলেন ॥ ৯ ॥

রাজা ক্ষেমধর পুত্রের নাম দেবানীক। যুদ্ধক্ষেত্রে
 তিনি বাহিনীর সত্তত অগ্রগামী ছিলেন, আকারও ঠাহার
 সাক্ষ্য দেবতার জায় ছিল। সেই মহাপ্রভাব রাজপুত্র
 দেবানীকের খ্যাতি দেবলোকে পর্যন্ত কীৰ্ত্তিত হইত ॥ ১০ ॥

সেই গিহসেবাপরায়ণ পুত্র দেবানীকের দ্বারা পিতা ক্ষেম-
 ধবা যেমন প্রকৃত পুত্রবান্ হইয়াছিলেন, তজ্জন সেই পরব
 পুত্রবৎসল পিতার দ্বারা দেবানীকও প্রকৃত পিতৃমান্
 হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

পূর্বভ্রমোরাশ্রমমে চিরোঢ়ামাশ্রোভবে বর্ণচতুষ্টয়স্ত ।
 ধুরং নিধায়ৈকনিধিশৃগানং জগাম যজ্ঞা যজ্ঞমানলোকম্ ॥ ১২ ॥
 বশী সূতস্তস্ত বশংবদহাং শ্বেষামিবাসীদ্ দ্বিষতামপীঠঃ ।
 সক্রুদ্বিবিগ্নানপি হি ত্রযুক্তং মাধুর্য্যমীষ্টে হরিগান গ্রহীতুম্ ॥ ১৩ ॥
 অহীনগুর্নাম স গাং সমগ্রামহীনবাহু-জ্রবিণঃ শশাস ।
 যো হীন-সংসর্গপরাশ্রুত্বাদ্ যুবাণ্যনর্থৈর্ধ্যাসনৈবহীনঃ ॥ ১৪ ॥
 গুরোঃ স চানন্তরমন্তরজঃ পুংসাং পুমানাত্ত ইবাবতর্গঃ ।
 উপক্রমৈরশ্বলিতৈশ্চতুর্ভিশ্চতুর্দিশীশ্চতুরো বভূব ॥ ১৫ ॥
 তস্মিন্ প্রয়াতে পরলোক-যাত্রাং জেতর্য্যারীণাং তনয়ং তদীয়ম্ ।
 উচৈঃ-শিরস্ত্যজ্জিত-পারিযাত্রং লক্ষ্মীঃ সিমেষে কিল পারিষাত্রম্ ॥ ১৬ ॥
 তস্তাভবং সূহৃদদারশীলঃ শিলঃ শিলাপটু-বিশাল-বক্ষাঃ ।
 জিতারিপক্ষোহপি শিলীমুখৈঃ শালীনতামব্রজদীড়্যমানঃ ॥ ১৭ ॥

অনুব্রজ ।—শৃগানং একনিধিঃ যজ্ঞা তয়োঃ পূর্বঃ (পিতা) আশ্রমমে আশ্রোভবে (দেবানীকে) চিরোঢ়াং বর্ণচতুষ্টয়স্ত ধুরং নিধায় যজ্ঞমানলোকং (স্বর্গং) জগাম ॥ ১২ ॥
 তস্ত (দেবানীকস্ত) বশী সূতঃ বশংবদহাং শ্বেষাম্ ইব দ্বিষতাম্ অপি ইষ্টৈঃ আসীৎ । (তথাহি)—প্রযুক্তং মাধুর্য্যং সক্রুদ্ বিবিগ্নান্ অপি হরিগান গ্রহীতুম্ ইষ্টে ॥ ১৩ ॥
 অহীনবাহুজ্রবিণঃ হীনসংসর্গপরাশ্রুত্বাদ্ যুবা অপি অনর্থৈঃ ব্যাসনৈঃ বিহীনঃ যঃ অহীনশ্চঃ নাম (পূর্বোক্তঃ দেবানীকস্ততঃ) সমগ্রাং গাং শশাস ॥ ১৪ ॥

পুংসাম্ অন্তরজঃ চতুরঃ সঃ (অহীনশ্চঃ) চ গুরোঃ (পিতুঃ) অনন্তরম্ অবতর্গঃ আত্মঃ পুমান্ (বিষ্ণুঃ) ইব অশ্বলিতৈঃ চতুর্ভিঃ উপক্রমৈঃ (সামান্যপাঠৈঃ) চতুর্দিশীশঃ বভূব ॥ ১৫ ॥
 অরীণাং জেতরি তস্মিন্ (অহীনগৌ) পরলোকযাত্রাং প্রয়াতে (সতি), উচৈঃশিরস্ত্যং জিত-পারিযাত্রং পারিযাত্রং (স্বয়ং) তদীয়ং তনয়ং লক্ষ্মীঃ সিমেষে কিল ॥ ১৬ ॥
 তস্ত (পারিষাত্রস্ত) উদারশীলঃ, শিলাপটু-বিশাল-বক্ষাঃ শিলঃ (নাম) সূহৃদঃ অভবৎ । যঃ শিলীমুখৈঃ জিতারিপক্ষঃ অপি দীড়্যমানঃ (সন্) শালীনতাম্ অব্রজৎ ॥ ১৭ ॥

বক্ষাথ ।—সেই পিতাপুত্রের মধ্যে পরমবায়িক পিতৃ-ক্লেম্বে বহুকাল যাবৎ অক্লান্তভাবে বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতিপালন ও সন্তরূপ করিয়া, এক্ষণে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক অক্ষয় লোকে প্রস্থান করিলেন ॥ ১২ ॥

অহীনশ্চ নামে দেবানীকের পুত্র পরম জিতেজির ছিলেন

বিনয়াদিশৃগের মাহাছ্যে তিনি স্বপক্ষ-বিপক্ষ উভয়েরই একান্ত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মাধুর্য্যের এমনই গুণ যে, তাহার প্রয়োগে, একবার যে ভয় পাইয়াছে, এমন হরিণকেও বশীভূত করা যায় ॥ ১৩ ॥

অহীনশ্চ—কর্মের দ্বারাও যথার্থই অহীনশ্চ অর্থাৎ অহীন-প্রকাশ ছিলেন। কি বাহবল, কি হৃদয়ের বল—দুই-ই তাঁহার অহীন অর্থাৎ সর্বপ্রকারে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। হীন-সংসর্গের ত্রিসীমাতেও তিনি যাইতেন না। এই সব কারণে যুবা পুরুষ হইলেও তিনি সর্ববিধ অনর্থ ও ব্যাসনের অতীত থাকিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানবান্ অহীনশ্চ—লোকের হৃদয়গুণিত সহজেই জানিতে ও বুঝিতে পারিতেন। ভূতলে অবতীর্ণ আদিপুরুষ বিষ্ণুর স্তায় তিনি, পিতা দেবানীকের তিরোধানের পর, সামদান-ভেদ-দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায়ের সাহায্যে চতুর্দিকের আধিপত্য লাভ করিলেন ॥ ১৫ ॥

তার পর শত্রুকুলজেতা অহীনশ্চ স্বর্গযাত্রা করিলে, স্বীয় সমুন্নত অর্থাৎ সম্মান-সমুন্নত মন্তক দ্বারা যিনি পারিষাত্র-নামক কুলপর্বতকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই পারিষাত্র নামধেয় অহীনশ্চ-তনয়কে রাজ-লক্ষ্মী বরণ করিলেন ॥ ১৬ ॥

পারিষাত্রের পুত্রের নাম ছিল শিল। তাঁহার অত্যন্ত সংস্কার ও বক্ষঃশূল শিলাপটুর স্তায় বিশাল ছিল। তিনি বাণ দ্বারা অধিল অসিরকুল বিজয় করিতেন, কিন্তু কেহ প্রশংসা করিলে বায়-পর-নাই লজ্জিত হইতেন ॥ ১৭ ॥

তমাং-সম্পন্নমনিদিতায়া কৃষা যুবান যুবরাজমেব ।
 সুখানি সৌভৃক্ত সুখোপরোধি বৃত্তং হি রাজ্যমুপরুদ্ধবৃত্তম্ ॥ ১৮ ॥
 তং রাগবন্ধিহিতুমেব ভোগেষু সৌভাগ্য-বিশেষ-ভোগ্যম্ ।
 বিলাসিনীনামরতিকমপি জরা বৃথা মৎসরিণী জহার ॥ ১৯ ॥
 উন্নাত ইত্যুদগতনামধেয়স্তস্তাযথার্থোন্নতনাভিরুদ্ধঃ - ।
 ততোহভবৎ পঙ্কজনাভকল্পঃ কুৎসস্ত নাভির্নৃপমণ্ডলস্ত ॥ ২০ ॥
 ততঃ পরং বজ্রধরপ্রভাবস্তদাত্মজঃ সংযতি বজ্রঘোষঃ ।
 বভূব বজ্রাকরভূষণায়াঃ পতিঃ পৃথিব্যাঃ কিল বজ্রগাভঃ ॥ ২১ ॥
 তস্মিন্ গতে চাং সুকৃতোপলব্ধাং তৎ-সম্ভবং শঙ্কণমর্ণবাস্তা ।
 উৎখাতশত্রুং বসুধোপতস্থে রত্নোপহারৈরুদিতৈঃ খনিভ্যঃ ॥ ২২ ॥

অনুভব ।—অনিদিতায়া সঃ (পারিষাত্রঃ) আত্ম-সম্পন্নঃ
 যুবানং তং (শিলং) যুবরাজং কৃষা এব সুখানি অভুক্ত ।
 হি (যস্মাৎ) রাজ্যং বৃত্তং সুখোপরোধি উপরুদ্ধ-
 বৃত্তং (চ) ॥ ১৮ ॥

রাগবন্ধিষু ভোগেষু অবিতৃপ্তম্ এব বিলাসিনীনাং
 সৌভাগ্যবিশেষভোগ্যং তং (পারিষাত্রঃ) অরতিকমপি আপ বৃথা
 মৎসরিণী জরা জহার (বর্ষচকার) ॥ ১৯ ॥

তস্ত (শিলস্ত) উন্নাতঃ—ইতি উদগতনামধেয়ঃ অযথা-
 র্থোন্নতনাভিরুদ্ধঃ কুৎসস্ত নৃপমণ্ডলস্ত নাভিঃ (প্রধানং)
 পঙ্কজ-নাভকল্পঃ সূতঃ অভবৎ ॥ ২০ ॥

ততঃ পরং বজ্রধরপ্রভাবঃ সংযতি বজ্রঘোষঃ বজ্রগাভঃ
 (নাম) তদাত্মজঃ বজ্রাকরভূষণায়াঃ পৃথিব্যাঃ পতিঃ বভূব
 কিল ॥ ২১ ॥

তস্মিন্ (বজ্রগাভে) সুকৃতোপলব্ধাং চাং গতে
 (সতি) উৎখাতশত্রুং শঙ্কণং (নাম) তৎ-সম্ভবম্
 অর্ণবাস্তা বসুধা খনিভ্যঃ উদিতৈঃ রত্নোপহারৈঃ
 উপতস্থে ॥ ২২ ॥

বজ্রার্থ ।—প্রশংসিত-হৃদয় মহারাজ পারিষাত্র,
 স্বীয় পুত্র সেই সংযত-চিত্ত যুবা শিলকে যৌবরাজ্য
 অতিবিক্রম করিয়া, নানাবিধ সুখ-সভোগে মনোনিবেশ
 করিলেন। কেন না, এতদিন তিনি সর্ববিধ সুখ-শাস্তির

পরিপন্থী হৃদয় প্রজা-পালনাদি কাৰ্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন,
 সেই কাৰ্য্য ও কারাবদ্ধ জীবন—দুই-ই তুল্য ॥ ১৮ ॥

তঁহার বিধাতৃদত্ত অতিশয়িত রূপরশি বিলাসিনীদের
 অত্যন্ত হৃদয়াকর্ষক হইলেও, চিত্তের অহুরাগবৃদ্ধির বিরম-
 সুখ ভোগ করিয়া এতদিন তিনি কোনরূপ তৃপ্তি পান নাই ।
 রাজ-কাৰ্য্যের আবিল শ্রোতে তিনি এতকাল নিমগ্ন ছিলেন ।
 জরা সন্তোগের যদিও অহুবল নহে, তবুও যেন রতি-
 নিপুণা বিলাসিনীদের উপর হেববশতঃই পারিষাত্রকে
 আধিকার করিয়া বসিল। বিলাসিনীরা আর তাঁহাকে
 পাইল না ॥ ১৯ ॥

শিলের পুত্রের নাম উন্নাত। অথচ তঁহার নাভিরুদ্ধ,
 নিরতিশয় নিম্ন ছিল। তিনি সর্ববিধে পঙ্কজনাভ রিক্ত-
 সমকক্ষ ও অপরাপর নৃপতীদের নার্ভি অর্থাৎ প্রধান
 ছিলেন ॥ ২০ ॥

তার পর হীরকাকরবিভূষিতা এই বহুবলী, উন্নাতের তনয়
 বজ্রগাভের বরগত হইল। বজ্রগাভ বৃদ্ধকালে বজ্রের দ্বারা
 নির্ধোষ বসিতেন এবং স্বয়ং বজ্রধর হইকের তুল্য প্রভাবশালী
 ছিলেন ॥ ২১ ॥

পরে বজ্রগাভ আপন পুণ্যফলে স্বর্গগত হইলে, শঙ্কণ
 নামে তদীয় পরস্তপ আত্মজকে, আকরজাত নানাবিধ রত্ন
 উপহার প্রদানপূর্বক বহুবলী সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

তস্তাবসানে হরিশ্চন্দ্রাখ্যামা পিত্র্যং প্রাপেদে পদমশ্বিন্ধুপাঃ।
 বেলাতটেবুধিত-সৈনিকাং পুরাবিদো যং ব্যুধিতাশ্বমাহুঃ ॥ ২৩ ॥
 আরাধ্য বিশ্বেশ্বরমীশ্বরেণ তেন ক্রিতেবিশ্বসহো বিজজ্ঞে।
 পাতুং সহো বিশ্বসখঃ সমগ্রাং বিশ্বস্তরামাশ্বজমুত্তরাশ্বা ॥ ২৪ ॥
 অংশে হিরণ্যাক্ষরিপোঃ স জ্ঞাতে হিরণ্যনাভে তনয়ে নয়ন্তঃ।
 দ্বিষামসহঃ সূতরাং তরুণাং হিরণ্য-রেতা ইব সানিলোহভুং ॥ ২৫ ॥
 পিতা পিতৃণামনুগতমন্তে বয়স্তনস্থানি সুখানি লিপ্সুঃ।
 রাজানমাজাহুবিলম্বি-বাহুং কৃৎস্না কৃতী বঙ্কলবান্ বভূব ॥ ২৬ ॥
 কৌসল্য ইত্যুত্তরকৌসলানাং পত্ন্যঃ পতঙ্গাশ্বয়ভূষণশ্চ।
 তঃস্মারসঃ সোমসুতঃ স্ততোহভূন্নৈত্রোৎসবঃ সোম ইব দ্বিতীয়ঃ ॥ ২৭ ॥
 যশোভিরাব্রক্ষসভং প্রকাশঃ স ব্রক্ষভূয়ং গতিমাজগাম।
 ব্রক্ষিষ্ঠমাধায় নিজেহধিকারে ব্রক্ষিষ্ঠমেব স্বতনুপ্রসূতম্ ॥ ২৮ ॥

অনুব্রজ।—তত্ত্ব (শব্দগত) অবসানে হরিশ্চন্দ্র-খ্যামা
 অশ্বিন্ধুপাঃ (তৎপুত্রঃ) পিত্র্যং পদং প্রাপেদে। বেলাতটেবু
 উভিত-সৈনিকাং যং পুরাবিদঃ ব্যুধিতাশ্বম আহুঃ ॥ ২৩ ॥
 তেন ক্রিতেঃ ঈশ্বরেণ (ব্যুধিতাশ্বেন) বিশ্বেশ্বরম্ আরাধ্য
 বিশ্বসহঃ (নাম) বিশ্বসখঃ সমগ্রাং বিশ্বস্তরাং পাতুং সহঃ
 (কর্মঃ) আশ্বজমুত্তিঃ আশ্বা বিজজ্ঞে (উদগাদি) ॥ ২৪ ॥
 নয়ন্তঃ সঃ (বিশ্বসহঃ), হিরণ্যাক্ষরিপোঃ অংশে হিরণ্য-
 নাভে তনয়ে জ্ঞাতে (গতি), তরুণাং সানিলঃ (স-বায়ু)
 হিরণ্যরেতাঃ ইব, দ্বিষাং সূতরাম্ অসহঃ অভুং ॥ ২৫ ॥
 পিতৃণাম্ অনুগঃ কৃতী পিতা (বিশ্বসহঃ) অন্তে বয়সি
 অনস্থানি সুখানি লিপ্সুঃ আজাহু-বিলম্বিবাহুং তং
 (হিরণ্যনাভং) রাজানং কৃৎস্না বঙ্কলবান্ বভূব ॥ ২৬ ॥
 উত্তরকৌসলানাং পত্ন্যঃ পতঙ্গাশ্বয়ভূষণশ্চ সোমসুতঃ
 (সোমঃ সূতবতঃ) তত্ত্ব (হিরণ্যনাভশ্চ) দ্বিতীয়ঃ সোমঃ ইব
 নৈত্রোৎসবঃ কৌসল্যঃ ইতি ঔরসঃ সূতঃ অভুং ॥ ২৭ ॥
 আব্রক্ষসভং (ব্রক্ষসদনপর্বাভং) যশোভিঃ প্রকাশঃ সঃ
 (কৌসল্যঃ) ব্রক্ষিষ্ঠং (অতিশয়েন ব্রক্ষবন্তং, ব্রক্ষবিদং) ব্রক্ষিষ্ঠং
 (নাম) স্বতনু-প্রসূতং এব নিজে অধিকারে (রাজ্যে) আধায়
 ব্রক্ষভূয়ং গতিম্ আজগাম ॥ ২৮ ॥

ব্রক্ষার্থ।—শব্দগত বর্গপ্রাপ্তির পর, স্বর্ঘ্যভূল্য
 প্রতাপশালী, অশ্বিনীকুমার-ভূল্য সৌন্দর্য-সম্পন্ন শব্দগত
 পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। সমুদ্রের বেলাভূমিতে

আপন সৈন্ত ও অশ্ব উভিত অর্থাৎ সন্নিবিষ্ট করিতেন বলিয়া
 পুরাতত্ত্বজ্ঞবান্ তাঁহাকে ব্যুধিতাশ্ব আখ্যা দিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥
 ক্রিতিপতি ব্যুধিতাশ্ব, কাশ্যপতি বিশ্বেশ্বরের আরাধনা-
 পূর্বক, পরে বিশাল বিশ্বস্তরার পালনক্ষম ও বিশ্বের পরম মিত্র,
 বিশ্বসহ নামে আপনার মুক্তিমান আশ্বার জ্ঞায় এক আশ্বজের
 জন্মদান করিলেন ॥ ২৪ ॥
 অনন্তর সেই নীতিজ্ঞ বিশ্বসহের হিরণ্যাক্ষিপুত্র শত্রু বিকুর
 অংশে হিরণ্যনাভ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই অমিত-
 তেজাঃ পুত্রকে পাইয়া বিশ্বসহ, তরুণগণের পক্ষে সমীরণের সহিত
 মিলিত অগ্নির জ্ঞায়, ব্রহ্মগণের অসহ্য হইয়া উঠিলেন ॥ ২৫ ॥
 বিশ্বসহ তাদৃশ পুত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পিতৃপুরুষের ঋণমুক্ত
 হইলেন; এবং অনন্ত সুখের অভিলাষী হইয়া অস্তিম বয়সে
 সেই আজাহুবিলম্বিত-বাহু পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া
 জীবনের সাফল্যে বিমগ্নিত হইয়া বঙ্কল ধারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥
 উত্তরকৌসলরাজ্যের অধীশ্বর এবং স্বর্ঘ্যভূলের অবতংস-
 স্বরূপ মহারাজ হিরণ্যনাভ যজ্ঞাদিতে সোমরস বিতরণ
 করিতেন; তদীয় সহধর্ম্যচারিণী মহিষীর গর্ভে দ্বিতীয় সোমের
 (চন্দ্রের) জ্ঞায় জগতের নয়নানল কৌসল্য নামে এক তনয়
 জন্মপরিগ্রহ করিল ॥ ২৭ ॥
 মহারাজ কৌসল্য অশেষ-কীর্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।
 ব্রাক্ষর সভা পর্বাভ তাঁহার যশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল।
 যথাকালে তিনি ব্রক্ষিষ্ঠ-নামক স্বীয় আশ্বতত্ত্বজ পুত্রের হস্তে
 রাজ্যভার হস্ত করিয়া ব্রক্ষাশ্রয় লাভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

তস্মিন্ কুলাপীড়নিতে বিপীড়ং সম্যাহীং শাসতি শাসনাক্ষম।
 প্রজাশ্চিরং সুপ্রজসি প্রজেশে ননন্দুরানন্দ-জলাবিলাক্যঃ ॥ ২১ ॥
 পাত্ৰীকৃতাত্মা গুরুসেবনে ন্পষ্টাকৃতিঃ পত্রধেনুকেতোঃ।
 তং পুত্রিণাং পুঙ্করপত্রনেত্রঃ পুত্রঃ সমারোপয়দগ্রসম্ভ্যাম্ ॥ ৩০ ॥
 বংশস্থিতিং বংশকরেণ তেন সম্ভাব্য ভাবী স সখা মঘোনঃ।
 উপস্পৃশন্ স্পর্শনিবৃত্তলৌল্যাস্ত্রিপুঙ্করেষু ত্রিদশমাপ ॥ ৩১ ॥
 তস্ত প্রভানিজ্জিতপুস্পরাগং পৌষ্যান্তিথৌ পুষ্যমমৃত পত্নী।
 তস্মিন্ পুষ্যমুদিতো সমগ্রাং পুষ্টিং জনাঃ পুষ্য ইব দ্বিতীয়ে ॥ ৩২ ॥
 মহীং মহেচ্ছঃ পরিকীৰ্য্য সুনো মনৌষিণে জৈমিনয়েহপি তাত্মা।
 তস্মাৎ স যোগাদধিগম্য যোগমজ্ঞানেনহকল্পত জন্মভীরুঃ ॥ ৩৩ ॥
 ততঃ পরং তৎপ্রভবঃ প্রপেদে ঋবোপমেয়ো ঋব-সন্ধিরুর্ঝবাম্।
 যস্মিন্ ভূজ্যায়সি সত্যসন্ধে সন্ধির্ঝবঃ সন্নমতামরীগাম্ ॥ ৩৪ ॥

অর্থঃ।—কুলাপীড়-নিতে সুপ্রজসি তস্মিন্ প্রজেশে (ত্রিবিধে) শাসনাক্ষমঃ মহীং নিপীড়ং (যথা তথা) সম্যক্ শাসতি (সতি) আনন্দ-জলাবিলাক্যঃ প্রজাঃ চিরং ননন্দুঃ ॥ ২১ ॥

গুরু-সেবনে পাত্ৰীকৃতাত্মা পত্রধেনুকেতোঃ স্পষ্টাকৃতিঃ (বিষ্ণু-সদৃশঃ) পুঙ্করপত্র-নেত্রঃ পুত্রঃ (পুত্রাত্মাঃ পুত্রঃ) তং (ত্রিবিধঃ) পুত্রিণাম্ অগ্রসম্ভ্যাম্ সমারোপয়ৎ ॥ ৩০ ॥

স্পর্শ-নিবৃত্ত-লৌল্যঃ মঘোনঃ সখা ভাবী সঃ (ত্রিবিধঃ) বংশকরেণ তেন (পুত্রেণ রাজা) বংশস্থিতিং সম্ভাব্য ত্রিপুঙ্করেষু উপস্পৃশন্ ত্রিদশম্ আপ ॥ ৩১ ॥

তস্ত (পুত্রাত্ম্যস্ত রাজাঃ) পত্নী পৌষ্যং তিথৌ প্রভানিজ্জিত-পুস্পরাগং পুষ্যং (নাম পুত্রঃ) অমৃত। দ্বিতীয়ে পুষ্যে ইব তস্মিন্ উদিতো (সতি) জনাঃ সমগ্রাং পুষ্টিম্ অপুষ্যন্ ॥ ৩২ ॥

মহেচ্ছঃ জন্মভীরুঃ (সঃ পুত্রঃ) সুনো মহীং পরিকীৰ্য্য মনৌষিণে জৈমিনয়েহপি তাত্মা (সন্) স যোগাৎ তস্মাৎ যোগম্ অধিগম্য অজ্ঞানে অকল্পত ॥ ৩৩ ॥

ততঃ পরং তৎপ্রভবঃ (পুষ্যাত্মজঃ) ঋবোপমেয়ো ঋব-সন্ধিঃ তস্মিন্ প্রপেদে। জ্যায়সি সত্য-সন্ধে যস্মিন্ সন্নমতাম্ অরীগাম্ সন্ধিঃ ঋবঃ অভূৎ ॥ ৩৪ ॥

বজ্রার্থঃ।—বংশের অবতংস-স্বরূপ, সংপুত্রের পিতা প্রব্রাজ্য ত্রিবিধ অনন্তশাসনাক্ষিতা ধরণী অপ্রতিহতপ্রভাবে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রজাপুত্র আনন্দপ্রসূর্ণ-নেত্রে রাজার প্রতি নিত্য প্রীতিমান হইল ॥ ২১ ॥

রাজা ত্রিবিধের পুত্রের নাম পুত্র। তিনি যেমন

পদ্মপলাশ-লোচন ছিলেন, তেমনই পদ্মপলাশলোচনবৎ মনোজ্ঞ আকার-বিশিষ্টও ছিলেন। পিতা প্রভৃতি পুত্র-ব্যক্তিগণের সেবাশ্রদ্ধার দ্বারা তিনি নানা গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তাদৃশ অশেষ গুণের আকর পুত্রের পিতা হইয়া ত্রিবিধ পুত্রবান্ ব্যক্তিগণের অগ্রগীর্ণে বিরাজ করিতেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর নব্বয় বিষয়সুখে বীতশুহ হইয়া নৃপতি ত্রিবিধ স্বর্গে ইন্দ্ৰের সখা হইবার বাসনার সেই কুল-রক্তদাক্ষ আত্মজ “পুত্র”কে বংশধারা রক্ষার ভার দিয়া, ত্রিপুঙ্কর-তীর্থে স্নানপূর্বক অমরত্ব লাভ করিলেন ॥ ৩১ ॥

পবিত্র পুষ্যানকত্র-যুক্ত পুর্ণিমার মহারাজ পুত্রের মহিষী পুষ্য-নামধেয় এক সন্তান প্রসব করিলেন। রাজ-পুত্র পুষ্যের দেহকাক্ষিতে পুস্পরাগমণিও তিরঙ্কৃত হইত। দ্বিতীয় পুষ্যানকত্রবৎ তিনি যখন অভ্যাদিত হইলেন, তখন জীবলোক অনন্ত সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৩২ ॥

উদারমতি মহারাজ পুষ্য জটিল সংসারভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সংসার পরিত্যাগপূর্বক ত্রিবিধ জৈমিনির শিষ্য গ্রহণপূর্বক সেই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট যোগাত্ম্য করিয়া যোগাবলম্বনে নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর পুষ্যের পুত্র, ঋব-প্রতিম ঋব-সন্ধি বসুধার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি চরিত্রবলে সর্বজন-বরেণ্য ও অতীব সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। শত্রুসমূহ নতঃপরে তাঁহার সহিত ঋব অর্থাৎ চিরস্থায়ী সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

সুতে শিশাবেব সুদর্শনাখ্যে দর্শাত্যেন্দু-প্রিয়দর্শনে সঃ।
 যুগায়তাক্ষো যুগয়াবিহারী সিংহাদবাপদ্বিপদং নৃসিংহঃ ॥ ৩৫
 স্বর্গামিনস্তস্ত তমৈকমহ্যাদমাত্যবর্গঃ কুলতন্তুমেকম্।
 অনাথদীনাঃ প্রকৃতীরবেক্ষ্য সাক্যেতনাথং বিধিবচ্চকার ॥ ৩৬ ॥
 নবেন্দুনা তন্নভসোপমেয়ং শাবৈকসিংহেন চ কাননেন।
 রঘোঃ কুলং কুটুম্বল-পুষ্পরেশ তোয়েন চাপ্রৌচনরেস্ত্রমাসৌং ॥ ৩৭ ॥
 লোকেন ভাবী পিতুরেব তুল্যঃ সম্ভাবিতো মৌলিপরিগ্রহাৎ সঃ।
 দৃষ্টো হি বৃথন্ কলভপ্রমাণোহপ্যাশাঃ পুরোবাতমবাপ্য মেঘঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুব্রূ।—যুগায়তাক্ষঃ নৃসিংহঃ সঃ (ঐব-সন্ধিঃ) সিংহবিক্রম ঐবসন্ধি, সুদর্শনের অতি বাল্যাবস্থাতেই যুগয়া দর্শাত্যেন্দু-প্রিয়দর্শনে সুদর্শনাখ্যে সুতে শিশৌ (সতি) এব করিতে গিয়া সিংহের মুখে প্রাণবিসর্জন দিলেন ॥ ৩৫ ॥
 যুগয়াবিহারী (সন) সিংহাৎ বিপদম্ অবাপৎ ॥ ৩৫ ॥ রাজার দেহাবসানে প্রজাপুত্র একান্ত অনাথ হইয়া পড়িল, চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল। তাহাদের সেই ঘোর হৃদশা দর্শন করিয়া অমাত্যগণ পরামর্শপূর্বক, সর্বসম্মতিক্রমে, স্বর্ঘ্যবংশের একমাত্র কুলতন্তু কুমার সুদর্শনকেই অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৬ ॥
 স্বর্গামিনঃ তস্ত অমাত্যবর্গঃ অনাথ-দীনাঃ প্রকৃতীঃ পড়িল, চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল। তাহাদের সেই ঘোর হৃদশা দর্শন করিয়া অমাত্যগণ পরামর্শপূর্বক, সর্বসম্মতিক্রমে, স্বর্ঘ্যবংশের একমাত্র কুলতন্তু কুমার সুদর্শনকেই অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৬ ॥
 সাক্যেতনাথং চকার ॥ ৩৬ ॥ অপ্রৌচনরেস্ত্রং তৎ রঘোঃ কুলং নবেন্দুনা কতসা, শাবৈক-সিংহেন কাননেন চ কুটুম্বলপুষ্পরেশ তোয়েন চ উপমেয়ম্ আসৌং ॥ ৩৭ ॥
 সঃ (বালঃ) মৌলিপরিগ্রহাৎ পিতুঃ তুল্যঃ এব ভাবী তখন সেই রঘুবংশ—শিশুরূপিত সুদর্শনকে পাইয়া নবেন্দু-বিভাসিত নভস্তল, একমাত্র সিংহ-শিশু-বিরাজিত অরণ্য এবং মুকুলাবস্থ-কমল-শোভিত জলের সৌসাদৃশ্য ধারণ করিল ॥ ৩৭ ॥
 লোকেন সম্ভাবিতঃ। (তথাহি)—কলভপ্রমাণঃ অপি মেঘঃ বালক সুদর্শনের স্বর্ষে রাজ-কিরীট দর্শনপূর্বক, প্রজাবৃন্দ ভাবিল, কালে তিনি তদীয় পিতা প্রজারঞ্জন ঐবসন্ধির স্থায়ই হইবেন। কেন না, অল্পকূল বায়ু কর্তৃক যদি পরিচালিত হয়, তবে অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘও দৃষ্টো হি বৃথন্ কলভপ্রমাণঃ করিয়া ফেলিতে পারে ॥ ৩৮ ॥
 পুরোবাতম্ অবাপ্য আশাঃ বৃথন্ (গচ্ছন্) দৃষ্টঃ হি (ভবতি) ॥ ৩৮ ॥
 বস্ত্তার্থ।—সুদর্শন নামে মহারাজ ঐব-সন্ধির এক প্রজাবৃন্দ ছিলেন। প্রতিপদের চক্ষের স্থায় প্রিয়দর্শন সেই সুদর্শনের নয়ন যুগনয়নবৎ আকর্ষণবশত ছিল। নরকুলে

ত্রাৎপশ্য।—মহারাজ আর্তিথর পুত্র নিষধ হইতে সুদর্শনের পিতা ঐব-সন্ধি পর্যন্ত অনেকগুলি রাজার উৎপত্তি এবং নিবাস্ত, কালিদাস—চাকতের মত বলিয়া ফেলিলেন। পৃথিবীতে অজ্ঞাত জীবের স্থায়, ঐহারাও, যেহেতু জন্মগ্রাহিলেন, সুতরাং মারলেন। জগদ্ব্যাপী স্বর্ঘ্যবংশের সৌরমণ্ডলচরী গৌরবমণ্ডিত প্রাসাদ যে কত ক্ষিপ্তভাবে ধসিয়া পাড়তেছে,—তাহা কাঁব আত দক্ষতার সাহিত দেখাইলেন। একবার ভাঙিতে আরম্ভ করিলে, কালের করাল করের স্পর্শ একবার লাগিলে তাহার আর রক্ষা নাই,—রানসীতার বংশে, দিলীপ-রঘুর বংশে কালের ছায়া পাড়িয়াছে, সেই অক্ষয় “পিরামিড” খসিতে ও ভুগতে বাসিতে শুরু করিয়াছে, কে তাহাকে আর রাখবে? রঘুকুলের চিরামৃত নিঃস্বার্থ ও প্রভুভক্ত সচিববৃন্দ এখনও নিরাশ হন নাই, নৌকার ধাঁচ ছাড়েন নাই, যাদই বা কোন মতে নিমগ্ন প্রায় রঘুকুলতরঙ্গীখানিকে রক্ষা করিতে পারেন, তাই “অন্ধের হারা যষ্টির মত ঐহারা স্বর্ঘ্যবংশের রূপাভাদগকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। কিন্তু রাখিতে পারিতেছেন না, স্থালিত হইয়া পাড়তেছে মহাকাব্য কালিদাস এই সগে—পতনোন্মুখ রঘুবংশের আগতপ্রায় ঘোর বিপৎপাতের ভাবব্যং চিত্র চলচ্চিত্রের মত অল্প-অল্প ভাবে পৃষ্ঠকগণের সমক্ষে তুলিয়া ধরয়াছেন ॥ ১-৩৫ ॥

তং রাজ-বীথ্যমবিস্তি যাস্তুমাধোরণালদ্বিতমগ্র্যবেশম্ ।
 বড়্ বর্ষদেশীয়মপি প্রভুত্বাং প্রৈক্ষন্ত পৌরাঃ পিতৃগৌরবেণ ॥ ৩৯ ॥
 কামং ন সোহিকল্পত পৈতৃকস্ত সিংহাসনস্ত প্রতিপূরণায় ।
 তেজোমহিমা পুনরাবৃত্তা তন্ ব্যাপ চামীকর-পিঞ্জরেণ ॥ ৪০ ॥
 তস্মাদধঃ কিঞ্চিদিবাবতীর্ণাবসম্পৃশন্তৌ তপনীয়পীঠম্ ।
 সালঙ্ককৌ ভূপতয়ঃ প্রসিদ্ধৈর্ববন্দিরে মৌলিভিরস্যা পাদৌ ॥ ৪১ ॥
 মণৌ মহানীল ইতি প্রভাবাদল্পপ্রমাণেহপি যথা ন মিথ্যা ।
 শকৌ মহারাজ ইতি প্রতীতস্তথৈব তস্মিন্ যুযুজেহর্ভকেহপি ॥ ৪২ ॥
 পর্য্যস্তসঞ্চারিতচামরস্য কপোল-লোলোভয়কাকপক্ষাৎ
 তন্ত্রাননাভুচ্চরিতো বিবাদশ্চঞ্চাল বেলাস্থপি নার্গবানাম্ ॥ ৪৩ ॥

অনুব্রূয়।—রাজ-বীথ্যম্ অবিস্তি যাস্তম্ আধোরণা-
 লদ্বিতম্ অগ্র্যবেশং বড়্ বর্ষ-দেশীয়ম্ অপি তং (সুদর্শনং) পৌরাঃ
 প্রভুত্বাং পিতৃ-গৌরবেণ প্রৈক্ষন্ত ॥ ৩৯ ॥

সঃ (সুদর্শনঃ) পৈতৃকস্ত সিংহাসনস্ত কামং প্রতিপূরণায়
 ন অবলম্বত। চামীকরপিঞ্জরেণ তেজোমহিমা পুনঃ আবৃত্তা
 (সন্) তৎ (সিংহাসনং) ব্যাপ ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ (সিংহাসনাৎ) অধঃ কিঞ্চিৎ ইব অবতীর্ণৌ তপনীয়-
 পীঠং অসম্পৃশন্তৌ সালঙ্ককৌ অস্ত্র (সুদর্শনস্ত) পাদৌ
 ভূপতয়ঃ প্রসিদ্ধৈঃ মৌলিভিঃ ববন্দিরে ॥ ৪১ ॥

অল্পপ্রমাণে অপি মণৌ প্রভাবাৎ মহানীলঃ ইতি
 শব্দঃ যথা মিথ্যা ন (ভবতি), তথা এব অর্ভকে অপি
 তস্মিন্ (সুদর্শনে) প্রতীতঃ মহারাজঃ ইতি (শব্দঃ) ন (মিথ্যা)
 যুযুজে ॥ ৪২ ॥

পর্য্যস্তসঞ্চারিতচামরস্ত তন্ত্র (বালস্ত) কপোল-লোলোভয়-
 কাকপক্ষাৎ আননাৎ উচ্চরিতঃ বিবাদঃ (বচনং) নার্গবানাম্
 লোমু অপি ন চঞ্চাল ॥ ৪৩ ॥

বক্তব্যার্থ।—শিশু রাজা সুদর্শন যখন মাতাকে
 আরোহণপূর্ব্বক রাজমার্গে বাহির হইতেন, তখন,
 তঁহার রাজ-পরিচ্ছদ ধরিয়া থাকিত। তিনি
 যখন সবে ছয়বৎসরের বালক, তবুও নগরবাসীরা
 এই বালককে তাহাদের ভবিষ্যৎ প্রভু মনে করিয়া,
 তাহার পিতার সমান গৌরবের সহিত নিরীক্ষণ
 করত ॥ ৩৯ ॥

অযোধ্যাপতি ঐবসন্ধির বৃহদায়তন সিংহাসন শিশু
 সুদর্শন জুড়িয়া বসিতে পারিতেন না। হয় ত, এক পার্শ্বে
 অধিষ্ঠিত হইতেন। তবুও বিস্তৃত তাঁহার কাঞ্চন-কাস্তি
 কলেবরের প্রভামণ্ডলে তিনি যেন আয়ত্ত-দেহ হইয়া
 তাহা জুড়িয়াই রহিতেন ॥ ৪০ ॥

সেই সিংহাসনের তলদেশে একখানি সুবর্ণনির্ম্মিত
 পাদপীঠ ছিল। বালক সুদর্শনের ন্যতিদীর্ঘ চরণ ততদূর
 পৌছিত না বলিয়া, তিনি সেই সুন্দর ছোট ছোট পা
 দুইখানি একটু লম্বিতভাবে ঝুলাইয়া তাহা স্পর্শ করিতে
 প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু স্পর্শ আর করিতে পারিতেন
 না। তবুও বাল-স্থপতির সেই অলঙ্করভূষিত চরণে,
 অস্ত্রাশ্রয় নরপতির। স্ব স্ব গর্বেগ্লমিত মস্তক আনত করিয়া
 প্রণাম করিতেন ॥ ৪১ ॥

অতিশয় স্বল্পাকর ইন্দ্রনীলমণি বতই স্তূত্র হউক না
 কেন, তাহার অত্যাচ্ছল প্রভা-শুণে, তাহাকে মহানীল
 বলিলে যেমন অত্যাঙ্কিত হয় না, তদ্রূপ সুদর্শন বতই শিশু
 হউন না কেন, তাহাকে মহারাজ-আখ্যাদান কোন
 অংশেই অত্যাঙ্কিত বা মিথ্যা হইত না ॥ ৪২ ॥

যখন তিনি সিংহাসনে বসিতেন, তখন উভয়পার্শ্বে
 হইতে চামর ব্যজনের সমীরণে তরঙ্গিত কপোলবলিভিত
 কাকপক্ষযুগল চঞ্চল হইত, বিস্তৃত তাঁহার মুখের আদেশ
 সুদূর সমুদ্রের বেলা পর্য্যন্ত—সর্বত্র অচঞ্চল দৃঢ়ভাবে
 পালিত হইত ॥ ৪৩ ॥

নির্বৃত্তজাহ্নব-পট্ট-শোভে জ্বলন্ত ললাটে তিলকং দধানঃ ।

তেনৈব শূভ্রাশ্রিতশুকরীণাং মুখানি স শ্বেদমুখশ্চকার ॥ ৪৪ ॥

শিরীবপুশ্চাধিকসৌকুমার্যাঃ খেদং স বায়াদপি ভূষণেন ।

নিভান্তগুর্কোমপি সোহমুভাবাক্ষরং ধরিত্র্যা বিভরাবভূব ॥ ৪৫ ॥

জ্যোত্শ্চরামকরভূমিকায়ান্ কাংশ্চৈন গৃহ্নাতি লিপিং ন যাবৎ ।

সর্বানি তাবচ্ছতবুদ্ধযোগাৎ ফলাহ্মুপায়ুক্তং স দণ্ডনীতে ॥ ৪৬ ॥

উরস্যপৰ্য্যাপ্ত-নিবেশভাগা প্রৌঢ়ীভবিষ্যদমুদীকমাণা ।

সজ্জাতলজ্জৈব তমাতপত্রচ্ছায়াচ্ছলেনোপজুগ্মহ লক্ষ্মীঃ ॥ ৪৭ ॥

অনঙ্গবানেন যুগোপমানমবদ্ধমৌর্কীকিণ-লাঙ্ঘনেন ।

অস্পৃষ্ট-বড়ুগংসরূপাং চাসীজ্জকাবতী তস্ত ভূজেন ভূমিঃ ॥ ৪৮ ॥

অনঙ্গবানেন।—নির্বৃত্তজাহ্নব-পট্ট-শোভে ললাটে জ্বলন্ত মুকুয়ার ছিল, তাই সামান্য সাজ-সজ্জায়ও তাঁহার তিলকং দধানঃ শ্বেদমুখঃ সঃ অশ্রিত-শুকরীণাং মুখানি তেন স্নানিত-বোধ হইত। অথচ তাঁহার হৃদয়ের বল এতই দৃঢ় ছিল যে, এই বিশাল পৃথিবীর গুরুত্বের সুদর্শন প্রসঙ্গমুখে বহন করিতেন ॥ ৪৫ ॥

শিরীবপুশ্চাধিকসৌকুমার্যাঃ সঃ ভূষণেন অপি খেদং বায়াৎ । (এবমুতঃ) সঃ নিভান্তগুর্কোম্ অপি ধরিত্র্যাঃ ধ্রুৱম্ অমুভাবাৎ বিভরাবভূব ॥ ৪৫ ॥

অক্ষরভূমিকায়ান্ জ্যোত্শ্চরান্ লিপিং সঃ কাংশ্চৈন যাবৎ ন গৃহ্নাতি, তাবৎ শ্রতবুদ্ধযোগাৎ দণ্ডনীতেঃ সর্বানি ফলানি উপায়ুক্ত ॥ ৪৬ ॥

উরসি অপৰ্য্যাপ্ত-নিবেশভাগা (অতএব) প্রৌঢ়ীভবিষ্যদম্ (তম্) উদীকমাণা লক্ষ্মীঃ সজ্জাত-লজ্জা ইব ভূম্ (সুদর্শনম্) আতপত্রচ্ছায়াচ্ছলেন উপজুগ্মহ ॥ ৪৭ ॥

যুগোপমানম্ অনঙ্গবানেন অবদ্ধমৌর্কীকিণ-লাঙ্ঘনেন অস্পৃষ্ট-বড়ুগংসরূপাং অপি চ তস্ত ভূজেন ভূমিঃ রূপাবতী আসীৎ ॥ ৪৮ ॥

অনঙ্গবানেন।—বর্ণময় উজ্জ্বল-শোভিত ললাটপটে তিনি স্বয়ং তিলকধারণ করিতেন বটে, কিন্তু সদা সন্তোষদান নবীন রূপতি কক প্রতাপকীয় রাজমহিষীদিগের মুখ ভিঙ্গকবিহীন হইত। অর্থাৎ প্রজ্ঞাশালী তিনি নির্মূল করিতেন ॥ ৪৪ ॥

সুদর্শনের লজ্জিত কলেবর শিরীবহুবল অশ্রুত-বোধ

দৃঢ় ছিল যে, এই বিশাল পৃথিবীর গুরুত্বের সুদর্শন প্রসঙ্গমুখে বহন করিতেন ॥ ৪৫ ॥

“অক্ষরভূমিকা” অর্থাৎ প্লেট প্রভৃতির জ্ঞান লিখন-পট্রে ভালো করিয়া বর্ণবিজ্ঞান শিখিতে না শিখিতেই তিনি, জ্ঞানবুদ্ধ রাজনীতিবিৎদিগের নিকটে সমগ্র দণ্ডনীতির ফলাফল শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

বালক রাজা সুদর্শনের নাতিপ্রশস্ত বন্ধুহলে বিশাল কোশলরাজ্যের রাজ-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান-স্থানের সংলগ্ন হইত না বলিয়া, তিনি সাহসরাগহৃদয়ে সুদর্শনের যৌবনাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সেই অবস্থাতেই সলজ্জভাবে, রাজচ্ছত্রের ছায়ায় ছলে সুদর্শনকে কোন প্রকারে আলিঙ্গন করিতেন। প্রৌঢ় কামিনী অপ্রৌঢ় পুরুষ লাভে স্বতঃই লজ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

মহারাজ সুদর্শনের বাহুবল যদিও যুগবৎ সুদীর্ঘ ছিল না, বাহুবলের ছিলায় নিম্নত আকর্ষণে তাহাতে কোনরূপ চিহ্ন বা “খাঁটা” পড়ে নাই এবং খড়্গাদির মুঠি স্পর্শ করে নাই, তবুও কিন্তু সেই নাতিদীর্ঘ বাহুবলেই বহুবল্য নিরস্ত্র সুদর্শিত হইত ॥ ৪৮ ॥

ন কেবলং গচ্ছতি তস্য কালে যযুঃ শরীরাবয়বা বিবৃদ্ধিম্ ।
 বংশা গুণাঃ খলপি লোক-কান্তাঃ প্রারম্ভ-সূক্ষ্মাঃ প্রথিমানমাপুঃ ॥ ৪৯ ॥
 স পূর্বজন্মান্তরদৃষ্টপারাঃ স্মরম্মিবাক্ৰেশকরো গুরুণাম্ ।
 তিস্রস্মিৎবর্গাধিগমন্য মূলং জগ্রাহ বিদ্যাঃ প্রকৃতীশ্চ পিত্র্যাঃ ॥ ৫০ ॥
 ব্যুহ স্থিতঃ কিঞ্চিদিবোত্তরাক্ষিমুদ্রচূড়োহঙ্কিতসব্যজাহ্নুঃ ।
 আকর্ণমাকৃষ্টসবাগধ্বা ব্যরোচতাস্ত্রেষু বিনীয়মানঃ ॥ ৫১ ॥
 অথ মধু বনিতানাং নেত্র-নির্বেশনীয়ং মনসিজতরুপ্পং রাগ-বন্ধপ্রবালম্ ।
 অকৃতকবিধি সর্বাদীপমাকল্পজাতং বিলসিতপদমাচ্ছং যৌবনং স প্রপেদে ॥ ৫২ ॥
 প্রতিকৃতিরচনাভ্যো দূত-সন্দশিতাভ্যঃ সমধিকতরুপাঃ শুদ্ধ-সন্তান-কামৈঃ ।
 অধিবিবিহুঃসমাতৈরাহুতাস্তস্য যুনঃ প্রথমপরিগৃহীতে ক্রীড়ুবো রাঙকন্তাঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।

অষ্টাদশঃ—কালে গচ্ছতি (সতি) তস্য কেবলং শরীরাবয়বাঃ বিবৃদ্ধিং ন যযুঃ । (কিন্তু) বংশাঃ লোককান্তাঃ প্রারম্ভসূক্ষ্মাঃ (তস্য) গুণাঃ অপি প্রথিমানম্ আপুঃ খলু ॥ ৪৯ ॥
 সঃ (সুদর্শনঃ) পূর্বজন্মান্তরদৃষ্টপারাঃ বিদ্যাঃ স্মরন্ ইব গুরুণাম্ অক্ৰেশকরঃ (সন্) ত্রিবর্গাধিগমন্ত মূলং তিস্রঃ বিদ্যাঃ পিত্র্যাঃ প্রকৃতীঃ চ জগ্রাহ ॥ ৫০ ॥

অস্ত্রেষু বিনীয়মানঃ উত্তরাক্ষং কিঞ্চিৎ ইব ব্যুহ স্থিতঃ উন্নতচূড়ঃ অঙ্কিত-সব্যজাহ্নুঃ আকর্ণম্ আকৃষ্টসবাগধ্বা (সন্) (সঃ) ব্যরোচত ॥ ৫১ ॥

অর্থ সঃ (সুদর্শনঃ) বনিতানাং নেত্র-নির্বেশনীয়ং মধু রাগ-বন্ধ-প্রবালং মনসিজতরুপ্পম্ অকৃতকবিধি সর্বাদীপম্ আকল্পজাতম্ আচ্ছং বিলসিতপদং যৌবনং প্রপেদে ॥ ৫২ ॥

দূতসন্ধিশিতাভ্যঃ প্রতিকৃতিরচনাভ্যঃ সমধিকতরুপাঃ শুদ্ধ-সন্তানকামৈঃ সমাতৈঃ আহুতাঃ রাঙ-বহ্নাঃ যুনঃ তস্য (সুদর্শনস্য) প্রথম-পরিগৃহীতে ক্রীড়ুবো অধিবিবিহুঃ (অধিবিহুঃ চকুঃ) ॥ ৫৩ ॥

অষ্টাদশঃ—কালান্তিমের সহিত শুধু যে সুদর্শনের রাজপ্রত্যক্ষাদিই পরিপূর্ণ লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে, তদীয় কল্পকমাহুগত, সর্বজন-প্রিয় শৌর্য্যাদি গুণ-গরিমাও নিরতিশয় হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

সুদর্শন পূর্বতন অস্ত্র কোন জন্মে যেন ত্রয়ী, বার্তা ও

দণ্ডনীতি-নামক রাজার অবশ্যজ্ঞেয় বিদ্যাসমূহে পারদর্শী ছিলেন, তাই এজন্মে তাঁহার রাজনীতি-শিক্ষকগণের কোনরূপ ক্রেশ উৎপাদন না করিয়া তৎতৎ বিদ্যা অয়ত্ত করিলেন ও অচির-কালমধ্যেই প্রজাবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইলেন ॥ ৫০ ॥

ধর্ম্মবিদ্যা অভ্যাস-কালে, যখন তিনি, দেহের পূর্বাঙ্ক দ্বৈষ প্রসারিত, কেশকলাপ উর্দ্ধদিকে উন্নত করিয়া আবদ্ধ ও দক্ষিণ জাহ্নু আবৃত্তি করিয়া শরাসন আবর্ণ আকর্ষণ করিতেন, তখন তাঁহার কি অনির্কচনীয় শোভাই ভসিত ॥ ৫১ ॥

দেখিতে দেখিতে তাঁহার যৌবনবাল উৎকত হইল । রাজ-কুমারের সে যৌবন যেন ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট পিণ্ডিত নরনের তৃষ্ণার মধুস্বরূপ, মদনরূপ মলোহর তরুর বন-সম্মিলিত শুদ্ধরাজ-ময় প্রবালহুজ বসুমহরূপ, সর্বাদ্যবাপী স্বভাবদত্ত অপূর্ব ভূষণস্বরূপ ও বিলাসাদির সর্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থানস্বরূপ ॥ ৫২ ॥

যৌবনপ্রাপ্ত সুদর্শনের বিস্ময়-অপত্য-কামনার বশবর্তী হইয়া, প্রবীণ অগত্যবর্গ যে সমুদয় রাজ-বুমারী সংগ্রহ করিলেন, তাহারাই, সুদর্শনের প্রথম-পরিগৃহীত পত্নী—রাজলক্ষ্মীও বসুধার সপত্নী হইলেন । বহাগণের পরীক্ষার নিমিত্ত নানাদিকে বহু দূতী প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারাই যে সকল রাজবহুর চিত্তচরিত ও ত্রিভুজি আনিয়া দেখাইয়াছিল,—পূর্ববর্তী রাজনন্দিনীগণ ভদ্রপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যশালী ছিলেন ॥ ৫৩ ॥

একোবিংশঃ সর্গঃ

অগ্নিবর্ণমভিষিচ্য রাঘবঃ স্বে পদে তনয়মগ্নিতেজসম্ ।
 শিশ্রিয়ে ঋতবতামপশ্চিমঃ পশ্চিমে বয়সি নৈমিষং বশী ॥ ১ ॥
 তত্র তীর্থ-সলিলেন দীর্ঘিকাস্তল্লমস্তুরিতভূমিভিঃ কুশৈঃ ।
 সৌধবাসমূটজেন বিস্মৃতঃ সঞ্চিকায় ফলানিঃ্প হস্তপঃ ॥ ২ ॥
 লঙ্ক-পালনবিধৌ ন তৎস্মৃতঃ খেদমাপ গুরুণা হি মেদিনী ।
 ভোক্তুম্বেব ভূজনির্জিতদ্বিষা ন প্রসাধয়িতুমস্ম কল্লিতা ॥ ৩ ॥
 সৌধধিকারমভিকঃ কুলোচিতং কাশ্চন স্বয়মবর্তয়ং সমাঃ ।
 সন্নবেশু সচিবেষুতঃ পরং দ্রীবিধেয়-নব-যৌবনোহভবৎ ॥ ৪ ॥
 কামিনী-সহচরস্যা কামিনস্তস্য বেষ্মসু মৃদঙ্গ-নাদিবু ।
 ঋদ্ধিমন্তমধিকদ্ধিরুত্তরঃ পূর্বমুৎসবমপোহতুৎসবঃ ॥ ৫ ॥

অনুব্রত।—ঋতবতাম্ অপশ্চিমঃ (প্রথমঃ) বশী
 রাঘবঃ (সুদর্শনঃ) পশ্চিমে বয়সি স্বে পদে অগ্নিতেজসং
 তনয়ম্ অগ্নিবর্ণম্ অভিষিচ্য নৈমিষং (নৈমিষারণ্যং)
 শিশ্রিয়ে ॥ ১ ॥

তত্র (নৈমিষে) তীর্থ-সলিলেন দীর্ঘিকাঃ, অন্তরিতভূমিভিঃ
 কুশৈঃ তল্লম্, উটজেন সৌধবাসং বিস্মৃতঃ (সন্ সঃ সুদর্শনঃ)
 ফলানিঃ্পহঃ (সন্) তপঃ সঞ্চিকায় ॥ ২ ॥

তৎস্মৃতঃ (সুদর্শন-পুত্রঃ অগ্নিবর্ণঃ) লঙ্কপালন-বিধৌ
 খেদং ন আপ । (কৃতঃ ?) হি (যতঃ) ভূজনির্জিত-দ্বিষা গুরুণা
 (সুদর্শনেন) মেদিনী অস্ম (অগ্নিবর্ণস্য) ভোক্তুম্ এব
 কল্লিতা, প্রসাধয়িতুং (নিষ্কটকাং বর্তুং) ন (কল্লিতা) ॥ ৩ ॥

অভিকঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) কুলোচিতম্ অধিকারং কাশ্চন
 সমাঃ স্বয়ম্ অবর্তয়ৎ । অতঃ পরং সচিবেষু সন্নবেশু দ্রীবিধেয়-
 নব-যৌবনঃ অভবৎ ॥ ৪ ॥

কামিনী-সহচরস্য কামিনঃ তস্য মৃদঙ্গনাদিবু বেষ্মসু
 অধিকদ্ধিঃ উত্তরঃ উৎসবঃ ঋদ্ধিমন্তং পূর্বম্ উৎসবম্
 অপোহৎ ॥ ৫ ॥

অনুব্রত।—বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, বিধগুণ-শ্রেষ্ঠ,
 জিতেশ্বর, রঘুকুলকেতু সুদর্শন, অগ্নিপ্রতিম তেজস্বী আত্মজ
 অগ্নিবর্ণকে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নৈমিষারণ্যে প্রস্থান
 করিলেন ॥ ১ ॥

দুঃখকেন্ননিত কোঃল শ্য্যা, গণিঃস্তামণ্ডিত প্রাসাদ ও
 মর্ম্মরসোপানবদ্ধ দীর্ঘিকা ওদৃতি বাহার ভোগের সাধন
 ছিল, নৈমিষারণ্যের কুশময় শয়নে, পর্ণশালায় এবং তীর্থ-
 সলিলে, তিনি সে সমস্ত বিস্মৃত হইলেন এবং ফলঃ্পহাশুত
 হইয়া তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন ॥ ২ ॥

অগ্নিবর্ণের পিতা মহারাজ সুদর্শন স্বীয় বাহুবলে শত্রুগণের
 দমনপূর্ব্বক পৃথিবীকে নিষ্কটক করিয়া পুত্রের নিয়বচ্ছিন্ন
 ভোগের জন্তই যেন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাই অগ্নি-
 বর্ণকে নবীন রাজ্যভার বহিয়া বোনপ্রকার বিব্রত
 হইতে হইল না । তিনি অক্লেশে রাজ্য শাসন করিতে
 লাগিলেন ॥ ৩ ॥

নবীন মহারাজ অগ্নিবর্ণ জিতেশ্বর ছিলেন না । কয়েক
 বৎসর—তিনি পৈতৃক রাজ্যভার স্বহস্তে বহন করিয়াই,—
 পরে, সচিববৃন্দের হস্তে সেই ভার হস্ত করিলেন এবং
 কামিনী-কুলের অধীন হইয়া পড়িলেন ও নবীন যৌবন—
 ভোগের দ্বারা সার্থক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

কামুক অগ্নিবর্ণ একেবারে প্রিয়দাম্বলের সদাশচর হইয়া
 পড়িলেন । তাঁহার অসীম সম্পদের অমূল্য উপভোগ
 উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে নিঃস্পন্দ হইয়া
 মৃদঙ্গাদির ধনি-মুখরিত রাজতবন আভরণপূর্ণ করিয়া
 তুলিল ॥ ৫ ॥

ইন্দিয়ার্থপরিশৃঙ্খমক্ষমঃ সোঢ় মেকমপি স ক্ষণান্তরম্ ।
 অন্তরেব বিহরন্ দিবানিশং ন ব্যপৈক্ষত সমুৎসুকাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥
 গৌরবাদ্ যদপি জাতু মস্ত্রিণাং দর্শনং প্রকৃতি-কাজ্জিতং দদৌ ।
 তদগবাক্ষবিবরাবলম্বিনা কেবলেন চরণেন কল্লিতম্ ॥ ৭ ॥
 তং কৃত-প্রণতয়োহমুজ্জীবিনঃ কোমলাঙ্গ-নখ-রাগরুষিতম্ ।
 ভেজিরে নবদিবাকরাতপ-স্পৃষ্টপঙ্কজতুলাধিরোহণম্ ॥ ৮ ॥
 যৌবনোন্নতবিলাসিনীস্তন-ক্ষোভলোলকমলাশ্চ দীর্ঘিকাঃ ।
 গূঢ়মোহনগৃহাস্তদম্বুভিঃ স ব্যগাহত বিগাঢ়মগ্নধঃ ॥ ৯ ॥
 তত্র সেক-জত-লোচনাঞ্জনৈধৌতরাগপরিপাটলাধরৈঃ ।
 অঙ্গনাস্তমধিকং ব্যলোভয়ন্নপিতপ্রকৃত-কাস্তিভির্মুখৈঃ ॥ ১০ ॥
 ভ্রাণকাস্তমধুগন্ধকর্ষিণীঃ পানভুমিরচনাঃ প্রিয়াসখঃ ।
 অভ্যপত্তত স বাসিতাসখঃ পুষ্পিতাঃ কমলিনীরিব দ্বিপঃ ॥ ১১ ॥

অনুব্র।—ইন্দিয়ার্থ-পরিশৃঙ্খম একম্ অপি ক্ষণান্তরং
 সোঢ়ম্ অক্ষমঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) দিবানিশম্ অন্তঃ এব বিহরন্
 সমুৎসুকাঃ প্রজাঃ ন ব্যপৈক্ষত ॥ ৬ ॥

জাতু মস্ত্রিণাং গৌরবাৎ প্রকৃতি-কাজ্জিতং যৎ অপি
 দর্শনং দদৌ, তৎ (অপি) গবাক্ষবিবরাবলম্বিনা কেবলেন
 চরণেন কল্লিতম্ ॥ ৭ ॥

কোমলাঙ্গ-নখ-রাগ-রুষিতম্ (অতএব) নব-দিবাকরাতপ-
 স্পৃষ্ট-পঙ্কজতুলাধিরোহণং তং (চরণং) অমুজ্জীবিনঃ কৃত-
 প্রণতয়ঃ (সন্তঃ) ভেজিরে ॥ ৮ ॥

বিগাঢ়-মগ্নধঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) যৌবনোন্নত-বিলাসিনী স্তন-
 ক্ষোভ-লোল-কমলাঃ তদম্বুভিঃ গূঢ়মোহন-গৃহাঃ চ দীর্ঘিকাঃ
 ব্যগাহত ॥ ৯ ॥

তত্র (দীর্ঘিকাসু) সেক-জত-লোচনাঞ্জনৈঃ ধৌত-রাগ-
 পরিপাটলাধরৈঃ অর্পিত-প্রকৃত-কাস্তিভিঃ মুখৈঃ অন্বনাঃ তম্
 অধিকং ব্যলোভয়ন্ ॥ ১০ ॥

প্রিয়াসখঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) ভ্রাণকাস্ত-মধুগন্ধ-কর্ষিণীঃ পান-
 ভুমি-রচনাঃ, বাসিতাসখঃ দ্বিপঃ পুষ্পিতাঃ কমলিনীঃ ইব,
 অভ্যপত্তত ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—অবস্থা ক্রমে এমনই হইয়া দাঁড়াইল যে, এক
 বিষেষে আর তিনি ললিত-ললনাজন-বিনোদন আয়োদ-
 ন-আয়োদ ছাড়া থাকিতে পারিতেন না। দিন-রাত্রি অন্তঃপুরেই
 পাল-যাপন করিতেন। অল্পরক্ত প্রজাপুঞ্জ শত প্রয়াস করি-
 তেও তাহাদের রাজ্য-সাক্ষাৎকার পাইত না ॥ ৬ ॥

মস্ত্রিগুণগণের একান্ত অহুরোধে যদিও কখন উৎসুক
 প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে দর্শন দিতেন,
 তাহাও এক বিচিত্র প্রকারের। বিলাসিনী-গণাকুট মুখ ঠাহার
 কেহ দেখিতে পাইত না, তিনি গবাক্ষ-পথে একখানি চরণ
 বাহির করিয়া দিয়াই রাজ্য কর্তব্য পালন করিতেন ॥ ৭ ॥

অতি কোমল নখরাগে সমুদভাগিত ঐ চরণ অরুণরাগ-
 রঞ্জিত পদ্মের ছায়ে নয়ন-রঞ্জন। প্রজাবৃন্দ অবনত মস্তকে সেই
 চরণেই প্রণাম করিত ॥ ৮ ॥

অগ্নিবর্ণ বিলাসের তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিলেন। উৎকট-
 যৌবনা বিলাসিনীরা দীর্ঘিকায় পাড়িয়া জলকেলি করিত,
 তাহাদের পানোন্নত পয়োধরের আবাত-আক্ষালন প্রভৃতিতে
 কমলদল আলোড়িত হইয়া দীর্ঘিকাকে অলঙ্কৃত করিত,—
 অগ্নিবর্ণ সেই দলে গিয়া বহার করিতেন, কখনো বা দীর্ঘিকার
 অভ্যন্তরে যে অদৃশ্য রাতমান্দর ছিল, তাহার মধ্যে গিয়া
 কামিনী-কুলের সাহিত ইন্দিয়াদিরা-পানে বিভোর হইতেন ॥ ৯ ॥

সেই জলমধ্যস্থ কক্ষে পরস্পর জল ছিটাছিটি করিতে
 করিতে কেলি-চতুরা কামিনীদের নয়নের অঞ্জন ও বদনের
 লাক্ষাদি-কৃত রাগ বিধৌত হওয়ায়, তাহাদের মনোরম মুখ-
 কমলের স্বাভাবিক কাস্তি ফুটিয়া বাহির হইত এবং তদ্বর্ণনে
 অগ্নিবর্ণ আরও বিম্বল হইয়া পাড়িতেন ॥ ১০ ॥

করিণীকে লইয়া করী যেমন মকরন্দ-সৌরভাঙ্কুর কমল-
 বনে অবতীর্ণ হয়, মহারাজ অগ্নিবর্ণও তদ্রূপ, প্রিয়তমাদিগকে
 লইয়া সৌরভময়ী পানভূমিতে গমন করিতেন ॥ ১১ ॥

নাতিরেকমদকারণং রহস্তেন দন্তমভিলেখুরঙ্গনাঃ ।
 তাভিরপ্যুপহৃতং মুখাসবং সৌহপিবদ্ধকুলতুল্যদোহদঃ ॥ ১২ ॥
 অঙ্কমক্ পরিবর্তনোচিতৈ তস্মা নিম্নতরশূন্যতামুভৈ ।
 বল্লকী চ হৃদয়ঙ্গম-স্বনা বস্তুবাগপি চ বামলোচনা ॥ ১৩ ॥
 স স্বয়ং প্রহতপুঙ্করঃ কৃতী লোলমালাবলয়ো হরদ্বয়নঃ ।
 নর্তকীরভিনয়াতিলজ্জিবনীঃ পার্শ্ববর্তিষু গুরুষলজ্জয়ৎ ॥ ১৪ ॥
 চারু নৃত্যবিগমে চ তন্মুখং শ্বেদভিন্নতিলকং পরিশ্রমাৎ ।
 প্রেমদন্তবদনানিলঃ পিবন্নত্যজীবদমরালকেশ্বরৌ ॥ ১৫ ॥
 তস্মা সাবরণদৃষ্টসঙ্কয়ঃ কাম্যবস্তুষু নবেষু সঙ্গিনঃ ।
 বল্লভাভিরুপসৃত্য চক্রিরে সামি-ভুক্তবিষয়াঃ সমাগমাঃ ॥ ১৬ ॥

অনুব্রজ্য।—সঙ্গনাঃ রহঃ সাতিরেক-মদ-কারণং তেন দন্তং মুখাসবম্ অভিলেখুঃ। বকুল-তুল্য-দোহদঃ সঃ অপিতাভিঃ উপহৃতং (মুখাসবম্) অপিবৎ ॥ ১২ ॥

অঙ্ক-পরিবর্তনোচিতৈ উভৈ তস্মা অঙ্কম্ অশূন্যতাং নিম্নতরঃ। (কে তে উভে?) হৃদয়ঙ্গম-স্বনা বল্লকী (বীণা) চ বস্তুবাক্ বামলোচনা অপি চ ॥ ১৩ ॥

কৃতী স্বয়ং প্রহতপুঙ্করঃ লোলমালাবলয়ঃ যনঃ হরনঃ সঃ অভিনয়াতিলজ্জিবনীঃ নর্তকীঃ গুরুষু নাট্যাচার্য্যেষু পার্শ্ব-বর্তিষু (সংস্রু অপি) অলজ্জয়ৎ ॥ ১৪ ॥

নৃত্যবিগমে পরিশ্রমাৎ শ্বেদ-ভিন্নতিলকং চারু তন্মুখং (নর্তকীমুখং) প্রেম-দন্তবদনানিলঃ (সন্) পিবন্ (সঃ) আমরালকেশ্বরৌ (ইন্দ্রকুশোরৌ) চ অত্যজীবৎ (অতিক্রম্য জীবতি স্ম) ॥ ১৫ ॥

উপসৃত্য নবেষু কাম্যবস্তুষু সঙ্গিনঃ তস্মা (অগ্নিবর্ণস্ম) সাবরণ-দৃষ্ট-সঙ্কয়ঃ সমাগমাঃ বল্লভাভিঃ সামি-ভুক্তবিষয়াঃ (অর্দ্ধোপভুক্ত-মুখাঃ) চক্রিরে ॥ ১৬ ॥

বক্তব্য—কামিনীর মুখনিঃসৃত শীঘ্র-গণ্ডুষ-সেকে বকুলের বড়ই আবেদ জন্মে, তাহার অকালে ফুল ফোটে। মহারাজ অগ্নিবর্ণও কামিনীদের মুখোচ্ছিষ্ট মত্তপানের জন্য লালায়িত ছিলেন। বকুলতুল্য অগ্নিবর্ণকে কামিনীরা সেই নিজনে যেমন মনজনক উচ্ছিষ্ট আসব দান করত, তিনিও তদ্রূপ তাহাদিগকে মুখাসবদানে আপ্যায়িত করিতেন ॥ ১২ ॥

হয় মনোমোহিনী মধুর-জ্যবিশী রমণী, না হয় মনোহরধ্বনি

বীণা—একটি না একটি তাঁহার কোলে সর্বদাই থাকিত। সে কোল কখনো উপবাসী রহিত না ॥ ১৩ ॥

তাঁহার জোড়া ছিল না। তিনি নিজে কখনো হয় ত, বাত্বয়স্ব স্বহস্তে বাজাইতেন, তাহাতে কণ্ঠের মালা ও হাতের বলয় তরঙ্গিত হইত এবং তদর্শনে নর্তকীরা আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। তাহারা নাচিতেছে—এমন সময়ে হয় ত আবার হঠাৎ এমন একটা বেথাপ বেগাড়া ব্যাপার করিয়া বাসিলেন যে, নর্তকীরা নৃত্যের তাল-মান সব গোলমাল করিয়া ফেলিত এবং পার্শ্ববর্তী নাট্যাচার্য্যদিগের নিকট লজ্জায় মরিয়া যাইত ॥ ১৪ ॥

নাচিতে নাচিতে নর্তকীরা যখন একান্ত পরিশ্রান্ত হইত, তাহাদের ললাটোদগত ঘর্ম্মজলে তিলক বিশীর্ণ হইয়া পড়িত, তখন কাম্যক রাজা, সেই সুন্দর সুন্দর মুখে, কত আদরে নিজের মুখ দিয়া “কু” দিতেন, যেন হাওয়া করিতেছেন, এইরূপে “কু” দিতে দিতে হঠাৎ সেই শ্রান্তি-কাতর মুখে সুধা পান করিয়া বাসিতেন। তখন তাঁহার মনে হইত—স্বর্গের ইন্দ্র বা অলকার কুশেরও তাঁহার তুল্য সৌভাগ্য-শালী নহেন, “অন্ত্রে পরে কা কথা” ॥ ১৫ ॥

রাজা অগ্নিবর্ণ নিত্য নূতন নূতন ভোগ্যবস্তুর অতুলস্বাদ করিতেন এবং নানাস্থানে গিয়া ধরা দিতেন। তাহাঁহার উপর কোন কামিনীরই তেমন আস্থা ছিল না। সেই কারণে উপভোগের সময়ে রত-কোষিদা রমণী, তাঁহার পূর্ণ পরিভূষি জন্মিতে দিত না। তাঁহাকে অপর কাষের অচ্ছেদ্য রজ্জুতে ঝুলাইয়া রাখিত, কেন না, আশ্রয় মিটিলে, হয় ত তিনি আর আসিবেন না ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুলীকিসলয়াগ্রতর্জনং জবিভঙ্গকুটিলং চ বীক্ষিতম্ ।
 মেখলাভিরসকৃচ্ছ বন্ধনং বঞ্চয়ন্ প্রণয়িনীরবাপ সঃ ॥ ১৭ ॥
 তেন দূতিবিদিতং নিষেহুবা পৃষ্ঠতঃ সুরত-বাররাত্রিষু ।
 শুশ্রুবে প্রিয়জনস্ত কাতরং বিপ্রলম্ব-পরিশঙ্কিনো বচঃ ॥ ১৮ ॥
 লৌল্যমেত্য গৃহিণীপরিগ্রহান্তর্কীষ্মলভাস্থ তদ্বপুঃ ।
 বর্ততে স স কথঞ্চিদালিখন্নঙ্গুলীকরণ-সন্নবর্তিকঃ ॥ ১৯ ॥
 প্রেমগর্কিত-বিপক্ষমৎসরাদায়তাচ্ছ মদনান্মহীক্ষিতম্ ।
 নিম্মারুৎসববিধিচ্ছলেন তং দেব্য উজ্জ্বলিতরুহঃ কৃতার্থতাম্ ॥ ২০ ॥
 প্রাতরেত্য পরিভোগ-শোভিনা দর্শনেন কৃত-খণ্ডন-ব্যথাঃ ।
 প্রাঞ্জলিঃ প্রণয়িনীঃ প্রসাদয়ন্ সোহহুনোৎ প্রণয়-মম্বরঃ পুনঃ ॥ ২১ ॥

অশ্রুত-সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) প্রণয়িনীঃ বঞ্চয়ন্ (অগ্র
 গচ্ছন্) অঙ্গুলীকিসলয়াগ্রতর্জনং জবিভঙ্গ-কুটিলং বীক্ষিতং চ
 অসকৃৎ মেখলাভিঃ বন্ধনং চ অবাপ ॥ ১৭ ॥

সুরত-বাররাত্রিষু দূতি-বিদিতং (যথা তথা) পৃষ্ঠতঃ নিষেহুবা
 তেন বিপ্রলম্ব-পরিশঙ্কনঃ প্রিয়জনস্ত কাতরং বচঃ শুশ্রুবে ॥ ১৮ ॥

গৃহিণী-পরিগ্রহাৎ ন্তর্কীষ্ম অম্লভাস্থ (সত্যিষু) লৌল্যম্
 এত্য অঙ্গুলীকরণসন্নবর্তিকঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) তদ্বপুঃ আলিখন্
 কথঞ্চিৎ বর্ততে স ॥ ১৯ ॥

প্রেম-গর্কিত-বিপক্ষ-মৎসরাৎ আয়তাৎ মদনাৎ চ দেব্যঃ
 উজ্জ্বলিতরুহঃ (সত্যঃ) তং মহীক্ষিতম্ উৎসববিধিচ্ছলেন
 কৃতার্থতাং নিম্মারুৎ ॥ ২০ ॥

সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) প্রাতঃ এত্য পরিভোগশোভিনা দর্শনেন
 কৃতখণ্ডনব্যথাঃ প্রণয়িনীঃ প্রাঞ্জলিঃ (সন্) প্রসাদয়ন্ (তথাপি)
 প্রণয়মম্বরঃ (সন্) পুনঃ অহুনোৎ ॥ ২১ ॥

বক্ষ্যামি ।—এততেও রাজার আক্কেল হইত না ।
 তিনি তবুও অম্মরাগবতী প্রেয়সীদিগের চক্ষুতে ধূলি দিয়া
 অগ্রহণ যাইতেন । তাই সেই ভোগ-বিক্ষিতা প্রণয়িনীরা তাঁহার
 শাস্তির চরম করিয়া ছাড়িত,—কখনো চম্পক-কলিকানিত
 অঙ্গুলী-তর্জনপূর্বক শাসাইত, কখনো জ-ষয় বুদ্ধিত করিয়া
 হুটিল নয়নে তাকাইত, কখনো বা মেখলা-দামে রাজাকে
 বাঁধিয়া রাখিত ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শিক্ষা হইত না ॥ ১৭ ॥

বন্ধ-কামিনী-বল্লভ অগ্নিবর্ণের যে রাজ্রিতে যে কামিনীর
 নিকট উপগত হইবার প্রতিক্রিয়া পূর্ব হইতেই স্থির থাকিত,
 তিনি দূতীদিগের জ্ঞাতসারে অলক্ষিতে গিয়া সেই অপ্রত্যাশ-
 যদ্বা বিরহিনীর পক্ষাঘাতে সেই রাজ্রিতে উপস্থিত হইতেন এবং

তাঁহারই বিরহ-শঙ্কায় কাতরা সেই রমণীর দূতীর নিকটে “সম্বর
 যাও, যে ভাবে পার, তাঁহাকে আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও”—
 প্রতৃতি বিলাপ-লহরী শ্রবণপূর্বক প্রচুর আমোদ পাইতেন ॥ ১৮ ॥

রাজ-মাহবীরা সময়ে সময়ে আসিয়া তাঁহাকে অধিকার
 করিয়া বসিতেন । তখন কৃত্যকুশলা বারবানতাদের আর আসি-
 বার উপায় থাকিত না ; অসাহসু আয়বণ তখন উৎকণ্ঠিত-
 চিত্তে নর্তকীদের সুরক্ষিত অঙ্গনাটকা আলেখ্য-পটে আঁকিত
 করিয়া মনোবনোদন কারতেন । তাঁহার অঙ্গুলী হইতে যেদ-
 বিন্দু ক্ষরিত হইয়া করাস্থিত তুলিকা সিক্ত করিয়া ফেলিত ॥ ১৯ ॥

রাজীগণ, তাঁহাদের প্রণয়প্রতিদ্বন্দ্বিনী মদ-গর্কিতা
 ললনাদিগের উপযুক্ত প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত এবং
 আপনারাও কতকটা মদন-বেদনায় আতুরা হইয়া, সমস্ত
 ক্রোধ অভিমান বিসর্জনপূর্বক, কোনো একটা উৎসবের ছল
 করিয়া রাজাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইতেন ও পিপাসিত
 প্রাণে তাঁহার সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন ॥ ২০ ॥

ভোর হইতে না হইতেই অগ্নিবর্ণ অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া
 আসিয়া ঐ উপেক্ষিতা প্রণয়িনীদের নিকট হাজির হইতেন ।
 তাঁহার সর্কাক্ষে,—সর্কপরিচ্ছদে রাজমহিবীর্ণগের সাহিত
 পরিভোগের চিহ্ন তখনও বিদ্যমান থাকিত ; ঐ সকল রমণীর
 তদর্শনে বড়ই ব্যথা পাইত, উপেক্ষাকারী প্রিয়তমের নির্দয়
 ব্যবহারে তাহাদের বুক ভাঙিয়া যাইত ; অপরাধী রাজা বৃত্ত-
 করে তাহাদের প্রসন্নতা-বিধান কারতেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই
 আবার অগ্রহণ আর্সক্তি-হেতু যথেষ্ট প্রণয়-প্রদর্শনে তৎপর হই-
 তেন না বলিয়া, কামিনীরা একান্ত ব্যাথিত হইয়া পাড়ত ॥ ২১ ॥

স্বপ্নকীৰ্ত্তিত-বিপক্ষমজনাঃ প্রত্যভৈতঃস্বরবদন্ত্য এব তম্ ।

প্রচ্ছদাস্ত-গলিতাশ্রবিন্দুভিঃ ক্রোধভিন্ন-বলয়ৈব্বিবৰ্ত্তনৈঃ ॥ ২২ ॥

ক্লৃপুপ্পশয়নীলতাগৃহানেত্যা দূতীকৃতমার্গদর্শনঃ ।

অশ্বভৃৎ পরিজনাঙ্গনারতং সোহবরোধভয়বেপথন্তরম্ ॥ ২৩ ॥

নাম বল্লভ-জনস্ত তে ময়া প্রাপ্য ভাগ্যমপি তস্ত্র কাক্ষ্যতে ।

লোলুপং নমু মনো মমেতি তং গোত্রবিজ্ঞালিতমূচুরঙ্গনাঃ ॥ ২৪ ॥

চূর্ণবক্র লুলিতশ্রগাকুলং ছিন্নমেখলমলক্তকাক্ষিতম্ ।

উথিতস্ত্র শয়নং বিলাসিনস্ত্র বিভ্রম-রতাশ্রপার্বণোৎ ॥ ২৫ ॥

স স্বয়ং চরণরাগমাদধে যোষিতাং ন চ তথা সমাহিতঃ ।

লোভ্যমান-নয়নঃ প্লথংগুটকৈর্মেখলাগুণপদৈনিতস্থিতিঃ ॥ ২৬ ॥

অনুব্র।—স্বপ্নকীৰ্ত্তিতবিপক্ষং তম্ (অগ্নিবর্ণম্) অবদন্ত্যঃ
এব (মহিষ্যঃ) প্রচ্ছদাস্ত-গলিতাশ্রবিন্দুভিঃ ক্রোধভিন্নবলয়ৈঃ
বিবৰ্ত্তনৈঃ প্রত্যভৈতঃস্বঃ (প্রতিচক্রঃ) ॥ ২২ ॥

সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) দূতীকৃত-মার্গদর্শনঃ (সন্) ক্লৃপুপ্পশয়নান্
লতাগৃহান্ এত্যা অবরোধভয়বেপথন্তরং (যথা তথা) পরি-
জনাঙ্গনারতম্ (দাসীরতম্) অবক্লৃৎ ॥ ২৩ ॥

ময়া তে বল্লভ-জনস্ত নাম প্রাপ্য (তৎ) ভাগ্যম্ অপি
কাক্ষ্যতে, নমু মম মনঃ লোলুপং (গৃধ্রু) —ইতি গোত্র-
বিজ্ঞালিতং তম্ অননাঃ উচুঃ ॥ ২৪ ॥

চূর্ণবক্র লুলিতশ্রগাকুলং ছিন্নমেখলম্ অলক্তকাক্ষিতং
শয়নম্ (কর্তৃ) উথিতস্ত্র বিলাসিনঃ তস্ত্র (অগ্নিবর্ণস্ত্র) বিভ্রম-
রতানি অপার্বণোৎ ॥ ২৫ ॥

সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) স্বয়ম্ (এব) যোষিতাং চরণরাগম্ আদধে,
(কিঞ্চ) প্লথংগুটকৈঃ নিতস্থিতিঃ মেখলাগুণপদৈঃ (জঘনৈঃ) ।
লোভ্যমান-নয়নঃ (সন্) তথা সমাহিতঃ চ ন (আদধে) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজিতে ঘূমের ঘোরে, অগ্নিবর্ণ
পূর্বেপভুক্ত অত্র কোনো প্রমদার নাম ধরিয়া ডাকিয়া
বসিতেন, আর তাঁহার অঙ্ক-শায়িনী গুণয়িনীরা নীরবে অশ্রু
বিসর্জন করিতেন, তাঁহাদের কাঁচলীর প্রান্ত্র নয়নজলে
ভিজিয়া যাইত। রাজাকে কিছুই বলিতেন না, ক্রোধে গর,
গর করিতে করিতে তাঁহারা এত বেগে পাশ ফিরিয়া শুইতেন
যে, করধৃত জড়োরার বালা চুরয়ার হইয়া যাইত ॥ ২২ ॥

রাজার গুণের সীমা ছিল না। শুদ্ধাস্ত-বাসিনী মহিষী-
দের ভরে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি দূতীগণ-প্রদর্শিত গোপনীয়
পথে গিয়া, পূর্বে হইতে নির্ধারিত কুম্বশয্যায় লতাগৃহে

উপনীত হইতেন ও অভিলষিত পরিচারিকার সহিত প্রমোদ-
তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেন ॥ ২৩ ॥

অভ্রমনস্তভাবে হঠাৎ যখন অত্র কোন প্রিয়তমা ললনার
নাম ধরিয়া ডাকিতেন, তখন অগ্নিবর্ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী কামিনীরা
কহিতেন,—“প্রিয়তম! বাহার নাম ধরিয়া আমাকে ডাকিলে,
সেই কামিনীর সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত প্রাণ আকুল
হইয়াছে” ॥ ২৪ ॥

কামশাস্ত্রে উপভোগের নানাবিধ প্রকারভেদ আছে।
কামুক অগ্নিবর্ণ সেই ভিন্নভিন্ন-প্রকার উপভোগের অনেক-
গুলিই জানিতেন। কেন না, তিনি গাত্রোত্থান করিলে
তলীয় শয্যা দর্শনেই বুঝা যাইত যে, তিনি কত-রকম দীলা-
বিহার করিয়াছেন। সেই শয্যার কোন অংশ অঙ্ক-শায়িনী-
গণের কেশস্ত্র বুদ্ধমাদি-রাগে পিঙ্গলবর্ণ, কোথাও বা কণ্ঠধৃত
মাল্যচ্ছেদে আকীর্ণ, কোন স্থল আবার নিভাষিনীদের ছিন্ন-
ভিন্ন মেখলাখণ্ডে পারিপূর্ণ, অত্র কোথাও বা ভামিনীদের
চরণের অলক্তকরাগে উজ্জল। এই চারিপ্রকার চিহ্ন দ্বারা
যথাক্রমে “ব্যানত”, “করিপদ”, “হরিবিক্রম” এবং “ধৈরুক”-
সংজ্ঞক চতুষ্কিধ বিহার-প্রকার স্থচিত হইত ॥ ২৫ ॥

অযোধ্যাপতি মহারাজ অগ্নিবর্ণ সহস্রেই বিলাসিনীদের
চরণ লাক্ষ্যরাগে রঞ্জিত করিয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার কর-
স্পর্শে ভামিনীগণের দেহ এলাইয়া পড়িত, নীবীবন্ধ হইতো
স্বল্প পরিধেয় বসন অনেকটা খসিয়া যাইত, তখন কাম-
রাজার শ্রেন-দৃষ্টি গিয়া সেই নিভাষিনীদের মাংসল, রশন-
লাঙ্ঘিত জঘনের উপর নিবন্ধ হইত, তাই তিনি আর অলক্তক-
প্রসাধনে ততটা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিতেন না ॥ ২৬ ॥

চুধনে বিপরিবর্তিতাধরং হস্তরোধি রশনা-বিঘট্টনে ।
 বিস্মিতেচ্ছমপি তন্ত সৰ্ব্বতো মন্থথেক্ষনমভূদধ্বরতম্ ॥ ২৭ ॥
 দৰ্পণেষু পরিভোগ-দর্শিনীর্নর্মপূর্বমুপ্তসংস্থিতঃ ।
 ছায়য়া স্মিতমনোজয়া বধূহীনীমীলিতমুখীশ্চকার সঃ ॥ ২৮ ॥
 কণ্ঠ-সঙ্কম্বদ্বাংহবন্ধনং হস্তপাদতলমগ্রপাদয়োঃ ।
 প্রার্থয়ন্ত শয়নোথিতং প্রিয়াসুং নিশাত্যবিসর্গচূষনম্ ॥ ২৯ ॥
 প্রেক্ষ্য দৰ্পণতলস্থমাগ্নানো রাজ-বেশমতিশক্ৰ-শোভিনম্ ।
 পিপ্রিয়ে ন স তথা যথা যুবা ব্যক্তলক্ষ্য পরিভোগমণ্ডনম্ ॥ ৩০ ॥
 মিত্রকৃত্যমপদিশ্য পার্শ্বতঃ প্রস্থিতং তমনবস্থিতং প্রিয়াঃ ।
 বিদ্র হে শঠ ! পলায়নচ্ছলাশৃঙ্গসেতি রুৰুধুঃ কচগ্রহৈঃ ॥ ৩১ ॥

অনুব্রজ্য।—চুধনে বিপরিবর্তিতাধরং রশনা-বিঘট্টনে
 হস্তরোধি (ইথং) সৰ্ব্বতঃ বিস্মিতেচ্ছম্ অপি বধুরতং তন্ত
 (অগ্নিবর্ণস্য) মন্থথেক্ষনম্ অভূৎ ॥ ২৭ ॥

সঃ দৰ্পণেষু পরিভোগ-দর্শিনীঃ বধুঃ নর্মপূর্বম্ অনুপু-
 সংস্থিতঃ (সন্) স্মিতমনোজয়া ছায়য়া হীনীমীলিত-মুখীঃ
 চকার ॥ ২৮ ॥

প্রিয়াঃ শয়নোথিতং তং কণ্ঠসঙ্কম্বদ্বাংহবন্ধনম্ অগ্র-
 পাদয়োঃ হস্তপাদতলং নিশাত্যবিসর্গচূষনং প্রার্থয়ন্ত ॥ ২৯ ॥

যুবা সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) অতিশক্ৰশোভিনং দৰ্পণতলস্থম্
 প্রেক্ষ্য রাজবেশং তথান পিপ্রিয়ে, যথা ব্যক্ত-লক্ষ্য
 পরিভোগ-মণ্ডনং (প্রেক্ষ্য পিপ্রিয়ে) ॥ ৩০ ॥

মিত্রকৃত্যম্ অপদিশ্য পার্শ্বতঃ প্রস্থিতম্ অনবস্থিতম্
 (চঞ্চলং) তম্ (অগ্নিবর্ণং) প্রিয়াঃ—হে শঠ ! (তব) পলায়ন-
 চ্ছলানি অঙ্গসা বিদ্রু—ইতি কচগ্রহৈঃ রুৰুধুঃ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—চঞ্চল রাজা বধুদিগের সহিত প্রমোদে
 গিয়া চুধনে উচ্চত হইলে, তাঁহার মুখ ফিরাইয়া
 গাইতেন, জঘনাস্রিত মেখলা-গ্রন্থি ছিন্ন করিতে গেলে—
 তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিতেন । এইরূপে প্রতিপদে যতই বাধা
 পাইতেন, রাজার কার্য্যই ততই প্রবলতর বেগে জলিয়া
 উঠিত ॥ ২৭ ॥

রাজার চাকল্যে কোনো ললনা বিরত হইয়া গিয়া মুকুরে

খীয় অঙ্গের পরিভোগ-চিহ্নগুলি একান্তে বসিয়া যখন
 দেখিতেন, তখন ক্ষিতীষর মার্জারবৎ নিঃশব্দ-পদ-সন্ধানে
 গিয়া সেই উপভোগবধুরা বামিনীর পশ্চাদ্দেশে দাঁড়াই-
 তেন—আর রাজার মিটিমিটি হাস-ভরা মুখের ছায়া সেই
 মুকুরতলে নিপতিত হইত । তখন গলিত-পরিধেয়া বধু
 লজ্জায় নয়ন-মুদ্রণ করিয়া রহিতেন ॥ ২৮ ॥

রজনী-শেষে শয্যাভ্যাগ-পূর্বক রাজা যখন বাহিরে
 আসিতে উপক্রম করিতেন, তখন, তদীয় নিশা-সহচরী
 প্রিয়তমা ললিতভূজলাভিকায় তাঁহার কণ্ঠদেশ আবদ্ধ
 করিত, চরণের অগ্রভাগ দিয়া তাঁহার পদ চাপিয়া ধরিত
 এবং আবুল-হুদয়ে প্রভাতের বিদায় চুধন ভিক্ষা
 করিত ॥ ২৯ ॥

নবীন যুবক অগ্নিবর্ণ দৰ্পণতলে, খীয় ইন্দ্র-বিনিন্দী রাজ-
 বেশ নিরীক্ষণ করিয়া ততটা তৃপ্তি পাইতেন না, যতটা,
 রমণীগণের দশনক্ষতাদি পারভোগ্যচিহ্ন স্বগাঙ্গে দেখিলে
 প্রীত হইতেন ॥ ৩০ ॥

চঞ্চল নরনাথ, কোনো বন্ধুর বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের
 ছল করিয়া, ললনাস্তরের নিবট প্রস্থান করিতে উচ্চত
 হইলে,—পার্শ্ববর্তিনী বিলাসিনীরা—“লম্পট ! ছল করিয়া
 পলাইতেহ, সব—বুঝি”—বলিয়া, চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে
 ফিরাইত ॥ ৩১ ॥

তত্র নির্দয়রতিশ্রমালসাঃ কণ্ঠস্থত্রমপদিষ্টা যোষিতঃ ।
 অধ্যশেরত বৃহজ্জান্তরং পীবরস্তন-বিলুপ্ত-চন্দনম্ ॥ ৩২ ॥
 সঙ্গমায় নিশি গুচচারিণং চারদুতিকথিতং পুরোগতাঃ ।
 বঞ্চয়িত্বাসি কুতস্তমোবৃতঃ কামুকেতি চক্ৰযুক্তমঙ্গনাঃ ॥ ৩৩ ॥
 যোষিতামুদ্রুপতেরিবাচিবাং স্পর্শনির্বৃতিমসাববাপ্তবন্ ।
 আকুরোহ কুমুদাকরোপমাং রাত্রিজাগরপরো দিবাসয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
 বেণুনা দশনপীড়িতাধরা বীণয়া নখপদাক্তিতোরবঃ ।
 শিল্পকার্য্য উভয়েন বেজিতান্তং বিজিত-নয়না ব্যলোভয়ন্ ॥ ৩৫ ॥
 অঙ্গসঙ্ঘ-বচনাশ্রয়ং মিথঃ স্ত্রীষু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্ ।
 স প্রযোগনিপুণৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ সঙ্ঘঘর্ষ সহ মিত্র-সন্নিধৌ ॥ ৩৬ ॥

অনুব্রাজ্য ।—নির্দয়রতিশ্রমালসাঃ যোষিতঃ কণ্ঠস্থত্রম্
 (আলিঙ্গন-বিশেষম্) অপদিষ্টা পীবরস্তন-বিলুপ্ত-চন্দনং তস্য
 (অগ্নিবর্ণস্য) বৃহজ্জান্তরম্ অধ্যশেরত ॥ ৩২ ॥

সঙ্গমায় নিশি গুচচারিণং চার-দুতি-কথিতং তম্ (অগ্নিবর্ণং)
 পুরোগতাঃ (সত্যঃ) অঙ্গনাঃ—হে কামুক! তমোবৃতঃ (সন)
 কুতঃ বঞ্চয়িত্বাসি—ইতি চক্ৰযুক্তঃ (স্বগৃহং নিত্যঃ) ॥ ৩৩ ॥

উদ্রুপতে: আচিবাং ইব যোষিতাং স্পর্শনির্বৃতিম্
 অবাপ্তবন্ রাত্রিজাগরপরঃ দিবাসয়ঃ অসৌ (অগ্নিবর্ণঃ)
 কুমুদাকরোপমাম্ আকুরোহ ॥ ৩৪ ॥

দশন-পীড়িতাধরা: নখপদাক্তিতোরবঃ বেণুনা বীণয়া (চ)
 (ইতি) উভয়েন বেজিতা: শিল্পকার্য্য: (গায়িকা:) তং বিজিত-
 নয়না: (সত্য:) ব্যলোভয়ন্ ॥ ৩৫ ॥

অঙ্গ-সঙ্ঘ-বচনাশ্রয়ং নৃত্যং মিথঃ স্ত্রীষু উপধায় দর্শয়ন্ স:
 মিত্রে-সন্নিধৌ প্রযোগনিপুণৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ সহ সঙ্ঘঘর্ষ
 (সংঘর্ষং কৃতবান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুব্রাজ্য ।—বলিষ্ঠ অগ্নিবর্ণের নির্দয় উপভোগের
 অতিশ্রমে শিথিল কায়্য বিলাসিনীরা “কণ্ঠস্থত্র”-নামক
 মনোজ্ঞ আলিঙ্গনের ছল করিয়া তাঁহার বিশাল ভুজঘরের
 বধ্য বন্ধ-হলে যখন বিশ্রামার্থ শয়ন করিত, তখন তাহাদের
 পীবরস্তন-সংসর্গে রাজার অঙ্গরাগ কোথায় চলিয়া
 যাইত ॥ ৩২ ॥

কুট্টিনীগণের নির্দেশক্রমে, গভীর রজনীতে যখন তিনি
 অতি সংযোগনে ঞ্জটিঙটি করিয়া ললনাস্তরের উদ্দেশে
 সন্ধ্যা-হৃদয়ে বিচরণ করিতেন, তখন “কামুক! অন্ধকারে
 গা-ঢাকা দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে চাও?”—বলিয়া
 কামিনীরা তাঁহাকে ঠানিয়া আনিত ॥ ৩৩ ॥

কুমুদাকর (কুমুদপূর্ণ সরোবর) যেমন কুমুদ-বল্লভ শশাঙ্কের
 প্রভাজালের স্পর্শস্থল লাভের আশায় সারারাত্রি বিকসিত-
 কুমুদে জাগিয়া জাগিয়া দিনে নিমীলিত হইয়া যেন ঘুমাইয়া
 থাকে, তদ্রূপ অযোধ্যানাথ ললনারঙ্গন অগ্নিবর্ণও,
 সমগ্র রজনী ললনাদিগের সংস্পর্শ-লাভের নিমিত্ত জাগিয়া
 কাটাইতেন ও সারাদিন ঘুমাইতেন ॥ ৩৪ ॥

তাঁহার অতি নির্দয় সম্ভোগে গায়িকাদিগের অধর
 ক্ষতবিক্ষত ও উদ্দেশ নখাদিচিহ্নিত হওয়ার, বীণী ও
 বীণা বাজাইতে যখন তাহাদের ক্রেশ হইত, তখন তাহারা
 নির্দয় অগ্নিবর্ণের দিকে কুটিল-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিত এবং
 তাহাতে রাজা আরও আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ হইতেন ॥ ৩৫ ॥

অগ্নিবর্ণ অতিনির্ভঞ্জে, প্রথমে, নর্তকদিগকে আঙ্গিক,
 বাচিক ও সাংগিক এই তিনপ্রকার অভিনয় স্বয়ং শিক্ষা
 দিতেন ও কেমন শিথিল, তাহা অভিনয় দ্বারা পরীক্ষা
 করিয়া লইতেন এবং পার্শ্বচর বন্ধু-বান্ধবদিগের সম্মুখে ঐ
 সকল নর্তকী দ্বারা, অভিনয়নিপুণ নাট্যাচার্য্যগণের সহিত
 কলহ বাধাইয়া দিতেন ॥ ৩৬ ॥

অংসলবিকুটজার্জুনশ্রজন্তু নীপরজসাক্ষরাগিণঃ ।
 প্রাবৃষি প্রমদবহির্গেঘভূৎ কৃত্রিমাজিষু বিহারবিভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
 বিগ্রহাচ্চ শয়নে পরাঘুখীর্নান্ননেতুমবলাঃ স তদ্বরে ।
 আচকাজ্জ ঘন-শববিক্রবাস্তা বিবৃত্য বিশতীর্ভ জাতুরম্ ॥ ৩৮ ॥
 কণ্ঠিকীষু সবিতানহর্য্যভাগু যামিনীষু ললিতাজ্ঞনাসথঃ ।
 অষভুক্ত সুরতশ্রমাপহাং মেঘমুক্তবিশদাং স চন্দ্রিকাম্ ॥ ৩৯ ॥
 সৈকতং চ সরযুং বিবৃথতীং শ্রোণিবিশ্বমিব হংসমেখলম্ ।
 স্বপ্রিয়া-বিলসিতামুক্যরিণীং সৌখজ্জাল-বিবরৈর্ব্যালোকয়ৎ ॥ ৪০ ॥
 মর্ম্মরৈরগুরুধূপগন্ধিভির্ব্যক্তহেমরশনৈস্তমেকতঃ ।
 জহ রাএখনমোক্ষলোপং হৈমনৈনিবসনৈঃ স্তুমধ্যমাঃ ॥ ৪১ ॥

অশ্রজন্তু ।—প্রাবৃষি অংস-লব-কুটজার্জুনশ্রজঃ নীপরজসা-
 ক্ষরাগিণঃ তন্তু প্রমদ-বহির্গেঘে কৃত্রিমাজিষু বিহার-বিভ্রমঃ
 অত্ ৩৭ ॥

(প্রাবৃষি) সঃ (অগ্নিবর্গঃ) বিগ্রহাৎ শয়নে পরাঘুখী:
 অবলাঃ অহুনেতুং চ ন তদ্বরে । (কিল) ঘন-শব-বিক্রবা:
 (সত্যঃ) বিবৃত্য ভূজান্তরং বিশতীঃ তাঃ আচকাজ্জ ॥ ৩৮ ॥

কণ্ঠিকীষু যামিনীষু সবিতানহর্য্যভাগু ললিতাজ্ঞনাসথঃ
 সঃ (অগ্নিবর্গঃ) সুরতশ্রমাপহাং মেঘমুক্তবিশদাং চন্দ্রিকাম্
 অষভুক্ত ॥ ৩৯ ॥

হংস-মেখলং সৈকতং শ্রোণিবিশ্বম্ ইব বিবৃথতীং স্বপ্রিয়া-
 বিলসিতামুক্যরিণীং সরযুং চ সৌখজ্জাল-বিবরৈঃ (সঃ অগ্নিবর্গঃ)
 ব্যলোকয়ৎ ॥ ৪০ ॥

মর্ম্মরৈঃ অগুরুধূপ-গন্ধিভিঃ ব্যক্তহেমরশনৈঃ হৈমনৈঃ
 (হেমন্তে ভবৈঃ) নিবসনৈঃ একতঃ আগ্রখনমোক্ষ-লোপং
 তং স্তুমধ্যমাঃ জহ ৩১ ॥

অর্থঃ—বর্ষাকালে কৃত্রিম ক্রীড়াপর্কতে তিনি
 বিহার করিতেন, তখন প্রাবৃষ্ট ঋতুর বুটজ ও অর্জুন বৃক্ষের
 মালা ওঁহার স্বচ্ছদেশে বিলম্বিত হইত ও কদম্ব-বৃক্ষের
 পরাগে কলেবর আরক্ত আভা ধারণ করিত। ক্রীড়াপর্কতের
 চারিদিক মদমত্ত যমুদগণে পরিপূর্ণ হইত ॥ ৩৭ ॥

অন্যাগত অগ্নিবর্গ, কলহনিবন্ধন অভিমানজরে পরাঘুখ-

শয়না শয়ন-সজিনীকে অহুন্নয়-বিময়ের দ্বারা সমুদয়
 করিবার প্রয়াস করিতেন না; ওঁহার বাসনা হইত
 প্রাবৃষ্ট-রজনীর গভীর জলদ-গর্জনে চকিত হইয়া অগ্নিবর্গ
 আপনাই পার্শ্বপরিদর্শনপূর্বক ওঁহার ভূজের অত্যন্ত
 আশ্রয় লউক ॥ ৩৮ ॥

ভূবারবর্ষা কণ্ঠিকমাসের রাত্রিতে অগ্নিবর্গ চন্দ্রোত্তপ-
 বিমণ্ডিত প্রাসাদে ললিত-কলেবরা বিলাসিনীদিগকে লইয়া
 সম্ভোগ-শ্রান্তিহরা মেঘমুক্তা বিমল চন্দ্রিকা উপভোগ
 করিতেন ॥ ৩৯ ॥

শরতে শীর্ণকায়্য সরযুর নিতম্বের দ্বার পুলিন জাগিয়া
 উঠিয়াছে এবং তাহাতে চন্দ্রোত্তপের দ্বার হংসশ্রেণি বিহাজ
 করিতেছে, রাজা অগ্নিবর্গ প্রাসাদ হইতে বাতাসন-পথে
 সেই শোভা দর্শন করিতেন আর ওঁহার স্বচিত-বসনা
 নিতম্ববতী প্রিয়তমাদিগের কথা মনে পড়িত ॥ ৪০ ॥

রাজা অগ্নিবর্গ স্বহস্তে কীণোদরী সুন্দরীদের তিবেশ
 কোন এক স্থানে পরিহের বসনের গ্রহিবন্ধন করিতে উৎসুক
 হইতেন—মতলব, নীচবন্ধন করিতে গিয়া কাপড়খানি খুলিয়া
 ফেলিলেন, কিন্তু জীলা-চতুরা বিলাসিনীরা, অগুরুধূপ-বাগিত
 মর্ম্মর-শব্দ-বিশিষ্ট তাহাদের হেমন্তকালোচিত মনোহর বসন
 নানা ভঙ্গিতে কখনো বিশ্রুত, কখনো নিবন্ধ করিয়া, লোকপ
 নৃপতির বন ফুলাইত ॥ ৪১ ॥

অর্পিতস্তিমিতদীপদৃষ্টয়ো গর্ভবেশ্মনু নিবাতকুক্ষিযু ।
 তস্ত সর্বসুরতাস্তরক্ষমাঃ সাক্ষিতাং শিশির-রাত্রয়ো যযুঃ ॥ ৪২ ॥
 দক্ষিণেন পবনেন সন্ত তং প্রেক্ষ্য চূত-কুশুমং সপল্লবম্ ।
 অশ্বনৈষুরবধূত-বিগ্রহাস্তং দুরূৎসহবিয়োগমজনাঃ ॥ ৪৩ ॥
 তাঃ স্বমঙ্গমধিরোপ্য দোলয়া প্রেচ্ছয়ন্ পরিজনাপবিদ্ধয়া ।
 মুক্তরজ্জু নিবিড়ং ভয়চ্ছলাং কণ্ঠবন্ধনমবাপ বাহুভিঃ ॥ ৪৪ ॥
 তং পরোধরনিবিক্ত-চন্দনৈর্মৌক্তিক-প্রথিত-চারু-ভূষণৈঃ
 গ্রীষ্মবেশবিধিভিঃ সিন্ধেবিরে শ্রোণি-লম্বি-মণিমেখলৈঃ প্রিয়াঃ ১ ৫ ॥
 যৎ স লগ্নসহকারমাসবং রক্ত-পাটল-সমাগমং পপৌ ।
 তেন তস্ত মধুনির্গমাৎ কৃশশ্চিহ্নতযোনিরভবৎ পুনর্নবঃ ॥ ৪৬ ॥

অশ্বশ্রু।—নিবাত-কুক্ষিযু গর্ভবেশ্মনু (গৃহাস্তর্গৃহেয়ু) অর্পিত-স্তিমিতদীপদৃষ্টয়ঃ সর্বসুরতাস্তরক্ষমাঃ শিশিররাত্রয়ো (তস্ত অগ্নিবর্ণস্য) সাক্ষিতাং যযুঃ ॥ ৪২ ॥

অজনাঃ দক্ষিণেন পবনেন সন্ত তং সপল্লবং চূতকুশুমং প্রেক্ষ্য অবধূত-বিগ্রহাঃ (সত্যঃ) দুরূৎসহবিয়োগং তম্ অশ্বনৈষুঃ (অশ্বনীতবত্যঃ) ॥ ৪৩ ॥

তাঃ (অজনাঃ) স্বম্ অঙ্গম্ অধিরোপ্য পরিজনাপবিদ্ধয়া দোলয়া মুক্তরজ্জু (যথা তথা) প্রেচ্ছয়ন্ ভয়চ্ছলাং বাহুভিঃ (অজনাভূজৈঃ) নিবিড়ং কণ্ঠবন্ধনম্ অবাপ ॥ ৪৪ ॥

প্রিয়াঃ পরোধরনিবিক্তচন্দনৈঃ মৌক্তিকপ্রথিতচারুভূষণৈঃ শ্রোণিলম্বি-মণিমেখলৈঃ গ্রীষ্মবেশবিধিভিঃ তম্ (অগ্নিবর্ণং) সিন্ধেবিরে ॥ ৪৫ ॥

সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) লগ্ন-সহকারং রক্ত-পাটল-সমাগমম্ আসবং পপৌ (ইতি) যৎ, তেন (আসবপামেন) মধুনির্গমাৎ কৃশঃ তস্য (অগ্নিবর্ণস্য) চিত্তযোনিঃ পুনঃ নবঃ অভবৎ ॥ ৪৬ ॥

অজ্ঞার্থ।—প্রাসাদ-মধ্যবর্তী সর্দার-বহীন অন্তঃ-প্রকোষ্ঠ সমূহে নিষ্কপ্তভাবে যে সমুদ্র প্রদীপ জলিত, তাহাদের সাহায্যে শিশিরমাসের রাত্রিসমূহ, বিলাসপ্রিয় অগ্নিবর্ণের সর্বপ্রকার বিহার প্রত্যক্ষ করিত। তখন আর গ্রীষ্মের প্রথর তাপ এবং ভঙ্জিত বর্ম্মধারণ—কিছুই ছিল না, রাত্রিও পূর্ণাপেক্ষা দীর্ঘতর, সুতরাং

মানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বিহারেও তাঁহার কোনো ক্লেশ জন্মিত না ॥ ৪২ ॥

মলয়সর্দারগণসংস্পর্শে রোগাক্রান্ত ও পল্লবমধ্য-বিকসিত চূতকুশুম দর্শন করিয়া প্রমদারা একান্ত উন্মনা হইয়া উঠিত—সকল জেদ্ সব অভিমান ছাড়িয়া তাহারা অসহ্য বিরহে অগ্নিবর্ণের শরণ লইত এবং বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া কত অতুলন-বিনয় করিত ॥ ৪৩ ॥

রসময় রাজা কামিনীদিগকে প্রথমতঃ আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়া দোলায় উঠিতেন, পরিজনবর্গ দোল দিত, আর তিনি দোলার রম্মি ছাড়িয়া দিয়া স্মন্দরীদিগকে যেন দ্বিষৎ ঠেলিয়া দিতেন। তাহারাও অমনি যেন কত ভয় পাইয়া, মৃগালভুজলতায় রাজার কণ্ঠ নির্দয়ভাবে জড়াইয়া ধরিত ॥ ৪৪ ॥

গ্রীষ্মকালোচিত মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিতম্বিনীগণ রাজার সেবা করিত। তাহাদের গীবরজ্জ-মণ্ডল চন্দনচর্চিত, ভূষণ সুশীতল মুক্তার্থচিত এবং নিতম্ব মণিময় মেখলায় সুশোভিত, রাজা তাদৃশী সেবিকাদের পরিচর্য্যায় পরম ক্রীতলাভ করিতেন ॥ ৪৫ ॥

দুরন্ত বসন্তের তিরোধানে রাজার কামানল কিঞ্চিৎ নিম্ভ্রত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি, পল্লব-ভঙ্গ-বিশ্রিত ও পাটল-কুশুম-রাগ-রঞ্জিত মত্তপানের সাহায্যে সেই মন্দীভূত অগ্নি আবার বিজ্ঞ জ্বালাইয়া লইতেন ॥ ৪৬ ॥

এবমিচ্ছিন্নস্থানি নির্বিশয়স্ত-কার্য-বিমুখঃ স পার্ধিবঃ ।

আত্মলক্ষণনিবেদিতানুত্নত্যাহয়দনজবাহিতঃ ॥ ৪৭ ॥

ত প্রমত্তমপি ন প্রভাবতঃ শেকুরাক্রমিতুমন্তপার্ধিবঃ ।

আময়ন্ত রতি-রাগ-সম্ভবো দক্ষ-শাপ ইব চন্দ্রমক্ষিণোৎ ॥ ৪৮ ॥

দৃষ্টদোষমপি তন্ন সোহত্যজং সঙ্গ-বস্ত্ত ভিষজাননাশ্রবঃ ।

স্বাহুভিস্ত বিষয়েই তন্ততো দুঃখমিচ্ছিন্নগণো নিবার্যতে ॥ ৪৯ ॥

তস্ত পাণ্ডুবদনান্নভূষণা সাবলম্বগমনা মৃদুশ্বনা ।

রাজযশস্পরিহানিরাযযৌ কামযান-সমবস্থয়া তুলাম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যোম পশ্চিমকলান্তিতেন্দু বা পঙ্কশেষমিব ঘর্মপম্বলম্ ।

রাজি তৎকুলমভূৎ ক্রয়াতুরে বামনাচ্চিরিব দীপ-ভাজনম্ ॥ ৫১ ॥

অনুভবঃ।—এবম্ অনন্য-বাহিতঃ অন্তকার্যবিমুখঃ সঃ পার্ধিবঃ ইচ্ছিন্ন-স্থানি নির্বিশন্ আত্মলক্ষণ-নিবেদিতানু ত্নত্ন অত্যাহয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

প্রমত্তম্ অপি তং (নৃপং) প্রভাবতঃ অন্তপার্ধিবঃ আক্র-মিতুম্ ন শেকুঃ, তু (কিছু) রতি-রাগ-সম্ভবঃ আময়ঃ (ক্ষয়রোগঃ) দক্ষশাপঃ চন্দ্রম্ ইব (তম) অক্ষিণোৎ ॥ ৪৮ ॥

ভিষজাম্ অনাশ্রবঃ সঃ (অগ্নিবর্ণঃ) দৃষ্টদোষম্ অপি তং সঙ্গ-বস্ত্ত (স্বীমজাদিকং) ন অত্যজং । (তথাহি)—ইচ্ছিন্নগণঃ স্বাহুভিঃ বিষয়েঃ জ্ঞতঃ তু (চেৎ) ততঃ (তেভ্যঃ) দুঃখং নিবার্যতে ॥ ৪৯ ॥

তস্ত (রাজঃ) পাণ্ডু-বদনা অন্নভূষণা সাবলম্বগমনা মৃদুশ্বনা রাজ-যশস্পরিহানিঃ কামযান-সমবস্থয়া তুলাম্ আযযৌ ॥ ৫০ ॥

রাজি (তস্মিন্ অগ্নিবর্ণে) ক্রয়াতুরে (সতি) তৎকুলং পশ্চিমকলান্তিতেন্দু ব্যোম বা ইব, পঙ্ক-শেষং ঘর্মপম্বলম্ (ইব), বামনাচ্চিঃ দীপভাজনম্ ইব অভূৎ ॥ ৫১ ॥

বজ্রার্থঃ।—যে যে ঋতুর যে যে বস্ত্ত উপভোগযোগ্য, সেই সেই ঋতুতে তৎ তৎ সমস্ত বস্ত্ত সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া, প্রজ্ঞানার্থে অগ্নিবর্ণ, অজ্ঞাত সমুদয় কার্য পরিত্যাগপূর্বক,—ইচ্ছিন্ন-পরিহৃতির অতুল স্রুখে নিমগ্ন থাকিতেন ॥ ৪৭ ॥

অগ্নিবর্ণ যতই কামপরভক্ত, প্রমদাগণবেষ্টিত এবং আত্ম-বিস্মৃত হইত না কেন,—ঐহার অপরাজের রাজ-শক্তির অঞ্চও প্রভাবে অস্ত্র কোনো রাজা ঐহাকে আক্রমণ করিবার

সাহস করিতেন না বটে, কিন্তু, প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ যেমন চন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ অত্যধিক অজ্ঞান-সম্ভোগের বিষয় পরিণাম অসাধ্য ক্ষয়রোগ ক্রমে ঐহাকে অতিশয় ক্ষীণ করিয়া ফেলিল ॥ ৪৮ ॥

দুর্বিনীত অগ্নিবর্ণ চিকিৎসকগণের অত্যন্ত অবাধ্য ছিলেন। স্বচক্ষে দেখিয়াও তিনি অশেষদোষের আকর—স্বী-মন্ত-প্রভৃতি সদাসহচর বিষয় সকল ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিরূপেই বা পারিবেন?—আপাততঃ কামিনী প্রভৃতিতে যাহার চিত্ত একবার মজিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনা বড়ই কঠিন ॥ ৪৯ ॥

অসাধ্য রাজ-যশস্বা ব্যাধির আক্রমণে তিনি একেবারে অন্তরূপ হইয়া গেলেন। অতিক্রম্যের ঠিক যেমন দশা ঘটে, ঐহারও তাহাই ঘটিল। সেই সুন্দর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, কণ্ঠস্বর বগিয়া গেল, স্বরভঙ্গ হইল। যষ্টি ব্যতিরেকে তিনি আর এক পদও চলিতে পারেন না। সর্বাঙ্গে কত বহুমূল্য রাজভূষণ ছিল, দৌরলা নিবন্ধন সে সমস্তই পরিহৃত হইল ॥ ৫০ ॥

ক্ষয়রোগে যখন তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন ত্রিজগদ্বিসিত রঘুবংশের কি শোচনীয় দশাই না ঘটিল। এক কলামাত্রে অবশিষ্ট চন্দ্রে আকাশের জ্বায়, কেবল পক্ষে পর্য্যবসিত গ্রীষ্মের নাতিবৃষ্ণ জলাশয়ের জ্বায়, এবং ক্ষীণ-শিখ দীপাধারের জ্বায়, রঘুকুল নিত্য দুঃখকরী অবস্থা প্রাপ্ত হইল ॥ ৫১ ॥

বাটুয়ে দিবসে পান্থিকঃ কৰ্ম সাধয়তি পুত্রজন্মেন ।
 ইত্যদশিতরুজোহস্ত মস্ত্রিণঃ শব্দদূরব-শক্তিণীঃ প্রজাঃ ॥ ৫২ ॥
 স শ্বেনকবনিতাসখোহপি সন্ পাবনৌমনবলোক্য সন্ততিম্ ।
 বৈভ্য যত্নপরিভাবিনঃ গবং ন প্রদীপ ইব বয়ুমতাগাং ॥ ৫৩ ॥
 জ গৃহোপবন এব সজ্জতাঃ পশ্চিমক্রতুবিদা পুরোধসা ।
 রোগশাস্ত্রিমপদিশ্য মস্ত্রিণঃ সংভূতে শিখিনি গৃচমাদধুঃ ॥ ৫৪ ॥
 তৈঃ কৃতপ্রকৃতিমুখ্যসংগ্রহৈরাশু তস্য সহধর্মচারিণী ।
 সাধু-দৃষ্ট-শুভ-গর্ভ-লক্ষণা প্রত্যপত্তত নরাধিপশ্রিয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্যাস্তথাবিধ-নরেন্দ্রবিপত্তিশোকাত্ত্বৈবিলোচনজলৈঃ প্রথমাভিতপ্তঃ ।
 নির্বাপিতঃ কনক-কুন্তুমুখোজ্বিতেন বংশাভিষেকবিধিনা শিশিরেণ গর্ভঃ ॥ ৫৬ ॥

অর্থঃ।—বাটু (সত্যম্) এবং পান্থিকঃ দিবসে পুত্র-জন্মেন কৰ্ম সাধয়তি ইতি—অদর্শিতরুজঃ (নিগৃহিত-রোগাঃ) (সন্তঃ) অস্ত মস্ত্রিণঃ অবশক্তিণীঃ প্রজাঃ শব্দং ॥ ৫২ ॥

তু (অগ্নিবর্ণঃ) অনেক-বনিতা-সখঃ সন্ অপি পাবঃ সন্ততিম্ অনবলোক্য বৈভ্যত্নপরিভাবিনঃ গবং প্রদীপঃ বা ইব ন অত্যগাং (নাতিচক্রাম—মযার) ॥ ৫৩ ॥

পশ্চিমক্রতুবিদা পুরোধসা সজ্জতাঃ মস্ত্রিণঃ গৃহোপবনে এব রোগ-শাস্ত্রিম্ অপদিশ্য তম্ (অগ্নিবর্ণঃ) সংভূতে শিখিনি গৃচম্ আদধুঃ ॥ ৫৪ ॥

আশু কৃত-প্রকৃতি-মুখ্য-সংগ্রহৈঃ তৈঃ (মস্ত্রিভিঃ) সাধু-দৃষ্ট-শুভ-গর্ভ-লক্ষণা তস্য সহধর্মচারিণী নরাধিপশ্রিয়ম্ প্রত্যপত্তত ॥ ৫৫ ॥

তথাধিনরেন্দ্রবিপত্তিশোকাৎ উক্লেঃ নিলোচন-জলৈঃ প্রথমাভিতপ্তঃ তস্তাঃ (রাজ্যাঃ) গর্ভঃ কনক-কুন্তু-মুখোজ্ব-বিতেন শিশিরেণ বংশাভিষেকবিধিনা (অভিষেক-জলেন) নির্বাপিতঃ ॥ ৫৬ ॥

বক্তার্থঃ।—ক্রমে দুঃসংবাদটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজাহুয়রক্ত প্রজাপুত্র নানারূপ বিপদের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। তখন রাজার রোগ গোপনপু ক, অস্ত্রোপার যন্ত্রিভব, দিব্যভাগে নরনাথ, যথার্থই

সন্ধানোৎপত্তি-সকল জপাদিতে নিরত থাকেন বলিয়া প্রজাদিগকে সাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

ক্রমে সব ফুরাইল! দীপ যেমন বায়ুকে এড়াইতে না পারিয়া নিবিয়া যায়, তক্রপ দুঃসংবাদে ক্ষয়রোগের হাত রাজা আর এড়াইতে পারিলেন না। বৈভ্যগণের সব চেষ্টা, সব প্রয়াস ব্যর্থ হইল। বহু পত্নী সবেও কুল-পাবন পুত্র-সন্দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না, জীবনদীপ নির্বাপিত হইল ॥ ৫৩ ॥

রাজার এই অকাল-মরণের সংবাদ আপাততঃ গোপন রাখা হইল। অস্ত্রোপ্তিক্রিয়া-কুশল পুরোহিতকে লইয়া রোগ-শাস্ত্রি ছলে প্রাসাদের অন্তর্বর্তী উপবনেই প্রজ্জলিত অগ্নিতে অগ্নিবর্ণের দেহ বিসর্জিত হইল ॥ ৫৪ ॥

অনাথ অযোধ্যা-রাজ্যের হিতৈষী মন্ত্রীদল প্রধান প্রধান পৌরজনের সহিত সংমিলিত হইয়া, যখন বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন যে, পাটরাণী অন্তঃস্বভা, তখন তিনিই রাজ-লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন ॥ ৫৫ ॥

রাজা অগ্নিবর্ণের সেই ঘোর অত্যাচার-ফলে অকালে তিরোধান হওয়ায় মহিষীর যে গর্ভ তপ্ত নয়ন-জলে প্রথম অতিশয় প্রতপ্ত হইয়াছিল, কাঞ্চন-কলসমুখ-নিঃসৃত, সুশীতল অভিষেক-সর্গলে তাহার সে তাপ এক্ষণে নির্বাপিত হইল ॥ ৫৬ ॥

তং ভাবার্থং প্রসব-সময়াকাঙ্ক্ষিণীনাং প্রজানাং-মহত্গুণং ক্ষিতিবিব নভোবীজমুষ্টিং দধানা ।

মৌলৈঃ সাক্ষং স্থবির-সচিবৈর্হেমসিংহাসনস্থা রাজ্ঞী রাজ্যং বিধিবদশিবদ্ ভর্ত্তব্যাহতাজ্ঞা ॥ ৫৭

ইতি একোবিংশঃ সর্গঃ ।

সমাপ্তমিদং রঘুবংশম্ ॥

অন্বয় ।—প্রসব-সময়াকাঙ্ক্ষিণীনাং প্রজানাং ভাবার্থং কালের শুভ মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা কবিতে লাগিল। প্রাবণমাসে (মঙ্গল্যায়), ক্ষিতিঃ অস্তগুণং নভোবীজমুষ্টিম্ ইব, (অস্তগুণং) রোপিত বীজমুট্টিকে যেমন ধরিত্রী অতিগুণভাবে অন্তরে বহন করে, মহিবীও তদ্রূপ, প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণময় গর্ভ-ধারণ-পুঙ্ক বিম্বস্ত ও প্রবণ সচিববৃন্দের সহিত একযোগে পতির রাজ্য যথাবিধি শাসন করিতে লাগিলেন।—তাহার আদেশ বিধিবৎ অশিবৎ ॥ ৫৭ ॥

বক্তার্থ ।—প্রজাপুঞ্জ সপ্রত্যাশ-হৃদয়ে রাজ্ঞীর প্রসব-সর্বত্রই অব্যাহত থাকিত, সকলেই নতমস্তকে মানিয়া লইত ॥ ৫৭ ॥

ভাঃপর্য্য ।—তেজস্বী নবীন নরপতি অগ্নিবর্ণ অযোধ্যার পরম পবিত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে। কিন্তু তিনি সুরক্ষিণীনাং অযোধ্যাকে তাহার ভোগের সামগ্রী মনে করিলেন। রাজা এবং রাজ্য উভয়ের পক্ষেই ইহা যে কত বড় সর্ব্ব-নাশের কারণ, ভোগোন্মত্ত রাজা তাহা বুঝিলেন না। বিলাসী অগ্নিবর্ণ, কৰ্ম্মক্রান্ত মন্ত্রিবৃদ্ধদিগের উপর রাজ্যের সমস্ত ভার স্থাপন করিয়া একেবারে অন্তঃপুরবাণী হইয়া পড়িলেন। সভামণ্ডলের মধ্যবর্তী রাজ-সিংহাসন, অযোধ্যাপতির ধর্ম্মাসন,—যাহাতে দিলীপ, রঘু, রাম প্রভৃতি উপবেশন করিতেন, যে আসনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্পে সীতাময়-প্রাণ রামচন্দ্র তাহার সীতাকে নির্বাসিতা করিয়াছিলেন,—সেই সিংহাসন—শূন্য পড়িয়া থাকিত! তাহার অস্বাভাবিক অত্যাচারের ফলে ক্ষয়রোগে থাকলে পতন হইল। দিলীপের রাজ-সিংহাসন এতদিনে শূন্য হইল! অযোধ্যার রাজ-সুখ অস্তমিত হইলেন। সেনার পয়োধ্যায় শ্মশানের ক্রন্দন উঠিল! রামরাজ্য অন্ধকার হইল! ভরতের জন্ত কৈকেয়ীর চিরকাজ্জিক্ত সেই সিংহাসন নিবিড় অরণ্য-মধ্যগত শিলা-খণ্ডবৎ শূন্য পড়িয়া রহিল!

কালিদাস অনন্ত শব্দরত্নের অগাধ পারাবারতুল্য ছিলেন। এই সর্গে তিনি যেপ্রকার অপূর্ব দক্ষতার সহিত অগ্নিবর্ণের সন্তোষ ও তাহার অব্যভিচারী পরিণতি—অগ্নিবর্ণের অকালমৃত্যুর বিষয় বর্ণন করিয়াছেন,—তাহার সামান্য এক প্রয়াশও ভাবান্তরিত করিয়া লোক-সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিবার মত সামর্থ্য আমার নাই। যদি থাকিত, তবে দেখাইতাম য,—সন্তোষবস্ত্রটাকেও, নিপুণ ক.ব. কত-সুন্দর, কত মনোহর করিয়া দেখাইতেছেন ও সেই সঙ্গে, তাহার বিষময় ফল কখনই সুকৌশলে—পাশাপাশি ধারিয়া পাঠকের হৃদয়ে ভোগভক্ষার ভয়ঙ্কর অঙ্কিত ক'রয়া দিতেছেন।

বাৎসর্য্যন-গোনদ্বয় প্রভৃতির সন্তোষ-প্রকার-চাতুর্ধ্যপূর্ণ প্রাচীন কামশাস্ত্রাদির মন্বন করিয়া দুই তিনটি কবিতার দ্বারা তিনি পাঠক-দলের চমক লাগাইয়া দিয়াছেন। রঘুর শেষ সর্গ কালিদাসের অক্ষয় কীর্তি। অল্পপম কল্পনা। আবশ্যিকারী ভ্রাতৃবর্গের অপূর্ব ও চিরস্থায়ী দর্পণ। ইহা কোন দিন মালন হইবে না, ইহার পারদ-প্রলেপ কোন কালে থসিয়া দিবে না ॥ ৪-৫৭ ॥

রঘুবংশ সমাপ্ত

উপসংহার

এতকণে সংকুত ভাবার শ্রেষ্ঠ প্রবাক্য রঘুবংশ সমাপ্ত হইল। যে সমাজ-হিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া, মহাকবি, রঘুবংশের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ইহার প্রতি সর্গে, প্রতি চরিত্রে, এমন কি, প্রতি বাক্যে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে।

কালিদাস, দিলীপ-রঘু-অজ-দশরথ প্রভৃতির বর্ণনাকালে দেখাইয়াছেন যে, জগতে স্থায়ী যশঃ রাখিয়া যাইতে হইলে, ত্যাগ-স্বীকার চাই; বংশ উন্নত করিতে হইলে, বিদ্যালাত, জ্ঞান-লাভ করা চাই; পর হৃদয় জয় করিতে হইলে হৃদয়বান হওয়া চাই, বিনীত হওয়া চাই। গুরুজনের প্রতি,—পূজ্যের প্রতি অতুরাগ থাকিলে অশেষ মঙ্গল হয়। পূজ্যের পূজা-বাধে ঘোর অমঙ্গল জন্মে। রাজার কর্তব্য প্রজার শিক্ষা-দীক্ষা-বিধান, দুঃখ-নারিদ্ধ্য-মোচন, আর প্রজার কর্তব্য রাজার প্রতি অটল বিশ্বাস ও অচলা অহুরক্তি। রাজা এবং প্রজা—উভয়েরই উভয়ের জন্ত ব্যাকুলতা ও পরস্পরের মঙ্গলোচ্চা উভয়েরই মুখ ও অভ্যূদয়ের কারণ।

কবি দেখাইয়াছেন যে, “রাজা প্রকৃতিরজনাৎ”—প্রকৃতিপুঞ্জের যিনি হৃদয়-রঞ্জন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজ-পদ-বাচ্য। ক্ষমার অধিক সম্পদ নাই, সত্যের অধিক ধর্ম নাই। সত্যের জগ্ন মহাত্মা প্রাণ এবং প্রাণাধিক পুত্রকেও ত্যাগ করিতে পারেন। অতিথিপূজা গৃহাশ্রমের সর্বপ্রধান ব্রত। দেবতাব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি, গুণবানের গুণের সমাদর—রাজা এবং রাজ্য উভয়েরই মঙ্গলের নিদান। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনি স্বাধীন-হৃদয়, পরমুখানপেক্ষী ও কর্তব্যপ্রিয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সর্বত্রই নিঃসঙ্কোচ, উদার-হৃদয়, ক্ষমাশীল ও নির্লোভ। প্রাসাদ-বিলাসী রাজা ও কুটীরবাসী ভিক্ষু—প্রকৃত ব্রাহ্মণের চক্ষে উভয়েই তুল্য। প্রকৃত ব্রাহ্মণ চাটুকায়বৃত্তি নহেন বা হৃদ্যবেশে কপটাচারে নিরীহ আন্তিক গৃহীকে প্রতারিত করেন না।—এইরূপে যে যে বিষয়ের আলোচনায় সমাজের মঙ্গল-সম্ভাবনা, সে সমস্ত তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া সংগ্রহপূর্বক অপরূপ কবিতামাল্যে কালিদাস ভদ্রীয় রঘুবংশ সজ্জিত করিয়াছেন। আবার সেই সকলের বিপরীত অর্থাৎ যে যে কারণে অতি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যও উৎসন্ন হয়, সোনার সংসারও শ্মশান হইয়া দাঁড়ায়, দেবমঞ্চও পিণ্ডাচের তাণ্ডবনৃত্য হয়, তাহাও তিনি অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। সর্বোপরি দেখাইয়াছেন যে, ভোগের নিবৃত্তিই কল্যাণদায়িনী, প্রবৃত্তি সংহারিনী। তাঁহার প্রিয় পাঠকবর্গের সমক্ষে তিনি সুস্পষ্ট চিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মানব,—মর্ত্যের জীব, কত উচ্চ, কত অল্পময়, কত সুন্দর এবং কত প্রশস্ত-হৃদয় হইতে পারেন, সংসারের

সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, মানবদেবতা কি প্রকার দৃঢ়চিত্তে কর্তব্যের সেবা করিতে পারেন, কর্তব্যের চরণে আত্মবলি দিতে পারেন। মানব-জন্মের বল যে কত অসীম, কত অপরাজয়, কত দুঃখিণম, তাহা কবি অতি নৈপুণ্যের সহিত ধ্যাপন করিয়াছেন। হৃদয়ে বল থাকিলে মানুষ যে কত কঠোর—কত অসাধ্য কর্মও সাধন করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তে তিনি জগৎসাক্ষিকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। অথবা একটি একটি করিয়া কত বলিব,—পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, নির্মল, দেবত্বময়, সে সমস্ত মহাকবি, তাঁহার প্রিয় রঘুবংশে অতি উজ্জলভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত—অষ্টাবিংশতি নরপতি ক্রমে কোশল-সাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ ও রাম—এই পাঁচ জন রাজার রাজত্ব-কালেই অযোধ্যার যত কিছু শ্রীবৃদ্ধি। নানাবিধ ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহাদের রাজত্বকাল পরিপূর্ণ।

কেশের মত সূক্ষ্ম আকারে, যে ভূত্বক-শিশু ইন্দুমতীর বিয়োগকালে রাজ-সংসারে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, দশরথের অপমৃত্যু, রামের নির্বাসন প্রভৃতি যে শিশুর বিবোধগারী নিশ্বাসের ফল, সাধনী জানকীর নির্বাসন যে শিশুর প্রথম আঘাতের পরিণাম, সেই শিশু, রামের অন্তর্দ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই কাল অজগরের আকার পরিগ্রহ-পূর্বক অযোধ্যা-রাজ্য গ্রাস করিতে উঠিল। রামের তিরোধানের পর হইতেই অযোধ্যার আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সমৃদ্ধিশালিনী রাজধানী হিংস্রশ্বাপদ-সমূহল গহন অরণ্যে পরিণত হইল। তার পর, অনেক প্রয়াসে, রামাশ্রয় কুশ, অযোধ্যার সেই লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাও মুমূর্ষুর শৌখজ স্থলতার ভ্রায় অযোধ্যার একেবারে ধ্বংসেরই পূর্বাভাসস্বরূপ হইল। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ একবার শেষ জ্বলিয়া উঠিল মাত্র। পরে, কুশের পুত্র অতিথি হইতে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত, যে ২২ জন নৃপতি অযোধ্যায় প্রভুত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজত্ব-কাল কেবল একটা বিশাল রাজ্য, বিপুল সংসার,—সেই বৈবস্বত মন্থর রাজত্ব ভাঙ্গিয়া পড়িতে পড়িতেও যে কত দিন থাকিতে পারে, কতটা সময়ের প্রয়োজন, শুধু তাহারই নিদর্শন। কোন বিশাল সাম্রাজ্য যখন ক্ষয়-দশায় উপনীত হয়, উৎসন্ন হইতে বসে, তখন তাহাতে যেমন—একের পর অজ্ঞ, তাঁহার পর অজ্ঞ, তাঁহার পর অজ্ঞ আর এক জন সিংহাসনে আরোহণ করেন মাত্র, রাজ্যের সাম্রাজ্য একটি ভগ্ন ও তাহা জানিতে পার না,—অতি দ্রুতভাবে উত্তরাধিকারীদের একটা

নামতঃ অভিষেক হইয়া বার, তজ্জপ অযোধ্যার অতিথি হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত ২২ জন নরপতি অতি ক্রতভাবে, পর পর, রাজ-সিংহাসন দখল করিয়া গেলেন। কেহ যুদ্ধে নিহত হইলেন, কেহ বিড়ম্ব-হৃদয়ে, শিশু কুমারকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যোগাবলম্বন করিলেন, কেহ শিকার করিতে গিয়া সিংহের মুখে প্রাণ দিলেন, কেহ বা আত্মকৃত অত্যাচারের বিষয় ফলে, অকালে, ক্ষয়রোগে প্রাণ হারাইলেন। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা যেমন এক দিনে ভূমিসাৎ হয় না, অনেক দিন লাগে, তজ্জপ প্রকাণ্ড অযোধ্যা রাজ্যটাও ভাঙ্গিয়া পড়িতে অনেক সময় লাগিল। সীতার বনবাসে অযোধ্যায় যে ভক্তের স্তম্ভপাত হইয়াছিল, অতিথি হইতে অগ্নিবর্ণের সময় পর্য্যন্ত সেই ভক্ত-ব্যাপারই চলিতেছিল। ক্রমে জীর্ণ, শীর্ণ, শিথিল হইতে হইতে বিরাট সৌধ ভূমিসাৎ হইল। অযোধ্যারাজ্য রাজ-শূন্য বা “অরাজক” হইল।—কালিদাসের অক্ষয় তুলিকার মাহাত্ম্যে আমরা—এই অমুপম চিত্র ও নিয়তির বিলাস এবং সেই সঙ্গে রাজ-সংসারের আভ্যন্তরীণ অনেক ব্যাপার যেন দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইলাম; সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব-সংসারে,—বড় বড় ঘরে—যাহা ঘটিয়া থাকে, উত্তরকালেও ঘটিবে,—তাহার জলন্ত চিত্র দেখিয়া ধস্ত হইলাম।

কুমার-সম্ভব বা মেঘদূতে, কালিদাস, তাঁহার যে গুঢ় উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করিতে পারেন নাই, রঘুবংশে তাহা সুসিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কুমার-সম্ভবে—শুধু আঠারোটি কবিতায় পূর্বাপর ত্রয়োনিবিধ্যাঙ্গী প্রকাণ্ড হিমালয়ের যে প্রকাণ্ডতম বর্ণন করিয়াছেন, তজ্জপ, আর কোনো কবিই করিতে পারেন নাই। মহাকাব্য মাঘ, তদীয় শিশুপালবধকাব্যে, একটি সুদীর্ঘসূচী রৈবতক পর্ব্ব-ভের যে বর্ণন করিয়াছেন, কালিদাসের অষ্টাদশ-শ্লোক-মাত্র-ব্যাপিনী হিমালয়-বর্ণনার নিকট তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে। হিমালয়ের বর্ণন, কবি, কুমারে করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতে অজ্ঞাত যে সমৃদ্ধ নয়নমনোহর স্থল আছে, মনোমোহন দৃশ্য-পটের স্রাব যাহাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কালিদাস নিজে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের বর্ণন করা হয় নাই। তাই তিনি কুমারের পর, প্রথমে মেঘদূতে, রাম-গর্গার হইতে অলকা-পর্য্যন্ত মেঘের পথ নির্ধারণ করবার সময়ে, বরহী যক্ষের মুখ দিয়া উত্তর-ভারতের সম্পূর্ণ বর্ণন করিয়াছেন। তার পর আবার রঘুবংশে, অযোধ্যা হইতে দক্ষিণে—অনেক দক্ষিণে, ভারতবর্ষের বাহ্যভাগে, দক্ষিণ-সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তিনী লঙ্কা-নগরী হইতে সীতাকে লইয়া রাম যখন আকাশ-পথে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসেন,—তখন আর একবার ভারতের অপরাংশের, মেঘদূতে যাহা বর্ণিত হয় নাই, সেই অংশের অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারতের বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ একবার মেঘদূতে

বর্ত্তমান মধ্যভারতের অন্তঃপাতী সমুদ্রসঙ্গম বন্দীর রাজ্যের অধিকারবর্ত্তী অমরকন্টক (প্রাচীন রামগর্গার) হইতে ভারতের উত্তরসীমান্তবর্ত্তী কৈলাস-পর্ব্বত পর্য্যন্ত আর একবার রঘুবংশে দক্ষিণসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ হইতে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশের অন্তঃপাতী অযোধ্যা পর্য্যন্ত ভূভাগের বর্ণন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই, কবি মেঘদূত এবং রঘুবংশে সমগ্র ভারতের মানচিত্র আঁকিত করিয়া তুলিয়াছেন। মনে হয়, ভারতের উত্তর-প্রান্তবর্ত্তী কৈলাস হইতে দক্ষিণসাগর-মধ্যবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত যেন কবির কল্পনারূপ একগাছি আকল্পনস্রাবী সূত্র লম্বমান করিয়া, সেই সূত্রে, ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ এই উভয় দিকের মধ্য স্থত প্রদেশ-সমূহের মানচিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলেখ্যানচয়, নয়ন-মনোহর দৃশ্যবস্তুনিবহ, মালার স্রাব কালিদাস গ্রন্থত করিয়াছেন এবং সেই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শ্রব, মধ্যে মধ্যে শিপ্রা, উজ্জয়িনী, যমুনা, গোদাবরী, ক্রান্ত-বিটপ-ঘন-তট-বিপ্লাবত ভাগীরথী, জনস্থান, অযোধ্যা, মথুরা, প্রাগজ্যোতিষপুর প্রভৃতি এবং অজ বজ কলিঙ্গাদি—নানা মনোরঞ্জনী মণিমুক্তায় খচিত করিয়া চিরদিনের মত টানাইয়া রাখিয়াছেন। সে অম্লানশ্রজের অমল আভার বাস্বেদভার কণ্ঠ আগ্রলয় সুরোভিত থাকিবে। এক কথায় মেঘদূত এবং রঘুবংশরূপ বিরাট দর্পণে ভারতের উত্তর-সীমা হইতে দক্ষিণ-সীমা পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগের সুনির্ম্মল প্রাকৃতিক দৌল্যমান।

কালিদাস রঘুবংশে যদি লঙ্কা হইতে ঠিক ঋতুভাবের রাম-সীতাকে আকাশ-পথে উত্তর-কোশল-রাজ্যে লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। ভারতের মধ্যবর্ত্তী নয়ন-মনোহর সমৃদ্ধ-সম্পন্ন প্রদেশসমূহ তাঁহার প্রিয় পাঠকদিগকে দেখাইতে পারিতেন না; এবং বনবাসকালে প্রথমতঃ শীতলভাবে রাম-সীতা যে সকল স্থানে কালান্তিপাত করিয়াছেন ও সীতা হরণের পর একা একা, উন্মত্ত-হৃদয়ে রাম যে সকল স্থানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন, রামের সীতাকেও রামকণ্ঠক সে সকল স্থান আর দেখানো হইত না। তাই কবি লঙ্কা হইতে রাম-সীতার প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তাঁহাদিগকে সোজা পথে অযোধ্যায় না লইয়া—একটু পশ্চিম দিক দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। যখন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, অর্থাৎ, কখনো তাঁহাদিগকে, একটু উত্তরে মহেন্দ্র-পর্ব্বতের নিকটে, আবার পরকণ্ঠেই তথা হইতে একটু পশ্চিমোত্তরে—কিষ্কিন্দ্রায়, কখনো তাহার একটু পশ্চিম দিক দিয়া ক্রমে পশ্চায়, তাহার উত্তর দিক দিয়া আবার পঞ্চবটী-বনে, তথা হইতে উত্তর-পূর্ব্ববর্ত্তী প্রয়াগে,—এই ভাবে, ক্রমে, শেষে অযোধ্যায় লইয়া গিয়াছেন। রাম-সীতার সহিত পাঠকদিগকেও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পশ্চিম-ভারতের সমুদ্র-বেলা ভারতভূমির চিরসুন্দরী নয়ন-তর্পিতী মুক্তি প্রদান

কালিদাসের ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যিকিত্য রামচন্দ্রের
সহিত যথেষ্ট এবং রঘুবংশের ভৌগোলিক অংশ
কালিদাসের দ্বারা যার, তবে, কালিদাসের অসামান্য
বী-শক্তি ও অল্পম কল্পনার সামর্থ্য কতকটা
করা যায়।

কালিদাস রাম-সীতার আকাশ-পথে অযোধ্যা-প্রত্যা-
গমনের যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার আর একটা রহস্য এই
যে, রাম-সীতা যখন অযোধ্যা হইতে বন-বাসে যাত্রা করেন,
তখন তাঁহারা যে যে পথে বনে গিয়াছিলেন, যেখানে যেখানে
দুই এক দিন বাস করিয়াছিলেন, কবিগুরু বাণীক, সে
সমুদয় অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সেই জন্তই
কালিদাস রাম-সীতার বনগমন-কালের কোন স্থানের বা
কোন পথের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। আদিকবি কবিগুরু
বাণীকির বর্ণিত বিষয়ের পুনর্বর্ণন করিতে যান নাই। কিন্তু
স্বভাবের সেরক কালিদাস, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ কালিদাস,
বাণীকি-বাণত সেই সেই প্রিয়-দর্শন স্থান-সমূহ একেবারে
উপেক্ষা করিতেও প্রস্তুত নহেন। তাই বাণীকি যে যে পথে
রাম-সীতাকে অযোধ্যা হইতে লঙ্কা লইয়া গিয়াছিলেন,
কালিদাস যথাসম্ভব, সেই সেই পথে, রাম-সীতাকে লঙ্কা
হইতে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

ইহার মধ্যে আরও বৈচিত্র্যের বিষয় এই যে, বাণীকি
যে যে পথে রাম-সীতাকে পদব্রজে বনে লইয়া গিয়াছিলেন,
কালিদাস লঙ্কা হইতে সেই সেই স্থানের উল্লেখ দিয়া,
আকাশ-পথে পূর্বকরণে তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া
গেলেন। সেই "পূর্বাহ্নভূত" স্থানসমূহ—সুখ-দুঃখের সাঙ্ক-
রূপে নিয়ে বিরাজমান, আর উল্লেখ—ঠিক তৎতৎ স্থানের
উপর দিয়া, রাম-সীতা নিজের সেই সেই স্থান দেখিতে দেখিতে
চলিয়াছেন। উল্লেখ অবস্থান-প্রযুক্ত তাঁহারা নিরাশ্রিত তাবৎ
পদার্থের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ আকৃতি সম্যক-প্রকারে দেখিতে
পাইতেছেন। বিশাল ভারতবর্ষরূপ, প্রকৃত সুলক্ষ্যের বিদ্যা-
হিমাদ্রি-প্রভৃতি ক্রীড়াপূর্বকতশো ভক্ত, জাহ্নবী-যমুনা-দ্বিত্য-
সিন্ধু ও সুসজ্জিত মনোহর উদ্ভান যেন গগন-বিহারী সীতা-
রামের নয়নের তলে—তাঁহার হৃদয় খুলিয়া শোভার ভাণ্ডার,
সে, যথেষ্ট মনোরম আকর তুলিয়া ধরিয়াছে, আর রাম-সীতা
উল্লেখ হইতে আনন্দ-নেত্রে, সেই স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যরাসি দেখিতে-
ছেন, দেখিতে দেখিতে বিমোহিত হইতেছেন। ইহার জন্ত
প্রাণ কাঁদে, কোনো ভাল বস্তু উপভোগের সময়ে সচরা-
সচর কথ্য মনে পড়ে। তাঁহাকে লইয়া সুন্দর পদার্থ ভোগ
করিতে সাধ হয়। তাহাতে যে তৃপ্তি, যে সুখ, একাকীর
ভোগে তাহা হয় না, হইতে পারেও না। প্রেমিক কাঁবরা
কথার্বই বলিয়াছেন—

"ভদ্রা রম্যশ্যরম্যাপি ভদ্রা শল্যং ত্রিমানসঃ।

ভদৈকাকী সবদ্ধঃ সন ইষ্টেন রহিতো বদাঃ" (১)

"But one thing want these banks of Rhine, -
Thy gentle hand to clasp in mind!" (২)

সীতা-সর্ব্ব রাম-সীতাকে হারাইয়া একা একা যে যে
স্থানের সৌন্দর্য্যদর্শনে কাদিয়াছিলেন, আজ সীতাকে লইয়া
সেই সেই স্থানের সৌন্দর্য্য-দর্শনে আত্মবিহ্বল হইতেছেন।
মহাকবি কালিদাস এ অংশেও বাণীকির সহিত একপথে না
গিয়া রঘুবংশের উপাদেশত শতশ্লোক বহিত করিয়াছেন।

রঘুবংশের চতুর্থে, কবি, পূর্বে কামরূপ, পশ্চিমে
পশ্চিমোত্তরপ্রান্তে সিন্ধু এবং কাশ্মীর, উত্তরে হিমালয়
দক্ষিণে মলয়—এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তিনী ভূমির বর্ণন করিয়াছেন।
এই বিস্তৃত ভূভাগের মধ্যে যত উল্লেখযোগ্য রাজ্য, নদ-নদী,
পর্ব্বত আছে, সে সমস্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার
এমনই তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল যে, যখন যে দেশের কথা বলিয়াছেন,
তখন সেই দেশের বাহা বাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বাহা সেই
দেশ ছাড়া অন্তত দুর্ধর্ষ, তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন
নাই। তিনি বঙ্গদেশের বর্ণনকালে, বঙ্গের প্রধান শস্য যে
"উৎখাত-প্রতিরোপিত"—অর্থাৎ প্রথমে ধাত্তের চারা তৈরী
করিয়া, পরে ঐ চারা তুলিয়া য ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পুনরায় রোপণ
করা হয়, ইহা বলিতে ভোলেন নাই। এইপ্রকার সর্ব্বত্র।

এইভাবে, রঘুর চতুর্থ সর্গে, প্রথমে বিশাল ভারতবর্ষের
চতুঃসীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের বর্ণন-পূর্ব্বক, পরে রঘুর যজ্ঞে,
ভারতের মধ্যস্থান-বর্ত্তী রাজ্য-নিবহের যেখানে বাহা বিচু
সুন্দর, তাহার বর্ণন করিয়াছেন। রঘুর চতুর্থে, যে যে রাজ্যের
কোন কোন উল্লেখই বিষয় দ্বিগুণ-বর্ণনার অল্পকূল নহে
বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন, যজ্ঞে সেই সেই পরিত্যক্ত
বস্তুর উল্লেখ-পূর্ব্বক, তৎতৎ রাজ্যের বর্ণন সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া
তুলিয়াছেন। এক কথায়, মেঘদূতে এবং রঘুবংশের চতুর্থ,
যজ্ঞ ও ত্রয়োদশ সর্গে—কা কালিদাস, সমগ্র ভারতের সম্পূর্ণ
আকৃতি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যেখানে বাহা বিচু
সুন্দর, মনোহর, সে সকলেরই উল্লেখ-পূর্ব্বক, মহাকবি তদীয় ভারত-
ব্যাপিনী কল্পনার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তরঙ্গিণী-
নির্ঝরীণী জায়, নৃত্য করিতে করিতে, তাঁহার উল্লেখ
কল্পনা কখনো ভারতের চতুঃসীমান্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কখনো
ভারতের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রশালী রাজ্যে—ত্রিভুজ-সমুদ্র ঘনপথে
উপস্থিত হইয়া, তৎতৎ দেশের প্রাকৃতিক অঙ্গ-পূর্ব্বক, পাঠ
কের নয়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। কল্পনার এমন
বৈচিত্র্যময়ী ভরলক্ষ্যী অজ্ঞাত পরিদৃষ্ট হয় না।

(১) ভারবি—১১৮। (২) Childe Harold

রঘুবংশ সমাপ্ত

মালবিকাগ্নিমিত্র

(নাটক)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত

মালবিকাগ্নিমিত্রম্

প্রথমাঙ্কঃ

একৈশ্বৰ্য্যে স্থিতাহপি প্রণতবহুকলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তা-সংমিশ্রদেহেঃপ্যবিষমমনসঃ যঃ পরস্তাদ্ যতীনম্।
অষ্টাভিষ্ম কুংসং জগদপি তমুভিবিভ্রাতা নাভিমানঃ
সম্মার্গলোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসৌ বৃত্তিমৌশঃ ॥ ১ ॥

মুদ্রদ্বারঃ।— অলমতিবিস্তরেণ। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) মারিব। ইতস্তাংবং। ॥ ২ ॥
(প্রবিষ্ট) পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব! অয়মগ্নি। ॥ ৩ ॥

মুদ্র।— অভিহিতোহগ্নি পরিষদা শ্রীকালিদাসপ্রথিতবস্তু মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকমগ্নিন্
বসন্তোৎসবে প্রযোজ্যমিতি, তদারভাতাং সঙ্গীতকম্। ॥ ৪ ॥

পারিপার্শ্বিকঃ।—মা তাবৎ। প্রথিতযশসাং ধাববসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাম্ এবন্ধানতিক্রম্য
বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্ত কৃতৌ কথং বহুমানঃ? ॥ ৫ ॥

অঙ্কঃ।—যঃ (দিশঃ) প্রণত-বহুকলে একৈশ্বৰ্য্যে স্থিতঃ
অপি স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ (ভবতি), যঃ (দিশঃ) কান্তাসংমিশ্র-দেহঃ
অপি অবিসম-মনসঃ যতীনঃ পরস্তাৎ (ভবতি), অষ্টাভিঃ
তমুভিঃ কুংসং জগৎ বিভ্রাতঃ অপি বস্তু (দিশঃ) অভিমানঃ ন
(অস্তি), সঃ ষঃ সম্মার্গলোকনায় বঃ (যুস্মাকং) তামসৌ
বৃত্তিং ব্যপনয়তু ॥ ১ ॥

বাক্যার্থঃ।—যে পরমেশ্বর শব্দ প্রণতি-পরায়ণ
ভক্তগণের স্বর্গমোক্ষাদি নানা-ফলদায়ক অষ্টীয় মাহাত্ম্য-
সম্পন্ন হইয়াও নিজে ব্যাক্তচর্য্যমাত্র পরিধান করিয়া কাটান,
যিনি সত্যত কান্তার দেহের সহিত একেবারে মিশিয়া
থাকিয়াও, অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বরমুষ্টি সম্পন্ন হইয়াও, স্বয়ং
জিতেন্দ্রিয়তম, এবং অসংজ্ঞ-শূন্য যতিদিগেরও শীর্ষস্থানীয় ও
পূজ্য, যিনি ক্ষিতি, অপ, ভেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য
এবং যজ্ঞমান—এই অষ্টবিধ মুষ্টি দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ
করিলেও, অভিমানের লেশমাত্রও ধাহাতে নাই, সেই
মঙ্গলময় নাটকের মহাদেব, সঙ্গপনাদিগকে, পদার্থের সঙ্গ

দর্শনের নিমিত্ত, মনের যত বিচুত বুদ্ধি—যত বিচুত তজ্ঞান,
তাহা দূর করুন ॥ ১ ॥

মুদ্রদ্বার।—আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। (সাজবরের
দিকে চাহিয়া) মারিব! এই দিকে ॥ ২ ॥
(প্রবেশ করিয়া) পারিপার্শ্বিক।—ভাব! এই
অগ্নি ॥ ৩ ॥

মুদ্রদ্বার।—আজ এই বসন্তোৎসবে, মালবিকাগ্নিমিত্র নামক
নাটক অভিনয় করিবার নিমিত্ত এই সভা বর্তক অগ্নি
অম্বরদ্ধ হইয়াছি। কালিদাস সেই নাটকের অভিনয়ে
বৃত্তান্তসমূহ প্রথিত করিয়াছেন, অর্থাৎ মালার ভায়
বিরচিত করিয়াছেন। অতএব সঙ্গীত আরম্ভ করা
হউক ॥ ৪ ॥

পারিপার্শ্বিক।—কখনই না। ধাবক-সৌমিল্ল-কবিপুত্র
প্রদত্ত কীৰ্ত্তিমান কবিদিগের অভিনয়যোগ্য নাটকাদি
পরিচ্যাগ করিয়া, একান্ত আধুনিক নবীন কবি কালি-
দাসের রচিত গ্রন্থে এত আদরের কারণ কি? ॥ ৫ ॥

সুত্র।—

অয়ে। বিবেকবিজ্ঞানমভিহিতম্। পশু—

পুরাণমিতোব ন সাধু সৰ্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবজ্ঞম্।

সন্তঃ পরীক্ষ্যাত্তরন্তজন্তে, মুঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নৈয়বুদ্ধিঃ ॥

॥ ৬ ॥

পারি।—

আর্যামিত্রাঃ প্রমাণম্।

॥ ৭ ॥

সুত্র।—

তেন হি ভরতাং ভবান্।

শিরসা প্রথমগৃহীতামাজ্জামিচ্ছামি পরিষদঃ কৰ্ত্ত্বম্।

দেব্যা ইব ধারিণ্যাঃ সেবাদক্ষঃ পরিজনোহয়ম্ ॥ [ইতি নিজ্জাস্তো । ॥ ৮ ॥

প্রস্তাবনা।

(ততঃ প্রবিশতি বকুলাবলিকা ।)

বকুল।।

আগন্তস্মি দেবীএ ধারিণীএ অ চিরোবলীদা ছলিঅণামণট্ট-অন্তরে উবদেসগ্গহণে

কীরিসী মালবিএ স্তি গট্টাআরিয়ং অজ্জগণদাসং পুচ্ছিহুং, তা জাব সজ্জীদসালং

গচ্ছস্মি।

[ইতি পরিক্রামতি ॥ ৯ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাভরণহস্তা দ্বিতীয়া চেষ্টা ।)

প্রথম।।—

(দ্বিতীয়াং দৃষ্ট্ৱ) হল। কোমুদিকে। কুদো দাণিঃ ইয়ং দে ধীরদা, জং সমীএ বি

অদিকমস্তী ইদো দিট্টিং ৭ দেসি।

॥ ১-ক ॥

অশ্রয়।—পুরাণম্ (ইদম্) ইতি এব সৰ্বং কাব্যং সাধু ন (ভবতি), (ইদং কাব্যং) নবম্ ইতি ন অবজ্ঞং (ভবতি)। সন্তঃ পরীক্ষ্যাত্তরন্তঃ (তয়েঃ) ভজন্তে। মুঢ়ঃ (এব) পর প্রত্যয়-নৈয়-বুদ্ধিঃ (ভবতি) ॥ ৬ ॥

অয়ং সেবাদক্ষঃ পরিজনঃ দেব্যাঃ ধারিণ্যাঃ ইব, অহং পরিষদঃ আজ্জাং শিরসা প্রথম-পরিগৃহীতাং কৰ্ত্ত্বম্ ইচ্ছামি ॥ ৮ ॥

প্রাকৃতাবল্লাদ।—আজ্জগামি দেব্যা ধারিণ্যা অচিরোপনীতা ছলিকনাম নাট্যাঙ্করে উপদেশগ্রহণে কীরিসী মালবিকেন্দি নাট্যাচাৰ্য্যং গণদাসং প্রেহুম্, তদ্ যাবৎ সজ্জীতশালাং গচ্ছামি ॥ ৯ ॥

হল। কোমুদিকে! কুতন্তে ইয়ং ধীরতা, যৎ সমীপে-
হুপ্যতিক্রামন্তী ইতো দৃষ্টিং ন দদাসি ॥ ১-ক ॥

অর্থ।—সুত্রধার।—হিঃ! নিকটোদেহের মত কথা
কহিতেছে কেন? ভাবিয়া দেখ—যাহা কিছু পুরাতন, সেই
সবই ভালো আর যাহা কিছু নতুন, তাহাই নিকার, —
এমন একটা সাধারণ নিয়ম হইতেই পারে না। যাহারা
পুণ্ডিত, তাহারা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, দেখিয়া-শুনিয়া
ভালোমন্দ ঠিক করেন, যাহারা মুঢ় অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞান-
বঞ্চিত, তাহারা পদের মুখে ঝাল খাইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

পারি।—আমি আর কি বলিব? পুরোবস্তী মাননীয়
শ্রোতৃবর্গই ইহার বিচারকর্ত্ত্ব ॥ ৭ ॥

সুত্র।—তাহা হইলে একটু তাড়াহাড়ি কর ॥ ৮ ॥

রঙ্গমঞ্চে উপনীত এই পরিজনটি যেমন আনন্দমুখে
পাটরাণী ধারিণীর আদেশ পালন করিতেছে, ভাই!
আমিও তজ্জপ এই সভার আদেশ, সৰ্ব্বাঙ্গে নত-শিরে
পালন করিতে চাই। (এই বলিয়াই উহার দুই জন
প্রস্থান করিল। ইতি প্রস্তাবনা)

(পাটরাণীর পরিচারিকা বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলাবলিকা।—দেবী ধারিণী আমাকে আদেশ করিয়াছেন
যে, মালবিকা, এই সবে কয়েক দিন বাৎস ছলিক-
নামক নৃত্য-গীতময় নাট্য-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে,
তাহাতে সে কেমন,—এই কথা নাট্যাচাৰ্য্য আৰ্য্য গণ-
দাসকে জিজ্ঞাসা করিতে। তাই চলিয়াছি। সজ্জীতশালায়
দিকে যাই। (বালরা প্রস্থান করিতে লাগিল) ॥ ৯ ॥

(অভরণ হস্তে লইয়া আর একটি পরিচারিকা,
ধীরগামিনী বকুলাবলিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল।)

প্রথম পারি।—(দ্বিতীয়কে দেখিয়া) ওলো কোমুদিকে!

হঠাৎ হোর এত ধীরতা করিল কেন? আমি ২ ধার
দিয়া যাচ্ছস্ অথচ এদিকে একটু তাকালিও না!
চাপার কি? ॥ ১-ক ॥

- দ্বিতীয়া ।— অজ্ঞা বকুলাবলিক । সখি ! দেবীএ এক সিন্ধিগণসাহেব। আদ্যগদ্য-মুদ্রাসংগ্রহে
অঙ্গুলীঅং সিন্ধিঃ নিভালঅন্তী তুহ উবালন্তে পড়িদ্দিসি ॥ ১০ ॥
- প্রথমা ।— (বিলোকা) ঠাণে সজ্জদি দে দিট্টী। ইমিণা অঙ্গুলীঅং উবভিন্ন-কিরণকেসরেণ
কুসুমিদো বিঅ দে অগ্ গহথো । ॥ ১১ ॥
- দ্বিতীয়া ।— হল্য কহিং পথিদাসি ? ॥ ১২ ॥
- প্রথমা ।— দেবীএ বঅণেণ গট্টাআরিঅং অজ্জগদাসং পুচ্ছিহুং উপদেসগ্গহণে কীরিসী
মালবিএত্তি । ॥ ১৩ ॥
- দ্বিতীয়া ।— সহি ! ঈরিসেণ বাবারেণ অসম্মিহিদাবি সা ভট্টিণা কহং দিট্টা ? ॥ ১৪ ॥
- প্রথমা ।— আং, সো জণো দেবীএ পাস্ সগদো চিত্তে দিট্টো । ॥ ১৫ ॥
- দ্বিতীয়া ।— কহং বিঅ ? ॥ ১৬ ॥
- প্রথমা ।— সুণাহি । চিত্তসালং গদা দেবী পচগ্গবল্লরাঅং চিত্তলেহং আআরি-অস্ স
পলোঅন্তী চিট্টিদি, তহিং অস্তরে ভট্টা অ উবট্টিদো ॥ ১৭ ॥
- দ্বিতীয়া ।— তদো তদো ? ॥ ১৮ ॥

প্রাকৃতাবুদা ।—অহো বকুলাবলিক ! সখি !
দেব্যা ইদং শিল্পিসকাশাদানীতং নাগমুদ্রাসনাথমঙ্গুরীকং
সিন্ধং নিভালয়ন্তী তবোপালন্তে পতিভাম্মি ॥ ১০ ॥

স্থানে সজ্জতি তে দৃষ্টিঃ, অনেনাঙ্গুলীকেনোস্তিকিরণ-
কেসরেণ কুসুমিত ইব তে অগ্রহন্তঃ ॥ ১১ ॥

হল্য ! কুত্র প্রস্থিতাসি ? ॥ ১২ ॥

দেব্যা বচনেন নাট্যাচাৰ্য্যং আৰ্য্যগণদাসং প্রেষ্ঠুং উপদেশ-
গ্রহণে কীদৃশী মালবিকেনি ॥ ১৩ ॥

সখি ! ঈদৃশেন ব্যাপারেণ অসম্মিহিতাপি সা ভট্টা
কথং দৃষ্টা ? ॥ ১৪ ॥

আং ! স জনো দেব্যাঃ পাশ্চ গতচ্চিত্ত্রে দৃষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

কথমিব ? ॥ ১৬ ॥

শৃণু । চিত্রশালাং গত্যা দেবী প্রত্যগ্রবর্ণরাগাং
চিত্রলেখাম্ আচাৰ্য্যত প্রলোকয়ন্তী ভিত্তিতি, অগ্নিরস্তরে
ভট্টা চ উপস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

ততস্ততঃ ? ॥ ১৮ ॥

অজ্ঞার্থ ।—২য় পরি—বাঃ ! বকুলাবলিকা ! সখি !

আমাদের পাটরাণী শিল্পীর নিকট হইতে নাগমুদ্রা-
চিহ্নিত এই অঙ্গুরীয়টি পাইয়াছেন । একদৃষ্টে এইটিকে
দেখিতেছি, তাই তোমার এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১০ ॥

১ম পরি ।—(দেখিয়া) দেখার জিনিস বটে ! সাথে কি
আর তুই একধ্যানে দেখছিস ? এই অঙ্গুরীয়টিতে,
মনে হইতেছে, তোর হাতের পাতাখানায় যেন, কিরণ-
ময় কেসরবৃত্ত কুল ফুটিয়াছে ॥ ১১ ॥

২য় পরি ।—ওলো, কোথায় যাচ্ছিস ? ॥ ১২ ॥

১ম পরি ।—দেবীর আদেশানুসারে, আৰ্য্যগণদাসকে
জিজ্ঞাসা করিতে যে,—সূত্র-গীতাদির উপদেশ মালবিকা
ঠিক মত গ্রহণ করিতেছে ত ? ॥ ১৩ ॥

২য় পরি ।—আচ্ছা তাই, নাচ-গান শিখিবার জন্য মালবিকা
ত আচাৰ্য্যের বাড়ীতেই থাকে, তবুও রাজ্য তাহাকে
দেখিলেন কি প্রকারে ? ॥ ১৪ ॥

১ম পরি ।—ঠিক ! কিন্তু একখানি চিত্রে দেবীর পাশে
মালবিকা অঙ্কিত ছিল, সেই ছবিখানি ভট্টার নজরে
পড়িয়াছে ॥ ১৫ ॥

২য় পরি ।—কি রকম ? ৬ ॥

১ম পরি ।—শোনু তবে । চিত্র-শালায় গিয়া রাণী বধন
নূতন বর্ণ-রাগরাগত চিত্রখানি দেখিতেছিলেন,
তখন ভট্টা হঠাৎ গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত
হইলেন ॥ ১৭ ॥

২য় পরি ।—তার পর ? তার পর ?—১৮ ॥

- প্রথমা ।— উবজারানন্তরং একাসনোববিষ্টেণ ভট্টিণা চিত্তগদাএ দেবীএ পরিঅণময়গদাং
আসন্নদারিঅং দেখি দেবী পুচ্ছিদা । ॥ ১৯ ॥
- দ্বিতীয়া ।— কিং ত্তি ? ॥ ২০ ॥
- প্রথমা ।— অপুঝা ইঅং দারিঅা দেবীএ আসন্না লিহিদা, কি ণামহেএত্তি । ॥ ২১ ॥
- দ্বিতীয়া ।— আকিদিবিসেসে আঅরো পনং করেদি । তদো তদো ? ॥ ২২ ॥
- প্রথমা ।— তদে অবহীরিঅবঅণো ভট্টা সঙ্কিমো দেবীং পুণোবি অমুবন্ধিতুং পউত্তো ।
তদো কুমারীএ বসুলচ্ছীএ আঅক্খিদং, অজ্জ । এসা মালবিএত্তি । ॥ ২৩ ॥
- দ্বিতীয়া ।— (সম্মিতম্) সরিসং ক্খু বালভাঅস্ । তদো অবরদ্ধহেহি । ॥ ২৪ ॥
- প্রথমা ।— কিং অন্নং । সম্পদং মালবিআ সবিসেসং ভট্টিণো দংসণপহাদো রদ্ধীঅদি ॥ ২৫ ॥
- দ্বিতীয়া ।— হল। অণুচিট্টে অন্তণো নিআঅং । অহং বি এদং অঙ্গুলীঅং দেবীএ উবণ-
ইসং । [ইতি নিঃস্র জ্ঞা । ॥ ২৬ ॥
- প্রথমা ।— (পরিব্রজ্যাবলোক্য চ) এসো গট্টাআরিঅা সঙ্গীদসালাদো নিগ্গচ্ছদি । দাব
সে অত্তাণং দংসেমি । [ইতি পরিব্রজ্যমতি । ॥ ২৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—উপচারানন্তরং একাসনোপ-
বিষ্টেন ভট্টা চিত্রগতায় দেব্যোঃ পরিজনমধ্যগতায় আসন্ন-
দারিকায় দৃষ্টা দেবী পৃষ্ঠা ॥ ১৯ ॥

কিমিত ? ॥ ২০ ॥

অপূর্কয়ং দারিকা দেব্য। আসন্ন। লিখিত, কিং-
নামধেয়েতি ॥ ২০ ॥

আকৃতিবিশেষে আদরঃ পদং কৰোতি । ততন্ততঃ ? ॥ ২২ ॥

ততঃ অবহীরিতংচনো ভট্টা শঙ্কিতো, দেবীঃ পুনরপ্যমু-
বন্ধুঃ প্রবৃতঃ । ততঃ কুমারীয়া বসুলক্ষ্যা আখ্যাভঃ, আখ্যা ।
এষা মাল বকেতি ॥ ২৩ ॥

সদৃশং খলু বালভাবন্ত । ততোহপরং কথয় ॥ ২৪ ॥

কিমন্তং । সাম্প্রতং মালবিকা সবিশেষং ভট্টদর্শন-
পণ্যং বক্ষ্যতে ॥ ২৫ ॥

হলা অমুক্তিত্ত আয়ানো নিয়োগম্ । অহমপ্যেতদঙ্গুলীয়কং
দেবী উপনেব্যামি ॥ ২৬ ॥

এষ নাট্যাগাধাঃ সঙ্গীতশালাতো নির্গচ্ছতি, যাবদন্তা-
দ্যানং দর্শয়ামি ॥ ২৭ ॥

ব্রজস্ব ।—১ম-পরি ।—মহারাজী যথোচিত আদর-বয়
করার পর, তাঁহার সহিত একই আগনে বসিয়া,—
চিত্র-লিখিত দেবীর পরিজনগণের ব্যাবস্তিনী এ

আসন্ন-বালিকাটিকে দেখিয়া দেবীকে রাজা জিজ্ঞাসা
করিলেন ॥ ১৯ ॥

২য়-পরি ।—কি জিজ্ঞাসা করিলেন ? ॥ ২০ ॥

১ম-পরি ।—“বাস ! চমৎকার মেয়েটি ত ! দেখ-হি—দেবীর
খুব কাছে ইহার স্থান হইয়াছে, এর নাম কি ?” ॥ ২১ ॥

২য়-পরি ।—আকৃতি-স্থলর হইলে তার আদর সর্বত্র ।
তার পর ? তার পর ? ॥ ২২ ॥

১ম-পরি ।—তার পর রাণী রাজার কথায় যেন তত কান
দিলেন না, দেখিয়া আবার উহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে
রাজার আর সাহসে কুলাইল না । তখন রাজকুমারী বসু-
লক্ষ্মী বলিলেন,—“আখ্যা ! উহার নাম মালবিকা” ॥ ২৩ ॥

২য়-পরি ।—(সহাস্ত্রে) ছেলোমামুষের উপরুক্তই হইয়াছে ।
পরে কি হইল—বলু ॥ ২৪ ॥

২য়-পরি ।—আর হবে কি ছাই ? এখন মালবিকা যাহাতে
রাজার দৃষ্টিপথে না পড়ে, সে পক্ষে খুব বাড়াবাড়ি করা
হইতেছে ॥ ২৫ ॥

২য়-পরি ।—ওলো, এখন নিজের কাজ কর্তে যা । আমিও এই
আংটিটি পাটরাণীকে দেই গিয়া । (চলিয়া গেল) ॥ ২৬ ॥

১ম-পরি ।—(একটু এগিয়ে সরুথের দিকে চেয়ে) এই যে
নাট্যাগাধা-ব্রহ্মণ্য সঙ্গীত-গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন ।
বাই, দেখা দেই গিয়া । (চলিয়া গেল) ॥ ২৭ ॥

(প্রবিশ্য) গণদাস: ।—কামঃ ধনু সর্বস্থাপি কুলবিজ্ঞা-বহুমতা, ন পুনরন্যাকং নাট্যং
প্রতি মিথ্যাগৌরবম্ । তথাহি—

দেবানামিহম মনস্তি মুনয়ঃ কাস্তং ক্রতুং চাক্ষুযং,
ক্রেদ্রেনেদমুমা কৃতব্যতিকরে স্বাদে বিভক্তং দ্বিধা ।
ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে,
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্ত বহুধাপ্যেকং সমারাধকম্ ॥

। ২৮ ॥

বকুল। ।— (উপেতা) । অজ্ঞ! বন্দামি ।

। ২৯ ॥

গণ ।— ভদ্রে । চিরং জীব ।

। ২৯-ক ॥

বকুল। ।— অজ্ঞং দেবী পুচ্ছদি । অবি উবদেসগং গ্রহণে ন অদিকিলিস্ সদি বো সিস্ স।
মালবিপ্রতি ।

। ৩০ ॥

গণ — ভদ্রে । বিজ্ঞাপ্যতাং দেবী, পরমনিপুণা মেধাবিনী চেতি কিং বহুনা—
যদ্যদ্য প্রয়োগবিষয়ে ভাবিকমুপদিশ্যতে ময়া তস্মৈ ।
তত্ত্বদ্বিশেষকরণং প্রত্যাপদিশ্যতীব মে বালা ॥

। ৩১ ॥

বকুল। ।—মুনয়ঃ ইদং নাট্যং দেবানাং কাস্তং চাক্ষুযং
কৃতম্ আমনস্তি । ক্রেদ্রেন উমাকৃতব্যতিকরে স্বাদে ইদং
(নাট্যং) দ্বিধা বিভক্তম্ । তত্র (নাট্যে) ত্রৈগুণ্যোদ্ভবং নানারসং
লোকচরিতং দৃশ্যতে । নাট্যং (হি) একং (সং) অপি,
ভিন্নরুচিঃ জনস্ত বহুধা সমারাধকম্ ॥ ২৮ ॥

এই নাট্যেই একমাত্র পরিদৃষ্ট হয়। এই সব কারণে ভিন্ন
ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোকের নানা প্রকারে তৃষ্টিবিধান করিতে
এই নাট্যই একমাত্র সমর্থ ॥ ২৮ ॥

বকুলাবলিকা। ।—(কাছে গিয়া) আর্ধ্য! অভিবাদন
করি ॥ ২৯ ॥

প্রাকৃতাবুবাদ ।—আর্ধ্য! বন্দে ॥ ২৯ ॥

আর্ধ্যং দেবী পুচ্ছতি, অপ্যুপদেশগ্রহণে নাতিবিস্তৃতি বঃ
মিথ্যা মালবিকেন্তি ॥ ৩০ ॥

গণদাস ।—ভদ্রে ! চিরজীবিনী হও ॥ ২৯ ক ॥

বকুল! ।—আর্ধ্য! দেবী জানিতে চাহিয়াছেন যে, আপনার
উপদেশ-গ্রহণে মালবিকা আপনাকে কোন ক্রেশ দিচ্ছে
না ত ? ॥ ৩০ ॥

বচসার্থ ।—গণদাস —(রক্তমুখে প্রবেশ করিয়া) সকলেরই
মুখের নিজের কুলবিজ্ঞা অতীব সম্মানের বস্তু ।
তরাং নাট্যের উপর আমাদের যে একটা বিশেষ গৌরব
বর্ণনা করা হয়, তাহা বুঝা নহে । কেন না,—

ভরত-মতঙ্গ প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রকার মূনিগণ কহিয়াছেন,
আমাদের এই নাট্য দেবতাদিগের একান্ত অভিপ্রোভ
সংনয়নমনোরঞ্জন যজ্ঞরূপ, অস্তান্ত যজ্ঞের ফল অদৃশ্য,
আমাদের ফল—চক্ষুগ্রাহ্য । নটরাজ ত্রিলোচন, অর্ধনারীশ্বর
প্রভৃতি উমার সহিত একাত্মা-হইয়া নিজের দেহে এই নাট্যের
প্রতিভা বিতরণ করিয়া আছেন । সুতরাং, রজঃ-ও
এই ত্রিগুণাত্মক, ও নানারসাত্মক লোকচরিত্র

গণদাস ।—ভদ্রে । দেবীকে বলিও,—উপদেশ-গ্রহণে
মালবিকা যেমনই পরমনিপুণা, তেমনই আবায় সে
অতিশয় বুদ্ধিমতী ও মেধাবিনী । অথবা অধিক জ্ঞান
কি বলিব ?—অভিনয়াদি-বিষয়ে, তাহাকে আমি যে
সকল ভাব প্রধান নৃত্য, গীত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিজ্ঞাস-
কৌশল উপদেশ করিয়া থাকি, সেই বালিকা
এমনই নিপুণতার সহিত সে সমুদয় আমাকে
অভিনীত করিয়া দেখায়, আমার মনে হয়,
যেন, আমাকে সে তৎতৎ বিষয়ে প্রত্যাশ্রয় দান
করিতেছে ॥ ৩১ ॥

বকুলা ।—

(আশঙ্কহম্) অদিকন্তং বিজ ইদানীং পেক্ষামি । (প্রকাশম্) কিংবা

বো সিস্‌সা, জাএ গুরুঅণো এবং কুস্‌সদি ।

॥ ৫২ ॥

গণ ।—

ভদ্রে ! তদ্বিধানামমুসভহাং পৃচ্ছামি, কুতো দেব্যা তং পাত্রমানীতম্

॥ ৩৩ ॥

বকুলা ।—

অখি দেবীএ বধীবরো ভাদা বীরসেণো গাম । সো ভট্টিণা অন্তনালহুগ্‌গে
গম্মদ'তৌরে ঠাবিদো । তেণ সিপ্পাহিআরে জোগ্‌গা ইঅং দারিএত্তি বহিণীএ
দেবীএ উবাঅণং পেসিদা ।

॥ ৩৪ ॥

গণ

(স্বগতম্) আকৃতিবিশেষপ্রত্যয়াদেনামনুনবস্তুকাং সম্ভাবয়ামি । (প্রকাশম্) ভদ্রে ।
ময়াপি যশস্বিনা ভবিতব্যম্ । যতঃ,—

পাত্রবিশেষে শ্রুতং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ ।

জলমিব সমুদ্রশুক্টৌ মুক্তাকলতাং পয়োদন্ত ॥

বকুলা ।—

অহ ইম্ । অজ্জ । কহিং দাগিং বো সিস্‌সা ।

॥ ৩৬ ॥

গণ ।—

ইদানীমেব পঞ্চাঙ্গাভিনয়মুপদিশু ময়া বিজ্ঞমাতামিত্যভিহিতা দীর্ঘিকাবলোকন-
গবাঙ্কগতা প্রবাক্তমাসেবমানা তিষ্ঠতি ।

॥ ৩৭ ॥

বকুলা ।—

তেণ হি অণুজ্ঞাণাহু মং অজ্জো । জাব সে অজ্জস্‌স পরিতোসণিবেদণেণ
উস্‌সাহং বড্‌টমি ।

॥ ৩৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—অতিক্রান্তামিবেরাবতীং প্রেক্ষে ।

কৃতার্থা ইদানীং বঃ শিষ্যা, যস্তাং গুরুজন এবং তুব্যতি ॥ ৫২ ॥

অস্তি দেব্যা বর্ণাবরো ভ্রাতা বীরসেনো নাম । স ভট্ট ।

অন্তনালহুর্গে নর্মদাতীরে স্থাপিতঃ । তেন শিল্পাধিকারে

যোগ্যেয়ং দারিকেতি ভগিন্জা দেব । উপায়নং প্রেষিতা ॥ ৩৪ ॥

আর্য ! কুত্র ইদানীং বঃ শিষ্যা ॥ ৩৬ ॥

তেন হি অনুজ্ঞানাতু মামার্থ্য । যাবদন্তা আর্যন্ত

পরিতোষনিবেদনে উৎসাহং বর্ধয়ামি ॥ ৩৮ ॥

ব্রজার্থ ।—বকুলা ।— নিজে নিজে কহিল) তাই ত,

ইরাবতীকেও যে ছাড়াইয়া উঠিল—দেখিতেছি ।

(প্রকাশে) আপনার শিষ্যা মালিকা কৃতকৃতার্থ হইল,

বাহার উপর গুরুজন এত পরিতুষ্ট ॥ ৩২ ॥

গণদাস ।—ভদ্রে ! অমনধারা মেয়ে, সচরাচর, যেখানে

সেখানে ছুঁটি, তাই জিজ্ঞাস্তা যে, দেবী কোথা হইতে

উহাকে পাইলেন ? ॥ ৩৩ ॥

বকুলাবলিকা ।—বীরাসন নামে দেবীর এক জন অসবর্ণ-

মাতার গর্ভজাত ভ্রাতাকে রাজা নর্মদাতীরের অন্তপাল

দ্বর্গে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এই মালিকাটিকে, সেই

দুর্গরক্ষক, শিল্পাধিকারে অতিশয় যোগ্যা বিবেচনা
করিয়া, তদীয় ভগিনী পাটরাণীকে উপচৌকন-স্বরূপ
পাঠাইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

গণদাস ।—(মনে মনে) যেক্ষণ আকৃতি, তাহাতে মনে হয়,
মেয়েটি সর্বগুণ-সম্পন্ন । (প্রকাশে) ভদ্রে ! এই
মেয়েটি দ্বারা আমারও যশোবৃদ্ধি হইবে । কেন না,—
শিক্ষকের শিক্ষাদান সংপাতে শ্রুত হইলে, একগুণ
শিষ্য পতগুণ হইয়া থাকে । তাবিয়া দেখ, সামান্য
জলদের জলবিদ্যু যদি শুষ্কিমধ্যে পতিত হয়, তবে তাহা
মুক্তা হইয়া যায় ॥ ৩৫ ॥

বকুলা ।—আর্য । আপনার শিষ্য এখন কোথায় ? ॥ ৩৬ ॥

গণদাস ।—এইভাবে আমি, পঞ্চাঙ্গাদি অভিনয়ব্যাপার
উপদেশ দিয়া, বিদ্রামের আদেশ করায়, দীর্ঘিকা-দর্শন-
যোগ্য বাতায়নে বসিয়া মালিকা দ্বিগুণ বায়ু সেবন
করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

বকুলা ।—তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমি গিয়া
আপনার সম্ভাবজ্ঞাপনে তাহার উৎসাহ বর্ধন
করি ॥ ৩৮ ॥

মিশ্র-বিষয়কঃ ।

(ততঃ প্রবিশত্যেকান্তস্থিতপরিজনো মন্ত্রিণা লেখহস্তেনাস্বাস্ত্রমানে রাজা ।)

রাজা ।— (অমুবাচিতলেখমমাত্যং বিলোক্য) বাহতক ! কিং প্রতিপদ্যতে বৈদৰ্ভঃ ? ॥ ৪০ ॥

অমাত্যঃ ।— দেব ! আত্মবিনাশম্ । ॥ ৪১ ॥

রাজা ।— সন্দেশমিদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি । ॥ ৪২ ॥

অমাত্যঃ ।— ইদমিদানীমেনেন প্রতিলিখিতম্ । পূজ্যোনাহমাদিষ্টঃ । পিতৃব্যপুত্রো ভবতঃ কুমারো মাধবসেনঃ প্রতিশ্রুতসম্বন্ধো মমোপাস্তিকমুপসর্পন্নস্তরা স্বদীয়েনাস্তপালেনাবন্ধন্য গৃহীতঃ ; স স্বয়া মদপেক্ষয়া সকলত্রসোদর্যো মোচয়িতব্য ইতি । এতন্নম্ব বো বিদিতং, যন্ত ল্যাভিজনেষু রাজ্যং বৃদ্ধিঃ । অতোহত্র মধ্যস্থঃ পূজ্যো ভবিতুমর্হতি । সোদর্য্যা পুনরস্ত্র গ্রহণবিগ্নবে বিনষ্টা । তদধেষণায় যতিষ্যে । অথবা, অবশ্রমেব মাধবসেনো ময়া পূজ্যেন মোচয়িতব্যঃ । জায়তামভিসন্ধিঃ ।

মৌর্য-সচিবঃ বিমুক্ততি যদি পূজ্যঃ সংযতং মম শ্যালম্ ।

মে ক্তা মাধবসেনং ততোহহমপি বন্ধনাং সতঃ ॥ —ইতি ॥ ৪৩ ॥

বক্তব্যঃ ।—গণদাস ।—যাও, সখীর সহিত দেখা কর গিয়া । আমিও, যখন বিশ্রাম পাইয়াছি, তখন একবার স্বপ্নে যাই ॥ ৩৯ ॥

(উভয়েই চলিয়া গেলেন) মিশ্রবিষয়ক সমাপ্ত ।

(রাজার প্রবেশ । পত্রিকা-হস্তে মন্ত্রী পশ্চাত্তাগে উপবিষ্ট ও পরিজনবর্গ একান্তে অবস্থিত ।)

রাজা ।—(পত্রিকা-পাঠ-রত—মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া)

বাহতক ! বৈদৰ্ভ-পতির কি অভিশ্রায় ? ॥ ৪০ ॥

অমাত্য ।—দেব ! আত্মবিনাশ । অর্থাৎ নিজেরই নিজের সর্বনাশ কামনা করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

রাজা ।—ও সব থাক্ । সে ঠিক কি চান, আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪২ ॥

অমাত্য ।—সম্রাতি প্রত্যুত্তরে বৈদৰ্ভ লিখিয়াছেন, পূজনীয় মহারাজ কর্তৃক আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, তোমার পিতৃব্যপুত্র কুমার মাধবসেন, আমার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ

অঙ্গীকারপূর্ব্বক আমার নিকটে আগবার সময়ে, তোমার সীমান্ত-রক্ষক কর্তৃক নানা অত্যাচার সহকারে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, আমার অনুরোধ, তদীয় সহোদর্য্য কলত্রের সহিত তুমি তাঁহাকে মুক্তিদান করিবে । এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তুল্য-বংশোদ্ভব নৃপতিদের মধ্যে পরস্পরের প্রীতি পরস্পরের ব্যবহার আপনি নিশ্চয়ই জানেন । সুতরাং মহাশয় কোনো পক্ষ অবলম্বন না করিয়া একেবারে নিরপেক্ষ থাকিবেন । উহার ভগিনী অবরোধ-সময়ের গোলযোগে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে । তাহার অধেষণের জন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব । আর আমার দ্বারা মাধবসেনকে বহি পূজ্য আপন নিতান্তই মুক্ত করাইতে চান, তবে আমার অভিশ্রায় শ্রবণ করুন ;—পূজনীয় আপনি ইতিপূর্বে মৌর্য-সচিব নামক আমার শ্যালককে নিগত-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যদি তাহাকে আপনি মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে আমিও মাধবসেনকে তৎক্ষণাৎ বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিব ॥ ৪৩ ॥

রাজা।— (সরোবস্) কথং কার্যাবিনিময়েন ময়ি ব্যবহরত্যানাশ্রজঃ। বাহতক।
প্রকৃত্যত্রিঃ প্রতিকূলকারী চ মে বৈদর্ভঃ। তদ্ যা তব্যাপক্ষে স্থিতস্ত পূর্বসঙ্কল্পিত-
সমুদ্রলনায় বীরসেন-মুখং দণ্ডচক্রমাজ্ঞাপয়। ॥ ৪৪ ॥

অমাত্যঃ।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। ॥ ৪৫ ॥

রাজা।— অথবা কিং ভবান্নশ্রুতে। ॥ ৪৬ ॥

অমাত্যঃ।— শাস্ত্রদৃষ্টমাহ দেবঃ।

অচিরার্থিষ্ঠিতরাজ্যঃ শত্রুঃ প্রকৃতিধ্বংসমূলহাং।

নবসংরোপণশিখিলস্তরুরিব সূকরঃ সমুদ্বর্ত্তম্। ॥ ৪৭ ॥

রাজা।— তেন হ্রবিতথং তস্তকারবচনম্। ইদমেব নিমিত্তমাদায় সমুদ্রযোজ্যতাং সেনাপতিঃ ॥ ৪৮ ॥

অমাত্যঃ।— তথা— [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ৪৮ ॥

(পরিজনো যথাব্যাপারং রাজানমভিতঃ স্থিতঃ। প্রবিষ্টা বিদূষক।)

বিদু।— আগন্তোক্তি তত্তত্তবদা রজা। গোদম। চিন্তেহি দাব উবাভং, জহ মে
জদিচ্ছাদিটুপড়িকিদৌ মালবিআ পচুন্ধদংসণা হোদিতি। মএ অ তং তহা কিদং।
দাব সে গিবেদেমি। [ইতি পরিক্রামতি। ॥ ৫০ ॥

রাজা।— (বিদূষকং দৃষ্ট্)। অয়মপরঃ কার্যাস্তরসচিবোহস্মাকমুপস্থিতঃ। ॥ ৫১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আজ্ঞাপ্যেহংনি তত্তত্তবতা
রাজা। গোতম। চিন্তয় তাবদুপায়ং, যথা মে যদৃচ্ছাদৃষ্ট-
প্রতিকূলমালবিকা প্রত্যক্ষদর্শনা ভবতীতি। ময়া চ
তত্তথাকৃতম্। তাবদন্ত নিবেদয়ামি ॥ ৫০ ॥

অমাত্যঃ।—রাজা।—(সক্রোধে) কিং নিরোধ নিজের
ওজন জানে না? আমার সহিত কার্যাবিনিময়ের
দ্বারা ব্যবহার করিতে চায়? বাহতক। বৈদর্ভ আমার
স্বভাবতঃই শত্রু এবং ঘোর প্রতিকূলকারী। অতএব
আর কালবিলম্ব অশুচিত। বৈদর্ভের সমুদ্রে উৎপাটনের
নিষ্ঠ তাহার বিরুদ্ধে অভিযানের সঙ্কল্প ত আমাদের
পূর্বে হইতেই ছিল, এক্ষণে তজ্জন্ত বীরসেন প্রভৃতি
সৈন্যাদ্যাদিগকে আদেশ প্রদান করুন ॥ ৪৪ ॥

অমাত্য।—আপনার যেমন আদেশ, তাংহই হইবে ॥ ৪৫ ॥

রাজা।—আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন? ॥ ৪৬ ॥

অমাত্য।—আপনি ত শাস্ত্রানুসারেই বলিয়াছেন।—
শাস্ত্র বলে,—অন্নবিনমাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া
নিবন্ধন যে প্রতিকূল নবীন রাজা প্রজাপুঞ্জের প্রকৃত
অনুরাগের ভাজন হইতে পারেন নাই, রাজ-শক্তি

রাজ্যের অন্তরে বাহরে বদ্ধমূল হইয়া বসে নাই, অচির-
রোপিত, স্তবরাং শিথিলমূল তরুর স্থায়, তাঁহার
উচ্ছেদ-সাধন অতীব সহজ ॥ ৪৭ ॥

রাজা।—তা হ'লে দেখিতেছি, শাস্ত্রকারদিগের কথা বর্ণে
বর্ণে সত্য। বেশ! এই ব্যাপারটাকেই নিমিত্তব্রূপ
ধরিয়া সেনাপতিকে সময়ে উদ্যোগ করিতে বলুন ॥ ৪৮ ॥

অমাত্য।—আচ্ছা ॥ ৪৯ ॥

(পরিজনেরা যথাপূর্ব রাজার চারিদিকে বিজ্ঞান,—

এমন সময়ে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—রাজা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, গোতম,
হঠাৎ যাহাকে ছবিতে দেখিছি, সেই মালবিকাকে
যাংতে একবার সত্য সত্য চক্ষে দেখিতে পাই, তার
একটা ফিকির করিতেই হইবে। তা—আমিও একটা
করিয়াছি। যাই—এখন রাজাকে গিয়া বলিয়া দেখি।
(ধীরে পাদ চারণ) ॥ ৫০ ॥

রাজা।—(বিদূষককে দেখিয়া) এই যে আমার অন্তকার্যের
মন্ত্রী উপস্থিত—দেখিতেছি ॥ ৫১ ॥

বিদু— (উপগম্য) বড় চুড় ভবন ।

রাজা ।— (সশিরঃকম্পম্) ইত আস্ততাম্ ।

(বিদূষকঃ উপবিষ্টঃ)

রাজা ।— অপি কিঞ্চিৎপেয়োপায়দর্শনে ব্যাপৃতং তে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ?

বিদু ।— পণ্ডাসিদ্ধিং পুচ্ছ ।

রাজা ।— কথমিব ?

বিদু ।— (কর্ণে) এবং বিম্ (ইত্যাবেদয়তি) ।

রাজা ।— সাধু বয়স্ত ! নিপুণমুপক্রান্তম্, ইরানীং ছরশিগমসিদ্ধাবপ্যশ্চিন্নারস্তে-বয়ং আশং-
সামহে । কুতঃ,—অর্থং সপ্রতিবন্ধং প্রভুরশিগন্তং সহায়বানেনব ।

দৃশ্যং তমসি ন পশ্যতি দীপেন বিনা সচক্ষুরপি ।

(নেপথ্যে) অলমলং বহু বিকথ্য । রাজ্ঞঃ সমক্ষমেবাবয়োরধরোত্তরয়োৰ্যাক্তিৰ্ভবিষ্যতি

রাজা ।— (আকর্ণ্য) । সখে । স্বংস্মনীতিপাদপশ্য পুণ্ডমুদ্রিতম্ ।

বিদু ।— ফলং বি অইরেণ দেক্খিসুসসি ।

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

।— দেব ! অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি অমুষ্টিতা প্রভোৱাজ্ঞেতি । এতৌ পুনর্হরদন্তগণদাসৌ—

উভাবভিনয়াচাৰ্যৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ । স্বং অষ্টমুখতৌ সাক্ষাস্তাবাবিব শরীরিণৌ ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—বর্ত্তমান ভবন ॥ ৫২ ॥

প্রয়োপসিদ্ধিং পুচ্ছ ॥ ৫৫ ॥

এবমিব ॥ ৫৭ ॥

ফলমপ্যচিরেণ দ্রক্ষ্যসি ॥ ৬১ ॥

বক্তার্থ ।—বিদূষক ।—(কাছে গিয়া) তোমার শ্রীবুদ্ধি
হউক ॥ ৫২ ॥

রাজা ।—(মাথা নাড়িয়া) এইখানে বোসো । (বিদূষক
বসিল) ॥ ৫৩ ॥

রাজা ।—বলি, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরূপ চক্ষু সেই দুর্লভ বস্তু
লভের কোনো পথ দেখিতে পাইয়াছে কি ? ॥ ৫৪ ॥

বিদূষক ।—শুধু পথ দেখা ? কাজ একেবারে হাসিল করি-
য়াছি—কি না, তাই জিজ্ঞাসা কর । ॥ ৫৫ ॥

রাজা ।—কেমন ? ॥ ৫৬ ॥

বিদূষক ।—(কানে কানে) এ-ই রকম, বুঝলে ? (বলিয়া
কৌশল বলিল) ॥ ৫৭ ॥

রাজা । বেশ, বয়স্ত ! বেশ ! যেমনটি হওয়া দরকার, ঠিক
তেননই ভাবে তুমি কাজ শুরু করিয়াছ । এখন,—এ
কাজ খতাই তুমি হউক না কেন, আমরা—ইহার সাফল্য-

বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি । কেন না,—কাজ যতই

বাধা-বপ'ন্ত সঙ্কল হোক না,—যদি উপযুক্ত সহায় থাকে,

তবে প্রভু তাহা অনায়াসেই সাধন করিতে প'রেন ।

ভাবিয়া দেখ,—হাজার চোখ থাকিলেও গাঢ় অন্ধকারে,

প্রদীপ ছাড়া কোনো দ্রষ্টব্য বস্তুই দেখা যায় না ॥ ৫৮ ॥

(এমন সময়ে নেপথ্যে) থাক্ না, আর আত্মজাঘা

করিতে হইবে না । চল, রাজার সমক্ষেই আনাদের

মধ্যে কে বড়, কে ছোট,—তার নির্ণয় হইবে ॥ ৫৯ ॥

রাজা ।—(শুনিতে পাইয়া)—সখে ! তোমার সুপ্রযুক্ত

নীতি-পাদপের বুঝি ফল ফুটিল ! ॥ ৬০ ॥

বিদূষক ।—শুধু কি ফল ? অচিরাতঃ ফলও দেখলে ব'লে ॥ ৬১ ॥

(এমন সময়ে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী ।—দেব ! অমাত্য বলেন যে, আপনার আদেশ প্রতি-

পালিত হইয়াছে । এ দিকে আবার এই হরদন্ত এবং

গণদাস—দুই নাট্যাচার্য পরস্পর বিজয়ী হইয়া সাক্ষাৎ

শরীরধারী ভাবের স্থায়—উভয়ে আপনাকে দর্শন

করিতে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥

রাজা ।	প্রবেশর তো ।	॥ ৬৫ ॥
কক্ক ।	যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ	॥ ৬৬ ॥
(ইতি নিজ্জম্য তাত্য়াং সহ প্রবিষ্টঃ)		
কক্ক ।	ইত ইতো ভবন্তৌ ।	॥ ৬৭ ॥
গণ ।	(রাজানং বিলোক্য) । অহো ! দুর্দাসদো রাজমহিমা ।	
	ন চ ন পরিচিতো ন চাপ্যরম্যশ্চকিতমূপৈমি তথাপি পার্শ্বমস্ত ।	
	সলিলনিধিরিব প্রতিক্ষণং মে ভবতি স এব নবো নবোহয়মক্কোঃ ॥	॥ ৬৮ ॥
হরদত্তঃ ।	মহৎ খলু পুরুষাকারমিদং জ্যোতিঃ । তথাহি,	
	দ্বারে নিযুক্তপুরুষাভূমতপ্রবেশঃ সিংহাসনাস্তিকচরেন সহোপসর্পন ।	
	তেজোভিরস্ত বিনিবর্তিতদৃষ্টিপাতৈর্বাধ্যাদৃতে পুনরিব প্রতিবারিতোহস্মি ॥	॥ ৬৯ ॥
কক্ক ।	এষ দেবঃ, উপসর্পতাং ভবন্তৌ ।	॥ ৭০ ॥
উভৌ ।	(উপত্য) বিজয়তাং দেবঃ ।	॥ ৭১ ॥
রাজা ।	স্বাগত্য ভবন্ত্যাম্ । (পরিজনং বিলোক্য) আসনে তাবদব্রভবতোঃ ।	॥ ৭২-ক ॥
	(উভৌ পরিজনোপনীতয়োরাঙ্গনয়োরুপবিষ্টৌ)	
রাজা ।	কিমিদং শিষ্যোপদেশকালে যুগপাদার্থ্যাভ্যামত্রোপস্থানম্ ?	॥ ৭৩ ॥

বজ্রার্থ ।—রাজা ।—সে দুজনকে নিয়ে এসো ॥ ৬৩ ॥

কক্কী ।—যে আজ্ঞা ॥ ৬৪ ॥

(বলিয়াই কক্কী বাহিরে গিয়া তাঁদের দু'জনের
সহিত পুনরায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন)

এই দিকে আসুন আপনারা ॥ ৬৫ ॥

গণদাস ।—(রাজাকে দেখিয়া) আহা ! রাজ-মহিমা কি
অপূর্ব ! কি দুর্দ্বিগম ! রাজা আমার যে পরিচিত
নন, তাহা নহে, সম্পূর্ণ পরিচিত । আমার, দেখিতেও
ধারণা মন, বরক দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায় । তবুও
ইহার কাছে উপস্থিত হইতে আমার অন্তরাখ্যা কাঁপিয়া
উঠিতেছে । সুনীল সমুদ্রকে যখন দেখা যায়, তখনই
যেমন সে নুতন, কোনো দিন আর তাহা পুরাতন হয়
না, তদ্রূপ, ইহাকে যতই দেখি না কেন, আমার চক্ষে
ইনি যেন নিত্যই নুতন ॥ ৬৬ ॥

হরদত্ত ।—আশ্চর্য্য । ইনি যেন পুরুষরূপে অবতীর্ণ কোনো
মহামহিমের জ্যোতিঃ । কেন না—দ্বাররক্ষকের আদেশ
লাইয়া, সিংহাসনের সন্নীপ-গমনে সমর্থ কক্কীর সহিত

আমি রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়াও ইহার দিকে
ভালো করিয়া তাকাইতে পারিতেছি না । ইহার
দেহের এমনই তেজ যে, আমার চক্ষু সে দিকে
কিছুতেই দিতে সমর্থ হইতেছি না । যেন বিনা স্বাক্ষ-
ব্যয়ে রাজ-প্রভাব কর্তৃক আমি নিবারিত হইতেছি ।
কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য ! ॥ ৬৭ ॥

কক্কী ।—এই মহারাজ । আপনারা নিকটে গমন
করুন ॥ ৬৮ ॥

(উভয়ে নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হউক ॥ ৬৯ ॥

রাজা ।—আসুন । আপনাদের মজল ত ? (পরিচারকদের
দিকে চাহিয়া) ইহাদের উভয়কে আসন প্রদান
কর ॥ ৭০-ক ॥

(পরিজন-প্রদত্ত আসনে উভয়ে উপবেশন করিলেন)

রাজা ।—এখন শিষ্যদ্বয়কে উপদেশ দিবার সময় ; এ সময়ে
হঠাৎ আপনাদের উভয়েরই এখানে আগমন
কেন ? ॥ ৭০ ॥

- গণ দেব ! জায়তাম্ । ময়া স্তুতীর্থাভিনয়বিভা সুশিক্ষিতা ।
দন্তপ্রয়োগশ্চান্মি দেবেন, দেব্যা চ পরিগৃহীতঃ ॥ ৭১ ॥
- রাজা ।— বাঢ় জানে । ততঃ কিম্ ? ॥ ৭২ ॥
- গণ ।— সোহমমুনা হরদন্তেন প্রধানপুরুষসমক্ষম্ “অয়ং ম মে পাদরজসাপি তুলা”
ইত্যধিক্ষিপ্তঃ । ॥ ৭৩ ॥
- হর ।— দেব ! অয়মেব প্রথমং পরিবাদকরঃ—অত্রভবতঃ কিল মম চ সমুদ্রপঞ্চলয়ো-
রিনস্তুরমিতি । তদন্তরং নিমং মাং চ শাস্ত্রে প্রয়োগে চ বিদুশতু । দেব এব নৌ
বিশেষজ্ঞঃ প্রাশ্নিকশ্চ । ॥ ৭৪ ॥
- বিদু ।— সমখং পড়িলাদম্ । ॥ ৭৫ ॥
- গণ ।— প্রথমঃ কল্পঃ । অবহিতো দেবঃ শ্রোতুমহতি । ॥ ৭৬ ॥
- রাজা ।— তিষ্ঠ তাবৎ । পক্ষপাতমত্র দেবী মন্যতে । তদন্তাঃ পণ্ডিতকৌশিকীসহিতায়াঃ
সমক্ষমেব শ্রায্যো ব্যবহারঃ । ॥ ৭৭ ॥
- বিদু ।— স্তূটু ভবং ভগাদি । ॥ ৭৮ ॥
- আচার্য্যো ।— যদেবার রোচতে । ॥ ৭৯ ॥
- রাজা ।— মৌদগল্য । অয়ং প্রস্তাবং নিবেদ্য পণ্ডিত-কৌশিক্যা সার্দ্ধমাহুয়তাং দেবী ॥ ৮০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—সমর্থঃ প্রতিজ্ঞাতম ॥ ৭৫ ॥

স্তূটু ভবান্ ভগতি ॥ ৭৮ ॥

অর্থ —গণদাস —মহারাজ ! শুনুন । আমি সদ-
গুরু সন্নিধানে, যীতিমতভাবে অভিনয়-বিভা শিক্ষা
করিয়াছি । মহারাজও আমার নিয়ন্ত্রিত অভিনয় দর্শন
করিয়াছেন এবং মহারাজীও আমাকে, নাট্যাচাৰ্য্যরূপে
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ॥ ৭১ ॥

রাজা ।—তা'ত জানি-ই । তার পর ? ॥ ৭২ ॥

গণদাস ।—সেই আমি কি-না, অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির
সমক্ষে ঐ হরদন্ত কর্তৃক, “এই গণদাস আমার
পায়ের ধূলিরও তুল্য নহে” বলিয়া অপমানিত
হইয়াছি ॥ ৭৩ ॥

হরদন্ত ।—দেব ! এই গণদাসই প্রথমে আমার নিম্নাহন্দ
করিয়াছে । বলিয়াছে কি না, “সমুদ্রে আর স্তূটু একটা
ডোবার যতটা তফাৎ, আমার সহিত হরদন্তের ততটা
ইতিরবিশেষ ।” স্তূটুরা আপনাই আমাদের উত্তর

শাস্ত্রজ্ঞান এবং অভিনয় বিষয়ে পরীক্ষা করুন । আমরা
দের এই বিবাদে—আপনাই আমাদের বিশেষজ্ঞ
(Expert) অর্থাৎ অভিন্নপ এবং আপনাই
প্রশ্নকর্তা ॥ ৭৪ ॥

বিদু ।—সমত প্রতিজ্ঞাই করা হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

গণ ।—উত্তম বল । এইরূপ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । বেশ কথা ।
তা' হ'লে মহারাজ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন ॥ ৭৬ ॥

রাজা ।—একটু দেরী করুন । আমি এরা মধ্যস্থ হইলে,
দেবী হয় ত, পক্ষপাত করিয়াছি,—মনে করিতে পারেন,
অতএব পণ্ডিতকৌশিকীর সহিত দেবীর সমক্ষে বিবাদ
মীমাংসা হওয়াই শাস্ত্র-সঙ্গত ॥ ৭৭ ॥

বিদু ।—আপনি ঠিক-ই বলিয়াছেন ॥ ৭৮ ॥

আচার্য্যদয় ।—যেমন মহারাজের অভিক্রটি ॥ ৭৯ ॥

রাজা ।—মৌদগল্য ! আচার্য্যদয়ের এই বৃত্তান্ত বর্ণনাপূর্বক,
তুমি, পণ্ডিতকৌশিকীর সহিত মহারাজীকে ডাকিয়া
আন ॥ ৮০ ॥

কণ্ঠ।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ ।

॥ ৮১ ॥

(ইতি নিজ্জমা সপরিব্রাজিকয়া দেব্যাহ সহ প্রবিষ্টঃ)

।— ইত ইতো ভবতী ।

॥ ৮২ ॥

ধারি।— (পরিব্রাজিকায় বিলোক্য) । ভাবদ্যি ! হরদত্তস্ গগদাসস্ অ সংরক্তঃ কহং পেক্ষসি ।

॥ ৮৩ ॥

পরিব্রাজিকা । অলং স্বপক্ষাবসাদশঙ্কয়া । ন পরিহীয়তে প্রতিবাদিনো গগদাসঃ ।

॥ ৮৪ ॥

ধারি।— জইবি একং তহবি রাঅপরিগ গৃহো সে পহাণত্তং উবহরদি ।

॥ ৮৫ ॥

পরি।— অয়ি ! রাজ্ঞীশকভাজনমাআনমপি চিস্তয়তু ভবতী । পশু,—

অতিমাত্রভাস্তরহং পুষ্যতি ভানোঃ পরিগ্রহাদনলঃ ।

অধিগচ্ছতি মহিমানং চন্দ্রোহপি নিশাপরিগৃহীতঃ ॥

॥ ৮৬ ॥

বিদু।— অবিহা অবিহা ! উবট্টিদা দেবী পীঠমদ্দিঅং পণ্ডিতকোসিকিং পুরোকরিঅ তত্তভেদী ধারিণী ।

॥ ৮৭ ॥

রাজা।— পশ্যাম্যোনং, যৈষা—

মঙ্গলালঙ্কতা ভাতি কৌশিক্যা যতিবেষয়া ।

!

ত্রয়ী বিগ্রহবতোব সমমধ্যাবিভায়া ॥

॥ ৮৮ ॥

পরি।— (উপেত্য) বিজয়তাং দেবঃ ।

॥ ৮৯ ॥

রাজা।— ভগবতি ! অভিবাদয়ে ।

॥ ৯০ ॥

প্রাকৃতাবুবাদ — ভগবতি ! হরদত্তস্ত গগদাসস্ত

চ সংরক্তঃ কথং প্রেক্ষসে ॥ ৮৩ ॥

যন্তেবং তথাপি রাজপরিগ্রহোহস্ত প্রধানভূমুপহরতি ॥ ৮৫ ॥

অপিহা অপহা, উপস্থিতা দেবী পীঠমদ্দিকং পণ্ডিত-কৌশিকিং পুরুষত্যা তত্তত্ততী ধারিণী ॥ ৮৭ ॥

অজ্ঞাশ্চ।—কঙ্কী।—যে আজ্ঞা ॥ ৮১ ॥

(বলিয়াই কঙ্কী গিয়া দেবী ও পণ্ডিতকৌশিকীকে লইয়া আসিল ।)

কঙ্কী।—দেবি ! এই দিকে । এই দিকে ॥ ৮২ ॥

ধারিণী।—(পরিব্রাজিকার দিকে চাহিয়া) ভগবতি !

হরদত্ত-গগদাসের এই বিবাদটা আপনার কি রকম লাগছে ? ৮৩ ॥

পরি।—স্বপক্ষের পরাভব-শঙ্কা আপনার নাই । গগদাস

আহার প্রতিপক্ষ হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহেন ॥ ৮৪ ॥

ধারিণী।—তাহা হইলেও, হরদত্ত রাজার লোক, এইটাই তাঁর প্রধানতার যথেষ্ট কারণ ॥ ৮৫ ॥

পরি। দেবি ! তা' হোক না । আপনিও মহারানী, এ কথাটা ভুলিবেন না । এই দেখুন না কেন,—স্বধ্যবেশ অনলে প্রবেশ করেন বলিয়াই অনলের অত দীপ্তি । আবার রাজ্ঞীর সংসর্গ বশতঃই চন্দ্রের অত প্রভা, অত জ্যোৎস্না ॥ ৮৬ ॥

বিদুষক।—বাঃ ! বাঃ ! এই যে, রাজ্ঞীর সু-কুল কার্যের সহচরী পণ্ডিতকৌশিকীকে লইয়া রাজ্ঞী ধারিণীও উপস্থিত ॥ ৮৭ ॥

রাজা।—রাজ্ঞীকে দেখিতেছি । কি শোভাই আজ হইয়াছে । যতি-বেশ-ধারিণী কৌশিকীর সহিত, মঙ্গল-জ্ঞাপক রাজ-সঙ্কায় সজ্জীভূতা হইয়া দেবী উপস্থিত হইয়াছেন । যেন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞার সহিত মিলিত হইয়া বেদ-বিজ্ঞা শরীর পরিগ্রহপূর্বক উপস্থিত হইলেন ॥ ৮৮ ॥

পরি।—(কাছে বাইয়া) মহারাজের জয় হোক ॥ ৮৯ ॥

রাজা।—ভগবতি ! অভিবাদন করি ॥ ৯০ ॥

- পরি।— মহাসারথ্যসবরোঃ সদৃশক্ষমরোঃ যোঃ ।
 ধারিণীভূতধারিণ্যোৰ্ভব ভৰ্তা শরচ্ছতম্ ॥ ৯১ ॥
- ধারি।— জেহু অজ্ঞউত্তো । ॥ ৯২ ॥
- রাজা।— স্বাগতং দেবো ? (পরিব্রাজিকাং বিলোকা) ভগবতি ত্রিনয়তামাসনপরিগ্রহঃ ॥ ৯৩ ॥
 (সৰ্কে উপবিশন্তি)
- রাজা।— ভগবতি ! অত্রভবতোহরদন্তগণদাসয়োঃ পরম্পরং বিজ্ঞান-সংঘর্ষিণোৰ্ভবত্যা
 প্রাশ্নিক-পদমধ্যাসনীয়ম্ । ॥ ৯৪ ॥
- পরি।— (সম্মিতম্) । অলমুপালভেন । পশ্যনে সতি গ্রামে রত্নপরীক্ষা ? ॥ ৯৫ ॥
- রাজা।— নৈতদেবম্ । পণ্ডিত-কৌশিকী খলু ভগবতী । পক্ষপাতিনাবহং দেবী চ । ॥ ৯৬ ॥
- আচা।— সমাগাহ দেবঃ । মধ্যস্থা ভগবতী নৌ গুণ-দোষতঃ পরিচ্ছেদ্যমর্হতি । ॥ ৯৭ ॥
- রাজা।— তেন হি প্রস্তুয়তাং বিবাদঃ । ॥ ৯৮ ॥
- পরি।— দেব । প্রয়োগপ্রধানং ইনাট্যশাস্ত্রম্ । কিমত্র বাধ্যবহারেণ ? কথং বা দেবী মন্ততে ? ॥ ৯৯ ॥
- দেবী।— জই মং পুচ্ছসি, তদা এদাং বিবাদো এবম্ ন মে রোঅদি । ॥ ১০০ ॥
- গণ।— দেবি ! ন মাং সমানবিজ্ঞতয়া পরিভবনীয়মবগন্তুমর্হসি । ॥ ১০১ ॥
- বিদু।— ভোদি । পেক্খামো উরব্ভসংবাদং । কিং মুহা বেঅণদাণেণ এদাং ? ॥ ১০২ ॥

প্রাকৃতাবুদ।—জয়ধাৰ্য্যপুত্রঃ ॥ ১০২ ॥

যদি মাং পুচ্ছসি, তদা এতরোক্ষিবাদ এব ন মে
 রোচতে ॥ ১০০ ॥

ভগবতি ! প্রেক্ষামহে উরব্ভসংবাদম্ । কিং মুহা বেতন-
 দানেন এতযোঃ ॥ ১০২ ॥

অক্ষার্থ।—পরি।—রাজন্ । ভূতধাত্রী বসুন্ধরা যেমন অমূল্য
 রত্ন-প্রসবিনী এবং সর্বসংহা, রাজা ধারিণীও তজ্জপ
 অজ্ঞেয় শক্তির সম্ভানের জননী ও অনন্ত কমা-শালিনী,
 আপনি শত শত বৎসর এই উভয়ের ভর্তা থাকিয়া সুখে
 জীবন যাপন করুন,—এই আশীর্বাদ করিতেছি ॥ ১১ ॥

ধারিণী।—আৰ্য্যপুত্র বিজয়ী হউন ॥ ১২ ॥

রাজা।—এসো দেবি ! মঙ্গল ত ? (পরিব্রাজিকার দিকে
 চাহিয়া) ভগবতি ! আসন গ্রহণ করুন ॥ ১৩ ॥

(সকলেই বলিলেন)

রাজা।—ভগবতি ! হরদন্ত ও গণদাস এই উভয় নাট্যাচার্য্যই
 বিশেষ সম্মানের পাত্র । সম্ভ্রান্তি ইহাদের মধ্যে, বিজ্ঞায়
 কে বড়,—সইয়া বিবাদ বাধিয়াছে, তাহার পরীক্ষায়
 আপনাকে পরীক্ষকপদ লইতে হইবে ॥ ১৪ ॥

পরি।—(হাসিয়া) বিজপ করেন কেন ? ওহরীর নগর
 থাকিতে গ্রামে কি কেহ রত্ন পরীক্ষা করে ? ॥ ১৫ ॥

রাজা।—না, না, এটা ঠিক তাহা নহে । আপনি হইলেন
 পণ্ডিতকৌশিকী । আমি এবং দেবী,—আমাদের
 পক্ষপাত ঘটিবার সম্ভাবনা ॥ ১৬ ॥

আচার্য্যদ্বয়।—মহারাজ ঠিকই বলিয়াছেন । ভগবতী মধ্যস্থা
 হইয়া আমাদের গুণদোষের গুরু-লাঘব নির্ধারণ করিয়া
 দিবেন ॥ ১৭ ॥

রাজা।—তাহা হইলে—“বিবাদ” অর্থাৎ মামলা আরম্ভ
 করা হউক ॥ ১৮ ॥

পরি।—মহারাজ ! নাট্যশাস্ত্র বস্তুটাই হইল অভিনয়-মূলক ।
 বিনা অভিনয়ে ইহার কিছুই স্থির হয় না । সুতরাং বৃথা
 বাগ্-বিতণ্ডায় লাভ কি ? রাজ্ঞী কি বলেন ? ॥ ১৯ ॥

দেবী।—যদি আমাকে বিজ্ঞাসা করেন, তবে এঁদের এই
 বিবাদটাই আমার আদৌ ভাল লাগছে না ॥ ১০০ ॥

গণ।—দেবি ! আমাদের দুই জনের বিজ্ঞাই সমান বলিয়া যে
 আমি পরাভবযোগ্য, এটা মনে করিবেন না ॥ ১০১ ॥

বিদু।—দেবি ! আজ আমরা মেড়ার লড়াই দেখিব ।
 নিরর্থক বেতন দেওয়ার লাভ কি ? ॥ ১০২ ॥

- দেবী।— পর কলহপ্রিয়োহসি । ১০৩ ।
- বিদু।— মা এবং চণ্ডি । অগ্নিকলহপ্রিয়োহসি মন্তহখিণং একবরশ্মিং অনিচ্ছিতেন কুদো
উবসমো । ১০৪ ।
- রাজা।— নহু স্বাসৌষ্ঠবাভিশয়মুভয়োদৃষ্টবতী ভগবতী । ১০৫ ।
- পরি।— অথ কিম্ । ১০৬ ।
- রাজা।— তদিদানীমতঃ পরং কিমাত্মাং প্রত্যায়য়িতব্যম্ । ১০৭ ।
- পরি।— তদেব বক্ত কামাম্মি ।
- শিষ্টা ক্রিয়া কস্তচিদাসংস্থা, সংক্রান্তিরস্ত বিশেষযুক্তা ।
যন্তোভয় সাধু স শিক্ষাকাণাং ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব ॥ ১০৮ ॥
- বিদু।— সুদং অজ্জহিং ভাবদী এ বঅণং । এস পিণ্ডিতথো উবদেসদংসণাদো নিগ্গতোত্তি । ১০৯ ॥
- হর।— পরমভিমতং নঃ । ১১০ ॥
- গণ।— দেবি । এবং স্থিতম্ । ১১১ ॥
- দেবী।— জদা উপ মন্দমেধা সিস্সা উবদেসং মলিনেদি, তদা অ'আরিঅস্স দে'ষো গু ? ১১২ ॥
- রাজা।— দেবি । এবমাপঠাতে । বিনেতুরজ্জবপরিগ্রহোহপি বুদ্ধিলাঘবং প্রকাশয়তি ১১৩ ॥

প্রাকৃতাবুদাদ ।—নহু কলহপ্রিয়োহসি ॥ ১০৩ ॥

মৈবং চণ্ডি ! অগ্নিকলহপ্রিয়োর্খন্তহস্তিনোরেকত-
রশ্মিন্ন নির্জ্বিতে কৃত উপশমঃ ॥ ১০৪ ॥

ঐতমার্থাত্মাং ভগবত্যা বচনম্ ? এব পিণ্ডিতার্খং,
উপদেশদর্শনার্ণির্গম ইতি ॥ ১০৯ ॥

যদা পুনর্জন্মমেধাঃ শিষ্যা উপদেশং মলিনয়তি, তদা
আচার্য্যস্ত দোষো হু ॥ ১১২ ॥

বজ্রার্থ।—দেবী—তুমি বড়ই কলহ-প্রিয় ॥ ১০৩ ॥

বিদু।—আদৌ নহে । তবে কি জানেন, পরস্পর বিবদ-
মান মন্ত মাতঙ্গস্বয়ের একটা ভূমিলাং না হওয়া পর্যন্ত
শাস্তি অসম্ভব ॥ ১০৪ ॥

রাজা।—আচ্ছা, ই'হাদের উভয়ের, অভিনয়কালে অজ-
প্রত্যাদির বিজ্ঞাস-কৌশল ও ভাবভঙ্গী ভগবতী
দেখিয়াছেন ত ? ॥ ১০৫ ॥

পরি।—হঁ, দেখিয়াছি ॥ ১০৬ ॥

রাজা।—তাহা হইলে ই'হারা আর এখন কি প্রমাণ
করিবেন ? ॥ ১০৭ ॥

পরি।—সেইটাই আমি বলিতে চাই,—কেহ কেহ নিজে

অগাধ পণ্ডিত । কিন্তু সে পাণ্ডিত্য বাহিরে প্রকাশ
করিতে সমর্থ হন না । কেহ আবার যতটা বোঝেন,
অত্ৰকে তাঁর চেয়ে বেশী ব্যাখ্যাইতে পারেন, অর্থাৎ নিজের
বিজ্ঞা অল্প হইলেও অন্যকে কিছু সুন্দরভাবে শিখাইতে
পারেন । কিন্তু যিনি এই উভয় পক্ষে সুদক্ষ, অর্থাৎ
যেমন অগাধ পণ্ডিত, তেমনই শিক্ষাদানে অপ্রতিম,
তিনিই শিক্ষকগণের অগ্রগণ্য ॥ ১০৮ ॥

বিদূষক।—সুন্দরেন ত আপনারা দুই জনে—ভগবতীর
উক্তি ? মোট কথাটা হচ্ছে—আপনারা কে কেমন
শিক্ষাদানে সমর্থ, তাহা দেখিয়া—“বড় ছোট” স্থির
করিতে হইবে ॥ ১০৯ ॥

হরদত্ত।—আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি ॥ ১১০ ॥

গণদাস।—দেবি ! আমিও সম্মত ॥ ১১১ ॥

দেবী।—মেধার মন্দতা-বশতঃ শিষ্যা যদি ঠিক মত উপদেশ
জন্মদায় করিতে না পারে, তবে সে কি আচার্য্যের
দোষ ? ॥ ১১২ ॥

রাজা।—দেবি ! শাস্ত্রানুসারে তাহাই । আচার্য্যেরই দোষ
কেন না—শুশিষ্য-নির্ব্বাচনে অক্ষমতা শিক্ষকের বুদ্ধি
হীনতায়ই পরিচায়ক ॥ ১১৩ ॥

- দেবী।— (সংগত) কহং দাশি। (গণদাস বিলোকা প্রকাশম্)। অং অজউত্তস
উস্ সাহকারণং মনোরহং পরিপূরিষ। বিরম গিরিখাদো আরজাদো। ॥ ১১৪ ॥
- বিদু।— সুইট্ট ভোদী ভগাদি। ভো গণদাস। সঙ্গীতপদোবলন্তি সরস্‌সই-উবাঅণমোদআই
খাদমাণস্‌ কিং দে সুহগিগগহেণ বিবাদেণ। ॥ ১১৫ ॥
- গণ।— সত্যময়মেবার্থো দেবীবাক্যস্ত। আয়তামবসরপ্রাপ্তমিদানীম্।
লক্‌স্পদোহস্মীতি বিবাদভীরোস্তিতিক্রমাণস্ত পরেণ নিন্দাম্
যস্তাগমঃ কেবলজীবিকায়ৈ তং জ্ঞানপণ্যংবগিজং বদন্তি। ॥ ১১৬ ॥
- দেবী।— অইরোবগীদা দে সিস্‌সা। অবরিগিট্টিস্‌স উবদেস্‌স উণ অণজ্জং পআসণং ॥ ১১৭ ॥
- গণ।— অতএব মে নির্বন্ধঃ। ॥ ১১৮ ॥
- দেবী।— তেন হি তুবেবি ভাবদীএ উবদেসং দংসেধ। ॥ ১১৯ ॥
- পরি।— দেবি। নৈতল্লয়ায়াম্। সর্বজ্ঞস্তাপ্যোকাকিনো নির্ণয়াভ্যুপগমো দোষায়। ॥ ১২০ ॥
- দেবী।— (জনাস্তিকম্)। মুঢ়ে। পরিব্রাজিএ। মং জগ্‌গতিং বি স্তুজং বিঅ করেসি। ॥ ১২১ ॥
(ইতি সান্মুয়ং পরাবর্ততে)।

রাজা দেবীং পরিব্রাজিকায়ৈ দর্শয়তি।

প্রাকৃতানুবাদ।—কথমিদানীম্।—অলমার্ধ্যপুত্রস্ত

উৎসাহকারণং মনোরহং পরিপূর্য। বিরম নিরর্থ-
কাদারজাৎ ॥ ১১৪ ॥

সুইট্ট ভবতী ভগতি। ভো গণদাস। সঙ্গীতপদম্ উপলভ্য
সরস্বত্যা উপায়নমোদকানি খাদতঃ কিং তে সুখনিগ্রহেণ
বিবাদেণ ॥ ১১৫ ॥

অচিরোপনীতা তে শিষ্যা। অপরিমিত্তিত্তোপদেশস্ত
পুনরনার্থ্যং প্রকাশনম্ ॥ ১১৬ ॥

তেন হি ভাবেব ভগবত্যা উপদেশং দর্শয়তম্ ॥ ১১৭ ॥

মুঢ়ে। পরিব্রাজিকে। মাং জাগ্রতীযপি স্তুথামিব
করোষি ॥ ১২১ ॥

বক্তার্থ।—দেবী।—(সংগত) কি উপায় এখন—(গণ-
দাসের দিকে চাহিয়া প্রকাশ্যে) আর্ধ্যপুত্রের উৎসাহের
কারণস্বরূপ এই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দয়কার নাই।
এই বৃথা ব্যাপার হইতে বিরত হও ॥ ১১৪ ॥

বিধুবক।—রাজা ঠিকই বলিয়াছেন। ওহে গণদাস।
সঙ্গীতচর্চার ছলে প্রত্যহ সরস্বতীর উপচৌকনরূপ
মৌলিক লাড়ু যেমন খাইতেছে, তেমনই খাইতে থাক-ক-হ।
এই বৃথা স্তুত-হামিকর বিবাদে দয়কার কি? ॥ ১১৫ ॥

গণ।—ঠিক। দেবীর কথার এই মানেই বটে। আজ্ঞা,

তবে আমারও উপযুক্ত উত্তরটা সবাই শুধুন। আমার
পদপ্রতিষ্ঠা যথেষ্ট, এই ভাবিয়া যে বিদ্বান্‌ পরের নিন্দা
উপেক্ষা করে এবং যাহার বিদ্বাবুদ্ধি শুধু জীবিকোপযোগী
অর্থোপার্জনেরই জন্ত, পণ্ডিতগণ, তাদৃশ ব্যক্তিকে জ্ঞান-
রূপ পণ্যব্যবসায়ী বণিক্‌ বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ১১৬ ॥

দেবী।—অল্পদিন মাত্র আপনার শিষ্যা আসিয়াছে। এখনও
ইহারই মধ্যে আপনার উপদেশ হয় ত, সম্যক্‌প্রকারে
তাহার আয়ত্তই হয় নাই। এক্ষণ হলে তাহার পক্ষে
অভিনয়াদি নিতান্ত গর্হিত, নীতিবিরুদ্ধ ॥ ১১৭ ॥

গণদাস।—এই জন্তই ত আমার এত আগ্রহ ॥ ১১৮ ॥

দেবী।—তা' হ'লে আপনারা উভয়েই ভগবতীকে
আপনাদের বিদ্বার পরিচয় দিম ॥ ১১৯ ॥

পরি।—দেবি। এটা কি ঠিক? যিনি সর্বজ্ঞ, তাঁহার
পক্ষেও একাকী কোন জটিল বিষয়ের সমাধান করিতে
যাওয়া দোষের বিষয় ॥ ১২০ ॥

দেবী।—(জনাস্তিকে) ধৃষ্ট পরিব্রাজিকে। আমি জাগ্রত,
অথচ তুমি আমাকে নিদ্রিতাবৎ মনে করিতেছ? ॥ ১২১ ॥

•(বলিয়াই বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইলেন)

(রাজা দেবীর ঐ মোহনরূপ মুষ্টি পরিব্রাজিকাকে দেখাইলেন।)

পরি।—

অনিমিস্তমিন্দুবদনে ! কিমত্রভবতঃ পরাশ্রয়ীভবসি

প্রভবন্ত্যোহপি হি ভর্তৃষু কারণকোপাঃ কুটুস্থিতাঃ ।

॥ ১২২ ॥

বিদু।—

গং সকারণং একম্ । অন্তর্গো পক্খো রক্খিদববো । (গণদাসং বিলোক্য) । গং
দিট্টিআ কোববাজ্জেন দেবীএ পরিভাদো ভবম্ । সুসিক্খিদোবি সকেসো উবদেস-
দংসগেণ নিম্বাদো হোদি ।

॥ ১২৩ ॥

গণ।—

দেবি ! জায়তাম্ । এবং জনো গৃহ্মতি । তদিদানীম্—

বিবাদে দর্শয়িষ্যামি ক্রিয়াসংক্রান্তিমাশ্রয়নঃ ।

যদি মাং নানুজ্ঞানাসি পরিত্যজোহস্ম্যহং ত্বয়া ॥

॥ ১২৪ ॥

(আসনাচ্ছাতুমিচ্ছতি)

দেবী।—

(স্বগতম্) কা গঙ্গি । (প্রকাশম্) পহবদি আআরিআ সিস্সজ্জণস্স ।

॥ ১২৫ ॥

গণ।—

চিরমপদে শঙ্কিতোহস্মি । (রাজানমবলোক্য)

॥ ১২৬ ॥

অমুজ্জাতং দেব্যা, তদাজ্জাপয়তু দেবঃ । কস্মিন্নভিনয়বস্তুপদেশং দর্শয়িষ্যামি ? ॥ ১২৭ ॥

রাজা।—

যদাশিশতি ভগবতী ।

॥ ১২৮ ॥

পরি।—

কিমপি দেব্যা মনসি বর্ততে, ততঃ শঙ্কিতাস্মি ।

॥ ১২৯ ॥

দেবী।—

ভগবীসঙ্কঃ, পহবদি পভু অন্তর্গো পরিঅণস্স ।

॥ ১৩০ ॥

প্রাকৃতাবুদ।—নহু সকারণমেব । আশ্রয়নঃ

পক্ষো রক্খিতব্যঃ । নহু দিট্টিআ কোপব্যাজেন দেব্যা পরিত্রাতো
ভবান্ । সুশিক্ষিতোহপি সর্ব উপদেশদর্শনে নিষ্কৃতো
ভবতি ॥ ১২৩ ॥

কা গতিঃ । প্রভবন্ত্যাচার্য্যঃ শিষ্যজনস্ত ॥ ১২৫ ॥

ভগবিশ্রবঃ, প্রভবতি প্রভুরাশ্রয়নঃ পরিজনস্ত ॥ ১৩০ ॥

বজ্রাথ।—পরি।—চন্দ্রমুখি ! বিনা কারণে মহারাজের
দিক্ হইতে মুখ ফিরাইলে কেন ? পতির উপর প্রচুর
আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও প্রণয়িনীরা, কোনো কারণ
পাইলে, তবে ক্রোধ করেন ॥ ১২২ ॥

বিদূষক।—দেবীর ক্রোধের কারণ ত পড়িয়াই রহিয়াছে ।
(গণদাসের দিকে চাহিয়া) খুব বরাত তোমার !
ক্রোধের ছল করিয়া দেবী তোমাকে এ যাত্রায় বাঁচাইয়া
দিলেন । আমরা ত জানি যে, যিনি যত বড় শিক্ষিতই
হউন না কেন, উপদেশের দ্বারা তাঁহার ঠিক ওজন
জানা যায় ॥ ১২৩ ॥

গণ।—দেবি ! শুভন, শুভন । লোকের এই ধারণা ।
অন্তঃপ্রবেশ, হস্ত—আমি এই বিবাদে, কেমন উপদেশ

দিয়াছি, তাহা শিষ্যা দ্বারা প্রমাণ করিব । আর যদি
আপনি ইহাতে অহুমতি না দেন,—তাহা হইলে, বুঝি-
লাম যে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন । অর্থাৎ
আমি আর আপনার নাট্যাচার্য্যের পদে রহিব
না ॥ ১২৪ ॥

(এই বলিয়াই গণদাস আসন হইতে উঠিবার ইচ্ছা

করিতেছেন, এমন সময়ে)

দেবী।—(স্বগত) নিরুপায় । (প্রকাশ্যে) আপন শিষ্য-
জনে আচার্য্যের যথেষ্ট প্রভুতা আছে । যাহা ইচ্ছা
করিতে পারেন ॥ ১২৫ ॥

গণ।—আমাকে এতক্ষণ বুধা শঙ্কাপূর্ণ নয়নে দেখিতে-
ছিলেন । (রাজার দিকে চাহিয়া) ॥ ১২৬ ॥

দেবী অহুমতি দিয়াছেন । এখন রাজা আদেশ দিন ।
কোন অভিনয়ে বিষয়ে উপদেশ প্রদর্শন করিব ? ॥ ১২৭ ॥

রাজা।—ভগবতী যাহা আদেশ করেন ॥ ১২৮ ॥

পরি।—দেবীর মনে কি আছে—জানি না ; তাই বলিতে
শঙ্কা হইতেছে ॥ ১২৯ ॥

দেবী।—বিশ্বস্ত-চিত্তে আপনিই বলুন । আশ্রয়-পরিজন
উপর প্রভুর যথেষ্ট প্রভাব কর্তৃত্ব আছে ॥ ১৩০ ॥

- রাজা।— মম চেতি জাহি । ॥ ১৩১ ॥
- দেবী।— ভগবতি । ভগ দাগিম্ । ॥ ১৩২ ॥
- পরি।— দেব । শম্ভিষ্ঠায়াঃ কৃতিং চতুষ্পদোৎখং ছলিকং ছপ্তাযোজ্যমুশহরন্তি । তত্রৈকার্থ-
সংশ্রয়মুভয়োঃ প্রয়োগং পশ্যাম । তাবতা জ্ঞায়ত এবাত্রভবতৌরুপদেশান্তরম্ । ॥ ১৩৩ ॥
- আচার্য্যো।— যদাজ্ঞাপয়তি ভগবতী । ॥ ১৩৪ ॥
- বিদু।— তেন হি ছবেবি বগ্গা পেক্খাঘরে সংগীদরঅণং করিঅ অন্তভবদো দূদং পেসম্ ।
অহবা মুদঙ্গসদো একব গো উট্টাবইসুসদি । ॥ ১৩৫ ॥
- হরদত্ত।— তথা।—ইতুত্তিষ্ঠতি । ॥ ১৩৬ ॥

(গণদাসো ধারিণীমবলোকয়তি)

- দেবী।— (গণদাসং বিলোক্য) বিঅঙ্গি হোহি । [আচার্য্যো প্রস্থিতৌ । ॥ ১৩৭ ॥
- পরি।— ইতস্তাবৎ । ॥ ১৩৮ ॥
- আচার্য্যো।— (পরিবৃত্ত্য ।) ইমৌ স্বঃ । ॥ ১৩৯ ॥
- পরি।— নির্ণয়াধিকারে ত্রবীমি । সর্ববাক্সমৌষ্ঠবাভিব্যক্তয়ে বিরতনেপথ্যয়োঃ পাত্রয়োঃ
প্রবেশোহস্ত । ॥ ১৩০ ॥
- ভূভো।— নেদমাবয়ৌরুপদেশম্ । [ইতি নিজ্রাক্ষৌ । ॥ ১৪১ ॥
- দেবী।— (রাজানমবলোক্য) জই রাঅকজ্জেন্সু বি ঙ্গিরিসী গিউগদা অজ্জউত্তসুস, তদো
সোহণং ভোদি । ॥ ১৪২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—ভগবতি ! ভগেন্দানীম্ ॥ ১৩২ ॥

তেন হি দ্বাবপি বর্গী প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গীতরচনাং কৃষা
ভবতো দূতং প্রেষয়তম্ । অথবা মুদঙ্গশব্দ এব ন
পরিণয়তি ॥ ১৩৫ ॥

বিজয়ী ভব ॥ ১৩৭ ॥

যদি রাজ-কার্য্যে অপি দৃষ্টী নিপুণতা আর্ধ্য-পুত্রস্ত,
শোভনং ভবতি ॥ ১৪২ ॥

স্বামী।—রাজা।—আমারও আছে—এটাও বল ।

অর্থাৎ আমাদের উপর তোমারও যথেষ্ট কর্তৃত্ব ॥ ১৩১ ॥

।—ভগবতি ! এখন বলুন ॥ ১৩২ ॥

।—দেব । শম্ভিষ্ঠাবিরচিত ছলিক নামে এক অতি দুর্-
ভিনয়ে নৃত্যপ্রধান নাট্য আছে, সেই একই নাট্যে
আমরা উভয় আচার্য্যের প্রয়োগ দর্শন করিব এবং
তাহা হইলেই ইহাদের দুই জনের শিক্ষাদান বিষয়ে
তারতম্যের তুলনায় সমালোচনা করিতে পারিব ॥ ১৩৩ ॥

আচার্য্য।—ভগবতীর বেক্ষণ অজ্ঞা ॥ ১৩৪ ॥

।—তা হ'লে তোমরা দুই দলই এখন সাজ-ঘরে গিয়া

গান-টানের তালিম দিয়া পরে রাজার নিকটে দূত
পাঠাইও । অথবা দূতের দরকার নাই । মুদঙ্গের
শব্দই আমাদেরকে উঠাইবে ॥ ১৩৫ ॥

হরদত্ত ।—আজ্ঞা ॥ ১৩৬ ॥— (বলিয়াই উঠিলেন) ।

(গণদাস ধারিণীর দিকে চাহিতে লাগিলেন ।)

দেবী ।—(গণদাসের দিকে চাহিয়া) বিজয়ী হউন ।

(আচার্য্যদ্বয় চলিয়া গেলেন) ॥ ১৩৭ ॥

পরি ।—একটু ফিরুন । একটা কথা শুনুন ॥ ১৩৮ ॥

আচার্য্যদ্বয় ।—এই যে আমরা । বলুন ॥ ১৩৯ ॥

পরি ।—ঠিকভাবে নির্ণয় করিবার জন্তই বলিতেছি,—সকল
অঙ্গসৌষ্ঠবের সম্পূর্ণ-অভিব্যক্তির নিমিত্ত, আপনারা
উভয়েই স্ব-স্ব পাত্রকে তত বেশী সাজগোজ করিয়া
আনিবেন না ॥ ১৪০ ॥

উভয়ে ।—এটা আমাদেরকে উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক ।
(চলিয়া গেলেন) ॥ ১৪১ ॥

দেবী ।—(রাজার দিকে চাহিয়া) আজ যেমন দেখিতেছি,
রাজ-কার্য্যেও যদি আর্ধ্যপুত্রের এইরূপ টান থাকিত,
তবে বড়ই ভালো হইত ॥ ১৪২ ॥

- রাজা।— অলমস্তথা গৃহীত্বা, ন খলু মনস্বিনি। ময়া প্রযুক্তমিদম।
 প্রায়ঃ সমানবিদ্যাঃ পরম্পরযশঃ-পুরোভাগাঃ ॥ ১৪০ ॥
 (নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনিঃ। সর্বের্ণ কর্ণং দদতি)
- পরি।— হস্ত। প্রযুক্তং সঙ্গীতকম্। তথা হেবা,—
 জীমূতন্তনিতবিশঙ্কিভির্ময়ুরৈরুদগ্ধৌবৈরমুরসিতস্ত পুঙ্করস্ত।
 নিহ্রাদিহ্যুপহিতমধ্যমস্বরোখা মাযুরী মদয়তি মার্জনা মনাসি ॥ ১৪১ ॥
- রাজা।— দেবি। তস্তাঃ সামাজিকা ভবাম। ॥ ১৪২ ॥
- দেবী।— (স্বগতম্)। অহো। অবিণমো অজ্জউত্তস্। ॥ ১৪৩ ॥
 (সর্বের্ণ উত্তীর্ণন্তি)
- বিদু।— (অপবার্ধ্য)। ভো। ধীরং গচ্ছ। তত্তভোদী ধারিণী বিসংবাদইস্। ॥ ১৪৪ ॥
- রাজা।— ধৈর্য্যাবলম্বিনমপি স্বরয়তি মাং মুরজবাত্তরাবোহয়ম্।
 অবতরতঃ সিদ্ধিপথং শবঃ স্বমনোরথস্তেব ॥ ১৪৫ ॥
 [ইতি নিজ্জাস্তাঃ সর্বের্ণ
- ইতি প্রথমোহকঃ।

- প্রাকৃতানুবাদ।—অহো অবিনয়ঃ আৰ্য্য— উন্নত করিয়া কেঁকাধনি করায়, মৃদঙ্গধ্বনি অধিকতর
 পুঙ্কর ॥ ১৪৬ ॥ বর্জিত হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥
- ভোঃ। ধীরং গচ্ছ। তত্রতবতী বিসং— রাজা।—১ল, আমরা গিয়া ঐ মধুর মূর্ছনার সামাজিক হই ;
 বাদয়িষ্যতি ॥ ১৪৭ ॥ (অর্থাৎ শ্রবণ করি।) ॥ ১৪৭ ॥
- অজ্জউত্তস্।—রাজা।—অগ্নি কল্পনামগ্নি। তুমি অস্ত্র রক্ষয়
 ভাবিতেছ কেন? আমি এ সব কলহ-বিবাদ বাধাই
 নাই। তুল্য-বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রায়ই, এক জন
 অস্ত্রের যশের দোবাহুসজ্জান করেন ॥ ১৪৮ ॥
- (নেপথ্যে মৃদঙ্গ-শব্দ হইল। সকলেই—
 সেই দিকে কান দিলেন)
- পরি।—আহা! গান আরম্ভ হইয়াছে। কেন না, এই যে—
 ময়ুরদিগের অত্যন্ত প্রিয়, মৃদঙ্গমুখের আরম্ভ-কালীন
 মধ্যম স্বর-গংযুক্ত স্নিগ্ধগন্তীর মার্জনা মনকে উত্তলা
 করিয়া তুলিতেছে। অলদ-গর্জন-প্রমে শিখণ্ডি-সমূহ গ্রীবা
 (সকলেই উত্তীর্ণলেন)
- বিদু।—ওগো বরস্ত! ধীরে যাও। মাননীয়া ধারিণী সন্দেহ
 করিতে পারেন ॥ ১৪৯ ॥
- রাজা।—আমি ধৈর্য্যধারণ করিলেও এই মুরজের বাৎ
 আমাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। সিদ্ধি-পথে অবতী
 স্বীয় মনোরথের শব্দের দ্বারা এই মুরজ-শব্দ আমা
 আহুল করিয়া তুলিতেছে ॥ ১৫০ ॥
 (সবাই প্রস্থান করিলেন)

১ম অঙ্ক—ভাণ্ডারী

মালবিকাগ্নিমিত্র একখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক। প্রাচ্যবংশের শেষ সুপতি—বৃহদ্রথের স্ত্রীপ্রসিদ্ধ সেনাপতি পুন্ড-রী (পুন্ডমিত্র ?) রাজ্যলোভে স্বীয় প্রভু বৃহদ্রথকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অগ্নিমিত্রের বংশই ইতিহাসে “মিত্রবংশ” বা “ব্রহ্মবংশ” নামে প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ—বিদিশা-নগরী ইহাদেরই রাজধানী। এই অগ্নিমিত্রই আলোচ্য দৃষ্টকাব্যের নায়ক। অগ্নিমিত্র যখন বিদিশার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন বিদর্ভরাজ্য অস্তাবস্তবের দাবানলে প্রস্থান। অগ্নিমিত্র সুযোগ বুঝিয়া, এই অবসরে বিদর্ভরাজ্যে স্বীয় আধিপত্য-বিস্তারে সচেষ্ট হন। বিদর্ভের বিবদমান রাজপুত্রবৃন্দের অঙ্গতম মাধবসেন পরাক্রান্ত অগ্নিমিত্রের সাহায্যে বিদর্ভে আপন পূর্ণ-আধিপত্য স্থাপন-মানসে, অগ্নিমিত্রকে কনিষ্ঠ সোদরা সমর্পণপূর্বক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করেন এবং তৎক্ষণে উক্ত সোদরাকে লইয়া, কতিপয় পরিজনের সহিত বিদিশাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মাধবসেনের পরম বৈরী বিদর্ভের অঙ্গতম রাজা যজ্ঞসেনের এক জন সীমান্তকর্মচারী হঠাৎ সৈন্সে আপতিত হইয়া, যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাধবকে কারাবদ্ধ করেন। এই সময়ে মাধবের সহবাত্রী তদীয় প্রধান মন্ত্রী স্মৃতি, তাঁহার ভগিনী কৌশিকী এবং রাজকুমারী মালবিকাকে লইয়া, কতিপয় অহুচরের সহিত পলায়ন-পূর্বক অবলাঘরের প্রাণ-রক্ষা করেন। কিন্তু গ্রহবৈশিষ্ট্য বশতঃ, পথিমধ্যেবর্তী এক গহন অরণ্যে এক দল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্মৃতি নিহত হন। আর স্মৃতির সহোদরা কৌশিকী বনমধ্যেই জ্ঞান-শূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। দস্যুগণ স্মৃতির ধনরত্নাদির সহিত, মাধবসেনের সেই কুমারী সহোদরা মালবিকাকেও হরণ করিয়া লইয়া যায়।

এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবলম্বন-পূর্বক, কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। কালিদাসের সময়ে এই ব্যাপারের আলোচনা দেশের সর্বত্রই হইত। কিছুকাল পূর্বের ঘটনা হইলেও, বেশন আশ্বিনের দেশে এখনও “পদ্মিনীর উপাখ্যান,” “কুণ্ডিনা” নামে মালবিকার হত্যার

প্রকৃতি লোকের মধ্যে অনিতে পাওয়া যায়, তজ্জন কালিদাসের সময়েও এই কুমারী-হরণ-কথার বর্ণেই প্রচার ছিল। বিদর্ভের রাজ-কন্যাকে দস্যুতে হরণ করিয়া লইয়াছে, এ একটা আন্দোলনের কথাও বটে।

বিদিশাপতি অগ্নিমিত্রের প্রধান মহিষীর নাম ধারিণী, ইহারই ভ্রাতা বীরসেন অগ্নিমিত্রের সেনাপতি ছিলেন। নর্মদা-নদীর তীরে অগ্নিমিত্রের যে সীমান্ত-দুর্গ ছিল, বীরসেন তাহার রক্ষক ছিলেন। তিনি একটি স্তম্ভরী কন্যা দস্যুদের নিকট হইতে উদ্ধার করেন। মেয়েটির রূপগুণ দেখিয়া, তিনি, তাঁহার দিদি ধারিণীকে ঐ মেয়েটি উপহাররূপে পাঠাইয়া দেন। নাম উহার মালবিকা।—মালবিকাই যে বিদর্ভের অঙ্গতম রাজা মাধবসেনের সহোদরা ও রাজ-কন্যা, এ সংবাদ কেহই জানিতে পান নাই। মালবিকাও, কোথায় বাড়ী, কি করিয়া বীরসেনের হাতে পৌছিল, কাহার কন্যা, ইত্যাদি কোন কথা ঘূণাক্ষরেও কাহারো নিকট প্রকাশ করে নাই। ধারিণী মালবিকাকে পাইয়া এবং তাহার অল্পম রূপ-লাবণ্য ও গুণ-গরিমা দেখিয়া মনে মনে মতলব আঁটিলেন যে, এই রূপসী মালবিকাকে মৃত্যু-গীতে বিশেষ পারদর্শিনী করিতে পারিলে, একটা চরিত্র অত্যাচারের,—প্রচণ্ড কৃতঘ্নতার প্রতিশোধ লইতে পারিবেন; তাই তিনি, মেয়েটিকে পাইয়াই,—সকলের অগোচরে স্বীয় নাট্যাচার্য্য গণদাসের বাড়ীতে মৃত্যু-গীতাদি শিক্ষার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। রাজা অগ্নিমিত্রের স্ত্রীদুটি এবং দুটির অল্পরূপ হৃদয় পতিব্রতা মহিষী ধারিণী বিলম্বরূপেই জানিতেন,—তাই, আপাততঃ কিছুদিনের মত কিশোরী মালবিকাকে অজ্ঞানে রাখিলেন। ভাবিলেন,—মৃত্যু-গীতাদি ভালো করিয়া শিখুক এবং বয়সও আর একটু বাড়ুক,—তার পর পতিদেবতার নির্মাল্যরূপে মালবিকা-কুসুম উৎসর্গ করিয়া দিবেন। অন্যথা মেয়েটিকে, সজ্ঞানের মাতা, সজ্ঞান-বৎসলা ধারিণী বড়ই স্নেহ করিতেন। মধ্যে মধ্যে রাজবাড়ীতে—অন্তঃপুরে আনয়নপূর্বক, কত খাওয়াই-তেন-দাওয়াইতেন, সাজ-সজ্জা করিয়া দিতেন, পোষাক-পরিচ্ছদ গহনাগাটি, মণিমুক্তা—কত কি মালবিকাকে দিতেন। নিজের পাশে বসাইয়া, ভাষারের দ্বারা হৃদি আকর্ষণিতেন, কেমন নাচ-গান শিখিতেছে,—খোজ-ধবর লইতেন। এমনই আধে মালবিকার দিক কাটিতে লাগিল।

ইতিপূর্বে, রাজ-বাড়ীতে আর একটি পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম ইরাবতী। ইরাবতী শব্দটার অর্থ—বেগবতী। ঐ পরিচারিকাটিও খুব বেগবতী—অর্থাৎ “খরখরে” ছিল। রূপে-গুণে, তারও জোড়া পাওয়া কঠিন। অন্তঃপুরে, রাজ্ঞী ধারিণীর সে খুব রেহের পাত্র ছিল, সর্বদাই ছায়ার মত ধারিণীর পাছে পাছে থাকিত। রাজা অগ্নিমিত্রের উদারভাৱে ক্রমে সে গিয়া “ছোট-রাণীর” আসন দখল করিয়া বসিল এবং শুধু বসি নহে, একটু বাড়াবাড়ি করিতেও লাগিল। ধারিণী ছিলেন,—যথার্থই ধারিণী, সর্বসংসারী বসুমতীর মত সহিষ্ণু। তিনি নীরবে ইরাবতীর এবং ততোধিক তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তর অগ্নিমিত্রের সকল প্রকার ঝুঁতাই সহিয়া যাইতে লাগিলেন। অগ্নিমিত্রের ইরাবতী রোগ দূর করিতে হইলে—ইরাবতীর চেয়ে উৎকট তীব্রতর ঔষধের প্রয়োজন। তাই ধারিণী এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। অন্ন-লোলুপ “রাছোড়” শিশুর হস্ত হইতে অন্ন বস্তুটি সরাইতে হইলে, ক্ষেত্রময়ী গৃহকর্ত্রী যেমন তাহাকে উক্ত বস্তু অপেক্ষা অধিকতর লোভনীয় একটি সন্দেশ বা রসগোল্লা দেখান, আর শিশু অন্ন-পদার্থটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া ঐ সন্দেশ-রসগোল্লার জন্ত “বারনা” ধরে, তদ্রূপ রাজলক্ষ্মী ধারিণী ইরাবতী-লোলুপ রাজাকে মালবিকারূপী লোভনীয়তর পদার্থে বিনোদিত করিবার নিমিত্ত বন্ধ-পরিকর হইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই, তাহাকে ইরাবতী-অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গুণগরিমায় বিভূষিত করিবার বাসনায়—নাট্যাচার্যের অন্তঃপুরে রাখিয়া দিলেন। মালবিকা এখন ফুটনোমুখী কুসুমিকা মাত্র, এই কুসুম যখন সর্ব-বিষয়ে সর্বাবয়বে ও সম্পূর্ণরূপে বিকসিত হইবে, তখন—এই আকর্ষণীয় দ্বারা, ধারিণী, ইরাবতীরূপিণী কণ্টকী-লতায় বিজড়িত অগ্নিমিত্রকে টানিয়া ছাড়াইয়া উদ্ধার করিবেন। ধারিণী বয়ঃপ্রাপ্ত বীর-পুত্রের মাতা, রাজ-সংসারের মুর্তিমতী লক্ষ্মী, দু’দিন পরে, তাঁহারই পুত্র যে সিংহাসনে বিরাজ করিবেন, সেই রাজ-সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—তাঁহাকে চারি দিক্ ভাবিয়া চিন্তিয়া লইতে হয়। মহারাণীর যদি পূর্বের যৌবন থাকিত, তাহা হইলে নিজেই যে কাজ পারিতেন, প্রৌঢ় বয়সে, মালবিকার দ্বারা সেই কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।—

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মাধবসেনের পিতার সময়ের মন্ত্রী

সুমতি এবং মন্ত্রি-ভগিনী কৌশিকীও, মাধবসেন এবং মালবিকার সঙ্গে আসিতেছিলেন। সুমতি নিহত হইলেন। কৌশিকী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলেন। মুচ্ছাভঙ্গের পর, কৌশিকী দেখিলেন—পাশ্বে ভ্রাতা সুমতির কধিরাক্ত দেহ পতিত, মালবিকার কোথাও কোন নামগন্ধ নাই। আরণ্য দ্রব্যদল তাঁহাদের সমস্ত দ্রব্যাদির সহিত, মালবিকাকেও লইয়া পলাইয়াছে। বিদর্ভের আদরিণী রাজ-কন্যা,—বিদিশাপতি অগ্নিমিত্রের সহিত বিবাহ দিয়া জাতি-কবলিত বিদর্ভ-সিংহাসন-প্রাপ্তির একমাত্র আশাশ্রল মালবিকা অপহৃত, আর মালবিকার অগ্রজ মাধবসেন শত্রু করে আবদ্ধ ও কোথায় অন্তর্হিত! বিদর্ভের কুটরাজনীতিরিত, প্রবীণ মন্ত্রী, আপন সহোদর সুমতি নিহত,—ইত্যাদি ব্যাপারে নারী কৌশিকীর হৃদয়ে কেমন একটা বৈরাগ্য, সংসারে বিরক্তি আসিল, তিনি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী হইয়া, পণ্ডিত-কৌশিকী নামে পরিচিত ও দেশ-বিদেশে পৰ্য্যটন করিতে লাগিলেন। তখন বৌদ্ধধর্মের যদিও পতন হইয়াছে, কিন্তু দেশের সর্বত্র বৌদ্ধ-প্রভাব প্রচুর, তাই কৌশিকীর ভ্রায় বুদ্ধিমতী, চাতুর্যময়ী ও পরিণতবয়স্কা সন্ন্যাসিনীর আদর সকলেই করিত, সম্মান-সহকারে সকলেই দেখিত। রাজ-পুত্র মাধবসেন রাজ-মন্ত্রী সুমতি ও রাজ-নন্দিনী মালবিকা—নাই, বিদর্ভ-সিংহাসনোদ্ধারের আশা চির দিনের মত বিলুপ্ত,—তবুও কৌশিকীর হৃদয়ে, বোধ হয়, তখনও আশার,—না না, দুরাশার—ক্ষীণতম একটু রশ্মি নিকষ-রেখার ভ্রায় বিচক্ষমান ছিল। তিনি সেই রশ্মির বস্তিক লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া শেষে বিদিশার রাজ-সংসারে, অগ্নিমিত্রেরই অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। মাঘভুময়ী, ক্ষেত্র-গাভীর্ষ্যবতী ও প্রাধাত্যপূর্ণ আকৃতির প্রভাবে এবং পক্ষপাতশূন্য নিষ্পৃহ, নির্ভীক ও প্রসাদ-মধুর ব্যবহারে অতি অল্পদিনের মধ্যেই পরিত্রাজিকারূপিণী কৌশিকী রাজ-সংসারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভক্তি-ভাজন, বিশ্বাস-ভাজন হইয়া উঠিলেন। ক্রমে রাজা অগ্নিমিত্র তাঁহাকে একপ্রকার ইষ্টদেবীর আসনেই যেন প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অন্তঃপুরে বসবাস করাইতে লাগিলেন। রাজা ভৃত্যের ভ্রায় পরিত্রাজিকার অজুগত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে বিচক্ষণতায় এবং সর্বোপরি আভ্যন্তরীণতা ও স্পৃহা-হীনতায় পরিত্রাজিকা সকলেরই পক্ষ পূজনীয়া হইয়া দিম কাটাইতে লাগিলেন। নানা-দেশ পৰ্য্যটনে, পরিচ্ছদ-পরি-

জনে, কঠোর প্রত্যাশার ও দানা বিপদে—কৌশিকীর
নই রূপান্তর ঘটয়াছিল যে, তিনি যে সেই বিদূষ-মন্ত্রী
মতির সহোদরা কৌশিকী, তাহা তাঁহার অতি পরিচিতও
রতে পারিত না। স্মৃত্যং সরল-হৃদয়া মালবিকা রাজ-
ভীর এই নবগত সন্ন্যাসিনীটিকে আদৌ চিনিতেই পারিল
না। কিন্তু তীক্ষ্ণ কৌশিকী দর্শনমাত্রেই চিনিলেন যে,
তাহার মালবিকাও এই স্থানে। তখন তাঁহার হৃদয়ের মর্ম-
স্থায় সেই কীর্ণ রশ্মি, দুরাশাময়ী বিদভোদ্ধারের আশার
প্রাপ্তিপ্রায় রশ্মি আবার জল্ জল্ করিয়া জলিয়া উঠিল।
সেই গোপনে যেন নিজেরও অজ্ঞাতসারে তিনি তাহা বুঝেই
গোঁইয়া রাখিলেন।—ধীরে ধীরে কালের অপেক্ষা করিতে
লাগিলেন। তাবিলেন,—“যে বিধাতা এতদূর করিয়াছেন,
তান কি বাকিটুকু করিবেন না! দেখি।” এইরূপে ঘটনার
আশঙ্ক্য সমাবেশপূর্বক, কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রের
প্রথমাক্ষের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। পরম্পরের অগোচরে,
স্বামী ধারিণী মালবিকার অমুকুল, রাজা অগ্নিমিত্র স্বয়ং
মালবিকার অমুকুল, আর পরিত্রাজিকা পণ্ডিত কৌশিকী
মালবিকার অমুকুল। এই ত্রিবিধ আমুকুলের গুরুত্বাভী
তরগীতে উঠিয়া মালবিকা ভাসিয়া চলিয়াছে, আর তাহার
অমুকুল রূপ, নবযৌবন ও শিল্পনৈপুণ্য এবং সর্বোপরি তাঁহার
মত তত্ত্ব নয়ন ও সরল মধুর মুখচ্ছবি কালবৈশাখীর বাতাসের
মত সেই পালে লাগিয়া তরগীকে একেবারে উড়াইয়া
কিয়া ছুটিয়াছে। ঘটনার অপূর্ণ সমাবেশ। নাটকীয় বস্তুর
সম্পূর্ণ গ্রহণ! এবং বিধ বস্তুরাজ্য-কৌশলে বিমণ্ডিত
করিয়া কবিকেশরী কালিদাস তাঁহার নবীনতম নাটকের
প্রদর্শন করাইতেছেন। অজ্ঞ, অরসিক সামাজিকের উদ্দেশ্যে
কালিদাস-গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বাহারা রসিক, “অভিরূপ”
অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ এবং সুপণ্ডিত, তাঁহারাই কালিদাসের
সাহিত্যিক। তাই রসিক দর্শকগণের চিত্তে নাটকীয়-বস্তুর
উচিত কৌতুহল উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত, গগনদাসের
মত কথোপকথন-কালে, কৃত্য-গীতাদিতে মালবিকার অভি-
প্রায় নৈপুণ্য শ্রবণে ব, মালবিকার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন
যে, ইরাবতীকেও ছাড়িয়া উঠিল দেখিতেছি। রসিক
দর্শকগণ বুঝিলেন যে, যে শুণে ইরাবতী—ছোট-রাণী,
মালবিকা তার চেয়ে চেয়ে ওণবতী। স্মৃত্যং ইরাবতীর

আগল টলিল বলিয়া। রাজা ছবিতে মহাবীর পাশে
মালবিকার ছবি দেখিয়াই পাগল হইয়াছেন। যে ভাবে
হউক, সত্যিকার মালবিকাকে দেখিতে হইবে। ধূর্ত বিদূষকে
ধরিয়াছেন। সে এ সব কার্যোদ্ধারে ধূরদ্ধর। রাজার
ও রাণীর নাট্যাচার্যের মধ্যে সে এমন ল্যাগালাগি
করিয়াছে যে, দুই আচার্য্যে বিষম কলহ বাধিয়াছে।
রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া দুই জনেই উপস্থিত।—
বিদূষকের মতলব রাজা জানিতে পারিয়া, নিজে ওদাসীভ
দেখাইবার নিমিত্ত, পরিত্রাজিকাকে প্রধান বিচারপতির পদে
বরণ করিয়াছেন। ভাবিতেছেন,—এইরূপ করিলে—হয়ত
রাজ্যের চক্ষে ধূলি দিতে পারিতেন, আর মালবিকাকে
দেখিয়া লইবেন। “পক্ষ-পাতশূত্র” পরিত্রাজিকাও এইটাই
চান। যে ভাবেই হউক, তিলে তিলে, তাঁহার মালবিকাকে
রাজার হৃদয়-সিংহাসনের যতটা কাছে লইয়া যাওয়া যায়,
তিনি সেইভাবে কথাবার্তা করিতেছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়
সংসারে দ্বিতীয় কেহই জানে না। “তুমিও রাজ্ঞী, তোমার
ক্ষমতাও বড় কম নহে,”—ইত্যাদি তোক-বাক্যে, কৌশিকী
ধারিণীকেও হাতে রাখিতেছেন। অথচ ধারিণীরই সর্বস্বাপ-
হরণে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। অনন্ত লাভগ্যা মালবিকাকে, পরীক্ষা-
ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার সময়ে “বিরল-নেপথ্য” অর্থাৎ
সাজ-গোজ কম করিয়া আনিতে গগনদাসকে পরিত্রাজিকা
বলিয়াছেন। আলেখ্য-দর্শন-বিমুক্ত অগ্নিমিত্রের হৃদয় নিসর্গ-
সুন্দরী মালবিকার কায়িক লাভণ্যের সম্মোহন বাণে শতধা
বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, কৌশিকী ঐ জাল ফেলিয়াছেন।
বাজনা বাজিল,—সকলে সপ্রত্যাশ-হৃদয়ে ছুটিলেন,—
আচার্য্যদ্বয়ের শিষ্যদের কৃত্য-গীতাদি দর্শনে—আচার্য্য-
দের আজ পরীক্ষা করা হইবে। পরিত্রাজিকার
অত্যধিক “নিরপেক্ষতার”—রাজ্যের মধ্যে মধ্যে ঘোর সন্দেহ
জন্মিতেছে। রাজার এই বিচারপদ্ধতি তাঁহার আদৌ
ভালো লাগিতেছে না। কিন্তু নিরুপায়,—রাজার আদেশ—
সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইবে, বিচার দেখিতে হইবে। বিদূষক
যখন দেখিতেছে যে, তাহার কৌশল-জালের কোনে
নহয়, হয়ত একটু শিথিল হইতেছে, অমনি সে তাহা
মেরামত করিয়া লইতেছে। সব দিক সামলাইতেছে,—
রাজা, রাজ্ঞী, কৌশিকী, আচার্য্য, কেহই ধূর্ত বিদূষকের

কণার হাত এড়াইতে পারিতেছেন না। এই মোকদ্দমার ধরমীর পতিষ কয়। ধরমীর পতিষ অশেষক ধারিণীর পতিষ বিদূষক যেন মালবিকার পক্ষে “এড ভোকেট জেনারাল।” যে স্পৃহণীয়তর, তাহা অগ্রে ধারিণী শব্দের উল্লেখই ইতি। এইরূপ অপূর্ব প্রণালীতে কালিদাস এই নাটকের প্রথমাক্ষ করিলেন। ধারিণীর প্রাণ গলিয়া গেল। সতীর এ সমাপ্ত করিয়াছেন। যত দেখা যায়, ততই কবির এক বাড়া আশীর্বাদ নাই। এমনই শব্দ-বিজ্ঞান-নৈপুণ্য। এক্ষণ কত একটা শব্দ-ব্যবহারের উদ্দেশ্যের দোড় দেখিয়া অবাক দেখাইব? এই নাটক, বাঙ্গালা ভাষার বহুমুখ্যের উপভাসের জ্ঞান, বভবার-পড়ি, নুতন; কখনো পুরাতন আশীর্বাদের সময়ে, বলিলেন,—শত শত বৎসর ধারিণী ও হইল না।

দ্বিতীয়োঃ

(ততঃ প্রবিশতি সঙ্গীত-রচনায়াম্ আসনস্থঃ সবয়ন্তো রাজা, ধারিণী, পরিব্রাজিকা, বিভবতশ্চ পরিবারঃ ।)

রাজা ।— ভগবতি ! অত্রভবতোরাচার্য্যায়োঃ প্রথমং কতরন্তোপদেশং অক্ষ্যামঃ ॥ ১ ॥

পরি ।— নমু সমানেহপি জ্ঞান-বুদ্ধ-ভাবে বয়োবুদ্ধবাদ্ গণদাসঃ পুরস্কারমর্হতি ॥ ২ ॥

রাজা ।— মোদগল্য ! এবমত্রভবতোরাবেষ্ট নিয়োগমশৃং কুরু ॥ ৩ ॥

কণ্ঠকী ।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ । (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ।) ॥ ৪ ॥

গণদাসঃ ।— (প্রবিষ্ট) দেব ! শর্মিষ্ঠায়াঃ কৃতির্নয়মধ্যা চতুষ্পদাস্তি । তস্তাস্ত্ব হলিক-
প্রয়োগমেকমনাঃ শ্রোতুমর্হতি দেবঃ ॥ ৫ ॥

রাজা ।— আচার্য্য ! বহুমানাদবহিতোহস্মি [নিষ্ক্রান্তো গণদাসঃ । ॥ ৬ ॥

রাজা ।— (জনাস্তিকম্ । বয়স্ত ।

নেপথ্যপরিগতায়াম্চক্ষুর্দর্শনসমুৎসুকং তস্তাঃ ।

সংহর্ষু মধীরতয়া ব্যবসিতমিব মে তিরস্করিণীম্ ॥ ৭ ॥

বিদু ।— (অপবার্য্য ।) উবট্টিৎ গণমহ সগ্নিহিদমকুখিঅং চ, তা অপ্পমত্তো দাণি পেক্খ ॥ ৮ ॥

(ততঃ প্রবিশত্যাচার্য্যাবেক্ষ্যমাণাক্সমৌষ্ঠবা মালবিকা)

বিদু ।— (জনাস্তিকম্ ।) কেক্খতু ভবম্ । এ ক্খু সে পড়িচ্ছন্দাদো পরিহিঅদি মহুরদা । ॥ ৯ ॥

প্রাকৃতাবুদাদ ।—উপস্থিতং নয়নমধু সন্নিহিত-

মক্ষিকং চ । তদগ্রমত ইদানীং প্রেক্ষস্ব ॥ ১ ॥

প্রেক্ষতাং ভবান্ । ন খন্ত্যঃ প্রতচ্ছন্দাং পরিহীয়তে
মধুরতা ॥ ২ ॥

বক্তাব্য ।—(গান আরম্ভ হয় হয় । বিদুষকের সহিত
বাজা আসন গ্রহণ করিয়াছেন । ধারিণী পরিব্রাজিকাও
বসিয়াছেন । অবস্থার অমুরূপ পরিজনবর্গ উপস্থিত ।)

রাজা ।—ভগবতি ! এই আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে কার উপদেশ
প্রথম দেখিতে হইবে ? ॥ ১ ॥

পরি ।—যদিও বিজ্ঞাবুদ্ধি বিষয়ে দুই জনেই তুল্য, তবুও
বয়োবুদ্ধি হিসাবে গণদাসের উপদেশই প্রথম দেখা
কর্তব্য ॥ ২ ॥

রাজা ।—মোদগল্য ! এই কথা আচার্য্যদ্বয়কে বেশ করিয়া
বুঝাইয়া বলিয়া তুমি তোমার কাজে যাও ॥ ৩ ॥

কণ্ঠকী ।—যে আজ্ঞা । (চলিয়া গেল ।) ॥ ৪ ॥

গণ ।—(প্রবেশপূর্ব্বক)—রাজন্ ! শর্মিষ্ঠাবিরচিত লয়-
মধ্যা এক চতুষ্পদা আছে, তাহার অন্তর্গত হলিক

নামক নাট্যের প্রয়োগ মনোযোগের সহিত শ্রবণ
করুন ॥ ৫

।—আচার্য্য ! আমি স-সম্মানে অবহিত হইলাম ॥ ৬ ॥

(গণদাস চলিয়া গেলেন ।)

রাজা ।—(জনাস্তিকে) বয়স্ত ! যবনিকার অন্তরাল-বর্ত্তিনী
মালবিকাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার নয়ন এতই
উৎসুক হইয়াছে যে, সে যেন অধীরতা-প্রযুক্ত ঐ
তিরস্করিণী (যবনিকা) খানিকে তড়াতাড়ি, নিজে
গিয়া সরাইয়া ফেলিতে চাহিতেছে ॥ ৭ ॥

বিদু ।—(গোপনে) দেখ, দেখ, ঐ তোমার নয়নের ষণ্ণ
উপস্থিত, আর মধুমক্ষিকাক্ষণী তুমিও হাজির, এইবার
সাবধানে—প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও ॥ ৮ ॥

(মালবিকা আসিতেছে, আচার্য্যগণদাস ঠিক সমান্তরাল-
ভাবে আসিতে আসিতে তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখিতেছেন ।)

বিদু ।—(জনাস্তিকে) সাথে । একবার চাহিয়া দেখ,
আচার্য্যের উপদেশে পরিচালিত হইলেও মালবিকার
আকৃতি-মাধুর্য্যের নিম্নোক্ত হামি ঘটে নাই ॥ ৯ ॥

রাজা (অপবীৰ্য্য) বয়স্ৱ ।

চিত্রগতায়ামস্তাং কাস্তিবিংবাদশক্তি মে হৃদয়ম্ ।

সম্প্রতি শিখিলসমাধিং মত্তে যেনৈয়মালিখিতা ॥

॥ ১০ ॥

গণ ।— বৎসে । মুক্তসংস্রবসা সবস্থা ভব ।

॥ ১১ ॥

রাজা ।— (স্বগতম্) অহো ! সৰ্ব্বাস্ববস্থাস্বনবচ্যতা রূপস্ত, তথাহি—

দীর্ঘক্ষং শরদিন্দুকাস্তি বদনং, বাহু নতাবংসয়োঃ

সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরং, পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব ।

মধ্যাঃ পাণিমিতোহমিতঞ্চ জঘনং পাদাবরালান্বলী

ছন্দো নর্ভয়িতুর্ঘৈব মনসি শ্লিষ্টং তথাস্তা বপুঃ ॥

॥ ১২ ॥

মাল (উপগানং কৃৎৱা চতুষ্পদবস্তুকং গায়তি ।)

হুল্লহো পিত্বো তস্মিং ভব হিঅঅ ! নিরাসং

অস্মো অপজ্জাতো মে পরিপূরুই কিং পি বামাতো ॥

এসো সো চিরদিট্টো কহং উণ উবণইদব্বো ।

গাহ ! মং পরাহীণং তুই গণঅ সতিগ্গম্ ॥

॥ ১৩ ॥

(ততো যথারসমভিনয়তি)

প্রাকৃতানুবাদ !—দুর্লভঃ প্রিয়ত্তমিন্ ভব

হৃদয় ! নিরাশম্, অহো অপাক্কো মে পরিপূরতি কিমপি

বামকঃ । এষ স চিরদৃষ্টঃ কথং পুনরূপনেতব্যঃ,

নাথ ! মাং পরাধীনাং ত্বয়ি গণয় সতৃষ্ণাম্ ॥ ১০ ॥

বক্তব্য ।—রাজা ।—(গোপনে) বয়স্ৱ ! যখন ইহাকে

ছবিতে প্রথম দেখি, তখন ভাবিয়াছিলাম, এত রূপ

মামুষের হয় না । এখন ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া মনে

হইতেছে,—যে চিত্রকর সেই ছবিখানি আঁকিয়াছিল, হয়

সে মন দিয়া ইহাকে ভালো করিয়া দেখে নাই, না হয়—

চিত্র করিতে সে আদৌ জানে-ই না ॥ ১০ ॥

গণ ।—বৎসে ! তুমি কি ? নিজেকে হারাইয়া ফেলিও না ;

প্রকৃতিহা হও ॥ ১১ ॥

রাজা ।—(স্বগত) আহা ! রূপের কি মহিমা ! সকল

অবস্থাতেই সে সুন্দর ॥ ১২ ॥

নৃত্যচাৰ্য্য আচাৰ্য্যগণদাস, নৃত্যকারিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

যেমন যেমন হওয়া অভিলাষ করিয়াছিলেন, মালবিকার

অঙ্গ-লতিকা যেন ঠিক তেমন তেমন ভাবেই গঠিত । কেন না

—ইহার নয়ন আকর্ণবিশ্রান্ত, বদন শরদচন্দ্রমার স্তায় সুন্দর

এবং বাহুলতা অংসদেশে যেন কি চমৎকার লতাইয়া

পড়িয়াছে । ঘন-সংস্থিত ও সমুন্নত স্তনদ্বয়ে বক্ষঃস্থল কি

বন্ধুর ! পার্শ্বদ্বয় যেন কেহ মাজিয়া পালিশ করিয়া দিয়াছে ।

কটিদেশ কত সূক্ষ্ম, বুঝি হাতের মুষ্টির ভিতরেও ধরা যায়—

নিতম্বিনীর জঘন-ভাগ কত স্থূল । আবার পায়ের আঙ্গুল-

গুলি কি অপূর্ব আকৃষ্ট ! তাই বলিতেছিলাম, আচাৰ্য্যের

অভিপ্রায়ের অল্পরূপ-ভাবে ইহার দেহ সংগঠিত ।

মালবিকা ।—(রাগের দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া চতুষ্পদ ছলিক

গান আরম্ভ করিল ।)

“হৃদয় ! তোমার সে প্রিয়তম একান্ত দুর্লভ,

তবে আর বুধা আশা কেন ?

হায় ! আমার বাম অপাক্ক কেন বার বার ক্ষুরিত

হইতেছে ?

এই ত সে, কতকালের সাধ, আজ দেখিতে পাইতেছি !

কি করিয়া ইহাঃ কাছে যাইব ?

নাথ ! দুঃখিনী আমি পরাধীন, আর তোমাতেই

একমাত্র তৃষ্ণার্ভা—ইহা ভুলিও না ॥ ১৩ ॥

(পরে ঐ চতুষ্পদ গানের যে চরণে যেমন রস, তাহা
কুটাইয়া অভিনয় করিল ।)

বিদু।— (অপবার্থ্য।) ভো বয়স্। চতুঃপদবস্ত্রং ছবারিকরিত্ব তুহ উবট্টাবিদো বিম
অগ্না অন্তভোদৌ। ॥ ১৪ ॥

রাজা।— সখে এবমেব মে হৃদয়ম্। অনয়া খলু,—
জনমিমমমুরক্ণং বিদ্ধি নাথেতি গেয়ে, বচনমভিনয়ন্ত্য। স্বাক্ষনির্দেশপূর্ব্বম্।
প্রণয়গতিমদৃষ্ট। ধারিণীসন্নিধি-দহমিব সুকুমারপ্রার্থনাব্যাক্রমুতঃ ॥ ১৫ ॥
(মালবিকা গীতান্তে নিষ্ক্রমিতুমারক্ণা)

বিদু।— ভোদি! চিট্ট। কিং পি বো বিমুরিদো কমভেদো। তং দাব পুচ্ছিস্ সম্ ॥ ১৬ ॥

গণ।— বৎসে! ক্ষণমাত্রং স্থিষোপদেশবিশুদ্ধা যাস্তসি। ॥ ১৭ ॥
(মালবিকা স্থিতা।)

রাজা।— (স্বগতম্) অহো! সর্বাস্ববহ্নাসু চারুতা শোভাস্তরং পুষ্যতি। তথাহি—
বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং যন্ত হন্তং নিতম্বে
কৃষ্ণা শ্রামাবিটপসদৃশং শ্রুতমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদানুষ্ঠানুলিতকুশ্মমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং
নৃত্যাদস্তাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমুজ্জায়তাক্ষম্ ॥ ১৮ ॥

দেবী।— গং গোদমবয়ং বি অজ্জো হিঅএ করেদি। ॥ ১৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভো বয়স্! চতুঃপদবস্ত্রকং ভুল হইয়াছে! সেটার সম্বন্ধে আমার কিছু দ্বিজ্ঞাস্ত
ধারীকৃত্য অগ্নি উপস্থাপিত ইব আয়া তত্রভবত্যা ॥ ১৪ ॥
আছে ॥ ১৬ ॥

তবতি! তিষ্ঠ। কোহপি বঃ বিমুরিতঃ ক্রমভেদঃ তং গণ।—বৎসে! একটু দাঁড়াইয়া পরীক্ষায় সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ
তাবৎ প্রক্ষ্যামি ॥ ১৬ ॥ হওয়ার পর গমন করিও ॥ ১৭ ॥

নহু গৌতমবচনমপি আৰ্য্যো হৃদয়ে কৰোতি ॥ ১২ ॥ (মালবিকা দাঁড়াইল।)

বজ্ঞার্থ।—বিদু।—(জনাস্তিকে) সখে! চতুঃপদ-সঙ্গীতের রাজা।—(স্বগত) আহা! কমনীয়তা এমনই বস্তু যে, সব
ছল করিয়া মালবিকা যেন তাহার প্রাণটি তোমার অবস্থাতেই নূতন নূতন শোভা প্রকাশ করে। কেন না,
হাতে তুলিয়া দিল ॥ ১৪ ॥ এই যে মালবিকা বা-হাতখানি নিতম্বে ভর দিয়া

রাজা।—সখে! আমারও তাই বিশ্বাস। কেন না, “নাথ! এই ব্যক্তিকে তোমার অনুযোগিনী বলিয়া জানিও”—
দান হাত শ্রামা লতিকার অতি কোমল শাখার শত শিখিলভাবে ঢুলিতেছে। পায়ের
হাতে তুলিয়া দিল ॥ ১৪ ॥ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর বালাগাছটি প্রকোষ্ঠে লাগিয়া
রহিয়াছে! ডান হাত শ্রামা লতিকার অতি কোমল শাখার শত শিখিলভাবে ঢুলিতেছে। পায়ের
অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলীর দ্বারা কুট্টিমের কুশ্মণ্ডলি নাড়িতেছে,
বশতঃ আমার কোনরূপ ভাবান্তর দেখিতে না পাইয়া আর সেই পায়ের দিকেই চাহিয়া আছে, দেহের উত্তরার্ধ
যেন ঐ রসময়ী প্রার্থনার ছলে আমাকেই লক্ষ্য
সোজা এবং আয়তভাবে স্থাপিত করিয়াছে,—এইরূপ
করিতেছিল। “নাথ! আমি তোমার—”এ যেন
অপক্লপভাবে অবস্থান, আমার কাছে কিন্তু নৃত্য-কালীন
আমাকেই বলিতেছিল ॥ ১৫ ॥ অঙ্গভঙ্গীর চেয়েও ভালো—বড়ই সুমিষ্ট লাগিতেছে ॥ ১৮ ॥

(গান সমাপ্ত করিয়া মালবিকা ঘাইবার উপক্রম করিল) দেবী।—দেখিতেছি গৌতমের কথাও আচার্য্য “কথা”
বিদু।—ওগো! একটু দাঁড়াও। তোমার একটা বিষয় বলিয়া ধরিতেছেন ॥ ১৯ ॥

গণ দেবি। মা মৈবম্। দৈবপ্রত্যয়াং সম্ভাব্যতে স্তূন্দরশিতা গৌতমস্ত। পশু।

মন্দোহপ্যমন্দতামেতি সংসর্গেণ বিপশ্চিতঃ।

পঙ্কচ্ছিদঃ ফলশ্চেব। নিকষেণাবিলং পয়ঃ।

(দ্বিষকং বিলোক্য।) তচ্ছ গুমো বিবক্ষিতমার্য্যস্ত। ২০।

বিদু।— (গণদাসং বিলোক্য।) কোসিইং দাব পুচ্ছ। পচ্ছা জো মএ কমভেদো দিত্তো অ

ভগিস্সম্। ২১।

গণ।— ভগবতি। যথাদৃষ্টমতিধীয়তাং শুণো বা দোষো বেতি ২২।

পরি।— যথা দর্শিতং সর্ব্বমনবদ্যম্। কুতঃ—

অঙ্গৈরন্তনিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সমাগর্থঃ, পাদস্থাসো লয়মভুগতস্তন্ময়ং রসেশু।

শাখাযোনিম্ হ্রস্বভিনয়স্তদ্বিকল্পামুভূতো, তাবো ভাবং মুদতি বিষয়াঙ্গাগবন্ধঃ স এব ২৩

গণ।— দেবঃ কথং মশ্যতে? ২৪।

রাজা।— বয়ং স্বপক্ষশিথিলাভিমানাঃ সংযুতাঃ। ২৫।

গণ।— অস্ত নর্ত্তয়িতামি।

উপদেশং বিদ্বঃ শুদ্ধং সম্ভস্তমুপদেশিনঃ।

শ্রামায়তে ন বিদ্বৎসু যঃ কাঞ্চনমিবান্মিষু ২৬।

প্রাকৃতাবুদ।—কৌশিকীং তাবৎ পুচ্ছ।

পশ্যৎ যো যয়া ক্রমভেদো দৃষ্টন্তং ভগিষ্যামি ২১।

অর্থ।—গণ।—দেবি! অমন কথা বলিবেন না।

দৈবের কৃপায় হয় ত, গৌতমেরও স্তূন্দরশিতা জন্মিতে পারে। এই দেখুন না কেন,—অতিশয় মুখ ও জ্ঞানীর সংসর্গে কতকটা জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে। অতি পঙ্কিল জল কি (“নির্ঝলী”) পঙ্ক-চ্ছেদী ফলের ঘর্ষণে নির্ঝল হয় না? (বিদুষকের দিকে চাহিয়া) বলুন, কি বলিতে চান ২০।

বিদু।—(গণদাসের দিকে চাহিয়া) কৌশিকীকে আগে জিজ্ঞাসা করুন, পরে আমি যে ক্রটি দেখিয়াছি, তাহা বলিব ২১।

গণ।—ভগবতি! শুণ বা দোষ, ঠিক যেমন দেখিয়াছেন, বলুন ২২।

পরি।—যতটা দেখিয়াছি, সবই স্তূন্দর, অতি স্তূন্দর হইয়াছে। কেন না, অঙ্গের ভাবভঙ্গীর দ্বারা ক্রমের এবং সেই সঙ্গে গেরবস্তুর সমস্ত অতিপ্রার স্তব্যাক্ত হইয়াছে। স্নায়ুস্থানে পাদস্থাস হইয়াছে এবং সেই অস্ত মল-বিবরে

তন্ময়ত। ঘটয়াছে; বৃত্তাকালে ঠিক মাত্রায়গারে হস্ত-পদাদির নর্ত্তনস্বরূপ “শাখাযোনি” নামক যে অভিনয় আছে, তাহার সর্ব্বপ্রকার ভেদ পরিদর্শিত হইয়াছে। এমনভাবেই সমস্ত “ভাব” প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব ত্রিসীমানাতেও আসিতে পারে নাই। অথচ রাগ-প্রবাহ আততাই অব্যাহত। স্তূতরাং কোনো দোষ ঘটে নাই ২৩।

গণ।—রাজন। আপনার কি অভিগত? ২৪।

রাজা।—আমার নিজের লোকের উপর সৌরব মলীভূত হইয়াছে ২৫।

গণ।—আজ সত্য সত্যই আমি নর্ত্তয়িতা হইলাম। (অর্থাৎ বৃত্ত্যবিষয়ে শিক্ষাদানের প্রকৃত যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইলাম)। কেন না,—আপনাদের জ্ঞান দোষজ্ঞ এবং বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট যে শিক্ষকের শিক্ষা দা-দ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাদৃশী শিক্ষাকেই কোবিদ কুল-শিক্ষা—সর্ব্বদত্ত শিক্ষা বলিয়া থাকেন। যেহেতু স্বপ্নের বিতৃষ্ণি অনলেই পরীক্ষিত হয় ২৬।

- দেবী।— দিষ্টীয়া পরিক্ষারাহণেণ অজ্ঞো বভুতই ॥ ২৭ ॥
- গণ।— দেবি। স্বপরিগ্রহ এব বুদ্ধিহেতুঃ। (বিদূষকং বিলোক্য।) গৌতম। বদেনানৌ
যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ২৮ ॥
- বিদু।— পটমোবদেসদংসণে পটমং বক্ষণপূজা কাদব্বা, সা ণং বো বিসুমরিদা। ॥ ২৯ ॥
- পরি।— অহো প্রয়োগাভ্যন্তরঃ প্রশ্নঃ। ॥ ৩০ ॥
- (সর্বের প্রশসিতাঃ। মালবিকাপি স্মিতং কুরোতি।)
- রাজা।— (স্বগতম্) উপাস্তসারশচক্ষুবা মে স্ববিষয়ঃ। যদনেন—
স্বয়মানমায়তাক্য্যঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তদশনশোভি মুখম্।
অসমগ্রলক্ষ্যকেশরমুচ্ছসদিব পঙ্কজং দৃষ্টম্ ॥ ৩১ ॥
- গণ।— মহাব্রাহ্মণ। ন খলু প্রথমং নেপথ্যপ্রদর্শনমিদম্। অত্থথা কথং ত্বাং অর্চনীয়ং
নার্চয়িষ্যামঃ। ॥ ৩২ ॥
- বিদু।— মএ ণাম সুক্খবণগজ্জিদে অন্তরিক্খে জলপাণং ইচ্ছদা চাদআইদং। ॥ ৩৩ ॥
- পরি।— এবমেব ॥ ৩৪ ॥
- বিদু।— তেণ হি পণ্ডিতপরিতোসপ্লচ্ছআ ণং মুঢ়া জাদৌ। জই অন্তভোদৌএ সোহণং ভণিদং,
তদৌ ইমং সে পারিতোসিঅং পঅচ্ছামি। [ইতি রাজ্ঞো হস্তাং কটকমাকর্ষতি ॥ ৩৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দিষ্টীয়া, পরীক্ষারাদনেন আর্থো

বর্ততে ॥ ২৭ ॥

প্রথমোপদেশদর্শনে প্রথমং ব্রাহ্মণ-পূজা কর্তব্য্যা, সা নহু
বঃ বিস্মৃতা ॥ ২৯ ॥

ময়া নাম শুক-বন-গর্জিতে অন্তরীক্ষে জলপানম্ ইচ্ছতা
চাতকায়িতম্ ॥ ৩৩ ॥

তেন হি পণ্ডিত-পরিতোষ-প্রত্যয়া নহু মুঢ়া জাতিঃ। যদি
অত্রৈবত্যা শোভনং ভণিতং, তত ইদমশ্রে পারিতোষিকং
প্রযচ্ছামি ॥ ৩৫ ॥

বক্তার্থ।—দেবী।—নির্দোষভাবে পরীক্ষা-শেষ হওয়ায়,

আজ আর্থের জয়-জয়কার! কি আনন্দ ॥ ২৭ ॥

গণ।—দেবি। আমার যত কিছু গোরব, সে আপনার লোক
বলিয়া। (বিদূষকের দিকে চাহিয়া) গৌতম। এখন
বলিতে পার, যা কিছু তোমার মনে আছে ॥ ২৮ ॥

বিদু।—প্রথম-উপদেশ দর্শনের সময়ে সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণের পূজা
করা উচিত। তোমরা সেই প্রধান কাজটাই
ভুলিয়াছ ॥ ২৯ ॥

পরি।—বাঃ! কি চমৎকার নাট্য-বিবরণক প্রশ্ন। (সবাই
হাসিলেন। মালবিকাও হাসিয়া ফেলিল) ॥ ৩০ ॥

রাজা।—(স্বগত) এতদিনে আমার নয়ন তাহার চরন
দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিয়া সার্থক হইল! কেন না, আয়ত-নয়না
মালবিকা যখন মন্দ হাসিয়া উঠিল, তখন তাহার স্নানর
দাঁতগুলি সামনে একটু বিকসিত হইয়া মুখের কি
অপূর্ণ শোভাই না জন্মাইল! দেখিয়া মনে হইল,
হঠাৎ বৃষ্টি একটা পদ্ম ফুটিয়া উঠিতেছে, আর তাহার
কেশরগুলি দ্বিবৎ দেখা যাইতেছে ॥ ৩১ ॥

গণ।—মহাব্রাহ্মণ! আজই সর্বপ্রথম এই নাট্য-প্রদর্শন নহে।
নতুবা অর্চনীয় ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার অর্চনা না করিব
কেন? ॥ ৩২ ॥

বিদু।—তা হ'লে আমি নির্জল-জলদ-গর্জনযুক্ত আকাশে
জলপ্রার্থী চাতকের ছায় বুধাই বকিলাম ॥ ৩৩ ॥

পরি।—নিশ্চয় ॥ ৩৪ ॥

বিদু।—আচ্ছা বেশ! তা হ'লে দেখিতেছি,—যাহারা অতীত
মুঢ়, পণ্ডিতদের সম্ভাষণই হইল তাদের একমাত্র বিশ্বাসের
হেতু। সেই পণ্ডিতদের মতে—মালবিকা যদি ভাল
অভিনয়ই করিয়া থাকে, তবে তাহাকে আমি এই পুরস্কার
দিলাম। (বলিয়াই রাজার হাত হইতে বলয় আকর্ষণ
করিতে লাগিল।) ॥ ৩৫ ॥

- দেবী।— চিঠি, গুণস্তর অআগন্তো কিং নিমিত্তং তুমং আহরণং দেমি । ৩৬ ॥
- বি।— পরকেরান্তি করিঅ । ৩৭ ॥
- দেবী।— (আচার্য্য বিলোকা) অজ্ঞ গণদাস গং দংসিদোবদেসা দে সিস্সা । ৩৮ ॥
- গণ।— বংসে । এহি, গচ্ছাব ইদানীম্ । [সহাচার্য্যোণ নিক্তান্তা মালবিকা । ৩৯ ॥
- বি।— (জনাস্তিকম্) এত্তিয়ে মে মদিবিহবো ভবন্তং সেবিত্তুম্ । ৪০ ॥
- রাজা।— অসমলং পরিচ্ছেদেন । অহং হি

ভাগ্যাস্তময়মিবাঙ্কোহু দয়ন্ত মহোৎসবাবসানমিব ।

দ্বারপিধানমিব ধুতেম্মে তন্ত্যাস্তিরঙ্করিণীম্ ॥ ৪১ ॥

বিদু।— (জনাস্তিকম্) সাহু । দরিদ্রাভুরো বিঅ বেজ্জেন আসহং দৌঅমাণং ইচ্ছসি । ৪২ ॥

(প্রবিশু হরদত্তঃ ।)

হ।— দেব । মদীয়মিদানীং প্রয়োগমবলোকয়িতুং প্রসাদঃ ক্রিয়তাম্ । ৪৩ ॥

রাজা।— (স্বগতম্) অবসিতো দর্শনার্থঃ । (দাক্ষিণ্যমবলম্ব্য প্রকাশম্) নহু পর্য্যৎসুকা এব বয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

হ।— অমুগৃহীতোহস্মি ৪৫ ॥

প্রাকৃতাবুদাদ।—তিষ্ঠ, গুণস্তরম্ অজানন্ কিং

নিমিত্তং তুম্ আভরণং দদাসি । ৩৬ ॥

পরকীয়ম্ ইতি কৃত্বা ৩৭ ॥

আর্য্য গণদাস ! নহু দাশতোপদেশ। তে শিষ্য। ৩৮ ॥

(জনাস্তিকে) সখে ! এতাবান্ মে যতিবিত্তবঃ

ভবন্তং সেবিত্তুম্ ৪০ ॥

সাধু ! দরিদ্রঃ আতুরঃ ইব বৈভেন ঔষধং দীয়মানং ইমসি ৪১ ॥

অজ্ঞার্থ।—দেবী।—থামো না ! অজ্ঞ কি কি গুণ আছে-না-আছে, না জানিয়া, হঠাৎ তুমি আভরণ দিতে চাইছ কেন ? ৩৬ ॥

বি।—যেহেতু আভরণটা পরের ! ৩৭ ॥

দেবী।—আর্য্য গণদাস ! আপনার শিষ্যের পরীক্ষা ত শেষ হইয়াছে ৩৮ ॥

গণ।—বংসে ! এস, আমরা যাই । (আচার্য্যের সহিত মালবিকা চলিয়া গেল ।) ৩৯ ॥

বিদু।—সখে ! তোমার সেবার জন্ত আমার বুদ্ধির দৌড় এই এইটুকু পর্য্যন্ত ৪০ ॥

রাজা।—বরন্ত ! “এইটুকু” বলিও না । অর্থাৎ তোমার আমার পক্ষে চের, অনেক বেশী । আমার

এখন কি মনে হচ্ছে জান ?—ভাবছি,—আমার নয়নের সৌভাগ্য আজ ঘুটিল, জীবনের মহোৎসবের অবসান হইল, প্রীতি-প্রমোদ-প্রভৃতির দ্বার চির-দিনের মত রুদ্ধ হইল । এক মালবিকার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে, যাহা কিছু স্পৃহণীয়,—আমার সে সব কোথায় ডুবিয়া গেল ! ৪১ ॥

বিদু।—পীড়িত কোন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত দরিদ্র হয়, তবে সে চায় যে, কোন বৈজ্ঞানিক কৃপাপূর্বক, তাহাকে ঔষধাদি “দাতব্য”-হিসাবে প্রদান করুন, কেন না, তা নিজেই কোনই সামর্থ্য নাই যে, মূল্যাদি দেয় । তোমার দেখছি, সেই দশা ! নিজে কিছুই করিতে সমর্থ নও, অথচ ভূমি চাও, আর কেহ মালবিকাকে আনিয় তোমাকে প্রদান করুক । সাধু ! সাধু ! ৪২ ॥

হরদত্ত।—(প্রবেশপূর্বক) দেব ! এইবার দয়া করিও আমার প্রয়োগ দেখা হউক ৪৩ ॥

রাজা।—(স্বগত) যাহা দেখিবার, তাহা ত দেখা হইয়াছে তবে আর কেন ? (নিরপেক্ষতার ভাণ করিয়া প্রকাশে আমরা ত দেখিবার জন্মই উৎসুক ৪৪ ॥

হর।—যথেষ্ট অমুগ্রহ ! ৪৫ ॥

(নেপথ্যে বৈতালিকঃ) জয়তু জয়তু দেবঃ ! উপাক্রান্তো মধ্যাহ্নঃ । শুভাহ্নি,—

পত্রচ্ছায়ান্সু হংসা মুকুলিতনয়না দীর্ঘিকাপদ্মিনীনাম্

সৌধাশ্রত্যর্থতাপাদ্বলভিপরিচয়দ্বৈষিপারাবতানি ।

বিন্দুংক্ষেপাং পিপাসুঃ পরিসরতি শিখী ভ্রান্তিমদ্বারিয়ন্তঃ

সর্বৈরুশ্রৈঃ সমগ্রস্তমিব নৃপ ! শুণৈর্দীপ্যতে সপ্তসপ্তিঃ ॥ ৪৬ ॥

বিদু।— অবিহা অবিহা । অক্ষাণং ভোঅণবেলা । অন্তভবদো উইদবেলাদিক্রমেণ চিকিৎসজ্ঞা

দোসং উদাহরন্তি । হরদন্ত ! কিং ভণাসি ?

॥ ৪৭ ॥

হর।— অস্তি চাশ্রয় বচনাবকাশোহত্র ?

॥ ৪৮ ॥

রাজা।— (হরদন্তমবলোক্য) তেন হি হৃদীয়মুপদেশং শো অক্ষ্যামঃ, বিরম্যতাং ভবান্ ॥ ৪৯ ॥

হর।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ৫০ ॥

দেবী।— নিববন্তেহু অজ্ঞউন্তো মজ্জবল্লবিহিম্ ।

॥ ৫১ ॥

বিদু।— ভোদী বিসেসেণ পাণভোঅণং তুবরাবেহু ।

॥ ৫২ ॥

পরি। (উখায়) স্বস্তি ভবতে ।

[ইতি দেব্যা সহ নিষ্ক্রান্তা ॥ ৫৩ ॥

বিদু।— ভো বঅস্ । ন কেবলং রূবে, সিপ্পে বি অহুদীআ মালবিআ । ॥ ৫৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অবিধা অবিধা । অক্ষাণং ভোঅণবেলা ।

অন্তভবদো উচিত-বেলাতিক্রমেণ চিকিৎসকাঃ

দোসং উদাহরন্তি । হরদন্ত ! কিং ভণসি ? ॥ ৪৭ ॥

নিববন্তেহু আশ্রয়তঃ মধ্যাহ্নবিহিম্ ॥ ৫১ ॥

ভবতী বিশেষণ পানভোজনং স্বয়মু ॥ ৫২ ॥

ভো বরন্ত ! ন কেবলং রূপে, শিল্পেহপি অস্তিত্বা

মালবিকা ॥ ৫৪ ॥

অক্ষ্যামঃ।—(নেপথ্যে হইতে বৈতালিকগণ বলিয়া উঠিল)

বৈতালিক।—মহারাজের জয় হউক । মহারাজ ! প্রথমে

মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত । কেন না, ঐ দেখুন,—দীর্ঘিকার

পদ্মিনীসমূহের পত্রের ছায়ায়, মুকুলিতনয়নে তাপক্লান্ত

হংসশ্রেণী অবস্থান করিতেছে । অট্টালিকার ছাদ

অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ায়, তাহার “কার্গিসে” আর অল্প

সময়ের মত কপোত-মূল অবস্থিত নাই । জল-বিন্দু-

মালায় উল্কে উৎক্ষেপ-নিবন্ধন জল-যন্ত (ফোয়ারা)

অনবরত ঘুরিতেছে, আর চারি দিকে তৃষ্ণার্ত ময়ূরবৃন্দ

ঘুরিয়া ফারিয়া বেড়াইতেছে । আপনি যেমন তাবৎ

রাজগুণে বিভূষিত, দিনমণি স্বর্ঘ্যও তরুণ সমগ্র অংশ-

মালায় বিমণ্ডিত হইয়া, আপনারই ত্রায় প্রচণ্ড প্রভাপে

দেদীপ্যমান ॥ ৪৬ ॥

বিদু।—আমাদের আহারের সময় উপস্থিত । কি আশায়

নিয়মিত সময়ে আহারাদি যদি রাজার না হয়, তবে

চিকিৎসকগণের মতে শরীরের বড়ই ক্ষতি হয় । হরদন্ত !

তুমি কি বল ? ॥ ৪৭ ॥

হর।—ইহার উপর কি আর কাহারও কিছু বলিবার

আছে ? ॥ ৪৮ ॥

রাজা।—(হরদন্তের দিকে চাহিয়া) তা হ'লে আজ

আপনি থাকুন।—কাল আপনার উপদেশ দেখা

যাবে ॥ ৪৯ ॥

হর।—যেমন মহারাজের আদেশ ॥ ৫০ ॥

[হরদন্তের প্রস্থান ।

দেবী।—আশ্রয়তঃ মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাপন করিতে

চলুন ॥ ৫১ ॥

বিদু।—দেবি ! আপনিও তাড়াতাড়ি বিশেষরূপে পান-

ভোজনের ব্যবস্থা করুন গিয়া ॥ ৫২ ॥

পরি।—(উখানপূর্বক) রাজার মঙ্গল হউক । (পরিক্রম-

সহিত দেবীকে সঙ্গে লইয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন ।) ॥ ৫৩ ॥

বিদু।—দেখুন বরন্ত ! শুধু রূপে নহে, বৃত্তা-পীতাদি-শিল্পে

মালবিকার জোড়া নাই ॥ ৫৪ ॥

রাজা

বয়স

অব্যাজসুন্দরীং তাং বিজ্ঞানেন ললিতেন যোজয়ত।

উপকল্পিতো বিধাতা বাণঃ কামস্ত বিবদিকঃ।

কিং বহুনা, চিন্তয়িতব্যোহস্মি তে।

॥ ৫৫ ॥

বিদু

ভবদা বি অহং। দিটং বিপণিকন্দু বিঅ মে উঅরঅব্ভন্তরং দব্ভদি।

॥ ৫৬ ॥

এবমেব। ভবানশ্রদর্থে স্বরতাম্।

॥ ৫৭ ॥

গিহীদক্খণোচ্ছি। কিং তু মেহাবলীক্কা জোণ্হা বিঅ পরাহীণদংসণা মালবিআ।

ভবম্পি সুণাপরিচরো বিঅ গিহো আমিসলোলুবো ভীরুআ অ। তা অণাছুরো

ভবিঅ কজ্জসিদ্ধিং পথঅস্তু নে রোঅসি।

॥ ৫৮ ॥

রাজা।-

কথমনাতুরো ভবিষ্যামি। যদা—

সর্বাস্তঃপুরবনিতাব্যাপারং প্রতি নিবৃত্তদয়স্ত।

সা বামলোচনা মে স্নেহশ্চেকায়নৌভূতা ॥ [ইতি নিজ্জাস্তাঃ সর্বো ॥ ৫৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়াহংকঃ।

প্রাকৃতাবুদ।—ভবতাপি অহং। দৃঢ়

বিপণিকন্দুরিবে মে উদরাত্তরং দহতে ॥ ৫৬ ॥

গৃহীত-কণোহস্মি। কিন্তু মেহাবলী-ক্কা জ্যোৎস্না

ইব পরাধীন-দর্শনা মালবিকা। ভবানপি স্নানা-পরিচয়ঃ

গৃধ্ৰুঃ ইব আমিস-লোলুপঃ—ভীরুশ্চ। তদনাতুরঃ ভূত্বা

কার্য-সিদ্ধিং প্রার্থয়মানো মে রোচসে ॥ ৫৮ ॥

স্বার্থ।—রাজা।—তাই! সে স্বভাবসুন্দরী মালবিকাকে,

শুল্লিত নৃত্য-গীতাदि-শিল্প-বিভায় বিভূষিত করিয়া

বিধাতা যেন পঞ্চবাণ মদনের আর একটি নুতন,—

অতিরিক্ত বিষলিণ্ড বাণের সৃষ্টি করিয়াছেন।—অধিক

আর কি বলিব? আমি তোমার চিন্তার বিষয় হইয়া

দাঁড়াইলাম। অর্থাৎ—তাহাকে না দেখিয়া আমার

প্রাণ যাওয়াও অসম্ভব মহে ॥ ৫৫ ॥

বিদু।—আমিও তোমার চিন্তার বিষয় হইয়াছি। কেন না,

রাজারের খাবারের দোকানের সমস্ত তল্যমান কটায়ে

জায়, আমার পেটের ভিতরটা জলিয়া বাইতেছে ॥ ৫৬ ॥

রাজা।—হঁ, ঠিক বটে, আমি তোমার উদর-জ্বালা-নিরূপণের

চেষ্টা করিতেছি, তুমিও, তাই, তোমার এই

বন্ধুর হৃদয়জ্বালায় অবসান যাহাতে তাড়াতাড়ি হয়,

তাহাই কর ॥ ৫৭ ॥

বিদু।—তোমার কথার তাৎপর্য বুঝিয়াছি। কিন্তু জ্বলদ-

জ্বালক্কা জ্যোৎস্নার জায় মালবিকা পরায়ত্ত-দর্শনা।

আবার তুমিও, বধ্যভূমির ইত্যন্তঃ বিচরণশীল, শকুনের

জায় মাংসলোলুপও বটে, আবার ভীরুও বটে। আমি

চাই যে,—অতটা অধীর না হইয়া যাহাতে কার্যটা

সুসিদ্ধ হয়, এমন ভাবে চল ॥ ৫৮ ॥

রাজা।—কি করিয়া আমি বীর হই, বল ত তাই! এখন

আমার হৃদয়, অন্তঃপুরের সমস্ত সুন্দরীর সমস্ত ব্যাপার,

(যাহা এক দিন আমার সর্বস্ব ছিল) সব প্রণয়-প্রীতি

ভুলিয়া,—একমাত্র সেই মালবিকাতেই যেন নিহিত

হইয়াছে। সে হৃদয়ের বত কিছু স্নেহ—সে সম্বন্ধই গিরা

সেই মুগ্ধ-নয়না মালবিকাকে আশ্রয় করিয়াছে। আমার

হৃদয়ের এখন সে-ই একমাত্র লক্ষ্য ॥ ৫৯ ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক—তাৎপর্য্য ।

পাছে ভীক্স-দৃষ্টি ধারিণীর হাতে-নাতে ধরা পড়েন, মালবিকাদর্শনের উৎকণ্ঠা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই রাজা বিভ্রাসাগর মহাশয়ের “গোপাল অতি সুবোধ”-এর মত, পরিত্রাজিকাকে ভিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কোন্ আচার্য্যের শিষ্যার পরীক্ষা আগে দেখিতে হইবে ? রাজ্ঞী চোক মেলিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয়েখর কত নিরপেক্ষ ! কেমন পত্নীময়প্রাণ ।

পরিত্রাজিকা জানেন—বোঝেন—যে, কার অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত বিদিশা-পতি উৎসুক, তাই কৌশিকীও ‘ছায়শাস্ত্রের’ দোহাই দিয়া গগনদাসকে প্রথমে ডাকিতে বলিলেন, গগনদাস মানে—মালবিকা । কৌশিকী চানও তাই । যে কোন ভাবে হউক, তাঁহার আদরিণী মালবিকাকে রাজার নয়নের তলে আনিয়া দাঁড় করানোই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ॥ ১ ॥

লয়মধ্যা চতুস্পদকৃতি ছলিক নাট্য । বুধপর্ক নামক রাক্ষস-রাজের দুহিতা শর্ষিষ্ঠা নৃত্যগীতাঙ্গী-শাস্ত্রে বিশেষ স্ননিপুণ ছিলেন । তিনি কতিপয় নৃত্যবহুল গীতি-রচনা করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে গীতির সহিত একপ্রকার নৃত্যের নাম ছলিক । শর্ষিষ্ঠার সবগুলি গীতই “লয়-মধ্যা” ও “চতুস্পদা ।” শৃঙ্গার এবং হাস্যরসের নৃত্যমূলক সঙ্গীতের মধ্যে লয় থাকার নামই লয়-মধ্যা । নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলিয়াছেন—“শৃঙ্গারহাস্যরোম্যমালয়ঃ ।” “চতুস্পদা”—চারি পাদে অর্থাৎ খণ্ডে বিভক্তা । শৃঙ্গাররসান্ধিব্যক্তিপূর্ণা নৃত্য-সহিতা যে গীতির তাল-কালে মধ্যে লয়বৃত্তা, অর্থাৎ “মধ্যমান-বৃত্তা” এবং যে চারিপাদে বিভক্তা,—তাহাই “লয়মধ্যা চতুস্পদা নৃত্যপূর্ণা গীতি ।” তাদৃশী গীতির অন্তর্গত “ছলিক” একপ্রকার নৃত্য, অর্থাৎ ছলিকনামক নৃত্যপূর্ণা পূর্ব্বোক্তপ্রকারী গীতি । সাধারণভাবে ইহাকে “নাট্য” বলা হইয়াছে । কেন না, এই সমস্ত বস্তুটাই নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ।

মালবিকার প্রবেশ সময়ে গগনদাস স্থিরদৃষ্টিতে, তাহার “অঙ্গসৌষ্টব” দেখিতেছিলেন ।—এই স্থলে “সৌষ্টব” শব্দের নাট্য-প্রযুক্ত অর্থ অতরূপ । যেখানে নায়িকার অঙ্গ নৃত্যকালে একভাবে পরিচালিত ও একই প্রকারে পদদ্বয় শিত হইবে, নিত্য, জাহ্নু, শীর্ষদেশ, অঙ্গ ও কণ্ঠদেশ

সমভাবে বিরাজ করিবে, প্রলম্বিত হস্তবহু-বহু রহিবে, পীনোন্নতস্তন-বন্ধুর বক্ষঃস্থল সমুন্নত থাকিবে,—সেই স্থলেই “সৌষ্টব” শব্দ প্রযোজ্য । শাস্ত্রে আছে—

“অমুচ্চ-নীচ-চলতাম্ অঙ্গানাং সমপাদতাম্ ।

কটি-কুর্পর-শীর্ষাঙ্গ-কণ্ঠানাং সমরূপতাম্ ॥

রম্যাং কনাদিবিপ্রাশ্চিম উরসশ্চ সমুন্নতিম্ ।

অভ্যাসোপহিতামাহঃ সৌষ্টবং নৃত্য-বেদিনঃ ॥

নৃত্যাচার্য্য আচার্য্য গগনদাস, নৃত্যকারিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন যেমন হওয়া অভিলাষ করিয়াছিলেন, মালবিকার অঙ্গ-লতিকা যেন ঠিক তেমন তেমন তাই গঠিত । কেন না, ইহার নয়ন আকর্ষণবিশিষ্ট, বদন শারদ চন্দ্রমার স্থায় সুন্দর এবং বাহুলতা অঙ্গদেশে যেন কি চমৎকার লতাইয়া পড়িয়াছে । ঘন-সংস্থিত ও সমুন্নত স্তনদ্বয়ে বক্ষঃস্থল কি বন্ধুর । পার্শ্বদ্বয়—যেন কেহ মাজিয়া পালিশ করিয়া দিয়াছে । কটিদেশ কত সর, বখি, হাতের মুঠির ভিতরেও ধরা যায়, অথচ নিত্যস্থিতির-জঘনভাগ কত স্থূল । আবার পায়ের অঙ্গুলি কি অপূর্ব্ব আকৃষিত । তাই বলিতেছিলাম, আচার্য্যের অভিপ্রায়ের অঙ্গরূপভাবে ইহার দেহ সংগঠিত ।

কালিদাস, বিদিশাপতির দরবারে হাজির করিয়া মালবিকার “কেনে দেখানো” আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন । যিনি সঙ্কল্পিত বর, তিনি স্বয়ং, আর তাঁরই প্রথম পক্ষের রাণী ও আর ২।৩ জন বিশ্বস্ত লোক লইয়া মালবিকাকে পরীক্ষা করা হইতেছে । পরীক্ষকদের যার যার মনের কথা, মনেই আছে, একের অভিপ্রায় অস্ত্রে জানেন না । প্রথম ছবিতে দেখা হইয়াছে । এইবার সেই ছবির যিনি ছবি, প্রাণময়ী দেবতা, তাঁহাকে রাজা দেখিতেছেন । রাজ-দরবারে বড়-রাণীর সমক্ষে মালবিকাকে পরীক্ষা দিতে হইবে । অত্বেকার এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর পাটরাণীর সম্মান, গগনদাসের সম্মান, তথা সর্ব্বোপরি মালবিকার ইহ-কালের—নারী-জীবনের সমস্ত মুখ-হুঃখ, পৈতৃক বিদর্ভরাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে । রাজা জানেন,—মালবিকা একটি অনাজাত-কুসুম, উদ্ভিন্ন-বোবনা-সর্ব্বদা-সুন্দরী বালিকা । গগনদাস জানেন,—মালবিকা একটি প্রতিভাবতী নৃত্য-গীতাঙ্গী-নিপুণা সরলা শুদ্ধ-দুহিতা, পাটরাণীর আত্মীয়া । পাটরাণী জানেন,—মালবিকা একটি

বুদ্ধিমতী, অতীব সরলা, অনাথা ও শ্রীমতী কন্যা। আর মালবিকা নিজে জানে যে,—উঁহারা তার সম্বন্ধে যতটুকু বা যতটা জানেন, সে তার চেয়ে কত বেশী, কত কি ; মালবিকা জানে যে, তাহার পিতা যদি জীবিত থাকিতেন, অথবা তাহার ভ্রাতা মাধবসেনও যদি বিপক্ষ-হস্তে পতিত না হইতেন, তবে এই অগ্নিমিত্রের সহিত তাহার কবে পরিচয় ঘটিত। ঐ যে উচ্চ-মঞ্চের শিরোদেশে রাজ-সিংহাসনে, রাজার বামে বসিয়া মহিষী মালবিকার নৃত্য দেখিতেছেন, সবদিক্ বজায় থাকিলে, আজ মালবিকাও হয় ত ঐ সিংহাসনে, ঐরূপ রাজ-মুকুট পরিয়া অমনভাবে, অগ্নিমিত্রের হৃদয়াকর্ষণরূপে বসিতে পারিত! কিন্তু হায়! কোথায় রাজ-রাণী, আর কোথায় রাজ-বাড়ীর আমোদ-আহ্লাদের,—রাজার খেয়ালের উপকরণ সামান্য নর্তকী।

তাই নৃত্য-মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুঃখিনী মালবিকার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। গুরুর আদেশে রাজার সম্মুখে নৃত্য-গীত করিতে হইবে, গুরুর মুখ রক্ষা করিতে হইবে,—কর্তব্যের অমুরোধে, পারিয়া উঠুক না উঠুক, সমস্তই তাহাকে করিতে হইবে। বাহিরের “কর্তব্য”—লৌকিক “কর্তব্য” অপেক্ষা আজ তাহার ভিতরের “কর্তব্য”—হৃদয়ের অতি নিগূঢ় অলৌকিক “কর্তব্য” অতি কঠোর—অতি ভয়ঙ্কর। আজ যদি সে যথার্থ আত্ম-পরিচয় দিতে পারে, সে যে কি অপারিধি বস্ত, বিধাতা তাহাকে যে কত স্নহকুমার সম্পদে সম্পন্ন করিয়াছেন,—তাহার সামান্য ভগ্নাংশমাত্রও রাজসমক্ষে প্রচার করিতে সমর্থ হয়, তবে হয় ত বা তাহার সেই ছিন্ন আশালতা, তাহার পিতা ও ভ্রাতার,—তাহার পিতৃ-সচিব স্মৃতির ও সচিব-সোদরা কৌশিকীর সেই ছিন্ন আশালতা আবার অকুরিত, মূলিত, পুষ্পিত হইলেও হইতে পারে।

নৃত্য-মঞ্চে প্রবেশের পদ্ধতিও অপূর্ণ। অগ্রে মালবিকা, আর তাহার পশ্চাতে আচার্য্য গণদাস। সম্মুখে রাজাসনে অগ্নিমিত্র, তাঁহার বামপার্শ্বে রাণী ধারিণী, আর দক্ষিণদিকে পরিব্রাজিকা ও বিদূষক! বালিকা মালবিকা সভর-হৃদয়ে দাঁড়াইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস কি অল্পপয় কৌশলে, রাজা ও মালবিকা—উভয়কে উভয়ের সম্মুখীন করিলেন।

মালবিকা বহুপূর্বে হইতেই অগ্নিমিত্রের নাম শুনিয়াছে, অগ্নিমিত্রের সহিত তাহার পরিচয়ের যে প্রত্যাশা হইয়াছিল,

তাহাও শুনিয়াছিল। মনে-মনে, অগ্নিমিত্রের কত অনন্ত-রূপের কল্পনা করিয়াছিল। মালবিকা হিন্দু-ধর্মের কন্যা, বিদর্ভের সর্বপ্রধান হিন্দু-রাজার কন্যা, তাহার অন্তঃকরণ যে দিন জানিয়াছিল যে, বিদিশাপতি অগ্নিমিত্র তাহার সঙ্কল্পিত আশ্রয়, তদবধি তাহার হৃদয় অগ্নিমিত্রের ধ্যানেই মগ্ন। ঘটনাচক্রে রাজার কন্যা পথের ভিখারিণী হইয়া সেই অগ্নিমিত্রেরই সংসারে আসিয়াছে, অন্তঃপুরের কত আলোখে তাঁহার প্রতি-কৃতি দেখিয়াছে, পূর্বে, বিদর্ভের রাজ-সংসারে, পিতার মূখে, পুত্রস্বীদের মূখে যে অগ্নিমিত্রের বত স্মৃতি—কত প্রশংসার আলোচনা কান উঁচু করিয়া কুমারী মালবিকা শুনিত, সেই অগ্নিমিত্রের সংসারে এখনও তাঁহার কত অবদানের, কত রূপের প্রশংসা প্রভৃতি শুনিয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত সেই চির-পারিধি দেবতার বাস্তবমুষ্টি-সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটে নাই, আজ দৈবের ক্রপায় সে সুযোগ উপস্থিত, তাঁহারই সম্মুখে দুঃখিনী মালবিকা দাঁড়াইয়া। না না, তাঁহারই সম্মুখে নৃত্য-গীত করিতে আহুত। তাই রাজকুমারী লজ্জায় এবং কুমারী-স্মৃতি ভয়ে আকুল। ইহার উপর আবার, রাজার যিনি প্রধান মহিষী, মালবিকা ইহার পরিচারিকা, সেই দেবী ধারিণীর সম্মুখে, পরিব্রাজিকার ও বিদূষকের সম্মুখে আজ নৃত্য-গীত করিতে হইবে। এত দিন মনে-মনে ইহার গান অভ্যাস করিয়াছে, আজ তাঁহারই সম্মুখে গাহিতে হইবে। স্তবরাং মালবিকার হৃদয়ের অবস্থা যে কীদৃশী, তাহা সহজেই অনুমেয়। আজ নৃত্য-গীত করিতে হইবে বলিয়া মালবিকা যত-না আকুল, তাহার মনের মধ্যে যে মন, তাহার মধ্যে যে কথা লুক্কায়িত, পাছে সেই কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, আর কেহ তাহা জানিতে পারে, তিনি—সেই আরাধ্য দেবতা পাছে ঘৃণাক্ষরেও তাহার বিন্দুবিসর্গ বৃষ্টিতে পারেন,—এই ভাবনায় মালবিকা ততোধিক আকুল। তাই সে সতয়ে ও সলজ্জভাবে পুঙ্খলিকাৎ স্থির হইয়া নৃত্য-মঞ্চে দাঁড়াইয়া ; প্রেমিক কবি,—সামান্য একটি কথায় “বৎসে! কিসের ভয়? স্থির হইয়া দাঁড়াও, আত্মবিশ্বস্ত হইও না মা!”—এই বাক্যের দ্বারা কি গভীর, কি স্নহর ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন।

আর এ দিকে রাজা,—পটে বাহার প্রতিকৃতি দর্শন-মাত্রেরই, আর শিশু “বসুলস্বামী”র মূখে মালবিকা এই

শ্যামলি শ্রবণমাত্রেরেই পাগল হইয়াছিলেন, একবারমাত্র যাহার দর্শন-লাভের জন্ত, বিদুষকের দ্বারা এত কাণ্ড করাই-
য়াছেন, সেই লাবণ্য-ভরদ্বীপী প্রাতিমা,—চিত্রে যাহার কাস্তুর
ছায়ামাত্র দেখিয়াছিলেন, সেই অমরী মূর্তি সশরীরে তাঁহারই
পুরোভাগে উপস্থিত। রাজা—অতৃপ্ত-নেত্রে তাহাকে
দেখিতেছেন। অনিমেঘ নয়নে দেখিবার সাধ্য নাই,
মহারাজীর সমক্ষে রাজার অত হুঃসাহস হয় না,
কোন পুরুষসিংহেরই বা হয়? তাই রাজা দেখিতেছেন,
অথচ না দেখার ভান করিতেছেন। মালবিকার রক্তমঞ্চে
প্রবেশমাত্রেরেই রাজা এক নিমেষে, ঝটতি তাহার আপাদ-
নস্তক দেখিয়া লইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, পূর্বে
ইহার যে চিত্র-দর্শন করিয়াছিলেন, সে চিত্রের যিনি
ভাস্কর, চিত্রবিদ্যায় তাঁহার কোনই নৈপুণ্য নাই। রাজার
এত সাধের এত আগ্রহের মালবিকা যে কে, কাহার কহা,
যে অবরুদ্ধ মাধবসেনের মূর্তির জন্ত বিদর্ভের অধুনাতন রাজার
বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্যোগ হইতেছে, মালবিকা সেই মাধব-
সেনের কে হয়, ইত্যাদি কোন সংবাদই রাজা জানিতেন না;
জানিলে চমৎকারিতার হানি ঘটিত। এই প্রথম সন্দর্শন,
এই “ক’নে দেখা” এত সুন্দর হইত না।

কালিদাস এই স্থলে, এক নতুন প্রণালীতে পাত্র-
প্রবেশ করাইয়াছেন। প্রথমে মালবিকা নর্তকীর বেশে রক্ত-
মঞ্চে আসিল, আসিয়াই সম্মুখে রাজা ধারিণী প্রভৃতিকে
দেখিয়া ভয়ে লজ্জায় যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণেই
আবার আচাধ্যের কথায় নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়া,
যেন একটু দৃঢ়তার সহিত, যেষ-দর্শনে উন্নত-কণ্ঠা ময়ুরীর
স্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। পিপাসু অগ্নিমিত্র একটি একটি করিয়া
মালবিকার সেই ভাবান্তর দেখিতে লাগিলেন। তরঙ্গের পর
তরঙ্গ, তাহার উপর আবার যেমন তরঙ্গ আসে, তরঙ্গ
সেই সময়ে ক্ষণে ক্ষণে, মালবিকার সৌন্দর্যের উপর সৌন্দর্য,
তাহার উপর যে সৌন্দর্যের তরঙ্গ আসিতেছিল, তাহাতে
অগ্নিমিত্র ভাসিয়া গেলেন।

কিয়ৎকালের জন্ত সকলেই নীরব। আচাধ্যের
আদেশমতে মালবিকা ব্রতের সহিত গান আরম্ভ করিল
—(এই অঙ্কের “১৩” সঙ্খ্যাক বঙ্গার্থ দ্রষ্টব্য।) যে স্থানে যে
রসের অভিব্যক্তি হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ করিয়া,

অথবা তদপেক্ষাও অধিকতর রসাব্যক্তি করিয়া, মাল-
বিকা প্রকৃতিদত্ত সুমধুর বর্ণে গানটি আদায় করিয়া দিল।
চিত্রোপিতবৎ, অরবিন্দ-নিবন্ধি ভ্রমরপঙ্কজবৎ নিঃসন্দর্ভাবে
সকলে তাহার গান শুনিলেন, ও হৃতাশ্রুগত অভিন্ন দর্শন
করিলেন। গানের এমনই পদ-বিত্যাস যে, ইহার প্রথম
চরণে গায়িকার হৃদয়ের বৈরাগ্য, বাহিতলাভে নৈরাশ্র,
দ্বিতীয়ে আবার উৎসুক্য, যাহাকে পাইব না, তাহাবেই—
সেই “দুর্লভ”কেই পাইবার জন্ত আকাঙ্ক্ষা; তৃতীয়ে
সঙ্কল্প, এত দিন যাহার আশাপথ চাহিয়া আছি, আজ
তাহাকে পাইয়াছি, কি করিলে তাহার সহিত মিলিতে
পারিব, কি করিলে সেই চিরপ্রাণিতের দাসী হইতে
পারিব, এই বাসনা; আর চতুর্থ-চরণে আত্ম-সমর্পণ,
তাঁহারই চরণে, সেই দেবতার চরণে আত্মোৎসর্গ,—আমি
পরাদীন, রাজার নন্দিনী হইয়াও পরিচারিকা, নিজের উপর
আমার কোনই কর্তৃত্ব নাই, যাহাকে চিরকাল অনিমেঘ-
নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেও তৃপ্তি জন্মে না, সেই অতৃপ্ত-
দর্শন “প্রিয়” তুমি আজ সম্মুখে, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া—
আশা মিটাইয়া দেখিবার সামর্থ্য নাই, কি করিয়া তোমাকে
দেখিব? পরাদীন আমি, তোমার দাসী-পদ-কাজ্ঞা লী
আমি—এইটুকু মনে রাখিতে ভুলিও না,—এইপ্রকার
আত্ম-সমর্পণ। গানের চরণচতুষ্টয়ে, এইভাবে, যথাক্রমে,
বৈরাগ্য, উৎসুক্য, সংকল্প ও আত্ম-সমর্পণ—এই চারটি
ভাব সুপরিচ্ছিন্ন।

গান সমাপ্ত হইলেই মালবিকা গমনোচ্ছত হইল।
তাহার দেহটা বুকটা যেন হালকা বোধ হইল। সে মনের
কথাগুলি বাহির করিয়া দিয়াছে। তাই হৃদয়ের একটা
গুরুতর ভার যেন কমিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্ত একটা
প্রসাদের আভাস তাহার মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু
পরক্ষণেই আবার যেন দেখা দিল। ঈহার কাছে হৃদয়ের
কবচ খুলিয়াছি, তিনি সে দিকে চাহিলেন কি না,
কাজটা সম্ভব হইল কি না, যাহা করিয়া ফেলিয়াছি,
শতচেষ্টাতেও আর যাহা ফিরিবে না, সে কার্যেব পশিলামই
না কিরূপ দাঁড়াইবে, গান ও আরও অনেক জানিতাম, তবে
এ গানটাই বা যেন গাইলাম, যেন এমন হুঃসাহসে প্রবৃত্ত

হইলাম,—ইত্যাদি কত কি চিন্তায় মালবিকার বেদনা-শীর্ণ হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। চিত্তে একটা বিষম আন্দোলন।

। মালবিকা সেই আন্দোলিত ও সংশয়-ভয়াবৃত্ত হৃদয়ে প্রস্থানোন্মুখী হইল। আর দাঁড়াইয়া লাভই বা কি? যাহা বলিবার, যাহাকে বলিবার, তাহাকে তাহা বলা হইয়াছে। তাই মালবিকা ধীরে ধীরে চরণ উত্তোলন করিল। রাজা দেখিয়াছেন,—প্রথমে,—অতি প্রথমে সেই ছবিতে দেখিয়াছিলেন, তার পর নৃত্যক্ষেত্রে প্রবেশ-সময়ে একবার মালবিকার শাস্ত্রমূর্তি দেখিয়াছেন, তার পর সঙ্গীতকালে তাহার নৈরাশ্র-ময়ী, উৎকণ্ঠাময়ী, সঙ্কল্পময়ী মুখচ্ছবি দেখিয়াছেন। তার পর, “আমি তোমার দাসী-পদ-কাজ্জিকী” বলিয়া মালবিকা যখন তাহার আশ্বোৎসর্গরূপ মহাত্মের উদ্‌যাপন করে, তখনকার সেই প্রসাদ-চর্চিত কাতর মুখচ্ছবিও রাজা দেখিয়াছেন, এ সমস্তই মালবিকার বিষাদময়ী মুখচ্ছবি। কিন্তু রাজা সে মুখের হাস্য দেখেন নাই। সে শারদগগনে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ দর্শন করেন নাই। বিষাদে যে সে মুখ কত সুন্দর, তাহা রাজা দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু মৃদ-মন্দ হাস্যে যে আবার সে মুখ কত সুন্দরতর, তাহা বিদিশা-নাথ দেখেন নাই। তাই কবি, এবার রাজাকে সেই সৌন্দর্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।—যেমন মালবিকা গমনোদ্গত হইল, অমনি রাজ-বয়স্ক ধৃত্ত ব্রাহ্মণ বিদূষক গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল, “যেও না, দাঁড়াও, তোমার একটা বিষম ভুল হইয়াছে।” আচার্য্য গণদাস অমনি বলিলেন, “বৎসে! একটু দাঁড়াও, এখনও পরীক্ষার শেষ হয় নাই, আগে উত্তীর্ণ হও, পরে গমন করিও।” মালবিকা নিবৃত্ত হইল এবং চকিত-হৃদয়ে ও চকিত-নয়নে পাবাণ-প্রতিমার মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যখন রজমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করে, তখন মালবিকা আর একবার এমনই নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াছিল। আবার এখনও দাঁড়াইল। মালবিকার স্থির হইয়া দাঁড়ানো দুইবারই একরকম বটে, কিন্তু মালবিকা একরকম নহে। পূর্বের মালবিকা,—সেই প্রথম প্রবেশকালের মালবিকা, যখন প্রবেশ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু একটি কথাও বলে নাই, বা হৃদয়ের একটি তপ্ত নিশ্বাসও বাহির হইতে দেয় নাই,—তখনকার মালবিকা, আর এখনকার মালবিকা,—এতদিন নির্জনে বলিয়া যাহার উদ্দেশে যে গান রচনা করিয়াছে,

আজ তাহারই সম্মুখে সেই গান নিজে গাহিয়াছে, যেন মধ্যে যাহা গুপ্ত ছিল, জগতের কেহই জানিত না, আজ সেই চির-সঞ্চিত, চির-নিগূঢ় বাসনা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং এখনকার মালবিকা—এতদুভয়ে প্রভেদ অনেক। নববসন্ত-সমাগমে, সম্ভাবিত-মুকুলা লতিকা আর পরিণত বসন্তের বিকসিত-কুসুমা লতিকায় যেমন প্রভেদ, পূর্বের মালবিকা আর এখনকার মালবিকায় তেমনই প্রভেদ। সৌন্দর্য্য-দর্শন-পটু কালিদাস মানব-হৃদয়ের সমস্ত স্তরগুলি যেন দিব্য-নয়নে দেখিতে পাইতেন। তাই, মালবিকার মৃদু-হৃদয়ের স্তরনিচয় একটি একটি করিয়া খুলিয়া খুলিয়া রাজাকে দেখাইতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন, একবার ছবিতে, তার পর প্রবেশকালে, তার পর নৃত্য-কালে আবার দেখিয়াছেন, এখন আবার দেখিলেন। কিন্তু আনতমুখী মালবিকার এইবারকার সৌন্দর্য্যে, অগ্নিমিত্রের যেটুকু “অগ্নি-মিত্রত্ব” অবশিষ্ট ছিল, তাহা অন্তলম্পর্শ মালবিকা-সাগরে ডুবিয়া গেল। রাজার পাখবর্ত্তিনী ধারিণীর ইহা আদৌ ভাল লাগিল না। পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তবে আবার মালবিকা দাঁড়াইয়া কেন? তাই তিনি গণদাসকে কহিলেন,—“মালবিকাকে পাঠাইয়া দিন।” গণদাস রাজী হইলেন না। “কি ক্রটি হইয়াছে,” তাহা বার বার বিদূষককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিদূষক অমনি গুরুগম্ভীরমুখে বলিল—“প্রথম নৃত্য-গীতের পূর্বে ব্রাহ্মণকে ভোজ্যাদি দান করিতে হয়।” তাহার এই উক্তিতে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। পুরোবর্ত্তিনী মালবিকার মুখেও মন্দ মন্দ হাসির রেখা ফুটিল, রাজা দেখিলেন। বিদূষকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। “আয়তাকী” যুবতী মালবিকার সেই “কিঞ্চি-দভিযাক্ত-দর্শন-শোভিত” “অসমগ্র-লক্ষ্য-কেশর” “উচ্ছৃঙ্খিত-পঙ্কজবৎ” সুন্দর মুখখানি প্রোচা ধারিণীর হৃদয়েখর দেখিতে লাগিলেন। এইবার মালবিকার আর এক নূতন রূপ! এ রূপ পূর্বের রাজার দেখা ঘটে নাই। কবি কালিদাস, হাসির রেখা মাত্র দেখাইয়া ছাড়িবার পাত্র নন। মালবিকাকে হাসাইতে হইবে। তাই বিদূষক আবার জ্বল কহি দিল। যেমন পরিব্রাজিকা বলিলেন—“সুন্দর অভিনয় হইয়াছে,” অমনি বিদূষক কহিল—“তবে কিছু পারিতোষ দেওয়া কর্তব্য”—বলিয়াই রাজার হাততর বালা ধরি

নাট্যনি করিতে লাগিল। ধারিণী তাড়া দিয়া কহিলেন, “হঠাৎ কি অশ্রু বাল্য দিবে?” অমনি বিদূষক জবাব দিল,—“যেহেতু বালাগাছটি পরের, নিজের হইলে কি আর দিতাম?” এবার আর মালবিকা হাসি চাপিতে পারিল না। পূর্বে যে স্বর্ণকমলে সামান্য মন্দহাস্তের অরুণোদয়ের একটু রেখাপাতমাত্র হইয়াছিল, এক্ষণে মালবিকার সেই মুখকমল যেন সৌরকরজালবৎ হাশুচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাজার যেটুকু বা দেখা বাকি ছিল, তাহা এবার পরিপূর্ণ হইল। দেবীর ভাল লাগিল না। তিনি তখন বিদিশার অধীশ্বরীর কণ্ঠে কহিলেন, “গণদাস! এখনও কি পরীক্ষা শেষ হয় নাই?”—কোনো উত্তর না দিয়া তীক্ষ্ণবী গণদাস শিষ্যা সহ চলিয়া গেলেন। বিদূষকও রাজার কানে কানে কহিল, “সখে! যতটুকু সাধ্য, করিলাম, এখন তোমার ভাগ্য।”

কালিদাস যে কি অপূর্ব কৌশলে এই ঘটনারাশির উপস্থাপন ও সামঞ্জস্যবিশদ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে, ভাবিলে, অবাক হইতে হয়। একমাত্র অভিজ্ঞান-শব্দস্থল বাদে, সংস্কৃতসাহিত্যের আর কোনো নাটক এতটা জমে নাই। আর শব্দস্থলা বা অশ্রু কোনো নাটকে এমন সূচত্বর বিদূষক দেখা যায় না। লোকটা যেন “দৃষ্টবুদ্ধি” ষারাই গঠিত।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

ভূতীয়োৎসবঃ

(ততঃ প্রবিশতি পরিব্রাজিকায়াঃ পরিচারিকা সমাহিতিকা)

সমা ।— আগন্তুকি ভাবদৌএ । সমাহিদিএ । দেবীএ উবাগ্নথং বীঅপূরঅং গেণ্‌হিঅ
আঅচ্ছত্তি । তা জাব পমদবণপালিঅং মহ্‌অরিঅং অগ্লেসামি । (পরিব্রজ্যাকলোক্য
চ) এসা তবগীআসোঅং আলোঅন্তী মহ্‌অরিআ চিট্ঠদি, জাব ণং সংভাবেমি । ॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতুচ্ছানপালিকা)

সমা ।— (উপসৃত্য) মহ্‌অরিএ । অবি স্তহো দে উজ্জাণব্বাবারো ? ॥ ২ ॥
মধু ।— অম্মো সমাহিদিআ ? সহি । সাগদং মে । ॥ ৩ ॥
সমা ।— হল্য ভাবদৌ আগবেদি । অরিত্তপাণিণা অন্ধারিসজ্জণেণ তন্তহোদী দেক্‌খিদব্বা, তা
বীঅপূরএণ পেক্‌খিছু ইচ্ছামিত্তি । ॥ ৪ ॥
মধু ।— ণং সল্লিহিদং ছেব বীঅপূরঅং । কহেহি অগ্গোপসংঘসুসিদ্ধাণং গট্টাআরিঅণম্
উবদেসং দেক্‌খিঅ কদরো ভাবদৌএ পসংসিদো । ॥ ৫ ॥
সমা ।— ছবে বি কিল আঅমিণা পআঅণিউণে অ । কিংছু সিসুসা-গুণবিসেসেণ মালবিআএ
উবদেসো পসংসিদো । ॥ ৫-ক ॥

প্রাকৃতাবুদ — আজ্ঞাপয়সি ভগবত্যা । সমা-
হিতিকে ! দেব্যা উপায়নার্থং বীজপূরকং গৃহীত্বা আগচ্ছতি ।
তৎ যাবৎ প্রমোদবনপালিকাং মধুকরিকামবিশ্যামি । এষা
তপনীয়াশোকমবলোকয়ন্তী মধুকরিকা তিষ্ঠতি । ব্যবদেনাং
সম্ভাবয়ামি ॥ ১ ॥

মধুরিকে ! অপি স্তুত্বো উচ্ছানব্যাপারঃ ? ॥ ২ ॥

অহো সমাহিতিকা ! সখি ! স্বাগতং তে ? ৩ ॥

হল্য, ভগবতী আজ্ঞাপয়তি । অরিত্তপাণিণা অন্ধাদৃশ-
জনেন তত্রতবতী দ্রষ্টব্য্য । তৎ বীজপূরকেণ প্রেক্ষিতুমিচ্ছা-
য়ীতি ॥ ৪ ॥

নম্‌ সন্নিহিতমেব বীজপূরকম্ । কথয় অগ্গোপসংঘব-
িত্তোনাট্যাচার্য্যরূপদেশং দৃষ্ট্বা । কতরো ভগবত্যা
প্রশংসিতঃ ? ৫ ॥

হাবপি কিল আগমিনৌ প্রয়োগনিপুণৌ চ । কিন্তু
শিষ্যাগুণবিশেষেণ মালবিকায়্য উপদেশঃ প্রশংসিতঃ ॥ ৫-ক ॥

বজ্রার্থ ।— (পরিব্রাজিকার পরিচারিকা সমাহিতিকার প্রবেশ)
সমাহিতিকা ।—ভগবতী আজ্ঞা করিয়াছেন,—“সমাহিতিকে !
দেবীকে উপচৌকন দিবার জন্য একটি ভাল দাড়ি-ফল

লইয়া এস ।” তাই আমি প্রমদ-বন-পালিকা মধুকরি-
কাকে খুঁজিতেছি । (একটু এগিয়ে দেখেই) এই যে
রক্ত অশোক বৃক্ষের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মধুকরিকা
দাঁড়াইয়া । যাই,—আলাপ করি গিয়া ॥ ১ ॥

(উচ্ছানপালিকার প্রবেশ)

সমা ।—মধুকরিকে ! তোর বাগানের খবর ভাল ন্ত ? ২ ॥

মধুকরিকা ।—বাঃ ! সমাহিতিকা ! সখি ! ভাল আছি ত ?
আমি ৩ ॥

সমা ।—ওলো, ভগবতী আদেশ করিয়াছেন, “রক্ত হস্তে
আমাদের মত লোকের মহারাণীকে দেখিতে নাই, তাই,
একটা দাড়ি-ফল লইয়া সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি,—
তাই আমি আসিয়াছি ॥ ৪ ॥

মধু ।—তা’র আর ভাবনা কি ? নিকটেই দাড়ি-ফল আছে
এখন বল দেখি,—পরম্পর বিবদমান নাট্যাচার্য্যের
উপদেশ দেখিয়া ভগবতী কা’র প্রশংসা করিলেন ? ৫ ॥

সমা । উভয় আচার্য্যই শাস্ত্রজ্ঞ এবং প্রয়োগ-নিপুণ, কি
শিষ্যের গুণ হিসাবে মালবিকাই প্রশংসিত হইয়াছে ॥ ৫-ক ॥

- মধু।— অহ মালবিআগঅং কৌলীণং কিং সুগীঅদি । ৬ ॥
- সমা।— বাহং কিল তস্জিং সাহিলাসো ভট্টা । কেবলং দেবীএ ধারিনীএ চিৎতং রক্ষন্তো
অন্তণো পহন্তণং গ দংসেতি । মালবিআবি ইমেন্সু দিঅসেন্সু অণুহুদমুত্তা বিঅ
মালদীমালা মিলঅমাণা লক্ষ্মীঅদি । অদো বরং গ জাণে । বিসজ্জেহি মং ॥ ৭ ॥
- মধু।— এদং সাহাবলসি বীজপূরঅং গেণহ । ৮ ॥
- সমা।— (নাটোন গৃহীত্বা) । হলা তুমং বি ইদো পেসলতরং সাহুজ্ঞপসুসুসাএ ফলং
পাবেহি । (ইতি প্রস্থিতা) । ৯ ॥
- মধু।— সহি । সমং জ্জেব গচ্ছস্ব । অহং বি ইমস্স চিরাঅমান কুসুমোগ্গমস্স তবগী-
আসোঅস্স দোহলনিমিত্তং দেবীএ গিবেদেমি । ১০ ॥
- সমা।— জুজ্জদি অহিআরো কথু তুহ । [ইতি নিম্ ক্রান্তে ১১ ॥
(প্রবেশকঃ) ততঃ প্রবিশতি কাময়মানাবস্থা রাজা বিদূষকশ্চ)
- রাজা।—(আশ্বানং বিলোকা)—শরীরং ক্রামং শ্রাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে
ভবং সাস্রং চক্ষুঃ ক্রণমপি ন সা দৃশ্যত ইতি ।
তয়া সারজাক্ষা স্বমসি ন কদাচিদ্বিরহিতং
প্রসক্তে নির্বাণে হৃদয় ! পরিতাপং ব্রজাস কিম্ ॥ ১২ ॥

প্রাকৃতাবুদ।—অথ মালবিাগতং কৌলীনং

কিং শ্রম্যতে ? ৬ ॥

বাচং কিল তস্তাং সাভিলাষো ভট্টা । কেবলং দেব্যা
ধারিণ্যাশ্চিৎতং রক্ষয়িত্বাঃ প্রভুত্বং ন দর্শয়তি । মালবিগাপি
এষ দিবসেন্সু অমুভূতমুক্তেব মালতীমালা স্নানা লক্ষ্যতে ।
অতঃপরং ন জানে । বিসজ্জ মাম্ ॥ ৭ ॥

এতং সাহাবলসি বীজপূরকং গৃহাণ ॥ ৮ ॥

হলা ! স্বমপি ইতঃ পেশলতরং সাধুজনস্তজ্জবয়া ফলং
প্রাপুহি ॥ ৯ ॥

সহি । সমমেব গচ্ছাবঃ । অহমপ্যস্ত চিরায়মাণ-কুসুমোদগ-
মস্ত তপনীয়াশোকস্ত দোহদনিমিত্তং দেব্যা গিবেদয়ামি ॥ ১০ ॥

হৃদ্যতে । অধিকারঃ খলু তব ॥ ১১ ॥

ব্রজার্থ ।—মধু।—আচ্ছা, মালবিকা সম্বন্ধে যে কথা
রটিয়াছে, তার কিছু কি শুনেছিস ? ৬ ॥

সমা।—তাহার উপর ভট্টার বড়ই টান । শুধু দেবী ধারিণীর
হৃদয়ে পাছে আঘাত লাগে, তান পাছে চটোন, তাই
মহারাজ বেশী কিছু করিতে পারিতেছেন না । মালবিকাও
এই ক'দিনের মধ্যে, গলায় পরিয়া, পরে কেলিয়া দেওয়া
মালতী-মালায় মত যেন কেমন শুকিয়ে স্নান হয়ে গেছে !
এর বেশী আর কিছুই জানি না । এখন যাই তাই ॥ ৭ ॥

মধু।—এই যে এই শাখায় লিখিত বীজপূরকটি নিয়ে যা ॥ ৮ ॥

সমা। (গ্রহণের অভিনয় করিয়া) সহি ! তুইও এই ফলের
দ্বারা সাধুব্যক্তির শুভকার ফল প্রাপ্ত হইবি ॥ ৯ ॥ [প্রস্থান ।

মধু।—সহি ! একটু দাঁড়া । দুইজনে একসঙ্গেই যাচ্ছি ।
এই ব্রজাশোকতরতে ঠিক সময়ে ফুল ফুটেছে না । তাই
আমিও দেবীর কাছে গিয়া, ইহাকে “দোহদ” দিবার
কথা বলিব ॥ ১০ ॥

সমা।—বলা উচিতই বটে । এ যে তোরাই বাগানের
ব্যাপার ॥ ১১ ॥

[নিষ্ক্রান্ত । (প্রবেশক ।)

(অপূর্ণ-কামাকাজ্জ কুশ-কায় রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(নিজের দিকে চেয়ে) হায় ! প্রিয়তমা মালবিকার
একটিবারও স্বপ্ন-সুখ-ভাভ বারিতে না পারায় দিন দিন
দেহ লীর্ণ, ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে । এক নিমিষের জন্য
আর একবার তাহাকে দোহাতে না পারিয়া নয়ন সর্কদাই
সজল । হৃদয় ! সেই হরিণাক্ষী ত সব সময়ের ভৃত্যই
তোকে জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে, সর্কদাই ত তোর মধ্যে
রহিয়াছে, স্তবরাং তোর স্নেহের পথে ত বাধা পড়ে নাই,
তবে তুই এত পরিতপ্ত হইতেছিস কেন ? ১২ ॥

বিদু।—

অলং ভবনো ধীরদং উজ্জ্বলিত পরিদেবিতেন। দৃষ্টা মএ মালবিআএ পিঅসহী
বউলাবলিআ, সুণাবিদো অঅং অথো জো ভবদা সংদিটো।

॥ ১৩ ॥

রাজা।—

ততঃ বিমুক্তবতী ?

॥ ১৪ ॥

বিদু।—

বিগ্গবেহি ভট্টারঅম্। অণুগিহীদক্ষি ইমিণা নিঅোএণ। কিং তু সা তবস্‌সিনী দেবীএ
অহিঅঅরং রক্খাঅমাণা ণাঅ-রক্খিদো বিঅ গিহী ণ সুহং সমাদাদইদব্বা।
তহবি জতিস্‌সং।

॥ ১৫ ॥

রাজা।—

ভগবন্! সঙ্কল্পযোনে! প্রতিবন্ধংস্বপি বিষয়েষভিনিবেশ্য তথা প্রহরসি যথা
জনোহয়ং ন কালাস্তুরক্ষমো ভবতি। (সবিস্ময়ম্)।

ক রাজা হৃদয়প্রমাথিনী ক চ তে বিশ্বসনীয়মায়ুধম্ ?

যুহু তীক্ষ্ণতরং যত্নচ্যুতে তদিদং মম্মথ! দৃশ্যতে স্ববি ॥

॥ ১৬ ॥

বিদু

ণং ভগামি, তস্মিন্ সাহণিজ্জে কিদো উবক্খেঅো। তা পজ্জবথাবেহু ভবং অত্তাণং ॥ ১৭ ॥

রাজা

অথেমং দিবসশেষম্ উচিতব্যাপারবিমুখেন চেতসা ক যাপয়ামি।

॥ ১৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অলং ভবতা ধীরতাম্

উজ্জ্বলিতা পরিদেবিতেন। দৃষ্টা ময়া মালবিকায়াঃ প্রিয়-
সহী বকুলাবলিকা। আবিতোহয়মর্থঃ, যো ভবতঃ
সন্ধিষ্টঃ ॥ ১৩ ॥

বিজ্ঞাপয় ভট্টারকম্। অল্পগৃহীতান্মি অনেন নিয়োগেন।
কিন্তু সা তপস্বিনী দেব্যা অধিকতরং রক্ষ্যমাণা
নাগরক্ষিত ইব নিধিঃ ন সুখং সমাসাদয়িতব্য। তথাপি
যতিব্যে ॥ ১৫ ॥

নহু ভগামি, তস্মিন্ সাধনীয়ে কৃতঃ উপক্ষেপঃ। তৎ
পর্যবস্থাপ্যতু ভবানাত্মনম্ ॥ ১৭ ॥

বজ্রার্থ।—বিদু।—সখে! ধৈর্য্য ধারণ কর! বৃথা পরিতাপে
আর ফল কি? মালবিকার প্রিয়সহী বকুলাবলিকার
সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তুমি যাহা
বলিয়াছিলে, তাহাও তাহাকে বলিয়াছি ॥ ১৩ ॥

রাজা।—তাতে বকুলাবলিকা কি বলিলে? ১৪ ॥

বিদু।—বলিলে, মহারাজকে বলিও—এই কাজের ভার
দেওয়ার আমি অল্পগৃহীত হইলাম। কিন্তু সেই দুঃখিনী
মালবিকাকে আজ-কাল দেবী এতই সতর্কতার সহিত
রাখিতেছেন যে, নাগরক্ষিত নিধির দ্বায় অনায়াসে

তাহাকে পাওয়া কঠিন। তবুও আমার যত্নের ফল
হবে না ॥ ১৫ ॥

রাজা।—মনোভব! তোমার কি অমোঘ শক্তি! নানা বাধা-
বিপত্তি-সঙ্কল বিষয়ে আসক্তি জন্মাইয়া শেষে এমনই
আঘাত করিতেছে যে, এই হতভাগ্য অগ্নিমিত্র আর
যুহুও অপেক্ষা করিতে অসমর্থ। কি আশ্চর্য্য!

কন্দর্প! কোমলতার সহিত কঠিনতার সমাবেশ
বলিয়া যে কথা শোনা যায়, দেখিতেছি, তাহা তোমাতেই
সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। না হইলে,—কোথায় তোমার
অরবিন্দ, শিরীষ, মল্লিকা প্রভৃতি সুকোমল অশ্বাবলী, আর
কোথায়ই বা সেই অস্বাহত আমার হৃদয়ের এই অসহ
বেদনা! অত কোমল অস্ত্রের আঘাত কি এত কঠিন?
কি অভূত কাণ্ড! ১৬ ॥

বিদু।—আমি ত বলিয়াছি যে, সেই অবশ্য-সম্পাদনীয়
ব্যাপারে আমি কার্যের স্ত্রপাত করিয়া দিয়াছি;
সুতরাং কিছু সময় আত্মাকে একটু স্থি-
রাখো ॥ ১৭ ॥

রাজা।—তা'ত হলো। এখন এই দিবাবসান-সময়টো কোথা-
গিয়া কাটাই বল ত? এ সময়ের যে সব কর্তব্য কার্য,—
হৃদয় ত আর সে সকল করিতে চায় না ॥ ১৮ ॥

- বিদু।— অজ্ঞ একব পটমাবদারসুহআনি রক্তকুরবআনি উবাঅণং পেসিঅ নবসস্তাবদারব-
দেসেণ ইরাবতীএ গিউণিআমুহেণ আচক্খিদো ভবং । ইচ্ছেমি অজ্ঞউত্তেন সহ
দোলাধিরোহণং অণুভবিজ্জং ত্তি । ভবদা বি পইল্লাদং । তা পমদবণং একব গচ্ছন্না ॥ ১৯ ॥
- রাজা।— ন ক্ষমমিদম্ । ॥ ২০ ॥
- বিদু।— কহং বিঅ ? ॥ ২১ ॥
- রাজা।— বয়স্তু ! নিসর্গনিপুণাঃ স্ত্রিয় । কথং মামস্তুসংক্রান্তহৃদয়মুপললয়ন্তমপি তে
সখী ন লক্ষয়িষ্যতি । অতঃ পশ্যামি ।
- উচিতঃ প্রণয়ো বরং বিহন্তুং বহবঃ খণ্ডনহেতবো হি দৃষ্টাঃ ।
উপচারবিধির্মনস্বিনীনাং ন তু পূর্বাব্যতিকোহপি ভাবশূন্যঃ ॥ ২২ ॥
- বিদু।— গারিহদি ভবং অস্তেউরট্টিদিং দক্খিণ্ণং একপদে পিট্ঠিদো কাছং । ॥ ২৩ ॥
- রাজা।— (বিচিস্ত্য) । তেন হি প্রমদবনমার্গমাদেশয় । ॥ ২৪ ॥
- বিদু।— ইদো ইদো ভবং । (উভৌ পরিক্রামতঃ) । ॥ ২৫ ॥
- বিদু।— গং এদং পমদবণং পবণবলচলাহিং পল্লবান্জুলীহিং তুঅরাবেদি বিঅ ভবন্তুং পবিসিহুং ॥ ২৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অথৈব প্রথমাবতার-মুভগানি

রক্তকুরবকাণি উপায়নং প্রেয্য নববসস্তাবতারব্যপদেশেন
ইরাবত্যা নিপুণিকামুখেন প্রার্থিতো ভবান্ । ইচ্ছামি আৰ্য্য-
পুত্রং সহ দোলাধিরোহণমহুভবিতুমিতি । ভবতাপি
প্রতিজ্ঞাতম্ । তৎ প্রমদ-বনমেব গচ্ছাবিঃ ১৯ ॥

কথমিব ? ৪১ ॥

নার্হতি ভবান্ অন্তঃপুরস্থিতং দাক্ষিণ্যম্ একপদে
পৃষ্টতঃ কৰ্ত্তুম্ ॥ ২০ ॥

ইত ইতো ভবান্ ॥ ২১ ॥

নহু এতৎ প্রমদবনং পবন-বল-চলাভিঃ পল্লবান্জুলীভিঃ
হয়য়তি ইব ভবন্তং প্রবেষ্টুম্ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মার্থ।—বিদু।—কেন ? দিনের শেষভাগ কাটাঠবার
ত ভাল স্থানই আছে, সেইখানে চল । আজই ছোটরাগী
ইরাবতী নববসস্তের প্রথম পদার্পণের ক্রীতি-উপহারচ্ছলে
সন্তঃপ্রস্তুতি কতকগুলি রক্তকুরবক-প্রস্থন তোমাকে
পাঠাইয়া নিপুণিকার মুখে তোমার নিকট প্রার্থনা
জানাইয়াছেন, “আৰ্য্যপুত্রের সঙ্গে দোলায় চড়িতে বড়
সাধ হইয়াছে ।” তুমিও ত তাঁহার প্রার্থনা-পুরণে
প্রতিশ্রুত হইয়াছ ! অতএব চল, প্রমদবনেই যাই ॥ ১৯ ॥

রাজা।—এটা ঠিক তার সময় নহে ॥ ২০ ॥

বিদু।—কেন ? ২১ ॥

রাজা।—বন্ধু ! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই চতুর । অপর
স্ত্রীলোকে আসক্ত আমার চিত্ত গোপন করিতে আমি বৃত্ত
চেষ্টাই করি না কেন,—তোমার সখী ইরাবতীর চোখ
এড়াইতে পারিব না । অতএব আমার মতে,—ইরাবতীর
অমুরোধ না শোনাই বরং ভালো ; কেন না—না শোনার
অনেক হেতু দেখানো যাইতে পারে ! কিন্তু প্রকৃত প্রীতি-
অমুরাগাদিশূন্য আদর-বৃত্ত পূর্বের চেয়ে অনেক অধিক
প্রদর্শিত হইলেও, যাহারা চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, তাহারা
অতি সহজেই সেই কৃত্রিম আদরবৃত্ত ধরিয়া ফেলে ॥ ২২ ॥

বিদু।—তাই বলিয়া তোমার অন্তঃপুরচারিণীদের উপর এই
যে এতকালের একটা অপক্ষপাত ভালোবাসা, সেটাও
হঠাৎ তুমি কোথাও ছুঁড়িয়া ফেলিতে পার না ॥ ২৩ ॥

রাজা।—(একটু ভাবিয়া) তবে প্রমদবনের পথটাই দেখাও,
যাওয়া যাক্ ॥ ২৪ ॥

বিদু।—এই দিকে, এই দিকে রাজন্ । ২৫ ॥

[উভয়েই চলিলেন ।

বিদু।—তাই, দেখ দেখ, এই প্রমদবন পবনচঞ্চল পল্লবরূপ
অঙ্জুলীদ্বারা, যেন তোমাকে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিবার
জন্য ইঙ্গিত করিতেছে । চল চুকি ॥ ২৬ ॥

রাজা :— (স্পর্শ রূপয়িত্ব) । অভিজাতঃ খলু বসন্তঃ, সখে ! পশু—
 উন্নতানাং প্রবণ-সুভগৈঃ কুজিতৈঃ কোকিলানাং
 সান্নিক্রোশং মনসিজরুজঃ সহতাং পৃচ্ছতেব ।
 অঙ্গে চূতপ্রসবসুরভির্দক্ষিণো মারুতো মে
 সান্নস্পর্শঃ করতল ইব ব্যাপ্তো মাধবেন ॥

॥ ২৭ ॥

৭৭।— পবিস গিব দি-লাহাঅ ।

॥ ২৮ ॥

(উভৌ প্রবিষতঃ)

বিদু :— অবহাণেণ দিট্টিং দেহি । এদং কথু ভবন্তং বিঅ বিলোহইতুকামাএ পমদবণলচ্ছীএ
 জুবদীবেসলজ্জাবইত্তঅং কুসুমণেবথং গহীদম্ ।

॥ ২৯ ॥

রাজা :— নহু বিস্ময়াদবলোকয়ামি—

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিশ্বাধরালক্তকঃ
 প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরুবকং শ্রামাবদাতারুণম্ ।
 আক্রান্তা তিলকক্রিয়াপি তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেকাজনৈঃ
 সাবজ্জিব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীমাধবৌ যোষিতাম্ ॥

॥ ৩০ ॥

[ইত্যাভ্যন্তরোক্তাঃ নিরূপয়তঃ ।

প্রাকৃতানুবাদ ।— প্রবেশ নিবৃত্ত-লাভায় ॥ ২৮ ॥

অবধানেন দৃষ্টং দেহি । এতৎ খলু ভবন্তমিব বিলো-
 ভয়িতুকাময়া প্রমদবন-লক্ষ্ম্যা যুবতীবেশলজ্জাপরিত্তকং কুসুম-
 নেপথ্যং গৃহীতম্ ॥ ২৯ ॥

বক্তার্থ ।— রাজা ।— (স্পর্শমুখাভব-পূর্বক) আহা !

কি মনোরম বসন্তকাল ! তাই ! দেখ দেখ,—বসন্ত,
 প্রমত্ত কোকিল-কুলের শ্রুতি-সুখকর কুজনের দ্বারা
 আমার যেন সদয়-হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, হ্রস্ব
 কন্দর্পের যে যাতনা, তাহা সহ করিতে পারিতেছি কি
 না ? রসালমঞ্জরীর সৌরভ-পূর্ণ মলয়-সমীরণ আমার
 সর্বদা লাগায়, মনে হইতেছে, যেন মাধব তাহার
 মুখস্পর্শ করতল আমার তাপিত অঙ্গে সঞ্চালিত
 করিতেছে ! ॥ ২৭ ॥

বিদু :— প্রবেশ কর, যদি বা জালা একটু জুড়ায় । ॥ ২৮ ॥

(উভয়ের প্রবেশ)

বিদু :— একবার মনোযোগের সহিত দেখ, প্রমদ-বনের

সৌন্দর্য-লক্ষ্মী আজ তোমাকে বিমোহিত করিবার জন্যই
 যেন কি সুন্দর কুসুমের সাজ-সজ্জায় বিভূষিত হই-
 য়াছে । সখে ! কোথায় লাগে ইহার নিকট যুবতীর
 যৌবনোজ্জ্বল বেশ-বিভাষ ! ॥ ২৯ ॥

রাজা ।— দেখছি, তাই ! অর্থাৎ হয়ে দেখছি,—বসন্তের
 সৌন্দর্য-লক্ষ্মী যেন অসংখ্য কামিনীদিগকে তাহাদের
 মুখের সাজ-সজ্জা বিষয়ে আজ কত লজ্জাই না দিচ্ছে ।
 ঐ দেখ,—রমণীরা বিশ্বাধরে যে অলক্তক (আলতা)
 পরিয়া থাকে, রক্তবর্ণের অশোককুসুম সেই অলক্তকে
 গরু খর্ব্ব করিয়াছে । শ্রাম, ষেত এবং অরুণবর্ণের
 কুরুবকসমূহে স্নানরীদিগের পত্রভঙ্গ-রচনার গৌরব-হানি
 ঘটয়াছে । আর তিলফুলের উপর প্রবর বসি
 ললাট-চিত্রিত তিলক-রচনাকে একেবারে মাটা ক
 দিয়াছে ॥ ৩০ ॥

(উভয়ে অভিনয়পূর্বক উত্তান-শোভা

দেখিতে লাগিলেন ।)

(ততঃ প্রবিষ্টা পর্য্যুৎসুকা মালবিকা)

মালবিকা—অবিল্লাদহিঅং ভট্টারঅং অহিলসন্তী অন্তণো বি দাব লঙ্ঘেমি। কুদো বিহবো সিগিদ্ধস্ সসীঅণস্ ইমং বৃত্তন্তং আচক্ষিৎসুং। এ আণে অগ্নিভিআরগুরুঅং বেদনং কেত্তিঅং কালং মদণো মং গইস্ সদিত্তি। (কতিচিৎপদানি গত্বা)। কহিং গু পথিদ্দম্মি? (বিচিস্ত্য)। আং, সন্দিটং দেবীএ—মালবিএ! গোদমচাবলাদো দোলা-পরিব্ভট্টাএ সৰুজো মহ চলণা। এ সঙ্কণোমি। তুমং দাব গত্বঅ তবণীআসোঅস্ স-দোহলং নিব্বটেহি। জই সো পঞ্চরত্তব্ভন্তরে কুসুমং দংসেদি তদো তুহ (ইত্যন্তরা নিশ্বস্ত্য) অহিলাস-পুরুইতিঅং পসাদং দাবইস্ সংত্তি। তা জাব গিআঅভুমিং পঢ়মং গদা হোমি। দাব অণুপদং মম চলণালংকারহথাএ বউলাবলিআএ আঅন্তব্বম্, তা দাব পরিদেবিস্ সং বীস্ সঙ্কং মুহুত্তঅং। (ইতি পরিক্রামতি ॥ ৩১ ॥

বিদূ।—(দৃষ্ট্য়া) বয়স্ত! এসাক্থু সীহপাণুকেজিঅস্ স মচ্ছণ্ডিআ উবণদা।

॥ ৩২ ॥

প্রাকৃতাবুদাহঃ—অবিজ্ঞাত-হৃদয়ং ভর্তারমতি-

দগন্তী আয়ানোহপি তাবং লঙ্ঘে। কুতো বিভবঃ স্নিগ্ধস্ত সখীজনস্ত ইমং বৃত্তান্তমাখ্যাতুম্। ন জানে, অপ্রতিকা-র-গুরুকং বেদনাং কিয়ন্তং কালং মদনো মাং নেব্যতীতি। কুত্র খলু প্রস্থিতাস্মি! আং আদিষ্টাস্মি দেব্যা,—“গীতমচাপলাদ দোলা-পরিব্রষ্টায়া সৰুজো মম চরণঃ। ন শঙ্কোমি। জং তাবদ্ গত্বা তপনীয়াশোকস্ত দোহনং নিব্বর্তয় ইতি। যত্সো পঞ্চরাত্রাত্মন্তরে কুসুমং দর্শয়তি, ততস্তভ্যমভিলাষ পূরয়িত্বকং প্রসাদং দাস্তামীতি”। তৎ যাবন্নিয়োগভূমিং গতা ভবামি। তাবদনুপদং মম চরণালঙ্কার-হন্তয়া বকুলাবলিকয়া আগন্তব্যম্, পরিদেবিষ্যামি তাবদ্ বিস্কং মুহূর্তকম্ ॥ ৩১ ॥

(দৃষ্ট্য়া) বয়স্ত! এবা খলু সীধূপানোষেজিতস্ত মৎস্ত-
শিক্কা উপনতা ॥ ৩২ ॥

সার্থ।—(পর্য্যুৎসুকা মালবিকার প্রবেশ।)

মালবিকা।—অজ্ঞাত-হৃদয় ভর্তাকে অভিলাষ করিয়া এখন নিজের নিকট লঙ্ঘায় গিয়া যাইতেছি। স্নেহময়ী সখীদিগকে যে ব্যাপারটা বলিব, সে সামর্থ্যও আমার নাই। জানি না—আর কত কাল মদন আমাকে এই অপ্রতিবিশেষ গুরুতর বেদনা ভোগ করাইবে? আমি তা হইবার কোনো কুল-কিনারা দেখি না! (হৃৎকণ পা এগিয়ে) কোথায় যাচ্ছি? (চিন্তা করিয়া) ও! মনে পড়েছে। দেবী বলেছেন—মালবিকে! বিদূকে

চপলতার ফলে দোলা হইতে পড়িয়া যাওয়ায় আমার পায়ে বড়ই বেদনা হইয়াছে। আমি আর পারিয়া উঠিব না। তুমি গিয়া রক্তাশোকতরুর দোহন সম্পাদন কর। যদি পাঁচ রাত্রির মধ্যে গাছে ঝুল দেখা দেয়, তবে তোমার—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) মনের বাঞ্ছা পূরীয়া দিব। আমার মনের বাঞ্ছা! যাই, প্রথমতঃ সেই অশোকতরতলে যাই। ততক্ষণ আমার চরণের অলঙ্কার লইয়া পিঠ, পিঠ, বকুলাবলিকা আনিয়া উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ নিশ্চিন্তে একটু বিলাপ করিয়া বৃকের ভার লঘু করি গিয়া। (অগ্রসর হইতেছে।) ॥ ৩১ ॥

বিদূ।—(দেখিতে পাইয়া) সখে! এ যে দেখিতেছি, অতিরিক্ত যত্নপানে বিহ্বল ব্যক্তির পক্ষে মিছরির সরবৎ উপস্থিত হইয়াছে। যত্নপানে হতজ্ঞানপ্রায় ব্যক্তির মিছরির সরবতে যেমন বিহ্বলতার উপশম হয়, এই মালবিকাও তোমার পক্ষে তদ্রূপ চিন্তা-শাস্তির কারণ হইবে। কিন্তু আর একটা শঙ্কাভূগত অর্থও হয়। বৎস্তী-অণ্ডিকা = বৎস্তণ্ডিকা নামের ডিম। যত্নপানে মুখ নিসাদ হইলে নামের ডিম ভাজায় অনেকটা ভালো বোধ হয়। মাতালরা অনেক সময়ে ডিমভাজার চাটুনি পছন্দ করে। অতঃপূর্ব-রমণীরূপ যত্নপানে তোমার মুখের কৃচি একেবারে গিয়াছে, এখন এই মালবিকারূপী টাটুক ডিমভাজায় মুখ আবার দ্রুত হইবে। কৃচি জন্মিয়ের ৩৩ ॥

- রাজা ।— অয়ে কিমেতং ? ॥ ৩৩ ॥
- বিদু ।— এসা ণাদিপরিঙ্কিদবেসা উস্‌লুঅবঅণা এআইণী মালবিআ অদুরে বট্‌দি । ॥ ৩৪ ॥
- রাজা ।— (সহর্ষম্) কথং মালবিকা । ॥ ৩৫ ॥
- বিদু ।— অহইং ! ॥ ৩৬ ॥
- রাজা ।— শক্যমিদানীং জীবিতমবলম্বিতুম্ ।
 ত্বহুপলভ্য সমীপগতাং প্রিয়াং হৃদয়মুচ্ছসিতং মম বিক্লবম্ ।
 তরুবৃতাং পথিকশ্চ জলাধিনঃ সরিতমারসিতাদিব সারসাং ॥
 ক তত্রভবতী ? ॥ ৩৭ ॥
- বিদু ।— এসা তরুরাইমজ্জ্বা দো গিক্‌স্তা ইদোজ্জব পরিবট্টন্তী দীসদি । ॥ ৩৮ ॥
- রাজা ।— বয়শ্চ । পশ্যাম্যেনাম্ ।
 বিপুলং নিতম্বদেশে মথ্যে ক্লামং সমুন্নতং কুচয়োঃ ।
 ত্যায়তং নয়নয়োর্মম জীবিতমেতদায়াতি ॥
 সখে ! পূর্বস্মাদতিমনোহরমবস্থান্তরমুপারুতা তত্রভবতী, তথাহি,—
 শরকাণ্ডপাণ্ডুগুণ্ডস্থলয়মাভাতি পরিমিতাভরণা ।
 মাধব-পরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেষু কুন্দলতা ॥ ৩৯ ॥
- বিদু ।— এসাবি ভবং বিঅ মঅণবাহিণা পরিমিট্টা ভবিস্‌সদি । ॥ ৪০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—এবা নাতিপরিঙ্কিত-বেশা

উৎসুকবদনা মালবিকা একাকিনী অদুরে বর্ন্ততে ॥ ৩৪ ॥

অথ কিম্ ? ॥ ৩৬ ॥

এবা তরুরাজিমধ্যাং নিজ্জাস্তা ইত এব পরিবর্ন্তমানা
 বৃন্ততে ॥ ৩৮ ॥

এবাপি ভবানিব মদন-ব্যাধিনা পরিমৃষ্টা ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

অর্থার্থ ।—রাজা ।—সখে ! এ—কি—? ॥ ৩৩ ॥

বিদু ।—এই যে মলিন-বেশা ও উৎসুক-বদনা মালবিকা
 একাকিনী ঐ অদুরে দাঁড়াইয়া ॥ ৩৪ ॥

রাজা ।—(সানন্দে) কি ? মালবিকা । ॥ ৩৫ ॥

বিদু ।—আবার কি ? ॥ ৩৬ ॥

রাজা ।—তাই-ই যদি হয়, তবে এইবার হয় ত জীবনধারণ
 করিতে পারিব। ভাই ! পিপাসা-কাতর পথিক যেমন
 সারস-কুন্ডল শ্রবণে নিকটবর্তিনী তরুরাজি-সমাপ্রুতা
 সরসীর সন্ধান পাইয়া, পানীয় জল মিলিবে—এই আশায়
 আনন্ডিত হয়, আজ তোমার মুখে প্রিয়তমাকে সমীপ-
 বর্তিনী জানায় আমার কাতর হৃদয়ও তরুণ আহ্লাদে

উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে। কই ? কোথায়
 মালবিকা ? ॥ ৩৭ ॥

বিদু ।—এই যে তরুবীথিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া এই
 দিকেই আসিতেছে—বলিয়া মনে লইতেছে ॥ ৩৮ ॥

রাজা ।—সখে ! দেখিতেছি,—মালবিকাকে দেখিতেছি ;—

বিপুল নিতম্ব, ক্ষীণ কটি, পীনোন্নত পয়োধর, আকর্ষণ-
 বিশ্রান্ত নয়ন, কি আর বলিব ? আমার জীবন যেন ঐ
 আসিতেছে। ভাই ! পূর্বে আর একবার দেখিয়াছিলাম ।
 কিন্তু তদপেক্ষা এখনকার অবস্থা মালবিকার অনেক সুন্দর,
 অনেক মনোহর ! কেন না, এখন ইহার গণ্ডস্থল শর-
 কাণ্ডের জায় পাণ্ডুবর্ণ, দেহে সামান্য কয়েকখানি অলঙ্কার
 মাত্র ! নববস্ত্র-সমাগমে কুন্দলতিকা যেমন পত্রপু-
 পরিপক্ক হওয়ায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে এবং সামান্য দুই চারি
 কুসুম কোটায় তাহার শোভা শতগুণ বাড়িয়া উঠে, এখ
 মালবিকারও সেইপ্রকার অপূর্ণ শ্রী জন্মিয়াছে ! ॥ ৩৯ ॥

বিদু ।—মালবিকাও দেখিতেছি, তোমার জায় মদন-পীড়-
 বিমর্দিত হইল বলিয়া ॥ ৪০ ॥

রাজা ।— সৌহার্দমেবং পশ্যতি ।

॥ ৪১ ॥

মাল ।— অজ্ঞং সো মুউমারদোহদাপেখ্ কী অগিহীদকুসুমেনবখো উক্ঠিদাএ মহ আসোঅো
অণুকেরদি । জাব সে পচ্ছাঅসীঅলে সিলাপট্টএ গিসগা অন্তাং বিণোদেমি

॥ ৪২ ॥

বিদু ।— সুদং ভবদা উক্ঠিদম্মিত্তি অন্তভোদী মন্তেদি ।

॥ ৪৩ ॥

রাজা ।— নৈতাবতা ভবন্তং প্রসন্নতর্কং মন্তে । কুতঃ—

বোঢ়া কুরুবকরজমাং কিসলয়পুটভেদ-শীকরাহুগতঃ ।

অনিমিত্তোৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয়বাতঃ ॥

॥ ৪৪ ॥

(মালবিকোপবিষ্টা)

রাজা ।— সখে ! ইতস্তাবদাবাং লতান্তরিতৌ ভবাবঃ ।

॥ ৪৫ ॥

বিদু ।— ইরাবদীং বিঅ অদূরে পেক্খামি ।

॥ ৪৬ ॥

রাজা ।— ন হি কমলিনীং লক্খা গ্রাহমবেক্ষতে মত্তজজঃ ।

॥ ৪৭ ॥

(ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ)

মাল হিঅঅ ! গিরবল্লবণাদো অদিভুমিলজ্জিণো মনোরহাদো বিরম, কিং মাং আআসিঅ । ॥ ৪৮ ॥

(বিদুষকো রাজানং বৌদ্ধতে)

প্রাকৃতাবুবাদ ।—অয়ং স মুকুমারদোহদা-

পেক্ষী অগৃহীত-কুসুম-নেপথ্য উৎকণ্ঠিতায়া যম অশোকঃ
অনুকরোতি । যাবদন্ত প্রচ্ছায়শীতলে শিলাপট্টকে নিবগ্ন
আত্মনাং বিনোদয়ামি ॥ ৪২ ॥

শ্রুতং ভবতা । উৎকণ্ঠিতান্মি ইতি
মন্তব্যাক ॥ ৪৩ ॥

ইরাবতীমিব অদূরে প্রেক্ষে ॥ ৪৬ ॥

হৃদয় ! নিরবলম্বনাং অতি-ভুমিলজ্জিনঃ মনোরথাং
বিরম । কিং মাং আয়াস্ত ? ॥ ৪৮ ॥

জার্থ ।—রাজা ।—ভুমি ভালোবাস, তাই অমনটা
দেখছ ॥ ৪১ ॥

মাল ।—এই ত সেই অশোকতরু ! অতিমুকুমার দোহদের
অপেক্ষায় যেন কার প্রতীক্ষা করিতেছে ! কুসুমের সাজ-
সজ্জা আদৌ নাই । একটিও ফুল ফোটে নাই ।
আমারই মত, কি অভিলাষে যেন কার দিকে চাহিয়া
আছে ! যাই, ইহার ছায়াতলে ঐ শিলাফলকে খানিক-
ক্ষণ বসিয়া দৃঢ় হৃদয়কে সান্ত্বনা করি গিয়া ॥ ৪২ ॥

বিদু ।—শুনলে ত বরষা ! মালবিকা বলছে—“আমি
উৎকণ্ঠিতা হইরাছি” ॥ ৪৩ ॥

রাজা ।—সখে ! শুধু ঐ কথাতেই তোমার অজ্ঞান ঠি
বলিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারি না । কেন না, কুরুবক-
পরাগ-বাহী এবং নব-পল্লবভঙ্গহেতু শীকর-শীতল এই
মৃদুমন্দ মলয়-সমীর বিনা কারণেও মনে উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া
থাকে ॥ ৪৪ ॥

(মালবিকা গিয়া তরুতলে শিলোপরি বসিল)

রাজা ।—সখে ! এই দিকে এস । আমরা লতার আড়ালে
গিয়া দাঁড়াই ॥ ৪৫ ॥

বিদু ।—অদূরে যেন ইরাবতীকে দেখিতে পাচ্ছি ॥ ৪৬ ॥

রাজা ।—তা হোক । হৃটস্ত পদ্ম দেখিয়া মাতঙ্গ কি কখনে
কুমীরের ভয়ে জলে নার্মিতে ভয় করে ? ॥ ৪৭ ॥

(বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া মালবিকাকে দেখিতে লাগিলেন)

মালবিকা ।—হৃদয় ! অত্যাচ্ছন্ন-লজ্জনকামী নিরাশ্রয়
অভিলাষ হইতে এখনও বিরত হও ! আমাকে এইভাবে
যত্না দিয়া লাভ কি ? ॥ ৪৮ ॥

(বিদুষক রাজার দিকে চাহিতে লাগিল ।)

রাজা । প্রিয়ে পশু বামহং স্নেহস্ত ।

ঔৎসুক্যহেতুং বিরূপোষি ন হং তদ্বাববোধৈককলো ন তর্কঃ ।

তথাপি রন্তোরু ! করোমি লক্ষ্যমাত্মানমেবাং পরিদেবিতানাম্ ॥

॥ ৪৯ ॥

বিদু ।— সম্পদং ভবদো গিসংসংসং ভবিস্‌সদি । এসা অগ্নিদমঅণসংদেসা বিবিভে
বউলাবলিআ উবগদা ।

॥ ৫০ ॥

রাজা ।— অপি স্নেহদসাবসাদভ্যর্থনাম্ ?

॥ ৫১ ॥

বিদু ।— কিং দাগিং এসা দাসীএ হুহিদা তুহ গুরুঅং সংদেসং বিস্ময়েরদি ? অহং দাব এ
বিস্ময়েরমি ।

॥ ৫২ ॥

(এবিষ্ণু চরণালঙ্কারহস্তা বকুলাবলিকা ।)

বকুলা ।— অবি স্নহং সইএ ?

॥ ৫৩ ॥

মাল ।— অক্ষো বউলাবলিআ ! সাংগদং দে, উববিস ।

॥ ৫৪ ॥

বকুলা ।— হল তুমং দাগিং জোগ্‌গদাএ নিউত্তা । একং দে চলণং উবণেহি, জাব সাংলন্তঅং
সণেউরং করেমি ।

॥ ৫৫ ॥

মাল ।— (স্বগতম্) হিঅঅ ! অলং সুহিদাএ । উবট্টিদো অঅং বিহআ । কহং দাগিং
অত্তাণং মোচেঅম্ । অহ বা এদং একব মে মিস্ত্র মণ্ডং ভবিস্‌সদি ।

॥ ৫৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—সাম্প্রতং ভবতো নিঃসংশয়ঃ

ভবিষ্যতি । এষা অর্পিতমদনসন্দেশা বিবিভক্তে বকুলা-
বলিকা উপস্থিতা ॥ ৫০ ॥

কিমিদানীং এষা দাস্তা হুহিতা তব গুরুকং সন্দেশং
বিস্মরিস্যতি ? অহং তাবৎ ন বিস্মরামি ॥ ৫২ ॥

অপি স্নহং সখ্যাঃ ॥ ৫৩ ॥

অহো বকুলাবলিকা ! স্বাগতং তে, উপবিশ ॥ ৫৪ ॥

অয়ি ! ত্বমিদানীং যোগ্যতয়া নিযুক্তা । একং তে চরণম্
উপনয়, যাবৎ সাংলন্তকং সনুপুং করোমি ॥ ৫৫ ॥

হৃদয় ! অলং সুখিতয়া । উপস্থিতা ইয়ং বিপৎ ।
কথমিদানীং আত্মানং মোচয়েয়ম্ । অথবা এতদেব মে
মৃত্যুমণ্ডনং ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥

বজ্রার্থ ।—রাজা । প্রিয়ে । স্নেহের কি প্রতিকূলতা—

একবার দেখ । তোমার ঔৎসুক্যের প্রকৃত কারণ
কি—তাহা তুমি বলিতেছ না, আমিও তাবিয়া চিন্তিয়া
তোমার উৎকর্ষার কোনো কারণ পাইতেছি না
অথচ কত কি মনে মনে ভাবিতেছি । তাহা হইলেও
অয়ি রন্তোরু ! তোমার এই বিরহি-স্নানোচিত বিলাপের
আমিই লক্ষ্য,—বলিয়া আমি ধরিয়া লইতেছি ॥ ৪৯ ॥

বিদু ।—এখনই তুমি নিঃসংশয় হইতে পারিবে । কেন না,
তোমার সেই প্রণয়বার্তা-হারিণী বকুলাবলিকা এই যে
নির্জনে মালবিকার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫০ ॥

রাজা ।—আমার সে অস্বরোধ কি বকুলাবলিকার মনে
আছে ? ৫১ ॥

বিদু ।—কি ? এই দাগীর মেয়ে তোমার সেই গুরুতর
বক্তব্যটা ভুলিয়া যাইবে ? বটে । আচ্ছা, ও ভোলে
ভুলুক, আমি ভুলিব না ॥ ৫২ ॥

(চরণালঙ্কার হাতে লইয়া বকুলাবলিকার প্রবেশ ।)

বকুলাবলিকা ।—সখি । তোমার কুশল ত ? ৫৩ ॥

মাল ।—কে ? বকুলাবলিকা । এস এস, বোলো তাই । ৫৪ ॥

বকুলা ।—ওলো ! নিজের যোগ্যতার বলে নিজের
যোগ্যতার অস্বরূপ কার্যে তুই নিযুক্ত হয়েছিস ।
এখন তোর একখানা পা এগিয়ে দে, আমি আস্তে
পরিমে ও নুপুর দিয়ে দেই ॥ ৫৫ ॥

মাল ।—(মনে মনে) কি উপায়ে এখন এ বিপদ হইতে ত্রা-
পাই ? অথবা এই বেশভূষাই আমার মরণের সাজ-সজ্জা
হইবে ॥ ৫৬ ॥

- বকুল — কিং বিআরেনি । উস্ স্জা। ক্খু ইমস্ স তবগীআসোঅস্ স কুসুমোগ্গমে দেবী । ॥ ৫৭ ॥
- রাজা — কথমশোকদোহদনিমিত্তোহয়মারম্ভঃ ? ॥ ৫৮ ॥
- বিদুঃ — কিং ক্খু ৭ জ্ঞাণাসি ? অকারণদো দেবী ইমাং অস্তেউরণেবথেণ জোজ্জইস্ সদিতি ? ॥ ৫৯ ॥
- মাল । (পাদমুপহরতি ।) হলা মরিসেসি দাণিম্ । ॥ ৬০ ॥
- বকুল — অই সরীরংসি মে । (নাট্যেন চরণসংস্কারমারম্ভতে) । ॥ ৬১ ॥
- রাজা — চরণান্তনিবেশিতাং প্রিয়ায়াঃ সরসাং পশ্য বয়স্ম । রাগলেশাম্ ।
প্রথমমিবি পল্লবপ্রসূতিং হরদন্ধস্ম মনোভবক্রমস্ম ॥ ৬২ ॥
- বিদুঃ । চলণাগুরুবো তত্তভোদীএ অহিআরো উপকথিত্তো । ॥ ৬৩ ॥
- রাজা । - সমাগাহ ভবান্ ।

নবকিসলয়রাগেণার্জপাদেন বালা ক্ষুরিতনখরুচা দ্বৌ হস্তমর্হত্যনেন ।

অকুসুমিতমশোকং দোহদাপেক্ষয়া বা প্রণমিতশিরসং বা কাস্তমার্জ্যপরাধম্ ॥ ৬৪ ॥

- বিদুঃ । - পারইস্ সসি তত্তভোদীএ অবরদ্ধুং ? ॥ ৬৫ ॥
- রাজা । - মুদ্ধা প্রতিগৃহীতং বচঃ সিদ্ধিদিশিনো ব্রাহ্মণস্ম । ॥ ৬৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—কিং বিচারয়সি ? উৎসুক

খলু অস্ত তপনীয়াশোকস্ত কুসুমোদগমে দেবী ॥ ৫৭ ॥

কিং খলু ন জানাসি ? অকারণাৎ দেবী ইমাং অস্তঃ-
পুর্নেনপথেন যোজয়িষ্যতি ইতি ॥ ৫৯ ॥

হলা, মর্ষয় ইদানীম্ ॥ ৬০ ॥

অস্মি শরীরমসি মে ॥ ৬১ ॥

চরণানুরূপঃ তত্রভবত্যাঃ অধিকারঃ উপক্ৰিপ্তঃ ॥ ৬৩ ॥

পারয়িষ্যসি তত্রভবত্যাঃ অপরাধুঃ ॥ ৬৫ ॥

বজ্রার্থ ।—বকুল ।—কি ভাবছিস ? এই রক্তা-
শোকের কুসুমোদগমের জন্য দেবী বড়ই উৎসুক
হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

রাজা ।—অশোকতরুর দোহদের নিমিত্তই কি এই সব
ব্যাপার ? ॥ ৫৮ ॥

বিদুঃ ।—তুমি কি জান না ? কোন একটা কারণ না থাকিলে
কি—ওধু ওধু দেবী ইহাকে অস্তঃপুর্নের বেশভূষায়
সাজিয়ে দিচ্ছেন ? ॥ ৫৯ ॥

মাল ।—(পা এগিয়ে) ওলো, কমা করিস ॥ ৬০ ॥

রাজা ।—অস্মি । কিসের কমা ? তুই যে আমার নিজেরই
শরীর ॥ ৬১ ॥

(চরণে অলঙ্কাররঞ্জন ও নুপুর সংস্থান করিতে লাগিল ।)

রাজা ।—বয়স্ম । একবার আমার প্রিয়ার চরণপ্রান্তের

অলঙ্কার রাগ-লেশের দিকে দৃষ্টিপাত কর । কি উজ্জল !

কি জল্ জল্ করিতেছে ! মনে হইতেছে যেন, হর-
নেত্রোদগিত দমনরূপ তরুর প্রথম পল্লব ঐ ক্রমে ফুটিয়া
উঠিতেছে ॥ ৬২ ॥

বিদুঃ ।—বয়স্ম ! মালবিকার যেমন সুন্দর চরণ, তেমনই
তাহার অনুরূপ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

রাজা ।—ঠিক বলিয়াছ তুমি । নবপল্লববৎ আরম্ভ এবং নখ-
কিরণ-সমুদ্ভাসিত নিয়ত সরস চরণের দ্বারা দোহদাপেক্ষী
কুসুম-বিহীন অশোকতরু এবং অল্পনয়-বাহুল্যে মন্দাপরাধ
প্রণতমস্তক কাস্ত, এই উভয়কেই আঘাত করিবার
মালবিকা উপযুক্ত পাত্রই বটে ॥ ৬৪ ॥

বিদুঃ ।—তুমি কি মালবিকার নিকটে অপরাধ করিতে
পারিবে ? তেমন ভাগ্য কি তোমার ঘটিবে ? (অথবা)
ব্যস্ত হইও না । তুমিও তাহার কাছে অপরাধ করিতে
পারিবে । তখন তোমারও “দোহদ” অর্থাৎ পদাঘাত
লাভের ভাগ্য হইবে ॥ ৬৫ ॥

রাজা ।—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক । সিদ্ধিদর্শী
ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার কথা এই অবনত শিরে গ্রহণ
করিলাম । সেই দিন আত্মক, যেন এই কথা সকল
হয় ॥ ৬৬ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যুক্তমদা ইরাবতী চোচা চ)

ইরা ।— হৃঙ্গে গিউনিএ । শৃণামি বহুসো মদো কিল ইথিআঅণস্ স বিসেসমগুণং স্তি ।
অবি সচ্চো অঅং লোঅবাদো ?

॥ ৬৭ ॥

নিপু ।— পটমং লোঅবাদো এবব, সম্পদং সচ্চো সংবুত্তো ।

॥ ৬৮ ॥

ইরা ।— অলং মই সিণেহেণ । কহেহি কুদো দাণিং অবগমিদবং, দোলাঘরং পটমাগদো
ভট্টা ন বেত্তি ।

॥ ৬৯ ॥

নিপু ।— ভট্টিগীএ অথণ্ডিদাদো পণআদো ।

॥ ৭০ ॥

ইরা ।— অলং সেবাএ । মজ্জ্বাথং পরিগহিঅ ভণাহি ।

॥ ৭১ ॥

নিপু ।— গং বসন্তোঃসংবুআঅণলোন্বেণ অজ্জগোদমেণ কহিঅং । তুঅরহু ভট্টিগী ।

॥ ৭২ ॥

ইরা ।— (অবস্থাসদৃশং পরিক্রম্য) হৃঙ্গে ! মদেণ গিলাঅমাণং অত্তাণং অজ্জউত্তস্ স দংসেণ
হিঅঅং তুঅরাবেদি চলণা উণ ন আসলন্তি ।

॥ ৭৩ ॥

নিপু ।—গং সম্পত্তম্ম দোলাঘরঅং ।

॥ ৭৪ ॥

ইরা ।— গিউনিএ ! অজ্জউত্তো এথ ন দৌসদি ।

॥ ৭৫ ॥

প্রাক্তানুবাদ ।—চোটি নিপুণিকে । শৃণোমি

বহুশঃ মদঃ কিল স্ত্রীজনস্তু বিশেষমণ্ডনমিতি । অপি সত্যঃ
অয়ং লোকবাদঃ ? ॥ ৬৭ ॥

প্রথমং লোকবাদ এব, সাস্ত্রাতং সত্যঃ সংবৃত্তঃ ॥ ৬৮ ॥

অলং ময়ি স্নেহেন । কথয়, কুতঃ ইদানীম অবগন্তব্যং—

দোলা-গৃহং প্রথমম্ আগতঃ ভর্তা ন বা ইতি ॥ ৬৯ ॥

ভট্টিজাঃ অথণ্ডিতাং প্রণয়াৎ ॥ ৭০ ॥

অলং সেবয়া । মধ্যস্থতাং পরিগৃহ্য ভণ ॥ ৭১ ॥

নহু বসন্তোঃসবোপায়নলোন্বেণ আৰ্যগোতমেন

কথিতম্ । স্বরতাং ভট্টিনী ॥ ৭২ ॥

হৃঙ্গে ! মদেন গ্রায়মানমাত্মানং আৰ্যপুত্রদর্শনে হৃদয়ং
স্বয়রতি, চরণানি পুনর্ন উপসর্পন্তি ॥ ৭৩ ॥

নহু সস্তাপ্তাঃ স্মঃ শোলাগৃহম্ ॥ ৭৪ ॥

নিপুণিকে ! আৰ্যপুত্রঃ অত্র ন দৃশ্যতে ॥ ৭৫ ॥

বজ্রার্থ ।—

(পরিচারিকার সহিত মদম্বলিত-পদা ইরাবতীর প্রবেশ)

ইরাবতী ।—ওলো নিপুণিকে ! অনেকের মুখে শুনেছি যে,
মহা স্ত্রীলোকের পক্ষে একটা বিশেষ অলঙ্কার । এ
কথাটা কি সত্যি লো ? ॥ ৬৭ ॥

নিপু ।—এতদিন ও কথাটা জনশ্রুতিতেই ছিল । আজ
সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ৬৮ ॥

ইরা ।—আমায় স্নেহপ্রকাশে লাভ কি ? সত্য করিয়া
বল, ভর্তা প্রথম দোলা-গৃহে আসিয়াছেন কি না, একথা
কোথায় ঠিক জানিতে পারিব ? ॥ ৬৯ ॥

নিপু ।—ভট্টিনি ! তোমার অবিচ্ছিন্ন প্রণয় নিবন্ধন তিনি
নিশ্চয়ই পূর্বে আসিয়া থাকিবেন ॥ ৭০ ॥

ইরা ।—খুসী করার কথা এখন রাখ । নিরপেক্ষভাবে
জবাব দে ॥ ৭১ ॥

নিপু ।—বসন্তোঃসবের মোদকাদি উপচৌকনের লোভে
বিদ্যুৎককে ভুলাইয়া শুনিয়াছি । ভট্টিনি ! তাড়াতাড়ি
কর, তাড়াতাড়ি কর ॥ ৭২ ॥

ইরা ।—(মদ-ম্বলিতগমনে অগ্রসর হইয়া) দাসি ! মদের
প্রভাবে হৃদয় এতই বিহ্বল হইয়াছে যে, আৰ্যপুত্রের
দর্শনে আর বিলম্ব সহিতেছে না । আত্মা ছুটিয়া
যাইতে চাহিতেছে ; কিন্তু পা চলিতেছে না ॥ ৭৩ ॥

নিপু ।—এই ত আমরা দোলাঘরে পৌছিয়াছি ॥ ৭৪ ॥

ইরা ।—নিপুণিকে ! আৰ্যপুত্রকে ত এখানে দেখছি
না ? ॥ ৭৫ ॥

- নিপু ।— ৭ ভট্টিনী আলোএহু । পরিহাসনিমিত্তং কহিং বি গৃঢ়েণ ভট্টিনা হোদকং । অশ্বেবি
ইমং পিঅঙ্গুলদাপরিক্ষিতং অসোঅসিলাপট্টং পবিসামো । ॥ ৭৬ ॥
- ইরা ।— তহা । ॥ ৭৭ ॥
- নিপু ।— (বিলোক্য) আলোঅহু ভট্টিনী । চুদঙ্করং বিচিন্নস্তীণং অক্ষাণং পিপীলিতাহিং দংসিদং ॥ ৭৮ ॥
- ইরা ।— কহং বিঅ ? ॥ ৭৯ ॥
- নিপু ।— এসা অসোঅপাদবচ্ছাআএ মালবিআএ বউলাবলিআ চলণালঙ্কারং গিবত্তেদি । ॥ ৮০ ॥
- ইরা ।— (শঙ্ক্য রূপয়িত্ব) অভূমী ইঅং মালবিআএ । কহং এথ তকেসি ? ॥ ৮১ ॥
- নিপু ।— তকেমি, দোলাপরিভ্রংসিদাএ সরঞ্জচলণাএ দেবীএ অসোঅদোহলাহিআরে
মালবিআ গিউত্তেত্তি । অল্পহা কহং দেবী সঅংখারিদং এদং গেউরজুঅলং
পরিঅণস্ স অত্তুগুজাণিস্ সদি । ৮২ ॥
- ইরা ।— মহদীঅং সংভাবণা । ৮৩ ॥
- নিপু ।— কিং ৭ অগ্লেসীঅদি ভট্টাট ? ৮৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—নহু ভট্টিনী আলোকয়তু ।

পরিহাসনিমিত্তং কুত্রাপি গৃঢ়েন ভট্টা ভবিতব্যম্ । আবামপি
এং প্রিয়ঙ্গুপরিক্ষিতম্ অশোকশিলাপট্টং প্রবিশাবঃ ॥ ৭৬ ॥

তথা ॥ ৭৭ ॥

আলোকয়তু ভট্টিনী । চুতঙ্করং বিচিহ্নতোঃ
পাণয়োঃ পিপীলিকাভিঃ দষ্টম্ ॥ ৭৮ ॥

কথমিব ? ॥ ৭৯ ॥

এবা অশোকপাদপচ্ছায়ায়াং বকুলাবলিকা মালবিকায়ঃ
লঙ্কারং নির্বর্তয়তি ॥ ৮০ ॥

অভূমিরিয়ং মালবিকায়ঃ । কথম্ ইথং তর্কয়সি ? ॥ ৮১ ॥

তর্কয়ামি দোলা-পরিভ্রংসা সরঞ্জ-চরণয়া দেব্যা
অশোক-দোহদাধিকারে মালবিকা নিযুক্তা ইতি, অজ্ঞা
এং দেবী স্বয়ং-ধারিতম্ এতং নৃপুরুষগলং পরিজনস্ত
অভ্যুজ্জাততি ? ॥ ৮২ ॥

মহতী ইয়ং সজ্জাবনা ॥ ৮৩ ॥

কিং ন অবিদ্যতে ভর্তা ? ॥ ৮৪ ॥

অর্থঃ ।—নিপু ।—ভট্টিনি । একটু এদিক-ওদিক দেখ
না । নিশ্চয়ই পরিহাস করিবার উদ্দেশ্যে ভর্তা কোথায়
লুকাইয়া আছেন । আচ্ছা, এস, আমরা গিয়া এই
প্রিয়ঙ্গুলতাবেষ্টিত অশোকতরুর তলে শিলাপট্টে উপস্থিত
হই । ৭৬ ॥

ইরা ।—বেশ, চল ॥ ৭৭ ॥

নিপু ।—(দেখিয়া) আমরা যেন চুতমঞ্জরী চয়ন করিতে
আসিয়া পিপীলিকার কামড় খাইতেছি । (অর্থাৎ
আসিয়াছি আশ্বাদ করিতে, আর বিষপিপড়ের
কামড়ের মত অসহ—মালবিকার চরণে, এই নির্জনে
আলতা পরানো ও দেবীর নৃপুর পরানো দেখিতে
হইতেছে) ॥ ৭৮ ॥

ইরা ।—ব্যাপাবটা কি ? ॥ ৭৯ ॥

নিপু ।—ঐ দেখ, বকুলাবলিকা অশোকতরুর তলে
বসিয়া মালবিকার চরণে অলঙ্কার পরাইয়া
দিতেছে ॥ ৮০ ॥

ইরা ।—(শঙ্কিত হৃদয়ে) এ ত মালবিকার আস্কার মত
স্থান নয় ! কি বলিস্ ? ॥ ৮১ ॥

নিপু ।—আমার মনে হয়, দোলা হইতে পড়িয়া গিয়া পারে
ব্যথা পাওয়ায় দেবী নিজে না পারিয়া মালবিকাকেই
অশোকতরুর দোহদের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন । তা'
যদি না হইবে, তবে যে নৃপু দেবী নিজে পরেন, তাহা
এক জন সামান্য পরিচারিকাকে পরাইতে দিবেন
কেন ? ॥ ৮২ ॥

ইরা ।—ইহাই খুব সম্ভব ॥ ৮৩ ॥

নিপু ।—ভর্তাকে অন্বেষণ করি না কেন ? ॥ ৮৪ ॥

।— হজ্ঞে ! মে চলণা অগ্গদো ৭ পবট্ঠন্তি । মদো মাং বিআরেদি । আসঙ্কিদস্স দাব
অন্তং গমিস্সং ।

॥ ৮৫ ॥

মাল ।— (নিরুপায়াগতম্) ঠাণে কথু কাদরং মে হিঅঅং ।

॥ ৮৬ ॥

বকুলা ।— (চরণং দর্শয়তি) কিং বি রোঅদি রাঅরেহাবিঘ্ণাসো ?

॥ ৮৭ ॥

মাল ।— অন্তগো চলণন্তি লজ্জেমি ৭ং পসংসিছুং । পসাহণকলাএ বিগীদাসি ?

॥ ৮৮ ॥

বকুলা ।— এথ কথু ভট্ঠিণো দিস্সম্মি ।

॥ ৮৯ ॥

বিদু ।— তুবরহি দাণিং গুরদক্খিণাএ বয়স্স ।

॥ ৯০ ॥

মাল ।— দিট্ঠিআ ৭ গব্বিদাসি ।

॥ ৯১ ॥

বকুলা ।— উবদেশাংগুরাবে চলণে লন্তিঅ দাণিং গব্বিদা ভবিস্সং । (রাগং বিলোক্যঅগতম্)

হস্ত সিদ্ধং মে হুথম্ । (প্রকাশম্) সহি একস্স চলণস্স অবসিদো রাঅগিক্-

থেবো ! কেবলং মুহমারুদো লন্তুইদবেবো । অহবা পবাদং এসব এদং ঠাণং ॥ ৯২ ॥

প্রাকৃতাবুবাদ ।—হজ্ঞে ! মে চরণো অগ্রতঃ

ন প্রবর্তেতে । মদো মাং বিকারয়তি । আশঙ্কিতস্ত তাবৎ
অন্তং গমিষ্যামি ॥ ৮৫ ॥

স্থানে থলু কাতরং মে হৃদয়ম্ ॥ ৮৬ ॥

কিমিষ রোচেতে রাগ-রেখা-বিজ্ঞাসঃ ? ॥ ৮৭ ॥

আশ্রয়ঃ চরণম্ ইতি লজ্জে এনং প্রশংসিতুম্ । প্রসাধন-
কলারাম্ এবম্ অভিনীতা অসি ? ॥ ৮৮ ॥

অত্র পলু ভট্টঃ শিষ্যা অস্মি ॥ ৮৯ ॥

দ্বন্দ্ব ইদানীং গুরদাক্ষণ্যৈঃ বসন্ত ॥ ৯০ ॥

দীপ্ত্যা ন গরিতা স ॥ ৯১ ॥

উপদেশাংগুরাবে চরণে লজ্জা ইদানীং গরিতা ভবি-
ষ্যামি । হস্ত ! সিদ্ধং মে দৌত্যম্ । সখি একস্ত চরণস্ত
অবসিতো রাগনিক্বেপঃ । কেবলং মুখ-মারুতঃ লন্তয়িতব্যঃ ।
অথবা প্রবাতম্ এব এতৎ স্থানম্ ॥ ৯২ ॥

বজ্রার্ঘ ।—ইয়া ।—চেটি ! আমার চরণ আর এখানে
পাচ্ছে না । মত্ততার ক্রমে অচল হইয়া
পড়িতেছি । তা' হোক । সন্দেহের শেষ মিটাইয়া
যাবো ॥ ৮৫ ॥

মাল ।—(দেখিয়া মনে মনে) সাধে কি আমার চিত্ত এত
কাতর হইয়াছে ? ॥ ৮৬ ॥

বকুলা ।—(মালবিকাকে তাহার নিজেরই চরণ দেখাইয়া)
কেমন ? এই আলতা পরানো পছন্দ হইল ত ? ॥ ৮৭ ॥

মাল ।—নিজের চরণ বলিয়া প্রশংসা করিতে লজ্জা হই-
তেছে । যা' হোক, প্রসাধনাদিশিল্পকলার তুমি এতদূর
শিক্ষিতা ? ॥ ৮৮ ॥

বকুলা ।—এই বিষয়ে আমি ভর্তার শিষ্যা । তাঁহার
নিকটেই সুন্দরীর চরণে আলতা পরানো
শিখিয়াছি ॥ ৮৯ ॥

বিদু ।—সখে ! তা'হ'লে গুরদাক্ষণ্যের জন্ত তাড়াতাড়ি
গিয়া হাজির হও ॥ ৯০ ॥

মাল ।—আরও স্নেহের কথা যে, এতবড় গুণবতী হইয়াও
তোমার বিদুমাত্র অহঙ্কার নাই ॥ ৯১ ॥

বকুলা ।—এতদিন গর্ব ছিল না । গর্ব করি নাই । কিন্তু
আজ, যেমন উপদেশ পাইয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপ
চরণ পাইয়া গর্ব করিতেছি । (পায়ের রংএর
দিকে চেয়ে আশ্রয়গত) যা হোক, আমার দ্বিতীয়
কাষ্ঠ সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ খুব কৌশলে রাজার
কথাটা পাড়িয়া মালবিকাকে নরম করিয়া আনিয়াছি ।
(প্রকাশ্যে) সখি ! তোমার একখানি চরণে
আলতা পরানো এতক্ষণে শেষ হইল । এখন শুধু
মুখ দিয়া “হু” দিতে হইবে । অথবা এখানে
যে রূপ বাতাস, তাতে, উহার আর ধরকা
হবে না ॥ ৯২ ॥

রাজা।—সখে পশু পশু—আর্জালক্কমস্তাশ্চরণং মুখমারুতেন শোষয়তঃ ।

প্রতিপন্নঃ প্রথমতরঃ সম্প্রতি সেবাবকাশো মে ॥

॥ ১৩ ॥

বিদু।—কুদো দে অণুসহো ? এদং ভবদা চিরকমেণ অণুভবিদবৎ ।

॥ ১৪ ॥

বকুলা।—সহি অরুণ-সদপত্তং বিঅ সোহদি দে চলণং । সব বহা ভট্টিণো অক্কপরিবট্টিণী হোহি

॥ ১৫ ॥

(ইরাবতী নিপুনিকামবেক্ষতে)

রাজা।—মমেয়মাশীঃ ।

॥ ১৬ ॥

মাল।—হলা, মা অবিণীয়্য মন্তেহি ।

॥ ১৭ ॥

বকুলা।—মস্তিদব্ং এব্ং মএ মস্তিদং ।

॥ ১৮ ॥

মাল।—পিআ ক্থু অহং তব ।

॥ ১৯ ॥

বকুলা।—ণ কেবলং মম ।

॥ ১০০ ॥

মাল।—কস্ং বা অল্পস্ং ?

॥ ১০১ ॥

বকুলা।—গুণেসু অহিণিবেসিণো ভট্টিণোবি ।

॥ ১০২ ॥

মাল।—অলিঅং মন্তেসি । এদং এব্ং মই গথি ।

॥ ১০৩ ॥

বকুলা।—সচ্চং তুই গথি । ভট্টিণো কিসেসু বরপাণুরেসু দীসই অজেসু ।

॥ ১০৪ ॥

প্রাকৃতাবুদ।—কৃতঃ তে অমুশয়ঃ ? এতৎ

চিরজীবন এই সেবার আশ্বনিয়োগ করিতে পারিবে ॥ ১৪ ॥

সখি।—অরুণ-পতপত্রম্ ইব শোভতে তে চরণম্ । সর্কথা

(অদূরবর্তিনী ইরাবতী নিপুণিকার দিকে চাহিতেছেন)

ভট্টিঃ অক্কপরিবট্টিণী ভব ॥ ১৫ ॥

বকুলা।—সখি । রক্তকমলের মত তোমার পার্শ্ব শোভা জন্মিয়াছে । আর কি বলিব, সর্বতোভাবে ভর্তার অক্ক-পরিবর্তিনী হও ॥ ১৫ ॥

হলা, মা অবিনীতং মস্ত্রয়স্ব ॥ ১৭ ॥

মস্ত্রয়িতব্যম্ এব ময়া মস্ত্রিতম্ ॥ ১৮ ॥

প্রিয়া খণু অহং তব ॥ ১৯ ॥

ন কেবলং মম ॥ ১০০ ॥

কস্তু বা অল্পম্ ? ॥ ১০১ ॥

গুণেষু অভিানবেশিনঃ ভর্তুরপি ॥ ১০২ ॥

অলীকং মস্ত্রয়সে । এতৎ এব ময়ি নাতি ॥ ১০৩ ॥

সত্যং স্বয়ি নাতি । ভর্তুঃ কণেষু বর-পাণুরেষু

রাজা।—আমার পক্ষে এ উক্তি আশীর্বাদস্বরূপ ॥ ১৬ ॥
মাল।—ওলো, ওরূপ অস্ত্রায় কথা বলিস্ নে । বা হবার নয়, তা বলায় লাভ কি ? ॥ ১৭ ॥

বকুলা।—যা বলবার, তাই বল্লুম । অর্থাৎ রাজার অক্ক-পরিবর্তিনী তুমি হবেই হবে ॥ ১৮ ॥

মাল।—আমি তোমার প্রিয়পাত্র—এটা মনে রাখিস্ ॥ ১৯ ॥

বকুলা।—শুধু আমার নয় ॥ ১০০ ॥

মাল।—আর কার ? ॥ ১০১ ॥

বকুলা।—গুণামুরাগী ভর্তারও ॥ ১০২ ॥

মাল।—মিথ্যে কথা । ভর্তার প্রিয় হইবার মত গুণ আশ্বাতে নাই ॥ ১০৩ ॥

বকুলা।—সত্যি-ই তোমাতে সে গুণ নাই । তবে রাজারই দিন দিন কৃপণতাপন্ন হইয়া এবং আপাণুর কলেবরে অনেকটা দেখা যাচ্ছে । তোমাকে তাবিয়া তাবিয়া আজ তাঁহার এই দশা ॥ ১০৪ ॥

অজ্ঞেয় ॥ ১০৪ ॥

অর্থ।—রাজা।—সখে । দেখ, দেখ ;—মাণিক্যার রক্তক-স্কন্ধ চরণ মুখের মারুত দিয়া (“কু” দিয়া)

করিতে হইবে । সুতরাং এর চেয়ে শুভ অবসর,

ইচ্ছকণ আর হইতে পারে না । এই-ই আমার

আমার প্রকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত ॥ ১০ ॥

অতাপ করিতে হইবে না । এখন

নিপু।— পটমং গণিদং বিজ হদাসাএ উত্তরং । ॥ ১০৫ ॥

বকুল।।— অণুরাও অণুরাএণ পচেট্টেবোত্তি সুঅণবঅণং পমাণং করেহি । ॥ ১০৬ ॥

মাল।— কিং অন্তগো ছন্দেণ মন্তেসি ? ॥ ১০৭ ॥

বকুল।।— গহি গহি । ভট্টিণা কথু এদাণি পণঅমিহুআণি অকথরাণি বজ্জস্তারিদাণি । ॥ ১০৮ ॥

মাল।— হল।, দেবীং চিস্তিঅণ মে হিঅঅং থিস্সসদি । ॥ ১০৯ ॥

বকুল।।— মুদ্ধে ! ভমরসংবাধো অথিত্তি বসন্তাবতারসব্বসং কিং এণ বচুদপ্পসবো
আদংসণিজ্জো ? ॥ ১১০ ॥

মাল।— তুমং দাব ছজ্জাদে সহাইনী হোহি । ॥ ১১১ ॥

বকুল।।— বিমদসুরহী বউলাবলিআ কথু অহং । ॥ ১১২ ॥

রাজা।— সাধু বকুলাবলিকে! সাধু—

ভাবজ্ঞানানন্তরং প্রস্তুতেন প্রত্যখ্যানে দত্ত-যুক্তোত্তরেণ ।

বাক্যেনেয়ং স্থাপিতা স্বে নিদেশে স্থানে প্রাণাঃ কামিনাং দূত্যধীনাঃ ॥ ১১৩ ॥

ইরা।— হজ্জে ! পেক্খ, কারিদং এব্ বউলাবলিআএ এদস্মিং পদং মালবিআএ । ॥ ১১৪ ॥

প্রাক্তানুবাদ।— প্রথমং গণিতম্ হৈব হতাশায়াঃ

উত্তরম্ ॥ ১০৫ ॥

অমুরাগঃ অমুরাগেণ প্রত্যেষ্ঠব্যঃ ইতি সুজনবচনং
প্রমাণং কুরু ॥ ১০৬ ॥

কিং আয়নঃ ছন্দেন মন্তয়সে ? ১০৭ ॥

নহি নহি ; তত্ত্বঃ খলু এতানি প্রণয়মৃদুকানি অক্ষরাণি
বজ্জাস্তরিতানি ॥ ১০৮ ॥

হলা! দেবীং চিস্তয়িত্বা ন মে হৃদয়ং বিশ্বসিতি ॥ ১০৯ ॥

মুদ্ধে ! ভ্রমরসংবাধঃ অতীতি বসন্তাবতারসব্বসং কিং ন
নবচুতপ্রসবঃ অবতংসনীযঃ ? ॥ ১১০ ॥

ত্বং তাবৎ দুজ্জাতে সহায়িনী ভব ॥ ১১১ ॥

বিমদসুরভিঃ খলু বকুলাবলিকা অহম্ ॥ ১১২ ॥

হজ্জে ! প্রেক্ষ, কারিতং এব বকুলাবলিকয়া এতস্মিন্
পদং মালবিআয়াঃ ॥ ১১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—নিপু।—হতভাগিনী বকুলাবলিকা যেন
জবাবগুলি প্রথম হইতে শুনে গেঁথে ঠিক করে
রেখেছে ॥ ১০৫ ॥

বকুল।।—অমুরাগ অমুরাগের দ্বারা অভিযুক্ত করিতে হয়,—
সাধুদিগের এই কথা একবার প্রমাণ করিয়া দাও সখি ! ১০৬ ॥

মাল।।—বা! মনে আসছে, তাই বলছি কেন ? ১০৭ ॥

বকুল।।—একেবারেই না। ভর্তারই এই সমস্ত প্রণয়-মুদ্র

উক্তি অন্তের মুখে বেরিয়ে পড়েছে, অর্থাৎ নিজের
গোতমের দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন ॥ ১০৮ ॥

মাল।—সখি। দেবীর কথা ভাবিলে আমার হৃদয় আর
কিছুই বিশ্বাস করিতে চায় না ॥ ১০৯ ॥

বকুল।।—মুদ্ধে ! ভ্রমরের ভয়ে কি কেহ বসন্তকালের সর্বস্ব
নবীন চুতমঞ্জরীর অবতংস (কর্ণভূষণ) পরিতে বিরত
হয় ? ॥ ১১০ ॥

মাল।—তুই ভাই, এই দুষ্কর কার্যে আমার সহায়তা
করিস ॥ ১১১ ॥

বকুল।।—ভাই! আমি বকুলাবলিকা, বকুলকুলের ছায়া
আমাকে যত রগড়াবে, ততই আমার সৌরভ বেঁধবে।
যত আমায় এ সব কাজে লাগাবে, ততই দেখবে
আমার কত যোগ্যতা ? ॥ ১১২ ॥

রাজা।—বাঃ! চমৎকার, বকুলাবলিকে। চমৎকার! প্রথমে
কৌশলে মনের ভাবটি জানিয়া সেইভাবে অমুর-
প্রস্তাবের দ্বারা, ঠিক বেশ না আসিতে চাহিলে, উপযুক্ত
জবাব দিয়া ঘুরাইয়া নিজের মতে আনিয়া, বকুলাবলিকার
মালবিকাকে একেবারে হাতের মুঠোর ভিতর কোমল
সুন্দরভাবে বাগাইয়া লইল। সাধে কি আর কামীদিগে
প্রাণ দূতীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে ! ॥ ১১৩ ॥

ইরা।—চোঁট। একবার ছাখ, এই যত-কিছু ব্যাপার, সমস্ত
বকুলাবলিকা মালবিকার দ্বারা করা হইতেছে । ॥ ১১৪ ॥

- নিপু।— ভট্টিনি! অহিআরশ্চ উইদো উবদেসো। ॥ ১১৫ ॥
- ইরা।— ঠাণে কথু সন্ধিদং মে হিঅঅং। গিহীদথা অনন্তরং চিন্তইসং। ॥ ১১৬ ॥
- বকুলা।— এসো ছদৌ বি দে নিবৃত্তপরিকম্মো চলণো, জাব ণং বি সণেউরং করেমি। (নাটোন ন্পুরযুগলমামুচা।) হল। উঠেছি, অণুচিঠি দেবীএ অসোঅসুস বিআসত্তিঅং গিওঅং। (উভে উত্তিষ্ঠতঃ) ॥ ১১৭ ॥
- ইরা।— সুদো দেবীএ গিওত্তি। ভোহু দাণিং। ॥ ১১৮ ॥
- বকুলা।— এসো উবাক্কটরাও উবভোগকুম্মো পুরদো দে চিট্ঠদি। ॥ ১১৯ ॥
- মাল।— (সহর্ষম্) কিং ভট্টা ? ॥ ১২০ ॥
- বকুলা।— (সন্মিতম্) ণ দাব ভট্টা। অসোঅসাহাবলহী পল্লব-গুচ্ছো, ওদংসেহি দাব ণং ॥ ১২১ ॥
- বিদু।— সুদং ভবদা ? ॥ ১২২ ॥
- রাজা।— সখে। পর্যাণ্ডমেতাবতা কামিনাম্—
 অনাতুরোৎকণ্ঠিতয়োঃ প্রসিধ্যাতা সমাগমেনাপি রতিন্ মাং প্রতি।
 পরস্পরপ্রাপ্তিনিরাশয়োর্ব্বরং শরীরনাশোহপি সমানুরাগয়োঃ ॥ ১২৩ ॥
- মালবিকা।—(রচিতপল্লবাবতংসা সলীলমশোকায় পাদং প্রহিণোতি) ॥ ১২৪ ॥

প্রাক্তানুবাদ।—ভট্টিনি! অধিকারশ্চ উচিতঃ

উপদেশঃ ॥ ১১৫ ॥

স্থানে থলু শক্তিতং মে হৃদয়ম্। গৃহীতার্থা অনন্তরং চিন্তয়িষ্যামি ॥ ১১৬ ॥

এষঃ অপি তে নিবৃত্ত-পরিকর্ম্মা চরণঃ। যাবৎ এনম্ অপি ন্পুরং করেমি। হল। উত্তিষ্ঠ দেব্যাঃ অশোকশ্চ বিকা-
 গ্নিত্বকং নিয়োগমমুত্তিষ্ঠ ॥ ১১৭ ॥

শ্রুতঃ দেব্যাঃ নিয়োগঃ ইতি।—ভবতু ইদানীম্ ॥ ১১৮ ॥

এষঃ উপাক্কটরাগঃ উপভোগকুম্মঃ পুরতঃ প্রে-
 তিষ্ঠতি ॥ ১১৯ ॥

কিং ভট্টা ? ॥ ১২০ ॥

ন তাবৎ ভট্টা। অশোকশাখাবলহী পল্লবগুচ্ছঃ
 পবতংসয় তাবৎ এনম্ ॥ ১২১ ॥

শ্রুতং ভবতা ? ১২২ ॥

বাক্যার্থ।—নিপু।—ভট্টিনি! ও যে এই কাজেরই জন্ত
 স্মরণে উপদেশানুযায়ী কাজ ত করিবেই ॥ ১১৫ ॥

ইরা।— আমার হৃদয় যে শক্তিত হইয়াছিল, তাহা ঠিকই
 আচ্ছা, আগে ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত দেখি, পরে কি
 করা না করা, তাবৎ ॥ ১১৬ ॥

ইলা।—এই তোমার এ চরণেও আলতা পরানো হইয়াছে
 এখন এতেও নপ্পুরগাছটা পরিষে দি। (নপ্পুর পরাইয়া

সখি! এখন উঠ। অশোকে ফুল ফুটাইবার নিমিত্ত দেবীর
 আদেশ পালন কর গিয়া। (দুইজনেই উঠিল) ॥ ১১৭ ॥

ইরা।—শুনলি ? “দেবীর নিয়োগ।” আচ্ছা হোক না ॥ ১১৮ ॥

বকুলা।—এই যে বদ্ধিত-রাগ ও উপভোগকুম্ম তোমার
 সম্মুখেই বিद्यমান ॥ ১১৯ ॥

মালবিকা।—(সানন্দে) কি ? তত্তা না কি ? ১২০ ॥

বকুলা।—(মন্দহাস্তের সহিত) না, তত্তা নন। এই অশোক-
 শাখাবল্লবিত পল্লবগুচ্ছের কথা বলিতেছি। এর দ্বারা
 আগে কর্ণের অবতংস কর। (অর্থাৎ কানে পর) ॥ ১২১ ॥

বিদু।—শুনলে ত সখে ! ॥ ১২২ ॥

রাজা।—প্রণয়-প্রার্থায় পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। কেন না, ভাই!
 এক জনের উৎকর্ষার শেষ নাই। অথচ বাহার জন্ত
 উৎকর্ষা, সে কিন্তু তিলমাত্রও কাতর নয়, এরূপ স্বভে-
 সেই নরনারীর অগত্যা মিলন হইলেও, তাদৃশ মিলনের
 আমি আদৌ পক্ষপাতী নহি। পক্ষান্তরে তুল্যানুরাগ-
 সম্পন্ন প্রণয়িযুগলের পরস্পরের সহিত মিলনের অভাবে
 যদি ভাবিতে ভাবিতে শরীর-পাতও হয়, তবে তাহাও
 শতধা প্রার্থনীয় ॥ ১২৩ ॥

(মালবিকা পল্লবের অবতংস পরিয়া লীলাতরল চরণ
 দ্বারা অশোকে আঘাত করিল।) ॥ ১২৪ ॥

রাজা।— বয়স্তু!— আদায় কর্ণকিসলয়মন্মাদিয়মত্র চরণমর্পয়তি।

উভয়োঃ সদৃশবিনিময়াদানং বক্তিতং মন্ত্রে ॥

॥ ১২৫ ॥

মাল।— অবিণাম অক্ষণং সম্ভাবনা সহলা হোউ?

॥ ১২৬ ॥

বকুলা।— হল। ণথি দে দোসো, নিগুণ্ণো অয়ং অসোহো জই কুসুমুগ্গমমম্বরো হবে,
জো দে চলণ-সক্কারণ লন্তিঅ।

॥ ১২৭ ॥

রাজা।— অনেন তহুমধ্যয়া মুখরনুপুরারাবিণা
নবাসুকহকোমলেন চরণেন সম্ভাবিতঃ।
অশোক! যদি সত্ত্ব এব মুকুলৈর্ন সম্পৎস্রসে
মুখা বহসি দোহদং ললিতকামিসাধারণম্।
সখে! বচনাসুরণপূর্বকং প্রবেষ্ট মিচ্ছামি।

॥ ১২৮ ॥

বিদু।— এহি, ণং পরিহাসইসংস।

॥ ১২৯ ॥

(উভৌ প্রবেশং কুরুতঃ)

নিপু।— ভট্টিনি! ভট্টিনি! ভট্টা এথ পবিসদি।

॥ ১৩০ ॥

প্রাক্তানুবাদ।—অপি নাম অস্মাকং সম্ভাবনা বকুলা।—সখি! তোমার এতে দোষ কি? তোমার

সফলা ভবেৎ? ॥ ১২৬ ॥

সখি! নাস্তি তে দোষঃ। নিষ্ঠুৰ্ণঃ অয়মশোকঃ
যদি কুসুমোদগম-মম্বরঃ ভবেৎ, যঃ তে চরণসংকারং
লন্তিতঃ ॥ ১২৭ ॥

চরণের সাদর সংকার লাভ করিয়াও যদি যথাসময়ে
অশোক কুসুম প্রদর্শন না করে, তবে বুঝিতে হইবে যে,
এই অশোকই গুণের আদর জানে না এবং এ নিজেও
অত্যন্ত গুণহীন ॥ ১২৭ ॥

এহি, এনাং পরিহাসয়িষ্যামি ॥ ১২৯ ॥

ভট্টিনি! ভট্টিনি! ভট্টা অত্র প্রবিশতি ॥ ১৩০ ॥

বাক্যার্থ।—রাজা।—সখে! এই অশোকতরু হইতে
মালবিকা কর্ণভূষণ গ্রহণ করিয়া, বিনিময়ে ইহাকে চরণ-
দান করিল। উহাদের উভয়ের এই আদান-প্রদানে—
কত সুখ! হায়! আমি এইরূপ সুখে বঞ্চিত
হইলাম! ॥ ১২৫ ॥

মাল।—সখি! হায়! আমার এই (সম্ভাবনা) দোহদ-
ক্রিয়া কি সফল হইবে? (অথবা আমার এই অর্চনা
কি কলবতী হইবে? যে আশায় এই দোহদ-রূপিনী
পূজার যত্ন হইয়াছি, সেই আশা—দোহদের ফল
হইলে আমার অভিলাষ-পূরণে দেবীর প্রীতিশ্রুতি
প্রদৃতি আশা কি সফল হইবে?) ॥ ১২৬ ॥

রাজা।—অশোক! ক্ষীণ-কটি মালবিকার নুপুর-নিষ্কণ-
মুখর ও সজ্জাবিকাসিত শতদলের ছায় কোমল এই
চরণের দ্বারা সম্মানিত হইয়াও যদি অচিরাৎ তুমি কুসুম-
ভারে শোভিত না হও, তবে বুঝিতে হইবে;—প্রণয়-
মুগ্ধ কামি-জনের সতত স্পৃহণীয় এই দোহদ,—মাল-
বিকার এই পদ-তাড়না তোমাতে বুধাই জ্ঞাত হইয়াছে।
এমন পায়ের আঘাতে যার হৃদয়-কুসুম না ফোটে, সে
এতাদৃশ পদাঘাতেরই অযোগ্য। সখে! বচনাসুরণ-
পূর্বক অর্থাৎ কথার অবসরমত প্রবেশ করিতে ইচ্ছা
করি ॥ ১২৮ ॥

বিদু।—এস, ইহাকে একটু পরিহাস করি গিয়া ॥ ১২৯ ॥

(উভয়ের প্রবেশ)

নিপু।—ভট্টিনি, ভট্টিনি, ভট্টাও যে এখানে আসিতে-
ছেন ॥ ১৩০ ॥

ইরা।— এদং মম পটমং চিহ্নিদং হিঅএণ।

॥ ১৩১ ॥

বিদু।— (উপেত্য) হোদি! জুস্তং নাম অন্তভবদো স্নিঅবঅসুসো অঅং অসোঅো ণং
বামপাএণ তাড়ইহুং?

॥ ১০২ ॥

উভে।— (সসম্ভ্রমম্) অস্মো ভট্টা! জেহু জেহু ভট্টা।

॥ ১৩৩ ॥

বিদু।— বউলাবলিএ। গিহীদথাএ তুএ অন্তভোদৌ ঈরিসং অবিণঅং করন্তৌ কীস ণ
ণিবারিদা?

॥ ১৩৪ ॥

(মালবিকা ভয়ং রূপয়তি)

নিপু।— ভট্টিনি। পেক্খ কিং পউত্তং অজ্জগোদমেন

॥ ১৩৫ ॥

ইরা।— কহং ক্খু বস্সবস্কু অগ্গহা জীবিসুসদি।

॥ ১৩৬ ॥

বকুলা।— অজ্জ! এসা দেবীএ নিওঅং অমুচিট্ঠদি। এদসুসিং অদিকমে পরবদৌ ইঅং
পসীদহু ভট্টা।

॥ ১৩৭ ॥

(ইতি আশ্রনা সহৈনাং প্রণিপাতয়তি)

রাজা।— যথেবমনপরাক্কাসি। উত্তিষ্ঠ ভদ্রে!

(হস্তেন গৃহীত্বোথাপয়তি)

॥ ১৩৮ ॥

বিদু।— জুজ্জদি, দেবী এথ মাণইদব্বা।

॥ ১৩৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।— তন্ময় প্রথমঃ চিন্তিতং বিদু!—বকুলাবলিকে। তুমি ত সব জানো, তবে
দেয়ন ॥ ৩০ ॥ মালবিকার এই অস্ত্রায় কার্যে বাধা দিলে না

ভবতি! যুক্তং নাম অন্ত্রভবতঃ প্রিয়বয়স্তুঃ অয়ম্ কেন? ॥ ১৩৪ ॥

অশোকঃ, এনং বামপাদেন তাড়য়িতুম্? ॥ ১৩২ ॥

(মালবিকা ভীত হইয়া পড়িল)

(সসম্ভ্রমম্)। অহো ভট্টা! জয়তু জয়তু ভট্টা ॥ ১৩৩ ॥

বকুলাবলিকে। গৃহীতার্থস্বা স্বয়! অন্ত্রভবতী ঈদৃশমবিনয়ং

ভী কেন ন নিবারিতা? ॥ ১৩৪ ॥

ভট্টিনি। প্রেক্ষস্ব কিং প্রবৃত্তমার্গাগৌতমেন ॥ ১৩৫ ॥

কথং খলু ব্রহ্মবন্ধুরন্তথা জীবিত্যতি? ॥ ১৩৬ ॥

আর্য্য। এষা দেব্য। নিয়োগমহুতিষ্ঠতি। এতস্মিন্

তক্রমে পরবর্তী ইয়ম্। প্রসীদতু ভট্টা ॥ ১৩৭ ॥

যুক্তাতে। দেবী অন্ত্র মানয়িতব্য। ॥ ১৩৯ ॥

অর্থ।—ইরা।—এটা আমি প্রথমেই মনে মনে

ভাবিয়াছিলাম ॥ ১৩১ ॥

—ওগো মেয়েটি! এই অশোক তরু আমার প্রিয়বন্ধু

এই মহাপ্রাজের বড়ই প্রিয়, তোমার কি ইহাকে

পদাঘাত করা ভালো হইল? তাতে আবার বা

পায়? ॥ ১৩২ ॥

য়ে।—(সসম্ভ্রমে) এ কি? ভট্টা! মহাপ্রাজের জয়

হোক ॥ ১৩৩ ॥

নিপুণিকা।—ভট্টিনি! চাহিয়া দেখ,—গৌতমের
ব্যাপারটা! ॥ ১৩৫ ॥

ইরা।—ঐরূপ না করিলে এই স্থগিত ব্রাহ্মণ কি উপায়েই বা
বাঁচবে? ॥ ১৩৬ ॥

বকুলা।—আর্য্য! মালবিকা দেবীর আদেশ পালন
কর্জে। সুতরাং এই অস্ত্রায় কার্যে এ সম্পূর্ণরূপে
পরাদীন। প্রভো রাগ করিবেন না। (নিজে
প্রণাম করিল ও মালবিকাকেও প্রণত
করাইল।) ॥ ১৩৭ ॥

রাজা।—তাই যদি হয়, তবে তোমার কোনো অপরাধ
নাই। সুন্দরি! উঠ। (হাতে ধরিয়া উঠাই-
লেন।) ॥ ১৩৮ ॥

বিদু।—ঠিক। এস্থলে দেবীর খাতির রাখিতে হইবে বই
কি ॥ ১৩৯ ॥

রাজা।— কিসলয়মুদোবিলাসিনি। কঠিনে নিহিতস্ত পাদপঙ্কজে।

চরণস্ত ন তে বাধা সম্প্রতি বামোরু! বামস্ত ॥

॥ ১৪০ ॥

(মালবিকা লঙ্কাং নাটয়তি)

ইরা।— অহো নবনীতকল্পহিঅহো অজ্জউত্তো।

॥ ১৪১ ॥

মাল।— বউলাবলিএ! এহি, অণুটিটিদং অত্তণো নিঅোঅং দেবী এ নিবেদেঙ্ক।

॥ ১৪২ ॥

বকুল।— বিল্লেবেহি ভট্টারং বিসজ্জেহিতি।

॥ ১৪৩ ॥

রাজা।— ভদ্রে! যাস্তসি। মম তাবজ্জংপন্নাবসরথিং অয়তাম্।

॥ ১৪৪ ॥

বকুল।— অবহিদ্দা সুগাহি। ত্রাণবেহু ভট্ট।

॥ ১৪৫ ॥

রাজা।— ধৃতিপুষ্পময়মপি জনো বপ্পতি ন তাদৃশং চিরাং প্রভৃতি।

স্পর্শামৃতেন পুরয় দোহদমস্তাপ্যনস্তরুচেঃ।

॥ ১৪৬ ॥

ইরা।— (সহসোপস্থতা) পুরেহি! ॥ অসোও কুসুমং ও দংসেদি। অঅং উণ

পুপ্ফদি একব।

॥ ১৪৭ ॥

(সর্বের ইরাবতীং দৃষ্ট। সম্ভ্রান্তাঃ)

রাজা।— (অপবার্ধা) বয়স্ত! কা প্রতিপত্তিরত্র?

॥ ১৪৮ ॥

বিদু।— কিং অল্লং। জজ্জাবলং একব।

॥ ১৪৯ ॥

প্রাকৃতাবুদ — অহো! নবনীতকল্পহৃদয়ঃ

আর্ধ্যপুল ॥ ১৪১ ॥

বকুলাবলিকে! এহি। অমুষ্টিতমাঙ্কনো নিয়োগং

দেবী নিবেদয়্যাবঃ ॥ ১৪২ ॥

বিল্পাপয় ভট্টারং বিসজ্জয় ইতি ॥ ১৪৩ ॥

অবহিতা শৃণু। আজ্ঞাপয়ত ভট্টা ॥ ১৪৪ ॥

পুরয় পুরয়। অশোকঃ কুসুমং ন দর্শয়তি, অল্লং পুননঃ
পুষ্পাতি এব ॥ ১৪৭ ॥

কিমন্তুং, জজ্জাবলমেব ॥ ১৪৯ ॥

বকুল।—রাজা।—(সহাস্তে) বিলাসিনি। কঠিন

পাপম-স্বন্ধে আঘাত করায়, পন্নবৎ কোমল তোমার

বাম চরণে কোন বাধা ব্যথা লাগেনি ত? বল—বামোরু!

(মালবিকা লঙ্কায় সঙ্গীত হইল।) ॥ ১৪০ ॥

ইরা।—উঃ, আর্ধ্যপুলের প্রাণ যেন নবনীতের মত

কোমল! ॥ ১৪১ ॥

মাল।—বকুলাবলিকে! চল, দেবীকে বলি গিয়া যে, আমা-

দের কাজ আমরা করিয়াছি ॥ ১৪২ ॥

বকুল।—“বিদায় নিনু”—বলিয়া ভট্টাকে আগে বল ॥ ১৪৩ ॥

রাজা।—ভদ্রে! যা'বে বই কি! কিন্তু আমার এই

শুভ সম্মোচিত একটা প্রার্থনা আছে, তা কি শুনে

না? ॥ ১৪৪ ॥

বকুল।—রাজা যা বলেন, মনোযোগ দিয়া শোন। যল্ল

রাজনু ॥ ১৪৫ ॥

রাজা।—এই অগ্নিমিত্রও আর দীর্ঘকাল যাবৎ ধৃতি অর্থাৎ

ঐর্ষ্যরূপ কুসুম রোধ করিয়া থাকিতে পারিতেছে না

অর্থাৎ ইহার পক্ষে আর ঐর্ষ্য-ধারণ করিয়া থাকা সম্ভব

পর নহে। অতঃ কোনো রমণীতেও ইহার স্পর্শ

নাই। একমাত্র তোমাতেই অহুরক্ত। একটিবারের ও

তোমার স্পর্শরূপ অমৃতের দ্বারা ইহার “দোহদ” অর্থাৎ

প্রাণের আশা পূরণ কর ॥ ১৪৬ ॥

ইরাবতী।—(সহসা নিকটে গিয়া) পূরণ কর! পূ-

রণ কর ॥ অশোকে ফুল দেখা দিল না বটে, কিন্তু

দোহদ করিলে তৎক্ষণাৎ ফুল ফুটবে! (ইরাবতী

দেখিয়া সকলে চমকিয় উঠিলেন) ॥ ১৪৭ ॥

রাজা।—(চুপি চুপি) বয়স্ত! এখন কি করা উচিত? ॥ ১৪৮ ॥

বিদু।—আবার কি? পুষ্ট-প্রদর্শন ॥ ১৪৯ ॥

ইরা ।— সাহু, বউলাবলিএ ! সাহু তুএ উবকন্তং । করেহি সফলপঅথং অজ্জউত্তং ॥ ১৫০ ॥

উভে ।— পসীদহু ভট্টিণী । কাও বঅং ভট্টিণো পণঅপরিগ্গহস্ ? [ইতি নিজ্ঞাস্তে । ॥ ১৫১ ॥

ইরা ।— অবিস্‌সনীয়া পুরীসা । অত্তণো বঞ্চণবঅং পমাণীকরিঅ অহিক্‌খিত্তাএ বাহজ্জণ-
গীদগিহৌদচিত্তাএ হরিণীএ বিঅ এদং ৭ বিগাদম্ ! ॥ ১৫২ ॥

বিদু ।— (জনাস্তিকম্) ভো পড়িবজ্জেহি কিংপি উত্তরং । “উদআন্দমূলে
বিমহিলে বিমহিদেণ কুন্তীলেণ সন্ধিচ্ছেদো সিক্‌খিদবত্তি” বত্তবং হৌই । ॥ ১৫৩ ॥

রাজা ।— সুন্দরি ! ন মে মালবিকয়া কচ্চিদর্থঃ । ময়া ত্বং চিরয়সীতি যথা-কথঞ্চিদাত্তা
বিনোদিতঃ । ॥ ১৫৪ ॥

ইরা ।— অবিস্‌সনীয়াসি, ৭ মএ বিগাদং ঈরিসং বিণোদবত্তন্তং অজ্জউত্তেণ উবলক্কং ত্তি ।
অগ্গহা ত্বক্‌খভাউণীএ এবং ৭ করীঅদি । ॥ ১৫৫ ॥

বিদু ।— মা দাব অত্তভোদো দক্‌খিগ্গস্‌স উবরোহং করেহি, সমীবদিট্ঠেণ দেবীএ
পরিচারিআত্থণেন সংকথাবি জই বারীঅদি, এথ তুমং এব পমাণং । ॥ ১৫৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—সাধু বকুলাবলিকে ! সাধু

তুমি উপক্রান্তম্ । কুরু সফলপ্রযত্নার্থ্যপুত্রম্ ॥ ১৫০ ॥

প্রসীদতু ভট্টিনী ! কে আবাং ভট্টুঃ প্রণয়পরি-
গ্গহস্য ॥ ১৫১ ॥

অবিস্বসনীয়াঃ পুরুষাঃ ! আত্মনঃ বঞ্চনবচনং প্রমাণী-
কৃত্য আক্ষিপ্তয়া ব্যাধজন-গীত-গৃহীত-চিত্তয়া হরিণ্যা ইব এতৎ
সংবিজ্ঞাতম্ ! ॥ ১৫২ ॥

ভোঃ ! শ্রীতিপন্থয় কিমপি উত্তরম্ । “উদকাস্তমূলে
বিমহিলে বিমহিতেন কুন্তীলেণ সন্ধিচ্ছেদঃ শিক্ষিতব্য” ইতি
শ্রব্যঃ ভবতি ॥ ১৫৩ ॥

অবিস্বসনীয়াঃ অসি । নময়া বিজ্ঞাতম্ ঈদৃশং বিনোদ-
কম্ আৰ্য্যপুত্রেণ উপলব্ধম্ ইতি । অত্থথা দুঃখতাগিত্তা
(যথা) এবং ন ক্রিয়তে ॥ ১৫৪ ॥

মা তাবৎ অত্রভবতঃ দাক্ষিণ্যস্ত উপরোধং কুরু, সমীপ-
ত্বেন দেব্যঃ পরিচারিকাজনেন সংকথা অপি যদি বাধ্যতে,
কৃত্বম্ এব প্রমাণম্ ॥ ১৫৫ ॥

সার্থ ।—ইরাবতী । বেশ । বকুলাবলিকে ! উত্তম
কাথ্য আরম্ভ করিয়াছ । এখন আৰ্য্যপুত্রের প্রার্থনা
পূর্ণ কর ॥ ১৫০ ॥

উভে ।—ভট্টিনি ! প্রসন্ন হউন । ভট্টার প্রণয়ভাজন
হইবার পক্ষে আমরা সম্পূর্ণ অযোগ্য ॥ ১৫১ ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

রাজা ।—হায় রে । পুরুষজাতি বিশ্বাসের অযোগ্য । মুয়া

হবিণী যেমন প্রবঞ্চক ব্যাপ্তের মনোমোহন সঙ্গীতে আত্ম-
বিস্মৃত হইয়া গিয়া তাহার হাতে ধরা দেয় ও শেষে নষ্ট
যায়, আমারও ঠিক সেই দশা ঘটিয়াছে ! পূর্বে
ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই ॥ ১৫২ ॥

বিদু ।—(জনাস্তিকে) ওহে বয়স্য ! যা' হয় একটা উত্তর
দাও । পথিক-সঞ্চার-বর্জিত জল-সমীপে তস্থর দ্রুত
হইলে যেমন বলে—“আমি এখানে সবে সুউদ (সিদ)
কাটা শিখিতেছি মাত্র ।” তুমিও সেইরূপ একটা বল ।
অর্থাৎ আমি এই প্রকাব পর-দলনা-সম্ভোগাদি-ব্যাপার,
সবে, এই নির্জনস্থানে শিখিতেছি মাত্র, যেটুকু দেখিলে,
তার বেশ কিছুই করি নাই ॥ ১৫৩ ॥

রাজা ।—সুন্দরি । মালবিকায় আমার কোনই প্রয়োজন
ছিল না । কোনো দিন নাই-ইও । শুধু—তোমার
আগিতে বিলম্ব হওয়ায় কোনমতে চিত্তবিনোদন করিতে-
ছিলাম মাত্র ॥ ১৫৪ ॥

ইরা ।—তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য । আমি ঘৃণাকরেও জান্তে
পারি নি যে, আমার আৰ্য্যপুত্র এমন ধারা বিনোদ-বস্ত্র
লাভ করিয়াছেন । তা যদি জান্তুম্, তা' হ'লে কখনই
হতভাগিনী আমি এখানে আস্তুম্ না ॥ ১৫৫ ॥

বিদু ।—এভাবে মাননীয় বয়স্কের অপক্ষপাত আচরণে বাধা
প্রদান তোমার নিতান্ত অত্মচিত । পাট-রাগার পরি-
চারিকার সহিত দু'একটা রহস্য কথ' বলাও যদি দোষের
হয়, তবে রাগি ! তুমি থাকো কোথায় ? নিজের
কথাটা একবার স্মরণ কর ত ! ॥ ১৫৬ ॥

ইরা ।— গং সঙ্কহা গাম হোত্ব, কিংতি অভাগং আআসইসং ? ॥ ১৫৭ ॥

[ইতি রুষ্টা প্রস্থিতা ।

রাজা ।— (অনুসরন্) প্রসীদতু ভবতী । ॥ ১৫৮ ॥

(ইরাবতী রশনাসন্দানিতচরণা ব্রজতোব ।)

রাজা ।— সুন্দরি ! ন শোভতে প্রণয়িজনে নিরপেক্ষতা । ॥ ১৫৯ ॥

ইরা ।— সঠ ! অবিস্‌সসগীওসি । ॥ ১৬০ ॥

রাজা ।— শঠ ইতি ময়ি তাবদন্তু তে পরিচয়বতাবধীরণা প্রিয়ে ! !
চরণপতিতয়া ন চণ্ডি ! তাং বিমৃজসি মেখলয়াপি যাচিতা ॥ ১৬১ ॥

ইরা ।— ইঅংপি হদাশা তুমং একব অনুসরদি । ॥ ১৬২ ॥

(রশনামাদায় রাজানং তাড়য়িতুমিচ্ছতি ।

রাজা ।— বয়স্ত ! এষা ইরাবতী— ॥ ১৬৩ ॥

বাষ্পাসারা হেমকাঞ্চীগুণেন শ্রোগীবিদ্যাদপূপেক্ষাচ্যুতেন ।

চণ্ডী চণ্ডং হস্তমভ্যুততা মাং বিদ্যাদান্না মেঘরাজীব বিক্রম ॥ ১৬৪ ॥

ইরা ।— কিং মং একং ভূওবি অবরদ্ধং করেসি । ॥ ১৬৫ ॥

অবয় ।—প্রিয়ে ! ময়ি “শঠঃ” ইতি তে পরিচয়বতী
অবধীরণা তাবৎ অস্থ । (কিন্তু) অয়ি চণ্ডি ! চরণপতিতয়া
মেখলয়া যাচিতা অপি (ত্বং) তাম্ (অবধীরণাং) ন
বিমৃজসি ! ॥ ১৬১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—নহু সঙ্কহা নাম ভবতু ।

কিমিতি আস্থানম্ আশ্বাসয়িষ্যামি ? ১৫৭ ॥

শঠ ! অবিস্‌সসগীওসি ॥ ১৬০ ॥

ইয়মপি হতাশা ত্বমেবানুসরতি ॥ ১৬২ ॥

কিন এক ভূয়োহপি মাম্ অপরাহ্ণং করোষি ? ১৬৫ ॥

বজ্রার্থ ।—ইরা ।—ভালই ত ! তোমাদের রহস্তালাপ
নির্কিষে চলুক । আমি আর আত্মাকে কষ্ট দেই
কেন ? ॥ ১৫৭ ॥

[সক্রোধে প্রস্থান ।

রাজা । (পিছু ছুটিতে ছুটিতে) চ'টো না, চ'টো না
রাগি ! ॥ ১৫৮ ॥

(ইরাবতী রশনা-জড়িত-চরণে যাইতেছেনই)

রাজা ।—সুন্দরি ! প্রণয়ী ব্যক্তির প্রতি এত ঔদাসীন্য
শোভা পায় না ॥ ১৫৯ ॥

ইরা ।—শঠ ! তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য ॥ ১৬০ ॥

রাজা ।—প্রিয়ে ! আমাকে তুমি “শঠ” বলিয়া যত অবজ্ঞা
কর না কেন, করিতে পার, কেন না—আমি তোমার
অনুগৃহীত না হইলে, আমি যে “শঠ”—তাহা তুমি
জানিলে কি প্রকারে ? কিন্তু অয়ি কোপনে ! তোমার
নিতম্বের মেখলা ঐ পায়ে পড়িয়া বার বার কত অনুন্নয়-
বিনয় করিতেছে, উহার উপরও তোমার ক্রোধের উপশম
হইল না ? ॥ ১৬১ ॥

ইরা ।—এই হতাশাও তোমার অনুসরণ করুক ॥ ১৬২ ॥

(মেখলা লইয়া রাজাকে তাড়া করিলেন ।)

রাজা ।—সখে ! চাহিয়া দেখ, ঐ অশ্রুবার্ধীগী চণ্ডী
ইরাবতী, স্বীয় নিতম্ব হইতে উপেক্ষাবশতঃ স্বয়ং
কাঞ্চন মেখলা-গুণের দ্বারা আমাকে আহত করিতে
কেমন রোষরক্তমুগ্ধিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন ! ঠিক
জলদাবলী বিদ্যুৎ-গুণের দ্বারা বিদ্যাপকর্তাকে
করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে ॥ ১৬৩-১৬৪ ॥

ইরা ।—কি ? আমাকে কেমন বার বার বাধা দিয়া
রাধিনী করিতেছ ? ॥ ১৬৫ ॥

রাজা।— (সরশনং হস্তমবলম্বয়তি)।

অপরাধিনি ময়ি দণ্ডং সংহরসি সমুদ্রতং কুটিলকেশি !।

বর্কয়সি বিলাসিতং তং দাসজনায়াত্র কুপ্যসি চ ॥

নূনমিদানীমবুজ্জাতম্।

(ইতি পাদয়োঃ পততি)

॥ ১৬৬ ॥

ইরা।— শঠ ! এ কথু ইমে মালবিকাএ চলণা, জে দে বিসেসেণ দোহলং পুরয়িস্‌সন্তি

॥ ১৬৭ ॥

[ইতি নিষ্কান্তা সচেষ্টা।

বিদু।— উট্টেহি। কিদম্মসাদোসি।

॥ ১৬৮ ॥

রাজা।— (উথায়েরাবতীমপশ্যন্) কথং গঠৈব প্রিয়া ?

॥ ১৬৯ ॥

বিদু।— বঅস্‌স ! এযা ইম্‌স্‌স তবিণঅস্‌স অবরদ্ধা। বঅং সিগ্‌ঘং অপক্কমাম, জাব
অঙ্গারঅরাসি বিঅ অণুচক্‌কং এ করেদি।

॥ ১৭০ ॥

রাজা।— অহো মদনস্ত বৈষম্যম্ !

মত্রে প্রিয়াহৃতমনাস্তস্তাঃ প্রণিপাতলজ্বনং সেবাম্।

এবং প্রণয়বতী সা শক্যমুপেক্ষিতুং কুপিতা ॥

তদেহি কুপিতাং দেবীং প্রসাদয়াবঃ।

[ইতি নিষ্কান্তাঃ সর্কে ॥ ১৭১ ॥

ইতি তৃতীয়োহঙ্কঃ।

প্রাকৃতানুবাদ।—শঠ ! ন খলু ইমৌ মালবিকায়

চরণো, যৌ তে বিশেষণ দোহদং পুরয়িষ্যতঃ ॥ ১৬৭ ॥

উত্তিষ্ঠ, কৃতপ্রসাদোহসি ॥ ১৬৮ ॥

বয়স্ত ! এযা অস্ত অবিনয়স্ত (কুতে) অপরাধা। তং
এযং শাঙ্গং অপক্কমামঃ। যাবৎ অঙ্গারকরাশিরিব অনুবক্রং
(প্রতিগমনং) ন করোতি ॥ ১৭০ ॥

প্রসার্থ।—রাজা।—(রশনা-যুক্ত ইরাবতীর হস্ত ধারণ-
পূর্বক) অয়ি কুঞ্চিতকেশি ! আমিই অপরাধী, আমাকে
দণ্ড দিতে উদ্বৃত্ত হইয়া দণ্ড না দেওয়ায় তুমি যে আমার
অনুরাগ বাড়াইয়া তুলিতেছ, অথচ তোমার দাসস্বরূপ
আমি, আমার উপর আবার ক্রোধও করিতেছ,
এ কিরূপ ? তবে তুমি আমাকে এ যাত্রায় ক্ষমা
করিলে ? ॥ ১৬৬ ॥

(বলিয়াই পায়ে পড়িলেন।)

ইরাবতী।—লক্ষ্যট ! এ ত মালবিকার চরণ নয়, যে, মনের
ভজন করিয়া দোহদ পূরণ করিবে ? ॥ ১৬৭ ॥

(বলিয়াই দাসীর সহিত চলিয়া গেলেন)

বিদু।—এখন উঠ। যা' হোক খুব প্রসন্ন করিয়াছ
বটে ! ॥ ১৬৮ ॥

রাজা। (উঠিয়া ইরাবতীকে না দেখিয়া) কি ? প্রিয়া
চলিয়াই গেল ! কিছুতেই রাগ পড়িল না ! ॥ ১৬৯ ॥

বিদু।—বয়স্ত ! ইরাবতী কিন্তু এই অবিনয়ের জন্ত অর্থাৎ তুমি
পায়ে পড়িলে, তরুও চলিয়া গিয়া, যোর অপরাধিনী হইল।
তা' চল, অঙ্গারক-রাশির মত আবার ঘুরিয়া আসিবার
পূর্বে আমরাও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই ॥ ১৭০ ॥

রাজা।—মদনের কি আশ্চর্য্য বৈপরীত্য !—আমি এখন
মালবিকা-হৃৎ-হৃদয়, স্মৃতরাং ইরাবতী যে আমার এত
অনুরাগ-বিনয়, এত পায়ে পড়া, কিছুই না মানিয়া চলিয়া
গেল—আমার অপমান করিল, এটাকে আমি আমার
সেবা বলিয়া মনে করিতেছি। আমার পক্ষে ইরাবতী-কৃত
এই অপমান পদম অস্বকুল। কেন না, এই দ্রব্য ধারিয়াই
আমি সেই বৃপিত হৃদয়া প্রেমভর্তী ইরাবতীকে অন্যায়সে
উপেক্ষা করিতে পারিব। এই প্রণিপাত-লজ্বন আমার
পক্ষে নাহেজ্ঞ সুযোগ ॥ ১৭১ ॥ [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

৩য় অঙ্ক—তাৎপর্য

১ম ও ২য় অঙ্কে নাটকীয় ঘটনার অপূর্ণ সমাবেশ-পূর্বক, কালিদাস যে বীজের অঙ্কুরোদগম দেখাইয়াছেন, তৃতীয় অঙ্কে সেই অঙ্কুর নাতিবৃহৎ নয়নমনোহর তরুতে পরিণত হইয়াছে। ফল ফুটিতে এখনও অনেক বিলম্ব। তবে, সেই বিলম্বের নিমিত্ত মালবিকার দ্বারাই ফুল ফুটাইতে চেষ্টা করিয়া, সামাজিকদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন।—মালবিকার চরণস্পর্শরূপ মলয়হিল্লোলে সেই তরুতে ফুল ফুটিবেই ফুটিবে।—তাই সকলে স্থির হইয়া আছেন।

ভূত্যের দিন, ধারিণী নিকটে ছিলেন—বলিয়া, রাজা মালবিকাকে ভাল করিয়া, যেমনটা প্রাণে চায়, তেমন করিয়া দেখিতে পারেন নাই। আর একবার—আর একবার দেখিবার সাধ, কিন্তু ধারিণীর ভয়ে সে সাধ প্রকাশ করিবার সামর্থ্যও নাই। বিদূষক অগ্নি সন্নদ্ধ হইল, রাজাকে আশা দিল। মালবিকার সখী বহুবালবিকাকে হাত করিয়া নিঃস্রব্ধে সাক্ষাৎকারের সকল ব্যবস্থা করিল।

স্ব সেই সাক্ষাৎকারের এক প্রদান অন্তরায় আছেন—ধারিণী। যদি তিনি কোনরূপ বিড়ম্বনা ঘটাইয়া বলেন, তাহাঁ চতুর বিদূষক পূর্ক হইতেই সে পথ রুদ্ধ করিল। ধারিণী এক দিন দোলায় আদোহ্য করিয়াছেন, এমন সন্ধ্যা চঞ্চল বিদূষক ধারিণীকে দোলা হইতে ফেলিয়া দিল। হুলাঙ্গী মহিষী চরণে আঘাত পাঠিয়া কয়েকদিন শয্যাশায়িনী হইয়া রহিলেন। এই অবসরে বিদূষক, উপবনে ধারিণীর প্রাতি-নিধিরূপে দোহদকারিণী মালবিকার সহিত রাজ্যব সাক্ষাৎ করাইয়া দিল। এই প্রকারে, কালিদাস রাজা ও মালবিকার নিঃস্রব্ধিপের সুব্যবস্থা করিয়া,—এদিকে আরও এক অপূর্ণ চিত্রের সমাবেশ করিলেন। প্রণয়ের পথ স্বতঃই কণ্টকাকীর্ণ। আবার কণ্টকাকীর্ণ বলিয়াই সেই পথের পথিক উহাকে অত ভালবাসে। চরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শতধা ক্ষতবিক্ষত হইলেও মুগ্ধ পায় ঐ পথেই চলিতে চায়। অল্প সরল, ছায়াশীতল পথে যায় না। যে ফল শতদল হুলিবে, সে কি মৃণালের ক্ষতকে ভয় করে? অবাধ, অব্যাহত, কলঙ্কশূন্য প্রণয়ে বোধ হয়, কাব্যী ব্যক্তির তত

সুখ হয় না, যতটা হয়—তার বিপরীত প্রণয়ে। রসিক কবি, প্রেমিক কবি সে চিত্র-প্রদর্শনের সূত্র ছাড়িতে না পারিয়া অগ্নিমিত্র-মালবিকার প্রণয়-পথে কণ্টকিনী মৃণালিনীর মত ইরাবতীকে আনিলেন।

ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে,—ইরাবতীর সাধ জন্মিল যে, তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বর অগ্নিমিত্রের সহিত একসঙ্গে দোলায় চাড়বেন। তাই তিনি দূতীমুখে রাজাকে যথাসময়ে দোলাগৃহে আসিবার জ্ঞাত আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।—রাজা মনে মনে সে আহ্বান উপেক্ষা করিলেন। ইরাবতীর আহ্বানে উদাসীন্ত রাজার এই প্রথম। পূর্বে এরূপ কখনও ঘটে নাই। ইরাবতী জানেন,—তাঁহার ডাকে রাজা না আসিয়া থাকিতে পারেন না, বোনদিন পারেনও নাই! তাই পরিচারিকার সহিত ইরাবতী দোলাগৃহে আসিয়াছেন। ধারণা,—রাজাও নিশ্চয় আসিয়াছেন এবং পূর্কের ছায়া, দোলাগৃহে, তাঁহার উপেক্ষায় উদ্ভূত হইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। পরিচারিকার সহিত দোলাগৃহে প্রবেশপূর্বক ইরাবতী দেখিলেন যে, সে গৃহ শূন্য, তথায় রাজার গন্ধও নাই। তাঁহার বকের পগর যেন শতধা চূর্ণাচূর্ণ হইল। ইরাবতীর জীবনে এই প্রথম নৈরাশ্য, এই প্রথম আত্মনভঙ্গ! তিনি প্রথমতঃ কতপ্রকারে মনকে প্রবোধ দিলেন, ভাবিলেন, “হয় ত রাজা আসিয়াছেন, পরিহাস করিবার ভজ্য বুঝি কোথাও লুকাইয়া আছেন।” তাই ঈতি-উতি করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। মদ-খজিত-চরণে চারিদিক দেখিতে লাগিলেন।

বিদূষক পূর্ক হইতেই রাজাকে উদ্ভানে আনিয়াছে। কেন না, সে জানে যে, আজ মালবিকা অশোকের দোহা করিতে আসিবে। রাজা আসিয়াছেন, মালবিকা দোহদামুগ্ধান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজা মালবিকা সম্মুখে অম্মনয়-পর হইয়া দাড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে রাজাষেণী সুরারক্ত-নয়না সন্ধ্যা ইরাবতী, মধুর-পণ্ডে আসিতে আসিতে দূর হইতেই সেই যুগলমুখিত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রিয়তম আজ অল্প রম্য সহিত, বিশেষতঃ একটি পরিচারিকার সহিত—নিঃস্রব্ধে রাণীদের উদ্ভান-বাটিকায় কেন উপস্থিত?—তাঁহার তাঁহার কোমলহৃদয় একবারে ভাঙিয়া পড়িল। সমুদ্র

স্থিত হইয়া তিনি রাজাকে রাজ-বিরুদ্ধ তিরস্কারে জর্জর করলেন। শেষে কহিলেন—“তুমি রাজাধিরাজ, তুচ্ছ পরিচারিকার সহিত কথা কহিবার তোমার প্রবৃত্তি বা হইবে না?”—বলিয়া যেমন তিনি রাজাকে শত শত ধিকার দিলেন, তেমনি ধৃত্ত বিদুষকও বলিল,—“রাণি ! ও কথা বলিও না। তুমিও দিন পরিচারিকা ছিলে !” একে রাজার ব্যবহারে ইরাবতীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার উপর ক্রুর বিদুষকের এই মর্শ্বচ্ছেদিনী বোঝাই—ইরাবতীর একপ্রকার সংজ্ঞা লোপ হইল। তিনি বিদুষকের এই তীব্র কশাঘাতে কাদিতে কাদিতে কহিলেন—“কেন আর কেন ? যত খুসি, তোমরা বাভলাপ কর, আমি কেন ?”—বলিয়াই রাজার শত অশ্রুনয় উপেক্ষাপূর্বক হৃদয় ইরাবতী চলিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষু ভাঙ্গিল। তৎদিনে—তাঁহার নয়নের বুজাটিকা কাটিয়া গেল। তিনি কহিলেন যে, তাঁহার মত নিঃস্ব জগতে আর দ্বিতীয় নাই, অতঃপাশ্চাত্তিনি একগাছি তৃণ অপেক্ষাও লঘু,—দুঃখল। তিনি আপ্যায়িত-নেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন,—দেখিলেন, তাহার কেহই নাই ! কোন অবলম্বনই নাই !

এইভাবে ইরাবতীকে বিসর্জন দিয়া, অথবা ইরাবতী-স্বপ্নমিত্রকে মালবিকা-মানস সরোবরে, ইরাবতীরই সমক্ষে নদী ত কাবরী কাবুলোত্তম কালিদাস মালবিকা-চিত্রের পশ্চাদ্ভাগ (Background) অতি ননোন্নয় করিয়া উপস্থাপন করিয়াছেন। আর সেই অনবদ্য আলোখ্যপটের মধ্যস্থলে বসাইয়া কবির বীরে মালবিকার হৃদয়-সৌন্দর্য্যের একটি পরিচয়, গুরুগলি দেখাইতেছেন। এ অংশে তাঁহার অপূর্ণ নিপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

সেই নৃত্য-গীত পরীক্ষার পর হইতে মালবিকা, আশা নৈরাশ্র উভয়ের অধীন হইয়া, আচাৰ্য্য-গৃহে সুদীর্ঘ দিন-যামিনী কোন মতে অতিবাহিত করিতেছে। দিন আর রাতের কাটে না। পাটরাণী ধারিণীর চরণে বেদনা, তিনি দোহদোহতে পারিবেন না। তাঁহার নিজের উদ্যান-বাটিকায় শোকে দোহদ জন্ত, তিনি, মালবিকাকে পাঠাইয়াছেন। মালবিকার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। অনন্ত ভালোবাসা।—“হলে কালিদাসের শতমুখী কল্পনা যেন সহস্রমুখী হইয়া, বৃষ্টি-প্রবৃদ্ধা কুল-প্লাবিনী তটিনীর ত্রায় সামাজিকবর্গের কানায় কানায় ভাসাইয়া ছুটিয়াছে। নগরের

উপকণ্ঠবর্ত্তিনী সেই বসন্তরমণীয়া উদ্যানবাটিকায় মালবিকা একাকিনী দোহদ করিতে আসিয়াছে। এতদিন আচাৰ্য্য-গৃহে, জন-সমক্ষে প্রাণ ভরিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাসও সে ছাড়িতে পারে নাই, সতত সভয়ে, অতি কষ্টের সহিত, বুকের ব্যথা বুকেই চাপিয়া রাখিয়া সে কাল কাটাইয়াছে। আজ বড় নির্জন স্থান সে পাঠাইয়াছে। উপবনের সর্বত্র বসন্তের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যমুত করিতেছে। যে দিকে চাও, নয়ন আর ফিরাইতে পারিবে না,—এমনই সুন্দর উদ্যানের মধ্যে মালবিকা বনদেবতার শ্রাস্ত, ধীরে ধীরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহার চারিদিক স্নিগ্ধ, আনন্দময়, শুধু তাহার হৃদয়ে আজ নিরানন্দ। সে দিন মালবিকা, রাজার সম্মুখে যে আত্ম-নিবেদন করিয়া আসিয়াছে, তাহা তদবধি সর্বদাই তাহার মনের মধ্যে জাগিতেছে। তাহাতে রাজা কি ভাবিলেন, কি কারলেন, কৈ ! এত দিনেও ত তাহার কোন সন্ধান দুঃখিনী জানিতে পারিল না। তাই একান্ত কাতর-চিত্তে, মালবিকা আপন মনে বলিতে লাগল,—“কেন এমন দুঃসাহস কবিরাম ? কেন আমি অজ্ঞাত-হৃদয় নবপতিকে আমার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেখাইলাম ? কেন এমন আত্মবিমুদ হইলাম ? বাল্য-জন-সুলভ লজ্জাবরণ উন্মোচন করিয়া কেন আমার হৃদয়ের গুপ্তবস্ত্র বিসর্জন দিলাম ? সে দিন যে গান গাইয়াছিলাম, আজ তাহা ভাবিলেও লজ্জা হয়। জানি না,—বিধাতা কতদিন আমাকে এইরূপ যন্ত্রণায় সূচীশয্যায় ফেলিয়া রাখিবেন ?”—এইভাবে নানা চিন্তায়, মালবিকা এতই বিগনায়মানা হইয়াছিল যে, সে যে, কি জন্ত উপবনে আসিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে।—নিজের নিকটে নিজেই জিজ্ঞাসা করিতেছে,—“আমি কোথায় যাইতেছি ? কেন যাইতেছি ?” দুঃখিনী রাজনন্দিনী মালবিকা কোথায় যাইতেছে,—কেন যাইতেছে ?—কে বলিয়া দিবে ? শুধু মালবিকা নহে, সংসারে যাহারাই এইভাবে যায়, তাহার কেহই জানে না যে,—কোথায় যায়, কেন যায় ? যাওয়ার শেষ নাই, যত যাও, পথ ক্রমেই দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম হইতে থাকে। এ পথের যারা যাত্রী, তাদের সারাজীবন চলিতেই হয়, পথ আর ফুরায় না। তাহারা যায়, কিন্তু জানে না যে, কোথায় যায় এবং কেন যায় ? আজ মালবিকাও তাই জানিতে পারে নাই যে, কোথায় যাইতেছে এবং কেন যাইতেছে ? কবির কবি কালিদাস, কি

অপূর্ব সৌন্দর্যের দিগন্তোচ্ছাদিনী প্রভায় মালবিকাকে দীপ্তিমতী করিয়া সামাজিক-নয়নে প্রতিবিম্বিত করিলেন।

রাজা অগ্রিমিত্র বিদুষকের সহিত বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া। বকুলাবলিকা আসিয়াছে। মালবিকার পায়ে আলতা ও নূপুর পরাইতে হইবে। বিদুষক পূর্ব হইতেই বকুলাবলিকাকে হাত করিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে, অতি সতর্পণে মালবিকার হৃদয়-নিহিত অগ্রিমিত্র-প্রীতির উৎসমুখ খুলিয়া দিতেছে,—দুইজনে ক্রমে কত কথা হইতেছে। আহি-তুণ্ডিকের বংশীধরে আকৃষ্ট হইয়া যেমন ভূগর্ভ-শায়িনী ভূজঙ্গীও ফণা উত্তোলনপূর্বক নাচিতে নাচিতে আসিয়া ঐ বিষবৈজ্ঞের হস্তে ধরা দেয়, চতুঃ বাণ-বিতার-পটীয়সী বকুলাবলিকার সাতি প্রায় উক্তির আকর্ষণে মালবিকার হৃদয়বর্তিনী অন্তঃসলিলা প্রণয়-প্রবাহিণীও তেমন ক্রমে ঞ্ছলিতবেগে বাহির হইতে লাগিল। অদূরবর্তী রাজা সেই এক দিন নৃত্যমঞ্চে মালবিকাকে দেখিয়াছেন, ধারিণীর সমক্ষে সে সন্দর্শন-তুল্য। আজ জন-প্রচার-বর্জিত উদ্ভানে রাজা নিঃসঙ্কেচে মালবিকাকে দেখিতেছেন। সেদিন-কার এক মালবিকা, আর আজ এ আর এক মালবিকা। অত্কার মালবিকায় সে-দিনকার সে উল্লাস নাই, সে উৎসাহ নাই। অত্কার মালবিকা “পাণ্ডুর গণ্ডস্থলী,” অত্কার মালবিকা বশস্তের “পরিণত-পত্নী” “কতিপয়কুসুম-কুন্দ-লতিকার” ত্রায় মলিন-কাস্তি। সে দিনকার সেই অঙ্গসৌষ্টবোজ্জ্বলা মালবিকা অপেক্ষা অত্কার এই স্নানমুখী কৃশাঙ্গী কাতর-নয়না মালবিকার বিবাদনী মূর্তি রাজার অধিকতর মনোহারিণী বলিয়া মনে হইতেছে; আর তাঁহার হৃদয়ের বিন্দু-সম্মিত প্রেম সিক্তিতে পরিণত হইতেছে। যদি দোহদের পর, পাঁচ রাত্র মধ্যে অশোক ফুল দেখা দেয়, তবে ধারিণী মালবিকার অভিলাষ পূরণ করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি লইয়া মালবিকা দোহদ করিতে আসিয়াছে। এক একবার মালবিকা ভাবিতেছে, “সত্যিই যদি ফুল ফোটে, তবে?—আমার অভিলাষ? সে অভিলাষ যে আমি ছাড়া আর কেহই জানে না। সে যে বড় উচ্চাভিলাষ, তাহার কি পূরণ হইবে”—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে দুঃখিনী

বিকারগ্রস্তাবৎ কত-ই-না প্রলাপ করিতেছে! আর বাহা জ্ঞাত এই প্রলাপ, এত কাতরতা—তিনি অদূরে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিতেছেন। তার পর—মালবিকা ও বকুলাবলিকা—দুই জনে সেই বিজন উদ্ভানে বসিয়া হৃদয়ের কত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিল। মালবিকার অভিলাষ পূরণে যথাশাখ্য সাহায্য করিতে বকুলাবলিকা প্রতিশ্রুত হইল। চতুর বিদুষকের ঔষধে, বকুলাবলিকার চুতিয়ালী ক্রমেই ফুটিতে লাগিল। মালবিকা যখন বকুলাবলিকার হাত দুইখানি ধরিয়া সজল-নয়নে কহিল—“সখি! আমার এই ঘোর বিপদে যতটুকু পারিস, সাহায্যতা করিস্”—তখন সে জবাব দিল, “মালবিকে! তুমি জান না, বকুলের মালা যত বিমর্দ করিবে, তাহার সৌরভ ততই বাড়িবে। আমি বকুলাবলিকা, আমাকে যত কঠিন কার্যে নিযুক্ত করিবে, আমার ক্ষমতাও ততই বৃদ্ধি পাইবে।”—এই একটি কথাতেই বকুলাবলিকা মালবিকার প্রাণটি তাহার হাতের মধ্যে করিয়া লইল। তার পর, নিমিষে, নিমিষে, যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে, সে প্রাণ বকুলাবলিকা ঘুরাইতে-ফিরাইতে লাগিল। রাজা অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। পূর্বে মালবিকার অনিন্দ্য-সুন্দর কলেবরের নৃত্য দেখিয়াছেন, এখন আবার তাহার অমর-প্রার্থনীয় প্রাণের নৃত্য দেখিলেন! বকুলাবলিকা বন-কুসুম-পল্লবে সেই নিগর্গসুন্দরীকে সাজাইয়া দিল। মালবিকা বনদেবীর ত্রায় দাঁড়াইয়া অশোককে পদাঘাত করিল। তাহার নূপুরারবে সমগ্র উদ্ভানবাটিকা মুখরিত হইয়া উঠিল। এইভাবে দোহদ করিয়া বন-কুসুমভূষিতা মালবিকা যখন দাঁড়াইয়া আছে, তখন, স্নযোগ বৃক্ষা, রাজা সম্মুখে গিয়া দেখা দিলেন: সবে রাজা তাঁহার প্রণয়যজ্ঞের স্বস্তি-বাচন আরম্ভ করিয়াছেন ইহার মধ্যেই বেগবতী ইরাবতী তথায় উপস্থিত হইয়া—স পণ্ড করিয়া দিলেন। অথবা “পণ্ড” কেন,—উভয়ে আকাঙ্ক্ষা-সাগরের স্তিমিত বক্ষে তুমুল তরঙ্গ তুলিয়া দিলেন ইরাবতীকৃত বাধায় রাজার মালবিকা-বিষয়া রতি লক্ষণ বর্ণিত পাইল।

ইরাবতী যখন, বিদূষকের বিবাক্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ অবলার এই ব্যবহার। এত অবিনয়! রাজা ভাবিলেন, ইয়া কাদিতে কাদিতে চলিয়া যান, তখন রাজা তাঁহার “বাচিলাম, আমি ইরাবতীকে ভুলিব।”—মালবিকার অনেক শুবস্তুতি করিলেন, পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন,— ইরাবতী তরঙ্গিনী কেশরিণীর ছায়, পা ঝাড়া দিয়া, রাজাকে ফেলিয়া দিয়া, রাগে গর্গর করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। আদর্শেই বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় ইরাবতীকে ভুলিবার—অন্ততঃ এই অবিনীত ব্যবহারের জন্ত উপেক্ষা করিবার রাজার একটা মহা-সুযোগ উপস্থিত হইল। গমনে, গোবিন্দলালের ভ্রমরে বিরক্তি ও রোহিণীতে এক দিন ঝাঁহাকে, বিদিশেশ্বর দাসী হইতে মহিবীর পদে অতি-অমুরক্তির চিত্র প্রদর্শিত করিয়াছেন বলিয়া আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, সেই রাজাধিরাজের প্রতি সেই-ই মনে হয়।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি পয়ুষ্মকো রাজা প্রতীহারী চ :)

রাজা (আত্মগতম্)—তামাশ্রিত্য শ্রুতিপথগতামাশয়া বদ্ধমূলঃ
সংপ্রাপ্তায়াং নয়নবিষয়ং রূঢ়রাগপ্রবালঃ ।
হস্তস্পর্শৈঃ কুসুমিত ইব ব্যক্তরোমোদগমভাং
কুর্যাৎ কাস্তুং মনসিজতরুর্মাং রসজ্ঞঃ ফলশ্চ ॥

॥ ১ ॥

(প্রকাশম্.) সখে গৌতম !

প্রতী ।— জেহু জেহু ভট্টা । অসগ্নিহিদো গোদমো ।

॥ ২ ॥

রাজা ।— (আত্মগতম্) আঃ, মালবিকাবৃত্তান্তজ্ঞানায় ময়া প্রেষিতঃ ।

॥ ৩ ॥

(প্রবিষ্ট বিদ্যকঃ)

বিদু ।— জেহু জেহু ভবম্ ।

॥ ৪ ॥

রাজা ।— জয়সেনে ! জানীতি তাবৎ কাসৌ দেবী ধারিণী সরজচরণদ্বারা

॥ ৫ ॥

প্রতী ।— জং দেবো আণবেদি

[ইতি নিক্রান্তা ।

॥ ৬ ॥

রাজা ।— গৌতম ! কো বৃত্তান্তস্তত্রভবতাস্তে সখাঃ

॥ ৭ ॥

বিদু ।— জো বিড়ালগিহীদাএ পরহুদিআএ ।

॥ ৮ ॥

রাজা ।— (সবিসাদম্) কথমিবি ?

॥ ৯ ॥

প্রাকৃতাবুদ ।—জয়তু জয়তু ভট্টা । অসগ্নি-

প্রতীহারী ।—ভট্টার জয় হউক । গৌতম ত এখানে

হিতো গৌতমঃ ॥ ২ ॥

নাই ॥ ২ ॥

জয়তু জয়তু ভবান্ ॥ ৪ ॥

রাজা ।—(আত্মগত) ও,—মনে পড়িয়াছে । মালবিকার
বাপার জানিবার জন্য আমিই তাহাকে পাঠাইয়াছি ॥ ৩ ॥

যৎ দেব আশ্রাপয়তি ॥ ৬ ॥

(বিদ্যকের প্রবেশ ।)

যো বিড়াল-গৃহীতারাঃ পরহুতিকারাঃ ॥ ৮ ॥

বিদু ।—মহারাজের জয় হউক । ৪ ॥

বজ্রার্থ ।—(উৎকর্ষিত রাজা এবং প্রতীহারীর প্রবেশ)

রাজা ।—(আত্মগত) যে দিন প্রথম তার (মালবিকার)

রাজা ।—জয়সেনে ! মহারাণী ধারিণী চরণের বেদনা-নিবন্ধন

নাম শুনিলাম,—সেই দিন হইতে কত আশায়, কত

এখন কোথায় কালান্তিপাত করিতেছেন—জানি-

কল্পনায় আমার হৃদয়ে সে কন্দর্পরূপ তরু বদ্ধমূল

পার ? ॥ ৫ ॥

হইয়াছিল, তার পর যেদিন প্রথম তাহাকে দোখলাম,

প্রতী ।—যে আজ ; জানিয়া আসিতেছি । (নিক্রান্তা) ॥

সেই দিন হইতে আবার অতিবর্জিত অমুরাগরূপ

রাজা ।—গৌতম । তোমার সেই সম্মানভাজন সখা

আরক্ত পল্লবগুচ্ছে যে তরু শোভিত হইয়া আসিতেছে,

অবস্থা এখন কেমন ? ॥ ৭ ॥

তার পর আবার যেদিন তাহার প্রথম কস্পর্শে আমার

দেহ রোমাঞ্চিত হওয়ায়, যে কন্দর্পরূপ যেন কুসুমভারে

বিদু ।—আবার কি ? মাহারাজগৃহীতা কোকিলার যে অধঃ

অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, ঠায়, কতদিনে আমি মদনরূপ

ঘটে, ঠিক তাই ॥ ৮ ॥

সেই মনোজ্ঞ তরুর মনোহর ফলের কোমল-মধুর রসাস্বাদ

রাজা ।—(বিষন্নকণ্ঠে) সে কি ? ॥ ৯ ॥

করিতে পাছি ? (প্রকাশ্যে) সখে । গৌতম ।— ১ ॥

- বিদু।— সা কথু তবসুসিনী তাএ পিঙ্গলকথীএ সারভণ্ডগেহে পরিকথিতা । ॥ ১০ ॥
- রাজা।— নহু মৎসম্পর্কমুপলভ্য ? ॥ ১১ ॥
- বিদু।— অথই ? ॥ ১২ ॥
- রাজা।— ক এবং বিমুখোহস্মাকং যেন চণ্ডীকৃত্য দেবী ? ॥ ১৩ ॥
- বিদু।— সুগাছ ভবং । পরিক্রাজিআ মে কহেদি । হিও কিল তন্তভোদৌ ইরাবতী রুজা-
অন্তচলণং দেবীং সুহং পুচ্ছিহং আঅদা । ॥ ১৪ ॥
- রাজা।— ততন্ততঃ ? ॥ ১৫ ॥
- বিদু।— তদো সা দেবীএ পুচ্ছিদা । কিংণু অবলৌইদো ব্লহজগোত্তি । তাএ উত্তঃ ।
মন্দো বো উবআরো । জং পরিজ্ঞেং সংকন্তং ব্লহজগং ৭ জাগীয়দি । ॥ ১৬ ॥
- রাজা।— অহো নির্ভেদাদৃতেহপি মালবিকায়াময়মুপশ্রাসঃ শঙ্কয়তি । ॥ ১৭ ॥
- বিদু।— তদো তাএ অণুবন্ধিজ্জমাণাএ সা ভবদো অবিণঅং অস্তুরেণ পরিগদথা কিদা । ॥ ১৮ ॥
- রাজা।— অহো দীর্ঘরোষতা তত্রভবত্যাঃ । অতঃ পরং কথয় । ॥ ১৯ ॥
- বিদু।— কিং অবরং । মালবিআ বউলাবলিআ অ গিগলপদীও অদিট্টমুজ্জপায়ং
পাআলবাসং ণাগকল্পআ বিঅ অণুহবন্তি । ॥ ২০ ॥

- প্রাকৃতানুবাদ।—সা খলু তপস্বিনী তয়া পিঙ্গলাক্ষ্যা সারভাণ্ড-গৃহে পরিক্ষিপ্তা ॥ ১০ ॥
- অর্থ কি ॥ ১২ ॥
- শৃণোতু ভবান্ । পরিব্রাজিকা মে কথয়তি । হঃ কিল ইরাবতী রুজাক্রান্তচরণং দেবীং সুখং প্রাপ্তুম্
শ্রাগতা ॥ ১৪ ॥
- ততঃ সা দেব্যা পৃষ্টা । কিং হু অবলোকিতঃ ব্লহজজন
তি । তয়া উক্তং—“মন্দো ব উপচারঃ । যৎ পরিজ্ঞে
ক্রান্তং ব্লহজং ন জায়তে” ॥ ১৬ ॥
- ততস্তয়া অমুখ্যমানয়া সা ভবতোহবিনয়ম্ অন্তরেণ
রিগতার্থা কৃত্য ॥ ১৮ ॥
- কিম্ অপরম্ । মালবিকা বকুলাবলিকা চ নিগড়-পভৌ
দৃষ্টমূখ্য-পাদং পাতালবাসং ণাগকল্পকে ইব অমুভবতঃ ॥ ২০ ॥
- সার্থ।—বিদু।—আহা ! সেই অনাথা মালবিকা ঐ
কপিল-চোখো নারীটা কর্তৃক সারভাণ্ড-গৃহে আবদ্ধ
হইয়াছে ॥ ১০ ॥
- কি।—কেন ? আমার গন্ধ কেউ জানুতে পেরেছে
না কি ? ॥ ১১ ॥
- বিদু।—নিশ্চয় ॥ ১২ ॥
- রাজা।—আমাদের কে এমন শত্রু ? যে দেবীকে চটাইল ? ॥ ১৩ ॥
- বিদু।—তবে শোন । পরিব্রাজিকা বলিলেন,—যে, কাল
ইরাবতী, ধারিণীর পায়ের বেদনা কেনন, ভানিতে তাঁহার
নিকট গিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥
- রাজা। তার পর ? ॥ ১৫ ॥
- বিদু। তার পর দেবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রিয়-
জনের সন্দর্শন ঘটিয়াছে ত ? উত্তরে ইরাবতী কহিলেন,—
“আমার এ গোরব বাড়ানো কেন ? যেহেতু—প্রিয়জনের
প্রিয়ত্ব যদি কোন পরিজনে নিহিত হয়, তবে কি
তাঁহা আর জানা যায়, বা সেই প্রিয়জনকে কি আর
দেখা যায় ?” ॥ ১৬ ॥
- রাজা।—তাই ত ! কিছু না ভাবিলেও, এ সব কথাবার্তায়
যে মালবিকার ব্যাপারই আশঙ্কিত হইতেছে ॥ ১৭ ॥
- বিদু।—তার পর দেবীর জিজ্ঞাসাদিতে ক্রমে তোমার সব
কীটিকাছিনীই ইরাবতী প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৮ ॥
- রাজা।—উঃ ! দেবীর (ইরাবতীর) ক্রোধ কি দীর্ঘকাল-স্থায়ী ।
তার পর বল ॥ ১৯ ॥
- বিদু।—আবার কি ? মালবিকা ও বকুলাবলিকা এখন
নিগড়বদ্ধ-চরণে ও অস্থ্যাম্পাত্য়া অবস্থায় ণাগকল্পাদের
জায় পাতাল-গৃহে বাস করিতেছে ॥ ২০ ॥

রাজা।— কষ্টে কষ্টম্—মধুরস্বরা পরভূতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধতসঙ্গিতো ।

কোটরমকালবৃষ্ট্যা প্রবলপুরোবাতয়া গমিতে ॥

অপ্যত্র কস্তচিত্তপত্রমস্ত গতিঃ স্ত্যং ?

॥ ২১ ॥

বিদু।— কহং ভবিস্‌সদি ? জং সারভাণ্ডগিহবাবারিদা মাহবিআ দেবীএ সংদিট্টা । মম
অঙ্গুলীঅমুদ্দিঅং অদেক্ষিঅ ৭ মোত্তব্বা তুঅ হদাসা মালবিআ বট্টলাবলিআ অত্তি ॥ ২২ ॥

রাজা।— (নিশ্বস্ত) সখে ! কিমত্র কৰ্ত্তব্যম্ ?

॥ ২৩ ॥

বিদু।— (বিচিন্ত্য) অশ্বি এথ উবাআ ।

॥ ২৪ ॥

রাজা।— ক ইব ?

॥ ২৫ ॥

বিদু।— (সদৃষ্টিক্ষেপম্) কোবি অদিট্টো স্ত্বণিস্‌সদি । কল্লো দে কহেমি ; (উপল্লিগ্ধ কৰ্ণে)
এবং বিঅ । (ইত্যাবেদয়তি) ।

॥ ২৬ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্) অমুষ্ঠেয়ং প্রযুক্ত্যতাং সিদ্ধয়ে ।

॥ ২৭ ॥

(প্রবিষ্ট প্রতীহারী ।)

প্রতী।— দেব ! পবাদসঅণে দেবী গিসল্লা । রত্তচন্দনবারিণা পরিঅণহথগদেণ চন্দণেণ
ভঅবদীএ কহাহিং বিনোদীঅমাণা চিট্ঠদি ।

॥ ২৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—কথং ভবিষ্যতি । যৎ সার-
ভাণ্ডগৃহব্যাপৃতা মাধবিকা দেব্যা সন্নিষ্টা, মম অঙ্গুলীমকমুদ্রাম-
দৃষ্টা, ন মোক্তব্য মালবিকা বকুলাবলিকা চ ইতি ॥ ২ ॥

অস্ত্যত্র উপায়ঃ ॥ ২৪ ॥

(সদৃষ্টিক্ষেপম্) কোহপ্যদৃষ্টঃ শ্রোয়তি, কৰ্ণে তে কথয়ি-
ষ্যামি । এবমিষ ॥ ২৬ ॥

দেব ! প্রবাতশয়নে দেবী নিষল্লা রত্তচন্দনবারিণা পরিজন-
হস্তগতেন চন্দনেন ভগবত্যা কথ্যতিঃ বিনোদ্যমানা
স্তিষ্ঠতি ॥ ২৮ ॥

বজ্রার্থ।—রাজা।—উঃ, কি কষ্ট ? কি কষ্ট ! মধুরকণ্ঠী
কোকিলা ৫ ভ্রমরী প্রফুল্লরসালমুকুলে কেলি করিতে-
ছিল, এমন সময়ে কোথা হইতে প্রতিকুল-বায়ুর সহযোগে
অকালবৃষ্টি আসিয়া তাহাদিগকে তরুকেটরে প্রবেশ
করাইয়া দিল ।—সখে ! এখন এর কি কোনো একটা
বিহিত হয় না ? ২১ ॥

বিদু।—কি বিহিত আর হবে ? কেন না—সারভাণ্ডগৃহের
দ্বারপালিকা মাধবিকাকে দেবী আদেশ দিয়াছেন যে,
ঔষ্যার অঙ্গুলীতে যে মুদ্রা খচিত আছে, সেই মুদ্রাব্যক্ত
অঙ্গুরী না দেখা পর্যন্ত যেন ঐ দুই হস্তার্গিনী—
মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে মুক্ত করা না হয় । অর্থাৎ

দেবী ঐ পাতালগৃহের দ্বার নিজের অঙ্গুরীর দ্বারা “সিল”
করিয়া রাখিয়াছেন।—যত বেলা ঐ “সিল” না
পাইবে, তত বেলা যেন দ্বারপালিকা দ্বার উন্মোচন
না করে ॥ ২২ ॥

রাজা।—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক) সখে ! উপায় ? ॥ ২৩ ॥

বিদু।—(চিন্তাপূর্বক) আছে উপায় ॥ ২৪ ॥

রাজা।—কি ? ॥ ২৫ ॥

বিদু।—(চারিদিকে চেয়ে) কোথায় কে আছে, হয় ত শুনে
বসবে শেষে । তোমার কানে কানে বলবো !
(রাজাকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে)—এ-ই, বুঝলে ?
(উপায়-কথন ।) ॥ ২৬ ॥

রাজা।—তা’ হ’লে যেটা কৰ্ত্তব্য, সম্বর সিদ্ধির জন্ত তাহা
করিয়া ফেলাই ভাল ॥ ২৭ ॥

(প্রতীহারীর প্রবেশ ।)

প্রতী।—দেব ! দেবী এখন একটু বাতালে শুইয়া আছেন
পরিব্রাজিকা আসিয়াছেন—ও রত্তচন্দনমিশ্রিত বা-
এবং পরিজন-হস্তে গন্ধানুলেপনাদি আনিয়া দেবীকে-
চর্চিত্ত করাইতে করাইতে—নানা প্রকার গন্ধ-গুণ-
আনুনা রাখিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

রাজা।—	তস্মাদস্মৎপ্রয়াগযোগ্যেহয়মবসরঃ।	॥ ২৯ ॥
বিদু।—	ভো গচ্ছতু ভবম্। অহংপি দেবীং পেক্ষিত্বং অরিতপাণী ছবিসুসম্।	॥ ৩০ ॥
রাজা।—	জয়সেনায়ান্তাবৎ অস্মদ্রহস্যং সংবিদিতং কুরু।	॥ ৩১ ॥
বিদু।—	তহা (কর্ণে) এবং বিঅ ভোদি। [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।	॥ ৩২ ॥
রাজা।—	জয়সেনে। প্রবাতশয়নমার্গমাদেশয়।	॥ ৩৩ ॥
প্রতী।—	ইদো ইদো দেবো।	॥ ৩৪ ॥
(ততঃ প্রবিশতি শয়নস্থা দেবী পরিত্রাজিকা বিভবতশ্চ পরিবারঃ)		
দেবী।—	ভাবদি। রমণীআ কহা। তদো তদো ?	॥ ৩৫ ॥
পরি।—	(সদৃষ্টিক্ষেপম্) অতঃ পরং পুনঃ কথয়িষ্যামি, অত্রভবান্ বিদিশেশ্বরঃ প্রাপ্তঃ।	॥ ৩৬ ॥
দেবী।—	অস্মো ভর্তা। (ইত্যুখাতুমিচ্ছতি।)	॥ ৩৭ ॥
রাজা।—	অলমলমুপচারযন্ত্রণয়া।	॥ ৩৮ ॥
অমুচিতনুপুরবিরহং নার্ষসি তপনীয়পীঠিকালম্বি।		
চরণং রুজাপরীতং কলভামিণি। মাং চ পীড়য়িতুম্ ॥		
ধারি	জ্বেতু জ্বেতু অজ্জউস্তো।	॥ ৪০ ॥
পরি।—	বিজয়তাং দেবঃ।	॥ ৪১ ॥

প্রাক্তানুবাদ।—ভোঃ। গচ্ছতু ভবান্। অহমপি (শয্যাশায়িনী দেবী, পরিত্রাজিকা ও যথাযোগ্য)

দেবীং প্রেক্ষিতুম্ অরিতপাণিভবিষ্যামি ॥ ৩০ ॥

পরিজনের প্রবেশ।)

তথা। এবমিব ভবতি ॥ ৩২ ॥
 ইত ইতো দেবঃ ॥ ৩৪ ॥
 ভগবতি। রমণীয়া কথা। ততস্ততঃ ? ॥ ৩৫ ॥
 অহো ভর্তা। ॥ ৩৭ ॥
 জয়তু জয়তু আৰ্য্যপুত্রঃ ॥ ৪০ ॥
 নজার্থ।—রাজা।—তা' হ'লে আমাদের উপস্থিত হওয়ার
 এই-ই ত ঠিক অবসর ॥ ২৯ ॥
 বিদু।—বয়স্তু। তুমি যাও। আমিও কিছু একটা হাতে
 লইবার মত যোগাড় করি। শুধু হাতে দেবীকে দেখিব
 না ॥ ৩০ ॥
 রাজা।—জয়সেনাকে আমাদের গোপন-কথাটা ব'লে ফেলাই
 ভাল ॥ ৩১ ॥
 বিদু।—ঠিক। (কানে কানে) বুঝলে ?—ব্যাপারটা
 এই ॥ ৩২ ॥ (নিষ্ক্রান্ত)
 রাজা।—জয়সেনে। দেবীর প্রবাত-শয্যাস্থলের পথ কৈ ? ॥ ৩৩ ॥
 প্রতী।—এই দিকে, মহারাজ ॥ ৩৪ ॥

দেবী।—ভগবতি। বড়ই রমণী কথ। ত। তা'র পর, তা'র
 পর ? ॥ ৩৫ ॥
 পরি।—(সদৃষ্টিক্ষেপে) এ'র পরের অংশ অল্প সময়ে বলিব।
 এই যে বিদিশেশ্বর আসিতেছেন ॥ ৩৬ ॥
 দেবী।—কি ? ভর্তা। (উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার
 চেষ্টা) ॥ ৩৭ ॥
 রাজা।—থাক্, থাক্ ! এখন আর আমাকে সজ্জ দেখাইতে
 গিয়া যজ্ঞগাত্রোণের দরকার নাই।—যজ্ঞভাষিণি। যে
 চরণ কোনো দিন নুপুর বিরহভোগ করে নাই, আজ
 তাহা নুপুরশূন্য। বেদনায় রিষ্ট। স্নানরি। কাঞ্চন-
 পাদ-পীঠে আশ্রিত—ও চরণকে উঠাইয়া আর কষ্ট দিও
 না। উহাতে শুধু তোমার চরণ নহে, আমিও নিভাস্ত
 ব্যথিত হইব ॥ ৩৮-৩৯ ॥
 ধারিণী।—আৰ্য্যপুত্রের জয় হউক ॥ ৪০ ॥
 পরি।—মহারাজের জয় হউক ॥ ৪১ ॥

রাজা — (পরিত্রাজিকাং প্রণম্যোপবিষ্টা চ) দেবি ! অপি সহ্যাবেদনা ? ॥ ৪২ ॥

ধারি ।— অজ্ঞ অথি মে বিসেসো । ॥ ৪৩ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যজ্ঞোপবীতসংবীতাস্থঃ সংশ্রান্তো বিদূষকঃ ।)

বিদু ।— পরিত্রাঅহু পরিত্রাঅহু ভবম্ । সশ্লেগ ক্ষি দট্টো । ॥ ৪৪ ॥

(সর্বৈ বিষম্ভাঃ ।)

রাজা ।— কষ্টং কষ্টম্ । ক ভবান্ পরিত্রাস্তঃ । ॥ ৪৫ ॥

বিদু — দেবীং দেক্খিস্সংসত্তি আআরপুপ্পকারণাদো পমদবণং গদোক্সি । ॥ ৪৬ ॥

ধারি ।— হক্কী হক্কী ! অহং জেব্বব জীবদসংসঅণিমিত্তং জাদা বস্ফস্স । ॥ ৪৭ ॥

বিদু ।— তহিং অসোঅথবঅকারণাদো পসারিদো দক্খিণহথো । তদো কোডরবিণিগ্গদেণ সপ্পক্কবিণা কালেন দংসিদোক্সি ! গং এদাণি তুবে দংসণপদাণি । [ইতি দর্শয়তি ॥ ৪৮ ॥

পরি ।— তেন হি দংশচ্ছেদঃ পূর্বকস্মৈতি জায়তে । স তাবদশু ত্রিযতাম্ ।

ছেদো দংশশু দাহো বা ক্ষতশু রক্তমোক্ষণম্ ।

এতানি দষ্টমাত্রাণামায়ুশ্চাঃ প্রতিপত্তয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

রাজা ।— সংপ্রতি বিষবৈজ্ঞানাং কস্ম । জয়সেনে ! ঐবসিক্খিঃ ক্ষিপ্ৰমাহুয়তাম্ । ॥ ৫০ ॥

প্রতী ।— জং দেবো আগ্গবেদি । [ইতি দিক্ক্ষান্তা ॥ ৫১ ॥

বিদু ।— অহো পাবেণ মিচ্ছুণা গিহীদোক্সি ॥ ৫২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ — অথ অস্তি মে বিশেষঃ ॥ ৪৩ ॥

পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং ভবান্ । সর্পেণাস্মি দষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥

দেবীং দ্রক্ষ্যমীতি আচারপুপ্পকারণাং প্রমদবনং গতোহস্মি ॥ ৪৬ ॥

হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! অহমেব জীবিতসংশয়নিমিত্তং জাতাস্মি ভ্রাক্ষণশু ॥ ৪৭ ॥

তত্র অশোকস্তবককারণাং প্রসারিতঃ দক্ষিণহন্তঃ ।

ততঃ কোটর-বিনির্গতেন সর্পকপিণা কালেন দট্টোহস্মি নমু এতে বে দংশনপদে ॥ ৪৮ ॥

যদেব আজ্ঞাপরতি ॥ ৫১ ॥

অহো ! পাপেন যতুনা গৃহীতোহস্মি ॥ ৫২ ॥

বজ্রার্থ ।—রাজা ।—(পরিত্রাজিকাকে প্রণামান্তর উপবেশন করিয়া) দেবি ! বেদনা সহ করিতে পারিতেছ ত ? ॥ ৪২ ॥

ধারিণী ।—এখন একটু ভালো আছি ॥ ৪৩ ॥

(যজ্ঞোপবীতের দ্বারা দৃঢ়-সংবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি ধরিয়

ক্রমভাবে বিদূষকের প্রবেশ ।

বিদু ।—রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও প্রভো ! বিদু ।—হায় । পাপ যত্ন আমাকে গ্রাস করিল ? ॥ ৫০ ॥

আমাকে সর্পে দংশন করিয়াছে । (সকলের মুখ শুকাইয়া গেল ।) ॥ ৪৪ ॥

রাজা ।—কি কষ্ট ! কোথাও তুমি ঘুরছিলে ? ॥ ৪৫ ॥

বিদু ।—দেবীকে রিভহন্তে দেখতে নাই, তাই ফুল তুলিবার জন্য প্রমদবনে গিয়াছিলাম ॥ ৪৬ ॥

ধারিণী ।—হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! আমিই শেষকালে ভ্রাক্ষণে জীবন-নাশের কারণ হইলাম ? ॥ ৪৭ ॥

বিদু ।—সেই প্রমদ-বনে অশোকের স্তবক তুলিতে গবে ডাক হাতখানা বাড়াইয়াছি, আর অমনি কোটর হইতে বাহির হইয়া সর্পকপি সাক্ষাৎ কাল আমায় দংশন করিল। এই দেখ, দু'টো দাঁতের চিহ্ন ॥ ৪৮ ॥ (দেখাইল)

পরি ।—দষ্টস্থানের হয় ছেদ, না হয় অগ্নিতে দাহন অথবা ক্ষতস্থান হইতে রক্ত-মোক্ষণ ;—দংশনমাত্রেই দষ্টব্যধি প্রাণরক্ষার এই কয়টি উপায় আছে ॥ ৪৯ ॥

রাজা ।—যাহোক, এখনই বিষবৈজ্ঞদিগের প্রেরণা কর। জয়সেনে ! সত্বর ঐবসিক্খিকে ডাকিয়া আন ॥ ৫০ ॥

প্রতী ।—যে আজ্ঞা । (নিষ্ক্রান্ত) ॥ ৫১ ॥

- রাজা।— মা কাতরো ভূঃ। অবিসোহপি কদাচিদংশো ভবেৎ। ॥ ৫৩ ॥
- বিদু।— কহং ৭ ভাইসং। সিমসিমায়ন্তি মে অঙ্গাইং। [ইতি বিষবেগং রূপয়তি ॥ ৫৪ ॥
- ধারি।— হা হা দংসিদং বিজ্ঞারোণ। অবলম্ব্য বক্ষণম্। ॥ ৫৫ ॥
- (পরিত্রাজিকা সসংক্রমমবলম্বতে)
- বিদু।— (রাজানমবলোকা) ভো বালপিঅবঅসুসোন্ধি তুএ। অবিআরেণ অপুস্তাএ জগণীএ জোগকুথেমং বহেহি। ॥ ৫৬ ॥
- রাজা।— মা ভৈষীঃ। অচিরাং স্বাং বৈতুশ্চিকিৎসিয়াতি, স্থিরো ভব। ॥ ৫৭ ॥
- জয়।— (প্রবিশ্য) দেব! আগ্রবিদো ধুবসিন্দী বিগ্বেদি। ইহ জ্জিব গোদমো আগীয়হুতি ॥ ৫৮ ॥
- রাজা।— তেন হি বর্ষবর-প্রতিগৃহীতমেনং অত্রভবতঃ সকাশং প্রাপয়। ॥ ৫৯ ॥
- জয়।— তহা। ॥ ৬০ ॥
- বিদু।— (দেবীং বিলোকা) ভোদি। জীবেতাং ৭ বা জং মএ অত্রভবন্তং সেবামাণেণ দে অবরদ্ধং তং মরিসেহি। ॥ ৬১ ॥
- ধারি।— দীহাউসো হোহি। [নিজ্জাস্তো বিদুষকঃ প্রতীহারী চ ॥ ৬২ ॥
- রাজা।— প্রকৃতিভীরুস্তপস্বী ঋবসিন্দোরপি বথার্থনামঃ সিদ্ধিং ন মচ্ছতে। ॥ ৬৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কথং ন ভেষ্যামি। সিম-

সিমায়ন্তে মে অঙ্গানি ॥ ৫৪ ॥

হা হা! দর্শিতং বিকারেণ। অবলম্ব্য ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫৫ ॥

ভোঃ! বালপ্রিয়বয়স্কোহস্মি তব। অবিচারেণ অপুত্রায়া:

জনন্যাঃ যোগক্ষেমং বহ ॥ ৫৬ ॥

দেব! আত্মাপিতো ঋবসিন্ধিবিজ্ঞাপয়তি ইহৈব গোতমঃ

আনীয়তাম্ ॥ ৫৮ ॥

তথা ॥ ৬০ ॥

ভবতি! জীবেয়ং ন বা। যন্মায় অত্রভবন্তং সেবমানেন

তে অপরাদ্ধং তন্মৃশ্যস্ব ॥ ৬১ ॥

দীর্ঘায়ুর্ভব ॥ ৬১ ॥

বজ্রার্থ।—রাজা।—কাতর হইও না। কখনো কখনো বিষমুত্র দংশনও হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

বিদু।—কেন কাতর হবো না, কেন ভয় পাবো না? আমার সর্বদা যে কিম্ব বি করছে ॥ ৫৪ ॥

(বিষের জ্বালায় অস্থিতযাভিনয়।)

ধারি।—আহা!) এইবার বিষজনিত বিকারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ব্রাহ্মণকে তোমরা ধর, ধর ॥ ৫৫ ॥

ভাড়াভাড়ি পরিত্রাজিকা ধরিলেন।)

বিদু।—(রাজার দিকে চেয়ে) ওগো! বাল্যকাল হইতে আমি তোমার প্রিয় বয়স্ক! আর কি বলবো? অবিচারিত হৃদয়ে আমার অপুত্রা জননীর ভার বহন করিও ॥ ৫৬ ॥

রাজা।—অত ভয় পেয়ো না। এখনই বৈদ্য তোমাকে চিকিৎসা করিবেন। একটু স্থির হও ॥ ৫৭ ॥

জয়।—আপনার আদেশ ওাপ্ত হইয়া ঋবসিন্ধি, গোতমকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন ॥ ৫৮ ॥

রাজা।—তা'হলে বর্ষবর, (খোজা)-দের দ্বারা ধরাধরি করিয়া গোতমকে তথায় লইয়া যাও ॥ ৫৯ ॥

প্রতী।—আচ্ছা, তাই করিতেছি ॥ ৬০ ॥

বিদু।—(দেবীর দিকে চাহিয়া) রাজি! বাচবো কি না, ঠিক নাই। আমার এই প্রিয় বয়স্ককে সেবা করিতে গিয়া বত সময় আপনার কাছে বত অপরাধ করিয়াছি। সে সব কথা ক্ষমা করিবেন ॥ ৬১ ॥

ধারিণী।—ভয় নাই। দীর্ঘায়ু হও ॥ ৬২ ॥

(বিদুষককে লইয়া প্রতীহারীর প্রস্থান।)

রাজা।—হতভাগ্য ব্রাহ্মণ স্বভাবতই ভীক। তা' না হ'লে—“ঋব-সিন্ধি”—এই সার্থকনামা বৈদ্যের চিকিৎসায় যে সিদ্ধি নিশ্চিত, তা' মান্তে চায় না! ॥ ৬৩ ॥

(প্রবিশু জয়সেনা)

জয়।— জেহু জেহু ভট্টা। ধুবসিদ্ধি বিগ্ধবেদি। উদকুস্তবিধানেন সপ্তমুদ্ভিআ কল্পিদকবা।
তা অগ্নেসীঅভুত্তি।

॥ ৬৪ ॥

ধারি।— এদং সপ্তমুদ্ভিঅং অঙ্গুলীঅঅম্। পচ্ছা মহ হথে দেই ণম্ (ইত্যঙ্গুরীয়কং দদাতি)

॥ ৬৫ ॥

[প্রতীহারী গৃহীষা প্রস্থিতা।

রাজা।— জয়সেনে! কর্মসিদ্ধাবাশু প্রতিপত্তিমানয়।

॥ ৬৬ ॥

জয়।— জং দেবো আগবেদি।

[নিষ্কান্তা জয়সেনা অঙ্গুরীয়কেণ সহ

॥ ৬৭ ॥

পরি।— যথা হৃদয়মাচষ্টে তথা নিৰ্ব্বিষো গোতমঃ।

॥ ৬৮ ॥

রাজা।— ভূয়াদেবম্।

॥ ৬৯ ॥

(প্রবিশু জয়সেনা)

জয়।— জেহু জেহু ভট্টা। নিব্ব ভবিষবেগো গোদমো মুহুত্তেণ পকিদিথো সংবুত্তো।

॥ ৭০ ॥

ধারি।— দিট্টিআ বচনীআদো মুত্তম্মি।

॥ ৭১ ॥

প্রতী।— এসো উণ বাহতআ অমচ্চো বিগ্ধবেদি রাঅকজ্জং বহু মত্তিদকবম্ দংসণেণ
অণুগ্গংহং ইচ্ছামিতি।

॥ ৭২ ॥

ধারি।— গচ্ছতু অজ্জউত্তো কজ্জসিদ্ধীএ।

॥ ৭৩ ॥

প্রাকৃতাবুদ।— জয়তু জয়তু ভট্টা। ঐবসিদ্ধি-

বিজ্ঞাপয়তি উদকুস্তবিধানেন সপ্তমুদ্ভিকা বহ্নয়িতব্য।
তদবিষয়তামিতি ॥ ৬৪ ॥

এতৎ সপ্তমুদ্ভিকং অঙ্গুরীয়কম্। পশ্চাৎ মম হস্তে দেহি
এনম্ ॥ ৬৫ ॥

যদেব আজ্ঞাপয়তি ॥ ৬৭ ॥

জয়তু জয়তু দেবঃ। নিব্বৃত্তবিষবেগো গোতমঃ মুহুত্তেন
প্রকৃতিস্থঃ সংবৃত্তঃ ॥ ৭০ ॥

দিষ্টা বচনীয়ামুক্তামি ॥ ৭১ ॥

এবঃ পুনঃ বাহতকঃ অমাত্যঃ বিজ্ঞাপয়তি—“রাজকাৰ্য্যং
বহু মত্তয়িতব্যম্। দর্শনেন অমুগ্রহম্ ইচ্ছামি” ॥ ৭২ ॥

গচ্ছতু আৰ্য্যপুত্রঃ কাৰ্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৭৩ ॥

বজ্জার্থ।— (জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—দেব। ঐবসিদ্ধি বহ্নেন যে, উদক-কুস্ত-বিধান করিতে
হইবে, কিন্তু তাহা করিতে হইলে সপ্তমুদ্ভার প্রয়োজন।
অতএব তাহার অঙ্গুসন্ধান করা হউক ॥ ৬৪ ॥

ধারি।—এই যে আমার অঙ্গুরীয়কে সপ্তমুদ্ভা খচিত আছে।
এইটা লও। পরে আমার আমারই হাতে ফিরাইয়া
দিও ॥ ৬৫ ॥

রাজা।—জয়সেনে। প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া মাত্রেই এই
অঙ্গুরীয়ক দেবীকে আনিয়া দিও ॥ ৬৬ ॥

জয়।—যে আজ্ঞা মহারাজ ॥ ৬৭ ॥

(দেবীর অঙ্গুরীয়ক লইয়া জয়সেনার প্রস্থান।

পরি।—মন যেরূপ বল্ছে, তা’তে গোতম এত বেলা, হয় ত,
বিষশূত্র হইয়া থাকিবে ॥ ৬৮ ॥

রাজা।—তাই হোক, তাই হোক ॥ ৬৯ ॥

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—মহারাজের জয় হোক। মহারাজ! গোতমের
বিষের বেগ নিবৃত্ত হইয়াছে। আর মুহুৰ্ত্ত-মধ্যেই সে
প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিবে ॥ ৭০ ॥

ধারিণী।—বাঁচা গেল। একটা মস্ত নিন্দার হাত হইতে
জাণ পাইলাম ॥ ৭১ ॥

প্রতীহারী।—অমাত্য বাহতক বলিতেছেন—“অনেক রাজ-
কাৰ্য্যের আলোচনা আবশ্যক। একবার দর্শনরূপ অমু-
গ্রহ ইচ্ছা করিতেছি” ॥ ৭২ ॥

ধারিণী।—আৰ্য্যপুত্র! কাৰ্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত গমন
করুন ॥ ৭৩ ॥

- দেবি। আতপাক্রান্তোহয়মুদ্দেশঃ। শীতক্রিয়া চান্ধা রক্তঃ প্রশস্তা। তদন্তত্র
নীয়তাং শয়নীয়ম্। ॥ ৭৪ ॥
- ধারি।— বালিয়াঅ। অজ্জউত্তবঅণং অণুচিট্ঠম্। ॥ ৭৫ ॥
- পরিজনঃ।— তহা [নিজ্জাস্তা দেবী, পরিব্রাজিকা পরিজনশ্চ। ॥ ৭৬ ॥
- রাজা।— জয়সেনে! গুঢ়েন পথা প্রমদবনং প্রাপয়। ॥ ৭৭ ॥
- জয়।— এহু এহু দেবো। ॥ ৭৮ ॥
- রাজা।— জয়সেনে! নহু সমাপ্তকামো গোতমঃ? ॥ ৭৯ ॥
- জয়।— অধইম্। ॥ ৮০ ॥
- রাজা।— ইষ্টাধিগমনিমিত্তং প্রায়োগমেকাস্তুসাধ্যমপি মম্বা।
সন্দিগ্ধমেব সিদ্ধৌ কাতরমাশঙ্কতে হৃদয়ম্। ॥ ৮১ ॥
- (প্রবিশ্য বিদুষকঃ)
- বিদু।— জেহু জেহু ভবম্। সিদ্ধানি দে মঙ্গলকম্মাণি। ॥ ৮২ ॥
- রাজা।— জয়সেনে! হমপি নিয়োগমশুণ্ণং কুরু। ॥ ৮৩ ॥
- জয়।— জং দেবো আগ্গবেদি। [ইতি নিজ্জাস্তা। ॥ ৮৪ ॥
- রাজা।— গোতম! ক্ষুদ্রা মাধবিকা, ন খলু কিঞ্চিদ্ভিচারিতমনয়া? ॥ ৮৫ ॥
- বিদু।— দেবীএ অঙ্গুলীঅমুদ্দিঅং দেকুখিঅ কহং বিআরেদি। ॥ ৮৬ ॥

- প্রাকৃতানুবাদ।—বালিকাঃ। আৰ্য্যপুত্রবচন- রাজা।—জয়সেনে! গুপ্ত পথ দিয়া প্রমদ-বনে লইয়া
চল ত ॥ ৭৭ ॥
- অয়।—এই দিকে, এই দিকে দেব! ॥ ৭৮ ॥
- রাজা।—জয়সেনে! গোতমের মতলব সিদ্ধ হইয়াছে ত? ॥ ৭৯ ॥
- জয়।—নিশ্চয়! ॥ ৮০ ॥
- রাজা।—প্রিয়বস্ত্র লাভের নিমিত্ত উপায় অনুসরণভাবে অশুভিত
হইয়াছে,—জানিতেছি, তবুও, তাহাকে পাই-কি-না-পাই
সন্দেহে হৃদয় সততই শঙ্কিত ও কাতর হইতেছে ॥ ৮১ ॥
- (বিদুষকের প্রবেশ।)
- বিদু।—দেব! তোমার জয় জয়-কার! তোমার শুভকার্য্য
সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৮২ ॥
- রাজা।—জয়সেনে! তুমি তোমার কাজে যাও ॥ ৮৩ ॥
- জয়।—যেমন মহারাজের আদেশ ॥ ৮৪ ॥
- [জয়সেনা নিজ্জাস্তা।]
- রাজা।—গোতম! পাতাল-গৃহের দ্বাররক্ষিকা মাধবিকা অতি
সরলমতি। সে কি কিছুই মনে করলো না? ॥ ৮৫ ॥
- বিদু।—দেবীর অঙ্গুরীয়কমুদ্রা দর্শন করার পর আবার মনে
করিলে কি? ॥ ৮৬ ॥
- প্রতিষ্ঠিত ॥ ৭৫ ॥
- তথা ॥ ৭৬ ॥
- ইত ইতো দেবঃ ॥ ৭৮ ॥
- অথ কিম্? ॥ ৮০ ॥
- জয়তু জয়তু ভবান্। সিদ্ধানি তে মঙ্গলকম্মাণি ॥ ৮২ ॥
- যৎ দেবঃ আজ্ঞাপয়তি ॥ ৮৪ ॥
- দেব্যা অঙ্গুলীয়কমুদ্রাং দৃষ্ট্ৱ। কথং বিচারয়তি? ॥ ৮৬ ॥
- স্বার্থ।—রাজা।—দেবি! এই স্থানটায় একটু তাপ
অনুভূত হইতেছে। অথচ তোমার এই অমুখে শৈত্যই
প্রশস্ত! অতএব তোমার শয্যা অন্ত্র নেওয়াই
সঙ্গত ॥ ৭৪ ॥
- রি।—বালিকাগণ! আৰ্য্যপুত্রের কথামত কাজ
কর ॥ ৭৫ ॥
- পরিজন। ই! তাহাই ॥ ৭৬ ॥
- দেবী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গও
নিজ্জাস্ত হইলেন।)

- রাজা। ন খলু মুদ্রামধিকৃত্য ব্রবামি। এতয়োদ্বয়োঃ কিং নিমিত্তো মোক্ষঃ, কিং বা দেব্যা
পরিজনমতিক্রম্য ভবাম্ সন্দিষ্ট ইত্যেব তয়া প্রষ্টব্যম্। ॥ ৮৭ ॥
- বিদু।— ৭ং পুচ্ছিদোক্ষি। মন্দস্‌সর্বি পুণো মে তহ পচ্চপপন্নং উত্তরং আসি। ॥ ৮৮ ॥
- রাজা।— কথ্যতাম্। ॥ ৮৯ ॥
- বিদু।— ভগিনঃ মএ—দেবচিস্ত্যএহিং বিদ্বাবিদো রাঅ। সোবস্‌গুংগং বো গক্খন্তম্। তা
অবস্‌সং সস্ববন্ধমোক্খো করীঅহুত্তি। ॥ ৯০ ॥
- রাজা।— (সহর্ষম্) ততস্ততঃ? ॥ ৯১ ॥
- বিদু।— তং স্মৃণিঅ দেবীএ ইরাবতীএ চিন্তং রক্খন্তীএ “রাআা কিল মোঅঅদি ত্তি” অহং
সন্দিট্টোত্তি। তদো জুজ্জদিত্তি তাএ সন্ধানিদো অথো। ॥ ৯২ ॥
- রাজা।— (বিদুষকং পরিষজ্য) সখে! প্রিয়োহহং খলু তব। তথাহি।—
ন হি বুদ্ধিগুণেনৈব সুহৃদামর্থদর্শনম্।
কার্য্যাসিদ্ধিপথঃ সূক্ষ্মঃ স্নেহেনাপ্যপলভ্যতে ॥ ৯৩ ॥
- বিদু।— তুবরহু ভবম্। সমুদ্রগেহকে সহীসহিদং মালবিঅং ঠাবিঅ ভবন্তং পচ্চগুংগদোক্ষি ॥ ৯৪ ॥
- রাজা।— অহমেনাং সম্ভাবয়ামি। গচ্ছাগ্রতঃ। ৯৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—নহু পৃষ্ঠোৎস্মি। মন্দস্রাপি
পুনঃ মে—তদা প্রত্যুৎপন্নম্ উত্তরং আসিৎ ॥ ৮৮ ॥

ভগিনঃ ময়া—দৈবচিন্ত্যকৈবিন্ধ্যাপিতো রাজা। সোপ-
সর্গং বো নক্ষত্রং, তদবশ্যং সর্স্ববন্ধমোক্ষঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৯০ ॥

তৎ স্রষ্টা দেব্যা ইরাবত্যাঃ চিন্তং রক্খন্ত্যা “রাজা কিল
মোচয়তীতি” অহং সন্দিষ্টঃ। ততঃ বুজ্যতে ইতি তয়া
সম্পাদিতঃ অর্থঃ ॥ ৯২ ॥

ত্বরতাং ভবান্। সমুদ্রগৃহে সহীসহিতাং মালবিকাং
স্থাপয়িত্বা ভবন্তং প্রত্যাগতোহস্মি ॥ ৯৪ ॥

বজ্রার্থ।—রাজা।—মুদ্রার কথা বলিতেছি না। কি
জন্ত মালবিকা-বকুলাবলিকাকে আটক করা হইল,
কেনই বা আবার মুক্তি দেওয়া হইতেছে, আর দেবীর
এত দাস-দাসী থাকিতে তুমিই বা কি জন্ত শ্রোত্রিত
হইলে—ইত্যাদি কত কথা ত তার জিজ্ঞাস্ত ছিল ॥ ৮৭ ॥

বিদু।—হাঁ। খুব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি যত মুখই
হই না কেন, তখন কিন্তু আমার খুব প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি-
পূর্ণ জবাব জুইয়েছিল ॥ ৮৮ ॥

রাজা।—কি জবাব, বল ত ॥ ৮৯ ॥

বিদু।—আমি বল্লম,—দৈবজ্ঞরা রাজাকে বলিয়াছেন,—
আপনার নক্ষত্র বড়ই দুট, উপসর্গবৃক্ষ, স্ততরাং প্রতী-
কারস্বরূপ সকল কারাক্ষদের মুক্তিদান করুন ॥ ৯০ ॥

রাজা।—(সহর্ষে) তার পর, তার পর? ॥ ৯১ ॥

বিদু।—তাই শুনিয়া, দেবী, পাছে ইরাবতী রাগ করেন,—
এইজন্ত নিজের পরিজনবর্গের কাহাকেও না পাঠাইয়া,
রাজাই যেন সবাইকে মুক্তিদান করিতেছেন,—এইটাই
দেখাইবার মতলবে আমাকে পাঠাইয়াছেন। তখন—
“এখন বুঝতে পাচ্ছি” বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিল ॥ ৯২ ॥

রাজা।—(বিদুষকে আলিঙ্গনপূর্বক) সখে! তুমি সত্যই
আমাকে ভালবাস! কেন না—শুধু বুদ্ধিবলে সুহৃদের
সব কাজ সকল সময়ে সম্পন্ন করিয়া উঠা যায় না।
কার্য্যসিদ্ধির সূক্ষ্ম পথ অকৃত্রিম স্নেহের দ্বারাই লাভ
করা যায় ॥ ৯৩ ॥

বিদু।—সখে! তাড়াতাড়ি কর। সমুদ্রগৃহে সখীর সহিত
মালবিকাকে রাখিয়া আমি তোমাকে সংবাদ দি-
আসিয়াছি ॥ ৯৪ ॥

রাজা।—আচ্ছা, আমি গিষে অভ্যর্থনা করিতেছি, চণ্ডা
আগে আগে ॥ ৯৫ ॥

বিদু।— এতু এতু ভবং । (পরিক্রম্য) এতং সমুদঘরং । ॥ ৯৬ ॥

রাজা।— (সশঙ্কম্ ।) বয়স্ত ! এষা কুসুমাবচয়ব্যগ্রহস্তা সখ্যাতে ইরাবত্যাঃ পরিচারিকা চন্দ্রিকা সন্নিবৃষ্টমাগচ্ছতি । ইতস্তাবদাবাং ভিত্তিগৃহী ভবাবঃ । ॥ ৯৭ ॥

বিদু।— অহো ! কুস্তলএহিং কামুএহিং চ পরিহরণীয়া থু চন্দ্রিয়া । ॥ ৯৮ ॥
(উভৌ যথাসমর্থিতং কুরুতঃ)

রাজা।— কথং নু তে সখী মাং প্রতিপালয়তি । এহেনাং গবাক্ষমাশ্রিত্য বিলোকয়ামি ॥ ৯৯ ॥

বিদু।— তহা । (উভৌ বিলোকয়ন্তৌ স্থিতৌ ।) ॥ ১০০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি মালবিকা বকুলাবলিকা চ ।)

বকুলা।— সহি পণম ভট্টারম্ । ॥ ১০১ ॥

মাল।— নমো দে । ॥ ১০২ ॥

রাজা।— শঙ্কে মৎপ্রতিকৃতিং নির্দিশতি । ॥ ১০৩ ॥

মাল।— (সহর্ষং দ্বারমবলোক্য সবিষাদম্ ।) হল্য বিপ্পলন্ত্যসি । ॥ ১০৪ ॥

রাজা।— হর্ষবিষাদাভ্যাম্ অত্রভবত্যাঃ প্রীতোহস্মি ।

সূর্যোদয়ে ভবতি যা সূর্যাস্তময়ে চ পুণ্ডরীকস্ত ।

বদনেন সুবদনায়াস্তে সমবস্থে ক্ষণাদৃঢ়ে ॥ ১০৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—এতু এতু ভবান্ । ইদং করিতেছে, চল,—তাহা ঐ গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া দেখি গিয়া ॥ ৯৯ ॥

সমুদ্রগৃহম্ ॥ ৯৬ ॥
অহো ! কুস্তলকৈঃ কামুকৈশ্চ পরিহরণীয়া বিদু।—চল । (উভয়ে দাঁড়িয়ে দেখিতেছেন) ॥ ১০০ ॥
খলু চন্দ্রিকা ॥ ৯৮ ॥ (মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)

তথা ॥ ১০০ ॥
বকুলাবলিকা।—সখি ! ভর্তাকে প্রণাম কর ॥ ১০১ ॥

সখি ! প্রণম ভর্তারম্ ॥ ১০১ ॥
মাল।—আপনাকে প্রণাম ॥ ১০২ ॥

নমস্তে ॥ ১০২ ॥
রাজা।—আমার প্রতিকৃতি দেখাইতেছে—বলিয়া সন্দেহ
হইতেছে ॥ ১০৩ ॥

হল্য, মাং বিপ্পলন্ত্যসি ? ॥ ১০৪ ॥

বজ্রার্থ।—বিদু।—এস, এস সখে ! (এগিয়ে গিয়ে) এই
সমুদ্রগৃহ ॥ ৯৬ ॥
মাল।—(সশঙ্কভাবে) ভাই ! তোমার সখী ইরাবতীর
পরিচারিকা চন্দ্রিকা, ঐ দেখ, ফুল তুলিতে তুলিতে
এই দিকে আসিতেছে । এস—আমরা দু'জনে এইদিকে
ভিত্তির আড়ালে দাঁড়াই ॥ ৯৭ ॥

বিদু।—ঠিক ! চোর এবং কামুক—এদের চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না)
এড়িয়ে চলাই উচিত । (দু'জনে আড়ালে গিয়া
দাঁড়াইলেন ।) ॥ ৯৮ ॥
রাজা।—কি ভাবে তোমার সখী মালবিকা আমার প্রতীক
করিতেছে, চল,—তাহা ঐ গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া
দেখি গিয়া ॥ ৯৯ ॥
বিদু।—চল । (উভয়ে দাঁড়িয়ে দেখিতেছেন) ॥ ১০০ ॥
(মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)
বকুলাবলিকা।—সখি ! ভর্তাকে প্রণাম কর ॥ ১০১ ॥
মাল।—আপনাকে প্রণাম ॥ ১০২ ॥
রাজা।—আমার প্রতিকৃতি দেখাইতেছে—বলিয়া সন্দেহ
হইতেছে ॥ ১০৩ ॥
মাল।—(সহর্ষে দ্বারের দিকে চাহিয়া) সখি ! আমায়
বন্ধনা করিতেছ ? ॥ ১০৪ ॥
রাজা।—মালবিকার এই হর্ষ এবং বিষাদ দর্শনে আমি বড়ই
প্রীত হইতেছি । “প্রণম ভর্তারম্” সখীর এই উক্তি
আমাকে সখীপংক্তী ভাবিয়া তার হর্ষ এবং দ্বারের দিকে
চোরে আমাকে দেখিতে না পাওয়া তার বিষাদ,—এই
দুই অবস্থায় আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে ।
কমলিনা-পতি দিবাকরের উদয়-বালে এবং অস্তগমন-
সময়ে কমলের যে অবস্থা হয়, অনিন্দ্য-মুগ্ধমুখী
মালবিকার বদনেরও এখন, ক্ষণকালের নিমিত্ত সেই-
প্রকার দুই অবস্থা—প্রসাদ এবং বিষাদ ঘটিল ॥ ১০৫ ॥

- বকুল।— ৭ং এসো চিত্তগদো ভট্টা । ॥ ১০৬ ॥
 উভে।— (প্রণিপত্য) জেহু ভট্টা । ॥ ১০৭ ॥
 মাল।— সহি ! তদা সংভমদিষ্টে ভট্টিণো ক্ৰবে যহা ন বিতিগ্হঙ্কি তহা অজ্জবি মএ
 ভাবিদো অবিত্তিগ্হদংসণো ভট্টা । ॥ ১০৮ ॥
 বিদু।— সুদং ভবদা ? ৭ং অত্ততোদী, চিত্তে জহ দিট্টা, তহ ৭ং দিট্টো ভবমু ইতি
 মস্সেদি । মুখা দাণিং মজ্জুনা বিঅ রঅণভাণ্ডং জোবণগব্বং বহেহি । ॥ ১০৯ ॥
 রাজা।— সখে ! কুতুহলবানপি নিসর্গশালীনঃ স্ত্রীজনঃ । পশু—
 কাৎস্মান নির্বর্ণয়িতুং চ রূপমিচ্ছন্তি তংপূর্বসমাগমানাম্ ।
 ন তু প্রিয়েষায়তলোচনানাম্ সমগ্রবস্ত্রীনি বিলোচনানি ॥ ॥ ১১০ ॥
 মাল।— হল্য ! কা এসা পাসপরিউদবঅণেণ ভট্টিণা সিগিদ্ধাএ দিট্টীএ গিজ্জাঅদি ॥ ১১১ ॥
 বকুল।— ৭ং ইঅং পাসগদা ইরাবতী । ॥ ১১২ ॥

- প্রাকৃতানুবাদ।—নহ এষ চিত্রগতঃ বিদু। তুমি শুনহ ত রাজন্ ? মালবিকা বলছে যে, আজ
 ভর্তা ॥ ১০৬ ॥
 জয়তু জয়তু ভর্তা ॥ ১০৭ ॥
 সখি ! তদা স্তম্ভ-দৃষ্টে ভর্তাঃ রূপে যথা ন বিতুষাশ্মি,
 তথাহ্যপি ময়া ভাবিতঃ অবিতুষদর্শনো ভর্তা ॥ ১০৮ ॥
 স্রুতং ভবতা ? নহ অত্রভবতী, 'চিত্রে যথা দৃষ্টঃ, তথা ন
 দৃষ্টঃ ভবান্—ইতি মস্ত্যতে । মুখা ইদানীং মজ্জুখা ইব
 রত্নভাণ্ডং যৌবনগব্বং বহসি ॥ ১০৯ ॥
 হল্য ! কা এষা পার্শ্বপরিবৃত্ত-বদনেন ভর্তা। স্নিগ্ধয়া দৃষ্টা
 নিধ্যায়তে ? ॥ ১১১ ॥
 নহ ইয়ং পার্শ্বগতা ইরাবতী ॥ ১১২ ॥
 বজ্রার্থ।—বকুল।—না সখি, আমি এই চিত্রগত ভর্তার
 কথা কহিতেছিলাম ॥ ১০৬ ॥
 উভয়ে।—(প্রণিপাতপূর্বক) ভর্তার জয় হোক ॥ ১০৭ ॥
 মাল।—সখি ! সেই পরীক্ষার দিন কত ভয়ে ভয়ে ভর্তার
 রূপ, অত তাড়াতাড়ি দেখিয়া তিসমাত্র তুষা মিটিয়া-
 ছিল না ; আজ এই নিজনে, নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে সেই রূপ
 দেখিতেছি, তবু আজও ত তুষা মিটিতেছে না ! বরঞ্চ
 উত্তরোত্তর বাড়িতেছেই । সেদিন আবার সত্য ভর্তা,
 আর আজ ছবিতে অঙ্কিত, তবুও এমন কেন
 সখি ? ॥ ১০৮ ॥
 রাজা।—ওঃস্বক্যে হৃদয় ভরিয়া গেলেও, স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই
 লাজুক । কোন জিনিষই তারা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ
 করিতে পারে না । কেন না, ভাবিয়া দেখ ;—আয়ত-
 লোচনা কামিনীরা জীবনে প্রথমে যে দিন নায়কের
 সন্দর্শন পায়, সেই দিন হইতেই বাসনা করে, যে, প্রাণ
 ভরিয়া, আকর্ণবিশ্রাস্ত-নয়নে প্রিয়তমের রূপসুখা পান
 করিবে, কিন্তু কিছুতেই একাগ্রনয়নে অধিকক্ষণ
 প্রিয়তমের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারে না ।
 প্রকৃতিসিদ্ধ লজ্জা আসিয়া প্রতিক্ষণেই বাধা
 জগায় ॥ ১১০ ॥
 মাল।—সখি !—চিত্রে ঐ যে পাশের দিকে বাড় বাঁকাইয়া
 অনিমেষ-নেত্রে ভর্তা একটি রমণীর দিকে চাহিয়া
 আছেন, ও রমণীটির নাম কি ? ॥ ১১১ ॥
 বকুল।—পাশের ওটির নাম—ইরাবতী ॥ ১১২ ॥

- মাল।— সহি। অদক্খিণো বিঅ মে ভট্টা পড়িভাদি ; জো সৰ্বং দেবীঅণং উজ্জ্বলিঅ
এক্কাএ মুহে বদ্ধলক্খো। ॥ ১১৩ ॥
- বকুল।— (আশ্রয়গতম্) তিত্তগদং ভট্টারং পরমথদো সন্ধপ্পিঅ অসুয়দি। ভোজ্জ,
কীলইস্‌সং দাব এদাএ। (প্রকাশম্) হল্লা ভট্টিণো বল্লহা এসা। ॥ ১১৪ ॥
- মাল।— তদো কিং দাণিং অন্তাণং আয়াসইস্‌সং ? [ইতি সানুয়ং পরাবর্ততে। ॥ ১:৫ ॥
- রাজা।— সখে। পশু পশু—
ক্রোধ-ভিন্নতিলকং স্মুরিতাধরোষ্ঠং সানুয়মাননমিতঃ পরিবর্তয়ন্ত্য।
কাস্তাপরাধকুপিতেষনয়া বিনেতুঃ সন্দর্শিতো ললিতাভিনয়শ্চ শিক্ষা ॥ ১১৬ ॥
- বিদু।— অণুণঅসজ্জো দাণিং হোহি। ॥ ১:৭ ॥
- মাল।— অজ্জগোদমো এথ অবি সেবদি গম্ ? (ইতি পুনঃ স্থানান্তরাভিমুখী ভবিতুমিচ্ছতি) ॥ ১১৮ ॥
- বকুল।— (মালবিকায় রজ্জ্বা) গহি গহি। কুবিদা দাণিং তুমং। ॥ ১১৯ ॥
- মাল।— জদি চিরং কুবিদং এব মং মন্তেসি, তা এস পচ্চানীঅহু কোবো। ॥ ১২০ ॥

প্রাকৃতাবুদ।—সখি! অদক্ষিণ ইব মে ভট্টা
প্রতিভাতি, যঃ সৰ্বং দেবীজনম্ উজ্জ্বলিত্বা একস্তা মুখে বদ্ধ-
লক্ষ্যঃ ॥ ১১৩ ॥

চিত্রগতং ভট্টারং পরমার্থতঃ সংবহ্য অসুয়তি। ভবতু
কীড়িষ্যামি ভাবদেতয়া। হল্লা ভট্টকুলভৈষা ॥ ১১৪ ॥

ততঃ কিমিদানীম্ আয়ানম্ আয়াসয়িষ্যামি ? - ॥ ১১৫ ॥

অনুনয়সজ্জ ইদানীং তব ॥ ১১৭ ॥

আর্য্য-গোতমঃ অত্র অপি সেবতে এনম্ ? ॥ ১১৮ ॥

নহি, নহি, কুপিতা ইদানীং ত্বম্ ॥ ১১৯ ॥

যদি চিরং কুপিতাম্ এব মাং মন্তয়সে, তদ্ এষঃ প্রত্য-
নীয়তাং কোপঃ ॥ ১২০ ॥

সঙ্গার্থ।—মাল।—সখি। ভট্টাকে আমার কিন্তু পক্ষ-
পাতী বলিয়া মনে হইতেছে। কেন না, উনি অন্তঃ-
পুরের আর আর দেবীদিগকে উপেক্ষা করিয়া ঐ
এক জনের মুখের দিকেই চাহিয়া অছেন। এটা কি
ঠিক ? ॥ ১১৩ ॥

লা।—(আশ্রয়গত) চিত্রগত ভট্টাকে “সত্য ভট্টা” মনে
করিয়া সরলা দুঃখ করিতেছে, মনে মনে একটু হিংসাও
হইতেছে। আচ্ছা, একে নিয়ে একটু খেলানো যাক।
(প্রকাশ্যে) সখি। এই রমণী ভট্টার বড়ই
আদরিলী ॥ ১১৪ ॥

মাল।—তবে কি জন্তু আর আমার প্রাণকে কষ্ট
দেবো ? ॥ ১১৫ ॥

রাজা।—সখে। দেখ, দেখ,—অপরাধী নায়কের উপর নাস্তি-
কার ক্রোধ হইলো—সেই ক্রোধ-পরায়ণার যেমন যেমন
চোক-মুখের অবস্থা ঘটে,—আমাব মালবিকারও ঠিক
তেমন তেমন অবস্থা ঘটিতেছে। ঠিক যেন, এরূপ ক্ষেত্রে
আচার্য্যের যেমন উপদেশ, শিক্ষা, তেমনই ভাবে ললিত
অভিনয়ের দ্বারা আত্মভাব প্রদর্শন করিতেছে। ক্র-লতার
আকৃষ্ণনে তিলক ভগ্ন হইয়াছে, অধর অভিমানে স্মুরিত
হইতেছে, কত অসুখার সহিত চকিতে আমার চিত্রিত
মুষ্টি হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে! কি সুন্দর
চিত্র! ॥ ১১৬ ॥

বিদু।—এইবার অপরাধ ভক্তনের জন্তু অনুনয় করিতে
প্রস্তুত হও ॥ ১১৭ ॥

মাল। এখানেও আর্য্য গোতম হঁহাকে সেবা করিতেছেন—
দেখিতেছি ॥ ১১৮ ॥

(বলিয়াই অত্মদিকে যাইতে উদ্যত)

বকুল।—(মালবিকাকে রোধ করিয়া) যাও কোথায় ?
রাগিয়া উঠিলে—দেখছি ॥ ১১৯ ॥

মাল।—আমি রাগ করিয়াছি বলিয়াই যদি তোবার ধারণা
হয়, তবে ঘাঘাতে এই ক্রোধ ঘান, তর্হা কর ॥ ১২০ ॥

রাজা ।— (উপেত্য)—কুপাসি কুবলয়নয়নে ! চিত্রার্চিতচেষ্টিয়া কিমেতন্মে ?

নমু তব সাক্ষাদয়মহমনশ্রুসাধারণো দাসঃ ।

॥ ১২১ ॥

বকুলা ।— জেছ জেছ ভট্টা ।

॥ ১২২ ॥

মাল ।— (আশ্রয়গতম্) কহং চিত্রগদো ভট্টা মএ অসুইদো ।

॥ ১২ ॥

(সত্ৰীভবদনমঞ্জলিং করোতি ।)

(রাজা মদনকাতর্য্যঃ রূপয়তি ।)

॥ ১২৪ ॥

বিদু ।— কিং ভবং উদাসীণো বিঅ ?

॥ ১২৫ ॥

রাজা ।— অবিশ্বসনীয়হাং সখ্যাশ্চে ।

॥ ১২৬ ॥

বিদু ।— অত্তভোদৌএ কহং তব অবিসুসাসো ?

॥ ১২৭ ॥

রাজা ।— ক্ষয়তাম্—পথি নয়নয়োঃ স্থিত্বা স্থিত্বা তিরোভবতি ক্ষণাৎ

সরতি সহসা বাহুবর্ম্মধ্যং গতাপি সখী তব ।

মনসিজরুজাক্রিষ্টৈশ্চৈবং সমাগম-মায়য়া

কথমপি সখে ! বিশ্রব্ধং শ্রাদিমাং প্রতি মে মনঃ ॥

॥ ১২৮ ॥

বকুলা ।— সহি ! বহুসো কিল ভট্টা বিম্বলকো । তা অত্তা বীসুসগীও করৌঅচ্ছ ।

॥ ১২৯ ॥

মাল ।— সহি ! মম উণ মন্দভাগাএ সিবিণঅসমাগমোবি ভট্টিণো ছল্লহো আসী ।

॥ ১৩০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—জয়তু জয়তু ভট্টা ॥ ১২২ ॥

কথং চিত্রগতঃ ভট্টা ময়া অস্বয়িতঃ ? ॥ ১২৩ ॥

কিং ভবান্ উদাসীনঃ ইব ? ॥ ১২৫ ॥

অত্তভবত্যাং কথং তব অবিশ্বাসঃ ? ॥ ১২৭ ॥

সখি ! বহুশঃ কিল ভট্টা বিপ্রলব্ধঃ । তৎ আত্মা
বিশ্বসনীয়ঃ ক্ষয়তাম্ ॥ ১২৯ ॥

সখি ! মম পুনঃ মন্দভাগিত্যাঃ স্বপ্ন-সমাগমঃ অপি ভট্টঃ
ছল্লভঃ আসীৎ ॥ ১৩০ ॥

বজ্রার্থ ।—রাজা ।—(হঠাৎ সম্মুখে যাইয়া)—রক্তোৎপল-
নয়নে আমার প্রতিকৃতির ক্রিয়া দর্শনে হঠাৎ এত চটলে ?
চোখ লাল হয়ে উঠলো ? এই ত আমি সশরীবে,
তোমার সমক্ষে, একমাত্র তোমারই দাসামুদাসরূপে
উপস্থিত । ছবিতে যেনন ইচ্ছা, থাকুক না কেন, প্রকৃত
অগ্নিমিত্র এই তোমারই দাসরূপে বর্ত্তমান ॥ ১২১ ॥

বকুলা ।—ভট্টার জয় হউক ॥ ১২২ ॥

মালবিকা ।—(আশ্রয়গত) এ কি ! আমি কি তবে চিত্রিত
ভট্টার উপর এত রাগ করিলাম ? উনি সত্যি উনি
নন ? ॥ ১২৩ ॥

(সলজ্জবদনে হাত জোড় করিয়া মালবিকার দরভাইল ।)

(এ দিকে রাজারও কানাতুরের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে
লাগিল) ॥ ১২৪ ॥

বিদু ।—বলি তুমি, সখে ! এই সময়ে উদাসীনের মত
দাড়াইয়া রহিলে যে ? ॥ ১২৫ ॥

রাজা ।—তোমার সখীকে আমি বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছি
না । ভরসায় কুলোচ্ছে না ॥ ১২৬ ॥

বিদু ।—ইহার উপর তোমার অবিশ্বাসের কারণ কি ? ॥ ১২৭ ॥

বাজা ।—তবে শোন সখে !—তোমার সখী মালবিকা

নয়নের সম্মুখে একটু থাকিয়াই আড়ালে যাইতে চেষ্টা
করিতেছেন । যদি কোনোমতে ভূজবন্ধনে আবদ্ধ
হন, অগ্নি সরিয়া যাইতে পারিলে যেন বাচেন ।
আসঙ্গলিপ্সায় আমি মদন-ব্যাধিতে জীর্ণ, অথচ তোমার
সখীর এই ভাব ! বল ত ভাই ! কেমন করিয়া
উহাকে বিশ্বাস করিবে ? ॥ ১২৮ ॥

বকুলা ।—সখি ! অনেকক্ষণ যাবৎ ভট্টাকে বধনা করিতে
আর ভালো দেখায় না ! এখন নিজের আত্মা
উহার নিকট বিশ্বাসভাজন কর ॥ ১২৯ ॥

মাল ।—সখি ! আমি এমনই হতভাগিনী যে, শত
করিয়া স্বপ্নেও একবার ভট্টার সমাগমনস্থ লাভ
পাই না ! ॥ ১৩০ ॥

- বকুলা ।— ভট্টা, দেহি সে উত্তরম্ । ॥ ১৩১ ॥
- রাজা ।— উত্তরেণ কিমাত্মৈব পঞ্চবাণাগ্নিসাক্ষিকম্ ।
তব সখ্যৈ ময়া দত্তো ন সেব্যঃ সেবিতা রহঃ । ॥ ১৩২ ॥
- বকুলা ।— অণুগিহীদক্ষি । ॥ ১৩৩ ॥
- বিদু ।— (পরিত্রম্য সসংভ্রমম্) বউলাবলিএ ! অসোঅপল্লবাইং অহিলজ্বইতুং ইচ্ছদি
হরিণো । এহি গিবারেম গং । ॥ ১ ৪ ॥
- বকুলা ।— তহ । [ইতি প্রস্থিতা । ॥ ১৩৫ ॥
- রাজা ।— এবমেবাস্মিন্ রক্ষণীয়েহবিলম্বিতেন ভবিতব্যম্ । ॥ ১৩৬ ॥
- বিদু ।— এবং বি গোদমো গিদ্দিসদি ? ॥ ১৩৭ ॥
- বকুলা ।— অজ্জ গোদম ! অহং অগ্ন্যাসে চিট্ঠামি । তুমং দুবাররক্খআ হোহি । ॥ ১৩৮ ॥
- বিদু ।— জুজ্জদি । [নিজ্জাস্তা বকুলাবলিকা ॥ ১৩৯ ॥
- বিদু ।— ইমং দাব ফটিঅথন্তুং সংসিদো হোমি । (তথা কৃৎ) অহো সুহপ্পরিসদা
সিলাবিসেসসস । [ইতি নিদ্রায়তে । ॥ ১৪০ ॥

(মালবিকা সসাক্ষস তিষ্ঠতি)

- প্রাকৃতানুবাদ ।—ভক্তঃ । দেহি অশৌ বকুলা ।—অমুগৃহীতা হইলাম ॥ ১৩৩ ॥
- উত্তরম্ ॥ ১৩১ ॥
- অমুগৃহীতা স্ম ॥ ১৩৩ ॥
- বকুলাবলিকে ! অশোক-পল্লবানি অভিলজ্যয়িতুং ইচ্ছতি
হরিণঃ । এহি নিবারয়ানঃ এনম্ ॥ ১৩৪ ॥
- তথা ॥ ১৩৫ ॥
- এবমপি গোতমঃ নির্দিষ্টাতে ॥ ১৩৭ ॥
- আর্য্যগোতম ! অহং অপ্রকাশে তিষ্ঠামি । ত্বং দ্বার-
রক্ষকঃ তব ॥ ১৩৮ ॥
- যুজ্যতে ॥ ১৩৯ ॥
- ইমং তাবৎ ঋটিকন্তুং সংশ্রিতো ভবামি । অহো !
সুখম্পর্শতা শিলাবিশেষম্ ॥ ১৪০ ॥
- বজ্রার্থ ।—বকুলা ।—রাওনু ! এইবার উত্তর
দিন ॥ ১৩১ ॥
- রাজা ।—বকুলাবলিকে ! উত্তর আর কি দিব ? আজ এই
শুভক্ষণে পঞ্চবাণরূপ অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া তোমার
সখীকে আমি আমার আত্মদান করলাম । আমি
তোমার-সখীর সেবা চাহি না, নির্জনে তাঁহাৎই
সেবা করিতে চাহি ॥ ১৩২ ॥
- বকুলা ।—অমুগৃহীতা হইলাম ॥ ১৩৩ ॥
- বিদু ।—(একটু এগিয়ে দ্রুতভাবে) বকুলাবলিকে ! মাটি
কল্লে । হরিণ এসে অশোক পল্লবগুলি খাবার চেষ্টা
কর্ছে । এস, নিবারণ কর গিয়া ॥ ১৩৪ ॥
- বকুলা ।—যাই ॥ ১৩৫ ॥
- রাজা ।—অশোকপল্লব সর্কথা রক্ষণীয়ই বটে, সুতরাং
তোমাদের তাড়াতাড়ি যাওয়াই সম্ভব ॥ ১৩৬ ॥
- বিদু ।—তোমার গোতমকে কি আর এটাও শেখাতে হবে ?
(অর্থাৎ—কখন থাকতে হয়, কখনই বা যেতে হয়,
মুক্খিককে সুযোগ দিতে হয়, সে বিষয়ের জ্ঞানে আমি
নহামহোপাধ্যায়) ॥ ১৩৭ ॥
- বকুলা ।—আমি গোতম ! আমি কোনো অপ্রকাশস্থানে
দাঁড়াচ্ছি । তুমি গিয়া দ্বাররক্ষক হও ॥ ১৩৮ ॥
- বিদু ।—ঠিক । ভালো কথা ॥ ১৩৯ ॥
- (বকুলাবলিকার প্রস্থান ।
- বিদু ।—এখন কোথায় যাই ? আচ্ছা, এই ঋটিক-শিলা-
শুভটিতে ঠেস দিয়ে বসি যাক । (বাসয়) আ !—এই
সব বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিলাস্পর্শে কি কুৎ ! (ক্রমে নিদ্রাগত)
(মালবিকা একাকিনী যেন একটু ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া
রহিল) ॥ ১৪০ ॥

- রাজা।— বিসৃজ সুন্দরি! সঙ্গমসংস্রবং তব চিরাংপ্রভৃতি প্রণয়োগ্রস্থে।
 পরিগৃহণ গতে সহকারতাং হমতিমুক্তলতাচরিতং ময়ি ॥ ১৪১ ॥
- মাল।— দেবাত্তাদো ভক্তগেবি পিতং কাচুং ন পারেমি। ॥ ১৪২ ॥
- রাজা।— অয়ি! ন ভেতব্যম্। ॥ ১৪৩ ॥
- মাল।— (সোপালম্ভম্) জো ন ভাঅদি সো মএ ভট্টিগীদংসণে দিট্টসমথো ভট্টা। ॥ ১৪৪ ॥
- রাজা।— দাম্বিণাং নাম বিহোষ্ঠি। বৈশ্বিকানাং কুলব্রতম্।
 তন্মে দীর্ঘাক্ষি! যে প্রাণান্তে হৃদাশনিবন্ধনাঃ ॥
 তদনুগৃহতাং চিরানুরক্তেহয়ং জনঃ। [ইতি সংশ্লেষমুপজনয়তি। ॥ ১৪৫ ॥

(মালবিকা নাট্যেন পরিহরতি)

- রাজা।— (আধুগতম্) রমণীয়ঃ খলু নবজ্ঞানানাং মদনবিষয়াবতারঃ। এষা হি—
 হস্তং বস্পয়তে রণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলীঃ
 সৌ হস্তৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাং।
 পাতুং পক্ষ্মলনেত্রমুগ্ধময়তঃ সাচীকরোত্যাননং
 ব্যাজেনাপ্যভিলাষপূরণমুখং নির্বর্তয়ত্যেব মে ॥ ১৪৬ ॥

প্রাকৃতাবুবাদ।—দেবী-ভয়াৎ আত্মনোহপি

প্রিয়ং কন্তুং ন পারয়ামি ॥ ১৪৭ ॥

যো ন বিভেতি, সঃ ময়া ভট্টিনী দর্শনে দৃষ্ট-সামর্থ্যঃ
 ভর্তা ॥ ১৪৮ ॥

বজ্রার্থ।—রাজা।—সুন্দরি! দীর্ঘকাল হইতে তোমার
 প্রণয়-পথের দিকে চাহিয়া আছি। আজ এই প্রথম সমা-
 গমে কেন বুধা ভীতা হইতেছ? ভয় ত্যাগ কর। আমি
 —সহকার-ভক্তর মত তোমারই সমীপে বস্তুমান, প্রিয়ে!
 তুমি অতিমুক্ত-লতার হায় মুক্ত-হৃদয়ে ও মুক্ত-বলেবরে
 আমাকে আবেষ্টিত কর! ॥ ১৪৯ ॥

মাল।—দেবীর ভয়ে আমি নিজের অতিপ্রিয়কার্য্যও করিতে
 পারিতেছি না ॥ ১৫০ ॥

রাজা।—অয়ি! ভয় কি? আমি ত আছি! ॥ ১৫১ ॥

মালবিকা।—(একটু ঠোকর মারিয়া) ভক্তার যে কত
 সামর্থ্য, তাহা সোদন ভট্টিনীর (ইলাবতীর) উপস্থিতিতেই
 বিলক্ষণরূপে জানিয়াছি ॥ ১৫২ ॥

রাজা।—বিশোষ্ঠি! উৎকৃষ্ট নাগরাদিগের কুলক্রমাগত
 প্রথাই হইল—দাম্পত্য অর্থাৎ অপক-পাত, সুতরাং
 দ্বিরবাহুসারে অপকপাতের ভাবটাও অন্ততঃ আমাকে

দেখাইতে হয় ত! নতুবা আয়তাক্ষি! আমার প্রাণ
 এখন একমাত্র তোমার আশারূপ বৃত্ত আশ্রয় করিয়াই
 বাঁচিয়া আছে। অতএব তোমার এই চিরানুরক্ত
 ব্যক্তিকে একবার অঙ্গগ্রহ কর। (বলিয়াই আলিঙ্গ-
 নাদি করিতে উদ্যত হইলেন।—মালবিকাও হস্তাদি-
 বিক্ষেপের অভিনয় দ্বারা এড়াইতে চেষ্টা করিতে
 লাগিল) ॥ ১৫৩ ॥

রাজা।—নবীনাদিগের প্রথম কন্দর্পব্যাপারের আবির্ভাবট
 বড়ই মনোহর! কেন না, যখন ইহার নিতম্ব-নিহিত
 রশনা স্পর্শ করিবার জন্ত আমার অঙ্গুলীগুলি চঞ্চল
 হইয়া ছোঁটে, তখন হাত নাড়িতে থাকে, শেষে আমার
 হাতখানা চাপিয়া ধরে। যদি বলপূর্ব্বক আলিঙ্গ-
 করিতে যাই, অমনি নিজের হাত দু'খানি দিয়া স্তন-
 যুগল অবৃত করিয়া রাখে। কুটিলপঙ্ক-নয়নের দ্বা-
 মনোহর মুখখানি কোনো মতে উন্মিত করিয়া যদি অধর-
 স্নান পান করিতে যাই, অমনি সে মুখ বাকাইয়া লয়
 এই সকল প্রাতিকুল ব্যবহারের দ্বারাই সখী আমার,—
 যেন অমূল্য ব্যবহারের দ্বারা অপরূপ অভিলাষ পূর
 করিতেছে। কি সুন্দর! ॥ ১৫৪ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ইরাবতী নিপুণিকা চ)

ইরা ।— হৃঙ্গে নিউগিএ । সচং তুমং পরিগতথা চন্দিআএ । সমুদগেহকালিন্দসইদো
অজ্জগোদমো দিট্ঠেত্তি ।

॥ ১৪৭ ॥

নিপু ।— অগ্গহা কহং ভট্ঠিগীএ বিগ্গবীঅদি ।

॥ ১৪৮ ॥

ইরা ।— তেণ হি তহিং একব গচ্ছন্না সংসঅদো মুত্তং পিঅবঅসুং পুচ্ছিহুং চ ।

॥ ১৪৯ ॥

নিপু ।— সাবসেসং বিঅ ভট্ঠিগীএ বঅণম্ ।

॥ ১৫০ ॥

ইরা ।— অগ্গং চ । চিত্তগদং অজ্জউত্তং পসাদইহুম্ ।

॥ ১৫১ ॥

নিপু ।— কহং গু চিত্তগদো ভট্টা ? পচ্চক্খদো কো দোসো ?

॥ ১৫২ ॥

ইরা ।— মুকে ! জারিসো চিত্তগদো তারিসো একব অগ্গসংকস্তুহিঅয়ো অজ্জউত্তো । কেবল
উবআরাদিকমং পমজ্জিহুং অঅং আরস্তুো ।

॥ ১৫৩ ॥

নিপু ।— ইদো ইদো ভট্ঠিনী ।

॥ ১৫৪ ॥

(উভে পরিক্রামতঃ)

প্রাক্তানুবাদ । নিপুণিকে ! সত্যং স্বং

নিপু ।—না শুনে তোমার কাছে বলবো কেন—

পরিগতার্থী চ'দ্রকয়া সমুদ্রগৃহালিন্দশয়িত একাকী আর্ধ্য-
গোতমো দৃষ্ট ইতি ॥ ১৪৭ ॥

ভট্ঠিনি ? ॥ ১৪৮ ॥

অজ্ঞা কথং ভট্ঠিগীএ বিজ্ঞাপ্যতে ? ॥ ১৪৮ ॥

ইরা ।—তা'ইলে সেই স্থানেই,—সর্পদংশন জন্ত প্রাণসংশয়

হইতে মুক্ত প্রিয়বয়সকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব,—যে,

এখন তিনি কেমন আছেন ॥ ১৪৯ ॥

তেন হি তত্রৈব গচ্ছামঃ—সংশয়াং মুক্তং প্রিয়বয়সং

প্রঃ চ,— ॥ ১৪৯ ॥

সবিশেষম্ ইব ভট্ঠিন্যাঃ বচনম্ ॥ ১৫০ ॥

নিপু ।—ভট্ঠিনি যেন আরো কি বলিতেছিলেন ? ॥ ১৫০ ॥

অজ্ঞা—চিত্রগতম্ আর্ধ্যপুত্রং প্রসাদয়িতুম্ ॥ ১৫১ ॥

ইরা ।—আর—চিত্রলিখিত ভর্তাকে প্রসন্ন করিতেও

যাইব । (সে দিন প্রণিপাত লজ্জনপূর্বক অপরাধ
করিয়াছিলাম) ॥ ১৫১ ॥

কথং হু চিত্রগতো ভর্তা ? প্রত্যক্ষতঃ কঃ

ভর্তা ? ॥ ১৫২ ॥

নিপু ।—চিত্রগত ভর্তার অনুন্নয় কেন ? প্রত্যক্ষ ভর্তার
অনুন্নয়ে কি দায ? ॥ ১৫২ ॥

মুকে ! যাদৃশঃ চিত্রগতঃ, তাদৃশঃ অন্তঃসংক্রান্ত-হৃদয়ঃ

আপুত্রঃ । কেবলম্ উপচারাতিশ্রমং প্রমাষ্টুং অয়ং

ভর্তা : ॥ ১৫৩ ॥

ইরা ।—সরলে ! জানিস্ নে, চিত্র-গত ভর্তা আর অজ্ঞ-
সংক্রান্ত- হৃদয় ভর্তার কোনো প্রভেদ নাই, সেদিন যখন

পায়ে পাড়িয়াছিলেন,—তখন কথা না শুনিয়া যে দোষ

করিয়াছিলাম,—সব্ব সেই দোষ লনের জন্তই এই

প্রয়াস ॥ ১৫৩ ॥

তঃ ইতঃ ভট্ঠিনি ! ॥ ১৫৪ ॥

বক্তা ।—(এমন সময়ে ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ)

ইরা ।—নিপুণকে ! সত্যই কি পরিচারিকা চ'দ্রকয়া

কথো তুই শুনিয়াছিস্—যে, সমুদ্র-গৃহের বাহেন্দায় গোতম

কাকী শুইয়া আছে ? ॥ ১৪৭ ॥

নিপু ।—এই দিকে, এই দিকে ভট্ঠিনি ! ॥ ১৫৪ ॥

[উভয়ের গমন ।

(প্রবিশ্য)

- চেটা ।— জেহু জেহু ভট্টিনী । ভট্টিনি ! দেবী ভগাদি, ৭ মে এসো মচ্ছরস্ কালো । তব
বহুমাণং বড্‌টইছুং ইঅং বঅস্‌সিঅএ সহ গিঅলবন্ধণে কিদা মালবিআ । জই
অণুমল্লেসি অজ্জউত্তং পি তব কিদে বিল্লাবইস্‌সম্ । ॥ ১৫৫ ॥
- ইরা ।— নাঅরিএ ! বিল্লাবেহি দেবীং কাও বঅং ভট্টিনীং গিঅোজেছুং । পরিঅণগিগ-
গহেণ মই দংসিদো অণুগুগহো । কস্‌স বা পসাএণ অঅং জণো বড্‌টদিত্তি ॥ ১৫৬ ॥
- চেটা ।— [ইতি নিষ্কান্তা । ॥ ১৫৭ ॥
- নিপু ।— (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) ভট্টিনি ! এস ছবারে সমুদ্রগেহকস্‌স বিপণিগদো
বিঅ বুসহো গোদমো আসীণো এব নিন্দাঅদি । ॥ ১৫৮ ॥
- ইরা ।— কিং গু ক্থু অচ্চাহিদম্ ! সাবসেসো বিঅ বিসবিআরো ভবে । ॥ ১৫৯ ॥
- নিপু ।— পসল্লমহবল্লো দীস্‌দি । অবি অ ধুবসিদ্ধিণা চিইস্‌সিদো । মা সে অসন্ধণিজ্জং পাং ॥ ১৬০ ॥
- বিদু ।— (উৎস্বপ্নায়তে) ভোদি মালবিএ । ॥ ১৬১ ॥

প্রাক্তানুবাদ ।— জয়তু জয়তু ভট্টিনি । ভট্টিনি !

দেবী ভগতি, “ম মে এষঃ মৎসরস্ত কালঃ । তব বহুমানঃ
বর্জয়িতুম্ ইয়ং বয়স্তয়া সহ নিগড়বন্ধনে কৃত্য মালবিকা ।
যদি অমৃত্যসে, আয্যপুত্রমপি তব কৃতে বিজ্ঞাপয়ি-
ষ্যামি ॥ ১৫৫ ॥

নাগরিকে ! বিজ্ঞাপয় দেবীম্,—“কাঃ বয়ং ভট্টিনীং
নিষোজয়িতুম্ ? পরিজননিগ্রহেণ ময়ি দর্শিতঃ অমৃত্যঃ ।
কস্ত বা প্রসাদেন অয়ং জনঃ বর্জতে হীতি ॥ ১৫৬ ॥

তথা ॥ ১৫৭ ॥

ভট্টিনি ! এষঃ দ্বারে সমুদ্র-গৃহস্ত বিপণি-গতঃ বৃষভঃ ইব
গৌতমঃ আসীনঃ এব নিদ্রায়তে ॥ ১৫৮ ॥

কিং হু খলু অত্যাহিতম্ ! সাবশেষঃ ইব বিষবিকারঃ
ভবেৎ ! ॥ ১৫৯ ॥

প্রসন্ন-মুখ-বর্ণঃ দৃশ্যতে । অপি চ ঋবসিদ্ধিনা চিকিৎসিতঃ
মা অস্ত আশঙ্কনীয়ং পাপম্ ॥ ১৬০ ॥

ভবতি মালবিকে ! ॥ ১৬১ ॥

বক্তার্থ ।— (চেটার প্রবেশ ।)

চেটা ।—ভট্টিনীর জয় হউক । ভট্টিনি ! দেবী বলেন—

“এখন আমার স্বাৎসর্ধ্যপ্রকাশের সময় নহে । তোমার

সম্মান বাড়ানোর জন্তই বয়স্যর সহিত মালবিকাকে
নিগড়-বন্ধনে আবদ্ধ করা হইয়াছে । যদি তুমি অনুমতি
কর,—আয্যপুত্রবেও, তাহা হইলে তোমার জন্ত বলিতে
পারি ॥ ১৫৫ ॥

ইরা !—নাগরিকে ! তুই গিয়ে দেবীকে বল,—ভট্টিনীকে
অনুমতি করবার আমরা কে ? পরিজনের (মালবিকার)
নিগ্রহের দ্বারা আমাতেই অমৃত্য প্রকাশিত হইয়াছে ।
কার অমৃত্যের ফলে, তুচ্ছ আমি,—আমার এত
অভ্যাদয় ঘটিয়াছে ? ॥ ১৫৬ ॥

চেটা ।—আচ্ছা । [নিষ্কান্তা হইল ॥ ১৬৭ ॥

নিপু ।—(অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) ভট্টিনি ! সমুদ্র-গৃহের
দ্বারদেশে, হাট-বাজারের মধ্যে যেমন বড় বড় বৃষ ঘুংগু,
তেমনই গৌতমটা বসে বসে কেমন ঘুমুচ্ছে ! ॥ ১৬০ ॥

ইরা ।—কি সর্বনাশই না হয়েছে ! এখনও বোধ হয়, বি-
বিকার সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই ! ॥ ১৬১ ॥

নিপু । মুখের চেহারা ত ভালই মনে হচ্ছে । তা-
আবার ঋবসিদ্ধি চিকিৎসা করেছেন । সুতরাং
এক কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই ॥ ১৬০ ॥

বিদু ।—(স্বপ্ন দেখিয়া) ওগো মালবিকে ! ॥ ১৬১ ॥

- নিপু।— সুদং ভট্টিগীএ ? কস্‌স বা এসো অন্তনিওঅসম্পাদনে বিস্‌সসণিজে হদাশো !
সক্‌সবকালং ইদো এক্‌স সোখিবাংঅণমোদএহিং কুক্ষিং পুরিঅ সম্পদং মালবিঅং
সিবিণাবেদি । ॥ ১৬২ ॥
- বিদু।— ইরাবদীং অদিক্‌মস্তী হোহি । ॥ ১৬৩ ॥
- নিপু।— এদং অচ্চাহিদম্ । ভুঅঙ্কভীলুঅং বস্‌সবঙ্কং ইমিণা ভুঅঙ্ককুডিলেন দণ্ডকট্টেণ
তন্তুস্তরিদা ভীসেমি । ॥ ১৬৪ ॥
- ইরা।— অরিহদি কিদগ্‌ঘো সপ্পদংসণম্ । ॥ ১৬৫ ॥
- (নিপুণিকা বিদুষকস্তোপরি দণ্ডকাষ্টং পাতয়তি)
- বিদু।— (সহসা প্রবুধ্য) অবিহা অবিহা ! দব্বীকরো মে উবরি পরিপড়িদো । ॥ ১৬৬ ॥
- রাজা।— (সহসোপসৃত্য) ন ভেতব্যম্ । ॥ ১৬৭ ॥
- মাল।— (অনুসৃত্য) ভট্টা ! মা দাব সহসা গিক্‌মিত্ত সপ্পোত্তি ভণাদি । ॥ ১৬৮ ॥
- ইরা।— হদ্বী হদ্বী ! ভট্টা দাব ইদো এক্‌স ধাবদি । ॥ ১৬৯ ॥
- বিদু।— (সম্প্রহাসম্) কহং দণ্ডকাট্টং এদম্ । অহং পুণ আণে, জং মএ কেদঅকট্ট-
এহিং দংসং করিঅ সপ্পস্‌স অঅসো কিদং (সপ্পদংসো কিদো) তং মে ফলিতং ত্তি ॥ ১৭০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ — শ্রুতং ভট্টিগী ? কস্‌স বা বিদু।—ইরাবতীকে ছাড়াইয়া উঠিও ॥ ১৬৩ ॥

- এষ আশ্বনিয়োগসম্পাদনে বিশ্বসনীয়ো হতাশঃ । সৰ্বকালমিত
এষ প্রতিবচনক-মোদকৈঃ কুক্ষিং পুরয়িত্বা সাম্প্রতং
মালবিকাং স্বপায়তে ॥ ১৬২ ॥
- ইরাবতীং অতিক্রামন্তী ভব ॥ ১৬৩ ॥
- এতৎ অত্যাহিতম্ । ভুজঙ্গ-ভীরুকং ব্রহ্মবন্ধুং অনেন
ভুজঙ্গকুটিলেন দণ্ডকাষ্টেন স্তম্ভাস্তরিতা ভাষয়িষ্যামি ॥ ১৬৪ ॥
- অর্হতি কৃতব্রঃ সর্পদংশনম্ ॥ ১৬৫ ॥
- অবিধা, অবিধা । দব্বীকরঃ মে উপরি পরিপতিতঃ ॥ ১৬৬ ॥
- ভট্টঃ ! মা তাবৎ সহসা নিশ্ক্রমতু । সর্প ইতি ভণতি ॥ ১৬৮ ॥
- হা ধিক্, হা ধিক্ ! ভট্টা তাবৎ ইত এব ধাবতি ॥ ১৬৯ ॥
- কথং দণ্ডকাষ্টমেতৎ ! অহং পুনর্জানে যন্ময়া কেতক-
কৈদংশং কৃত্বা সর্পস্তাপযশঃ কৃতং, তন্মে ফলিত-
ত ॥ ১৭০ ॥
- পার্থ।—নিপু—ভট্টিনি ! শুনহু ত ? কার কাজে এই
হতচ্ছাড়া বামন নিযুক্ত হয়েছে ? সব সময়ে তোমাদের
নিকট হইতে প্রতিবচন-মোদক প্রভৃতিতে উদর পূরণ
করিবে, আর স্বপ্নে দেখিবে কি না—মালবিকাকে !
কৃত বড় আশ্চর্য্য ॥ ১৬২ ॥
- বিদু।—ইরাবতীকে ছাড়াইয়া উঠিও ॥ ১৬৩ ॥
- নিপু।—এত বড় সাহস ?—আচ্ছা দাঁড়াও । সাপের
ভয়ে জড়-সড় এই ঘণিত বামনটাকে, আড়ালে
দাঁড়িয়ে, উহারই এই বাকা লাঠিখানা দিয়ে ভয়
দেখাচ্ছি ॥ ১৬৪ ॥
- ইরাবতী।—লোকটা যেরূপ কৃতব্র, তা'তে উহার সর্পদংশনই
ঠিক ! ॥ ১৬৪ ॥
- (নিপুণিকা বিদুষকের উপর দণ্ডকাষ্টখানা ছুঁড়িয়া দিল ।)
- বিদু।—(হঠাৎ জাগরিত হইয়া) গেলাম, গেলাম, আমার
উপর সর্প পতিত হইল ! ॥ ১৬৬ ॥
- রাজা।—(হঠাৎ উপস্থিত হইয়া) ভয় নাই, ভয় নাই ॥ ১৬৭ ॥
- মালবিকা।—(রাজার অনুগমনপূর্বক) স্বামিন্ ! হঠাৎ
বাঁহিরে যাবেন না, সাপের কথা বলছে ॥ ১৬৮ ॥
- ইরাবতী।—হা ধিক্, হা ধিক্ ! ভট্টাও এই দিকে ছুটছেন—
দেখছি ॥ ১৬৯ ॥
- বিদু।—(সন্মোহিত) এ কি ?—আমারই দণ্ডকাষ্টটা ? আমি
ভাবলুম, কেতকীর কাটা দিয়া দংশন-চিহ্ন করিয়া সর্পের
নামে দোষ দিয়েছি, তাহার অপযশ করিয়েছি, তাই
বঝি সত্যি সত্যিই সাপে কাটলো ॥ ১৭০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি অপটীক্ষেপেণ বকুলাবলিকা)

বকুলা।— মা কখু ভট্টা পবিসহ । ইহ কুড়িলগই সন্মো বিঅ দৌসদি । ১৭১ ॥

ইরা।— (রাজানং সহসোপমৃত্য) অবি নিব্বিগ্ঘমণোরহো দিবাসক্কোদো মিহুণস্স ? ১৭২ ॥

(সর্বের ইরাবতীং দৃষ্ট, সজ্জাস্তাঃ)

রাজা।— প্রিয়ে ! অপূর্বোহয়মুপচারঃ । ১৭৩ ॥

ইরা।— বউলাবলিএ ! ভট্টাহিসারবিসঅ সাংপুন্না দে ছুত্ত-পইরা । ১৭৪ ॥

বকুলা।— পসীদহু ভট্টিনী । কিং মএ কিদং ত্তি দেবো পুচ্ছিদব্বো । দদ রা বাহরন্তি ত্তি
কিং দেবো পুহবিং বরিসিহুং বিরমেদি ? ১৭৫ ॥বিদু।— মা দাব । ভোদীএ দংসণমেত্তেণ অত্তভবং পণিবাদলজ্জণং বিসুমরিদো । ভোদি !
তুমং পুণ পসাদং এ গেহুসি । ১৭৬ ॥

ইরা।— কুবিদাবি অহং কিং করিস্সম্ ? ১৭৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মা খলু ভট্টা প্রবিশতু। ইহ

কুড়িলগতিঃ সর্প ইব দৃশ্যতে ॥ ১৭১ ॥

অপি নির্ঝিন্ন-মনোরথো দিবা-সংক্লেতঃ মিথুনস্ত ? ॥ ১৭২ ॥

বকুলাবলিকে ! তত্র ভিত্তিসারবিষয়া সম্পূর্ণা তে দূত্যা-
প্রতিজ্ঞা ? ॥ ১৭৪ ॥প্রসীদতু ভট্টিনী । কিং ময়া কৃতমিতি দেবঃ প্রষ্টব্যঃ ।
দ্বন্দ্বুরা ব্যাহরন্তি ইতি কিং দেবঃ পৃথিবীং বর্ষিতুং
বিরমতি ? ॥ ১৭৫ ॥মা তাবৎ । ভবত্যা দর্শনমাত্রেন অত্র ভবান্ প্রণিপাতলজ্জনং
বিশ্রুতঃ । ভবতি ! ত্বং পুনরুত্থাপি প্রসাদং ন গৃহ্ণাসি ॥ ১৭৬ ॥
কুপি তাপ্যহং কিং করিষ্যামি ॥ ১৭৭ ॥

বক্তার্থ।—(বকুলাবলিকা তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিল)

(তাড়াতাড়িতে পটক্ষেপ নিষিদ্ধ)

বকুলা।—ভট্টা ওখানে যাবেন না । বক্রগতি সাপের মত
দেখা যাচ্ছে ॥ ১৭১ ॥ইরাবতী।—(সহসা রাজার নিকটে গিয়া) বলি—
আপনাদের ঐশ্বর্যবৃক্ষের এই দিনের বেলার অভিসার
অভিলাষানুরূপে সূচি হইয়াছে ত ? ॥ ১৭২ ॥

(ইরাবতীকে দেখিয়া সকলেই চমকিত হইলেন ।)

রাজা।—প্রিয়ে ! আশ্চর্য্য দয়া তোমার ! এত অল্পগ্রহ ত
পূর্বে কখনো দেখিনি ॥ ১৭৩ ॥ইরা।—বকুলাবলিকে ! ভট্টার অভিসার বিষয়ে তোমার
দূতীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে ত ? ॥ ১৭৪ ॥বকুলা।—ভট্টিনী ! চটবেন না । আমি কি করিয়াছি না
করিয়াছি তাহা মহারাজকেই জিজ্ঞাসা করুন । ভেকে
চীৎকার করে বলিয়া কি দেবতার পৃথিবীতে বারিবর্ষণে
বিরত হন ? কোনো দিকে লক্ষ্য না করিয়া, তাহার
যেমন যথেষ্টভাবে বর্ষণ করেন, তেমনই আমাদের মত
নগণ্য লোকে কি বলিল, কি করিল,—তাহাতে দৃকপাত
না করিয়া, মহারাজের মত প্রভু যথেষ্টাচরণই করি-
থাকেন ॥ ১৭৫ ॥বিদু।—এমনটা ঠিক নয় । রাগি ! তোমাকে দেখিয়াই মহ
রাজ, সেদিনকার সেই প্রণিপাত-লজ্জনের অত
অপরাধটা ভুলিতে পারিলেন, আর তুমি এখনও প্র
হইলে না ? ॥ ১৭৬ ॥ইরা।—আমি অগ্রসর থাকিয়াই বা কাহার কি করি-
পারি ? ॥ ১৭৭ ॥

রাজা।—এবমেতৎ। অস্থানে কোপ ইত্যমুপপন্নং হয়ি।

কদা মুখং বরতম্। কারণাদৃতে তবাগতং ক্ষণমপি কোপপাত্ততাম্।

অপর্কণি গ্রহকলুষেন্দুমণ্ডলা বিভাবরী কথয় কথং ভবিষ্যতি ॥

॥ ১৭৮ ॥

ইয়া।—অথানে তি সূট্টু ব্যাহরিদং অজ্জউত্তেণ। অগ্নসংকহেতু অক্ষাণং ভাঅধেএসু
জ্জদি উণ কুপ্পেঅং, তদা হসসা ভবে।

॥ ১৭৯ ॥

রাজা।—সমস্তুথা বহুহসি। অহং পুনঃ সত্যমেব কোপস্থানং ন পশ্যামি। কুতঃ?

নার্হতি কৃতাপরাধোইপ্যুৎসবদিবসেসু পরিজনো বন্ধম্।

ইতি মোচিতে ময়ৈতে প্রণিপতিতুং মামুপগতে চ ॥

॥ ১৮০ ॥

ইয়া।—গিউগিএ। গচ্ছিঅ দেবিং বিল্লবেহি। দিট্টং পক্খপাদিত্তং, অবহিদং চ মে
হিঅং অজ্জন্তি।

॥ ১৮১ ॥

নিপু।—তহ।

[ইতি নিষ্ক্রান্তা।

॥ ১৮২ ॥

বিদু।—(আত্মগতম্) অহো অগম্ভো সংপড়িদো। বন্ধবভট্টটো গেহকবোদও
বিড়ালিঅত্র আলোএ পড়িদো।

॥ ১৮৩ ॥

(প্রবিশু নিপুণিকা)

নিপু।—ভট্টিনি। জদিচ্ছাদিট্টাএ মাহবিআএ আচক্খিদং। এবং ক্খু এদং নিব্বত্তং তি।

(ইতি কর্ণে কথয়তি।)

॥ ১৮৪ ॥

প্রাক্তানুবাদ।—অস্থানে ইতি সূট্টু ব্যাহতম্

সার্থ্যপুত্রেন, অগ্নসংক্রান্তেষু অশ্রাং ভাগধেয়েষু যদি পুনঃ
কুপ্যেয়ং তদা হাস্য ভবেয়ম্ ॥ ১৭৯ ॥

নিপুণিকে, গম্ভা দেবীং বিজ্ঞাপয়,—দৃষ্টং পক্ষ-পাতিত্বম্,
অবহিতং চ মে হৃদয়ং অত ইতি ॥ ১৮১ ॥

তথা ॥ ১৮২ ॥

অহো! অনর্থঃ সম্প্রতিতঃ, বন্ধন-ব্রহ্মঃ গৃহ-কপোতকঃ
বিড়ালিকায়ঃ আলোকে পতিতঃ ॥ ১৮৩ ॥

ভট্টিনি। যদৃচ্ছাদৃষ্টয়া মাধবিকয়া আখ্যা কথম্—এবং খলু
গতং নিবৃত্তম্ ॥ ১৮৪ ॥

সার্থ।—রাজা।—সার্থ্যই বলিয়াছি! অস্থানে কোপ
প্রকাশ কদাচ তোমাতে মানায় না। স্নেন না,—সুন্দরি!
অকারণে কখনও ত তোমার মুখে আমি ক্রোধের লক্ষণ
দেখি নাই। শোভনান্ধি। পূর্ণিমাৰূপ পর্কাহ ব্যতিরেকে
কখনো কি বিভাবরীতে চন্দ্রমণ্ডল রাহগ্রস্ত হয়? ॥ ১৭৮ ॥

রা।—“অস্থানে”—সার্থ্যপুত্র ঠিকই বলিয়াছেন। আমা-
দের ভাগ্য যখন অগ্ন-সংক্রান্ত, তখন আমরা কোপ
করিলে উপহাসই হইব মাত্র ॥ ১৭৯ ॥

রাজা।—তুমিই অত্রপ্রকার কল্পনা করিতেছ। আমি কিন্তু

শ্রুততই তোমার ক্রোধের কোনো কারণ দেখিতেছি না।

কেন না—সহস্র অপরাধ করিলেও—রাজ-সরকারের

কোনো বিশিষ্ট আমোদ-উৎসবের দিনে পরিজনদের

কাহাকেও আবদ্ধ রাখা সঙ্গত নহে; তাই আমি এবে

দুর্জনকে মুক্তি দিয়াছি এবং ইহারা আমাকে প্রণাম

করিতে এখানে আসিয়াছে ॥ ১৮০ ॥

ইরাবতী।—নিপুণিকে! দেবীকে গিয়া বল যে, আজ যেমন
আমি পক্ষপাতিতার চরম দেখিলাম, তেমন আজ হ'তে
হৃদয়কেও প্রস্তুত করিয়া ॥ ১৮১ ॥

নিপু।—আচ্ছা। (নিষ্ক্রান্তা) ॥ ১৮২ ॥

বিদু।—(আত্মগত) কি অনর্থই এসে ছুটিলো! বন্ধন-চ্যুত
গৃহ-পারাবত আজ বিড়ালীর দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, আর
রক্ষা নাই ॥ ১৮৩ ॥

(নিপুণিকার প্রবেশ।)

নিপু।—ভট্টিনি! যেত যেতে হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে দেখা
হ'তে—সে বলে,—এই ব্যাপাটার নিগূঢ় রহস্য হলো
এই—(কানে কানে কহিল) ॥ ১৮৪ ॥

ইরা । (আশ্রয়গতম্ ।) উববন্ধ । সচ্চ অতঃ এতৎ বন্ধবন্ধুণা কিদো পণ্ড । (বিদূষকং
বিলোক্য প্রকাশম্) ইতঃ অস্মৈ কামতন্তসচিবস্মৈ গীদৌ ॥ ১৮৫ ॥
বিদু ।— ভোদি ! জদি গীদৌএ একং অক্খরং পঠেঅং, ণ অন্তভবং পেসিদো ভবে ॥ ১৮৬ ॥
রাজা ।— (অপব্যাধ্য) কথং সু খবস্মাং সঙ্কটানুচ্যাবহৈ । ॥ ১৮৭ ॥

(প্রবিষ্ট সাবেগা জয়সেনা)

জয় ।— দেব ! কুমারী বম্বলচ্ছী কন্দুঅং অগুধাবন্তী পিঙ্গলবাণরেন বলিঅং বিস্তাসিদা
অঙ্কগিসল্লা অ দেবৌএ পবাদকিসলঅং বিঅ বেবমাণা ণ কিংপি পড়িবজ্জদি । ॥ ১৮৮ ॥
রাজা ।— কষ্টং কষ্টম্ ! কাতরো বালভাবঃ । ॥ ১৮৯ ॥
ইরা ।— (সাবেগম্) তুবরহু তুবরহু অজ্জউত্তো এণং সমাসাসইছুং, মা সে সংদাবজনিদো
বিআরো বডুতু । ॥ ১৯০ ॥
রাজা ।— অহমেনাং সংজ্ঞাপয়ামি । [ইতি সত্বরং নিষ্ক্রামতি । ॥ ১৯১ ॥
বিদু ।— সাহু রে পিঙ্গলবাণর । সাহু, পরিভাদো তুএ সবক্খো । ॥ ১৯২ ॥

(নিষ্ক্রান্তো রাজা বিদূষকশ্চেরাবতী নিপুণিকা প্রতীহারী চ)

প্রাকৃতানুবাদ ।—উপপন্নম্ । সত্যম্ অয়ম্ অত্র রাজা ।—(অপব্যাধ্য) এখন কি উপায়ে এই বিপদ হইতে
ব্রহ্মবন্ধুনা কৃতঃ প্রয়োগঃ । ইয়ম্ অশু কামতন্তসচিবশু পরিভ্রাণ পাই ? ॥ ১৮৭ ॥
নীতিঃ ॥ ১৮৫ ॥ (সবেগে জয়সেনার প্রবেশ)
ভবতি ! যদি নীতেঃ একম্ অপি অক্ষরং পঠেয়ম্, ন জয়সেনা ।—মহারাজ ! রাজকুমারী বম্বলচ্ছী কন্দুকের (লাটি-
অন্তেবান্ প্রেথিতঃ ভবেৎ ॥ ১৮৬ ॥ মের) পিছন পিছন ছুটিতেছিলেন, এমন সময়ে পিঙ্গল
দেব ! কুমারী বম্বলচ্ছী কন্দুকম্ অগুধাবন্তী পিঙ্গল-বানরেন বানর এসে তাড়া করায় এতই ভয় পাইয়াছেন যে, দেবীর
বলবৎ বিক্রাসিতা, অঙ্কনিষল্লা চ দেব্যঃ প্রবাত-কিসলয়মিব কোলের উপর থাকিয়াও প্রবর্তাবিকম্পিত কিসলয়ের
বেগমানা ন কিমপি প্রতিপত্ততে ॥ ১৮৮ ॥ মত থব্ থব্ করিয়া কাঁপিতেছেন । কিছুতেই প্রকৃতিস্থ
হইতেছেন না ॥ ১৮৮ ॥
অভ্যঃ সন্তাপজনিতঃ বিকারঃ বর্জিতম্ ॥ ১৯০ ॥ রাজা ।—কি কষ্ট ! ছেলেবেলাটা বড়ই দুঃখের ॥ ১৮৯ ॥
সাদু রে পিঙ্গলবানর ! সাদু, পরিভ্রাতৃত্বয়া ইরা ।—(সবেগে) অর্থাপুত্র ! বম্বলচ্ছীকে সাহসনা করিতে
স্বপক্ষঃ ॥ ১৯২ ॥ সত্বর চলুন । আহা ! মেয়ের ভয়-জনিত বিকার যেন
বজ্রার্থ ।—ইরা ।—(আশ্রয়গত) তাই-ই বটে । সত্যই এই আর না বাড়ে ॥ ১৯০ ॥
ব্রাহ্মণবেশী গোতম কর্তৃক এই কার্য সাধিত হইয়াছে । রাজা ।—যাচ্ছি, আমি গিয়ে উহাকে সন্তান করিতেছি
(বিদূষকের দিকে চেয়ে প্রকাশ্যে) রাজার কামতন্তের (রাজার ক্রুত প্রস্থান ।) ॥ ১৯১ ॥
মন্ত্রী এই লোকটার নীতিই বটে ॥ ১৮৫ ॥ বিদু ।—বাঃ ! বাঃ রে পিঙ্গলবানর ! বলিহারি ! তোর স্বপক্ষ
বিদু ।—হুঁ ! যদি নীতির একটা অক্ষরও আমার পড়া জীবটিকে খুব বাচালি—যা' হোক ॥ ১৯২ ॥
জানিতো, তবে কদাচ আমি রাজাকে এখানে পাঠাতুম [রাজা, বিদূষক, ইরাবতী, নিপুণিকা ও
না ॥ ১৮৬ ॥ প্রতীহারীর প্রস্থান ।

মাল।— হলা! দেবীঃ চিত্তিঅ বেবই মে হিঅঅম্। ৭ আণে সৎপদ্বি কিং অগুভবিদকং
ভবিসুসদি ভি।

॥ ১২৩ ॥

(নেপথ্যে)।— অচরিতং অচরিতং! অপুণ্ণে পঞ্চরত্নে দোহলসুস মউলেহিং সৎগন্ধো তবনী-
আসোও। জাব দেবীএ নিবেদেমি।

॥ ১২৪ ॥

(উভে প্রস্থান প্রহস্টেঃ)

বকুল।।— আসসহু সহী! সচপইল্লা দেবী।

॥ ১২৫ ॥

মাল।— তেণ হি পমদবণপালিআএ পিঠ্ঠদো হোমি।

॥ ১২৬ ॥

বকুল।।— তহ।

[ইতি নিজ্জাস্তাঃ সৰ্ব্বে। ॥ ১২৭ ॥

ইতি চতুর্থোহঙ্কঃ।

প্রাক্তানুবাদ।—দেবীঃ চিত্তিস্থিতা বেপতে

হৃদয়ম্। ন জানে সম্প্রতি কিম্ অল্পভবিতব্যম্
প্রবিষ্যতি ইতি ॥ ১২৩ ॥

রাত্রি পূর্ণ হইবার পূর্বেই রক্তাশোকভর মুকুলে
একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। যাই—দেবীকে খবর দিই
গিয়া ॥ ১২৪ ॥

আশ্চর্য্যম্! আশ্চর্য্যম্! অপূর্ণে পঞ্চ-রাত্রে দোহদন্ত
মুকুলৈঃ সম্রদ্ধঃ তপনীয়াশোকঃ। যাবৎ দেবো নিবে-
দয়ামি ॥ ১২৪ ॥

(শুনিয়া মালবিকার ও বকুলাবলিকার

অতিশয় আনন্দ জন্মিল।)

আশ্বসিতু সখী। সত্য-প্রতিজ্ঞা দেবী ॥ ১২৫ ॥

তেন হি প্রমদ-বনপালিকার্যাঃ পৃষ্ঠতঃ ভবাবঃ ॥ ১২৬ ॥

তথা ॥ ১২৭ ॥

বকুল।।—সখি! আশ্বস্ত হও। দেবী আমাদের সত্য-
প্রতিজ্ঞা। যা' বলেন, তাই করেন। পাঁচ রাত্রির
মধ্যেই যখন তোমার দোহদে আশোকের ফুল ফুটিল, তখন
প্রতিজ্ঞানুসারে তিনি তোমার বাসনা পূরণ করিবেনই
করিবেন ॥ ১২৫ ॥

পদার্থ।—মালবিকা।—দেবীকে ভেবে আমার বুক
কৈপে কৈপে উঠছে। আজ্ঞাকার এই ব্যাপার
হইতে, না জানি, আবার কত লাঞ্জনাই ভুগতে
হয়? ॥ ১২৩ ॥

মালবিকা।—উত্থান-পালিকা খবর দিতে গেল, চল আমরা
তা'র পিছন পিছন যাই ॥ ১২৬ ॥

বকুল।।—বেশ ॥ ১২৭ ॥

(পথ্য হইতে) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! দোহদের পাঁচ

[সকলেই নিজ্জাস্ত।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক-তাৎপর্য্য ।

এই মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষক কালিদাসের এক অতি বিচিত্র সৃষ্টি ! এমনই কৌশলে বিদূষক-চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে যে, এই নাটকের প্রতিকার্য্যে প্রতিবৃত্তান্তে তাহার আলোক পড়িয়াছে। যে স্থানে অদ্ভুত ব্যাপার, যে স্থানে রহস্য-কৌতুক, যে স্থানে সৰ্কট, সেই স্থানেই সে চরিত্র প্রধান আস্বাদন-স্বরূপ। বিদূষককে বাদ দিলে, বৃষ্টি এই নাটকের নাটকত্বই ব্যাহত হয়। নাটকীয় বস্তুর এমন উপযোগী বিদূষক সংস্কৃতে ত নাই-ই, কালিদাসের অল্প কোন নাটকেও উপলব্ধ হয় না।

সে দিন দোহদ-কারিণী মালবিকার সহিত উদ্ভানে, ইরাবতীর উৎপাতে রাজা আশা মিটাইয়া মিশিতে পারেন নাই, তাই রাজার বড়ই ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। বিদূষক কোমর বাধিলেন। এদিকে ইরাবতীর অভিযোগে “অপক্ষ-পাতিনী” ঋগ্‌গণচরণা, শয্যাশায়িনী বড় রাণী ধারিণী—মালবিকা ও তাহার ছুই পট্টচারিকা বহুবলবলিকাকে, মাটির নীচে এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া—দরজায় নিজের হাতের নাগ-ধনিক্তা অসুরীয়কের দ্বারা “সিল-মোহর” করাইয়া রাখিয়াছেন। ধারিণীর আদেশ—“আমার এই অসুরী না দেখিলে যেন—বরজা খোলা না হয়।”

বিদূষকের কৌশলে সে সিলমোহর-করা তাল খুলিয়া মালবিকাকে “সমুদ্র-গৃহ” নামক এক অতি সুরম্য প্রাসাদে আনা হইয়াছে, সঙ্গে মণী বহুবলবলিকা। হ্রদের মত খুব বড় একটা দীঘির মাঝখানে জলের ভিতর এক অতি রমণীয় অষ্টালিকা। যেমন অমৃতসরে স্বর্ণমণ্ডিত “গুরুদরবার”। রাজা অগ্নিমিত্রের এই “সমুদ্র-গৃহটা” প্রণয়ারাধনার প্রথম গণেশপূজার মন্দির। কি ধারিণী, কি ইরাবতী, প্রত্যেকের সহিত প্রথম-মিলন, দেখা-সাক্ষাৎ, প্রথম-আমোদ-আহ্লাদ এই ঘরে হইয়াছে। রাজা-রাজ ডাদের বাড়ীতে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘর সকালে প্রায়ই থাকিত। যেমন, “বশমন্দির” “সুহাসমন্দির” “রতিমন্দির” “ক্রোধাগার” বা “গৌসাবর”। এখনও অম্বর, যোগপুর, উদয়পুর, প্রভৃতি স্থানে—তৎ তৎ নামাক্রিত মন্দিরের স্মৃতি দেখা যায়। প্রণয়ের বহু স্মৃতি-বিমণ্ডিত এমনই “সমুদ্র-গৃহে” বিদূষক

মালবিকাকে হাজির করিয়াছে। রাজাও আসিয়াছেন। বিদূষক ও বহুবলবলিকা,—সুচতুর পরিজনদের মত একটু তফাতে গিয়াছে।—রাজা মালবিকা-রূপিণী মধুমিনীতে সুপ্ত-হৃদয়ে স্বপ্ন দেখিতেছেন।

এইভাবে রাজা ও মালবিকাকে রাখিয়া, প্রণয়-সৃষ্টির বিশ্বকর্মা কালিদাস এক অতি তীব্র-মধুর, পক্ষয়-কোমল চিত্রে সেই নব-প্রণয়-মুগ্ধ মিথুনের কামযজ্ঞে, নবীন প্রাণের পূর্ণাহুতি দিয়াছেন।—সেদিন, উদ্ভানে মদ-বিহ্বলা মদন-কান্তরা ইরাবতী রাজার সহিত বড় আশায় মিলিতে আসিয়া, ব্যথা পাইয়াছিলেন। তথায়, নিভৃতে হৃদয়েষ্বরকে অস্ত্র যুবতীর সহিত প্রণয়লাপ করিতে দেখিয়া বড়ই আহত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে বেদনা, সে আঘাত তিনি নীরবে ভোগ করিতে লাগিলেন। অস্ত্র কাহাকেও জানিতে দিলেন না। মনে মনে, তদবধি স্থির করিলেন যে, আর লোকালয়ে মুখ দেখাইবেন না। কি করিয়াই বা দেখাইবেন? ছিলেন তিনি পরিচারিকা, সে অবস্থার তাঁহার কোনই অসন্তোষ ছিল না। পৃথিবী-পতি তাঁহার হৃদয়ে উচ্চ আশা জাগাইয়া, তাঁহাকে উঁচুতে উঠাইয়া, অতর্কিতে ফেলিয়া দিয়াছেন। পূর্বে যে স্থানে তিনি ছিলেন, তথায় নহে, তদপেক্ষা অনেক নিম্নে ফেলিয়া দিয়াছেন। তাই নিঃস্বলা নিরাশ্রয়া ইরাবতী আর জগদ্বাসীকে মুখ দেখাইতে বাসনা রাখিলেন না। স্থির করিলেন যে, অতীত স্মৃতির স্মৃতি বন্ধে লইয়া গহন-বন-জাত কুমুমের স্রাব জগতের অগোচরে আপন-আপনি বিসৃষ্ট হইবেন। এবংবিধ সঙ্কল্পের পর হইতেই তাঁহার হৃদয়ে বল আসিল। যতক্ষণ তৃষ্ণা, ততক্ষণই যাতনা, তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারিলে যাতনা কিসের? সেদিন উদ্ভানে রাজার ইরাবতী-চরণে পতন ও কতরূপ অনুন্নয়-বিনয় ইরাবতী উপেক্ষা করিয়া ক্রোধকষায়িত-নেত্রে ও কর্কশকণ্ঠে কত কি তর্জন-গর্জন করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন,—ক্রোধাবসানে যেখা-বিনী ছোট রাণী বুঝিয়াছেন যে, কাজটা ভালো করেন নাই যে ভাবে হউক, তাহার একটা প্রতীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যে প্রাণেশ্বরের প্রাণ “অস্ত্র-সংক্রান্ত,” তাঁহার সম্মুখে যাইবার সাধ আর ইরাবতীর নাই।—তাদৃশ “প্রাণ-হীন” জীবিত প্রাণেশ্বর আর তাঁহার চিত্রিত মূর্তি—হুই-ই সমান। তাই ইরাবতী সাক্ষাৎ অগ্নিমিত্রের নিকটে না গিয়া চিত্র

অগ্নিমিত্রের নিকটে জীবনের শেষ কক্ষা ভিক্ষা করিতে, “সমুদ্রগৃহে” আসিয়াছেন। কক্ষাভিক্ষার সহিত তাঁহার আর একটা মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা যেমন স্মরণ, তেমনই, অথবা ততোধিক করণ। কালিদাস এই স্থলে কাহ্ন্যের যে অপূর্ণ মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। যেখানে জীবনের প্রথম স্তরের ছবি চিত্রিত, যে সমুদ্র-গৃহের প্রতি অণু-পন্নমাগুতে অগ্নিমিত্রের সহিত ইরাবতীর প্রথম-মিলনের সাক্ষ্য বিদ্যমান, যে সমুদ্রগৃহে বিদিশেশ্বর রাজা অগ্নিমিত্র স্বহস্তে পরিচারিকা ইরাবতীর আপাদ-মস্তক প্রণয়-চন্দনে চর্চিত করিয়াছিলেন, মস্তকে রাজ-মুকুট-নিন্দী ছলিত প্রণয়কিরীট পরাইয়াছিলেন,—সেই সমুদ্রগৃহের ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত ইরাবতী-অগ্নিমিত্রের সেই প্রথম-মিলনের চিত্রের নিকটে, ইরাবতী আজ স্বীয় ঐহিক জীবনের যে স্মৃতি তাহার চিরবিস্ময়-কাহিনী কহিতে আসিয়াছেন, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভুলিয়া, অতীত প্রণয়ের স্মৃতিব্রতে দীক্ষিত হইতে আসিয়াছেন। সেখানে আসিয়াও যখন দেখিলেন সেই ত্রিমূর্তি—রাজা, মালবিকা ও বিদুষক, তখন তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা যে কীদৃশী—তাহা সহদয়-সংবেদ্য। ভাষায় বর্ণনার সামর্থ্য এ দীনহীন সম্পাদকের নাই। কালিদাস অতি তন্ময়ক ক্ষেত্রে ইরাবতীকে উপস্থিত করিয়াছেন। ওরূপ স্থলে অধিকক্ষণ থাকিলে, অতি কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায়। মাছুষ যরিয়া যায়। ইরাবতীর ত কথাই নাই। কেন না,—তিনি অতি কোমল-প্রাণা, সরলতার বিগ্রহবতী অধিদেবতা। তাই কবি, অধিকক্ষণ ঐ মর্দ-বিদারী ব্যাপারে লিপ্ত রাখেন নাই। ইরাবতী, সেই দোহদ-কালে অশোক-কুঞ্জে ঘটনার পর হইতে বৃক্ষাছিলেন যে, এবার-কার মত তাঁহার সাধের বিগনি ভাঙ্গিয়াছে, আনন্দের বাজার ভাঙ্গিয়াছে, আর হইবে না।—সুতরাং ওরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকা যায় না। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট জীবনকাল নিরবচ্ছিন্ন কষ্টেরই কারণ। আজ সমুদ্র-গৃহে ইরাবতীর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। তাই মহাকবি, ঐহিক বস্তুগত পিতৃল-বানর কর্তৃক আক্রমণের ব্যাপার অবতারণা করিয়া, ঐ কষ্টময়, বেদনাময় দৃষ্ট অন্তরিত করিলেন। সরলা ইরাবতী যেমন শুনিলেন যে, বস্তুগত পিতৃল, অমনি সমস্ত ভুলিয়া, রাজাকে লইয়া ক্ষিপ্ৰচরণে

অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। যে ধারিণী তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তির মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন, বস্তুগত তাঁহারই কষ্ট। কিন্তু ইরাবতীর মনে সে সব কথা উঠিল না। তাঁহার এই সর্বনাশের জন্ত তিনি আপন অদৃষ্টকেই দোষী করিয়াছিলেন, পরের উপর দোষ চাপাইলেন না। সরল-প্রাণা ইরাবতী, অশোককুঞ্জে রাজা ও মালবিকার দেখা-সাক্ষাতের অভিযোগ আসিয়া ধারিণীর নিকটেই করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইহাতেই সমুচিত প্রতিবিধান হইবে। তাঁহার হৃদয়ের এই সারল্যের আকর্ষণেই বিদিশ-পতি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সর্বদা তাঁহাকে সসম্মানে দেখিতেন। রাজা জানিতেন যে, ইরাবতী সব সচ্ছিতে পারেন, কেবল একটি বস্তু তাঁহার অসহ, প্রণয়ে প্রতিষন্ধী তিনি সহ্য করিতে পারেন না, সে কল্পনাতেও ইরাবতী উন্মাদিনী হইয়া উঠেন; তেমন ইরাবতীও জানিতেন যে, রাজা ব্যতিরেকে সংসারে তাঁহার আর কেহই নাই, তাঁহার হৃদয়েশ্বর, ইরাবতী-বল্লভ, অগ্নিমিত্র যে হৃদয় একবার ইরাবতীকে অর্পণ করিয়াছেন, সে হৃদয়ের অগ্রত পুনরর্পণ করিতে কদাচ পারেন না। নারী-হৃদয়ের এই কমলীয়তায় রাজা ইরাবতীর অগাধ প্রাণ-সিদ্ধিতে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ইরাবতীর সৌভাগ্য-সৌখিন্য-সাং করিতে অসীম-শক্তিধারিণী ধারিণী যে বিক্ষোভক পিণ্ডরাশি সৌধতলে সংগোপনে অতর্কিতে সঞ্চিত, সুরক্ষিত ও সমুক্ষিত করিতেছিলেন, এই বিরাট ষড়যন্ত্রের মূল অভিনেত্রীই যে ধারিণী, তাহা ইরাবতী প্রথমে আদৌ বুঝিতে পারেন নাই, তাই তিনি প্রথম প্রথম বিষমুগ্ধিত-রূপে বিষধরীর নিকটে প্রতীকার ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে সমুদ্রগৃহে যখন দেখিলেন যে, কারাক্ষা মালবিকা মুক্তিলাভ করিয়া আবার রাজার সহিত মিলিয়াছে, তখন তাঁহার বুঝিতে আর দেরী হইল না। তাই তিনি বলিলেন—“দেবীর এই অপকৃপাতে আমি সন্তুষ্ট।” ইহা তাঁহার বেদনার উক্তি। তাই তিনি বলিলেন—“আমি কে দেবীকে হুকুম করিবার?” ইহা তাঁহার পাজর-ভাড়া ব্যথার বিলাপ। কালিদাস ইরাবতীকে নিরাশ প্রণয়ের যে বেদনাময়ী মূর্তিতে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না।

পঞ্চমোহঃ

(ততঃ প্রবিশত্যাছানপালিকা)

উত্থানপালিকা ।— উপকৃষিতো মএ সকারবিহিণা তবগীআসোঅস্স বেদিআবক্কো ! জাব
অণুট্টিদিনিওঅং অত্তাণং দেবীএ নিবেদেমি । (পরিক্রম্য) অহো দেবস্স
অণুকম্পণীআ মালবিআ । তস্মিং তহ চণ্ডিআ দেবী ইমিণা অসোঅকুসুমদোহল-
বুত্তস্তেণ পসাত্তুম্মহী ভবিস্সদি । কহিং গু কথু ভবে দেবী ? (বিলোকা) অস্মো
এসো দেবীএ পরিঅণত্তস্তরো কিং পি জহুম্দালজ্জিদং মজ্জুসং গেহিঅ
চউস্সালাদো কুজ্জো পিকামদি, পুচ্ছিসং দাব গম্ ।

॥ ১ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্ট-হস্তঃ কুজঃ)

উত্থান ।— সারস ! কহিং পথিদোসি ?

॥ ২ ॥

সার ।— মত্তঅরিএ ! বিজ্জাচারিআণং বন্ধণাণং ইমং দক্ষিণা মাসিইং অজ্জপুরো-
হিদস্স হথং পাবইস্সম্ ।

॥ ৩ ॥

মধু ।— অহ কিং নিমিত্তং ?

॥ ৪ ॥

সার ।— জদগ্গহুদি সেণাপদি জগ্গতুরজ্জরকথ্ণেণেণিউত্তো ভট্টিদারআ বসুমিত্তো, তদগ্গহুদি
তস্স আউসথং অট্টসদস্সুবল্লপরিমাণং দক্ষিণং দেবী পরিগ্গাহেদি ।

॥ ৫ ॥

প্রাকতানুবাদ ।—উপকৃষিতঃ ময়া সংস্কারবিহিনা

তপনীয়াশোকস্ত বেদিকাবন্ধঃ । যাবৎ অল্পকৃতিনিয়োগম্
আত্মানং দেবী নিবেদয়ামি । অহো দৈবস্ত অল্পকম্পনীয়া
মালবিকা । তস্তাং তথা চণ্ডিকা দেবী অনেন অশোক-কুসুম-
দোহন-বুত্তাস্তেন প্রসাদোন্মুখী ভবিষ্যতি । কুত্র খলু ভবেৎ
দেবী ? অহো, এষঃ দেব্যাঃ পরিজনাত্যস্তরঃ কামপি জহুম্ভ্রো-
লাহিতাং মজ্জুসং গৃহীত্বা চতুঃশালাতঃ কুজঃ নিষ্ক্রামতি,
প্রক্যামি তাবৎ এনম্ ॥ ১ ॥

সারস ! কুত্র প্রস্থিতঃ অসি ? ॥ ২ ॥

মধুকরিকে ! বিত্তাচার্যাণাং ব্রাহ্মণানাম ইমাং দক্ষিণাং
মাসিকীম্ আৰ্ঘ্যপুরোহিতস্ত হস্তং প্রাপয়িষ্যামি ॥ ৩ ॥

অথ কিং নিমিত্তম্ ? ॥ ৪ ॥

যদা প্রভৃতি সেনাপতিঃ যজ্ঞ-তরঙ্গ-রক্ষণে নিযুক্তঃ
ভর্ষুদায়কঃ বসুমিত্রঃ, তদা প্রভৃতি তস্ত আয়ুস্যার্থম্ অষ্টশত-
সুবর্ণপরিমাণং দক্ষিণাং দেবী পরিগ্রাহয়তি ॥ ৫ ॥

বজ্রার্থ ।—(উত্থান-পালিকার প্রবেশ)

উত্থান-পালিকা ।—দোহদাস্তে যেমন যেমন বিধান আছে,
সেইভাবে সংস্কারাদি করিয়া আমি রক্তাশোকের বেদি-
বন্ধন করিয়াছি, এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়াও

রাখিয়াছি এখন দেবীর নিকটে গিয়া ধবর দিই গে ।
(এগিয়ে) আশ্চর্য্য ! মালবিকার প্রতি দৈবের কি শত-দৃষ্টি !
দেবী তাঁর উপর অত যে চটয়াছেন, সে সমস্ত, আজ এই
এক অশোকফুলের দোহদের সংবাদেই মিটিয়া যাইবে । যাই
দেবী কোথায়, দেখি গিয়া । (দেখিয়া) -ই যে—দেবীর এক
পরম বিশ্বস্ত পরিজন কুজ ব্যক্তি জহুম্ভ্রো-চিহ্নিত (গালা-
মোহর করা) একটা পেটরা লইয়া চতুঃশালা হইতে বাহির
হইতেছে, একেই জিজ্ঞাসা করি—দেবী কোথায় ? ॥ ১ ॥

(মজ্জুসাহস্তু কুজের প্রবেশ)

সারস ! কোথায় চলিয়াছ ? ॥ ২ ॥

সারস ।—মধুকরিকে । বিত্তাবান্ ব্রাহ্মণদিগকে এই মাসিক
দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত আৰ্ঘ্য-পুরোহিতের হাতে দিতে
যাচ্ছি ॥ ৩ ॥

মধু ।—কি জন্ত এই দক্ষিণা ? ॥ ৪ ॥

সারস ।—যে দিন হইতে রাজকুমার বসুমিত্র সেনাপতি-
রূপে যজ্ঞের অর্থ-রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তদবধি দেবী,
ঐহার দীর্ঘ-জীবন-লাভের কামনায় আটশত সুবর্ণ-পরি-
মিত্ত দক্ষিণা সদব্রাহ্মণদিগকে অর্পণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

মধু।— অহ কহিং দেবী ? কিং বা অণুচিট্টদি ?

॥ ৬ ॥

সার।— মঙ্গলঘরে আসপথা বিদত্তবিসআদো ভাঙ্খণা বীরসেণেণ পেসিদং লেহং লিপি-
অরেহিং বাচীঅমাণং সুণাদি।

॥ ৭ ॥

মধু।— কো উণ বিদত্তরাঅবুত্তস্তো সুণীঅদি ?

॥ ৮ ॥

সার।— বসীকিদো কিল বীরসেণম্মহেহিং দণ্ডচক্কেহিং বিদত্তগাছো, মোচিদো
মাহবসেণো। দুদো অ তেণ মহাসারানি রঅণানি বাহণানি সিগ্গকারিআভুইট্টাং
পরিঅণং অ উবাঅণীকরিঅ ভট্টিণো সআসং পেসিদো ত্তি।

॥ ৯ ॥

মধু।— গচ্ছ, অণুচিট্ট গিওঅম্। অহংপি দেবীং পেক্খিসুসম্।

॥ ১০ ॥

(প্রবেশকঃ)

[ইতি নিজ্ঞাস্তো।

(ততঃ প্রবিশতি প্রতীহারী)

প্রতী।— আগন্তুমি দেবীএ অসোঅসক্কারবাবিদাএ, বিগ্গবেহি অজ্জউতম্। ইচ্ছামি অজ্জ-
উত্তেণ সহ অসোঅরুক্খস পম্মণলচ্ছিং পচ্চবুখীকাঙ্খং ত্তি। তা জাব ধম্মাসন-
গদং দেবং পড়িবাণেমি।

[ইতি পরিত্রাংমতি। ॥ ১১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অথ কুত্র দেবী ? কিং বা

মধুকরিকা।—বিদত্ত-রাজের বৃত্তান্ত কি শুনলে ? ॥ ৮ ॥

অনুভূতি ? ॥ ৬ ॥

সারস।—শুন্য যে,—বীরসেন-প্রমুখ সেনাপতি-প্রধানগণ
কর্তৃক বিদত্ত-নাথ বশীকৃত হইয়াছেন, মাধবসেনকেও
মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এখন, বোধ হয়, সন্ধির আশায়
বিদত্তনাথ, নানাপ্রকার বহুল্য রত্ন, হস্তী, অশ্ব, রথ,
নৃত্যগীতাদি শিল্পকলানিপুণা দারিকা (বৃত্তা) প্রভৃতিতে
পরিপূর্ণ,—ও বহু দাস-দাসী-সংবলিত উপচৌবন
(নভর) সঙ্গে দিয়া আমাদের ভর্তার নিকট এক দূত
পাঠাইয়াছেন ॥ ৯ ॥

মঙ্গল-গৃহে আসনস্থা বিদত্তবিষয়াং ভ্রাত্ৰা বীরসেনেন
প্রেযিতং লেখং লিপিকরৈঃ বাচ্যমানং শৃণোতি ॥ ৭ ॥

মধু।—যাও সারস, নিজের কাজে যাও, আমিও দেবীর
সহিত দেখা করি গিয়া ॥ ১০ ॥

কঃ পুনঃ বিদত্তরাজ-বৃত্তান্তঃ শ্রুতে ? ॥ ৮ ॥

[উভয়ে নিজ্ঞাস্ত ইতি প্রবেশক।

বশীকৃতঃ কিল বীরসেন-প্রমুখৈঃ দণ্ডচক্ৰৈঃ বিদত্ত-নাথঃ,
মোচিতঃ মাধবসেনঃ। দূতশ্চ তেন মহাসারানি রত্নানি,
মাহনানি, শিল্পদারিকাভূষিষ্ঠং পরিজনং চ উপায়নীকৃত্য
কর্তুঃ সকাশং প্রেযিতঃ ইতি ॥ ৯ ॥

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

গচ্ছ, অনুভূতি আয়নঃ নিয়োগং, অহমপি দেবীং
প্রক্ষ্যামি ॥ ১০ ॥

প্রতীহারী।—মালবিকা-কৃত্ত-দোহদে অকালে ফুল ফুটিয়াছে
বলিয়া, অশোকতরুর সংকারে—দেবী আজকাল
সর্বদাই ব্যাপ্তা। তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন—
“আর্য্যপুত্রকে বল গিয়া যে, তাঁহার সহিত একসঙ্গে আমি
অশোকতরুর অকাল-রুম্মের শোভা দেখিতে ইচ্ছা
করি। মহারাজ এখন বিচারাসনে বসিয়া, সেইখানে
গিয়াই অপেক্ষা করি। (অগ্রসর হইতে লাগিল) ॥ ১১ ॥

আজ্ঞাপ্তা অগ্নি দেব্যা অশোক-সংকারব্যাপ্তয়া,—
“বিজ্ঞাপয় আর্য্যপুত্রম্। ইচ্ছামি আর্য্যপুত্রেণ সহ অশোক-
রক্ষকশ্চ প্রম্মন-লক্ষ্মীং প্রত্যক্ষীকর্তুমিতি। তদ্ যাবৎ
আসন-গতং দেবং প্রতাপলয়ামি ॥ ১১ ॥

প্রার্থ।—মধুকরিকা।—দেবী কোথায় ? কি
কর্ছেন ? ॥ ৬ ॥

সারস।—বিদত্তদেশ হইতে দেবীর ভ্রাতা বীরসেন কি যেন
একখানা পত্র পাঠাইয়াছেন, মঙ্গল-গৃহে বসিয়া দেবী,
লিপিকরদিগের দ্বারা সেই পত্র পড়াইয়া শুনিতোছেন ॥ ৭ ॥

(নেপথ্যে) বৈতা ।—দিষ্ট্য। দণ্ডেনৈবারিশিরঃসু বর্ষতে দেবঃ ।

॥ ১২ ॥

প্রথমঃ ।— পরভূতকলব্যাহারেষু হুমন্তরতির্মধুং নয়সি বিদিশাতীরোত্তানেঘনক ইবান্ধবান্ ।

বিজয়করিণামালানাং গঠৈঃ প্রবলস্ত তে বরদ ! বরদারোধোরুদ্ধৈঃ সহাবনতো রিপুঃ ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয়ঃ ।—বিরচিতপদং বীরশ্রীত্যা সুরোপম সুরিভিঃচরিতমুভয়োর্মধ্যেকৃত্য স্থিতং ত্রথকৈশিকান্ ।

তব হৃতবতো দণ্ডানীকৈবিদর্ভপতেঃ শ্রিয়ং পরিঘণ্ডরুভিদে ভিবিষোঃ প্রসহ চ রুক্মিণীম্ ॥ ১৪ ॥

প্রতী ।— এসো জঅসদসুইদগ্ধথাণো ভট্টা ইদো একব আঅচ্ছদি । অহং পি দাব ইমস্

মুহাদো অবসরিঅ থন্তুরিদা হোমি ।

(ইত্যেকান্তে স্থিতা) ॥ ১৫ ॥

(প্রবিষ্টা সবয়স্তো রাজা ।

কাস্তাং বিচিন্ত্য সুলভেতরসম্প্রয়োগাং শ্রুত্বা বিদর্ভপতিমানমিতং বলৈশ্চ ।

ধারাভিরাতপ ইবাভিহতং সরোজং ছুঃখায়তে চ হৃদয়ং শুখমশ্রুতে চ ॥ ১৬ ॥

অহয় ।—পরভূত-কল-ব্যাহারেষু বিদিশাতীবো
জানেষু আশ্রয়তিঃ অদ্বান্ অনঙ্গঃ ইব আন্ত-রতিঃ তং মধুং
(বসন্তকালং) নয়সি । প্রবলস্ত তে বিজয়-করিণাম্
আলানং গঠৈঃ বরদা-রোধোরুদ্ধৈঃ সহ, হে বরদ ! তব
রিপুঃ অবনতঃ জাতঃ ॥ ১৩ ॥

হে সুরোপম রাজন্ ! তব বিষোঃ চ—উভয়োঃ চরিতং
সুরিভিঃ বীরশ্রীত্যা বিরচিত-পদং সং হিতম্ ওস্তি । কীদৃশস্ত
তব কীদৃশং চরিতম্ ? ইতি আহ,—দণ্ডানীকৈঃ প্রসহ
বিদর্ভ-পতেঃ শ্রিয়ং হৃতবতঃ তব যং চরিতং ত্রথ-কৈশিকান্
মধ্যেকৃত্য (আক্রম্য) স্থিতং, তথা পরিঘণ্ডরুভিঃ দোভিঃ
প্রসহ রুক্মিণীং হৃতবতঃ বিষোঃ যং চরিতং হিতম্ ॥ ১৪ ॥

প্রাক্তানুবাদ ।—এষ জয়শক্চরিত-প্রস্থানো
ভর্তা ইত এব আগচ্ছতি । অহমপি তাবদস্ত মুখাদপসত্য
শুভাস্তুরিতা ভবামি ॥ ১৫ ॥

বক্তার্থ ।—(নেপথ্য হইতে বৈতালিকগণের সঙ্গীত ।)

প্রথম বৈতালিক ।—কি প্রভাব ! আমাদের মহারাজ স্বীয়

দণ্ডশক্তির বলেই যেন রিপুকুলের শিরোদেশ চাপিয়া
বসিয়া আছেন । দেব ! আপনি, কোকিল-কল-মুখের
বিদিশাতীরের উপবন-সমূহে, স্বপ্রিয়া রত্নের সহিত
বর্তমান মুক্তিমান অনঙ্গদেবের শ্রায়, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা
অভিলাষ পূরণপূর্বক স্নুথের বসন্তকাল যাপন করিতে-
ছেন । হে বরদ ! শক্ররাজ্যে প্রবাহিত বরদানদীর
ভীরুহিত বনস্পতিগণ আপনার ভয়শীল মাতঙ্গদিগের
বন্ধন-শৃঙ্খলপে ব্যবহৃত হওয়ায় যেমন মাতঙ্গের বিক্রমে

হেলিয়া পড়িয়াছে, তেমনই সেই প্রদেশের শক্রগণও
অবনত হইয়াছে । আপনার কি প্রবল শক্তি ! ॥ ১২-১৩ ॥

২য় বৈতালিক ।—দেব-তুল্য রাজন্ ! মনীষা-সম্পন্ন
পণ্ডিতগণ, আপনার এবং বিষ্ণুর বীরত্বে শ্রীত হইয়া
মনে করেন—আপনাদের উভয়ের শৌর্য-মণ্ডিত
চরিত সমান । আপনার উভয়েই তুল্যক্রিয় । তাই
ঐহারা সমভাবে আপনাদের উভয়ের আত্মায়িকা কীর্জন
করিয়া থাকেন । বিদর্ভদেশ আক্রমণপূর্বক আপনার
চরিত বিরাজমান, কেন না, আপনি প্রবল-দণ্ড-দান-ক্ষম
স্বীয় সেনাবলে বলপূর্বক বিদর্ভ-পতির রাজ-লক্ষ্মীকে হরণ
করিয়াছেন, আর বিষ্ণুও ঐহার পরিঘবৎ আজুলুখি-
বাহুর দ্বারা বলপূর্বক লক্ষ্মীসদৃশা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া-
ছিলেন । সুতরাং আপনার উভয়েই তুল্য-পরাক্রম ॥ ১৪

প্রতীহারী !—জয়জয় শব্দের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, মহারা-
জ্ঞাসন হইতে উঠিয়া এই দিকে আসিতেছেন । আমি
ইহার দৃষ্টিপথ এড়াইয়া এই থামটার আড়ালে দাঁড়াই ॥ ১৫

(বিদূষকের সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা ।—প্রথর আতপতাপে গুতপ্ত কমল যেমন অকস্ম-
বর্ষণ-ধারায় অভিযুক্ত হইলে, তাপ-শান্তির জন্ত প্র-
হইলেও তাহার বমনীয় সৌরকররাশির ক্ষণিক অন্তর্ধা-
নান হইয়া পড়ে, তদ্রূপ, আমার সৈন্ত-সামন্ত কণ্ড-
গর্জিত বিদর্ভ-পতির শির অবনমিত হইয়াছে—সংবা-
যেমন আমার হৃদয় আনন্দিত হইতেছে, প্রিয়তমা মা-
বিকার সমাগম ক্রমেই ছলভ হইয়া পড়িতেছে—
চিন্তায় আমার হৃদয় ততোধিক দুঃখিত হইতেছে ॥ ১৬

- বিদু।— জহ অহং পেক্ষামি, একন্তুসুহিদো ভবং ভবিস্‌সদি। ॥ ১৭ ॥
- রাজা।— কথমিব ? ॥ ১৮ ॥
- বিদু।— অজ্ঞ কিল দেবীএ ধারিণীএ পণ্ডিতকৌশিখা ভগিদা। ভাবদি। তুমং জদি সচ্চং
পসাহণগবং বহেসি দংসেসি দাব মালবিখাএ সরীরে বিবাহণেবথং তি। তয়া
সবিসেসকোহলং অলংকিদা মালবিখা। তত্তভোদৌ কদাপি পুরএ ভবদো মণোরহং ॥ ১৯ ॥
- রাজা।— সখে ! মদপেক্ষামনুবৃত্তা অনয়া ধারিণ্যা পূর্বাচরিতৈঃ সম্ভাব্যত এবৈতৎ। ॥ ১৯-ক ॥
- প্রতী।— (উপগম্য) জেহু জেহু দেবো। দেবী বিল্‌বেদৌ। তবণী আসোঅস্‌স কুসুমোদ্-
গমসিরি অজ্ঞউত্তেণ সহ পচ্চক্বীকাহুং ইচ্ছামি তি। ॥ ২০ ॥
- রাজা।— ননু তত্রৈব দেবী ? ॥ ২১ ॥
- প্রতী।— অধইং। জহারহ-সংমাণসুহিঅং অন্তেউরং বিসজ্জিম মালবিখাপুরোএণ অন্তণো
পরিঅণেণ সমং দেবং পড়িবালেদি। ॥ ২২ ॥
- রাজা।— (সহর্ষং বিদূষকং বিলোকা) জয়সেনে ! গচ্ছাগ্রতঃ। ॥ ২৩ ॥
- প্রতী।— এহু এহু দেবো। (ইতি পরিক্রামতি।) ॥ ২৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যথা অহং পশ্যামি—একান্ত-
সুখিতো ভবান্ ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

অত্র কিল দেব্যা পণ্ডিত-কৌশিকী ভগিতা—
“ভগবতি ! যৎ ত্বং প্রসাধন-গর্ভং বহসি, তৎ দর্শয়
মালবিকায়ঃ শরীরে বিবাহনেপথ্যম্—ইতি। তয়াপি
সবিশেষকোত্‌হলমলঙ্কৃতা মালবিকা। তত্রতবতী কদাচিৎ
পুরয়েৎ ভবতো মনোরথম্ ! ॥ ১৯ ॥

জয়তু জয়তু দেবঃ। দেবী বিজ্ঞাপয়তি, তপনীয়াশোকস্ত
কুসুমোদগমপ্রিয়ম্ আৰ্য্যপুত্রং সহ প্রত্যক্ষীকন্তুমিচ্ছামি
ইতি ॥ ২০ ॥

অথ কিম্ ! যথাইসন্মান-সুখিতম্ অন্তঃপুরং বিমুজ্য মাল-
বিকা-পুরোগেণ আশ্রয়ঃ পরিজনেন সমং দেবং প্রতি-
পালয়তি ॥ ২২ ॥

ইত ইতো দেব ! ॥ ২৪ ॥

বজ্রার্থ।—বিদু।—আমি যতট' দেখতে পাচ্ছি, তা'তে
তোমার বরাতে অনন্ত সুখ আছে বলিয়া মনে
হচ্ছে ॥ ১৭ ॥

রাজা।—কি করিয়া ? ॥ ১৮ ॥

বিদু।—আজ দেবী পণ্ডিতকৌশিকীকে বলেন,—“ভগবতি !
আপনি বলিয়া থাকেন যে, আপনি খুব ভাল

সাজাইতে গুজাইতে পারেন, তা' আজ যত পারেন,
মালবিকাকে মনের মতন করিয়া বিবাহের সাজে সাজাইয়া
দিন ত !”—ভগবতীও মালবিকাকে সুন্দর করিয়া
সাজাইয়া দিয়াছেন। কি জানি, দেবী ধারিণী বুঝি
তোমার বাঞ্ছাই পূরণ করিয়া বসেন ! ॥ ১৯ ॥

রাজা।—সখে ! আমার পরিতোষবিধানের নিমিত্ত ধারিণীর
পূর্ক পূর্ক আচরণগুলি ভাবিয়া দেখিলে ইহা সম্ভবও
হইতে পারে ॥ ১৯-ক ॥

প্রতীহারী।—মহারাজের জয় হউক। দেবী বলিলেন যে,
রক্তাশোকতরুতে ফুল ফুটিয়াছে, তিনি আপনাকে লইয়া
একসঙ্গে সেই ফুলের শোভা দেখিতে বাসনা
করেন ॥ ২০ ॥

রাজা।—দেবী কি সেখানেই আছেন ? ॥ ২১ ॥

প্রতী।—হাঁ। অন্তঃপুরের অগ্রাঙ্গ সকলকে যথাযোগ্য সন্মান-
পারিতোষিকাদির দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া মালবিকার
সহিত, নিজের আর কতিপয় পরিজনকে লইয়া দেবী
তথায় গিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥ ২২ ॥

রাজা।—(সানন্দে বিদূষকের দিকে চাহিয়া)—জয়সেনে !
আগে আগে চল ॥ ২৩ ॥

প্রতীহারী।—আশ্রয় মহারাজ ! (চলিতে লাগিল) ॥ ২৪ ॥

বিদু।— (বিলোকা) ভো বসন্ত ! কিংপি পরিবৃত্তজোবধো বিঅ বসন্তো পমদবণে লক্ষ্মীঅদি ॥ ২৫ ॥
রাজা।— যদাহ ভবান্—অগ্রে বিকীর্ণকুরুবকফলজালকভিগমানসহকারম্ ।

পরিণামাভিমুখমুতোরুৎসুকয়তি যৌবনং চেতঃ ॥ ২৬ ॥

বিদু।— ভো অহং সো দিল্লণেবথো বিঅ কুসুমঅএহিং তবগীআসোঅো, আলোঅহু ভবং ॥ ২৭ ॥
রাজা।— স্থানে ঋনু প্রসবমস্থরোহভ্রাদয়ঃ । যদিদানীমনন্তসাধারণীং শোভাং পুষ্যতি । পশু—

সর্বশোকলতানাং প্রথমং সূচিতবসন্তবিভবানাম্ ।

নিবৃত্তদোহদেহস্বিন্ সংক্রান্তানীব মুকুলানি ॥ ২৮ ॥

বিদু।— জুজ্জদি । দেবী অথ মানইদব্বা । ॥ ২৯ ॥

রাজা।— বয়স্ত ! কা প্রতিপত্তিরত্ৰ । ॥ ৩০ ॥

বিদু।— বসন্তো হোহি । অস্মান্ উবগদেশু বি ধারিণী পাসপরিবত্তিঅং মালবিঅং অণুমল্লোদি ॥ ৩১ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্) পশু পশু সখে !—মানিয়মভ্যুত্তিষ্ঠতি দেবী বিনয়াদনুথিতা প্রিয়য়া ।

বিস্তৃতহস্তকমলয়া নরেন্দ্রলক্ষ্যা বসুমতীব ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।—প্রিয়য়া (মালবিকয়া) বিনয়াং অনুথিতা (পশ্যাৎ উথিতা, অত্র অহু-যোগে তিষ্ঠতে: সর্ষকভম্) ইয়ং দেবী ধারিণী মাম্ অভ্যুত্তিষ্ঠতি, কা ইব ?—বিস্তৃতহস্তকমলয়া নরেন্দ্রলক্ষ্যা অনুথিতা বসুমতী যথা মাং অভ্যুত্তিষ্ঠতি ॥ ৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভো বয়স্ত ! কিমপি পরি-

বৃত্ত-যৌবন ইব বসন্তঃ প্রমদবনে লক্ষ্যতে ॥ ২৫ ॥

অহো ! অহং সঃ দত্ত-নেপথ্যঃ ইব কুসুমস্তবকৈঃ

তপনীয়াশোকঃ । আলোকয়তু ভবান্ ॥ ২৭ ॥

যুজ্যতে । দেবী অত্র মানয়িতব্য্যা ॥ ২৯ ॥

বিস্ময়ো ভব । অস্মান্ উপগতেষু অপি ধারিণী পার্শ্বপরি-
বর্তিনীং মালবিকাম্ অহুমত্তে ॥ ৩১ ॥

বক্তার্থ।—বিদু!—(চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে) সখে !

আজ প্রমদবনে ঋতুরাজ বসন্ত যেন নবীনযৌবনে
সাজিয়া দেখা দিয়াছে ॥ ২৫ ॥

রাজা।—ঠিক বলিয়াছ—ভাই ! আজ উপবনের সর্বত্র
ঋতুরাজ বসন্তের পরিণতপ্রায় যৌবন আমার চিত্তকে
যেন কেমন আকুল করিয়া তুলিতেছে । দেখ সখে ! ঐ
তোমার পুরোভাগে সহকারতরু ভেদ করিয়া কুরুবক-
ফল-রাশি কেমন চারিদিকে দোহুল্যমান হইয়া বসন্তের
শোভাবর্দ্ধন করিতেছে ! ॥ ২৬ ॥

বিদুষক।—(এগিয়ে) বাঃ ! শুচ্ছ শুচ্ছ কুসুমে যেন রাজ্যশোক-
তরুকে সাজাইয়া রাখিয়াছে । একবার দেখ সখে ! ॥ ২৭ ॥

রাজা।—যথাসময়ে ফল না ফোটা এই অশোকের পক্ষে
ভালই হইয়াছিল, কেন না, এখন কি অপূর্ব ও অন্তঃ-
সাধারণ শোভাই ধারণ করিয়াছে ! (দোহদ না হইলে
এতটা শোভা কি হইত ?) আমার মনে হয়, অজ্ঞাত সমস্ত
অশোক-লতিকায় বসন্তের বিভব সূচিত হওয়ার পর,—
ইহার দোহদ করা হইয়াছে এবং সকলের সমস্ত মুকুল
একমাত্র এই তরুতেই আগিয়া সংক্রান্ত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

বিদু।—ঠিক । কিন্তু যা' বল ভাই, এই অকালে কুসুমোদ্-
গমের নিমিত্ত দেবীকেই প্রশংসা করিতে হয় । অর্থাৎ
তিনি মালবিকাকে দোহদে নিবৃত্ত না করিলে কি
এমনটা হইত ? ॥ ২৯ ॥

রাজা।—বয়স্ত ! এখন কি কন্তব্য ? ব্যাপারটা ত কিছু
স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৩০ ॥

বিদু।—সখে ! চঞ্চল হইও না । চিন্তা কি ? আমরা উপদি-
ষ্টাধিকারে ধারিণী মালবিকাকে তাঁহার পাশে আসি-
য়া অহুমতি দিয়াছেন, আমাদের সমক্ষে তাহাকে আ-
নো কোনো আপত্তি দেখিতেছি না ॥ ৩১ ॥

রাজা।—বয়স্ত ! দেখ দেখ, আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শ-
ন নিমিত্ত দেবী ধারিণী যেমন অভ্যুত্থান করিতেছেন, তদ-
বিনয় সহকারে আমার প্রিয়া মালবিকাও করবেন
বিস্ময়পূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন । যেন রাজ-
কর্তৃক সাদরে অহুমতা বসুন্ধরা আমাকে অভিনন্দন
করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ধারিণী, মালবিকা, পরিব্রাজিকা, বিভবতশ্চ পরিবারঃ)

মাল ।— (আশ্রয়গতম্) জ্ঞানামি নিমিত্তং কোহুআলংকারস্ । তহবি মে হিঅঅং বিসিণী-

পত্তগলং বিঅ সলিলং বেবদি । দক্ষিণেদরং গঅণং অ বহুসো ফুরই ।

॥ ৩৩ ॥

বিদু ।— ভো বঅস্ ! বিবাহণেবথেন সবিসেসং ক্থু সোহদি অত্তভোদৌ মালবিআ ।

॥ ৩৪ ॥

রাজা ।— পশ্চাম্যোনাম্ । যা এযা—

অনতিলম্বিত্বকুলনিবাসিনী লঘুভিরাভরণৈঃ প্রতিভাতি মে ।

উডুগণৈরুদয়োন্মুখচন্দ্রিকা হতহিমৈরিব চৈত্রবিভাবরৌ ॥

॥ ৩৫ ॥

ধারি ।— (উপেত্য) জেহু জেহু অজ্জউত্তো ।

॥ ৩৬ ॥

বিদু ।— বড্‌চ্‌হু ভোদৌ ।

॥ ৩৭ ॥

পরি ।— বিজয়তাং দেবঃ ।

॥ ৩৮ ॥

রাজা ।— ভগবতি ! অভিধাদয়ে ।

॥ ৩৯ ॥

পরি ।— অভিপ্রেতসিদ্ধিরস্তু ।

॥ ৪০ ॥

দেবী ।— (সন্মিতম্) অজ্জউত্ত ! এস দে অম্‌হেহিং তরুণীজনসহাঅস্‌স অসোঅো সংকেদ-

গেহকো সংকল্পিদো ।

॥ ৪১ ॥

বিদু ।— ভো আরাহিওসি ।

॥ ৪২ ॥

প্রাকৃতাবুবাদ ৪—জানামি নিমিত্তং কোতুকা-

লঙ্কারস্ত, তথাপি বিসিনীপত্র-গতম্ ইব সলিলং মে হৃদয়ং
দেপতে । দক্ষিণেতরং নয়নং চ দৃশঃ স্মরতি ॥ ৩৩ ॥

ভো বয়স্য ! বিবাহ-নেপথ্যেন সবিশেষং খলু শোভতে
অত্রভবতী মালবিকা ॥ ৩৪ ॥

জয়তু জয়তু আৰ্য্যপুত্রঃ ॥ ৩৬ ॥

বন্ধতাং ভবতী ॥ ৩৭ ॥

আৰ্য্যপুত্র ! এষঃ তে অস্মাভিঃ তরুণী-জন-সহায়স্য
অশোকঃ সঙ্কেতগৃহং সঙ্কল্পিতম্ ॥ ৪১ ॥

ভোঃ, আরাধিতঃ অসি ॥ ৪২ ॥

বজ্রার্থ ।—(ধারিণী, মালবিকা, পরিব্রাজিকা ও
যথাযোগ্য পরিজনবর্গের প্রবেশ)

মালবিকা ।—(আশ্রয়গত) আমার এই রহস্য-পূর্ণ বেশভূষার
কারণ কতকটা আমি বুঝিতে পারিলেও কমল-পত্র-
গত জলবিন্দুর মত আমার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া
উঠিতেছে । আবার বামনয়নও পুনঃ পুনঃ স্মরিত
হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

বিদু ।—বয়স্য ! বিবাহের রাজ-সজ্জায় মালবিকার সৌন্দর্য্য
যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

রাজা ।—দেখ,ছি—সখে ! দেখ,ছি ।—আজ এই মালবিকা
নাতিবিন্দিত ক্ষৌমবসন পরিধান এবং নাতিবিস্তর
আভরণ ধারণ করিয়া, আমার নয়নে, বিমল জ্যোৎস্নার
আবির্ভাব হয় হয়—এমন সময়ে, তুহিন-বিহীন নক্ষত্র-
রাজির দ্বারা শোভমানা মধুযামিনীর তায় প্রতিভাত
হইতেছে ॥ ৩৫ ॥

ধারিণী ।—(নিকটে আগিয়া) আৰ্য্যপুত্রের জয়
হউক ॥ ৩৬ ॥

বিদু ।—দেবীর শ্রীবুদ্ধি হউক ॥ ৩৭ ॥

পরিব্রাজিকা ।—মহারাজ বিজয়লাভ করুন ॥ ৩৮ ॥

রাজা ।—ভগবতি ! অভিবাदन করি ॥ ৩৯ ॥

পরি ।—অভিলাষ পূর্ণ হউক ॥ ৪০ ॥

দেবী ।—(সন্মিত-বদনে)—আৰ্য্যপুত্র ! আজ আমরা এই
অশোক-বৃক্ষকে, তরুণী-সহচর আপনার সঙ্কেতগৃহরূপে
নির্দ্ধারিত করিয়াছি ॥ ৪১ ॥

বিদু ।—সখে ! আজ তুমি আরাধিত হইতেছ ! ॥ ৪২ ॥

রাজা। (সত্রীড়মশোকমভিতঃ পরিক্রামন্ বিদূষকং প্রতি) বয়স্য !

নাং দেব্যা ভাজনং ন নেয়ঃ সংকারাগামীদৃশানামশোকঃ ।

যঃ সাবজ্ঞো মাধবশ্রীনিয়োগে পুষ্পৈঃ শংসত্যাদরং তৎপ্রযত্নে ॥

॥ ৪৩ ॥

বিদু।— ভো বীসন্ধো ভবিঅ জোবগবদিং পেক্থ ।

॥ ৪৪ ॥

ধারি।— ক.ম্?

॥ ৪৫ ॥

বিদু।— তবগীআসোঅস্ কুসুমসোহং ।

(সর্বো উপবিশন্তি)

॥ ৪৬ ॥

রাজা।— (মালবিকাং বিলোকাঅগতম্) কষ্টঃ খলু সন্নিধিবিয়োগঃ ।

অহং রথাজ্ঞনামেব প্রিয়া সহচরীব মে । অননুজ্ঞাতসম্পর্কো ধারিণী রজনীব নো ॥ ৪৭ ॥

(প্রবিণ্ড কঙ্ককৌ)

কঙ্ক।— জয়তি জয়তি দেবঃ । অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি, বিদূর্ভরাজোপায়নে ধ্ব শিল্পি-

দারিকে মার্গপরিশ্রমাদলঘুশরীরে ইতি কৃতা পূর্বং ন প্রবেশিতে । সম্প্রতি দেবো-

পস্থানযোগ্যো । তদাজ্ঞাং দেবো দাতুমহতি

॥ ৪৮ ॥

অন্য।—সখে ! অয়ং অশোকঃ দেব্যা (কর্ত্র্যা)

ঈদৃশানাং সংকারাণাং ভাজনং ন নেয়ঃ—ইতি ন । যঃ

অশোকঃ মাধবশ্রীনিয়োগে সাবজ্ঞঃ সন্ পুষ্পৈঃ তৎপ্রযত্নে

আদরং শংসতি ॥ ৪৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভোঃ ! বিসমঃ ভূত্বা যৌবন-

বতীং প্রেক্ষ ॥ ৪৪ ॥

তপনীয়াশোকস্ত কুসুমশোভাম্ ॥ ৪৬ ॥

[সকলের উপবেশন।

বজ্রার্থ।—রাজা।—(সলজ্জভাবে অশোকের দিকে

গমন করিতে করিতে বিদূষককে লক্ষ্য করিয়া) সখে !

দেবী ধারিণী কর্তৃক এই অশোক দোহদ-সংকারের যে

যোগ্য ছিল না, তাহা নহে; অর্থাৎ তিনিই ইহার

দোহদ অয়ং সম্পাদন করিতেন এবং ফুলও ফুটিত; কিন্তু

তাই, বসন্ত-কালোচিত কুসুম-লক্ষীর প্রকাশ না করিয়া

এই অশোক এখন রাশি রাশি কুসুমোদগমের দ্বারা

তোমারই চেষ্টা ও যত্নের প্রতি সমাদর খ্যাপন করি-

তেছে। অর্থাৎ, দেবী ধারিণীই ইহার দোহদ করিতেন

এবং ফুল ফুটিলেও এইরূপ উৎসব-আমোদ করিতেন,

কিন্তু তোমারই দয়া—তাহা হইতে পারে নাই। তুমিই

তাহার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলে। যথাসময়ে কুসুম প্রকাশ

না করিয়া অশোক এখন যে এত কুসুমধারণ করিয়াছে,

এ শুভ, তোমারই কৃপায়, ইহার অঙ্গে মালবিকার

শদম্পর্শ ঘটিয়াছিল, তাই সেই সৌভাগ্যের প্রতিদান

স্বরূপ, বা কৃতজ্ঞতা-প্রকাশরূপে কুসুমরাশির দ্বারা

তোমার কৃত চেষ্টার প্রতি সমাদর প্রকাশ করিতেছে।

তাই ! এ যতকিছু, ইহার মূল একমাত্র তুমিই ॥ ৪৩ ॥

বিদু।—সখে ! এখন একটু স্থির হইয়া ঐ যুবতীকে দেখ ॥ ৪৪ ॥

ধারিণী।—কা'কে দেখবেন ? ॥ ৪৫ ॥

বিদু।—ঐ রক্তাশোকের কুসুমশোভা ॥ ৪৬ ॥

রাজা।—(মালবিকাকে দেখিয়া আনন্দিত) সন্নিধিসংকটে বিরহ

বড়ই কষ্টের কারণ।—আজ আমি যেন চক্রবাক আর

প্রিয়তমা মালবিকা যেন আমার সহচরী; আর

দেবী ধারিণী যেন আমাদের উভয়ের মধ্যে রজনী-সদৃশ,

আমাদের দুই জনের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, কি বন্ধন, তা'কে

বিন্দুবিসর্গও তিনি অবগত নন। রজনীযোগে চক্রবাক-

চক্রবাকী যেমন নিকটস্থ থাকিয়াও মিলিতে-মিশিতে

পায় না, ধারিণীর সমক্ষে আমাদেরও সেই দশা ॥ ৪৭ ॥

(কঙ্ককৌর প্রবেশ।)

কঙ্ককৌ।—মহারাজের জয় হউক। অমাত্য বল্লভ—“বিদুঃ

রাজ যে দুইটি শিল্পদারিকা উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন-

দীর্ঘ পথশ্রমে শরীর ক্ষুধ না থাকায়, পূর্বে তাহাদিগকে

মহারাজের নিকটে আসিতে দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে

তাহারা আপনার পরিচর্যা যোগ্য হইয়াছে। সুতরাং

কি অনুমতি মহারাজের ?” ॥ ৪৮ ॥

- রাজা ।— প্রবেশয় তে । ॥ ৪৯ ॥
- কণ্ঠ ।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ । (ইতি নিজস্বা ভাষ্যং সহ প্রবেশ) ইত ইতো ভবত্যৌ । ॥ ৫০ ॥
- প্রথমা ।— (জনাস্তিকম্) হলা মদণিএ ! অপূৰ্বং বিঅ ইমং রাঅউলং পবিসন্তৌএ
পসীদদি মে হিঅঅং । ॥ ৫১ ॥
- দ্বিতী ।— জোসিণিএ । মহ বি এবং । অথি কথু লোঅপ্পবাদো “আগামি সুংং ছুংং বা
হিঅঅসমবথা কথ্বেদি” ত্তি ॥ ৫২ ॥
- প্রথ ।— সচ্চো দাণিং হোতু । ॥ ৫৩ ॥
- কণ্ঠ ।— এষ দেব্যা সহ দেবস্তিষ্ঠতি । উপসর্পতাং ভবত্যৌ । ॥ ৫৪ ॥
- উভে ।— (উপসর্পতঃ, মালবিকাং পরিব্রাজিকাং চ দৃষ্ট্য়া পরস্পরমবলোকয়তঃ, প্রণিপত্য)
জেহু জেহু ভট্টা, জেহু ভট্টিণী । ॥ ৫৫ ॥
- রাজা ।— নিষীদতম্ । ॥ ৫৬ ॥
- উভে ।— (রাজাজ্ঞয়া উপবিষ্টে) ॥ ৫৭ ॥
- রাজা ।— কস্তাং কলায়ামভিবিদ্যতে ভবত্যৌ) ॥ ৫৮ ॥
- উভে ।— ভট্টা ! সঙ্গীদএ অন্তস্তরঙ্গ) ॥ ৫৯ ॥
- রাজা ।— দেবি ! গৃহতামনয়োবজ্ঞতরা) ॥ ৬০ ॥
- ধারি ।— মালবিএ ! কদর' তে সংগীদ-সহআরিণী রুচদি ? ॥ ৬১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।— হলা মদনিকে ! অপূৰ্বম্ ইব

ইদং রাজকুলং প্রবেশন্ত্যাঃ প্রসীদতি মে হৃদয়ম্ ॥ ৫১ ॥

জ্যোৎস্নিকে । যমাপি এবম্ । অস্তি খলু লোক-
প্রদাঃ—“আগামি সুংং দুঃংং বা হৃদয়-সমবস্থা কথয়তি”—
ইতি ॥ ৫২ ॥

সত্যমিদানীং ভবতু ॥ ৫৩ ॥

জয়তু জয়তু ভট্টা । জয়তু ভট্টিনী ॥ ৫৫ ॥

ভট্টঃ ! সঙ্গীতে অভ্যস্তরে স্বঃ ॥ ৫৯ ॥

মালবিকে ! কতরা তে সঙ্গীতসহচারিণী রোচতে ? ॥ ৬১ ॥

বজ্ঞতরা ।—রাজা ।—তাহাদিগকে লইয়া আইস ॥ ৪৯ ॥

কণ্ঠ ।—যে আজ্ঞা । (গমন ও তাহাদের সহিত পুনঃপ্রবেশ)

এই দিকে, এই দিকে বালিকাৱয় ! ৫০ ॥

মা বালিকা ।—(জনাস্তিকে) ওলো মদনিকে ! এই অপূৰ্ব

রাজ-কুলে প্রবেশ করিতে করিতে আমার অন্তঃকরণে

যেন এক অতি চমৎকার আনন্দ জন্মিতেছে ॥ ৫১ ॥

মা বালিকা ।—জ্যোৎস্নিকে ! আমারও ঠিক তাই । লোকে

বলে—হৃদয়েব অবস্থা ভবিষ্যতেব সুখ-দুঃখের কথা পূৰ্ব
হইতেই বলিয়া দেয় ॥ ৫২ ॥

প্রথমা ।—আজ তাতা সত্য হউক ॥ ৫৩ ॥

কণ্ঠ ।—এই যে দেবীর সঙ্গিত দেব উপবিষ্ট । তোমরা
উভয়ে নিকটে যাও ॥ ৫৪ ॥

উভে ।—(উভয়ের কাছে গিয়া মালবিকা ও পরিব্রাজিকাকে
দেখিয়া,—দুই জনেই মুগ্ধ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল,
ও প্রণাম করিয়া কহিল,—

মহারাজের ও মহাবাণীদ ভয় হউক ॥ ৫৫ ॥

রাজা ।—ব'সো দু'জনে ॥ ৫৬ ॥

(রাজার অনুমতিক্রমে উভয়েব উপবেশন) ॥ ৫৭ ॥

রাজা ।—কোন কলা-বিদ্যায় তোমরা পারদর্শিনী ? ॥ ৫৮ ॥

উভয়ে ।—দেব ! আমরা সঙ্গীত জানি ॥ ৫৯ ॥

রাজা ।—দেবি ! এদেব একটিকে তুমি গ্রহণ কর ॥ ৬০ ॥

ধারিণী ।—মালবিকে ! ইহাদের কোনটিকে তোমার সঙ্গীত-
সহচারিণী করিতে অভিলাষ হয় ? ॥ ৬১ ॥

উভে ।— (মালবিকায় দৃষ্ট ।) অশ্বো ভট্টিদারিআ ! জেহু জেহু ভট্টিদারিআ (ইতি প্রণিপত্য
তয়া সহ বাস্পং বিম্বজ্জতঃ)

॥ ৬২ ॥

(সর্ব্বং বিলোকয়ন্তি ।)

রাজা ।— কে ভবতো ? কা বেয়ম্ ?

॥ ৬৩ ॥

(সর্ব্বং সবিস্ময়ম্ অবলোকয়ন্তি)

প্রথ ।— অক্ষাণং ভট্টিদারিআ ।

॥ ৬৪ ॥

রাজা ।— কথমিব ?

॥ ৬৫ ॥

উভে ।— সুণাহু ভট্টা । জো মো ভট্টিণা বিজ্জাদগেহিং বিদব্ভণাহং বসীকরিঅ বন্ধণাদো
মোইদো কুমারো মাহবসেণো ণাম । তস্ ইং কণীঅসী বহিণিআ মালবিআ ণম

॥ ৬৬ ॥

ধারি ।— কহং রাজাদারিআ ইঅম্ ? চন্দণং কথু মএ পাছুওবওএন দুসিদং ।

॥ ৬৭ ॥

রাজা ।— অথাত্তভবতী কথমিথংভূতা ?

॥ ৬৮ ॥

মাল ।— (নিশ্চিন্তাভ্রুগতম্) বিহিণিওএণ ।

॥ ৬৯ ॥

দ্বিতী ।— সুণাহু ভট্টা । দাআদবসংগদে ভট্টিদারএ মাহবসেণে তস্ অমচেণ অজ্জসুমদিণা
অক্ষারিসং পরিঅণং উজ্জ্বিঅ গুচ্চং আণীদা এসা ।

॥ ৭০ ॥

রাজা ।— ক্রতপূর্ব্বং ময়ৈতং । ততস্ততঃ ?

॥ ৭১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।— অশ্বো—ভট্টদারিকা ? জয়তু

প্রথমা ।—আমাদের রাজ-কুমা ৬৪

জয়তু ভট্টদারিকা ॥ ৬২ ॥

রাজা ।—কি রকম ? ॥ ৬৫ ॥

অশ্বকং ভট্টদারিকা ॥ ৬৪ ॥

উভয়ে ।—শুন রাজন! আপনি যে সেই বিজয়ী সৈন্য-

শৃণোতু ভট্টা । যোহসৌ তত্রা বিজয়দৈওঃ বিদর্ভনাথং
বশীকৃত্য বন্ধনাং নোচিতঃ কুমারঃ মাধবসেনঃ নাম, তন্ত
ইং কণীয়সী ভগিনী মালবিকা নাম ॥ ৬৬ ॥

সামন্ত দ্বারা বিদর্ভনাথকে পরাজিত করিয়া কুমার মাধব-
সেনকে কারাগার হইতে খোচন করিয়াছিলেন, ইনি
সেই রাজকুমার মাধবসেনের কনিষ্ঠ সহোদর, নাম
ইহার মালবিকা ॥ ৬৬

কথং রাজ-দারিকা ইয়ম্ ? চন্দণং খলু ময়া পাছুকোপ-
যোগেন দুষিতম্ ? ॥ ৬৭

ধারিণী ।—তবে মালবিকা কি রাজার কণা ? আহ! আনি

বিধি-নিয়োগেন ॥ ৬৯ ॥

চন্দনকে পাছুকালেপনে—দুষিত করিয়াছি । ॥ ৬৭ ॥

শৃণোতু ভট্টা, দায়াদবশংগতে ভট্টদারিকে মাধবসেনে
তন্ত অনাত্যেন আৰ্য্য-সুখাতিনা অশ্বাদৃশং পরিজনম্ উজ্জ-
বিস্বা গৃচ্চম্ আনীতা এসা ॥ ৭০ ॥

রাজা ।—আহ, ইনি এক্ষণ অবস্থায় পড়িলেন কি
করিয়া ? ॥ ৬৮ ॥

মালবিকা ।—(দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত আশ্রুগত) বিধি-
বিড়ম্বনায় ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ ।—উভয়ে ।—(মালবিকাকে দেখিয়া) এ
কি ! ভট্টদারিকা ? আপনার জয় হউক ভট্টদারিকা !
(মালবিকাকে প্রণাম ও তাহার সহিত একসঙ্গে
অশ্রুবিসর্জন । অত্যাচ্ছ সকলে সবিস্ময়ে দেখিতে
লাগিলেন ।) ॥ ৬২ ॥

দ্বিতীয়া ।—শুন দেব, রাজ-পুত্র মাধবসেন প্রবল জ্ঞাতি
শত্রুর করগত হইলে মাধবের অমাত্য আৰ্য্য সুখা-
আমাদের সকল পরিজনকে ত্যাগ করিয়া গোপনে
এই রাজ-নন্দিনীকে লইয়া আসিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

রাজা ।—কে তোমরা দুজন ? এই-ই বা কে ? ॥ ৬৩ ॥

রাজা ।—এই পর্য্যন্ত আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি । তার পর,
তার পর ? ॥ ৭১ ॥

দ্বিতী।—	ভট্টা ! অদো অবরং ৭ আশামি ।	॥ ৭২ ॥
পরি।—	ততঃ পরমহং মন্দভাগিনী কথয়িষ্যামি ।	॥ ৭৩ ॥
উভে।—	ভট্টিদারিএ ! অজ্জ কোসিসিএ বিঅ সরসংজোও ?	॥ ৭৪ ॥
মাল।—	অহ ইম্ ।	॥ ৭৫ ॥
উভে।—	জ্জদিবেসধারিণী অজ্জকোসিসি দুক্ষেণ বিভাবীঅদি । ভঅবদি ! নমো দে ।	॥ ৭৬ ॥
পরি।—	স্বস্তি ভবতীভ্যাম্ ।	॥ ৭৭ ॥
রাজা।—	কথমাপ্তবর্গেহয়ং ভগবত্যাঃ ?	॥ ৭৮ ॥
পরি।—	এবমেতং ।	॥ ৭৯ ॥
বিদু।—	তেন কহেহু দাণিং ভঅবদী অন্তভোদীবুত্তন্তং দাব অসেসং ।	॥ ৮০ ॥
পরি।—	(সবিল্লবম্) জ্জয়তাম্ । মাধবসেনসচিবং মমাগ্রজং স্মৃতিমবগচ্ছ ।	॥ ৮১ ॥
রাজা।—	উপলক্ষিতম্ । ততস্ততঃ ?	॥ ৮২ ॥
পরি।—	স ইমাং তথাগতভ্রাতৃকাং ময়া সাক্ষিমপবাহু ভবংসম্বন্ধাপেক্ষয়া পথিকসার্থং বিদিশাগামিনমমুপ্রবিষ্টঃ ।	॥ ৮৩ ॥
রাজা।—	ততস্ততঃ ?	॥ ৮৪ ॥
পরি।—	স চ অটবাস্তুরে নিবিষ্টা গতধ্বা বণিগ্গণ ইতি বিশ্রামিতুমারকঃ ।	॥ ৮৫ ॥

প্রাক্তানুবাদ।—ভর্ত্তঃ ! অতঃ অপরং ন

দুঃখের অবস্থাতেই পড়িয়াছেন ! ভগবতি ! আপনাকে
প্রণাম ॥ ৭৬ ॥

জানামি ॥ ৭২ ॥

ভর্ত্তদারিকে ! আর্ধ্য-কৌশিক্যঃ ইব স্বয়-

পরি।—তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হউক ॥ ৭৭ ॥

সংযোগঃ ? ॥ ৭৩ ॥

রাজা।—ইহারা কি ভগবতীর আত্মীয়স্বজন ? ॥ ৭৮ ॥

অথ কিম্ ? ॥ ৭৫ ॥

পরি।—হা মহারাজ ॥ ৭৯ ॥

যতিবেশ-ধারিণী আর্ধ্যকৌশিকী দুঃখেন বিভাব্যতে ।

বিদু।—তা' হ'লে ভগবতী রাজ-কুমারী মালবিকার বৃত্তান্তটা
সবিস্তরভাবে খুলিয়া বলুন ত ॥ ৮০ ॥

ভগবতি ! নমঃ তে ॥ ৭৬ ॥

পরিব্রাজিকা।—(দুঃখাৰ্ত্ত কণ্ঠে) মাধবসেনের সচিব স্মৃতি

তেন কথয়তু—ইদানীং ভগবতী অত্রভবতী-বৃত্তান্তং তাবৎ

আমার অগ্রজ ছিলেন ॥ ৮১ ॥

শ্রবণম্ ॥ ৮০ ॥

রাজা।—তাহা জানিতে পারিয়াছি । তার পর ? ॥ ৮২ ॥

জার্থ।—দ্বিতীয়া।—ভর্ত্তঃ ! এব পর আর জানি
না ॥ ৭২ ॥

পরি।—আমার সেই অগ্রজ স্মৃতি, মালবিকার ভ্রাতা শত্রু-
কবলিত হওয়ার পর, আপনার সহিত প্রাতিশ্রুত রাজপুত্রী-
পরিণয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া, বিদিশামুখগামী বণিক্-
দিগের সঙ্গে মিশিয়া এই দিকেই আসিতেছিলেন ॥ ৮৩ ॥

এ।—ইহার পরের ঘটনা আমি হতভাগিনী বলি-
তেছি ॥ ৭৩ ॥

রাজা।—তার পর, তার পর ? ॥ ৮৪ ॥

জয়ে।—রাজপুত্রি ! আর্ধ্য-কৌশিকীর কণ্ঠস্বর
না ? ॥ ৭৪ ॥

পরি।—তার পর গহন কাননের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি
পাথ-শ্রান্ত বণিকদিগের সহিত বিশ্রাম করিতে সবে
প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে ॥ ৮৫ ॥

এ।—তিনিই ॥ ৭৫ ॥

জয়ে। আহা ! যতিবেশধারিণী আর্ধ্য-কৌশিকী কি

রাজা।— ততস্ততঃ ?

॥ ৮৬ ॥

পরি।— ততঃ। কিং চাশ্রয়ং।

তুণীরপট্টপরিণকভুজাস্তুরাল-মাপাঞ্চিলমিশিখিবর্জকলাপধারি।

কোদণ্ডপাণি নিনদংপ্রতিরোধকানা-মাপাততুশ্রসহমাবিরভূদনীকম্

॥ ৮৭ ॥

(মালবিকা ভয়ং রূপয়তি)

বিদু।— ভোদি। মা ভাআহি। অদিকন্তং কথু অস্তভোদৌ কহেদি।

॥ ৮৮ ॥

রাজা।— ততস্ততঃ ?

॥ ৮৯ ॥

পরি।— ততো মুহূর্তাং পরাশ্রুখীভূতাঃ সার্থবাহযোদ্ধারস্তকরৈঃ।

॥ ৯০ ॥

রাজা।— হস্ত ! অতঃ কষ্টতরমিদানোং শ্রোতব্যম্।

॥ ৯১ ॥

পরি।— ততঃ স মংসোদর্য্যঃ—ইমাং পরীপ্শুর্জ্জাতেঃ পরাভিভবকাতরাম্।

ভর্তৃপ্রিয়ঃ প্রিয়ৈর্ভর্তু রান্ধ্যাম্ভির্গতঃ ॥

॥ ৯২ ॥

প্রথ।— হা হদো স্মদৌ।

॥ ৯৩ ॥

দ্বিতী।— অদো কথু ভট্টিনারিআএ ইঅং সমবখা সংবৃত্তা।

॥ ৯৪ ॥

(পরিব্রাজিকা বাষ্পং বিসৃজতি)

রাজা।— ভগবতি। তমুতাজামীদৃশী লোকযাত্রা। ন শোচ্যস্তব্রভবান্ সফলীকৃতভর্তৃপিণ্ডঃ। ততস্ততঃ ? ॥ ৯৫

প্রাক্তানুবাদ।—ভবতি! মা বিভেহি। অতি-

(মালবিকা অশ্রুবিসর্জন করিল।)

জ্ঞাস্তং খলু তত্রভবতী কথয়তি ॥ ৮৮ ॥

হা! হতঃ স্মৃতিঃ ॥ ৯৩ ॥

অতঃ খলু ভর্তৃনারিকার্য্যঃ ইঅং সমবখা সংবৃত্তা! ॥ ৯৪ ॥

বজ্রার্থ।—রাজা!—তার পর, তার পর? ॥ ৮৬ ॥

পরি।—কি আর বলিব?—এমন সময়ে একশ্রেণী এক দল

তরুণ শত্রুসৈন্য তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের ভূজ-

ঘরের মধ্যে বিশাল তুণীং, তরুণো স্মৃতিক বাণ, সেই

বাণের পুঙ্খরূপী ময়ূর পুচ্ছ তাহাদের পাদমূল পর্য্যন্ত

লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের হস্তেই

বিশাল বিশাল ধনুঃ; জীষণ গর্জন করিতে করিতে

তাহারা যখন আসিয়া পড়িল, তখন প্রতিরোধ করা ত

পরের কথা, সেদিকে চাহিলেও চক্ষুঃ বলসিয়া যায় ॥ ৮৭ ॥

(মালবিকার ভয় হইল।)

বিদু।—তদ্রে! ভয় পেরো না। ভগবতী অতীত ঘটনা বর্ণন করিতেছেন ॥ ৮৮ ॥

রাজা।—তার পর তার পর? ॥ ৮৯ ॥

পরি।—তার পর মুহূর্তমধ্যেই সেই বণিগণের রক্ষায় নিযুক্ত

বোদ্ধগণ ঐ দস্যুদলকর্তৃক পরাভূত হইল ॥ ৯০ ॥

রাজা।—উঃ! এর চেয়েও কষ্টতর বৃত্তান্ত শুনতে হবে? ॥ ৯১ ॥

পরি।—তার পর আমার সহোদর ময়ী স্মৃতি,—শত্রুকৃত

তাদৃশ অভিব্যে নিতান্ত কাতরা এই মালবিকাকে

রক্ষা করিতে গিয়া, যেমন তিনি স্বর্গীয় মহারাজের

(মালবিকার পিতা) অতিশয় প্রিয় ছিলেন, তেমন

নিজের প্রিয় প্রাণ বিসর্জনপূর্ব্বক প্রভুর (ঐ) রক্ষা

শোধ করিলেন! ॥ ৯২ ॥

প্রথমা।—হায়—স্মৃতি নাই! ॥ ৯৩ ॥

দ্বিতীয়া।—এই জন্তই ভর্তৃনারিকার এই দশা ঘটয়াছে! ॥ ৯৪ ॥

(পরিব্রাজিকার অশ্রুবিসর্জন।)

রাজা।—নশ্বর-দেহধারীদিগের সংসার-যাত্রা এইরূপ

আপনার ভ্রাতা তাঁহার প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা

ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। (প্রভুর ঋণশোধ করি

ছেন। কেন না, প্রাণ দিয়া মালবিকাকে রক্ষা করি

যত্ন করিয়াছেন।) তার পর, তার পর? ॥ ৯৫ ॥

- পরি।— ততোহহং মোহমুপাগতা যাবৎ সংজ্ঞাং প্রতিলভে, তাবদিয়ং চূর্ণভদর্শনা সংবৃত্তা ॥ ৯৬ ॥
- রাজা।— মহৎ খলু কৃচ্ছ্রমবুভূতং তত্রভবত্যা । ॥ ৯৭ ॥
- পরি।— ততো ভ্রাতৃঃ শবীরমগ্নিসাং কৃত্বা পুনর্নবীকৃতদ্বঃখয়া স্বদীয়ং দেশমবতীৰ্য্য কাষায়ে গৃহীতে ॥ ৯৮ ॥
- রাজা।— যুক্তঃ সজ্জনশ্চৈষ পত্নাঃ । ॥ ৯৯ ॥
- পরি।— সেয়মাটবিকেন্ভ্যো বীরসেনং বীরসেনাদেবীং গত্যা । দেবীগৃহে লব্ধপ্রবেশয়া ময়া চানন্তরং দৃষ্টেত্যেবমবসানং কথায়াঃ । ॥ ১০০ ॥
- মাল।— (আশ্রুগতম্) কিং গু কৃথু ভট্টা সাম্পদং ভগাদি । ॥ ১০১ ॥
- রাজা।— অহো ! পরিভবোপহারিণো বিনিপাতাঃ । কুতঃ
- শ্রেষ্ঠাভাবেন নামেয়ং দেবীশব্দক্ষমা সতী ।
- স্নানীয়বস্ত্রক্রিয়য়া পত্রোর্ণং বোপযুক্তাতে ॥ ॥ ১০২ ॥
- ধারি।— ভাবদি । তুএ অহিজগবদিং মালবিষ্মং অণাচ্ছতীএ অসংপদং কিদম্ । ॥ ১০৩ ॥
- পরি।— শাস্তং পাপম্ । কারণেন খলু ময়া নৈঘৃণ্যমবলম্বিতম্ । ॥ ১০৪ ॥
- ধারি।— কিং বিঅ তং কারণম্ ? ॥ ১০৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।— কিং হু খলু সাম্প্রতং ভর্তা

ভগবত ॥ ১০১ ॥

ভগবতি ! ত্বয়া অভিজ্ঞবতীং মালবিকাম্ অনাচক্ষাণয়া

অসাম্প্রতং কৃতম্ ॥ ১০৩ ॥

কিমিব তৎ কারণম্ ॥ ১০৫ ॥

বঙ্গার্থ।— পরি।—তার পর আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। জ্ঞান হওয়ার পর দেখি, আমার এই মালবিকা নাই ॥ ৯৬ ॥

রাজা।—আহা ! কি ভয়ঙ্কর দুঃখই রাজনন্দিনীকে ভোগ করিতে হইয়াছে ॥ ৯৭ ॥

পরি।—তার পর ভ্রাতৃঃ দেহের অগ্নিসংকার করিলাম, এখন আমার সকল দুঃখ যেন আবার নূতন হইয়া উঠিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আপনার রাজ্যে আসিয়া এই কাষায় বস্ত্রযুগল গ্রহণ-পূর্বক “ভিক্ষুণী” হইলাম ॥ ৯৮ ॥

রাজা।—সজ্জনের এই পথই প্রকৃষ্ট ॥ ৯৯ ॥

পরি।—এই সেই বিদগ্ধ-রাজপুত্রী মালবিকা বহুদম্যগণের হস্তে হইতে বীরসেনের হস্তে এবং তথা হইতে ক্রমে আসিয়া আমার দেবী ধারিণীর হস্তে উপস্থিত হইয়াছে। দেবীর

সংসারে আসিয়া পরে আমি ইহাকে দেখিলাম, এই ইহার প্রাপ্তিবৃত্তান্ত ॥ ১০০ ॥

মালবিকা।—(আশ্রুগত) জানি না,—ভর্তা এখন কি বলেন ? ॥ ১০১ ॥

রাজা।—আহা ! রাজপুত্রী মালবিকার বিপদগুলি উত্তরোত্তর ক্রমেই তীব্রতর, তীব্রতম লাঞ্ছনা দিয়া ইহাকে কি বিভ্রান্তই না করিয়াছে ? কেন না,—রাজ-সিংহাসনে অভিষেক-যোগ্য “দেবী” শব্দের যিনি উপযুক্ত, তাঁহাকে পরিচায়িকাক্রমে আমরা ব্যবহার করিয়াছি। হায় ! পবিত্র ধোত-কোশেয় বসনের দ্বারা স্নানীয় বস্ত্রের কাজ করা হইয়াছে ! স্নানান্তে যে বসন ধারণ-পূর্বক পবিত্র হইতে হয়, সেই বসন পরিয়া তৈলাক্ত দেহে স্নান করিয়াছি ! ॥ ১০২ ॥

ধারিণী।—ভগবতি ! মালবিকা যে সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, রাজার নন্দিনী, এ কথাটা প্রকাশ না করিয়া আপনি ঘোর অজ্ঞায় করিয়াছেন ॥ ১০৩ ॥

পরি।—না, না, অজ্ঞায় করি নাই। বিশেষ কারণে আমি তাদৃশ উদাসীন্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। মালবিকার পরিচয় দান করি নাই ॥ ১০৪ ॥

ধারিণী।—কি সে কারণটা ? ॥ ১০৫ ॥

পরি।— ইয়ং পিতরি জীবতি কেনাপি দেবযাত্রাগতেন সিদ্ধাদেশকেন সাধুনা মৎসমক্ষং ব্যাদিষ্ট।
“বৎসরমাত্রমিয়ং প্রেষ্যভাবমনুভূয় ততঃ সদৃশভক্ত্যুগামিনী ভবিষ্যতি।” তদেবং ভাবিন-
মাদেশমস্তাস্তংপাদশুশ্রবয়া পরিণমন্তমবেক্ষ্য কালপ্রতীক্ষ্যাময়া সাধুকৃতমিতি পশ্যামি ॥ ১০৬ ॥

রাজা।— যুক্তা প্রতীক্ষা। ॥ ১০৭ ॥

কঞ্চুকী।— দেব! কথাস্তুরেণাস্তুরিতম্। অমাত্যো বিজ্ঞাপয়তি—বিদর্ভগতমনুষ্টয়মশুষ্টিতমভূৎ।
দেবস্ত্য তাবদভিপ্রায়ং শ্রে তুমিচ্ছামতি। ॥ ১০৮ ॥

রাজা।— মোদগল্য! তত্রভবতে, ত্র্যত্রৈর্যজ্ঞসেনমাধবসেনয়োদ্বৈরাজ্যমিদানীমবস্থাপয়িতুকামোহস্মি

তো পৃথগ্বরদকুলে শিষ্টামুত্তরদক্ষিণে।

নক্তন্দিবং বিভজ্যোভৌ শীতোষ্ণকিরণাবিব ॥ ১০৯ ॥

কঞ্চুকী।— দেব! এবমমাত্যপরিষদে বিজ্ঞাপয়ামি। ॥ ১১০ ॥

রাজা।— (অঙ্গুল্যানুমন্ততে।) ॥ ১১১ ॥

[নিষ্ক্রান্তঃ কঞ্চুকী।

প্রথ।— (জনাস্তিকম্) ভট্টিদারিএ! দিট্টিআ ভট্টিদারও অন্ধরজ্জে পতিট্ঠং গমিস্সদি ॥ ১১২ ॥

মাল।— এদং দাব বহ্মণিদবং জং জীবিদসংসআদো মুত্তো। ॥ ১১৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভট্টদারিকে! দিষ্টা—ভট্ট-

দারকঃ অন্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠং গমিষ্যতি ॥ ১১২ ॥

এবং তাবৎ বহ্মন্তব্যং, যৎ জীবিত-সংশয়াৎ
মুক্তঃ ॥ ১১৩ ॥

বজ্রার্থ।—পরি।—মালবিকার পিতার জীবদশায় কোন
এক তীর্থ-পরিক্রমা-রত ভবিষ্যৎ-বস্তুর সাধু আমার
সমক্ষে মালবিকাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—“এক
বৎসর কাল ভ্রূতভাবে থাকিবার পর এই মূলকণা
বালিকা ইহার অনুরূপ পতি প্রাপ্ত হইবে।” আপনার
মত নৃপতির পদ-সেবা দ্বারা ইহার সেই ভবিষ্যৎবাণী
ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইতেছে দেখিয়া, আমি কালের
প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সুতরাং আমি ভালই করিয়াছি
বলিয়া আমার বিশ্বাস ॥ ১০৬ ॥

রাজা।—প্রতীক্ষা করা ঠিকই হইয়াছে ॥ ১০৭ ॥

কঞ্চুকী।—দেব। বাধ্য হইয়া মাঝখানে বাধা দিয়া আমার
অন্ত কথা পাড়িতে হইতেছে। অমাত্য বলেন—
“বিদর্ভ-রাজ্যে যাহা যাহা কর্তব্য ছিল, সে সমস্তই
করা হইয়াছে। এখন মহারাজের সে সম্বন্ধে

আর কি অভিপ্রায় আছে,—জানিতে ইচ্ছা
করি।” ॥ ১০৮ ॥

রাজা।—মোদগল্য! যজ্ঞসেন এবং মাধবসেন-নামক সেই
সম্মান-ভাজন ভ্রাতৃদ্বয়লকে আমি দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে
সংস্থাপন করিতে বাসনা করিতেছি,—চন্দ্র এবং কন্যা
যেমন রাত্রি এবং দিন সমভাবে বিভক্ত করিয়া কিয়ৎ
দানে আলোকিত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ, উঁহারা দুই
ভ্রাতা যজ্ঞসেন ও মাধবসেন—বরদা নদীর উত্তর ও
দক্ষিণ কুল যথাক্রমে বিভাগপূর্ব্বক প্রতিপালন করি-
তাকুম ॥ ১০৯ ॥

কঞ্চুকী।—যাই—যন্ত্রিসভায় এই আদেশ বিবৃত
গিয়া ॥ ১১০ ॥

(রাজা অঙ্গুলী-কম্পনে সম্মতি জানাইলেন) ॥ ১১১ ॥

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

প্রথমা।—ভট্টদারিকে! আমাদের ভট্টদারক অন্ধর
প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ১১২ ॥

মাল।—জীবন-সংশয় হইতে যে পরিত্রাণ পাইয়াছেন,
যথেষ্ট ভাগ্যের কথা; রাজ্য ত পরে ॥ ১১৩ ॥

(পুনঃ প্রবেশ কঞ্চুকী ।

কঞ্চুকী।— বিজয়তাং দেবঃ । অমাত্যো দেবশ্চ বিজ্ঞাপয়তি—কল্যাণী দেবশ্চ বুদ্ধিঃ । মন্ত্রিপরি-
ষদোহপ্যেতদেব দর্শনম্ ।

দ্বিধা বিভক্তাং শ্রিয়মুদ্বহন্তৌ ধুরং রথাস্থাবিব সংগ্রহীতুঃ ।

তৌ স্থাস্ত্যতস্তে নৃপতেনিদেশে পরম্পরাবগ্রহনিব্বিকারৌ ॥

॥ ১১৪ ॥

রাজা।— তেন হি মন্ত্রিপরিষদং ক্রহি—সেনাশ্রেণী বীরসেনায় লিখাতামেবংক্রিয়তামিতি ।

॥ ১১৫ ॥

কঞ্চুকী।— যদ'জ্ঞ'পয়তি দেবঃ ! (ইতি নিষ্ক্রম্য সপ্রাভূতকং লেখং গৃহীত্বা পুনঃ প্রবেশ)

অমুষ্টিতা প্রভোরাজ্ঞা । অয়ং দেবশ্চ সেনাপতেঃ পুষ্পমিত্রশ্চ সকাশাৎ

সৌম্যরীয়প্রাভূতকং লেখং প্রাপ্তঃ । প্রত্যক্ষীকরোহেনং দেবঃ ।

॥ ১১৬ ॥

রাজা।— (উখ্যয় প্রাভূতকং সোপচারং গৃহীত্বা লেখং পরিজনায়ার্পয়তি, পরিজনো লেখং
নাটোনোদঘাটয়তি) ।

॥ ১১৭ ॥

ধারি।— অস্ম্যহে, তদে'মুং এক গৌ হিঅঅম্ । সুণিসুং দাব গুরুঅণকুসলাণস্তুরং বসুমিত্তসু
বুত্তন্তম্ । অতিঘোরে ক্থু পুত্তও সোণাপদিণা গিউত্তো ।

॥ ১১৮ ॥

প্রাক্তানুবাদ।— অহো ! ততোমুখম্ এব নঃ কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা রাজন্ ।

হৃদয়ম্ । শ্রোয়ামি তাবৎ গুরুজনশ্চ কুশলানস্তবং
বসুমিত্রশ্চ বৃত্তান্তম্ । অতিঘোরে বনু পুত্রকঃ সেনাপতিনা
নিযুক্তঃ ॥ ১১৮ ॥

(প্রস্থান এবং উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা আবৃত

পত্র হস্তে পুনঃ প্রবেশ ।)

বজ্রার্থ।—(পুনরায় কঞ্চুকীর প্রবেশ ।)

। মহারাজের জয় হোক ! মহারাজ ! অমাত্য
আপনার আদেশ শুনিয়া কহিলেন,—“মহারাজের
এ অতি সুবুদ্ধির কথা । মন্ত্রি-সভারও এইমত ; কেন
না,—রথবাহী অশ্বযুগল যেমন, সারথির বশবস্তী থাকিয়া
পরস্পর অদ্রোহভাবে ও তুল্য-রূপে রথভার বহন করে,
তদ্রূপ উঁহারা দুই ভ্রাতাও, আপনার কর্তৃক সমান
দুই ভাগে বিভক্তা রাজ্যলক্ষ্মীকে বরণ করুন এবং
রাগদ্বেষাদি পরিহারপূর্বক নীককার হৃদয়ে আপনার
আদেশ-পরতন্ত্র হইয়া থাকুন ॥ ১১৪ ॥

রাজা।—তা হ'লে তুমি মন্ত্রি-পরিষদকে বল গিয়া যে, এই
ভাবে কাজ করিবার জন্ত বিদর্ভস্থিত আমার সেনাপতি
বীরসেনকে লিখিয়া দেওয়া হউক ॥ ১১৫ ॥

প্রভুর আদেশানুযায়ী কাজ করা হইয়াছে । এ দিকে
আবার আপনার সেনাপতি—পুষ্পমিত্রের নিকট হইতে
উত্তরীয়াবৃত এই পত্র আসিয়াছে ! মহারাজ ইহা
অবলোকন করুন ॥ ১১৬ ॥

(রাজা গাত্রোথান-পূর্বক সম্মানে উত্তরীয় গ্রহণ ও
পরিজনদিগের হস্তে পত্র অর্পণ করিলেন । পরিজনেরাও
পত্র খুলিতে লাগিল) ॥ ১১৭ ॥

ধারিণী।—(আত্মগত) অহো ! আমার হৃদয় যেন ছুটিয়া
ঐ পত্রের মধ্যে যাইতে চাহিতেছে । গুরুজনের (স্বশুর
পুষ্পমিত্রের) কুশল-বাস্তা শ্রবণান্তর কতক্ষণে পুত্র
বসুমিত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিব ? সেনাপতি
অতি দ্রুত কার্যে আমার পুত্রকে নিযুক্ত
করিয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

রাজা।— (উপবিশ্য বাচয়তি) স্বস্তি, যজ্ঞশরণং সেনাপতি-পুষ্পমিত্রো বৈদিশস্থং
পুত্রম'য়ুস্মন্তমগ্নিমিত্রং স্নেহাৎ পরিষজ্যাহুদর্শয়তি । বিদিতমস্তু,—যোহসৌ রাজযজ্ঞ-
দীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রং তপরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য বৎসরায় নিবর্তনীয়ো
নিরর্গলস্তুরঙ্গমো বিসজ্জিতঃ, স সিন্ধোদীক্ষিণে রোধসি চরমস্থানীকেন যবনেন
প্রাথিতঃ । ততঃ উভয়োঃ সেনয়োর্মহানাসীং সংমর্দঃ । ॥ ১১৯ ॥

(ধারিণী বিষাদং নাটয়তি)

রাজা। কথমীদৃশং সংবৃত্তম্ ? (পুনর্বাচয়তি) । ॥ ১১৯ ক ॥

ততঃ পরান্ পরাজিত্য বসুমিত্রেণ ধ্বিনা ।

প্রসহ হ্রিমাণো মে বাজিরাজো নিবর্তিতঃ ॥ ১২০ ॥

ধারি।— ইমিণা আস্‌সসিদং মে হিঅঅম্ । ॥ ১২১ ॥

রাজা।— (লেখশেষং বাচয়তি) সোহতমিদানৌমংগুমতেব সগরঃ পৌত্রেণ প্রত্যাহতাত্থো যক্ষ্যে ।
তদিদানৌমকালহীনাং বিগতরোষচেতসা ভবতা বধুজনেন সহ যজ্ঞসেবনাগন্তব্যমিতি ॥ ১২২ ॥

রাজা।— অমুগৃহীতোহস্মি । ॥ ১২৩ ॥

পরি।— দিষ্ট্যা পুত্রবিজয়েন দম্পতী বর্ধ্বিতৈ ।

ভত্রীসি বীরপত্নীনাং শ্লাঘ্যানাং স্থাপিতা ধুরি ।

বীরসুরিতি শব্দোহয়ং তনয়াত্বামুপস্থিতঃ ॥ ১২৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অনেন আশ্বতং যে

হনয়ন্ ॥ ১২১ ॥

বক্তার্থ।—রাজা।—(বসিয়া পাঠ) “মঙ্গল হউক, যজ্ঞ-
শালা হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র, বৈদিশস্থ, দীর্ঘায়ুঃ
পুত্র অগ্নিমিত্রকে স্নেহাৎ-হৃদয়ে আলিঙ্গন করত
বিজ্ঞাপন করিতেছেন, মহারাজ অগ্নিমিত্র অবগত হউন যে,
আমি শত রাজ-পুত্রে পরিবৃত করিয়া, কুমার বসুমিত্রকে
অম্বরক্ষার ভারাপণপূর্বক, বৎসরমধ্যে ফিরবার আদেশ
দিয়া, যজ্ঞীয় তুরঙ্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সেই তুরঙ্গ
ক্রমে গিয়া সিদ্ধ নদের দক্ষিণ তীরে চরিতে আরম্ভ করে
ও বহু অস্বারূঢ় যবন-সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। শেষে
তাহাদের সহিত কুমার বসুমিত্রের সেনার ভীষণ যুদ্ধ
বোধে” ॥ ১১৯ ॥ (ধারিণীর মুখ শুকাইয়া গেল ।)

রাজা।—তাই ত ? এতদূর গড়াইয়াছে ? ॥ ১১৯ ক ॥

(আবার পড়িতে লাগিলেন ।)

রাজা।—“তার পর, অমোঘ ধর্ম্মের বসুমিত্র কর্তৃক,

শত্রুদিগের পরাজয়বিধানপূর্বক, সেই অকস্মাৎ হৃত
যজ্ঞতুরঙ্গ-রাজ প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে” ॥ ১২০ ॥

ধারিণী।—বাচনুম্। এই সংবাদে আমার বুক জুড়াইয়া
গেল ॥ ১২১ ॥

রাজা।—(পত্রশেষ পাঠ) “যেমন যজ্ঞদীক্ষিত মহারাজ
সগরের যজ্ঞাশ্ব হৃত হইলে, তদীয় পৌত্র অংশুমান কর্তৃক
সেই অশ্ব প্রত্যানীত হয় এবং সগর যজ্ঞ-শেষ করেন,
আমিও তজ্রপ, আমার পৌত্রকর্তৃক প্রত্যাহৃত অশ্বের
দ্বারা যজ্ঞ সমাধা করিব। অতএব কালক্ষয় না করিয়া,
এবং ক্রোধ অভিমানাদি পরিত্যাগপূর্বক, বধূমাতাদিগকে
লইয়া তুমি যজ্ঞ-সেবনার্থ অবশ্য আগমন করিবে” ॥ ১২২ ॥

রাজা।—পরম অমুগৃহীত হইলাম ॥ ১২৩ ॥

পরি।—কি আনন্দ ! পুত্রের বিজয়বার্তায় রাজদম্পতির
জয় জয়কার। কেন না, রাজা ! তোমার শূরোত্তম
পতি কর্তৃক তুমি শ্লাঘ্যাম্পদ বীরপত্নীদিগের শীর্ষদেশে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, আজ আবার তোমার তনয়কর্তৃক
তুমি বীরপ্রসবিনী শব্দের লক্ষ্যীভূত হইলে ॥ ১২৪ ॥

- ধারি।— ভোদি ! পরিতুষ্টান্নি জং পিদরং অগুজাদো মে বচ্ছও । ॥ ১২৫ ॥
- রাজা।— মৌদগল্য ! নহু কলভেন যুথপতেরমুকুতম্ । ॥ ১২৬ ॥
- ।— নৈতাবতা বীরবিজ্জুন্তেন চিত্তস্ত নো বিস্ময়মাদধাতি ।
যন্তাপ্রধৃত্যঃ প্রভবন্তুমুচ্চৈ-রগ্নেরপাং দক্ষুরিবোরজ্ঞা ॥ ১২৬-ক ॥
- রাজা।— মৌদগল্য ! যজ্ঞসেনশালমুরীকৃত্য মুচ্যন্তাং সর্বো বন্ধনস্থাঃ । ॥ ১২৭ ॥
- ।— যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ । [ইতি নিষ্ক্রান্তঃ । ॥ ১২৮ ॥
- ধারি।— জয়সেনে ! গচ্ছ, ইরাবদিগ্নমুহাণম্ অন্তেউরাণং পুত্তমসুস বুত্তন্তং নিবেদেহি । ॥ ১২৯ ॥

(প্রতীহারী প্রস্থাতুমারকা)

- ধারি।— শূণু দাব । ॥ ১৩০ ॥
- প্রতী।— (প্রতিনিবৃত্ত্য) ইঅন্নি । ॥ ১৩১ ॥
- ধারি।— (জনাস্তিকম্) জং মএ অসোঅদোহলগিআএ মালবিআএ পড়িগাদং, তং, সে
অভিঅণং চ নিবেদিঅ মম বঅণেণ ইরাবদিং অগুণেহি । তুএ কুথু অহং সচ্চাদো
এ ভাসিদোকো ত্তি । ॥ ১৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ — ভগবতি ! পরিতুষ্টান্নি, যৎ

পিতরম্ অহুযাতঃ মে বৎসঃ ॥ ১২৫ ॥

জয়সেনে ! গচ্ছ, ইরাবতী-প্রমুখভ্যঃ অন্তঃপুরেভ্যঃ
পুত্রকস্ত বুত্তান্তং নিবেদয় ॥ ১২৯ ॥

শূণু তাবৎ ॥ ১৩০ ॥

ইয়মন্নি ॥ ১৩১ ॥

যৎ ময়া অশোক-দোহদ-নিয়োগে মালবিকায়ৈ
প্রতিজ্ঞাতং, তৎ, অস্তাঃ অভিজ্ঞানং চ নিবেদ্য মম বচনে
ইরাবতীম্ অহুনয় । স্বয়াং সত্যং ন প্রভংশয়িতব্যোতি ॥ ১৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—ধারিণী। ভগবতি ! আমার বেশী পরি-
তোষের কারণ—এই যে, আমার পুত্র, তাহার পিতার
পদাঙ্গুসরণ করিতে পারিয়াছে ॥ ১২৫ ॥

রাজা।—মৌদগল্য ! করিশাবক যুথপতি গজরাজের অনুকরণ
করিয়াছে ॥ ১২৬ ॥

।—সলিল-দহন-কারী বাড়বানলের অপরাজয়ে
উৎপত্তিস্থল যেমন মহর্ষি—ওঁর্ক, তজ্জপ শত্রুদল-বিদলন
যে বসুমিত্রের অপরাজয়ে উৎপত্তিস্থল—আপনি, সেই
হুমার বসুমিত্রের এই সকল শৌর্য-বিমণ্ডিত অবদানের
দ্বারা আমাদের হৃদয়ে তত বিস্ময় উৎপন্ন হইতেছে না ।

কেন না,—আপনার ছায়া বীরপিতার পুত্রের পক্ষে
সকলই সম্ভবপর ॥ ১২৬-ক ॥

রাজা।—মৌদগল্য ! যজ্ঞসেনের শালিক বারারজ্ঞ আছেন,
তাহার সহিত অন্যান্য সবল বারান্দাবেই আজ মোচন
করিয়া দেওয়া হউক ॥ ১২৭ ॥

বঙ্কুকী।—মহারাজের যেমন আদেশ ॥ ১২৮ ॥

[নিষ্ক্রান্ত ।

ধারিণী।—জয়সেনে । তুমি গিয়া ইরাবতী-প্রভৃতি অন্তঃপুর-
বাসিনীদিগকে আমার পুত্রের এই বিজয়-বার্তা বিজ্ঞাপিত
কর ॥ ১২৯ ॥

(প্রতীহারী প্রস্থানোত্তত ।)

ধারিণী।—শোন শোন ॥ ১৩০ ॥

প্রতীহারী।—(ফিরিয়া) এই যে আমি, কি বলুন ॥ ১৩১ ॥

ধারিণী।—(জনাস্তিকে) অশোকে দোহদ করিবার সময়,
(যদি ফল ফোটে, তবে মালবিকার অভিজ্ঞাষ পুরণ
করিব বলিয়া) মালবিকাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম,
—তাহা এবং মালবিকার সমুদ্রত পিতৃকুলের কথা বলিয়া
আমার নাম করিয়া তুমি ইরাবতীকে সাহুনে জানাইবে,
—“তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্টা করিও না, এইটো
আমার অঙ্গুরোধ” ॥ ১৩২ ॥

- প্রতী।— জং দেবী আলবেদি। (ইতি নিষ্কম্য পুনঃ প্রবিষ্ণ চ) ভট্টিনি! পুত্রবিজয়-
শিমিত্তেণ পরিতোসেণ অন্তেউরাণং আভরণাণাং মঞ্জুসাম্মি সংবৃত্তা। ॥ ১৩২-ক ॥
- ধারি।— কিং এদং অচ্চরিতম্। সাধারণো গং অবভূদতো। ॥ ১৩৩ ॥
- প্রতী।— (জনাস্তিকম্) ভট্টিনি! ইরাবদৌ বিগ্ধবেদি। সরিমৌ ক্থু পছবীএ তুমম্।
পছবস্তৌএ তব বঅণম্ সংকল্পিদে ন জুজ্জাদ অগ্গহা কাছুংত্তি। ॥ ১৩৪ ॥
- ধারি।— ভগবদি। তুত্র অণুমদং ইচ্ছামি অজ্জসুমদিণা পঢ়মং সংকল্পিদং অজ্জউত্তসুস
মালবিঅম্ পড়িবাদেতুম্। ॥ ১৩৫ ॥
- পরি।— ইদানীমপি ইমন্তাঃ প্রভবসি। ॥ ১৩৬ ॥
- ধারি।— (মালবিকং হস্তে গৃহীত্ব) ইমং অজ্জউত্তো পিঅণিবেদণং গুরুবং পারিতোসিঅং পড়ীচ্ছত্থ ॥ ১৩৭ ॥
- (রাজা ব্রীড়াং নাটয়তি)

- ধারি।— (সন্মিতম্) কিং অবধীরেদি অজ্জউত্তো ? ॥ ১৩৮ ॥
- বিদু।— ভোদি। অথি ক্থু লোঅপ্লবাদো গববরো লজ্জাছরো হোদিত্তি। ॥ ১৩৯ ॥
- (রাজা সরোষমিব বিদুষকমবেক্ষেতে)

প্রাকৃতাবুবাদ। ভট্টিনি! পুত্রবিজয়-নিমিত্তেন

পরিতোষণে অন্তঃপুরাণাম্ আভরণানাং মঞ্জুবা অস্মি
সংবৃত্তা ॥ ১৩২-ক ॥

কিমন্তেং আশ্চর্যম্? সাধারণঃ নহু অভূদয়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

ভট্টিনি! ইরাবতী বিজ্ঞাপয়তি—সদৃশং খলু পৃথিব্যাঃ
ত্বম্। প্রভবন্ত্যাঃ তব বচনং সঙ্কল্পিতে ন যুজ্যতে অন্তথা
বর্ত্তম্ ইতি ॥ ১৩৪ ॥

ভগবতি! ত্বয়া অনুমতা ইচ্ছামি আৰ্য্যসুমতিনা প্রথম-
সংকল্পতাং আৰ্য্যপুত্রস্ত মালবিকং প্রতিপাদয়িতুম্ ॥ ১৩৫ ॥

ইদম্ আৰ্য্যপুত্রঃ প্রিয়নিবেদনাম্বরূপং পারিতোষিকং—
প্রতীচ্ছত্থ ॥ ১৩৭ ॥

কিং আৰ্য্যপুত্রঃ অবধীরয়তি? ॥ ১৩৮ ॥

ভবতি! প্রতি খলু লোকপ্রবাদঃ,—নব্যবরঃ লজ্জাতুয়ঃ
ভবতি—ইতি ॥ ১৩৯ ॥

বক্তার্থ।—প্রতীহারী।—যে আস্তা। (প্রতীহারীর নিষ্ক-
মণ ও পুনঃ প্রবেশ)—ভট্টিনি! আপনার পুত্র-বিজয়-
সংবাদে অন্তঃপুরাণসিনীদের এতই আনন্দ জন্মিয়াছে
যে, তাঁহাদের পারিতোষিকের প্রাচুর্য্যে আমি যেন অল-
কারের একটি পেটিকা সাজিয়াছি ॥ ১৩২-ক ॥

ধারিণী।—এতে আর বিশ্বয়ের কি আছে? কুমারের

এই অভূদয় যে, আমার এবং তাদের—সকলের সমান
আনন্দের কারণ ॥ ১৩৩ ॥

প্রতীহারী।—(জনাস্তিকে) ভট্টিনি! ইরাবতী আপনার কথার
প্রত্যুত্তরে বলেন—“আপনি ধরিজীর ত্রায় সর্ব্বংসহ।
সকল বিষয়েই আপনার অতুল ক্ষমতা, সুতরাং যে সঙ্কল্প
একবার করিয়াছেন, তাহার অন্তথা করা আপনার
ত্রায় ঐশ্বর্য্য-শালিনীর কদাচ উচিত নহে” ॥ ১৩৪ ॥

ধারিণী।—ভগবতি! আপনি যদি অনুমত করেন, তবে
আপনার অগ্রজ আৰ্য্য সুমতি প্রথম যে সঙ্কল্প করিয়া-
ছিলেন, আজ আমি তাহা কার্য্যে পরিণত করি।
মালবিকাকে আৰ্য্যপুত্রের সহিত পরিণীতা করি ॥ ১৩৫ ॥

পরি।—পূর্ব্বের ত্রায় এখনও তুমিই ইহার কত্রী ॥ ১৩৬ ॥

ধারিণী।—(মালবিকার হস্ত ধরিয়া) আৰ্য্যপুত্র যেমন আ-
মার পুত্রের বিজয়বাস্ত্বরূপ প্রিয় নিবেদন করিয়াছেন,
তাহার উপযুক্ত এই পারিতোষিক গ্রহণ করুন ॥ ১৩৭ ॥

[রাজা লজ্জায় জড়গড় হইলেন]

ধারিণী।—(সহাস্তে) আৰ্য্যপুত্র কি আমার অনুবোধ উপেক্ষা
করিলেন? ॥ ১৩৮ ॥

বিদু।—রাজি! একটা প্রবাদ আছে যে, নবীন বর সর্ব্বত্র
একটু লাজুক হয়। জানেন ত? (রাজা কটমটু ক-
নটু ক’রে বিদুষকের দিকে চাইতে লাগিলেন।) ॥ ১৩৯ ॥

বিদু ।— অহ দেবীএ এক কিদগ্গণঅবিসেসং দিগ্গদেবীসংজ্ঞ মালবিঅং অন্তভবং পড়িগহিছুম্
ইচ্ছদি

॥ ১৪০ ॥

ধারি ।— এদাএ রাঅদারিআএ অহিজ্ঞেণ এক দিগ্গো দেবীসদে। কিং পুণকুন্তেণ

॥ ১৪১ ॥

পরি ।— মা মৈবম্ ।—

অপ্যাকর-সমুৎপন্নো রত্নজাতিপূরঙ্কতঃ ।

জাতরূপেণ কল্যাণি ! স হি সংযোগমর্হতি ॥

॥ ১৪২ ॥

ধারি ।— (স্মৃতা) মরিসেহু ভাবদৌ, অবভূদঅকহাএ উইদং ন লক্খিডম্ । জঅসেণে ! গচ্ছ
দাব কোসেঅং পত্তোগ্গং উবণেহি ।

॥ ১৪৩ ॥

প্রতী ।— জং আগ্গবেদি । (ইতি নিজ্জম্য পত্তোর্ণং গৃহীত্বা প্রবিণ্ড) দেবি ! এদম্

॥ ১৪৪ ॥

ধারি ।— (মালবিকামবগুষ্ঠনবতীং কুহা) অজ্জউত্ত ইমং পত্তিচ্ছীঅহু ।

॥ ১৪৫ ॥

রাজা ।— হচ্ছাসনং প্রত্যনুরক্তা বয়ম্ । (অপবার্য) হন্ত, প্রতিগৃহীত ।

॥ ১৪৬ ॥

বিদু ।— অস্মাহে দেবীএ অগুউলদা ধারিণীএ ।

(ইতি পরিজনমবলোকয়তি)

॥ ১৪৭ ॥

পরিজন ।— (মালবিকামুপেতা) জেহু জেহু ভট্টিণী ।

॥ ১৪৮ ॥

প্রাক্তানুবাদ ।—অথ দেব্যা এন কৃত-প্রণয়-
বিশেষাং দত্ত-দেবী-শকাং মালবিকাম্ অত্রোচবান্ প্রতিগ্রহীতুম্
ইচ্ছতি ॥ ১৪০ ॥

এতস্তাঃ রাজ-দাবিকার্যাঃ অভিজ্ঞেনেব এব দত্তঃ দেবী-
শকঃ ! কিং পুনরুজ্জেন ? ॥ ১৪১ ॥

নর্যতু ভগবতী, অভ্যুদয়-কথায়াম্ উচিতং ন লক্ষিতম্ ।
জয়সেনে ! গচ্ছ তাবৎ । কৌশেয় পত্তোর্ণম্ উপনয় ॥ ১৪৩ ॥

যৎ অজ্ঞাপয়তি । দেবি ! এতৎ ॥ ১৪৪ ॥

আম্যপুত্রঃ ইমাং প্রতীচ্ছতু ॥ ১৪৫ ॥

অহো ! দেব্যাঃ অনুকূলতা ধারিণ্যাঃ ॥ ১৪৭ ॥

জয়তু জয়তু ভট্টিনী ॥ ১৪৮ ॥

বজ্রার্থ ।—বিদুষক ।—দেবী কর্তৃক প্রণয়ের বিশিষ্ট
উপহারস্বরূপে প্রদত্তা এই মালবিকাকে দেবীই “দেবী”
শব্দে অলঙ্কৃত করিয়া অর্পণ করিলে, রাজাও দেবীর
দান বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছেন ॥ ১৪০ ॥

ধারিণী ।—এই রাজকুমারী যে বরেণ্য বংশে জন্মিয়াছেন, সেই
বংশই ই’হাকে “দেবী” (পাটবাণী) শব্দ অনেক পূর্বে দান
করিয়াছে । আমার আর দিতে হইবে কেন ? ॥ ১৪১ ॥

পরি ।—না না, এমন কথা বলিবেন না,—এই দেখুন—না—

রাজা ।—নানারত্নশ্রেষ্ঠ মণি আকর হইতে সমুৎপন্ন

হইলেও স্বর্ণের সহিত সংযোগ ব্যতিরেকে তাহার শোভা-
বৃদ্ধি হয় না । তেমনই নানাগুণশালিনী এই মালবিকা
বহুণ্য কুল-সমুত্তা হইলেও আপনার প্রদত্ত বস্ত্রই ই’হার
গৌরবেব কারণ, অত্যা নাহে ॥ ১৪২ ॥

দেবী ।—(স্মরণপূর্বক) ভগবতি ! ক্ষমা করিবেন । অভ্যুদয়ের
আনন্দে একটা প্রধান কর্তব্য বিস্মৃত হইয়াছি । জয়সেনে !
যাও, তাড়াতাড়ি কৌশেয়-বসন লইয়া এসো ॥ ১৪৩ ॥

প্রতী ।—যে আজ্ঞা । (নিজস্বা ও পত্তোর্ণ লইয়া পুনঃ
প্রবিষ্টা) দেবি ! এই এনেছি ॥ ১৪৪ ॥

ধারিণী ।—(মালবিকাকে অদগুষ্ঠনবতী করিয়া) আৰ্য্যপুত্র !
ই’হাকে গ্রহণ করুন ॥ ১৪৫ ॥

রাজা ।—চিরদিনই ত তোমার আদেশ সাহুরাগে পালন
করিয়া থাকি । (স্মৃত্যং আজ না শুনিব কেন ?)
(অপবার্য) যাক্, গ্রহণ করিলাম ॥ ১৪৬ ॥

বিদু ।—আহা ! আমাদের দেবী ধারিণীর কি অনুকূলতা !
রাজা আমাদের কত উদার ! (বলিয়া পরিজনবর্গের
দিকে চাহিতে লাগিল) ॥ ১৪৭ ॥

পরিজন ।—(মালবিকার নিকটে গিয়া) ভট্টিনি । আপনার
জয় হউক । (ধারিণী পরিত্রাঙ্কিকার মুখের দিকে
চাহিতে লাগিলেন) ॥ ১৪৮ ॥

(ধারিণী পরিজনমবেক্ষতে)

পরি।— দেবি ! নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি ;—

প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্তৃ বৎসলা নার্যাঃ ।

অশ্রুসরিতামপি জলং সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যদধিম্ ॥

॥ ১৪৯ ॥

(প্রবিশু নিপুণিকা)

নিপু।— জেহু জেহু ভট্টা । ইরাবতী বিগ্ধবেদি, জং উবআরাদিক্কেমণ তদা অহং ভট্টিণো
অবরদ্ধা । অণুপদং ভট্টিণো অণুরুবং এক মএ আঅরিঅং । সম্পদং পুন্নমণো-
রহেণ ভট্টিণা । অহং পসাদমেত্তেণ সংভাবইদকেত্তি ।

॥ ১৫০ ॥

ধারি।— নিউণিএ ! অবসুং সে সেবিঅং অজ্জউত্তো জাণিসুসদি ।

॥ ১৫১ ॥

নিপু।— অণুগহীদম্মি ।

[ইতি নিষ্কাশ্য ।

॥ ১৫২ ॥

পরি।— দেব ! সঙ্কেন সাম্প্রতং চরিতার্থং মাধবসেনং সভাজয়িতুং গচ্ছামঃ ।

॥ ১৫৩ ॥

ধারি।— ণ জুত্তং ভাবদি ! অক্ষাণং পরিচ্ছত্তং ।

॥ ১৫৪ ॥

রাজা।— ভগবতি ! মদীয়েষেব লেখেষু তত্রভবতস্ত্বামুদ্दिशु সভাজনানি জ্ঞাপয়িষ্যামঃ

॥ ১৫৫ ॥

প্রাক্তানুবাদ।—জয়তু জয়তু ভর্তা, ইরাবতী

বিজ্ঞাপয়তি,—যং উপচারাতিক্রমেণ তদা অহং ভক্তুঃ
অপরদ্ধা, অণুপদং ভর্তৃঃ অণুরূপম্ এব ময়া আচারিতম্ ।
সাম্প্রতং পূর্ণ-মনোরথেন ভর্তা । অহং প্রসাদমাত্রেণ
সম্ভাবয়িতব্য ইতি ॥ ১৫০ ॥

নিপুণিকে । অবশ্যম্ অস্তাঃ সেবিতং আৰ্যপুত্রঃ
জ্ঞাস্তসি ॥ ১৫১ ॥

অমুগৃহীতাস্মি ॥ ১৫২ ॥

ভগবতি ! ন যুক্তং অস্মান্ পরিত্যক্তুম্ ॥ ১৫৪ ॥

বক্তার্থ—পরি।—আজ আপনি যাহা করিলেন, এটা
আপনার মত নারীরহের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে । মাল-
বিকাকে ত আপনি ভালই বাসেন ; নিতাস্ত যো শত্রু,
তাদৃশী কামিনীর দ্বারাও পতিবৎসলা বর্গারা পতির
সেবা করিয়া থাকেন । সাগর-গামিনী শ্রোতস্বতী যখন
সাগরান্তিমুখে ধাবিত হয়, তখন অল্প কত নগণ্য নদীর
জলও লইয়া গিয়া সাগরে মিশাইয়া দেয় ॥ ১৪৯ ॥

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু।—মহারাজের জয় হউক । মহারাজ ! ইরাবতী

বিজ্ঞাপিত করিতেছেন—“সে দিন ভর্তাব প্রতি সম্মান-
প্রদর্শন করিতে পারি নাই বলিয়া উপচারের অতিক্রম
করিয়া বিষম অপরাধিনী হইয়াছিলাম । তার পর
ইহাতে ভর্তার মতামুসারেই এ পর্য্যন্ত চলিতেছি । আজ
ভর্তার মনোরথ পূর্ণ হইল । আমার উপর এখনও যদি
কোন রোষ থাকে, তাহা ত্যাগ করিয়া, অন্ততঃ একবার
মনে মনেও আমার প্রতি প্রশম হইলেই আমি কৃতার্থ
হইব ।” ॥ ১৫০ ॥

ধারিণী।—নিপুণিকে ! তোমার ভট্টিনীর প্রার্থনা আৰ্যপুত্র
অবশ্যই জানতে পারবেন ॥ ১৫১ ॥

নিপু।—অমুগৃহীত হইলাম । (নিষ্কাশ্য) ॥ ১৫২ ॥

পরি।—মহারাজ ! এই অভিনব সঙ্কলের দ্বারা মাধবসেন
কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন, আমি এ সময়ে তাঁহাকে একবার
অভিনন্দিত করিতে চাই ॥ ১৫৩ ॥

ধারিণী।—ভগবতি ! আমাদেরকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা
বেন না ॥ ১৫৪ ॥

রাজা।—ভগবতি । আমি তাঁহাদের নিকট যে পত্র লিখি
তেছি, তাহাতেই আপনার কৃত অভিনন্দনের বি-
জ্ঞাপন করিব ॥ ১৫৫ ॥

পরি	যুবয়োঃ স্নেহাৎ পরবানয়ং জনঃ ।	॥ ১৫৬ ॥
ধারি	অজ্জউত্ত ! কিং দে ভূআ বি পঅম্ উবহরিস্সম্ ।	॥ ১৫৭ ॥
রাজা	মম তাবদেতাবদেব প্রিয়ম্ ।— তং মে প্রসাদসুযুখী ভব দেবি ! নিত্যমেতাবদেব যুগয়ে প্রতিপক্ষহেতোঃ । আশাস্ত্রমীতিবিগমপ্রভৃতি প্রজানাং সম্পৎস্রতে ন খলু গোপুরি নাগ্নিমিত্রে ॥ ১৫৮ ॥ [ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সৰ্কে ।	

ইতি পঞ্চমোহঙ্কঃ ।

ইতি শ্রীমহাকবি-কালিদাস-প্রণীতং মালবিকাগ্নিমিত্রং নাম নাটকং সমাপ্তম্ ।

প্রাক্তানুবাদ ।—আর্যপুত্র ! কিং তে ভয়ঃ অপি প্রিয়ং উপহরিস্যামি ? ॥ ১৫৭ ॥ বজ্রার্থ ।—পরি ।—আপনাদের পতিপত্নীর স্নেহের আমি একান্ত অধীন ॥ ১৫৬ ॥ ধারিণী ।—আর্যপুত্র ! বলনু,—আর কি প্রিয় উপহার দিতে পারি ? ॥ ১৫৭ ॥ রাজা ।—রাজ্ঞি ! আমার প্রিয় ? তবে শোন, এ'র চেয়ে প্রিয় আমার আর কিছুই নাই ;—চিরদিন,—সর্বক্ষণ, তুমি আমার প্রসন্ন-বদনে থেকো,—তোমার কেহ যদি এই সংসারে প্রতিকূল থাকে, তবে তাহার জন্য এইটুকু- নাট্রই তোমার নিকটে আমার প্রার্থনা । আর তোমার এই অগ্নিমিত্রে যত কাল বসুন্ধরার রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে, তত দিন যেন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপালের উপদ্রব প্রভৃতি উৎপাতে তাহার প্রজাবুল ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত না হয়, এই আমার শেষ প্রার্থনা ॥ ১৫৮ ॥ [সকলে নিষ্ক্রান্ত ।

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক সমাপ্ত

বিবরণ ।—“বরদা”—বরদা-নামিকা অতি প্রাচীন নদী । ইহার বর্তমান বিকৃত নাম “ওয়ার্দা” (Wardha) । মধ্যভারতে (Central Provinces) প্রবাহিত । মধ্যভারতের বনপর্বে ৮৫ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা,—

“বরদা-সঙ্গমে স্নানো গো-সহস্র-ফলং লভেৎ ॥”

অঙ্ক—তাৎপর্য ও উপসংহার

এতক্ষণে মালবিকার্নিমিত্রের শেষ হইল। এই নাটক সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার পূর্বে পাটরাণী ধারিণী ও পরিব্রাজিকা পণ্ডিত কৌশিকীর বিষয়ে ছ' একটি কথা বলিতে হইবে।

ধারিণী।—কালিদাস, রঙ্গমঞ্চে ধারিণীকে নানারূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সে সমস্ত রূপই—ভারতেশ্বরীর অনুরূপ। তিনি যখন শুনিলেন যে, পুত্র বসুমিত্র যজ্ঞ-তুরঙ্গ-রক্ষায় নিযুক্ত, তখন শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের মাসিক আট শত সুবর্ণ মুদ্রা বৃত্তি নিষ্কারণ করিয়া দিলেন। কাছারও মুখাপেক্ষা নাই, নিজেই যেন তিনি রাজ্যের সর্বময়ী। আত্ম-গৌরব, আত্মপদ-মর্যাদা তিনি বিশেষভাবে রক্ষা করিতে জানিতেন। যখন ইরাবতী আসিয়া, তাঁহার নিকটে মালবিকাব বিক্রমে অভিযোগ করিলেন, তখন মহিলী অবিচারিত-হৃদয়ে, মালবিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। যেন তিনি-ই রাজ্যের তথা রাজা অগ্নিমিত্রের অদ্বিতীয় শাসনকর্ত্রী। মালবিকার মৃত্যুকালে, যখন পরিব্রাজিকা ধারিণীকে রাজার প্রতিকূলে প্রণয়-রোষে উত্তেজিত করিবার আশায় বলিয়াছিলেন,—“উনি যেমন রাজা, দেবি, তুমিও তেমনই মহারাণী, তুমি কম কিসে?”—তখন ধীর-ললিতা ধারিণী কোনই উত্তর দেন নাই, কেবল মনে মনে বলিয়াছিলেন,—“মুঢ়ে পরিব্রাজিকে! আমি জাগ্রত, আর তুমি তাবিতোছ যে, আমি সুষুপ্ত?” অর্থাৎ তুমি আমাকে আমার পতির বিক্রমে উত্তেজিত করিতে চাও? তোমাদের অভিপ্রেত মালবিকানর্তন আমার দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইতে চাও, অথচ তোমার নিজের নিরপেক্ষতার ভান দেখাইতে চাও?

বিদুষকের কৌশলে, গণদাস ও হরদত্তের বিবাহ বাধিলে, পরিব্রাজিকা যখন শিষ্য-বিদ্যা দ্বারা আচার্য্যের গুণবস্ত্র পরীক্ষা

করিতে মনন করিলেন, তখনই মহারাণী বুকিয়াছিলেন যে, কি একটা যেন গভীর ষড়যন্ত্র হইয়াছে; রাজা, বিদুষক, পরিব্রাজিকা,—এমন কি, পরিচারিকাগণ পর্য্যন্ত সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ধারিণী ইচ্ছা করিলেই মালবিকার মৃত্যু বাধা দিতে পারিতেন,—সকলের সকল গুঢ় অভিপ্রায়ই অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

তিনি যে চক্রান্তটি বুকিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কবি, মধ্যে মধ্যে ধারিণীরই কণা দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি রাজ-সংসারের প্রবীণা গৃহিণী, তাঁহার চরিত্রের কোন স্থলেও কোন-প্রকার তারল্য প্রকাশ পায় নাই। তিনি প্রথমে যে প্রকার ধীর, শেষে—অর্থাৎ যখন রাজার করে বধু-বেশা মালবিকাকে সমর্পণ করেন, তখনও সেইপ্রকার ধীর। তিনি যখন মধ্যে বুকিলেন যে, তাঁহার জীবিতেশ্বর অগ্নিমিত্র তাঁহাকেই লুকাইয়া, মালবিকার সহিত মিলিত হইতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন, আর মালবিকাও সরল-হৃদয়ে, ছায়ার ছায় রাজার অনুবর্তিনী হইয়াছেন, তখন তাঁহার অতুল আনন্দ হইল। তখন মালবিকাও নানা বিদ্যায় নিপুণা হইয়াছেন, নবীন বয়ঃক্রমের দুর্ব্বহ-সুখদ গুরুভারে—মালবিকার দেহমন আনত হইয়াছে, রাজা এবং মালবিকা—উভয়েই উভয়ের সন্দর্শনার্থে একান্ত আবুল,—এমনই মাহেন্দ্রক্ষণে ধারিণী মালবিকাকে অশোকের দোহদ করিতে নির্জ্ঞান উপবনে পাঠাইয়া দিলেন। পাটরাণী স্বয়ং যে কায় করিবেন, তাহাতে মালবিকাকে প্রতিনিধি করিলেন। মহারাণী ইচ্ছাপূর্ব্বক, মালবিকা-অগ্নিমিত্রকে একটা মহান্ সুযোগ করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন,—“যদি তোমার দোহদে অশোকে ফুল ফোটে, তবে আমিও তোমার বাসন পূর্ণ করিব।” মালবিকার যে কি বাসনা,—তাহা প্রবীণ মহারাণী বুকিয়াছিলেন এবং সে বাসনার পূরণে তিনি পূর্ব হইতেই মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু মালবিকাকে সে সঙ্কল্পের বিন্দুবিদগু জানিতে দেন নাই। এখন সম

আসিয়াছে, তাই মালবিকাকে দোহদুহলে আভাসে জানাইলেন, “তোমার আকাঙ্ক্ষা আমিই পূর্ণ করিব।” আর দুই দিন পরে, ধারিণী স্বয়ং হাতে ধরিয়া ষাঁহাকে বিদিশার রাণীর আসনে বসাইবেন, আজ তাঁহাকে প্রথম নিজের প্রতিনিধি করিলেন। তিনি হৃষ্ট-হৃদয়ে রাজার সহিত মালবিকার বিবাহ দিলেন। রাজার হাতে হাতে সুপিয়া দেওয়ার কিঞ্চিৎ পূর্বে অকস্মাদাগতা শিল্পদারিকা দুইটির মুখে, এবং পরিব্রাজিকার কথিত ইতিহাসে যখন জানিলেন যে, মালবিকা বিদর্ভের রাজ-পুত্রী, উচ্চবংশ-সম্প্রদায়, তখন ধারিণীর আরও একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল। বিবাহের পরই যখন পরিজনবৃন্দ, এমন কি, তাঁহার শতত সঙ্গিনী পরিব্রাজিকাও তাঁহাকে ছাড়িয়া মালবিকার নিকটে গিয়া, মালবিকাকে “রাণী” বলিয়া অভিবাদন করিলেন, মালবিকার মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, আর সত্য পাটরাণী ধারিণী একাকিনী রাজসভার একটা কোণে পড়িয়া রহিলেন, তখন ধারিণীর হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য একটা ভাবান্তর ঘটিল। তিনি শূন্য-নয়নে পরিজনের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন! এতদিনে তিনি বুঝিলেন যে, কি যেন-একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটিল! যে ব্যাপারের ফলে, কাল যাহারা তাঁহার ‘আপনার জন’ ছিল, আজ তাহারাও ‘পর’ হইয়া গেল। পরিণয়ের পর, অগ্নিমিত্র-গত-হৃদয়া ধারিণীর বদি এই ভাবান্তর না ঘটিত, তাহা হইলে স্বীচরিত্রের ক্ষতি হইত, রমণী-সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত, তাই কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস, “পরিজনমবেক্ষতে” ধারিণীর এইটুকু মাত্র পরিচয় দিয়া সকল দিক রক্ষা করিলেন, আর সেই সঙ্গে সমগ্র ধারিণী-চরিত্রটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও উজ্জলতর করিয়া দিলেন।

পরিব্রাজিকা। — এই নাটকের অত্যন্ত পাত্র পণ্ডিত কৌশিকীর চরিত্রেও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত নাটকের

অপ্রধান পাত্রের এমন সম্পূর্ণ চরিত্র পরিদৃষ্ট হয় না। পরিব্রাজিকার তুলনা পরিব্রাজিকা স্বয়ং। তাঁহার চরিত্রের অল্পকরণে, ভাবের কবি ভবভূতি মালতীমাধবে কামন্দকী সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু যতিবেশ-ধারিণী পরিব্রাজিকার তুলনায়, সে কামন্দকী উল্লেখ্যই নহে।

পরিব্রাজিকা ভারতের তদানীন্তন সম্রাট ব্রাহ্মণবংশের কন্যা। ধনবান ব্রাহ্মণগৃহস্থের কন্যার শিক্ষাদীক্ষা সে কালে যে বিরূপ হইত, তাহার কতকটা আভাস, আমরা, এই পরিব্রাজিকা চরিত্রে দেখিতে পাই। সকল বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। কি উপায়ে আত্মরক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা তিনি বিশেষভাবে জানিতেন। দ্রাতার নিধন ও মালবিকার দস্যুকর্তৃক অপহরণের পর, তিনি বিরক্ত-হৃদয়ে পরিব্রাজ্যা-গ্রহণ-পূর্বক বিদিশায় উপনীত হইলেন। ইহা যে সময়ের ঘটনা, তখন ভারতের অবস্থা আর একপ্রকার ছিল। তখন দেবভ-ব্রাহ্মণে, যতি-ব্রহ্মচারীতে মানুষের অগাধ ভক্তি ছিল। পরিব্রাজিকার ছায় শুদ্ধ-শীলা দেবীকে পাইয়া বিদিশেষ্বর আপনাকে পরম ভাগ্যবান মনে করিয়া, ইষ্টদেবীর তাঁহাকে সম্মানে রাজসংসারে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। পরিব্রাজিকাও সম্মত হইলেন। রাজ্ঞী ধারিণীরও তাঁহার উপর অপার বিশ্বাস। এইভাবে রাজা ও রাজ্ঞীর পরম-বিশ্বাস-ভাজন হইয়া, তিনি রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিগদর্শন-যন্ত্রের শলাকা যেমন সকল অবস্থাতেই উত্তরমুখী থাকে, তজ্জপ, তাঁহার চিত্তও প্রতিনিয়ত “পরিচারিকা” মালবিকার উপর স্থির ছিল। রাজ-নন্দিনী মালবিকা অদৃষ্টবশে পরিচারিকা-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহার সৌভাগ্যদেবতা যেন ছদ্মবেশে রাজ-সংসারে আসিয়া, তাঁহারই শুভাঙ্ঘ্র্যধানে রত রহিয়াছেন। বিরাট রাজ-সংসারের কোন ব্যাপারই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। প্রতিভাপ্রভাবে—তিনি রাজপ্রাসাদের সর্ববিষয়ের একপ্রকার কর্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নতুবা, ভারতেশ্বরের নাট্যাচার্য্যগণের বিবাদ-মীমাংসায় তিনি রমণী হইয়াও মধ্যস্থ,—না না, বিচারকত্ব হইবেন কেন? তাঁহার বিভাবন্তায় ও নিরপেক্ষতায় এবং ততোধিক তাঁহার অলঙ্কৃত্য রাঙ-সরকারের সকলেই বশীভূত ছিলেন। যখনই মালবিকা কোন মুস্থিলে পড়িয়াছেন, তখনই, সকলের অগোচরে, প্রতিবিধাত্রীরূপে তথায় কৌশিকী “মুম্বিল আসান”রূপে উপস্থিত। মালবিকার অনরোধের কথা তিনিই প্রথমে বিদূষককে জানাইয়াছিলেন, নাগমণির দ্বারা যে সপ্ন-বিশ্বের ধ্বংস হয়, এ রহস্য তিনিই প্রকাশ করিয়া ধারিণীর অঙ্গুরীয়কলাভের উপায়, এবং তৎসহ মালবিকার কারাবরোধের উদ্ধার করিয়াছিলেন। আবার তিনিই ধারিণী কতৃক অমুরক্ক হইয়া, পরিণয়কালে, মালবিকাকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিলেন। অগ্রজ স্নুমতির অপূর্ণ অভিলাষ,—অগ্নিনিত্রের হস্তে মালবিকার সম্প্রদান,—সোদরা পরিব্রাজিকা দীর্ঘকাল ব্রতচর্য্যার ফলে পূরণ করিলেন। নাথপসেনের ভবিষ্য জীবনের—উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ভারতেশ্বরের সহিত সৌহাদ্দ স্থাপিত করিয়া দিলেন। অন্তঃপিপ্বানল-দগ্ধ বিদেতে মাধবের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন।

মালবিকাকে রাজার করে সমর্পণ করার পর, যখন ধারিণী বুঝিলেন যে, এত দিনে তাঁহার আত্ম-বলিদান হইল, ইরা-বতীও যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন রাজ-সংসারে থাকা ধারিণীর বিডম্বনাময়,—তখন ধারিণীর মুখচ্ছবি দর্শনেই পরিব্রাজিকা তদীয় হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রবোধচ্ছলে ধারিণীকে কহিলেন,—“সাদ্বী পতিবৎসলা কামিনীরা পয়ম শরীর দ্বারাও পতির সেবা করিয়া থাকেন। রাজি! সাগরগামিনী স্রোতোবহা যেমন নিজে সাগরের বক্ষে সঙ্গত হয়, তেমন স্রার দশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীকেও লইয়া সমুদ্রে মিলাইয়া দেয়। স্তবরাং তুমি বিমনা হইও না।” পরিব্রাজিকা যেন কিছুই জানেন না! সকলই যেন ধারিণী করিয়াছেন!

তুলনার চক্ষে দেখিলে, ধারিণী-চরিত্র অপেক্ষা পরিব্রাজিকা-চরিত্র অধিকতর চমৎকারকীর্তনাময়, নিপুণ ও প্রতিভাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ধারিণী মালবিকাকে ভালো বাসিতেন, সোদরার অধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাহা ইরাবতীর গর্ভ বর্ধন করিবার জন্ত। তাই ধারিণী মালবিকাকে উচ্চমঞ্চে উঠাইতে গিয়া নিজে নামিয়া, অনেক নীচুতে পড়িয়া গেলেন। পরিব্রাজিকাও মালবিকাকে ভালোবাসিতেন, মালবিকাকে ভালবাসিয়া তাঁহার স্নেহ, তাই ভালো বাসিতেন, নতুবা তাহার মধ্যে কোন মতলব ছিল না। তাই তিনি সঙ্কল্পিত পাত্রে মালবিকাকে সঁপিয়া দিয়া নিজে অক্ষত-চরিত্রে বাহির হইয়া গেলেন। ধারিণীর স্নেহে স্বার্থ ছিল, পরিব্রাজিকার স্নেহ নিঃস্বার্থ। স্বার্থপূর্ণ স্নেহের পরিণাম যে মঙ্গলজনক নহে, তাহা ধারিণী মালবিকার পরিণয়াস্তে বেশ বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু তখন আর উপায় নাই। অক্ষ তখন হস্তচ্যুত। ধারিণীর স্বার্থগন্ধি স্নেহের শেষ পরিণতি দুঃখময়ী; আর পরিব্রাজিকার নিঃস্বার্থ স্নেহের পরিণাম সুখময়, মঙ্গলময়, তিনি যে রাজ্যের অধিবাসিনী, সেই বিদর্ভের অশেষ কল্যাণময়। যে স্থানে স্বার্থশূন্য স্নেহের অমল নির্বার প্রবাহিত, তথায় অভ্যুদয় নিশ্চিত। পণ্ডিত কৌশিকীর মঙ্গলশক্তিবলেই যেন মালবিকার দুঃখময় জীবন-নাটিকার পট-পরিবর্তন ঘটিল। তিনি বিদিশেশ্বরীরূপে, বিদর্ভ ও বিদিশা—উভয় রাজ্যের মঙ্গলকামনায় রত রহিলেন।

এই নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহার পাত্রাবলীর প্রত্যেকটিই স্ব স্ব চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মে অদ্বিতীয়। কোন পাত্রের চরিত্রেই কোনপ্রকার অভাব বা অসুপূর্ণতা উপলব্ধ হয় না। প্রতি চরিত্রেই স্ব-প্রকাশ।

এই নাটক কালিদাসের প্রথম বয়সে বিরচিত বলিয়া মনে হয়। মহাকবি গ্রন্থের প্রস্তাবনায় এ কথা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন। এই নাটকের সর্ব্বত্রই কালিদাসের অল্পম কবিত্ব-লহরী, উপলাহৃত নির্ব্বিগ্নীয় ত্রায় বৃত্ত্য করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও সে কবিত্বের কোনরূপ

অঙ্কহানি ঘটে নাই। তবে কালিদাসের অন্যান্য দৃষ্টকাব্যের ন্যায়, ইহাতে তিনি তাঁহার চিরপ্রিয় প্রকৃতিসুন্দরীর তেমন উন্মাদিনী বর্ণনা করিতে পারেন নাই। সেই বন্য বরাহ, চকিত-নেত্র, মৃগমিথুন বনময়ূর,—সেই তালীবন, তুষার-স্নাত পর্বত, কল্বাহিনী তটিনী, আর সেই তটিনীর বক্ষে মরালক্ৰীড়া, চক্রবাকমিথুনের সায়ংকালীন শেষ সম্ভাষণ এবং তটিনীলৈক্যে হংসমিথুনের নর্তন, অমরবালিকার কন্দুকক্ৰীড়া,—এ সমুদয় তিনি দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি প্রাচীন ভারতের একটি সর্বপ্রধান প্রাচীন রাজ-বংশের যে সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়াছেন,—এক তাহাতেই তাঁহার সকল প্রয়াস সার্থক হইয়াছে।

তাঁহার বর্ণিত বিদিশা, ভারতে—বিশেষতঃ তাঁহার সময়ে যে একটি অতি সমৃদ্ধিশালিনী মহানগরী ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। তিনি তদীয় মেঘদূত কাব্যে একবার বিদিশার অভ্যুদয়ের কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, বিদিশা যে চিরদিন আনন্দ পূর্ণ, উল্লাস-পূর্ণ ও উৎসব-পূর্ণ নগরী, তাহা মেঘদূতের বর্ণনা দৃষ্টে স্পষ্টতঃ অস্বীকৃত হয়।

এই নাটক আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, ঘটনার বৈচিত্র্য ও বর্ণনার পারিপাট্যে ইহাকে অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ নাটক অপেক্ষা বৃহত্তমও বলা যাইতে পারে। ইহার কোথাও কল্পনামান্দ্য বা পুনরুক্তিদোষ লক্ষিত হয় না, অথবা নিরর্থক বিষয়ের সন্নিবেশ নাই। ইহার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক বৃত্তান্তই সুচারু এবং চমৎকারিতা-পূর্ণ। নাটকখানিও তাই সর্বোৎকৃষ্টে নিরবচ্ছিন্ন। অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের ন্যায় ইহার ঘটনাবলী দীর্ঘকালব্যাপী নহে। আবার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ক্ষিপ্ততা দ্বারাও ইহার কোন ঘটনাকে

বিকলাঙ্ক করা হয় নাই। যেমন একটা অঙ্গুর প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে, দিন দিন বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে ছায়াপ্রধান মহীকূলে পরিণত হয়, তদ্রূপ, এই নাটকের ঘটনাও যেন প্রকৃতিবশে আপনিই ঘটতে ঘটতে শেষে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা অতিপ্রকৃতিক কোন ব্যাপারই ইহাতে নাই। মহাকবি, তদীয় বলিষ্ঠ কল্পনাপ্রভাবে, সামাজিকগণের হৃদয়ে, এই নাটকবর্ণিত বৃত্তান্তের একটা স্থায়ী সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছেন। যিনি একবার ইহার পাঠ করিবেন বা অভিনয় দর্শন করিবেন, চিরদিনের মত, তাঁহাকে ইহার সর্বাভিলাষী সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ থাকিতে হইবে। কালিদাস যে সমুদয় রসজ্ঞ, ‘অভিরূপ’ (Expert) সামাজিকের উদ্দেশ্যে এই নাটক নির্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই সকল শিক্ষিত, কলাবিশ্ব, মনস্বীগণের সর্বোৎকৃষ্ট হৃদয় ও আনন্দপ্রদ হইয়াছে। তাঁহার রচনার এমনই মোহিনী শক্তি যে, এই নাটক পড়িতে পড়িতে, ততোধিক ইহার অভিনয় দর্শন করিতে করিতে মনে হয়, যেন সেই বিদিশাব উদ্যান-বাটিকায় অশোককুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, কখনো বা রাজ-সভাস্থলে বসিয়া সেই বিবদমান নাট্যাচার্য্যদ্বয়েব কৌশিকীকৃত মীমাংসা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর রাজার পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ধৃষ্ট বিদূষকের গঢ়াভিপ্রায়-ছোতিকা মুগ্ধবির দর্শন করিয়া মনে মনে হাসিতেছি, তাঁহার রচনার এমনই তনয়তাকারিণী শক্তি! তাঁহার রচনা পাঠান্তে যথার্থই মনে হয়:—

“কালিদাস-কবিতা নবং বয়ো মহিষং দধি স-শর্করং পয়ঃ।

এণমাংসমবলা চ কোমলা সম্ভবন্ত মম জন্ম-জন্মসু ॥”

ঋতু সংহার

(মূল, অম্বয় ও তাৎপর্যার্থ-সংবলিত অনুবাদ)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত

ঋতুসংহারম্

প্রথমঃ সর্গঃ

গ্রীষ্মবর্ণনম্

প্রচণ্ড-সূর্য্যঃ স্পৃহণীয়-চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষত-বারি-সঞ্চয়ঃ । *
দিনান্তরম্যোহভ্যুপশান্তমম্মথো নিদাঘ-কালোহয়মুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ কচিচ্চিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্ ।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং শুচৌ প্রিয়ে ! যাস্তি জনস্ত সেব্যতাম্ ॥ ২ ॥
সুবাসিতং হর্ষ্যাতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকস্পিতং মধু ।
সুতন্ত্রি-গীতং মদনস্ত দীপনং শুচৌ নিশীথেহুভবন্তি কামিনঃ ॥ ৩ ॥
নিতম্ববিশেষঃ সচ্ছকুলমেথলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ ।
শিরোরহৈঃ স্নানকষায়-বাসিতৈঃ স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়ন্তি কামিনাম্ ॥ ৪ ॥

অর্থঃ ।—প্রিয়ে ! প্রচণ্ড-সূর্য্যঃ, স্পৃহণীয়-চন্দ্রমাঃ, সদাবগাহ-ক্ষত-বারি-সঞ্চয়ঃ, দিনান্তরম্যঃ, অভ্যুপশান্তমম্মথঃ অয়ং নিদাঘ-কালঃ উপাগতঃ ॥ ১ ॥

প্রিয়ে ! শুচৌ (গ্রীষ্মে) কচিৎ শশাঙ্ক-ক্ষত-নীল-রাজয়ঃ নিশাঃ, (কচিৎ) বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরং, (কচিৎ) মণি-প্রকারাঃ, (কচিৎ) সরসং চন্দনং চ জনস্ত সেব্যতাং যাস্তি ॥ ২ ॥

কামিনঃ শুচৌ নিশীথে, সুবাসিতং মনোহরং হর্ষ্যাতলং, প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস-বিকস্পিতং মধু, মদনস্ত দীপনং সুতন্ত্রি-গীতম্ অমুভবন্তি ॥ ৩ ॥

স্ত্রিয়ঃ স-চ্ছকুলমেথলৈঃ নিতম্ববিশেষঃ, সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ স্তনৈঃ স্নান-কষায়-বাসিতৈঃ শিরোরহৈঃ কামিনাং নিদাঘং শময়ন্তি ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ ।—প্রিয়তমে ! প্রবল গ্রীষ্মকাল উপস্থিত । সূর্য্য একালে বড়ই প্রচণ্ড এবং চন্দ্র এ সময়ে বড়ই স্পৃহণীয় । তাপ-ক্লান্ত জীবের নিয়ত অবগাহনে বারিরাশি আবিল ও ক্রমেই অল্লীভূত হইতেছে । এই সময়ে দিবাবসানকাল বড়ই রমণীয় ।—এরূপ প্রথর গ্রীষ্মে মদনের প্রতাপও মন্দীভূত হইয়াছে ॥ ১ ॥

প্রিয়ে ! তাপ-শাস্তির ভ্রান্ত লোকে এখন কত-কি করিতেছে । শশাঙ্কের অমল কিরণে তিমির-হীন নিশীথনীতে কখনো, কখনো বা বিচিত্র ধারাবাহিক মন্দিরে, কত মণিময় প্রাচীরে—নানাস্থলে নানাভাবে তাপাত্তর লোক তাপ দূর করিবার প্রয়াস করিতেছে । সরস চন্দনে সর্কাজ চর্চিত করিতেছে ॥ ২ ॥

এই প্রচণ্ড নিদাঘ সময়ে মনোহর হর্ষ্যাতল সুবাসিত জলে সিক্ত করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে সমাসীন কামী ব্যক্তিরা কামোদ্দীপক, প্রেয়সী-বদনোচ্ছিষ্ট ও কস্পিতাধর-স্পৃহণীয় মধু-পান এবং তন্ত্রী-লয়সংযোগে সঙ্গীতাদি দ্বারা গ্রীষ্মতাপের সহিত হৃদয়ের তাপও প্রশমিত করিতেছে ॥ ৩ ॥

বিলাসিনীরা তাহাদের সৌভাগ্য-শালী প্রণয়-পাত্রের কত প্রকারে তাপ-শাস্তি করিতেছে ! কখনো মেথলা-শোভিত স্ফাতিস্ফাৎ বসনে নিতম্ববিশ লঙ্ঘিত করিয়া, কখনো বা পানোন্নত স্তনমণ্ডল চন্দনে চর্চিত ও হারশুচ্ছে অলঙ্কৃত এবং কুঞ্চিত কেশ-কলাপ স্নানীয় সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া—প্রিয়জনের হৃদয় হরণ করিতেছে ॥ ৪ ॥

নিতান্তলাক্ষারসরাগলোহিতৈনিতম্বিনীনাঞ্চরণৈঃ সনুপূরৈঃ ।

পদে পদে হংসকৃতাহুকারিভিজ্ঞানস্ত চিত্তং ক্রিয়তে সমন্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

পয়োধরাশ্চন্দনপঙ্ক-চচ্চিত্তাস্তবহার-গৌরাপিতহার-শেখরাঃ ।

নিতম্বদেশাশ্চ সহমমেখলাঃ প্রকুর্ক্বতে কস্ত মনো ন সোৎসুকম্ ॥ ৬ ॥

সমুদগত-শ্বেদচিত্তাঙ্গ-সঙ্কয়ো বিমূঢ়া বাসাংসি গুরুণি সাম্প্রতম্ ।

স্তনেষু তস্বংগক-মুগ্ধতন্তনা নিবেশয়ন্তি প্রমদাঃ সযৌবনাঃ ॥ ৭ ॥

সচন্দনামুব্যজনোস্তবানিলৈঃ সহায়যষ্টিস্তনমণ্ডলার্ণবৈঃ ।

সবল্লকী-কাকলিগীতনিস্বনৈর্বিবোধ্যতে স্তম্ভ ইবাত্ত মন্থথঃ ॥ ৮ ॥

অর্থঃ—নিতান্ত-লাক্ষা-রস-রাগ-লোহিতৈঃ সনুপূরৈঃ

পদে পদে হংসকৃতাহুকারিভিঃ নিতম্বিনীনাং চরণৈঃ জনস্ত
চিত্তং স-মন্বয়ঃ ক্রিয়তে ॥ ৫ ॥

(নিতম্বিনীনাং), চন্দন-পঙ্ক-চচ্চিত্তাঃ তুবহারগৌরাপিতহার-
শেখরাঃ পয়োধরাঃ, সহমমেখলাঃ নিতম্বদেশাঃ চ কস্ত মনঃ
সোৎসুকং ন প্রকুর্ক্বতে ॥ ৬ ॥

সমুদগত-শ্বেদ-চিত্তাঙ্গ-সঙ্কয়ো সযৌবনাঃ উন্নতস্তনাঃ প্রমদাঃ
সাম্প্রতং গুরুণি বাসাংসি বিমূঢ়া স্তনেষু তস্ব অংগকং
নিবেশয়ন্তি ॥ ৭ ॥

সচন্দনামুব্যজনোস্তবানিলৈঃ সহায়-যষ্টি-স্তন-মণ্ডলার্ণবৈঃ
সবল্লকী-কাকলি-গীতনিস্বনৈঃ অস্ত স্তম্ভঃ মন্থথঃ বিবোধ্যতে
ইব। (অথবা) মন্থথঃ স্তম্ভঃ ইব (স্তম্ভঃ জনঃ ইব)
বিবোধ্যতে ॥ ৮ ॥

বক্তার্থঃ—প্রিয়ে। নিতম্বিনীগণের লাক্ষারসরাগে
নিতান্ত লোহিতবর্ণ এবং নুপুর-শিঙ্খা-মুখর চরণ

প্রতি পাদক্ষেপে কলমধুর হংসকাকলীর অহুকরণ-পূর্বক
লোকের হৃদয়ে কায়লিপ্সার উদ্রেক করিতেছে ॥ ৫ ॥

হৃদয়েশ্বরী। আজ বিলাসিনীগণের ঘন-চন্দন-চচ্চিত্ত
পয়োধরের শীর্ষদেশে তুবহার-স্তম্ভ হারলতা অর্পিত হওয়ায়
এবং গুরু নিতম্বভাগ স্বর্ণমেখলায় বিমণ্ডিত করায় কা'র মন
না চঞ্চল হইয়া উঠে—বলত ? ॥ ৬ ॥

নিদাঘের প্রখর তাপে আর্দ্র হইয়া পীনস্তনী কঠোর-
যৌবনা কামিনীরা স্থল দুর্বল পরিধেয় পরিহার-পূর্বক পয়োধর-
যুগলে অতি সূক্ষ্ম বাস ন্যস্ত করিতেছে এবং তাহাদের ভুজমূল
প্রভৃতি অঙ্গের সন্ধিস্থলগুলি ঘর্ষজলে ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত প্রাণেশ্বরকে যেমন রতি-নিপুণা
যুবতী নানাকোশলে জাগাইতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ আজ চন্দন-
জল-সিক্ত বাজনের অনিলে, কঠোর স্তনে হারলতার অনাবৃত
সৌন্দর্য্যে, কলমধুর বীণাস্বর-সহকৃত সঙ্গীতে নিদ্রিত মদনকে
যেন বিলাসিনীরা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিতেছে ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—বারো মাসের দুই দুই মাস লইয়া সম্পূর্ণভাবে পৃথক পৃথক সম্পদে সুসম্পন্ন ছয়টি ঋতুর

আবির্ভাব ও বিকাশ ভারতবর্ষ ছাড়া অত্র তেমনটা নাই। অত্যাচ্ছ দেশের গ্রন্থাদিতে ইহাদের নাম ও বর্ণন আছে,
কিন্তু নিসর্গের অক্ষয়-চিত্রপটে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাস ভারতের তথা ভারত-বিলাসিনী
নিসর্গ-সুন্দরীর প্রিয় সেবক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রকর। তাই তিনি—নবীন বয়সে, ভারতের নিজস্ব, একেবারে খাটি—
স্বভাবের মোহন-মাদরায় আচ্ছাদিত হইয়া, কল্পনার বীণায় স্বভাবের সুললিত সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন। যে
বয়সে,—প্রণয় ছাড়া, ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না, ইহা কবির সেই কোটিকল্প-স্পৃহণীয় নবীন বয়সের
গান। কোন্ ঋতুতে ভোগীর, কামীর, প্রণয়ীর—কোন্ কোন্ বস্তু ভালো লাগে, প্রিয়তমা কোন্ কোন্ উপচারে
তাহার হৃদয়-দেবতার অর্চনা করিয়া, কৃতার্থ হন ও কৃতার্থ করেন,—“ঋতুসংহার”—তাহারই “ফর্দমালা।” হায়
ভারতবর্ষ! তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক একদিন তোমারই মোহিনী মূর্তির প্রভাবে আকৃষ্ট,—আত্মবিশ্বস্ত—ও উন্মত্তবৎ—
হইয়া তোমার যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, আজ আর তুমি তাহা নাই বা তোমার সে অধিবাসী, সেই দীর্ঘবপুঃ সূহ-
দেহ,—ক্রাস-হীন সদানন্দ অধিবাসী নাই। সে ভোগ নাই, সে বিলাস নাই, সে আমোদ নাই, আহ্লাদ নাই। আজ
জীবন-সংগ্রামে ধস্তবিধস্ত, নানাক্রমে বিপর্য্যত তাহাদের চক্ষে তুমি আর সে তুমি নাই। তাই কবির এই মনোহর
সঙ্গীতে তোমার সেই মূর্তি দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছি না।

সিতেষু হর্ষ্যেষু নিশামু যোষিতাং সুখপ্রসুপ্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ ।
বিলোক্য নুনং ভৃশমুৎসুকশ্চিরং নিশাক্ষয়ে যাতি হ্রিয়েব পাণ্ডুতাম্ ॥ ৯ ॥
অসহবাতোদ্ধতরেণুমণ্ডলা প্রচণ্ড-সূর্য্যাতপ-তাপিতা মহী ।
ন শক্যতে দ্রষ্টুংপি প্রবাসিভিঃ প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ ॥ ১০ ॥
মৃগাঃ প্রচণ্ডাতপতাপিতা ভৃশং তৃষা মহত্যা পরিশুদ্ধ-তালবঃ ।
বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতা নিরীক্ষ্য ভিন্নাঞ্জনসন্নিভন্নভঃ ॥ ১১ ॥
সবিলম্বেঃ সশ্চিত্তজিহ্বাবীক্ৰিতৈবিলাসবত্যো মনসি প্রবাসিনাম্ ।
অনঙ্গ-সন্দীপনমাস্তু কুর্কতে যথা প্রদোষাঃ শশিচারুভূষণাঃ ॥ ১২ ॥
রবের্ময়ুর্ধৈরভিতাপিতো ভৃশং বিদগ্ধমানঃ পথি তপ্তপাংগুভিঃ ।
অবাঙ্কুখোহজিহ্বগগতিঃ স্বসমুচ্চঃ কণী ময়ূরস্ত তলে নিষীদতি ॥ ১৩ ॥

অঙ্কুর ।---নিশামু সিতেষু হর্ষ্যেষু সুখ-প্রসুপ্তানি
যোষিতাং মুখানি বিলোক্য চন্দ্রমাঃ চিরং ভৃশম্ উৎসুকঃ (সন্)
নিশাক্ষয়ে—নুনং হ্রিয়া ইব পাণ্ডুতাং যাতি ॥ ৯ ॥

অসহবাতোদ্ধতরেণুমণ্ডলা প্রচণ্ড-সূর্য্যাতপতাপিতা মহী
প্রিয়াবিয়োগানল-দগ্ধমানসৈঃ প্রবাসিভিঃ দ্রষ্টুং অপি ন
শক্যতে ॥ ১০ ॥

মৃগাঃ ভৃশং প্রচণ্ডাতপতাপিতাঃ (তথা) মহত্যা তৃষা
(তৃষ্ণয়া) পরিশুদ্ধ-তালবঃ (চ শব্দঃ) ভিন্নাঞ্জন-সন্নিভঃ নভঃ
নিরীক্ষ্য, বনান্তরে তোয়ম্ ইতি (বিমূষ্য) প্রধাবিতাঃ ॥ ১১ ॥

শশি-চারুভূষণাঃ প্রদোষাঃ যথা (প্রদোষাঃ ইব) বিলাস-
বত্যঃ সবিলম্বেঃ সশ্চিত্তজিহ্বাবীক্ৰিতৈঃ প্রবাসিনাং মনসি
আশু অনঙ্গ-সন্দীপনং কুর্কতে ॥ ১২ ॥

রবেঃ ময়ুর্ধৈঃ ভৃশম্ অভিতাপিতঃ, পথি তপ্ত-পাংগুভিঃ
বিদগ্ধমানঃ কণী ময়ূরস্ত তলে অবাঙ্কুখঃ (তথা) অজিহ্বগতিঃ
(সন্) মুচ্চঃ স্বসন্ নিষীদতি ॥ ১৩ ॥

বক্তার্থ ।—রজনীযোগে সুধাধবল হর্ষ্যাতলে নিদ্রা-
সুখধর সুন্দরীযুন্দের বদনারবিন্দ দর্শনপূর্ব্বক চন্দ্র একান্ত
লজ্জিত ও স্বমাহাদ্যা-লোপশঙ্কায় চিন্তিত হইয়া যেন
ভাবিতে ভাবিতে, নিশাশেষে অতীব পাণ্ডুবর্ণ হইয়া
গিয়াছে ॥ ৯ ॥

নিদ্রাযের প্রথরক্কাপ মধ্যাহ্নকালে অসহ্য, উষ্ণ সমীর-
প্রভাবে ধূলিপটল মণ্ডলাকারে উথিত হইতেছে এবং সূর্য্যের

প্রচণ্ড তাপে ধরণী অত্যন্ত তাপিত হইয়াছে, প্রিয়তমার
শিরহানলে হৃদয় নিরন্তর এতই দগ্ধ হইতেছে, যেন,
প্রবাসি-পুরুষগণ আর সেদিকে চাহিতেও সমর্থ হই-
তেছে না ॥ ১০ ॥

মৃগসমূহ প্রচণ্ড আতপতাপে তাপিত হইয়া পড়িয়াছে
এবং প্রবল তৃষ্ণায় তাহাদের তালু শুকাইয়া গিয়াছে ।
আকাশে মর্দিত অঞ্জনবৎ প্রগাঢ় কুম্ভবর্ণ মেঘ দর্শনপূর্ব্বক
বুঝি দূর বনমধ্যে ঐ ভল দেখা যাইতেছে—ভাবিয়া তাহারা
ছুটিতেছে ॥ ১১ ॥

রজনীর প্রারম্ভ-কাল যেমন শশাঙ্করূপ মনোহর
অলঙ্কার ধারণ-পূর্ব্বক প্রবাস-প্রত্যাগত প্রণয়ীদিগের হৃদয়ে
মদনার্থ সঙ্কুচিত করিয়া তুলে, প্রেয়সীর সহিত মিলন-
কাল আগত-প্রায় ভাবিয়া তাহারা অধীর হইয়া পড়ে,
তদ্রূপ, বিলম্ব-পূর্ণ এবং স্মিতমধুর কুটিল কটাক্ষ-
বিক্ষেপের দ্বারা বিলাসিনীরাও তাহাদের সত্ত্বঃ আগত
প্রবাসী পতিগণের হৃদয়ে কাম্যার্থ প্রজ্জলিত করিয়া
তুলিতেছে ॥ ১২ ॥

সূর্য্যকরণে অতিমাত্র তাপিত এবং পথিমধ্যে প্রতপ্ত
ধূলিপটলে দগ্ধপ্রায় হইয়া সর্প স্বীয় কুটিল গতি পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক, আনত-মুখে আসিয়া ময়ূরের কলাপনিবহব নিম্ন-
দেশে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে পড়িয়া
রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

তৃষা মহত্যা হতবিক্রমোত্তমঃ শ্বসন্মুহূর্-বিদারিতাননঃ ।
 ন হস্তাদুরেহপি গজান্মৃগেশ্বরো বিলোলজিহ্বশ্চলিতাগ্রকেশরঃ ॥ ১৪ ॥
 বিশুদ্ধকণ্ঠাহতশীকরাস্তসো গভস্তিভির্ভানুমতোহনুতাপিতাঃ ।
 প্রবুদ্ধতৃষ্ণোপহতা জলার্থিনো ন দন্তিনঃ কেশরিণোহপি বিভ্রাতি ॥ ১৫ ॥
 হৃতাগ্নিকন্ঠৈঃ সবিতুর্গভস্তিভিঃ কলাপিনঃ ক্লাস্তশরীর-চেতনাঃ ।
 ন ভোগিনঃ স্তুস্তি সমীপবর্তিনঃ কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম্ ॥ ১৬ ॥
 সভদ্রমুত্তং পরিশুদ্ধকর্দমং সরঃ খনন্মায়তপোত্রমণ্ডলৈঃ ।
 রবেশ্ময়ুথৈরভিতাপিতো ভৃশং বরাহযুথো বিশতীব ভূতলম্ ॥ ১৭ ॥
 বিবস্বতা তীক্ষ্ণতরাংশুমালিনা সপঙ্কতোয়াং সরসোহভিতাপিতঃ ।
 উৎপ্লুতা ভেকস্তুষিতস্ত্র ভোগিনঃ ফণাতপত্রস্ত্র তলে নিষীদতি ॥ ১৮ ॥

অর্থঃ ।—মহত্যা তৃষা হতবিক্রমোত্তমঃ বিলোলজিহ্বঃ
 চলিতাগ্রকেশরঃ মুহঃ শ্বসন্মুহূর্-বিদারিতাননঃ মৃগেশ্বরঃ
 অদুরে অপি (স্থিতান্) গজান্ ন হস্তি ॥ ১৪ ॥

বিশুদ্ধকণ্ঠাহতশীকরাস্তসঃ ভানুমতঃ গভস্তিভিঃ অনু-
 তাপিতাঃ প্রবুদ্ধতৃষ্ণোপহতাঃ জলার্থিনঃ দন্তিনঃ কেশরিণঃ
 অপি ন বিভ্রাতি ॥ ১৫ ॥

হৃতাগ্নিকন্ঠৈঃ সবিতুঃ গভস্তিভিঃ ক্লাস্ত-শরীর-চেতনাঃ
 কলাপিনঃ সমীপবর্তিনঃ কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম্ (অপি)
 ভোগিনঃ ন স্তুস্তি ॥ ১৬ ॥

সভদ্রমুত্তং পরিশুদ্ধকর্দমং সরঃ আয়তপোত্রমণ্ডলৈঃ খনন্
 রবেঃ শ্ময়ুথৈঃ ভৃশম্ অভিতাপিতঃ (সন্) বরাহ-যুথঃ ভূতলং
 বিশতি ইব ॥ ১৭ ॥

ভেকঃ তীক্ষ্ণতরাংশুমালিনা বিবস্বতা অভিতাপিতঃ (সন্)
 সপঙ্কতোয়াং সরসঃ উৎপ্লুতা তুষিতস্ত্র ভোগিনঃ ফণাতপত্রস্ত্র
 তলে নিষীদতি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ ।—প্রবল তৃষ্ণায় স্বীয় অতুল বিক্রম ও
 অদম্য উদ্ভম ত্যাগ করিয়া পশুরাজ তাপাধিক্যে মুখব্যাদান
 করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছে ; তাহার জিহ্বা বাহির
 হইয়া পড়িয়া লক্ষ লক্ষ করিতেছে, নব্বক কাপিতেছে ও
 তদুপরিহ কেশররাশিও প্রকম্পিত হইতেছে, গজকুণ্ড বিদরণ
 তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় হইলেও তাপাতিশয়ে তাহারা

এতই ক্লাস্ত যে, সমীপবর্তী গজগণকেও আক্রমণ করিতে
 পারিতেছে না ॥ ১৪ ॥

এ দিকে—খরাংশুর প্রথর কিরণে দন্তিগণ অত্যন্ত
 তাপিত ও প্রবল তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জলপানার্থিলাগে
 বিশুদ্ধ-কণ্ঠে শ্বস-শীকরাহরণে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে
 যে, সমীপস্থ গজকুণ্ডবিদারী মৃগরাজকেও আর ভয়
 করিতেছে না ॥ ১৫ ॥

ঘৃতাগ্নি-প্রজ্বলিত অনলের ছায় জ্বালাময় সৌর কর
 জালে কলাপিনিচয়ের শরীর অতিশয় ক্লাস্ত ও চেতনা এক
 প্রকার হৃত হইয়াছে। তাই তাহারা ভুজঙ্গ-ভোজন-প্রি-
 য় হইলেও কলাপিনিচয়ের মধ্যে যে সমুদয় ভুজঙ্গ, তাপার্ত হইয়া
 মুখ লুকাইয়া আছে, তাহাদিগকে কিছুই বলিতেছে না ॥ ১৬ ॥

বারহ-বাঁজি সৌরকিরণে অত্যন্ত তাপিত হইয়া স্বীয়
 বিস্তৃত পোত্রমণ্ডলের (মুখাগ্রভাঙ্গুর) দ্বারা বিশুদ্ধ কর্দমপূ-
 ভদ্রমুত্তা (ভাদ্রা মুখা)-সমবৃত্ত সরোবরবক্ষ খন-
 করিয়া যেন তাপশাস্তির আশায় ভূগর্ভে প্রবেশ করি-
 চাহিতেছে ॥ ১৭ ॥

ভেককুল অংশুমালীর তীক্ষ্ণ-প্রর কণজালে অতিম
 তাপিত হইয়া পঙ্কিল সরসীবক্ষ হইতে লাফাইতে লাফাই-
 গিয়া বিষণ্ণের আয়ত ফণরূপ ছত্রের নিম্নে অবস্থ-
 করিতেছে। তাপের প্রভাবে তাহারা প্রাণের মা-
 ছাড়িয়াছে ॥ ১৮ ॥

সমুদ্র তাশেষমৃণাল-জালকং বিপন্নমীনং দ্রুতভীতসারসম্ ।
 পরম্পরোংপীড়নসংহতৈর্গজৈঃ কৃতং সরঃ সান্দ্রবিমর্দ-কর্দমম্ ॥ ১৯ ॥
 রবিপ্রভোস্তিল্লিশিরোমণিপ্রভো বিলোলজিহ্বাদ্বয়লীঢ়মাক্রুতঃ ।
 বিষাগ্নি সূর্য্যাতপতাপিতঃ ফণী ন হস্তি মণ্ডুককুলং তৃষাকুলঃ ॥ ২০ ॥
 সফেনলোলায়তবক্ত্রসম্পূটং বিনিঃসৃতালোহিতজিহ্বমুখম্ ।
 তৃষাকুলং নিঃসৃতমদ্ভিগহ্বরাদবেক্ষমাণং মহিবীকুলং জলম্ ॥ ২১ ॥
 পটুতরদবদাহোচ্ছ্বস্ শস্ত্র-প্ররোহাঃ পরুষপবনবেগোংক্ষিপ্তসংশুদ্ধপর্ণাঃ ।
 দিনকরপরিতাপক্ষীণতোয়াঃ সমস্তাঃ দ্বিদধতি ভয়মুচ্চৈবীক্ষ্যমাণা বনাস্তাঃ ॥ ২২ ॥
 ঋষিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণ-পর্ণ-ক্রমস্থঃ কপিকুলমুপযাতি ক্রান্তমদ্ভেনিকুঞ্জম্ ।
 ভ্রমতি গবয়যুথঃ সর্বতন্তোয়মিচ্ছজ্বরভকুলমজিঞ্চং প্রোদ্ধরত্যস্থ কৃপাং ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ ।—পরম্পরোংপীড়ন-সংহতৈঃ গজৈঃ সরঃ সূর্য্যের অসহ উত্তাপে তাপিত হইয়া ফণী স্বীয় লোল সমুদ্রতাশেষ-মৃণাল-জালকং বিপন্নমীনং দ্রুত-ভীত-সারসং জিহ্বাদ্বয় দ্বারা সমীরণ লেহন করিয়া লইতেছে, সান্দ্রবিমর্দ-কর্দমং কৃতম্ ॥ ১৯ ॥

রবিপ্রভোস্তিল্লিশিরোমণি-প্রভো বিলোল-জিহ্বাদ্বয়-লীঢ়-মাক্রুতঃ বিষাগ্নিসূর্য্যাতপতাপিতঃ ফণী তৃষাকুলঃ (সন্) মণ্ডুক-কুলং ন-হস্তি ॥ ২০ ॥
 করিতেছে ; তৃষায় তাহার। এতই আত্মহারা হইয়াছে যে, নিজেরই ফণতলে অবস্থিত ভেদকে স্পর্শও করিতেছে না ॥ ২০ ॥

সফেনলোলায়তবক্ত্রসম্পূটং বিনিঃসৃতালোহিতজিহ্বমুখম্ মহিবী-সমূহ তৃষায় আবুল হইয়া উদ্ধমুখে জলের উন্মাদন করিতে করিতে পরস্পরের গহ্বর হইতে বাহির হইতেছে । তাহাদের রক্তবর্ণ জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং বদন ফেনাচ্ছন্ন, চঞ্চল ও বিস্তারিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

পটুতর-দব-দাহোচ্ছ্বস্ শস্ত্রপ্ররোহাঃ, পরুষ-পবন-বেগোং-ক্ষিপ্ত-সংশুদ্ধপর্ণাঃ, দিনকরপরিতাপ-ক্ষীণ-তোয়াঃ বনাস্তাঃ দাবানলের প্রবল প্রদাহে সমগ্র শস্ত্রাকুর একেবারে বালসিয়া গিয়াছে ; খর সমীরপ্রবাহে বৃক্ষরাজির পর্ণরাশি স্তম্ভ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং প্রচণ্ড সূর্য্যের চণ্ড কিরণে চারিদিকের জলরাশি শুকাইয়া গিয়াছে ;—নিরাশ-কালে—অরণ্যস্থলীর এতাদৃশ ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি-সম্পন্ন প্রান্তভাগ দর্শন করিলে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হয় ॥ ২২ ॥

শীর্ণপর্ণক্রমস্থঃ বিহগবর্গঃ ঋষিতি, ক্রান্তং কপিকুলম্ অদ্ভেঃ নিকুঞ্জম্ উপযাতি, গবয়যুথঃ তোয়ম্ ইচ্ছন সর্বতঃ ভ্রমতি, শরভকুলম্ অজিঞ্চং (সন্) কৃপাং অস্থ প্রোদ্ধরতি ॥ ২৩ ॥

বক্তার্থ ।—গজ-রাজি পরস্পর বিমর্দনে রত হইয়া সরোবরবক্ষ আবুল করিয়া তুলিয়াছে, সমস্ত মৃণাল ছিন্ন-ভিন্ন ও মৎস্যসমূহকে ভীত করিয়াছে, সারসকুল সভয়ে যে দিকে হয়, পলাইতেছে, করিয়ুন্দের নিরন্তর বিমর্দনে সরলীর সজল বক্ষ কেবল কর্দ্দমে পরিণত হইতেছে ॥ ১৯ ॥
 নিজের বিব, বনের অগ্নি অর্থাৎ দাবানল এবং প্রখর ভেদে ॥ ২৩ ॥

বিকচ-নবকুম্ভ-স্বচ্ছ-সিন্দুরভাসা। প্রবল-পবনবেগোদ্ভূত-বেগেন তূর্ণম্।
 তটবিটপলতাগ্রালিঙ্গন-ব্যাকুলেন দিশি দিশি পরিদক্ষা ভূময়ঃ পাবকেন ॥ ২৪ ॥
 জলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্বতানাং দরীষু ক্ষুটিতি পটুনিদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু।
 প্রসরতি তৃণমধ্যঃ লব্ববৃদ্ধিঃ ক্ষণেন গ্রপয়তি মৃগবর্গং প্রাস্তলয়্যো দবাগ্নিঃ ॥ ২৫ ॥
 বহুতর ইব জাতঃ শাল্মলীনাং বনেষু ক্ষুরতি কনকগৌরঃ কোটরেষু ক্রমাণাম্।
 পরিণতদলশাখান্বতপতন্থ প্রাংশুবৃক্ষান ভ্রমতি পবনধৃতঃ সর্বতোহগ্নির্বনাস্তে ॥ ২৬ ॥
 গজগবয়মৃগেন্দ্রা বহিস্তপ্তদেহাঃ সুহৃদ ইব সমেতা দ্বন্দ্বভাবং বিহায়।
 হতবহপরিখেদাদাশু নির্গত্য কক্ষাদিপুলপুলিনদেশান্নিগমাং সংবিশস্তি ॥ ২৭ ॥
 কমলবনচিতাসুঃ পাটলামোদরম্যঃ সুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহারঃ।
 ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো নিশি স্নললিতগীতে হৃদ্যাপৃষ্ঠে স্নুথেন ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমঃ সর্গঃ।

অর্থঃ।—বিকচ-নব-কুম্ভ-স্বচ্ছ-সিন্দুর-ভাসা, প্রবল-পবন-বেগোদ্ভূত-বেগেন। তট-বিটপলতাগ্রালিঙ্গন-ব্যাকুলেন পাবকেন তূর্ণং দিশি দিশি ভূময়ঃ পরিদক্ষাঃ ॥ ২৪ ॥

দবাগ্নিঃ পবন-বৃদ্ধঃ (সনু) পর্বতানাং দরীষু জলতি, পটুনিদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু ক্ষুটিতি, লব্ব-বৃদ্ধিঃ (সনু) ক্ষণেন তৃণ-মধ্যং প্রসরতি, (পুনঃ) প্রাস্তলয়ঃ (সনু) মৃগবর্গং গ্রপয়তি ॥ ২৫ ॥

অগ্নিঃ শাল্মলীনাং বনেষু বহুতরঃ ইব জাতঃ (সনু) ক্রমাণাং কোটরেষু কনক-গৌরঃ (সনু চ) ক্ষুরতি, পবনধৃতঃ (সনু) পরিণত দল-শাখানু প্রাংশুবৃক্ষানু উৎপতন্থ সর্বতঃ বনাস্তে ভ্রমতি ॥ ২৬ ॥

বহিঃ-সপ্তদেহাঃ গজ গবয়-মৃগেন্দ্রাঃ সুহৃদয়ঃ ইব সমেতাঃ (সন্তঃ) দ্বন্দ্বভাবং বিহায় হতবহপরিখেদাদাশু কক্ষাং নির্গত্য বিপুল-পুলিন-দেশাং নিগমাং সংবিশস্তি ॥ ২৭ ॥

(অগ্নি প্রিয়ে!) কমলবনচিতাসুঃ পাটলামোদরম্যঃ সুখ-সলিল-নিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহারঃ নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতঃ (সনু) নিশি স্নললিতগীতে হৃদ্যাপৃষ্ঠে তব স্নুথেন ব্রজতু ॥ ২৮ ॥

বক্তার্থঃ।—আগুনে চারিদিক পুড়িয়া যাইতেছে। প্রবল পবনবেগে সঙ্কুচিত হইয়া দাউ দাউ করিয়া আগুন জলিতেছে, নব-বিকসিত কুম্ভ-কুম্ভের আরক্ত আভার ছায় সিন্দুবর্ণ প্রভায় উজ্জলতর হইয়া অগ্নি তটস্থিত বৃক্ষ-শাখা ও লতার অগ্রভাগ-আলিঙ্গনে ব্যাকুল হইয়া চারিদিকের ভূভাগ চকিতের মধ্যে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে ॥ ২৪ ॥

পবন-সহায়ে বিবর্জিত দাবানল পর্বত-কন্দরে প্রজলিত, উচ্চ শব্দের সহিত শুষ্কবংশপূর্ণ ভূমিতে মুহুমুহুঃ ক্ষুটিত এবং অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া নিমেষমধ্যে তৃণরাজিতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে ও কাননপ্রান্তে জলিয়া উঠিয়া মৃগরাজিকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিতেছে ॥ ২৫ ॥

অনল শাল্মলীকাননে সহস্রপুণ্ড্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জলিতেছে, তরু-কোটরে কাঞ্চনবৎ গৌরবর্ণে দীপ্তি পাইতেছে এবং সমীরণসঞ্চালিত হইয়া পরিণত শাখাপত্রময় সমুচ্চ-বনস্পাতসমূহে যেন লাফাইয়া লাফাইয়া গিয়া পড়িতেছে ও চকিতমধ্যে বনভূমির সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে ॥ ২৬ ॥

আজ অগ্নির উত্তাপে দেহ দগ্ধপ্রায় হওয়ায় গজ, গবয়, মৃগেন্দ্র প্রভৃতি পরস্পর বিরোধভাব পরিহারপূর্বক বদ্ধবৎ মিলিত হইয়া, অনলতাপে দীর্ঘদিগ্গজ্ঞানশূন্য হইয়া পর্বত-কন্দর হইতে বাহির হইতেছে এবং নদীর আয়ত পুলিন-দেশে পলাইয়া যাইতেছে ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ, এই গ্রীষ্মকালে জলরাশি পদ্বতনে ছাইয়া গিয়াছে, পাটলকুম্ভের মনোহর সৌরভে প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে, সলিলসেক্রে আজ কলেবর জুড়াইয়া যাইতেছে; প্রিয়ে! চন্দ্রের কোমল ও কুম্ভের মাল্য আজ সকলেরই সেব্য। আগার বাসনা, তুমি, অগ্নিকার সুখময়ী রজনীতে ললিতমধুর সঙ্গীত-মুখর সৌধতলে অবস্থানপূর্বক, প্রিয়সহচরী কামিনীদিগের সহিত এই নিদাঘ-সুখ সঙ্কোচ কর ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথম সর্গঃ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

বর্ষাবর্ণনম্

স-শীকরাস্তোমধরমন্তকুঞ্জরন্তুড়িংপতাকোহশনিশকমর্দলঃ ।
 সমাগতো রাজবহুজতত্য়াতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
 নিতাস্তনীলোৎপলপত্রকাস্তিভিঃ কচিং প্রতিম্নাঙ্গনরাশিসন্নিভৈঃ ।
 কচিং সগর্ভ-প্রমদা-স্তনপ্রভৈঃ সমাচিৎ ব্যোম ঘনৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২ ॥
 তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ ।
 প্রয়াস্তি মন্দং বহুধারবর্ষণো বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ ॥ ৩ ॥
 বলাহকাশ্চাশনিশকমর্দলাঃ সুরেন্দ্রচাপং দধতস্তুড়িদৃগুগম্ ।
 সূতীক্ষ্ণধারাপতনোগ্রসায়কৈস্তদস্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্ ॥ ৪ ॥
 প্রতিম্নবৈদূর্য্যনিভৈস্তৃণাকুরৈঃ সমাচিতা প্রোথিতকন্দলীদলৈঃ ।
 বিভাতি শুক্রেতররত্নভূষিতা বরাদ্ধনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্য ।—প্রিয়ে ! স-শীকরাস্তোমধরমন্তকুঞ্জরঃ, তড়িৎ-
 পতাকঃ, অশনি-শক-মর্দলঃ (“মর্দলঃ পণবোহন্তে চ”
 ইত্যমরাৎ বাভভেদঃ), উদ্ধত-ত্য়াতিঃ, কামিজন-প্রিয়ঃ,
 ঘনাগমঃ রাজবৎ সমাগতঃ ॥ ১ ॥

কচিং নিতাস্তনীলোৎপলপত্র-কাস্তিভিঃ (ঘনবিশেষণম্),
 কচিং প্রতিম্নাঙ্গন-রাশি-সন্নিভৈঃ, (কচিং চ) সগত-
 প্রমদা-স্তন-প্রভৈঃ ঘনৈঃ ব্যোম সমন্ততঃ সমাচিতম্ ॥ ২ ॥

তৃষাকুলৈঃ চাতক-পক্ষিণাং কুলৈঃ প্রযাচিতাঃ তোয়ভরা-
 বলম্বিনঃ বহুধার-বর্ষণঃ শ্রোত্রমনোহর-স্বনাঃ বলাহকাঃ
 মন্দং প্রয়াস্তি ॥ ৩ ॥

অশনি-শক-মর্দলাঃ তড়িদৃগুগং সুরেন্দ্র-চাপং দধতঃ
 বলাহকাঃ চ সূতীক্ষ্ণ-ধারা-পতনোগ্র-সায়কৈঃ প্রবাসিনাং চেতঃ
 প্রসভং তুদন্তি ॥ ৪ ॥

প্রতিম্ন-বৈদূর্য্য-নিভৈঃ প্রোথিত-কন্দলীদলৈঃ তৃণাকুরৈঃ
 ইন্দ্রগোপকৈঃ (চ) সমাচিতা ক্ষিতিঃ শুক্রেতর-রত্ন-ভূষিতা
 বরাদ্ধনা ইব বিজাতি ॥ ৫ ॥

বক্তার্থ ।—প্রিয়ে ! দেখ দেখ,—কামি-জনের একান্ত
 প্রিয়, সমুজ্জল-কার্ত্তি বর্ষাঋতু রাজার ত্রায় উপস্থিত হইয়াছে ।
 রাজার ত্রায় ইহারও জল-রূপবর্ষা জলধর মন্তমাতঙ্গ, তড়িত্তা
 বিজয়পতাকা, আর গম্ভীর বজ্র-নাম আগমন-বোষণার
 আল (বাভম্ব-বিশেষ) ॥ ১ ॥

ঐ দেখ,—আকাশ-গাত্রেয় কোথাও নীলোৎপলের ন্যায়
 নয়ন-মনোহর কাস্তিতে পরিপূর্ণ, কোন স্থান আবার দলিত
 কজল-রাশির ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, আবার কোন স্থান
 গর্ভবতী রমণীর পীন-স্ফীত স্তনের ন্যায় প্রভাপুঞ্জ
 বিরাজিত । আজ তাদৃশ নানাবর্ণের মেঘে সমগ্র আকাশটা
 একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে ॥ ২ ॥

ঐ দেখ প্রিয়ে ! মেঘ জল-ভারে যেন লম্বমান হইয়া
 পড়িয়াছে এবং অজস্রধারা বর্ষণ করিতে করিতে শবণ-
 মনোহর শব্দের সহিত কেমন ছুটিয়াছে ; আর ভূষিত চাতক-
 কুল জল ভিক্ষা করিতেছে ॥ ৩ ॥

প্রিয়ে ! ঐ দেখ, মেঘরাজ যেন রণসাজে সাজিয়া বিরহ-
 বিধুর প্রবাসীদগের উপর কি অজস্র বাণ-বর্ষণ করিতেছে ।
 অশনির ঘোর নাদ তাহার রণদ্রুমভি-ধ্বনি ও বিদ্যুন্নতা
 তাহার বিশাল ইন্দ্রধনুর মোকরী এবং সূতীক্ষ্ণ বর্ষণধারা যেন
 তাহার নিশিত সায়ক ॥ ৪ ॥

দলিত-বৈদূর্য্য-মণির ন্যায় শ্রামল তৃণাকুরে, নবোদগত
 কন্দলী-পত্রে এবং বর্ষাকালজাত ইন্দ্রগোপ-নামক কীটসমূহে
 সমাবৃত হইয়া পৃথিবী নীলাদি-রত্নভূষিতা বরাদ্ধী সুন্দরীর
 ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৫ ॥

সদা মনোজ্ঞঃ স্বনজ্জংসবোৎসুকং বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণকলাপশোভিতম্ ।
 সসংক্রমালিঙ্গনচূষনাকুলং প্রবৃত্ত-বৃত্যং কুলমগ্ন বহিণাম্ ॥ ৬ ॥
 নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিততটক্রমান্ প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্মলৈঃ ।
 স্ত্রিয়ঃ সুদৃষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ প্রয়াস্তি নতস্বরিতং পয়োনিধিম্ ॥ ৭ ॥
 তুণ্যেৎকরৈরুদগতকোমলাঙ্কুরৈবিচিত্রানীলৈরিরিণী-মুখ-ক্ষতৈঃ ।
 বনানি বৈক্যানি হরান্ত মানসং বিভূষিতাত্যদগত-পল্লবৈব্রজমৈঃ ॥ ৮ ॥
 বিলোলনেত্রোৎপলশোভিতাননৈর্মৃগৈঃ সমতাপজাতসাক্ষসৈঃ ।
 সমাচিতা সৈকতিনী বনস্থলী সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি চেতসঃ ॥ ৯ ॥
 অভীক্ষমুচ্চৈর্ধনতা পয়োমুচা ঘনান্ধকারীকৃতশর্বরীষপি ।
 তড়িৎপ্রভা-দর্শিত-মার্গ-ভূময়ঃ প্রয়াস্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

অর্থঃ—বহিণাং কুলম্ অগ্ন সদা মনোজ্ঞং স্বনং, উৎসবোৎসুকং বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণ-কলাপ-শোভিতং স-সংক্রমালি-
 ঙ্গনচূষনাকুলং তথা প্রবৃত্ত-বৃত্যং (জাতম্) ॥ ৬ ॥

নতঃ অনির্মলৈঃ প্রবৃদ্ধ-বেগৈঃ সলিলৈঃ পরিতঃ তটক্রমান্
 নিপাতয়ন্ত্যঃ সুদৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ঃ ইব জাতবিভ্রমাঃ (সত্যঃ) স্বরিত
 পয়োনিধিং প্রয়াস্তি ॥ ৭ ॥

উদগতকোমলাঙ্কুরৈঃ বিচিত্র-নীলৈঃ হরিণী-মুখ-ক্ষতৈঃ
 তুণ্যেৎকরৈঃ উদগত-পল্লবৈঃ ব্রজমৈঃ বিভূষিতানি বৈক্যানি
 বনানি মানসং হরন্তি ॥ ৮ ॥

সৈকতিনী বনস্থলী বিলোল-নেত্রোৎপল-শোভিতাননৈঃ
 উপজাত-সাক্ষসৈঃ মৃগৈঃ সমতাপ্য সমাচিতা (সত্যী) চেতসঃ
 সমুৎসুকত্বং প্রকরোতি ॥ ৯ ॥

অভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ অভীক্ষম্ উচ্চৈঃ ধনতা পয়োমুচা
 ঘনান্ধকারীকৃতশর্বরীষ্যু অপি তড়িৎ-প্রভা-দর্শিত-মার্গভূময়ঃ
 (সত্যঃ) রাগাৎ প্রয়াস্তি ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থঃ—নববর্ষাসমাগমে ময়ুরগণ আজ আনন্দোৎ-
 সবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ,—কলাপ-ভার
 প্রসারণপূর্বক কি শোভা ধারণ করিতেছে এবং নিরন্তর
 আলিঙ্গন ও চূষন কর্ত্তব্য হইয়া মনোহর কেকাদানি-
 পুরঃসর কেমন বৃত্ত্য করিতেছে ॥ ৬ ॥

ঐ দেখ, আবিল এবং অত্যন্ত বেগবন্ত সলিল-সম্মাতে

উভয়তীরবর্ত্তী ক্রমান্বিতকে অধঃপতিত করিয়া, কুল-ক্রষ্টা
 কামিনীর ছায় নানা অঙ্গভঙ্গি-সহকারে বর্ষার খরস্রোতা নদী-
 সকল কেমন তাড়াতাড়ি সমুদ্রের দিকে ছুটিতেছে ॥ ৭ ॥

প্রিয়ে! আজ বিদ্যাপর্ব্বতের বনরাজির সৌন্দর্য্য যথার্থই
 চিত্তহরণ করিতেছে। ঐ দেখ, হরিণীর মুখ-ক্ষত বিচিত্র-
 নীল-তুণ্যরাজ কেমন নবোদগত স্নেহকোমল অঙ্কুরে শোভা
 পাইতেছে! আবার ও দিকে ঐ ক্রমদল অচিরজাত পল্লব-
 ভূষণে কি সুন্দর বিভূষিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ, সৈকতময়ী বনস্থলী আজ
 মৃগকূলে একেবারে যেন খচিত হইয়া পড়িয়াছে।
 উৎপল-সদৃশ চঞ্চল এবং ভয়চকিত নয়নে হরিণ-সমূহের মুখত্ৰী
 কি মনোহর দেখাইতেছে! প্রিয়ে! এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য
 দর্শনে আজ লোকের চিত্ত যেন কেমন অধীর, উৎকণ্ঠায়
 হইয়া উঠিতেছে ॥ ৯ ॥

প্রিয়ে! নিরন্তর মজ্জধনি দ্বারা দর্শনদিক্ আপুরিত করিয়া
 মেঘমালা—বজনীর অন্ধকার যেন শতগুণ বাড়াইয়া
 তুলিয়াছে। পথঘাট কিছুই দেখা যাইতেছে না। এতাদৃশ
 ঘনতমিরাবৃত্ত তামসী নিশিতেও অভিসারিকা কামি-
 নীরা ক্ষণ-বিলসিত বিদ্যুৎপ্রভায় কোনোমতে পথ
 দেখিতে পাইয়া—অজরাগাধ-হৃদয়ে সঙ্কেত-স্থানে

পয়োধরৈর্ভীম-গভীর-নিষনৈ-স্তড়িষ্টিরুদ্রেজিত-চেতসো ভূশম্
কৃতাপরাধানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্ পরিষজন্তে শয়নে নিরন্তরম্ ॥ ১১ ॥
বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভিনিষিক্তবিন্ধ্যাধরচারুপল্লবাঃ ।
নিরন্তুমাল্যভরণানুলেপনাঃ স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাম্ ॥ ১২ ॥
বিপাণ্ডুরং কীটরজস্তৃণাঘ্নিতং ভুজঙ্গবদক্রেগতি-প্রসপিতম্ ।
সসাম্বসৈর্ভেককুলৈর্নিরীক্ষিতং প্রয়াতি নিয়াভিমুখং নবোদকম্ ॥ ১৩ ॥
বিপন্নপুষ্পাং নলিনীং সমুৎসুকা বিহার ভৃঙ্গাঃ শ্রুতিহারিনিষনঃ ।
পতন্তি মৃঢাঃ শিখিনাং প্রনৃত্যতাং কলাপচক্রেয়ু নবোৎপলাশয়া ॥ ১৪ ॥
বনদ্বিপানাং নববারিদম্বনৈর্মদা দ্বতানাং ধ্বনতাং মুহুমূহঃ ।
কপোলদেশা বিমলোৎপলপ্রভাঃ সতৃঙ্গযুথৈর্মদবারিভিশ্চিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ।—যোষিতঃ (কৃতরোষাঃ) ভীম-গভীর-নিষনৈঃ
পয়োধরৈঃ তড়িষ্টিঃ (চ) ভূশং উদ্রেজিত-চেতসঃ (সত্যঃ)কৃতাপ-
রাধান্ অপি প্রিয়ান্ শয়নে নিরন্তরং পরিষজন্তে ॥ ১১ ॥

প্রবাসিনাং নিরাশাঃ প্রমদাঃ বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দুভিঃ
নিষিক্তবিন্ধ্যাধরচারুপল্লবাঃ (তথা) নিরন্তুমাল্যভরণানুলেপনাঃ
(চ সত্যঃ) স্থিতাঃ ॥ ১২ ॥

বিপাণ্ডুরং কীট-রজস্তৃণাঘ্নিতং, ভুজঙ্গবদ বক্রগতি-
প্রসপিতং সসাম্বসৈঃ ভেককুলৈঃ নিরীক্ষিতং নবোদকং
নিয়াভিমুখং প্রয়াতি ॥ ১৩ ॥

শ্রুতি হারি-নিষনঃ সমুৎসুকাঃ মৃঢাঃ ভৃঙ্গাঃ বিপন্ন-পুষ্পাঃ
নলিনীং বিহার নবোৎপলাশয়া প্রনৃত্যতাং শিখিনাং কলাপ-
চক্রেয়ু পতন্তি ॥ ১৪ ॥

নব-বারিদ-দম্বনৈঃ মুহুমূহঃ ধ্বনতাং মদাবিতানাং বন-
দ্বিপানাং বিমলোৎপল-প্রভাঃ কপোলদেশাঃ স-ভৃঙ্গ-যুথৈঃ
মদবারিভিঃ চিতাঃ ॥ ১৫ ॥

বজ্রার্ঘ্য।—প্রিয়তমে। আজ অভিমানিনীদের খুব
দর্প চূর্ণ হইতেছে। একই শয্যায় অপরাধী প্রিয়তমের সহিত
শয়ন করিয়াও যাহারা রোষভরে পাশ ফিরিয়াছিলেন,
অকস্মাৎ ভীমগভীর জলদ-গর্জনে ও তড়িৎ-বিজ্ঞপ্তিতে অত্যন্ত
দ্রুত ও ভীত হইয়া সেই সব অভিমানিনীরাই তাড়াতাড়ি
পার্ক-পরিবর্তনপূর্বক, ঐ অপরাধী প্রিয়তমকে প্রগাঢ়ভাবে
জড়াইয়া ধরিতেছেন ॥ ১১ ॥

বর্ষাকালের এই উৎকর্ষাজনক সময়ে, প্রোষিত-
পতিকা প্রমদারা কি নৈরাশেই না কাল কাটাইতেছে।
তাহাদের নয়নকমলস্কত অশ্রুবিন্দু-জালে সূচায়-
পল্লবকল্প বিন্ধ্যাধর ঋতিযুক্ত হইতেছে, তাহারা আজ নারী-
জন-কমনীয়—কুসুমদাম, অলঙ্কার ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য
দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে! ॥ ১২ ॥

প্রিয়ে! বর্ষার আবিলতায় পাণ্ডুবর্ণ এবং নানাবিধ
জলকীট, রজঃ ও তৃণাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া, ঐ দেখ, নুতন
জলস্রোতঃ ভুজঙ্গের ত্রায় কুটিল-গতিতে কেমন নিরা-
ভিমুখে তরতরবেগে বহিয়া বাইতেছে, আর ঐ স্রোতকে কাল-
ভুজঙ্গসঙ্গে—ভেককুল কেমন ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ
করিতেছে ॥ ১৩ ॥

ঐ দেখ,—বর্ষার ধারাসম্পাতে মৃণালিনীর পদ্মটি বিমণ্ডিত
হওয়ায়, নব উৎপলে বসিবার জন্ত একান্ত উৎসুক হইয়া
বিমূঢ় ভ্রমর কেমন শ্রুতিমনোহর গুঞ্জন করিতে করিতে
গিয়া নর্তন-রত ময়ূরগণের কলাপনিচয়ে পতিত
হইতেছে ॥ ১৪ ॥

প্রিয়ে! ঐ দেখ,—নব-জলদ-গর্জনে প্রতিবন্ধি-গজ-
গর্জনে মনে করিয়া যখনই বনযাতঙ্গগণ মুহুমূহঃ কি বোর
শব্দ করিতেছে এবং তাহাদের অমল-কমল-প্রভ কপোল-
ভিত্তি ভ্রমরাগত মদ বারিধারে অতিযুক্ত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

সিতোৎপলাভানুদুহিতোপলাঃ সমাচিতাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ ।

প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ সমুৎসুকঙ্ক জনয়ন্তি ভূধরাঃ ॥ ১৬ ॥

কদম্বসর্জার্জুনকেতকীবনং প্রকম্পয়ন্তং কুসুমাদিवासিতঃ ।

স-শীকরাস্তোদরসঙ্গশীতলঃ সমীরণঃ কং ন করোতি সোৎসুকম্ ॥ ১৭ ॥

শিরোরুহৈঃ শ্রোণিতটাবলম্বিভিঃ কৃতাবতংসৈঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।

স্তনৈঃ সহারৈর্বদনৈঃ সসীধুভিঃ স্ত্রিয়ো রতিং সঞ্জনয়ন্তি কামিনাম্ ॥ ১৮ ॥

তড়িলতা-শক্রধনু-বিভূষিতাঃ পয়োদরাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ ।

স্ত্রিয়ঃ কাক্ষীমণিকুণ্ডলোজ্জ্বলা হরন্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসিনাম্ ॥ ১৯ ॥

মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভিরাযোজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতেহত্ ॥

কর্ণান্তরেষু ককুভ-দ্রুম-মঞ্জরীভিঃ স্ফীকুল-রচিতানবতংসকান্ ॥ ২০ ॥

অর্থঃ—সিতোৎপলাভানুদুহিতোপলাঃ প্রস্রবণৈঃ সমন্ততঃ সমাচিতাঃ প্রবৃত্ত-নৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ সমুৎসুকঙ্ক জনয়ন্তি ॥ ১৬ ॥

স-শীকরাস্তোদরসঙ্গশীতলঃ সমীরণঃ কদম্বসর্জার্জুন-কেতকীবনং প্রকম্পয়ন্তং কুসুমাদিवासিতঃ (সন্) কং সোৎসুকং ন করোতি ? ॥ ১৭ ॥

স্ত্রিয়ঃ শ্রোণিতটাবলম্বিভিঃ শিরোরুহৈঃ, কৃতাবতংসৈঃ সুগন্ধিভিঃ কুসুমৈঃ, সহারৈঃ স্তনৈঃ, সসীধুভিঃ বদনৈঃ (চ) কামিনাং রতিং সঞ্জনয়ন্তি ॥ ১৮ ॥

তড়িলতাশক্রধনুবিভূষিতা তেয়ভরাবলম্বিনঃ পয়োদরাঃ, কাক্ষীমণিকুণ্ডলোজ্জ্বলাঃ স্ত্রিয়ঃ চ যুগপৎ প্রবাসিনাং চেতঃ হরন্তি ॥ ১৯ ॥

অত্ যোষিতঃ শিরসি কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভিঃ আযোজিতাঃ মালাঃ কর্ণান্তরেষু ককুভ-দ্রুমমঞ্জরীভিঃ ইচ্ছামূলরচিতান অবতংসকান্ চ বিভ্রতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ—প্রিয়ে! আজ পর্বতরাজি হৃদয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মাইতেছে। ঐ দেখ, গিরিপুষ্ঠের উপলম্বিত্রণিকৈ ষেতকমল-প্রভ মেঘরাজি কেমন ঘন ঘন চুষন করিতেছে এবং উজ্জ্বল চারিধার দিয়া কি খরবেগে নির্ঝর বহিয়া চলিয়াছে। অগ্নি—ঐ সকল উপলরাশির উপর সহস্র চন্দ্রাক্ত পূচ্ছভার বিস্তারপূর্বক কলাপিগণ কি মনোহর নৃত্য করিতেছে! ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ে! বর্ষার সমীরণ কি চমৎকার! প্রাণ যেন পাগল করিয়া দিতেছে। অম্বুবাহের অম্বু-কণায় সুশীতল হইয়া, দেখ কেমন ধীরে ধীরে কদম্ব, শাল, অর্জুন ও কেতকীবন প্রকম্পিত করিয়া বায়ু বহিতেছে ও তৎতদবনের কুসুমসৌরভে আয়োদিত হইয়া, কাহার প্রাণ না উৎকণ্ঠায় করিয়া তুলিতেছে? ১৭ ॥

আজ রমণীরা বর্ষার সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া কামার্ত প্রণয়ীদিগের হৃদয়ে কত ভাব, কত বাগনা জাগাইয়া তুলিতেছে! দেখ, দেখ, শুক্ল নিতম্বভিত্তি পর্যন্ত কেশদাম কেমন তুলিতেছে ও সুগন্ধি কুসুমে কেমন তাহারা কর্ণভূষণ পরিয়াছে, স্তনতটে হারাবলী কেমন শোভা পাইতেছে ও মত্তপূর্ণ বদনের উচ্ছ্বাসে কি মনোহর কান্তি ঝরিয়া পড়িতেছে! ॥ ১৮ ॥

প্রিয়ে! এই বর্ষাসমাগমে প্রবাসীদেরই চরম সর্কনাশ! ঐ দেখ, জল-ভার-নত নবীন মেঘ তড়িৎ-লতায় এবং ইজ্জ্বলমুতে কি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে এবং বরাজনাগণও মেখলাদামে ও গণিময় কুণ্ডলে কেমন সাজিয়াছে! বল দেখি, এই সব দেখিয়া বিরহ-বধুর প্রবাসীদিগের হৃদয়ে যুগপৎ কি যাতনা জন্মিতেছে? ১৯ ॥

আজ সুন্দরীরা প্রস্তুত কদম্ব, অচিরোদ্যত্ন বহুল ও কেতকী-কুসুমের সংমিশ্রণে মালা গাঁথিয়া শিরোদেশ সজ্জিত করিয়াছে এবং সাধ মিটাইয়া ঝাঁর যেমন ইচ্ছা, কুটজ-কুসুমের অবতংস কানে পড়িতেছে ॥ ২০ ॥

কালাগুরু-প্রচুর-চন্দন-চচ্চিত্তাভ্যঃ পুষ্পাবতংস-সুরভীকৃত-কেশপাশাঃ ।

ঋত্বা ধ্বনিং জলমুচাং তরিতং প্রদোষে শয্যাগৃহং গুরুগৃহাং প্রবিশন্তি নার্যাঃ ॥ ২১ ॥

কুবলয়দলনীলৈরুন্নতৈস্তোয়-নৈত্রৈমৃচ্-পবনবিধুতৈশ্চন্দমন্দং চলন্তিঃ ।

অপহৃতমিব চেতস্তোয়দৈঃ স্লেচ্চচাপৈঃ পথিকজনবধূনাং তদ্বিয়োগাকুলানাম্ ॥ ২২ ॥

মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃ সমস্তাং পবনচলিত-শাখৈঃ শাখিভিন্নত্যতীব ।

হসিতমিব বিধন্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিলনিষেকচ্ছিন্নতাপো বনাস্তঃ ॥ ২৩ ॥

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং বিকসিতনবপুষ্পৈযু থিকাকুট্টালৈশ্চ ।

বিকচনবকদম্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং রচয়তি জলদৌঘঃ কাস্তবৎ কাল এষঃ ॥ ২৪ ॥

দধতি বরকুচাগ্রৈরুন্নতৈর্হারযষ্টিং প্রতমুসিতদ্বুলাস্তায়তৈঃ শ্রোণিবিধৈঃ ।

নবজলকণসেকাচ্ছদগতাং রোমরাজিৎ ললিতবলিবিভাগৈর্গন্ধ্যদেদৈশ্চ নার্যাঃ ॥ ২৫ ॥

অর্থম্ ।—কালাগুরু-প্রচুর-চন্দন-চচ্চিত্তাভ্যঃ, পুষ্পাব-
তংসসুরভীকৃত-কেশ-পাশাঃ নার্যাঃ প্রদোষে জলমুচাং ধ্বনিং
ঋত্বা গুরুগৃহাং তরিতং শয্যাগৃহং প্রবিশন্তি ॥ ২১ ॥

কুবলয়-দল-নীলৈঃ, উন্নতৈঃ, তোয়-নৈত্রৈঃ, মৃচ্-পবন-
বিধুতৈঃ, (অতএব) মন্দমন্দং চলন্তিঃ, স্লেচ্চচাপৈঃ
তোয়দৈঃ তদ্বিয়োগাকুলানাং পথিক-জন-বধূনাং চেতঃ
অপহৃতম্ ইব ॥ ২২ ॥

নব-সলিল-নিষেক-চ্ছিন্নতাপঃ বনাস্তঃ জাতপুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ
মুদিতঃ ইব সমস্তাং পবন-চলিত-শাখৈঃ শাখিভিঃ কৃত্যতি
ইব ; কেতকীনাং সূচিভিঃ হসিতং (চ) বিধন্তে ইব ॥ ২৩ ॥

জলদৌঘঃ এষঃ কালঃ কাস্তবৎ বধূনাং শিরসি মালতীভিঃ
সমেতাং বকুলমালাং রচয়তি, বিকসিত-নব-পুষ্পৈঃ যুথিকা-
কুট্টালৈঃ বিকচ-নব-কদম্বৈঃ কর্ণপূরঃ চ (রচয়তি) ॥ ২৪ ॥

নার্যাঃ, উন্নতৈঃ বরকুচাগ্রৈঃ হারযষ্টিং, আয়তৈঃ শ্রোণি-
বিধৈঃ প্রতমু-সিতদ্বুলাস্তায়িত, ললিতবলিবিভাগৈঃ মধ্য-দেদৈঃ
নবজল-কণ-সেকাং উদগতাং রোমরাজিৎ চ দধতি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ ।—প্রিয়ে ! ঐ দেখ,—বর্ষাগমে রমণীরা
সৌগন্ধময় কালাগুরুমিশ্রিত চন্দনে অজযষ্টি কেমন চচ্চিত ও
কুসুম-রচিত কর্ণভূষণে কেশপাশ কেমন সুসজ্জিত করিয়া
জাজিয়াছে ! ঐ দেখ, সায়ংকালেই, হঠাৎ মেঘ-গর্জনে
ওনিয়া গুরুজনের গৃহ হইতে কত তাড়াতাড়ি তাহারা শয়ন-
গৃহে প্রবেশ করিতেছে ! ॥ ২১ ॥

আজ পতি-বিরহ-বিধুরা পথিক-বধুদিগের কান্তর হৃদয়
নানাপ্রকারে যেম আয়ত ক্রমে কান্তরতর—কান্তরভূম করিয়া

তুলিতেছে ! কুবলয়দলবৎ নীলবর্ণ, কচিং সমুন্নত, কখনো
আবার জল-ভার-নত, কচিং মৃদ-সমীরণে বিকম্পিত,
কখনো আবার ধীরে ধীরে বিচলিত ও ইচ্ছনুহুতে পরিশোভিত
জলদজাল আজ বিরহিণীদিগকে লইয়া কত খেলাই
খেলাইতেছে ! ॥ ২২ ॥

প্রিয়ে ! আজ জলদের নব-জল-সম্পাতে বনস্থলীর সমস্ত
তাপ বিদূরিত হইয়াছে, তাই তাহার আর আনন্দের অবশি
নাই । চারিদিকে বিকসিত-কুসুম-কদম্বতরুরাজিচ্ছলে বনভূমির
হাস্যচ্ছটাপূর্ণ প্রযুক্ততা প্রকাশ পাইতেছে এবং বায়ু-বিকম্পিত
শাখাবিশিষ্ট তরুরাজিচ্ছলে সে যেন কত কৃত্য করিতেছে,
ও কেতকীকুসুমের পরাগলিপ্ত ধবল কেশর এবং সূচিবৎ তীক্ষ্ণ
বিজ্ঞপ্তিলির দ্বারা যেন কতই না হাসিতেছে ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ে ! আজ এই বর্ষাকাল প্রাণ-কান্তের ছায় কামিনী-
দিগকে স্বহস্তে যেন সাজাইতে বসিয়াছে । ঐ দেখ ! মধ্যে
মধ্যে মালতী-কুসুম-খচিত বকুলের মালা বধুদিগের
শিরোদেশে পরাইতেছে, আবার সেই মালার মধ্যে নব-
বিকসিত কুসুম ও যুথিকার বোরক খচিত করিয়া দিতেছে
এবং আচর-প্রচুর নবীন কদম্বফল সুন্দরীদিগের কানে
পরাইতেছে ! ॥ ২৪ ॥

প্রিয়ে ! আজ রমণীদের সমস্তই সুন্দর দেখাইতেছে
ঐ দেখ, তাহারা পানোন্নত এবং মনোহর কুচায়ে কেমন হার-
লতা, আয়ত-নিভষতটে কি সুন্দর, সূচিকণ ধবল বসন এবং নব-
জলকণ-সংস্পর্শে দ্বিগুণ-কণ্টকিত রোমরাজিকে ত্রিবলীশোভিত
কটিদেশ দ্বারা ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে ! ॥ ২৫ ॥

নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ কুম্ভমভরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্ ।
 জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ পরিহরতি নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি ॥ ১৬ ॥
 জলভরবিনতানামাশ্রয়োহস্মাকমুচ্চৈরয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নত্ৰাঃ ।
 অতিশয়পরুবাভিগ্রীষ্ববহুঃ শিখাভিঃ সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিদ্যাম্ ॥ ২৭ ॥
 বহুগুণরমণীয়ঃ কামিনীচিন্তহারী তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ ।
 জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঙ্কিতানি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃত্তসংহারে প্রাবৃত্ত-বর্ণনে

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

অনুব্রতঃ—নবজল-কণসঙ্গাৎ শীততাং আদধানঃ, নবজলবগার সংমিশ্রণে তাহা কি শীতল ! দেখ দেখ, কুম্ভ-
 কুম্ভমভর-নতানাং পাদপানাং লাসকঃ, কেতকীনাং রজোভিঃ
 জনিত-রুচির-গন্ধঃ নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি
 পরিহরতি ॥ ১৬ ॥

উট্টে: (অভ্যুন্নতঃ) (অয়ং বিদ্যা: পরীতঃ) জলভর-
 বিনতানাম্ অস্মাকং আশ্রয়ঃ ইতি (হেতোঃ) তোয়-নত্ৰাঃ
 তোয়দাঃ, অতিশয়-পরুবাভিঃ গ্রীষ্মবহুঃ শিখাভিঃ সমুপ-
 জনিততাপং বিদ্যাম্ হ্লাদয়ন্তী ইব ॥ ২৭ ॥

(প্রিয়ে !) বহুগুণ-রমণীয়ঃ কামিনী-চিন্ত-হারী, তরুবিটপ-
 লতানাং বান্ধবঃ, নির্বিকারঃ, প্রাণিনাং প্রাণভূতঃ এষঃ
 জলদ-সময়ঃ প্রায়শঃ তব বাঙ্কিতানি হিতানি দিশতু ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ—প্রিয়ে ! আজ বাদলের পাগল বাতাস
 প্রবাসীদিগের বিরহ-খিन्न হৃদয়ে হরণ করিতেছে। আহ

নবজলবগার সংমিশ্রণে তাহা কি শীতল ! দেখ দেখ, কুম্ভ-
 ভর-নত তরুলতাগুলিকে সে কেমন নাচাইতেছে ! কেতকী-
 পরাগে তাহার কি মনোহর সৌরভ জন্মিয়াছে ! ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ে ! আকাশচুর্ঘী এই বিদ্যাগিরি, আমরা যখন জল-
 ভরে আনত হইয়া পড়ি, তখন আমরাগিকে আশ্রয়দান
 করে—এই জগৎ যেন গ্রীষ্মানলের অতি কঠোর জ্বালায়
 প্রতপ্ত বিদ্যাকে আজ নবজলসমুত মেঘপঙ্ক্তি আলিঙ্গন-
 পূর্বক শান্তি দান করিতেছে ! ॥ ২৭ ॥

আজ এই আনন্দময় ভোগ-পূর্ণ বর্ষাকালে, প্রিয়ে
 তোমাকে আর অধিক কি বলিব ? এই নানাগুণরমণীয়,
 কামিনীহৃদয়রঞ্জন, তরুলতাবল্লরীয় প্রিয়বন্ধু, বিকারশূন্য এবং
 প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ এই জলদ-সময় তোমার সমস্ত
 কামনা, হৃদয়ের সমস্ত বাসনা সফল করুক, এই আমার
 আন্তরিক প্রার্থনা ॥ ২৮ ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গঃ ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

শরদর্পনম্

কাশাংশুকা বিকচ-পদ্মমনোজ্জবন্তা। সোমাদ-হংসরবণ্পূবনাদরম্যা।
আপক-শালিকচিরা তলুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা। শরদবধূরিব রূপরম্যা। ১ ॥
কাশৈশ্মহী শিশিরদীপিতিনা রজত্তো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনাস্তাঃ শুক্লীকৃতান্যপবনানি চ মালতীভিঃ ২ ॥
চঞ্চন্নোজ্জশফরীরসনাকলাপাঃ পর্যাস্ত-সংস্থিতসিতাণ্ডজ-পঙ্ক্তিহারাঃ।
নত্বো বিশালপুলিনাস্তনিতম্ববিষা। মন্দং প্রয়াস্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাভ ৩ ॥
ব্যোম কচ্চিদ্ভজত-শঙ্খ-মৃণাল-গোরৈস্ত্যক্তানুভিলষুত্যা শতশঃ প্রয়াতৈঃ।
সংলক্ষ্যতে পবন-বেগ-চলৈঃ পয়োদৈঃ রাজেব চামর-বরৈরুপবীজ্যমানঃ ৪ ॥

অঙ্কুর।—(প্রিয়ে!) কাশাংশুকা, বিকচ-পদ্ম-মনোজ্জ-বন্তা, সোমাদ-হংসরবণ্পূবনাদরম্যা, আপক-শালিকচিরা, তলুগাত্রযষ্টিঃ রূপ-রম্যা শরৎ নববধূঃ ইব প্রাপ্তা ১ ॥

কাশৈঃ মহী, শিশির-দীপিতিনা রজত্তঃ, হংসৈঃ সরিতাং জলানি, কুমুদৈঃ সরাংসি, কুসুমভার-নতৈঃ সপ্তচ্ছদৈঃ বনাস্তাঃ, মালতীভিঃ উপবনানি চ শুক্লীকৃতানি ২ ॥

চঞ্চন্নোজ্জ-শফরীরসনা-কলাপাঃ, পর্যাস্ত-সংস্থিত-সিতা-ণ্ডজ-পঙ্ক্তি-হারাঃ বিশাল-পুলিনাস্ত-নিতম্ববিষাঃ নত্বাঃ সমদাঃ প্রমদাঃ ইব অত মন্দং প্রয়াস্তি ৩ ॥

ত্যাক্তানুভিঃ রজত শঙ্খ-মৃণালগোরৈঃ লঘুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈঃ পবন-বেগচলৈঃ পয়োদৈঃ ব্যোম কচ্চৎ চামরবরৈঃ উপবীজ্যমানঃ রাজা ইব সংলক্ষ্যতে ৪ ॥

বক্তার্থ।—প্রিয়ে! দেখ, দেখ, রমণীয়রূপ-শালিনী শরৎ, নানা সাজ-সজ্জায় সাজিয়া নববধূর ত্রায় উপস্থিত হইয়াছে। কাশ-কুমুম ইহার সুচিকণ পরিধেয়, বিকচ কমল ইহার মনোহর মুখ, মদমুখর কলহংস ইহার রমণীয় নৃপুন্নাদ এবং পরিপক ও বিরলত্ব শালিধাতু ইহার কুশ অলঙ্কারিকা। আজ ইহার সমস্তই নয়নমনোরম ১ ॥

মধুর-শরতে আজ সমস্তই শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

আজ কাশকুমুমের দ্বারা পৃথিবী, শিশির-কাস্তি চন্দ্রকিরণে রাত্রি, হংসরাজি দ্বারা তটিনীর জল, কুমুদের দ্বারা সরোবর, কুমুমভার-নত সপ্তপর্ণের দ্বারা বনভূমি এবং মালতী-কুমুমের দ্বারা উপবনসমূহ একেবারে শ্বেত হইয়া গিয়াছে ২ ॥

ঐ দেখ, মদালসা প্রমদার ত্রায় নদীনিবহ আজ কত মহর-গননে বহিয়া যাইতেছে। ঐ মাঝে মাঝে শফরী- (পুঁটিমাছ) গুলির উদ্বর্তনে মনে হইতেছে—প্রমদার ত্রায় নদীগুলিও যেন সুন্দর কাঞ্চীদাম ধারণ করিয়াছে, আর ঐ উভয়তটনিয় শ্বেতহংসমালা যেন উহার কণ্ঠবর্ত্তিনী হারলতা এবং ঐ সত্তাঃ উথিত পুলিন যেন উহার নিতম্বদেশ। প্রিয়ে, তটিনীর আজ কত শোভা! ৩ ॥

প্রিয়ে! রাজার ত্রায় আকাশকে যেন আজ, ঐ দেখ, কত চামর ব্যজন করিতেছে! মেঘের জল করিয়া গিয়া তাহা রজত, শঙ্খ এবং মৃণালের ত্রায় শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, জলভার-শূন্য হওয়ায় এতই হালকা হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত ও বায়ুবশে চতুর্দিকে পরিচালিত হইতেছে। ঠিক যেন ব্যোমরূপী বিরাট রাজরাজেশ্বর অসংখ্য চামর দ্বারা উপবীজিত হইতেছেন ৪ ॥

ভিন্নাঙ্গন-প্রচয়-কান্তি নভো মনোজ্ঞ বন্ধুক-পুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ ।
 বপ্রাশ্চ পঙ্কজলমাবৃত-ভূমি-ভাগাঃ প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি ন মনো ভূবি কশ্চ যুনঃ ॥ ৫ ॥
 মন্দানিলাকুলিত-চাকুতরাগ্রশাখাঃ পুষ্পোদগম-প্রচয়-কোমল-পল্লবাগ্রাঃ ।
 মন্ত-দ্বিরেক-পরিপীত-মধু-প্রসেকশ্চিত্তং বিদারয়তি কশ্চ ন কোবিদারঃ ॥ ৬ ॥
 তারাগণ-প্রবর-ভূষণমুদ্রহন্তী মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত-শশাঙ্ক-বক্ত্রা ।
 জ্যোৎস্না-দুকূলমমলং রজনী দধানা রুদ্ধি প্রয়াত্যানুদিনং প্রমদেব বালা ॥ ৭ ॥
 কারণুবাবলি-বিঘটিত-বীচি-মালাঃ কাদম্ব-সারসকুলাকুলতীর-দেশাঃ ।
 কুর্ক্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনশ্চ শ্রীতিং পরাং কমলরেণুবৃতাস্তচিত্তাঃ ॥ ৮ ॥
 নেত্রোৎসবো হৃদয়-হারি-মরীচি-মালঃ প্রহ্লাদকঃ শিশিরশীকর-বারি-বর্ষা ।
 পত্ন্যাক্ষিয়োগ-বিষ-দিক্-শরক্ষতানাং চন্দ্রো দহত্যতিতরাং তনুমঙ্গনানাম্ ॥ ৯ ॥

অনুয় ।—(প্রিয়ে !) ভিন্নাঙ্গন-প্রচয়-কান্তি ননোজ্ঞ বন্ধুক-পুষ্প-রচিতারুণতা ভূমিঃ চ, পঙ্ক-কলমাবৃতভূমি-ভাগাঃ বপ্রাঃ চ ভূবি কশ্চ যুনঃ মনঃ ন প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি ॥ ৫ ॥

মন্দানিলাকুলিতচাকুতরাগ্র-শাখাঃ পুষ্পোদগম-প্রচয়-কোমল-পল্লবাগ্রাঃ মন্তদ্বিরেকপরিপীতমধু-প্রসেকঃ কোবিদারঃ কশ্চ চিত্তং ন বিদারয়তি ॥ ৬ ॥

তারাগণ-প্রবরভূষণমুদ্রহন্তী মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত-শশাঙ্ক-বক্ত্রা অমলং জ্যোৎস্না-দুকূলং দধানা রজনী বালা প্রমদা ইব অনুদিনং বুদ্ধি প্রয়াতি ॥ ৭ ॥

কারণুবাবলি-বিঘটিত-বীচিমালাঃ কাদম্ব-সারসকুলা-কুলতীর-দেশাঃ কমল রেণুতাঃ তচিত্তাঃ পরিতঃ হংস-বিরুতৈঃ জনশ্চ পরাং শ্রীতিং কুর্ক্বন্তি ॥ ৮ ॥

নেত্রোৎসবঃ হৃদয়-হারি-মরীচি-মালঃ প্রহ্লাদকঃ শিশির-শীকর-বারি-বর্ষা চন্দ্রঃ পত্ন্যঃ বিয়োগবিষ-দিক্-শর-ক্ষতানাম্ অঙ্গনানাং তনুম্ অতিতরাং দহতি ॥ ৯ ॥

বক্তার্থ ।—প্রিয়ে ! ঐ দলিত অঙ্গনবৎ কমলীয়-কান্তি মনোহর আকাশমণ্ডল, বাধুলী-কুমুদের লোহিত আভাষ আরক্ত-কলবরা এই পৃথিবী এবং সুপঙ্ক ধাত্ত-সমাবৃত ঐ ইতত্ততঃ শোভমান শস্তক্ষেত্ররাজি, তুমিই বল ত, আজ কোন্ যুবকের হৃদয় পাগল করিয়া না ভুলিতেছে ? ॥ ৫ ॥

প্রিয়ে ! আজ এই শরতে ঐ কোবিদারতরু (কাঞ্চন-কুলের গাছ), বল দেখি, কার চিত্ত না বিদীর্ণ করিতেছে ? ঐ দেখ, মুদ্র-মন্দ সনীরহিম্মোলে উহার নব পল্লবগুলি শাখাগ্রভাগে কেমন ছলিছে, যেন কত আকুল হইয়া

কাহাকে ডাকিতেছে। আবার—ঐ কোমল পল্লবনিচয়ের অগ্রভাগে কত ফুল ফুটিয়াছে ও তাহাতে মধুপান করিতে কী তে ভ্রমরগুলি যেন একেবারে মতিয়া লাগিয়া রহিয়াছে। বল দেখি—ঐ সব দেখিয়া কোন্ যুবক পাষণ হইয়া থাকিতে পারে ? ॥ ৬ ॥

প্রিয়ে ! শরতের কোমুদীয়াত রজনী বালা প্রমদার ন্যায় কেমন দিন দিন এখন বাড়িয়া উঠিতেছে। ঐ শারদ-গগনের উজ্জল তারারাজি যেন তার বিভূষণ, আর ঐ মেঘরূপ অবগুষ্ঠন-মুক্ত চন্দ্র আজ যেন সেই বালাজন-সদৃশী রজনীর লাবণ্য-ভরল মুখ। নবযুবতীরূপিনী শারদ-রাত্রি আজ অমল জ্যোৎস্নারূপ—সুচিকণ পরিধেয় ধারণ-পূর্বক কি অপূর্ব শ্রী-ই না ধারণ করিয়াছে ! ॥ ৭ ॥

সুন্দরি ! শরতের তটিনীর দিকে চাহিলে আজ কার না প্রাণ জুড়াইয়া যায় ? ঐ দেখ, কারণুব- (বেল হাঁস) শ্রেণি কেমন নাচিতে নাচিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলির তালে তালে তাসিতেছে, আবার ঐ তটিনীর তীর কত কৃষ্ণপক্ষ হংস ও সারসকুলে আকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে ও পদ্মের পরাগ-পটলে আচ্ছন্ন তটভূমিতে কল-হংসগণ কি মনোরম কল-ধ্বনি করিতেছে। শরতের এই অপূর্ব সুখদা দর্শনে কাহাণ প্রাণ-না উতলা হয়—বল ত ? ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে, এই মধুর শরতে, পতির বিরহরূপ বিষদিক্ শরে যে সন্দের অবলার হৃদয় জর্জরিত, সেই অনাথাদিগের বিরহ-দেহ, ঐ নরনের উৎসব, ঐ হৃদয়হারী কিরণমালায় স্নেহাভিত, ঐ হিমশীকরবর্ষা জগদানন্দ চন্দ্র আজ একেবারে বর্ষা করিতেছে। ॥ ৯ ॥

আকম্পয়ন্ ফলভরানতশালি-জালাশ্রানন্তয়ংস্তরুবরান্ কুসুমাবনত্রান্ ।
 প্রোৎফুল্লপঙ্কজবনাং নলিনীং বিধূয়ন্ যুনাং মনশ্চলয়তি প্রসভং নভস্বান্ ॥ ১০ ॥
 সোন্মাদ-হংস-মিথুনৈরুপশোভিতানি স্বচ্ছ-প্রফুল্ল-কমলোৎপল-ভূষিতানি ।
 মন্দ-প্রভাত-পবনোদগত-বীচিমালাম্মাৎকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরংসি ॥ ১১ ॥
 নষ্টং ধ্বংসবলভিভো জলদোদরেষু সৌদামিনী ক্ষুরতি নাভ্য বিয়ৎ-পতাকা ।
 ধ্বংস্তু পক্ষ-পবনৈর্ন নভো বলাকাঃ পশ্যন্তি নোন্নতমুখা গগনং ময়ূরাঃ ॥ ১২ ॥
 নৃত্যপ্রয়োগ-রহিতাঙ্ঘ্রিধিনো বিহায় হংসানুপৈতি মদনো মধুর-প্রগীতান্ ।
 মুক্তা কদম্ব-কুটজার্জুন-সর্জ-নীপান্ সপ্তচ্ছদানুপগতা কুসুমোদগমত্রীঃ ॥ ১৩ ॥
 শেফালিকা-কুসুমগন্ধ-মনোহরাণি স্বস্থ-স্থিতাঞ্জ-কুলপ্রতিনাদিতানি ।
 পর্যাস্ত-সংস্থিত-মৃগী-নয়োৎপলানি প্রোৎকণ্ঠয়ন্ত্যপবনানি মনাংসি পুংসাম্ ॥ ১৪ ॥

অঙ্কুর ।—নভস্বান্ ফলভরানত-শালি-জালাশ্রান্
 আকম্পয়ন্ কুসুমাবনত্রান্ তরুবরান্ আনন্তয়ন্ প্রোৎফুল্ল-
 পঙ্কজ-বনাং নলিনীং বিধূয়ন্ যুনাং মনঃ প্রসভং
 চলয়তি ॥ ১০ ॥

সোন্মাদ-হংস-মিথুনৈঃ উপশোভিতানি স্বচ্ছ-প্রফুল্ল-
 কমলোৎপল-ভূষিতানি মন্দ-প্রভাতপবনোদগত-বীচি-মালানি
 সরংসি হৃদয়ম্ উৎকণ্ঠয়ন্তি ॥ ১১ ॥

অভ্য বলভিভঃ ধ্বংসঃ জলদোদরেষু নষ্টং, বিয়ৎ-
 পতাকা সৌদামিনী ন ক্ষুরতি, বলাকাঃ পক্ষ-পবনৈঃ
 নভঃ ন ধ্বংস্তু, ময়ূরাঃ উন্নতমুখাঃ (সন্তঃ) গগনং ন
 পশ্যন্তি ॥ ১২ ॥

মদনঃ নৃত্য-প্রয়োগ-রহিতান্ শিখিনঃ বিহায় মধুর-
 প্রগীতান্ হংসান্ উপৈতি, কুসুমোদগমত্রীঃ কদম্বকুটজার্জুন-
 সর্জনীপান্ মুক্তা সপ্তচ্ছদান্ উপগতা ॥ ১৩ ॥

শেফালিকা-কুসুম-গন্ধ-মনোহরাণি স্বস্থ-স্থিতাঞ্জ-কুল-
 প্রতিনাদিতানি পর্যাস্ত সংস্থিতমৃগীনয়নোৎপলানি উপবনানি
 পুংসাং মনাংসি প্রোৎকণ্ঠয়ন্তি ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ ।—প্রিয়ে ! ঐ দেখ, শরতের বাতাস ফলভর-
 নত ঋতুগুচ্ছের উপর দিয়া যেন ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া
 যাইতেছে, ফুল-ভরে আনত তরুলতাগুলিকে কেমন
 নাচাইতেছে ও ফুল-পঙ্কজ-শোভিত মৃগালিনীকে কেমন
 কাঁপাইতেছে । ইহা দেখিয়া, বল দেখি, কোন্ যুবকের মন
 না চঞ্চল হয় ? ॥ ১০ ॥

আজ সরোবরসমূহের শোভা দর্শনে হৃদয় অধীর হইয়া
 উঠিতেছে ! সরসীবক্ষে ঐ মদনোন্মত্ত হংস-মিথুনের ক্রীড়া,
 অমল ও প্রফুল্ল কমল-দলের বিভূষণ এবং প্রভাতের মন্দ
 মন্দ সমীরণে বীচিমালার নর্তন অবলোকন করিয়া চিত্ত সহসা
 উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

প্রিয়ে ! আজ কোথায় সে ইন্দ্রধনুঃ ? জলদের গর্ভে
 তাহা লুপ্ত হইয়াছে । আজ আর আকাশে বর্ষার বিজয়-
 পতাকা সেই সৌদামিনী নাই, কম্পিতপক্ষের পবনে আজ
 আর আকাশকে বাতাস করিতে করিতে বকের পাতি
 ছুটিতেছে না, মদমত্ত নীলকণ্ঠশ্রেণী কণ্ঠ উন্নত করিয়া যে-
 মেঘের আকাশের দিকে চাহিতেছে না ॥ ১২ ॥

প্রিয়ে ! বর্ষাপ্রসঙ্গে আজ আর ময়ূরগণ পূর্ববৎ নৃত্য করি-
 তেছে না বা কদম্ব, কুটজ (কুরচি), অর্জুন, শাল ও রক্তকদম্ব
 প্রভৃতিতে আগের মত ফুল ফুটিতেছে না, তাই জগদুন্মাদক
 মদন ময়ূরকুল পরিত্যাগপূর্বক মধুরগীতিমুখর কলহংসকে এবং
 কুসুম-সুখমা সপ্তপর্ণতরুকে (ছাত্তিম) আশ্রয় করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

আজ উপবনের শোভায় পুরুষমাত্রেই মন উৎকণ্ঠায়
 পরিপূর্ণ হইতেছে । ঐ দেখ প্রিয়ে ! শেফালিকা-কুসুমের
 মনোহর সৌরভে উদ্ভান যেন একেবারে তর হইয়া গিয়াছে,
 সুস্থ-চিত্ত বিহগ-কুলের কাকলীতে উপবন কি সুন্দর মুখরিত
 হইতেছে এবং উদ্ভান-প্রাপ্তে শম্প-শয়নে আসীন হইয়া
 মৃগীকুল কেমন সুন্দরভাবে তাহাদের নয়ন-কমল মেলিয়া
 চাহিয়া আছে ॥ ১৪ ॥

কহ্লার-পদ্ম-কুমুদানি মুহুর্বিধুঃসুতংসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ ।
 উৎকণ্ঠয়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পত্রাঙ্ক-লগ্ন-তুহিনাসু-বিধুয়মানঃ ॥ ১৫ ॥
 সম্পন্নশালি-নিচয়্যাবৃত-ভূতলানি স্বস্থ-স্থিত-প্রচুর-গোকুল-শোভিতানি ।
 হংসৈঃ সসারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি সীমান্তরাগি জনয়ন্তি নৃণাং প্রমোদম্ ॥ ১৬ ॥
 হংসৈঃ জিতা সুললিতা গতিরঙ্গনানামন্তোরুহৈর্বিকসিতৈমুখ-চন্দ্রকান্তিঃ ।
 নীলোৎপলৈর্দকলানি বিলোকিতানি ক্রবিভ্রমাশ্চ রুচিরাশ্চতুভিস্তরঙ্গৈঃ ॥ ১৭ ॥
 শ্রামালতাঃ কুমুমভার-নত-প্রবালাঃ শ্রীণাং হরন্তি ধৃত-ভূষণ-বাহু-কান্তিম্ ।
 দস্তাভাস-বিশদ-স্মিত-চন্দ্র-কান্তিঃ কঙ্কেলি-পুষ্প-রুচিরা নব-মালতী চ ॥ ১৮ ॥
 কেশান্নিতান্ত-ঘননীল-বিকৃষ্ণতাগ্রানাপুরয়ন্তি বনিতা নবমালভীভিঃ ।
 কর্ণেষু চ প্রবর-কাঞ্চন-কুণ্ডলেষু নীলোৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

অর্থঃ—পবনঃ প্রভাতে কহ্লার-পদ্ম-কুমুদানি মুহুঃ
 বিধুয়ন্ত তৎসঙ্গমাৎ অধিক-শীতলতাম্ উপেতঃ পত্রাঙ্কলগ্ন-
 তুহিনাসুবিধুয়মানঃ (সন্) অতিতরাম্ উৎকণ্ঠয়তি ॥ ১৫ ॥

সম্পন্ন-শালি-নিচয়্যাবৃতভূতলানি স্বস্থস্থিত-প্রচুর-গো-কুল-
 শোভিতানি স-সারসকুলৈঃ সৈঃ প্রতিনাদিতানি সীমান্ত-
 রাগি নৃণাং প্রমোদং জনয়ন্তি ॥ ১৬ ॥

(অতঃ পরং)—হংসৈঃ অঙ্গনানাম্ সুললিতা গতিঃ জিতা,
 বিকসিতৈঃ অস্তোরুহৈঃ মুখচন্দ্রকান্তিঃ (জিতা) ; নীলোৎ-
 পলৈঃ মদ-কলানি বিলোকিতানি (জিতানি), তনুভিঃ তরঙ্গৈঃ
 রুচিরাঃ ক্রবিভ্রমাঃ চ (জিতাঃ) ॥ ১৭ ॥

কুমুম-ভার-নত-প্রবালাঃ শ্রামা-লতাঃ শ্রীণাং ধৃতভূষণ-
 বাহুকান্তিঃ হরন্তি, কঙ্কেলি-পুষ্পরুচিরা নব-মালতী
 দস্তাভাস-বিশদ-স্মিত-চন্দ্রকান্তিঃ চ (হরতি) ॥ ১৮ ॥

বনিতাঃ নবমালভীভিঃ নিতান্তঘন-নীল-বিকৃষ্ণতাগ্রান
 কেশান্ আপুরয়ন্তি, প্রবর-কাঞ্চন কুণ্ডলেষু কর্ণেষু বিবিধানি
 নীলোৎপলানি চ নিবেশয়ন্তি ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থঃ—প্রিয়ে! আজ পবনের বিচিত্র-বিলাসেও
 মন-প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে! প্রভাতে সরসীবক্ষে পদ্ম,
 কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতিকে প্রকম্পিত করিয়া, তাহাদের
 সংসর্গে বায়ু অধিকতর শৈত্য-স্নিগ্ধ হইয়াছে এবং কেমন
 ধীরে ধীরে কাঁপাইয়া তরুলতার পত্রাঙ্কলগ্ন শিশিরবিন্দু স্ফারিত
 করিতেছে! ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে! আজ গ্রামের সীমান্ত-ভাগের দিকে চাহিলে
 প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে! দেখ দেখ, ক্ষেত্র হইতে আহত

শালিশূপে ভূতল একেবারে আবৃত হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য
 গো কেমন সুস্থ-হৃদয়ে, পরিপুষ্ট-দেহে ও দলে দলে চারিদিক
 আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে এবং সারস ও হংসরাজির
 কলরবে সীমান্তভাগ প্রতিক্ষণিত হইতেছে। কে এমন
 আছে, অত্কার এই সৌন্দর্যে যার হৃদয় না বিমোহিত
 হয়? ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ে! আজ শরৎ সর্পাক্ষসুন্দরী ললিতললনা-
 দিগকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, মদমত্ত নবমাল-
 গণের দ্বারা তাহাদের সুললিত গমন, বিকসিত তাম্বসের
 দ্বারা তাহাদের মুখ-শরীর কান্তি, নীলোৎপল-রাশির দ্বারা
 তাহাদের মদ-বিলোল দৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিকরের দ্বারা
 তাহাদের মনোহর ভ্রাতৃ ও কটাক্ষবিক্ষেপ প্রভৃতি যেন
 হরণ করিয়া লইয়াছে বা তৎতদ বস্তুর দ্বারা ললনাদিগের
 সেই সেই গুণ-গরিনাকে পরাজিত করিতেছে। এবং :— ॥ ১৭ ॥

কুমুমভরে আনত পল্লব বা ঐ প্রিয়ঙ্গু-লতিকাগুলি
 রমণীদিগের অঙ্গদাদি-ভূষণ-মণ্ডিত ভূজ-লতার কান্তি হরণ
 করিতেছে ও কঙ্কেলি কুমুমের দ্বারা খচিত ও মনোহর নব-
 মালতী-প্রস্থন তাহাদের দশন-প্রভা-সমুজ্জল ও বিশদ মল্ল
 মল্ল স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করিয়া লইতেছে! ॥ ১৮ ॥

এই দেখ প্রিয়ে! ললনাগণ আজ তাহাদের জলদ-কৃষ্ণ
 কৃষ্ণিত কেশাগ্রে নব মালতী-কুমুম কেমন মধ্যে মধ্যে
 পরাইতেছে ও মনোহর হেম-কুণ্ডলশোভিত-কর্ণে নানাবিধ
 নীলোৎপল কেমন আদরে ধারণ করিতেছে! ॥ ১৯ ॥

হারৈঃ সচন্দন-রসৈঃ স্তনমগুলানি শ্রোণীতটং সুবিপুলং রসনা-কলাপৈঃ ।
 পাদাঙ্গুজানি কল-নুপুর-শেখরৈশ্চ নার্যাঃ প্রস্তুষ্টমনসোহু বিভূষয়ন্তি ॥ ২০ ॥
 ফুট-কুমুদচিতানাং রাজহংসশ্রিতানাং মরকত-মণিভাসা বারিণা ভূষিতানাং ॥
 শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াশয়ানাং বহতি বিগতমেঘা চন্দ্রতারাৱকীর্ণম্ ॥ ২১ ॥
 শরদি কুমুদসঙ্গাদ্বায়বো বাস্তি শীতা বিগতজলদবৃন্দা দিগ্ধিভাগা মনোজ্ঞাঃ ।
 বিগতকলুষমস্তঃ শ্রানপঙ্কা ধরিত্রী বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্ ॥ ২২ ॥
 দিবসকর-ময়ুখেবোধ্যমান প্রভাতে বর-যুবতি-মুখাভং পঙ্কজং জন্ততেহু ।
 কুমুদমপি গতেহু লীয়তে চন্দ্রবিশ্বে হসিতমিব বধূনাং প্রোষিতেষু প্রিয়েষু ॥ ২৩ ॥
 অসিত-নয়ন-লক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎপলেষু কণিতকনককাঞ্চীং মন্তহংসস্বনেষু ।
 অধররুচিরশোভাং বন্ধুজীবে প্রিয়াণাং পথিকজন ইদানীং রোদিতি ভ্রাস্তচিত্তঃ ॥ ২৪ ॥

অর্থঃ ।---অন্ত নার্যাঃ প্রস্তুষ্টমনসঃ (সত্যঃ) সচন্দন-রসৈঃ হারৈঃ স্তনমগুলানি বিভূষয়ন্তি, রসনা-কলাপৈঃ সুবিপুলং শ্রোণীতটং (বিভূষয়ন্তি,) কল-নুপুর-শেখরৈঃ পদাঙ্গুজানি চ (বিভূষয়ন্তি) ॥ ২০ ॥

বিগত-মেঘা চন্দ্রতারাৱকীর্ণং ব্যোম ফুটকুমুদচিতানাং রাজ-হংস-শ্রিতানাং মরকত-মণি-ভাসা বারিণা ভূষিতানাং তোয়াশয়ানাং অতিশয়রূপাং শ্রিয়ং বহতি ॥ ২১ ॥

শরদি বায়বঃ কুমুদ-সঙ্গাৎ শীতাঃ (সন্তঃ) বাস্তি । দিগ্ধি-ভাগাঃ বিগতজলদবৃন্দাঃ (সন্তঃ) মনোজ্ঞাঃ (জাতাঃ) । অন্তঃ বিগতকলুষং (জাতম্) । ধরিত্রী শ্রান-পঙ্কা (জাতা) । ব্যোম বিমল-কিরণচন্দ্রং তারাবিচিত্রং (চ জাতম্) ॥ ২২ ॥

অন্ত প্রভাতে বরযুবতিমুখাভং পঙ্কজং দিবস-কর-ময়ুখেঃ বোধ্যমানং (সৎ) জন্ততে, কুমুদম্ আপ চন্দ্র-বিশ্বে অস্তং গতে (সতি) প্রিয়েষু প্রোষিতেষু বধূনাং হসিতম্ ইব লীয়তে ॥ ২৩ ॥

পথিক-জনঃ ইদানীং উৎপলেষু প্রিয়াণাম্ অসিতনয়নলক্ষ্মীং মন্তহংসস্বনেষু কণিতকনককাঞ্চীং বন্ধুজীবে অধর-রুচির-শোভাং লক্ষয়িত্বা ভ্রাস্ত-চিত্তঃ (সন্) রোদিতি ॥ ২৪ ॥

বঙ্গার্থ ।---আজ প্রমদা-বৃন্দের আনন্দের, উৎসবের, হর্ষের আর গীমা নাই, তাহারা প্রমত্ত-হৃদয়ে চন্দন-রস-বাসিত হারলতায় স্তনমগুল, কাঞ্চীগুলের দ্বারা বিপুল নীতম্ব-বিশ্ব এবং শিঞ্জা-মধুর নানারসযুক্ত নুপুর-সহযোগে চরণকমল বিভূষিত করিতেছে । ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে! আজ আকাশ মেঘ-শূন্য ও চন্দ্রতারায় পরিপূর্ণ; জলাশয়-সমূহের আজ কি অপরূপ শোভা জন্মিয়াছে! প্রফুল্ল কুমুদ-রাশিতে তাহারা ভরিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের তোয়া-রাশি আজ মরকতমণির আভায় অলঙ্কৃত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

আজ এই মধুর শরতে কুমুদ-সংসর্গ শীতল সমীরণ চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া হৃদয়কে পাগল করিয়া তুলিতেছে, দিও-মণ্ডল জলদ-জাল-বিমুক্ত হইয়া অনন্ত শোভা বিস্তার করিতেছে। জল আজ নির্মল ও পুথিবা আজ পঙ্ক-শূন্য! প্রিয়ে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, আজ তাহা চন্দ্রের বিমল কৌমুদীজালে ও তারারুপে কি মনোহর কাস্তির আকর হইয়াছে ॥ ২২ ॥

প্রিয়ে! ঐ দেখ, শরতের প্রভাতে, উৎকট যৌবনবতী প্রমদাদিগের মুখের তায় পরিপুষ্ট পদ্মিনীরাঙ্গি দিবস-কররূপ প্রিয়তমের করস্পর্শে কেমন বিকসিত হইতেছে, যেন নিদ্রাশেষে হাই তুলিতেছে! আনন্দে ডগমগ করিতেছে। আবার—ঐ দেখ, প্রিয়তম প্রবাসে গমন করিলে বধুদিগের অধরের হাসি যেমন অধর-কোণেই শুকাইয়া যায়, তেমনই চন্দ্রের অন্তঃগমনে কুমুদিনীকুল কত মলিন হইয়া মুদ্রিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

প্রিয়তমে! আজ প্রেয়সীবিরহকাতর পথিকদিগের হৃদয়শর অন্ত নাই। প্রফুল্লকমলদলে তাহাদের অসিতনয়না প্রিয়তমার নয়ন-কাস্তি, মদ-মুখর কল-হংস-কূজনে তাহাদের কনককাঞ্চীগুলের রুপধনি ও বাধুদী-রুপে তাহাদের অধর-কিঙ্গলয়ের মনোহর আরক্তকাস্তি দর্শনপূর্বক আশ্র-বিশ্বত হইয়া পথিকবৃন্দ কতই না ক্রন্দন করিতেছে ॥ ২৪ ॥

স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মীং কামঞ্চ হংসবচনং মণিনুপূরেষু ।
 বন্ধুককান্তিমধরেষু মনোহরেষু কাপি প্রয়াতি স্মৃতগা শরদাগমস্ত্রীঃ ॥ ২৫ ॥
 বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা ।
 কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোদ্ধদেয়ং প্রতিদিশতু শরদশ্চেতসঃ শ্রীতিমগ্র্যাম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবতুসংহারে শরদ্বর্ণনং নাম

তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

অঙ্কয় ।—স্মৃতগা শরদাগমস্ত্রীঃ স্ত্রীণাং বদনেষু শশাঙ্ক-
 লক্ষ্মীং মণিনুপূরেষু হংসবচনং, মনোহরেষু অধরেষু
 বন্ধুককান্তিঃ ৫ কাগং (অত্যাং) বিহায় ক আপি
 প্রিয়াতি ॥ ২৫ ॥

বিকচ-কমল-বক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী বিকসিত-
 নবকাশ-শ্বেতবাসঃ বসানা কুমুদরুচিরকান্তিঃ ইয়ং
 শরৎ উদ্গদা কামিনী ইব বঃ চেতসঃ অগ্র্যাম্ শ্রীতিং
 প্রতিদিশতু ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ ।—প্রিয়ে! দেখ দেখ, শরতের নয়নমনো-
 হারিণী স্মৃতি। স্মন্দরীকুলের বদনে শশাঙ্কের শোভা, মণিময়
 নুপূরে হংস-কাকলী ও মনোরম অধরপল্লবে বাঁধুলী-ফুলের
 অক্লগকান্তি নিঃশেষতানে গচ্ছিত রাখিয়া ক্রমে ধীরে ধীরে
 কোথায় যেন অন্তর্হিত হইতেছে ॥ ২৫ ॥

সুন্দরি। মদোন্মাদিনী কামিনীর ত্রায় পরিদৃশ্যমান এই
 বিকচ-কমল-মুখী, প্রফুল্ল-নীলোৎপল-নেত্রা, বিকসিত-নব-
 কাশ-কুমুদরূপ শ্বেতবসন-পরিহিতা ও কুমুদ-রমণীয়-কান্তি
 শালিনী শরৎ তোমার হৃদয়ে অশেষ শ্রীতি উৎপন্ন করুক ॥ ২৬ ॥

ইতি তৃতীয় সর্গ

চতুর্থঃ সর্গঃ

হেমন্তবর্ণনম্

নবপ্রবালোদগমশস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোভঃ পরিপকশালিঃ
বিলীনপদ্মঃ প্রপতন্তু যারো হেমন্তকালঃ সমুপাগতোহয়ম্ ॥
মনোহরৈঃ কুঙ্কমরাগরঞ্জেস্তম্বারকুন্দেন্দুনিভৈশ্চ হারৈঃ ।
বিলাসিনীনাং স্তনশালিনীনাং নালাংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি ॥ ২ ॥
ন বাহুযুগেযু বিলাসিনীনাং প্রয়াস্তি সঙ্গং বলয়াজ্ঞানি ।
নিতম্ববিশেষু নবং দুকূলং তথঃশুকং পীনপয়োধরেষু ॥ ৩ ॥
কাঞ্চীপুণ্ড্রৈঃ কাঞ্চনরত্নচিহ্নৈর্নো ভূষয়ন্তি প্রমদা নিতম্বম্ ।
ন নৃপুংসরৈঃসরুতং ভজন্তিঃ পাদাশুজ্ঞাতশুজ্ঞকাস্তিভাজি ॥ ৪ ॥
গাত্রাণি কালীয়কচচ্চিত্তানি সপত্রলেখানি মুখাশুজ্ঞানি ।
শিরাংসি কালাগুরুধূপিতানি কুর্বন্তি নার্যাঃ সুরতোৎসবায় ॥ ৫ ॥

অর্থঃ ।—(প্রিয়ে ।) নব-প্রবালোদগম-শস্যরম্যঃ প্রফুল্ল-
লোভঃ পরিপক-শালিঃ বিলীন-পদ্মঃ প্রপতন্তু যারঃ অয়ং
হেমন্তকালঃ সমুপাগতঃ ॥ ১ ॥

মনোহরৈঃ কুঙ্কমরাগ-রঞ্জেঃ তুম্বারকুন্দেন্দুনিভৈঃ চ
হারৈঃ স্তন-শালিনীনাং বিলাসিনীনাং স্তনমণ্ডলানি ন
অলাংক্রিয়ন্তে ॥ ২ ॥

(অতঃ) বিলাসিনীনাং বাহুযুগেযু বলয়াজ্ঞানি, নিতম্ববিশেষু
নবং দুকূলং, পীন-পয়োধরেষু তথঃশুকং সঙ্গং ন প্রয়াস্তি ॥ ৩ ॥

প্রমদাঃ কাঞ্চন-রত্ন-চিহ্নৈঃ কাঞ্চীপুণ্ড্রৈঃ নিতম্বং ন ভূষয়ন্তি
হংসরুতং ভজন্তিঃ নৃপুংসরৈঃ অশুজ্ঞ-কাস্তিভাজি পাদাশুজ্ঞানি ন
(ভূষয়ন্তি) ॥ ৪ ॥

(অতঃ) নার্যাঃ সুরতোৎসবায় গাত্রাণি কালীয়কচচ্চিত্তানি,
মুখাশুজ্ঞানি সপত্রলেখানি, শিরাংসি কালাগুরুধূপিতানি
কুর্বন্তি ॥ ৫ ॥

বক্তাব্যর্থঃ ।—প্রিয়ে ! দেখিতে দেখিতে সুরের হেমন্ত-
কাল আসিয়া পড়িল ! ঐ দেখ, কোন কোন শস্যের
অচিরোদগত পল্লবে কি রমণীয় শোভা জন্মিয়াছে । লোভ-
ফুল ফুটিয়া চারিদিক একেবারে সাদা করিয়া ফেলিয়াছে,

শালিধাতু কেমন পাকিয়া উঠিয়াছে । হিমপাতে পদ্মগুলি
মুড়িয়া গিয়াছে এবং কেমন তুম্বারবৃষ্টি হইতেছে ! ॥ ১ ॥

আজ আর বিলাসিনীরা তাহাদের পীনোন্নতস্তনমণ্ডল
কখনো মনোহর কঙ্কমরাগাঙ্কণ, কখনো বা তুম্বার-কুন্দেন্দু-
সদৃশ স্বচ্ছ-ধবল হারলতায় অলঙ্কৃত করিতেছে না ;
এবং— ॥ ২ ॥

আজ আর বিলাসিনীরা ভূজ-লতায় বলয় ও অঙ্গদ,
নিতম্বে নবীন বসন ও পীন-পয়োধরে অশ্ববাস স্থাপন করিতেছে
না ;—বা ॥ ৩ ॥

হেমন্তরূপাখিত রত্নময় রশনা-দামে নিতম্ববিশেষ
বিভূষিত করিতেছে না ; হংসের ত্রায় কল-মধুরধ্বনি-
মুখর নৃপুংসভূষণ কমল-কাস্তি রমণী চরণ-কমলে ধারণ
করিতেছে না ॥ ৪ ॥

প্রিয়ে ! আজ সুরতোৎসবের নিমিত্ত সুন্দরী-বৃন্দ
কালীয়ক নামক (দারুনিশা, জায়ক) সুরভি দারুচূর্ণে
কলেবর চর্চিত, মুখ-কমল পত্রলেখায় অলঙ্কৃত ও
কেশকলাপ-রুচির শিরোদেশ কালাগুরুধূপে সুবাসিত
করিতেছে ॥ ৫ ॥

রতিশ্রমক্ষামবিপাণ্ডুবক্তাঃ সস্ত্রাপ্তহর্ষাভ্যাদয়াস্তরুণাঃ ।
 হসন্তি নোচ্চৈর্দর্শনাগ্রভিঙ্গান্ প্রপীড্যমানানধরানবেক্ষ্য ॥ ৬ ॥
 পীনস্তনোরঃস্থলভাগশোভামাসাচ্চ তৎপীড়ন-জাত-খেদঃ ।
 তৃণাগ্রলগ্নৈঃস্থহিনৈঃ পতন্তিরাক্রন্দতীবোষসি শীতকালঃ ॥ ৭ ॥
 প্রভূতশালিপ্রসবৈশ্চিত্তানি মৃগাঙ্গনায়ুথবিভূষিতানি ।
 মনোহরক্ৰৌঞ্চনিনাদিতানি সীমান্তরাণ্যুৎসুকয়ন্তি চেতঃ ॥ ৮ ॥
 প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিতানি সোম্বাদ-কাদম্ববিভূষিতানি ।
 প্রসন্নতোয়ানি সুশীতলানি সরাংসি চেতাংসি হরন্তি পুংসাম্ ॥ ৯ ॥
 পাকং ব্রজস্তুী হিমজাতশীতৈরাধুষ্যমানা সততং মরুভিঃ ।
 প্রিয়ে ! প্রিয়ঙ্গুঃ প্রিয়বিপ্রযুক্তা বিপাণ্ডুতাং যাতি বিলাসিনীব ॥ ১০ ॥

অর্থঃ ।---রতিশ্রমক্ষামবিপাণ্ডুবক্তাঃ সস্ত্রাপ্ত-
 হর্ষাভ্যাদয়াঃ তরুণাঃ দর্শনাগ্রভিঙ্গান্ প্রপীড্যমানান্ অধরান্
 অবেষ্য ন উচ্চৈঃ হসন্তি ॥ ৬ ॥

পীন-স্তনোরঃস্থলভাগ-শোভাম্ আসাচ্চ তৎপীড়ন-জাতঃ
 খেদঃ শীতকালঃ উষসি পতন্তিঃ তৃণাগ্রলগ্নৈঃ স্থহিনৈঃ
 আক্রন্দতি ইব ॥ ৭ ॥

প্রভূত-শালি-প্রসবৈঃ চিত্তানি মৃগাঙ্গনায়ুথবিভূষি-
 তানি মনোহর-ক্ৰৌঞ্চ-নিনাদিতানি সীমান্তরাণি চেতঃ
 উৎসুকয়ন্তি ॥ ৮ ॥

প্রফুল্ল-নীলোৎপল-শোভিতানি সোম্বাদ-কাদম্ব-বিভূষি-
 তানি প্রসন্ন-তোয়ানি সুশীতলানি সরাংসি পুংসাং
 চেতাংসি হরন্তি ॥ ৯ ॥

প্রিয়ে ! প্রিয়ঙ্গুঃ (লতিকা) হিম-জাত-শীতৈঃ মরুভিঃ সততং
 আধুষ্যমানা পাকং ব্রজস্তুী (সতী) প্রিয়-বিপ্রযুক্তা বিলাসিনী ইব
 বিপাণ্ডুতাং যাতি ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ ।—প্রিয়ে ! আজ তরুণীদের বদন-কমল রতিশ্রমে
 কুশ ও পাণ্ডুবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের নধর অধরপল্লব
 নির্দয়-প্রিয়তমের দর্শনাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত প্রপীড়িত
 হওয়ায়, তাহারা আর উচ্ছ্বাস করিতে পারিতেছে
 না ॥ ৬ ॥

শৈত্যের প্রকোপে যুবতীরা তাহাদের পীন-স্তন-বন্ধুর

বিশাল উরঃস্থলে ঈষৎষবস্ত্রে শীতকালকে সাদরে আবৃত
 করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সেই কঠোরস্তন-পীড়নে গরীব
 শীতকাল বেচারি যেন কত থিন্ন হইয়া, ত্রাহি ত্রাহি ডাক
 ছাড়িতে ছাড়িতে ঐ উবার তৃণগ্রসংলগ্ন শিশিরবিন্দুচ্ছলে
 রোদন করিতেছে ॥ ৭ ॥

প্রিয়ে ! এখন ক্ষেত্র হইতে শস্ত্র-সংগ্রহপূর্বক
 ভারে ভারে আনিয়া শস্ত্রাশির দ্বারা ক্ষেত্রের
 সীমান্তভাগ পরিপূর্ণ করা হইয়াছে এবং মৃগমিথুনরা
 দলে দলে তাহার আশেপাশে বিরাজ করিতেছে ;
 আর ঐ শোন, ক্ৰৌঞ্চবৃন্দের মনোহর ধ্বনিতে
 ক্ষেত্রের প্রান্তভাগ কেমন প্রতিধ্বনিত হইতেছে ;—
 ভুমিই বল ত, ইহাতে কা'র চিত্ত না উৎসুক
 হয় ? ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে ! আজ, প্রফুল্ল-নীলকমল-পরিশোভিত, মদকল-
 হংস-রাজি-বিরাজিত, নির্মল-জল-পূর্ণ সুশীতল সরো-
 বরসমূহ লোকের চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে ॥ ৯ ॥

প্রিয়ে ! ঐ প্রিয়ঙ্গুলতিকা হিমশীকর-সিক্ত সমীরণে সতত
 কম্পিত হইয়া ক্রমে পাকিতে পাকিতে পাণ্ডুবর্ণ ধারণপূর্বক
 প্রিয়-বরহিণী বিলাসিনীর জ্ঞান দুঃখের মুক্তি পরিগ্রহ
 করিতেছে ॥ ১০ ॥

পুষ্পাসবামোদি-সুগন্ধিবক্তে । নিখাস-বাতৈঃ সুরভীকৃতাজঃ ।
 পরম্পরাজ-ব্যতিবিক্ত-শায়ী শেতে জনঃ কামরসামুবিদ্ধঃ ॥ ১১ ॥
 দন্তুচ্ছদৈঃ সত্রণ-দন্তু-চিহ্নৈঃ স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ ।
 সংসূচ্যতে নির্দয়মঙ্গনানাং রতোপযোগো নবযৌবনানাম্ ॥ ১২ ॥
 কাচিদ্ধিভূষয়তি দর্পণসজ্জহস্তা বালাতপেষু বনিতা বদনারবিন্দম্ ।
 দন্তুচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীত-সারং দন্তাগ্রভিন্নমবকৃষ্য নিরীক্ষতে চ ॥ ১৩ ॥
 অত্র প্রকাম-সুরত-শ্রম-খিন্ন-দেহা রাত্রি-প্রজাগর-বিপাটল-নেত্র-পদ্মা ।

অস্তাংসদেশ-লুলিতাকুল-কেশ-পাশা নিদ্রাং প্রয়াতি মৃদু-সূর্য্যাকরাভিতপ্তা ॥ ১৪ ॥
 নির্মাল্য-দাম পরিমুক্ত-মনোজ্ঞ-গন্ধং মুর্দ্ধে হপনীয় ঘন-নীল-শিরোরুহাস্তাঃ ।
 পীনোন্নত-স্তন-ভরানত-গাত্র-যষ্ঠাঃ কুর্কস্তু কেশরচনামপরাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ ।—জনঃ পুষ্পাসবামোদি-সুগন্ধিবক্তে নিখাস-বাতৈঃ সুরভীকৃতাজঃ কামরসামুবিদ্ধঃ পরম্পরাজ-ব্যতিবিক্ত-শায়ী (৮ সন্) শেতে ॥ ১১ ॥

(প্রিয়ে !) সত্রণ-দন্তু-চিহ্নৈঃ দন্তুচ্ছদৈঃ পাণ্যগ্রকৃতাভিলেখৈঃ স্তনৈঃ ৮ নবযৌবনানাম্ অঙ্গনানাং নির্দয়ং রতোপযোগঃ সংসূচ্যতে ॥ ১২ ॥

কাচিং বনিতা দর্পণ-সজ্জ-হস্তা (সতী) বালাতপেষু বদনার-বিন্দং বিভূষয়তি, প্রিয়তমেন নিপীত-সারং দন্তাগ্রভিন্নং দন্তুচ্ছদম্ অবকৃষ্য নিরীক্ষতে চ ॥ ১৩ ॥

অত্র (কাচিং) প্রকাম-সুরতশ্রমখিন্ন-দেহা, রাত্রি-প্রজাগর-বিপাটল-নেত্র-পদ্মা, অস্তাংস দেশ-লুলিতাকুল-কেশপাশা মৃদু-সূর্য্যাকরাভিতপ্তা (৮ সতী) নিদ্রাং প্রয়াতি ॥ ১৪ ॥

ঘন-নীল-শিরোরুহাস্তাঃ পীনোন্নত-স্তনভরানত-গাত্রযষ্ঠাঃ অপরাঃ তরুণ্যঃ পরিমুক্তমনোজ্ঞ-গন্ধং নির্মাল্যদাম মুর্দ্ধে, অপনীয় কেশরচনাং কুর্কস্তু ॥ ১৫ ॥

বক্তার্থঃ ।—এই শৈত্য-প্রবল সময়ে, পুষ্প-রস-নির্মিত মস্তে মুখ সুরভিত ও নিখাসের পদ-গন্ধে দেহ আমোদিত করিয়া, প্রণম্নি-যুগলরা আজ, কামরসে একান্ত অধীর হইয়া পরস্পরের দেহ আবেষ্টন-পূর্ব্বক, অত্যন্ত অবিশ্রুতভাবে শয়ন করিতেছে ॥ ১১ ॥

প্রিয়ে ! নবযুবতীদের সর্ব্বদে আত্ম সন্তোষের চিহ্ন

লক্ষিত হইতেছে । ঐ দেখ, তাহাদের অধর দশনাঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবং স্তনতট নখাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন ও আলোচিত । উহাদের নির্দয়ভাবে সম্পাদিত রতোৎসবের প্রমাণ উহাদেরই অধর ও স্তনমণ্ডলে বিদ্যমান ॥ ১২ ॥

প্রিয়তমে ! দেখ দেখ, প্রভাত-সূর্য্যের ঐ সুখ-স্পর্শ কিরণে বসিয়া কোন সুন্দরী—করুণ-দর্পণে স্বীয় বদনকমল দর্শনপূর্ব্বক বিভূষিত করিতেছে, আর নিষ্ঠুর প্রিয়তম কর্তৃক নির্দয়ভাবে নিপীত-সর্ব্বশ্ব ব্রণবিধুর অধর করাগ্রে আকর্ষণ পূর্ব্বক দশনচিহ্নগুলি নির্দ্বিজে বসিয়া দেখিতেছে ॥ ১৩ ॥

আবার ঐ দেখ, আর এক সুন্দরী বাজ-সূর্য্যের মন্দ কিরণে শয়ন করিয়া একটু ঘুগাইয়া বাঁচিতেছে । প্রগাঢ় সুরতশ্রমে উহার অঙ্গলতিকা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে, সারারাত্রি জাগরণ করায় নয়নপদ্ম কেমন পাটলবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং করবীবন্ধন-বিশ্রুত অলক-লতা আলুল্যায়িতভাবে কেমন অঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৪ ॥

ও দিকে, ঐ দেখ প্রিয়ে ! জলদ-কৃষ্ণ কেশ-কঙ্গাপ-শোভিনী ও পীনোন্নত স্তনভারে আনত-দেহ-যষ্টি অত্র তরুণীরা, নৈশসন্তোষ-ম্লান সৌরভ-হীন বৃক্ষ-শ্রব-মস্তক হইতে অপসারণ-পূর্ব্বক কেমন কেশ-রচনা করিতেছে ॥ ১৫ ॥

অত্ৰা প্রিয়েণ পরিভুক্তমবেক্ষ্য গাত্রং হর্ষাঘ্নিতা বিরচিতাধরচারু-শোভা ।
 কূর্পাসকং পরিদধাতি নখক্ষতাজী ব্যালম্বি-নীল-ললিতালক-কুক্ষিতাক্ষী ॥ ১৬ ॥
 অত্ৰাশ্চিরং সুরতকেলিপরিশ্রমেণ খেদং গতাঃ প্রশিখিলীকৃতগাত্রযষ্টাঃ ।
 সংহ্রয্যমাণপুলকোরূপয়োধরাস্তা অভ্যঞ্জনং বিদধতি প্রমদাঃ সুশোভাঃ ॥ ১৭ ॥
 বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী পরিণতবহুশালিব্যালকুলগ্রামসীমা ।
 সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এষঃ সুখং বঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবতুসংহারে হেমন্তবর্ণনং নাম

চতুর্থঃ সর্গঃ ।

অনুয় ।—নখ-ক্ষতাজী ব্যালম্বি নীল-ললিতালক-
 কুক্ষিতাক্ষী অত্ৰা প্রিয়েণ পরিভুক্তং গাত্রম্ অবেক্ষ্য
 হর্ষাঘ্নিতা (তথা) বিরচিতাধরচারুশোভা (চ সতী) কূর্পাসকং
 পরিদধাতি ॥ ১৬ ॥

অন্যাঃ সুশোভাঃ প্রমদাঃ চিরং সুরতকেলি-
 পরিশ্রমেণ খেদং গতাঃ প্রশিখিলীকৃত-গাত্রযষ্টাঃ সংহ্রয্যমাণ-
 পুলকোরূপয়োধরাস্তাঃ (সত্যঃ) অভ্যঞ্জনং বিদধতি ॥ ১৭ ॥

বহু-গুণঃ রমণীয়ঃ যোষিতাং চিত্তহারী পরিণত-বহু-শালি-
 ব্যাকুল-গ্রাম-সীমা অতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ
 হিমযুক্তঃ এষঃ কালঃ বঃ (যুগ্মভ্যং) সততং সুখং
 প্রদিশতু ॥ ১৮ ॥

বক্তার্থ ।—আবার ঐ অন্য একটি ললনার ব্যাপার দর্শন
 কর। উহার সর্বশরীর নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত এবং নীল-ললিত
 অলকভার লম্বিতভাবে দোহুলায়মান হওয়ায় উহার নয়ন
 কেমন কুক্ষিত। রমণী নিজনে বসিয়া প্রিয়তম কর্তৃক
 পরিভুক্ত কেশ-স্নিগ্ধ স্বকীয় অঙ্গ দর্শনপূর্বক আনন্দে অধীর

হইয়া পড়িতেছে এবং কুক্ষ্মাদিরাগে অধর রঞ্জিত করিয়া
 কেমন কাঁচলী ধারণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥

প্রিয়ে! আবার ঐ দেখ, কতিপয় সুন্দরী কামিনী
 দীর্ঘকালব্যাপী নৈশ সুরত-শ্রমে একান্ত কাতর হইয়া
 পড়িয়াছে, শরীর শিথিল হইয়া গিয়াছে, যেন তাহাতে কোন
 জোর নাই। ঐ দেখ, উহাদের গুরু-পয়োধরের চতুর্দিকে
 রোমাবলী থাকিয়া থাকিয়া কেমন কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে
 এবং উহারা কোনমতে অতি অলসভাবে বসিয়া সুরভি তৈল
 ধীরে ধীরে গাত্রে গর্দন করিতেছে ॥ ১৭ ॥

প্রিয়ে! আজ সমস্তই সুন্দর। এই মুখের হেমন্তকাল
 বিলাসীর পক্ষে নানাগুণে ও নানাপ্রকারে রমণীয় এবং অঙ্গনা
 কুলের পরম হৃদয়রঞ্জন। এই কালে—নানাপ্রকার, পরিপক
 শস্ত্রে গ্রামের প্রান্তদেশে পরিপূর্ণ থাকায় সর্বদাই চিত্ত-মুগ্ধ-
 কর। বক পঙ্ক্তির নির্মল মালা-শোভিত এই হেমন্তকাল
 তোমাকে সর্ববিধ ভোগসুখ দান করুক,—এই আমার
 প্রার্থনা ॥ ১৮ ॥

ইতি চতুর্থ সর্গঃ ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

জিহ্মিতবর্ণনম্

প্রকটশাল্যং শুচৈর্ম্মনোহরং কচিং স্থিতক্ৰৌঞ্চনিদরাজিতম্ ।
 প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং বরোরু ! কালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু ॥ ১ ॥
 নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং হতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ ।
 গুরুণি বাসাংস্তবলাঃ সর্বোবনাঃ প্রয়াস্তি কালেহত্র জনশ্চ সেব্যতাম্ ॥ ২ ॥
 ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং ন হর্ম্যাপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্ম্মলম্ ।
 ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলং জনশ্চ চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্ ॥ ৩ ॥
 তুষারসজ্জাতনিপাতশীতলাঃ শশাঙ্কভাভিঃ শিশিরীকৃতাঃ পুনঃ ।
 বিপাণ্ডুতারাগগজিক্কাভূষিতা জনশ্চ সেব্যা ন ভবন্তি রাত্রয়ঃ ॥ ৪ ॥
 গৃহীততাম্বূলবিলেপনশ্রজঃ সুখাসবামোদিতবক্তৃপঙ্কজাঃ ।
 প্রকামকালাগুরুধূপবাসিতং বিশস্তি শয্যাগৃহমুৎসুকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ ।—অগ্নি বরোরু ! প্রকট-শাল্যং শুচৈঃ মনোহরং কচিং স্থিতক্ৰৌঞ্চনিদ-রাজিতং প্রকাম-কামং প্রমদাজন-প্রিয়ং শিশিরাহ্বয়ং কালং শৃণু ॥ ১ ॥

নিরুদ্ধবাতায়ন মন্দিরোদরং, হতাশনঃ, ভানুমতঃ গভস্তয়ঃ, গুরুণি বাসাংসি, সর্বোবনাঃ অবলাঃ (৫) অত্র কালে জনশ্চ সেব্যতাং প্রয়াস্তি ॥ ২ ॥

চন্দ্রমরীচি-শীতলং চন্দনং ন শরদিন্দু-নির্ম্মলং হর্ম্য-পৃষ্ঠং ন, সান্দ্র-তুষার-শীতলাঃ বায়বঃ (৫) সাম্প্রতং জনশ্চ চিত্তং ন রময়ন্তি ॥ ৩ ॥

তুষার-সজ্জাত-নিপাত-শীতলাঃ, পুনঃ শশাঙ্কভাভিঃ শিশিরীকৃতাঃ, বিপাণ্ডুতারাগগজিক্কাভূষিতাঃ (৫) রাত্রয়ঃ জনশ্চ সেব্যাঃ ন ভবন্তি ॥ ৪ ॥

গৃহীত-তাম্বূল-বিলেপন-শ্রজঃ সুখাসবামোদিতবক্তৃ-পঙ্কজাঃ স্ত্রিয়ঃ উৎসুকাঃ (সত্যঃ) প্রকাম-কালাগুরুধূপবাসিতং শয্যাগৃহং বিশস্তি ॥ ৫ ॥

বক্তার্থঃ ।—প্রিয়ে ! কিয়ৎপূর্বে তোমাকে সুখকর হেমন্তঋতুর বিষয় বলিয়াছি, এখন যুবক-যুবতীদের সম্ভোগার্থ শিশিরকালের কথা শ্রবণ কর। অগ্নি বরোরু ! এ কালের সমস্তই সুন্দর। পরিণত শালিধাত্তের আভার চারিদিক

মনোহর, কোথাও বা ক্ৰৌঞ্চকুলের মধুর-রবে দিগ্বিভাগ মুখরিত। এই মনোজ্ঞ-কালে হৃদয়ের কামবৃত্তি বড়ই প্রবল হয় এবং মদাতুরা ললনাদের এ কাল বড়ই প্রিয় ॥ ১ ॥

প্রেমসি ! এই শিশির-কালে লোক কোন্ কোন্ বস্ত্র সেবা করিতে ভালোবাসে, তা' জান কি ? হয়—বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া গৃহে অত্যন্তরভাগ, না হয় অগ্নি, অথবা সূর্য্যের কিরণ এবং গরম কাপড় এই শিশিরকালের প্রধান সেবা, আর প্রিয়তমে ! যৌবনবতী প্রমদা এই কালের বড়ই উপভোগ্য ও উপযোগী ॥ ২ ॥

প্রিয়ে ! এখন আর চন্দ্রিকার ছায় শীতল চন্দন, শারদ চন্দ্রমার ছায় নির্ম্মল হর্ম্যতল বা ঘনতুষার-শীতল সমীরণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। অথবা— ॥ ৩ ॥

হিম-রাশিপতনে সুশীতল, শশাঙ্ককিরণে শিশিরীকৃত ও পাণ্ডুবর্ণ তারাগণ কর্তৃক নানা ভাবে বিভূষিত রজনী মাহুঘ আর পছন্দ করে না ॥ ৪ ॥

প্রিয়ে ! তাম্বূল চর্ষণ করিতে করিতে ও নান পক্ষে এই এবং কুসুমদামে দেহ সাজাইয়া, বদনকমল দি, এতাদৃশ মত্ত-গন্ধে আমোদিত করত প্রমদাগণ একান্ত উৎসুক ॥ ৫ ॥
 কালাগুরুধূপ-সুবাসিত শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে ॥

কৃতাপরাধান্ বহুশোহপি তজ্জিতান্ সবেপথন্থ সাক্ষসলুপ্তচেতসঃ ।
 নিরীক্ষ্য তত্ ত্ব ন্ সুরতাভিলাষিণঃ স্থিরোহপরাধান্ সমদা বিসম্মরুঃ ॥ ৬ ॥
 প্রকামকটমধুবতিঃ সনির্দয়ং নিশাসু দীর্ঘাস্তিরামিতা ভূশম্ ।
 ভ্রমন্তি মন্দং শ্রমথেদিতোরসঃ ক্ষপাবসানে নবযৌবনাঃ স্থির ॥ ৭ ॥
 মনোজ্ঞ-কূর্পাসক-পীড়িত-স্তনাঃ সরাগ-কৌশেয়ক-ভূষিতোরসঃ ।
 নিবেশিতাস্তঃকুসুমৈঃ শিরোরুহৈর্বিভূষয়ন্তীব হিমাগমং স্থির ॥ ৮ ॥
 পয়োধরৈঃ কুঙ্কুমরাগপিঞ্জরৈঃ সুখোপসেব্যৈর্নবযৌবনোন্মত্তিঃ ।
 বিলাসিনীভিঃ পরিপীড়িতোরসঃ স্বপত্তি শীতং পরিভূয় কামিনঃ ॥ ৯ ॥
 সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিকম্পিতোৎপলং মনোহরং কাম-রতি-প্রবোধকম্ ।
 নিশাসু হৃষ্টাঃ সহ কামিভিঃ স্থিরঃ পিবন্তি মত্তং মদনীয়মুত্তমম্ ॥ ১০ ॥
 অপগতমদরাগা যৌষিৎদেকা প্রভাতে কৃতনিবিড়কুচাগ্রা পতুরালিঙ্গনেন ।
 প্রিয়তমপরিভুক্তং বীক্ষমাণা স্বদেহং ব্রজতি শয়নবাঁসাদাসমতৃদ্বসন্তী ॥ ১১ ॥

অর্থঃ—সুরতাভিলাষিণঃ সমদাঃ স্থিরঃ কৃতাপরাধান্ বহুশঃ তজ্জিতান্ সবেপথন্থ সাক্ষস-লুপ্তচেতসঃ অপি (৮) তত্ ত্ব ন্ নিরীক্ষ্য অপরাধান্ বিসম্মরুঃ ॥ ৬ ॥

প্রকাম-কটমৈঃ যুবতিঃ দীর্ঘাসু নিশাসু সনির্দয়ং ভূশম্ অতিরামিতাঃ নবযৌবনাঃ স্থিরঃ শ্রমথেদিতোরসঃ (সত্যঃ) ক্ষপাবসানে মন্দং ভ্রমন্তি ॥ ৭ ॥

মনোজ্ঞ-কূর্পাসক-পীড়িত-স্তনাঃ, সরাগ-কৌশেয়কভূষিতো-রসঃ স্থিরঃ নিবেশিতাস্তঃকুসুমৈঃ শিরোরুহৈঃ হিমাগমং বিভূ-ষয়ন্তি ইব ॥ ৮ ॥

কামিনঃ বিলাসিনীভিঃ (কত্রীভিঃ) কুঙ্কুম-রাগ-পিঞ্জরৈঃ সুখোপসেব্যৈঃ নবযৌবনোন্মত্তিঃ পয়োধরৈঃ পরিপীড়িতোরসঃ (সন্তঃ) শীতং পরিভূয় স্বপত্তি ॥ ৯ ॥

স্থিরঃ নিশাসু কামিভিঃ সহ হৃষ্টাঃ (সত্যঃ) সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিকম্পিতোৎপলং মনোহরং কাম-রতি-প্রবোধকং মদনীয়ম্ উত্তমং মত্তং পিবন্তি ॥ ১০ ॥

অপগত-মদ-রাগা পত্নাঃ আলিঙ্গনেন কৃত-নিবিড়-কুচাগ্রা একা যৌষিৎ প্রভাতে স্বদেহং প্রিয়তম-পরিভুক্তং বীক্ষমাণা হসন্তী (সতী) শয়নবাঁসাৎ অতঃ বাসং ব্রজতি ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থঃ—সুন্দরী! এই শিশিরকালের প্রভাবে আজ, ঐ দেখ, সুন্দরী, অপরাধী, বার বার তজ্জিত-গজ্জিত, তিস্থতাভিলাষী, ভয়-বিলুপ্তজ্ঞান পতিদিগের দিকে হাদের সকল অপবোধ ভুলিয়া যাইতেছে ॥ ৬ ॥

কানোজ্ঞ যুবকবৃন্দ শিশিরকালের সারা স্নান ধরিয়া নবযৌবনোন্মত্তাঙ্গিনী প্রিয়তমাদিগকে এমন যে উপভোগ করিয়াছে যে, রতিশ্রমভরে ললনাদের

বক্ষোদেশ দুর্দল হইয়া পড়িয়াছে, ঐ দেখ, নিশাশেষে তাহারা আর ক্ষিপ্র চরণে চলিতে পারিতেছে না। ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৭ ॥

রমণীকুলের সাজসজ্জার বাহুল্যে হিমাগমকাল নিজেই যেন কত গজ্জিত হইতেছে। ঐ দেখ প্রিয়ে! সুন্দরীদের মনোহর কাচসীর ভারেও যেন স্তনবিধ পীড়িত হইতেছে, সুবস্ত্রিত বোধেয়বসনে পানদক্ষঃস্থল এবং মধ্যে মধ্যে নির্বোধিত কুসুমজালে কামিনীগুলের, কেশকলাপ কি সুন্দর শোভা পাইতেছে ॥ ৮ ॥

প্রিয়তমে! আজ এই প্রবল শীতের রাত্রিতে বিলা-সিনী অক্ষশায়িনীদিগের কুঙ্কম-রাগ-পিঞ্জর কটোর পয়োধর এবং সুখ-সেব্য নবযৌবনের উত্তাপে স্ব স্ব বক্ষঃস্থল বিমর্দিত করত কামিগণ শীতের হাত হইতে পরিজ্ঞান পাইতেছে ও আবেষ্টিত কলেবরে নিদ্রা যাইতেছে ॥ ৯ ॥

ঐ দেখ প্রেয়সি! এই প্রবলশৈত্যপূর্ণ রজনীতে কামান্ত-দয়িতগণের সহিত কামিনীরা হৃদয়ের কামভাবের উদ্বেককারী মদবর্দ্ধক উত্তম মত্ত পান করিতেছে, সেই সুপেয় মত্তের উপর বিস্তৃত উৎপল-দল রাগোদ্ধতহৃদয়া ললনাদের নিশ্বাস-পবনে কেমন বিকম্পিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

প্রিয়ে! ঐ দেখ, আর এক সুন্দরীর কাণ্ড! ভোঃ হইয়াছে, নিশাপরিগৃহীত মদরাগ কাটিয়া গিয়াছে, পতির নির্দয় আলিঙ্গনের প্রচুর্যে তরুণীর কুচাগ্রভাগ একেবারে আকুঞ্চিত হইয়াছে, কামিনী সর্বাঙ্গে প্রিয়তমের পরিভোগের চিহ্ন দেখিয়া লজ্জিতবদনে তাত্তাতাড়ি শয়নগৃহ হইতে অস্তগৃহে গমন করিতেছে, নতুবা লজ্জা পাইবার সম্ভাবনা ॥ ১১ ॥

অঙ্কুরসুৰভিপূমোদিতং কেশপাশং গলিতকুসুমমালাং তদ্বতী কৃষ্ণিতাগ্রম্ ।
 ত্যজতি গুরুনিতম্বা নিয়মধ্যাবসানা হ্যযসি শয়নমত্মা কামিনী চারুশোভা ॥ ১২ ॥
 কনক-কমল-কাষ্ঠৈঃ সত্ত্ব এবাস্থদৌতৈঃ শ্রবণতট-নিবৈকৈঃ পাটলোপাস্ত-নৈত্রৈঃ ।
 উযসি বদনবিস্ময়ং সংসক্ত-কেশৈঃ শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিতা যোষিতোহিহ ॥ ১৩ ॥
 পৃথুজঘন-ভরার্ভাঃ কিঞ্চিদানত্র-মধ্যাঃ স্তনভরপরিষেদামন্দমন্দং ব্রজন্ত্যঃ ।
 সুরত-সময়বেশং নৈশমাশু প্রহায় দধতি দিবসযোগ্যং বেশমত্মাস্তরুণ্যঃ ॥ ১৪ ॥
 নখপদচিতভাগান্ বীক্ষমাণাঃ স্তনগ্রানধরকিসলয়াগ্রং দন্তভিন্নং স্পৃশন্ত্যঃ ।
 অভিমতরসমেতং নন্দয়ন্ত্যস্তরুণ্যঃ সবিতুরুদয়কালে ভূষয়ন্ত্যাননানি ॥ ১৫ ॥
 প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ প্রবলসুরতকেলিজাতকন্দর্পদর্পঃ ।
 প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসস্তাপহেতুঃ শিশিরসময় এষ শ্রেয়সে বোহস্ত নিত্যম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতঋতুসংহারে শিশিরবর্ণনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

অম্বয় ।—চারুশোভা নিয়মধ্যাবসানা গুরু-
 নিতম্বা অত্যা কামিনী উযসি অঙ্কুর-সুৰভিপূমোদিতং
 গলিত-কুসুম-মালাং বৃষ্ণিতাগ্রং বেশপাশং তদ্বতী (সতী) শয়নং
 ত্যজতি হি ॥ ১২ ॥

অত্ৰ যোষিতঃ উযসি গৃহমধ্যে বনক-কমল-কাষ্ঠৈঃ
 সত্ত্বঃ এব অস্থদৌতৈঃ শ্রবণ তট নিবৈকৈঃ পাটলোপাস্ত নৈত্রৈঃ
 অংস-সংসক্ত-কেশৈঃ বদন-বিস্ময়েঃ শ্রিয়ঃ ইব সংস্থিতাঃ ॥ ১৩ ॥

পৃথুজঘন-ভরার্ভাঃ বিঞ্চিদানত্র-মধ্যাঃ স্তন-ভর-পরিষেদাৎ
 মন্দমন্দং ব্রজন্ত্যঃ অত্যাঃ তরুণ্যঃ নৈশং সুরত-সময়বেশম্
 আশু প্রহায় দিবস-যোগ্যং বেশং দধতি ॥ ১৪ ॥

তরুণ্যঃ নখ-পদ-চিত-ভাগান্ স্তনগ্রান্ বীক্ষমাণাঃ দন্ত-
 ভিন্নম্ অধর-কিসলয়াগ্রং স্পৃশন্ত্যঃ (তথা) অভিমতরসম্ এতং
 নন্দয়ন্ত্যঃ (চ সত্যঃ) সবিতুরুদয়কালে আননানি ভূষয়ন্তি ॥ ১৫ ॥

প্রচুর-গুড়-বিকারঃ স্বাদু-শালীক্ষু-রম্যঃ প্রবল-সুরতকেলিঃ
 জাত-কন্দর্পদর্পঃ প্রিয়জন-রহিতানাং চিত্ত-সস্তাপ-হেতুঃ এষঃ
 শিশির-সময়ঃ বঃ (সুখাকং) নিত্যং শ্রেয়সে অস্তি ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ—প্রিয়তমে! দেখ দেখ, এই এক ক্ষীণমধ্যা ও
 ক্ষীণকটিপ্রাস্তা নিভৃৎসতী কামিনী উষাকালে অঙ্গলাবণ্যে
 রাতমন্দির উজ্জ্বল করিয়া, অঙ্কুর ধূপ-বাগিত, বিস্রুত-কুসুম-
 দাম ও বৃষ্ণিতপ্রাস্ত বেশবল্যাপ অঙ্গুলীদ্বারা ছাড়াইতে
 ছাড়াইতে নৈশমধ্যা পরিত্যাগ করিতেছে ॥ ১২ ॥

প্রিয়ে! আজ উষাকালে গৃহলক্ষীগণ যথার্থই গৃহের লক্ষ্মীর
 আয়—আধিষ্ঠাত্রী দেবীর আয় গৃহমধ্যে বিবাজ করিতেছেন।

এই দেখ, ওতক্রিয়াবাসনে সত্ত্বঃ প্রকাশিত, স্বর্ণ কমলবৎ
 কর্মলীয়কাস্তি, আবার পরিপুষ্ট ও আরক্ত-নৈত্রপ্রাস্ত বদন-
 বিধের পরিসর বাহিয়া উহাদের কেশপাশ কেমন অঙ্গদেশে
 এলাইয়া পাড়িয়াছে! ॥ ১৩ ॥

আবার এই দেখ, আরও কতিপয় তরুণী জঘনদেশের
 গুরুভারে আস্ত হওয়ার তাহাদের মধ্যভাগ যেন ঈষৎ আনত
 হইয়া পাড়িয়াছে এবং তাহারা পানোন্ত-স্তনভারে ধীরে ধীরে
 চালিতে চালিতে ব্যতিকালের সুরতোচিত বেশবিজ্ঞাশ তাড়া-
 ভাড়া পরিত্যাগপূর্বক, দিবসের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ
 করিতেছে ॥ ১৪ ॥

প্রিয়তমে! আজ সূর্যোদয়কালে, উপভুক্তা তরুণী-
 দের অবস্থা একবার নিরীক্ষণ কর ॥ তাহারা কখনো প্রিয়-
 তমের নখকত স্তনগ্রভাগ দর্শিতেছে, কখনো আবার
 দশনকত অধরপল্লব স্পর্শপূর্বক আঘাতের পরিমাণ উপলব্ধি
 করিতেছে ও মনে মনে আপনার ভাগ্যকে অভিনন্দিত
 করিতে করিতে মুখকমল বিভূষিত করিতেছে ॥ ১৫ ॥

হৃদয়েশ্বর! এই উপভোগক্ষম শিশির-সময়ে গোড়ী
 সুরার বড়ই প্রাচুর্য ও শালি এবং ইক্ষুরসের সুরা এ সময়ে
 বড়ই স্বাদু ও রমণীয়। এই মনোহর কালে সুরতচর্য্যার
 আভিশয় প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে এবং কন্দর্পের দর্পও অত্যন্ত
 বৃদ্ধি পায়। প্রিয়ে! প্রিয়জন-বহুতর্পণের পক্ষে এই
 মনোরম কাল অতীব দুঃসহ। আমি প্রার্থনা করি, এতাদৃশ
 শিশির-সময় চিরদিন তোমার মঙ্গল-বিধান করুক ॥ ১৬ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

বসন্তবর্ণনম্

প্রফুল্ল-চূতাকুর-তীক্ষ্ণ-সায়কো দ্বিরেক-মালা-বিলসদ্ধুর্গঃ ।
 মনাসি বেদুং সুরত-প্রসঙ্গিনাং বসন্ত-যোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
 ক্রমাঃ সপুষ্पाঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ ।
 সুখাঃ প্রদোষা দিবসাস্ত রম্যাঃ সর্বং প্রিয়ে ! চারুতরং বসন্তে ॥ ২ ॥
 বাপীজলানাং মণিমেখলানাং শশাঙ্কভাঙ্গাং প্রমদাজনানাম্ ।
 চূত-ক্রমাণাং কুসুমাবিতানাং দদাতি সৌভাগ্যময়ং বসন্তঃ ॥ ৩ ॥
 কুসুমরাগারুণিতৈর্দুর্কলৈনিতম্ববিশ্বানি বিলাসিনীনাম্ ।
 রক্তাংশুকৈঃ কুসুমরাগ-গৌরৈরলংক্রিয়ন্তে স্তন-মণ্ডলানি ॥ ৪ ॥
 কর্ণেষু যোগাং নবকর্ণিকারং চলেষু নীলেশ্বলকেশশোকম্ ।
 পুষ্পাং ফুলং নবমল্লিকায়াঃ প্রয়াতি কান্তিঃ প্রমদাজননম্ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ।—প্রিয়ে ! প্রফুল্লচূতাকুর-তীক্ষ্ণ-সায়কঃ দ্বিরেক-মালা-বিলসদ্ধুর্গঃ বসন্তযোধঃ সুরতপ্রসঙ্গিনাং মনাসি বেদুং সমুপাগতঃ ॥ ১ ॥

প্রিয়ে ! বসন্তে ক্রমাঃ সপুষ্पाঃ, সলিলং সপদ্মং, স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ, পবনঃ সুগন্ধিঃ, প্রদোষাঃ সুখাঃ, দিবসাস্ত রম্যাঃ,—সর্বম্ (অত্র) চারুতরং (ভবতি) ॥ ২ ॥

অয়ং বসন্তঃ বাপীজলানাং মণিমেখলানাং শশাঙ্কভাঙ্গাং প্রমদাজনানাং কুসুমাবিতানাং চূতক্রমাণাং সৌভাগ্যং দদাতি ॥ ৩ ॥

(অন্ত) বিলাসিনীনাম্ নিতম্ববিশ্বানি কুসুম-রাগারুণিতৈঃ দুর্কলৈঃ, স্তনমণ্ডলানি (চ) কুসুমরাগগৌরৈঃ রক্তাংশুকৈঃ অলংক্রিয়ন্তে ॥ ৪ ॥

(অন্ত) প্রমদাজননম্ কর্ণেষু যোগাং নবকর্ণিকারং, চলেষু নীলেষু অলকেষু অশোকং নব-মল্লিকায়াঃ ফুলং পুষ্পাং চ কান্তিঃ প্রয়াতি ॥ ৫ ॥

বক্তার্থঃ।—প্রিয়ে ! রতি-লালস কামিগণের হৃদয় বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ঐ দেখ, প্রবল ষোদ্ধার যত বসন্তকাল উপস্থিত ! প্রফুল্ল সহকার-মুহুর উহার সুতীক্ষ্ণ সায়ক এবং অলিঙ্গিত উহার বিলাস-ভঙ্গি-দুঃসহ ধনুকের , গুণ ॥ ১ ॥

সুন্দরি ! তোমার ছায় বসন্তের সমস্তই সুন্দর ! ঐ দেখ, গাছে গাছে ফুল, জলে জলে পদ্ম এবং অঙ্গনামাত্রেরই আজ কাম-শর-পাড়িত, প্রিয়ে ! আজ গন্ধবহ যথার্থই সৌগন্ধময়, সায়ংকাল অতি সুখকর এবং দিব্যভাগও পরম-রমণীয় ; তাই বলিতেছিলাম, এ সময়ে সবই সুন্দর ॥ ২ ॥

প্রিয়তমে ! আজ বসন্ত যেন স্বহস্তে সকলকে গাজাইতে বসিয়াছে, সকলকেই সৌন্দর্য্যভূষণে বিভূষিত করিতেছে ! ঐ দেখ,—কি দীর্ঘিকার সলিল, কি মণিময়-রশনাবিশিষ্ট ইন্দুকান্তি কামিনী, কি কুসুমশোভিত সহকারতরু,—সকলেই আজ সৌভাগ্য-সজ্জায় সমলঙ্কৃত ॥ ৩ ॥

আজ এই উৎকট বসন্তে বিলাসিনীগণের নিতম্ববিশ্ব কুসুম-কুসুমরাগারুণ মনোহর বসনে কেমন শোভা পাইতেছে, আবার তাহাদের স্তনমণ্ডল ঐ দেখ কুসুমরাগ-গৌর রক্তাভ অংশুকে কি অপূর্ব ত্রি ধারণ করিয়াছে ॥ ৪ ॥

আর ঐ দেখ, প্রমদাবুন্দের কর্ণপাশে নব-কর্ণিকার কুসুম ও ঘনকৃষ্ণ চঞ্চল অলকদামে অশোক এবং নবমল্লিকা-প্রস্থন কেমন শোভা পাইতেছে ॥ ৫ ॥

স্তনেষু হারাঃ সিতচন্দনাঈ। ভূজেষু সঙ্গং বলয়ান্ধদানি।
 প্রয়াস্ত্যান্ধাতুরমানসানাং নিতম্বিনীনাং জঘনেষু কাঞ্চ্যঃ ॥ ৬ ॥
 সপত্রলেখেষু বিলাসিনীনাং বস্ত্রেষু হেমাশ্বকুহোপমেযু।
 রত্নাস্তরে মৌক্তিকসঙ্গরম্যঃ শ্বেদোদগমো বিস্তরতামুপৈতি ॥ ৭ ॥
 উচ্ছ্রাসয়ন্ত্যঃ শ্লথবন্ধনানি গাত্রাণি কন্দর্প-সমাকুলানি।
 সমাপবর্তিষধুনা প্রিয়েষু সমুৎসুকা এব ভবন্তি নার্য্যঃ ॥ ৮ ॥
 তনুনি পাণ্ডুনি সমস্তরাণি মুহুমূর্ছজৃম্মতংপরানি।
 অঙ্গান্ননঙ্গঃ প্রমদাজনস্ত করোতি লাবণ্য-সসম্ভরাণি ॥ ৯ ॥
 নেত্রেষু লোলো মদিরালসেযু গণ্ডেষু পাণ্ডুঃ কঠিনঃ স্তনেযু।
 মধ্যেষু নিম্নো জঘনেযু পানঃ স্ত্রীণামনঙ্গো বহুধা স্থিতোহুত ॥ ১০ ॥

অর্থঃ।—(অত্) অন্ধাতুরমানসানাং নিত-
 ম্বিনীনাং স্তনেষু সিতচন্দনাঈঃ হারাঃ, ভূজেষু বলয়ান্ধদানি,
 জঘনেষু কাঞ্চ্যঃ সঙ্গং প্রয়াস্তি ॥ ৬ ॥

বিলাসিনীনাং সপত্রলেখেষু হেমাশ্বকুহোপমেযু বস্ত্রেষু
 শ্বেদোদগমঃ রত্নাস্তরে মৌক্তিক-সঙ্গ-রম্যঃ (সন্) বিস্তরতামু
 উপৈতি ॥ ৭ ॥

অধুনা প্রিয়েষু সমাপবর্তিষু (সৎসু) সমুৎসুকাঃ এব নার্য্যঃ
 কন্দর্প-সমাকুলানি, অতএব শ্লথবন্ধনানি গাত্রাণি উচ্ছ্রাসয়ন্ত্যঃ
 ভবন্তি ॥ ৮ ॥

(অত্) অনঙ্গঃ প্রমদা-জনস্ত অঙ্গানি তনুনি,
 পাণ্ডুনি, সমস্তরাণি, মুহুমূর্ছঃ জৃম্মতংপরানি লাবণ্য-
 সসম্ভরাণি (চ) করোতি ॥ ৯ ॥

অত্ অনঙ্গঃ স্ত্রীণাং মদিরালসেযু নেত্রেষু লোলঃ, গণ্ডেষু
 পাণ্ডুঃ, স্তনেষু কঠিনঃ, মধ্যেষু নিম্নঃ, জঘনেষু পানঃ (চ ইতি)
 বহুধাঃ স্থিতঃ ॥ ১০ ॥

বক্তার্থঃ।—প্রিয়ে! আজ এই বসন্ত-সমাগমে
 মদনাতুরা নিতম্বিনীরা পীনপয়োধরশোভী ঔরঃস্থলে
 স্বেতচন্দন-লিপ্ত হার, বাহুলতায় বলয় ও কেয়ুর
 এবং জঘনদেশে কি সুন্দর মেখলাদাম পরিধান
 করিয়াছে ॥ ৬ ॥

বিলাসিনীদিগের হেয়ারবিলম্ব-প্রতিম ও পত্র-রচনাবিশিষ্ট
 বদনে শ্বেদবিন্দু উদ্গত হইয়া কেমন রমণীয় কান্তি ধারণ

করিয়াছে! মনে হইতেছে যেন, রত্নজালমধ্যে মুক্তাজাল
 খচিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৭ ॥

প্রিয়তমে! বসন্তের এমনই প্রভাব যে, ঐ দেখ, স্ব স্ব
 প্রণয়-ভাজন সমীপে বিচরমান থাকা সত্ত্বেও কামিনীরা কেমন
 যেন সমুৎসুক, উৎকর্ষিত ও বিরহাতুরবৎ হইয়া উঠিতেছে;
 তাহাদের মদনসস্তাপ-ব্রিষ্ট কলেবর থাকিয়া থাকিয়া কেমন
 যেন উচ্ছ্রসিত ও পরকর্মেই আবার শিথিল-গ্রস্থি, একেবারে
 অলস-অধীর হইয়া পড়িতেছে ॥ ৮ ॥

প্রিয়ে! একে বসন্তের প্রকোপ, তাহাতে আবার
 অনন্দের তাড়না, এতদুভয়ে আজ শুভলগনের কি চমৎকার
 অবস্থা ঘটিয়াছে,—একবার নিরীক্ষণ কর। তাহাদের
 অঙ্গ-লতিকা পাণ্ডুবর্ণ ক্লশ ও কেমন যেন অলস হইয়া পড়ি-
 য়াছে, বার বার হাই তুলিতেছে, আজ সুন্দরীদের দেহে
 লাবণ্য যেন আর ধরিতেছে না। সর্কাজে সৌন্দর্যের যেন
 একটা কেমন ত্রাস, ভয়ঙ্কর বহিয়া যাইতেছে ॥ ৯ ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ, রমণীদের আপাদমস্তক সর্কদেহে
 মদন আজ কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিলাস করিতেছে। ঐ
 দেখ, উহাদের মদিরালস নয়নে কন্দর্প কেমন চঞ্চল, গণ্ডস্থল
 কেমন পাণ্ডু, আবার স্তনপঙ্কজে কেমন কঠিনরূপে মদনের
 আবির্ভাব হইয়াছে। নাভিরন্ধ্রে ও কটিদেশে কেমন নিম্ন
 ও জঘনদেশে কেমন স্থল হইয়া রতিপতি আশ্রয়প্রকাশ
 করিতেছে ॥ ১০ ॥

অঙ্গানি নিদ্রালসবিভ্রমানি বাক্যানি কিঞ্চিদলালসানি ।
 ভ্রক্ষেপজিহ্বানি চ বীক্ষিতানি চকার কামঃ প্রমদাজনানাম্ ॥ ১১ ॥
 প্রিয়ঙ্গুকালীয়ককুঙ্কমাত্তং শুনেষু গোয়েষু বিলাসিনীভিঃ ।
 আলিপ্যন্তে চন্দনমঙ্গনাভিঃ মদালসাভির্মৃগনাভিযুক্তম্ ॥ ১২ ॥
 গুরুণি বাসাংসি বিহায় তূর্ণং তনুনি লাক্ষারসরঞ্জিতানি ।
 স্নুগন্ধিকালাগুরুধূপিতানি ধন্তেহঙ্গনা কামমদালসাস্ত্রী ॥ ১৩ ॥
 পুংস্কোকিলশ্চূতরসাসবেন মত্তঃ প্রিয়াং চুষতি রাগহৃষ্টঃ ।
 কৃজন্ দ্বিরেফোহপ্যয়মমুজ্জ্বলঃ প্রিয়াং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু ॥ ১৪ ॥
 তাত্র-প্রবাল-স্তবকাবনম্রাশ্চ তদ্রমাঃ পুষ্পিত-চাক্র-শাখাঃ ।
 কুর্কন্তি কামং পবনাবধূতাঃ পর্য্যুত-স্নুকং মানসমঙ্গনানাম্ ॥ ১৫ ॥
 আ মূলতো বিক্রমরাগতাত্রং সপল্লবাঃ পুষ্পচয়ং দধানাঃ ।
 কুর্কন্ত্যশোকং হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্ ॥ ১৬ ॥

অঙ্কুর।—(অঙ্ক) কামঃ প্রমদাজনানাম্ অঙ্গানি নিদ্রা-
 লসবিভ্রমানি, বাক্যানি বিক্ষিপ্ত মদ-লালসানি, বীক্ষিতানি চ
 ভ্রক্ষেপজিহ্বানি চকার ॥ ১১ ॥

(প্রিয়ে! অঙ্ক) বিলাসিনীভিঃ মদালসাভিঃ অঙ্গনাভিঃ
 গোয়েষু শুনেষু প্রিয়ঙ্গু-কালীয়ক-কুঙ্কমাত্তং মৃগনাভিযুক্তং
 চন্দনম্ আলিপ্যন্তে ॥ ১২ ॥

কামমদালসাস্ত্রী অঙ্গনা তূর্ণং গুরুণি বাসাংসি বিহায় লাক্ষা-
 রসরঞ্জিতানি স্নুগন্ধি-কালাগুরুধূপিতানি তনুনি (বাসাংসি)
 ধন্তে ॥ ১৩ ॥

চূত রসাসবেন মত্তঃ রাগ-হৃষ্টঃ পুংস্কোকিলঃ প্রিয়াং
 চুষতি, অয়ং অমুজ্জ্বলঃ দ্বিরেফঃ অপি কৃজন্ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়ং
 চাটু প্রকরোতি ॥ ১৪ ॥

(অঙ্ক) তাত্র-প্রবাল-স্তবকাবনম্রাঃ পুষ্পিত-চাক্র-শাখাঃ
 চূতদ্রমাঃ পবনাবধূতাঃ (সন্তঃ) অঙ্গনানাং মানসং কামং
 পর্য্যুত-স্নুকং কুর্কন্তি ॥ ১৫ ॥

আ মূলতঃ বিক্রমরাগতাত্রং পুষ্পচয়ং দধানাঃ সপল্লবাঃ
 অশোকঃ নিরীক্ষ্যমাণাঃ (সন্তঃ) নবযৌবনানাং হৃদয়ং সশোকং
 কুর্কন্তি ॥ ১৬ ॥

বজ্রার্থ।—কাম আজ প্রমদাদেব বচন কেমন
 গদগদ ও মদবিজড়িত, নয়নের দৃষ্টি কেমন কটাক্ষ-জটিল ও
 সর্ককলেবর কেমন যেন নিদ্রাজড়বৎ করিয়া তুলিয়াছে ॥ ১১ ॥

আজ বিলাসিনীগণ একান্ত মদালস হইয়া ঐ দেখ, প্রিয়ঙ্গু-
 পরাগ, সুহতি কালীয়ক ও কুঙ্কমমিশ্রিত এবং মৃগনাভিযুক্ত
 চন্দনরসে গৌরবর্ণ স্তন-কোকিলদ চর্চিত করিতেছে ॥ ১২ ॥

প্রিয়ে! ঐ দেখ, কাম-মদে অলসাস্ত্রী হইয়া স্তনরীরা
 গুরু অর্থাৎ শৈত্যনিবারণ স্থল গরন কাপড় পরিত্যাগ-
 পূর্বক, তাড়াতাড়ি লাক্ষারস-রঞ্জিত ও সৌগন্ধময় কালা-
 গুরু-ধূপবাসিত স্নুগবস্ত্র পরিধান করিতেছে ॥ ১৩ ॥

দেখ দেখ, চূতমঞ্জরীর মকরন্দরূপ মত্ত পান করিয়া
 অমুরাগান্ন-হৃদয়ে কোকিলকুল কেমন প্রগাঢ়ভাবে তাহাদের
 প্রিয়তমাকে চুষন করিতেছে! আবার ঐ দিকে ঐ পদ্মদল-
 নিবল ভ্রমর শুন্ শুন্ গুঞ্জরণে কেমন মধুর কণ্ঠে প্রিয় চাটু
 বচন দ্বারা প্রিয়তমা ভ্রমরীর হৃদয় গলাইতেছে ॥ ১৪ ॥

প্রিয়ে! তাত্রাত নব-পল্লব-গুচ্ছে দ্বিষদানত এবং শাখায়
 শাখায় কুম্মবতীরে পরিশোভিত হইয়া, ঐ দেখ, সহকারতরু
 বায়ুভরে কাঁপিতে কাঁপিতে বসন্ত-প্রভাব-পীড়িতা যুবতী-
 দিগকে কিরূপ উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে! ॥ ১৫ ॥

আবার ঐ নবপল্লবশোভিত রক্তাশোকতরু বিক্রমবৎ
 রক্তাত কুম্মনিচয়ে, ঐ দেখ, কেমন আমূল বিগণ্ডিত
 হইয়াছে। প্রিয়ে! আজ ঐ অশোকের দিকে চাহিয়া নব-
 যুবতীদের হৃদয় প্রিয়-বিরহ-শোকে একান্ত অধীর হইয়া
 পড়িতেছে ॥ ১৬ ॥

মস্তদ্বিরেফ-পরিচুষিত-চারু-পুষ্পা মন্দানিলাকুলিত-নত্র-মৃদু-প্রবালাঃ ।
 কুর্বন্তি কামিমনসাং সহসোৎসুকত্বং চূতাভিরামকলিকাঃ সমবেক্ষ্যমাণাঃ ॥ ১৭ ॥
 কাভামুখ-দ্যুতিজুযামপি চোদগতানাং শোভাং পরাং কুরবক-দ্রুমমঞ্জরীণাম্ ।
 দৃষ্ট্য়া প্রিয়ে ! সহদয়স্ত ভবেন্ন কস্ত কন্দর্প-বাণ-পতন-ব্যথিতং হি চেতঃ ॥ ১৮ ॥
 আদীপ্ত-বহ্নি সদৃশৈশ্বর্যতাবধূতৈঃ সর্বত্র কিংশুক-বনৈঃ কুসুমাবনতৈঃ ।
 সন্তো বসন্ত-সময়ে হি সমাচিত্যেয়ং রক্তাংগুকা নব-বধূরিব ভাতি ভূমিঃ ॥ ১৯ ॥
 কিং কিংশুকৈঃ শুক-মুখচ্ছবিভিন্ন ভিন্নং কিং কর্ণিকার-কুসুমৈর্নকৃতং নু দগ্ধম্ ।
 যৎ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুর্নৈর্বরচোভিযুনাং মনঃ সুবদনানিহিতং নিহন্তি ॥ ২০ ॥
 পুংস্কোকিলৈঃ কলবচোভিরুপাত্ত হর্ষৈঃ কুজস্তিরুদ্রকলানি বচাংসি ভৃঙ্গৈঃ ।
 লজ্জাধিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন পর্যাণকুলং কুলগৃহেহপি কৃতং বধুনাং ॥ ২১ ॥

অর্থঃ ।—মস্ত-দ্বিরেফ-পরিচুষিত-চারু-পুষ্পাঃ মন্দা-
 নিলাকুলিত-নত্র-মৃদু-প্রবালাঃ, চূতাভিরাম-কলিকাঃ
 সমবেক্ষ্যমাণাঃ (সত্যঃ) সহসা কামি-মনসাম্ উৎসুকত্বং
 কুর্বন্তি ॥ ১৭ ॥

অপি চ প্রিয়ে। কাভামুখ-দ্যুতি-জুযাম্ উদগতানাং
 কুরবক-দ্রুম-মঞ্জরীণাং পরাং শোভাং দৃষ্ট্য়া সহদয়স্ত কস্ত চেতঃ
 কন্দর্পবাণ পতন-ব্যথিতং ন ভবেৎ হি ? ॥ ১৮ ॥

বসন্ত-সময়ে সন্তো আদীপ্ত-বহ্নি-সদৃশৈঃ মরুতা
 অবধূতৈঃ কুসুমাবনতৈঃ কিংশুক-বনৈঃ সর্বত্র সমাচিতা ইয়ং
 ভূমিঃ হি রক্তাংগুকা নববধূঃ ইব ভাতি ॥ ১৯ ॥

সুবদনা-নিহিতং যুনাং মনঃ শুক-মুখচ্ছবিভিঃ
 কিংশুকৈঃ কিং ন ভিন্নম্ ? কর্ণিকার-কুসুমৈঃ কিং দগ্ধং
 ন কৃতং হু ? যৎ অয়ং কোকিলঃ পুনঃ মধুর্নৈঃ বচোভিঃ
 (তৎ) মনঃ নিহন্তি ? ॥ ২০ ॥

উপাত্তহর্ষৈঃ কলবচোভিঃ পুংস্কোকিলৈঃ,
 উদ্রাদ বচাংসি কুজস্তিঃ ভৃঙ্গৈঃ কলানি (চ) (কংভিঃ) কুল-গৃহে
 অপি বধুনাং লজ্জাধিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষণেন পর্যাণকুলং
 কৃতম্ ॥ ২১ ॥

বক্তার্থঃ—প্রিয়তমে! ঐ দেখ,—সহকারের মনোহর
 মুকুলগুলিকে প্রমত্ত ভ্রমর কেমন বার বার চুষন করিতেছে
 ও মৃদুমন্দ সমীর-হিলোলে উহার অচিরোদগত পল্লবগুচ্ছ
 কেমন তুলিতে তুলিতে এক-একবার নত হইয়া পড়িতেছে।

আজ ঐ সহকারের দিকে চাহিয়া কামিনীগণের হৃদয়ে যে
 কতদূর উৎকণ্ঠার উদয় হইতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে
 পারিতেছ ? ॥ ১৭ ॥

হৃদয়েশ্বরী! প্রিয়তমার মুখ-কান্তি-সদৃশ কান্তি-বিশিষ্ট
 ঐ অচিরোদগত কুরবকমঞ্জরীর অনির্কচনীয় সুসমা দর্শনে,
 বল ত, কোন্ হৃদয়বান্ চিত্ত কন্দর্পবাণাবাতে ব্যথিত
 না হয় ? ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মি! প্রাদীপ্ত অনলবৎ উজ্জল-কান্তি, কুসুমভার-নত
 ও সমীরকম্পিত ঐ পলাশ-কুসুম-বনে সমগ্র ভূমি লম্বাছাদিত
 হইয়া, আজ রক্তাশ্রুপরিহিতা নববধূর নাম বিদ্রাজ
 করিতেছে ॥ ১৯ ॥

প্রিয়ে! এই দুঃসহ বসন্তকালে যুবকদিগের চিত্ত শুক-
 মুখচ্ছবিবিশিষ্ট কিংবদন্তুসুমে কি শতধা বিদীর্ণ হইতেছে
 না, অথবা কর্ণিকারবৃক্ষসুমে কি জলজল করিয়া পুড়িতেছে
 না? তবে আবার নিষ্ঠুর কোকিল তার মধুবর্ষী কর্ণরবে
 উহাতে আঘাত করিতেছে কেন? কান্তে! মড়ার উপর
 কোকিলদস্যুর এ খাঁড়ার প্রহার কেন? ॥ ২০ ॥

প্রিয়ে! আজ রোমাঞ্চকারী, মনোহারী, আনন্দবর্ষা
 কোকিল-বক্তারে এবং মধুমত্ত ভ্রমরের কলমধুর গুঞ্জরণে,
 স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা যে সঙ্কল্প কুলবধু,—তাহাদের
 বিনয়বৃত্ত হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য পর্যাণশুক হইয়া
 উঠিতেছে ॥ ২১ ॥

আকম্পয়ন্ কুসুমিতাঃ সহকারশাখাঃ বিস্তারয়ন্ পরভূতস্ত বচাসি দিঙ্কু ।
 বায়ুর্বিবাতি হৃদয়ানি হরন্নরাণাং নীহারপাতবিগমাং স্তভগো বসন্তে ॥ ২২ ॥
 কুন্দৈঃ সরিষ্মবধু-হুসিতাবদাতৈরুছোতিতান্যুপবনানি মনোহরাণি ।
 চিত্তং মূনেরপি হরন্তি নিবৃত্তরাগং প্রাগেব রাগমলিনানি মনাংসি যুনাং ॥ ২৩ ॥
 আলম্বি-হেমরশনাঃ স্তনসক্তহারাঃ কন্দর্প-দর্প-শিথিলীকৃত-গাত্রযষ্টাঃ ।
 মাসে মধৌ মধুরকোকিলভৃঙ্গনাদৈর্নার্যো হরন্তি হৃদয়ং প্রসভং নরাণাম্ ॥ ২৪ ॥
 নানামনোজ্ঞ-কুসুমক্রমভূষিতান্তান্ হৃষ্টাশ্চ-পুষ্ট-নিনদাকুল-সামু-দেশান্ ।
 শৈলেয়-জাল-পরিণদ্ধ-শীতলৌঘান্ দৃষ্ট্বা জনঃ ক্ষিতিভূতো মুদমেতি সর্বকঃ ॥ ২৫ ॥
 নেত্রে নিমীলয়তি রোদিতি যাতি শোকং ভ্রাণং করেণ বিরূপন্ধি বিরৌতি চোচ্চৈঃ ।
 কাস্তা-বিরোগ-পরিখেদিত-চিত্ত-বৃত্তিঃ ধ্বংসগঃ কুসুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্ ॥ ২৬ ॥

অর্থঃ ।—বসন্তে নীহার-পাত-বিগমাং স্তভগঃ বায়ুঃ কুসুমিতাঃ সহকার-শাখাঃ আকম্পয়ন্ পরভূতস্ত বচাসি দিঙ্কু বিস্তারয়ন্ নরাণাং হৃদয়ানি হরন্ বিবাতি ॥ ২২ ॥

সরিষ্ম-ধু-হুসিতাবদাতৈঃ কুন্দৈঃ উ দ্যাতিতানি মনোহরাণি উপবনানি মূনেঃ অপি নিবৃত্ত-রাগং চিত্তং হরন্তি, যুনাং রাগ-মলিনানি মনাংসি (তু) প্রাক্ এব (হরন্তি স্য) ॥ ২৩ ॥
 মধৌ মাসে আলম্বি হেম-রশনাঃ স্তন-সক্ত-হারাঃ কন্দর্প-দর্প-শিথিলীকৃত-গাত্র-যষ্টাঃ নার্যঃ মধুর-কোকিল-ভৃঙ্গ-নাদৈঃ নরাণাং হৃদয়ং প্রসভং হরন্তি ॥ ২৪ ॥

(অর্থ) সর্বকঃ জনঃ নানা-মনোজ্ঞ-কুসুম-ক্রম-ভূষিতান্তান্ হৃষ্টাশ্চ-পুষ্ট-নিনদাকুল-সামু-দেশান্ শৈলেয়-জাল-পরিণদ্ধ-শীতলৌঘান্ ক্ষিতিভূতঃ দৃষ্ট্বা মুদন্ এতি ॥ ২৫ ॥

কাস্তা-বিরোগ-পরিখেদিত-চিত্ত-বৃত্তিঃ ধ্বংসগঃ কুসুমিতান্ সহকারবৃক্ষান্ দৃষ্ট্বা নেত্রে নিমীলয়তি, রোদিতি, শোকং যাতি, করেণ ভ্রাণং বিরূপন্ধি, উচ্চৈঃ বিরৌতি চ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ ।—প্রিয়তমে ! এখন আর নীহারপতনের বাতনা নাই, ঐ দেখ, সুখ-স্পর্শ সমীরণ আজ চারিদিক্ কোকিলের কল-মধুর স্বাক্ষরে একেবারে মুখর করিয়া, কুসুম-ভূষিত সহকার-শাখা কাঁপাইতে কাঁপাইতে, কেমন নির্দয়ভাবে সামুদ্রিক পাগল করিয়া তুলিতেছে । সামুদ্রিক হৃদয় হরণ করিতেছে ॥ ২২ ॥

সম্মিতমুখি ! নববধূর বিব্রন-সুন্দর হাতের ছায়া অমল-ধবল কুন্দ-কুসুমে, ঐ দেখ, মনোহর উদ্ভান-রাজি কেমন

দীপ্তিময় হইয়া শোভা পাইতেছে । ষাঁহাদের হৃদয়ে কোন বাসনা, কোন লালসা নাই, তাদৃশ সংসারবিরক্ত মুনিদিগের চিত্তও আজ উদ্ভান-পরম্পরার ঐ অনিন্দ্যমধুর কাস্তি দর্শনে বিমোহিত হয়, আর অমুরাগ-বিমুগ্ধ কানাক্ষ যুবকদের হৃদয়ের ত কথাই নাই, তাহা সর্বাগ্রেই অপহৃত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

ইন্দুবদনে ! আজ এই সুপ্রকট বসন্তে কামিনীগণের দেহবষ্টি কন্দর্পের সদর্প আধিপত্যে যেন কেমন শিথিল অবশ হইয়া পড়িয়াছে, নিতম্বের কান্ধন কান্ধী ঐ বিস্তৃতভাবে তুলিতেছে, হারলতা স্তনপদ্মে নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া আছে, আজ তাহারা যেন কেমন আনুগা,—অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছে ! কামিনীকুলের ঐ অবস্থায় পুরুষের হৃদয় ঝটিতি হৃত, বিমোহিত, মূর্খমুগ্ধ : আন্দোলিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

প্রিয়ে ! আজ এই প্রবৃত্ত বসন্তকালে পর্ত্তমালার অপ-রূপ রূপ দর্শনে সকল লোকেরই চিত্ত বিমোহিত হইতেছে । ঐ দেখ, পর্ত্তের প্রাস্তভাগগুলি নানা মনোজ্ঞ কুসুম-মণ্ডিত তরুরাজিতে কেমন শোভা পাইতেছে । সামুদেশ উন্নয়ন-কোকিলকুলের স্বাক্ষরে মুখরিত এবং শীলাপট্টনিচয় সুগন্ধি শিলাজ-তু-সৌরভে আমোদিত । ॥ ২৫ ॥

প্রেমসি ! এই সুখর ও সন্তোষযোগ্য বসন্তকালে কাস্তা-বিরহ-বিধুর পথিকগণের বিরোগখিন্ন হৃদয়ের কি কষ্ট ! তাহারা আজ কুসুমিত সহকার বৃক্ষের দিকে চাহিয়াই নয়ন মূদ্রণ করিতেছে, শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, সৌরভে আকুল হইয়া নাসিকা চাপিয়া ধরিতেছে, এবং তারস্বরে মিচ্ছন বন-পথে বসিয়া কাঁদিতেছে ॥ ২৬ ॥

সমদমধুকরাণাং কোকিলানাঞ্চ নাদৈঃ কুসুমিত-সহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ রম্যঃ ।

ইষুভিরিব স্মৃতীক্লেম্মানসং মানিনীনাং তুদতি কুসুমগাসে। মন্থথোদেজনায় ॥ ২৭ ॥

আত্মী মঞ্জুল-মঞ্জরী বর-শরঃ সং কিংশুকং যদ্ধনু-

র্জা। যস্যালিকুলং কলঙ্করহিতশ্চত্রং সিতাংশুঃ সিতম্ ।

মন্তেভো মলয়ানিলঃ পরভূতা যদ্বন্দিনো লোকজিৎ

সোহয়ং বো বিতরীতরীতু বিতল্লভজং বসস্তাষিতঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতাবৃত্তসংহারে বসন্তবর্ণনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

সমাপ্তমিদং ঋতুসংহারকাব্যম্ ।

অন্বয়।—কুসুমিত-সহকারৈঃ কর্ণিকারৈঃ চ রম্যঃ কর্ণিকারের দ্বারা রমণীয় এই মধুগাস আজ যেন স্মৃতীক্লেম্ম (অন্য) কুসুম-গাস: স্মৃতীক্লেম্ম: ইষুভিঃ ইব সমদ-মধুকরাণাং বাণাঘাতে মানিনীদের হৃদয়-শয়িত মন্থথকে জাগ্রত ও কোকিলানাং নাদৈঃ চ মন্থথোদেজনায় মানিনীনাং নানাংসি উদ্বিগ্ন করিবার নিমিত্তই, তাহাদের চিত্ত আহত ও ব্যথিত তুদতি ॥ ২৭ ॥ করিতেছে ॥ ২৭ ॥

(প্রিয়ে !) সং কিংশুকং যদ্ধনুঃ, অলিকুলং যন্ত জ্যা, কলঙ্ক-
রহিতঃ সিতাংশুঃ (যন্ত) সিতং চত্রং, মলয়ানিলঃ (যন্ত) মন্তেভঃ
পরভূতাঃ বদ্বন্দিনঃ, আত্মী মঞ্জুল-মঞ্জরী (যন্ত) বর-শরঃ, সং অয়ং
লোকজিৎ, বসস্তাষিতঃ বিতল্লুঃ বঃ ভজং বিতরীতরীতু ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ে! আজ অভিমানিনীদের অভি-
মানের শিরে, ঐ দেখ, যেন বজ্রাঘাত পড়িতেছে। উন্নদ
মধুকর এবং কোকিলের বাহ্যার, কুসুমিত সহকার এবং

কিংশুককুসুম বাহ্যার অপরাঞ্জের ধনুঃ এবং ভ্রমরপঙক্তি
বাহ্যার আচ্ছেদ্য ধনুর্গুণ, অকলঙ্ক সিতাংশু বাহ্যার
স্বেতচ্ছত্র এবং মলয়-সমীরণ বাহ্যার মাতঙ্গদৃশ, কোকিলকুল
বাহ্যার বন্দনাকারী স্তুতিপাঠক, মনোজ্ঞ আশ্রমঞ্জরী বাহ্যার
শ্রেষ্ঠ শর, সেই এই সর্বলোকবিজেতা রাজাধিরাজ অনন্দদেব
বসস্তাভরণে সুসমৃদ্ধ হইয়া তোমাদের মঙ্গলবিধান
করুন ॥ ২৮ ॥

ঋতুসংহারং সমাপ্তম্

পু ঞ্-বা ণ-বি লা স

(মূল, অক্ষয় ও তাৎপর্যার্থ-সংবলিত অনুবাদ)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডৃতপূৰ্ণ অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত

পুষ্প-বাণ-বিলাসম্

শ্রীমদগোপবধু-স্বয়ংগ্রহপরিষঙ্গেষু তুঙ্গস্তনব্যামদাদ্ গলিতেহপি চন্দনরজস্রাজে বহন সৌরভন্
কশিচ্ছাগরজাতরাগনয়নদ্বন্দ্বঃ প্রভাতে শ্রিয়ং বিভ্রং কামপি বেণুনাদরসিকো জাৱাগ্রণীঃ পাতু বঃ ॥ ১ ॥

ভুবনবিদিতমাসীদ্ যচ্চরিত্রং বিচিত্রং সহ যুবতি-সহস্রৈঃ ক্রীড়তো নন্দ-সুনোঃ ।

তদখিলমবলম্ব্য স্বাচ্ শৃঙ্গারকাব্যং রচয়িতু-মনসো মে শারদাস্ত প্রসন্না ॥ ২ ॥

কাস্তে দৃষ্টিপথঙ্গতে নয়নয়োরাসীদ্বিকাসো মহান্ প্রাপ্তে নির্জনমালায়ং পুলকিতা জাতা তনুঃ সুভ্রবঃ ।

বক্ষোজগ্রহণোৎসুকে সমভবং সৰ্ব্বাঙ্গকম্পোদয়ঃ কণ্ঠালিঙ্গনতৎপরে বিগলিতা নীবী দৃঢ়াপি স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

প্রণম্য পিতরৌ শব্দং রাজেন্দ্র-নাথ-শৰ্মণা ।

পুষ্প-বাণ-বিলাসস্ত ক্রিয়তে সরলোৎসবঃ ॥

অন্বয় ।—শ্রীমদগোপবধু-স্বয়ংগ্রহ-পরিষঙ্গেষু তুঙ্গস্তন-
ব্যামদাদ্ চন্দন-রজসি গলিতে অপি অঙ্গে সৌরভং বহন,
জাগর-জাত-রাগ নয়ন-দ্বন্দ্বঃ প্রভাতে কাম্ আপি (আনন্দ-
নীয়াং) শ্রিয়ং বিভ্রং বেণুনাদরসিকঃ কশিচ্ছ জাগ্রাণীঃ
বঃ পাতু ॥ ১ ॥

যুবতি-সহস্রৈঃ সহ ক্রীড়তঃ নন্দ-সুনোঃ যৎ বিচিত্রং চরিত্রং
ভুবন-বিদিতম্ আসীৎ, অখিলং তৎ (চরিত্রম্) অবলম্ব্য
স্বাচ্-শৃঙ্গারকাব্যং রচয়িতু-মনসঃ মে শারদা প্রসন্না
অন্ত ॥ ২ ॥

কাস্তে দৃষ্টিপথং গতে (সতি) সুভ্রবঃ নয়নয়োঃ মহান্
বিকাসঃ আগীৎ (পুনঃ) নির্জনম্ আলায়ং প্রাপ্তে (সতি)
(সুভ্রবঃ) তনুঃ পুলকিতা জাতা, বক্ষোজ-গ্রহণোৎ-
সুকে (সতি) (সুভ্রবঃ) সৰ্ব্বাঙ্গকম্পোদয়ঃ সমভবং,
কণ্ঠালিঙ্গনতৎপরে (চ সতি) দৃঢ়া অপি নীবী স্বয়ং
বিগলিতা ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ ।—যে রসময় পুরুষের চন্দন-রাগ-রঞ্জিত
কলেবর হইতে, শ্রীমতী গোপ-কামিনীদের স্বেচ্ছা-কৃত
আলিঙ্গনকালে পীন-পমোথের বিন্দন বশতঃ চন্দন-রেণু
বিগলিত হইলেও, সেই বরাবর প্রকৃতি-সিদ্ধ সৌরভ বিলুপ্ত

হয় না এবং যে চিত্রসুন্দরের নয়ন-মুগল সারা রাত্রি জাগ-
রণের ফলে আরক্ত আভার সুরঞ্জিত হইয়া প্রভাতে কি
এক অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করে, সেই বংশী বাদন-রসিক
প্রত্যক্ষ-বস-স্বরূপ গোপিকাগণের জারশ্রেষ্ঠ তোমাদিগকে
সৰ্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

দেবি বীণাপাণি ! ষাণ্মা বৈচিত্র্য-পূর্ণ চরিত্র স্বর্গমর্ত্য-
রসাতল—ত্রিজগতে বিখ্যাত, শত-সহস্র যুবতিগণের সহিত
যিনি ক্রীড়া-রত, সেই নন্দ-নন্দনের চারিত্র-সম্পদ উপভাব্য
করিয়া শ্রুতিমনোহর এই শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যনিশ্চাণে
বাসনা করিয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও, একবার মুখ তুলিয়া
তোমার এই সেবকের দিকে চাও ॥ ২ ॥

অকস্মাৎ সেই ত্রিভুবনকান্ত কাস্তকে দেখিতে পাইয়া
জ-বিলাসিনী এক সুন্দরীর আকর্ষণবিশ্রান্ত নয়নকমল
সমাবৃত্তাবে বিকসিত, বিক্ষারিত হইয়া উঠিল, পরে সেই
প্রাণকাস্তকে নির্জন স্থানে পাইয়া আপাদমস্তক কলেবরে
রোমাঞ্চ দেখা দিল, রসময় স্তন-কমল-গ্রহণের নিমিত্ত
যেমন কর-প্রসারণ করিলেন, অমনি আবার সেই সুন্দরীর
সৰ্ব্বাঙ্গ কাপিতে লাগিল, ক্রমে প্রাণবল্লভ কণ্ঠে কণ্ঠদেশে
আলিঙ্গিতা হইয়া সুন্দরী এতই অবশ হইয়া পড়িলেন যে,
তাঁহার নাভিমূল-স্থিত সুদৃঢ় পরিধেয়-গ্রন্থিও তুলিয়া গেল ।
যুবতি প্রায় বিবসনা হইয়া পড়িলেন ॥ ৩ ॥

মাং দূরাদরবিন্দসুন্দরদরশ্মেরাননা সম্প্রতি জাগন্তু জঘনস্তনাজনগলচাক্তরীয়াঞ্চলা ।
প্রত্যাসন্নজনপ্রতারণপরা পাণি প্রসার্যাস্তিকে নেত্রান্তস্থ চিরং কুরঙ্গনয়না সাকৃতমালোকতে ॥ ৪ ॥

নীরঙ্গমেতদবলোকয় মাধবীনাং মধ্যে নিকুঞ্জসদনপুষ্পকীর্ত্তম্ ।
কুর্য্যদীহ মণিতানি বিলাসবত্যো বোদ্ধুং ন শক্যমবলে নিনদৈঃ পিকানাং ॥ ৫ ॥

দষ্টং বিশ্বধিয়াধরাগ্রমরুণং পর্য্যাকুলো ধাবনান্মিল্লস্তিলকঃ শ্রামাশুগলিতং ছিন্না তল্লুঃ কণ্টকৈঃ ।
আঃ কর্ণজরকারিকঙ্কণবনংকারং করৌ ধুষতী কিং ভ্রাম্যশ্চটবীণ্ডকায় কুসুমাত্রেষা ননান্দাগ্রহীং ॥ ৬ ॥

অর্থঃ।—(সম্প্রতি শ্রীমত্যাঃ হাবতাবাদি-মধুরাং চেষ্টাং পশুন্ রস সরিৎপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নশ্ব-সচিনঃ বিবৃণোতি মাম্—ইতি)—সম্প্রতি অরবিন্দ সুন্দর-দরশ্মেরাননা জাগন্তু জঘন-স্তনাজনগলচাক্তরীয়াঞ্চলা কুরঙ্গ-নয়না প্রত্যাসন্নজন-প্রতারণপরা (সতী) নেত্রান্তস্থ অস্তিকে পাণি প্রসার্য মাং দূরং সাকৃতং চিরম্ আলোকতে ॥ ৪ ॥

(অধুনা সঙ্কেতপদমাগতাং কামিনীং নায়কঃ উপ-
দিশতি।)—অগ্নি অবলে ! মাধবীনাং মধ্যে চ্যুত-পুষ্পকীর্ত্ত
নীরঙ্গম্ এতৎ নিকুঞ্জ-সদনম্ অলোকয়, বিলাসবত্যাঃ যাদ
ইহ মণিতানি কুর্য্যঃ,—পিকানাং নিনদৈঃ বোদ্ধুং ন
শক্যম্ ॥ ৫ ॥

অরুণম্ অধরাগ্রং বিশ্বধিয়া দষ্টং, ধ্মিল্লঃ ধাবনাং পর্য্যাক-
কুলঃ, তিলকং শ্রামাশুগলিতং, কণ্টকৈঃ তল্লুঃ ছিন্না, আঃ ।
কিং করৌ কর্ণজরকারিকঙ্কণবনংকারং (যথা তথা) ধুষতী
(সতী) অটবীণ্ডকায় ভ্রাম্যসি? (পশু) এষা ননান্দা-
কুসুমানি অগ্রহীং ॥ ৬ ॥

বজ্রার্থঃ।—কোন সুন্দরী গোপবধুর হাবতাবাদি-
পূর্ণ বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী দর্শনপূর্ব্বক রসময় শ্রীকৃষ্ণ সমীপবর্তী
বয়স্ককে কহিতেছেন :—ঐ দেখ সখে ! অরবিন্দ-সুন্দর-মুখী
ঐ কুরঙ্গনয়না কামিনী নিকটস্থিত লোক-লোচনে
খুলি নিক্ষেপপূর্ব্বক কেমন সম্মিত-বদনে নয়নোপাস্ত হাতে
আড়াল দিয়া, দূর হইতে আড়-নয়নে আমাকে দেখিতেছে,
যুবতীর পীনপমোদরের উপর হইতে মনোহর কাঁচলী
খসিয়া পড়ায় সৌন্দর্য্য যেন তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিয়া
বেড়াইতেছে ॥ ৪ ॥

পূর্ব্ব-নির্দেশানুসারে জনহীন সঙ্কেতস্থানে সন্ধ্যাকালে
কোন নায়িকাকে নায়ক উপদেশচ্ছলে কহিতেছেন,—

সুন্দরি !—মাধবী-লতাবৃত স্থানের মধ্যস্থল পতিত কুসুম-
রাশিতে আকীর্ণ, একেবারে রক্তশূভ্র—সুতরাং অস্ত্রের
অদৃশ্য এই নিকুঞ্জ-সদনের দিকে চাহিয়া দেখ। এ স্থান
অতি উজ্জম। তোমার সঙ্গিনী বিলাসিনীরা যদি এখানে
বিহার-কালে অসাবধানতাবশতঃ অলঙ্কারাদির ধ্বনিও
করিয়া ফেলেন, কোন ক্ষতি নাই, বোকিলের
বঙ্করে তাহা ঢাকা পড়িবে, কেহই ধরিতে বা বুঝিতে
পারিবে না ॥ ৫ ॥

ফুল তুলিবার নাম করিয়া এক সখীকে সঙ্গে লইয়া
কোন যুবতি উত্তানবাটিকার মধ্যবর্তী লতাকুঞ্জে প্রবেশ-
পূর্ব্বক তত্রত্য প্রিয়তমের সহিত অতিগোপনে মিলিত
হইয়াছেন—এবং অসংযত নায়কের অত্যাচারে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ
ক্ষতাবক্ষত হইয়াছে, সঙ্গিনী সখী কুঞ্জদ্বারে প্রহরায় নিযুক্তা,
এমন সন্ধ্যায়, অদূরে ঐ যুবতি গোপবধুর ননদও ফলের
সাজি হাতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিয়া দ্বাররক্ষিকা সখী
কুঞ্জ-মধ্যবর্তিনী যুবতীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে ও তাঁহার
দোষ ঢাকিয়া লইতেছে। “ঐদিদি, ছুটি!+ ছাকা? পাকা
তেলাছুচা ভাবিয়া তোমার অধর পাখীতে ঠোকরাইল,
আর ঠেকাইতে পারিলে না? ছুটে ছুটে এমন সুন্দর
খোঁপাটি এলাইয়া ফেলিলে? লাভের মধ্যে শ্রম-জনিত
ঘর্ষজলে কপালের তিলক ধুয়ে গেল, কাঁটায় গা ছড়িয়া
গেল; আর তুমি অনবরত হাতের কঙ্কণ নাড়িয়া এমনই
বেস্তুরা শব্দ করিতেছ যে, কান যেন ফাটিয়া যাইতেছে, ঐ
রকম শব্দ করে কি বনের শুকপক্ষী ধরা যায়? কেন
শুধু শুধু ঘুরিতেছ? ঐ দেখ ত, তুমিই বা কি করিতেছ,
আর তোমার ননদ কেমন নীরবে ফুল তুলিতে তুলিতে
এই দিকে আসিতেছেন। ॥ ৬ ॥

বিভাণা করপল্লবেন কবরীমেকেন পর্যাঙ্কুলামত্বেন স্তনমণ্ডলে নিদধতী শ্রুতদুঃখলাঞ্চলম্ ।
 এষা চন্দনলেশলাঙ্ঘিততনুস্তাংলুরক্তাধরা নিযাতি প্রিয়মন্দিরাদ্রতিপতে: সাক্ষাজ্জয়শ্রীরিব ॥ ৭ ॥
 কাস্তো যাস্ততি দূরদেশমিতি মে চিন্তা পরং জায়তে লোকানন্দকরো হি চন্দ্রবদনে ! বৈরাগ্যতে চন্দ্রমা: ।
 কিঞ্চায়ং বিতনোতি কোকিলকলালাপো বিলাপোদয়ং প্রাণানব হরন্তি হন্তু নিতরামারামন্দানিলা: ॥ ৮ ॥
 নবকিসলয়তল্লং কল্লিতং তাপশাস্ত্যৈ করসরসিজসজ্জাং কেবলং স্নাপয়ন্ত্যা: ।
 কুসুমশরকুশানুপ্রাপিতাঙ্গারতয়া: শিব শিব পরিতাপং কো বদেৎ কোমলাঙ্গ্যা: ॥ ৯ ॥
 শেতে শীতকরে'হম্বুজে কুবলয়দ্বাদ্বিনির্গচ্ছতি স্বচ্ছা মোক্তিকসংহতির্ধবলিমা হৈমীং লতামঞ্চতি ।
 স্পর্শাং পঙ্কজকোশয়োঃরভিনবা যাস্তি অজঃ ক্লান্ততামেঘোংপাতপরস্পরা মম সখে যাত্রাস্পৃহাং কুন্ততি ॥ ১০ ॥

অম্বয় ।—(সস্ত্রাত কৃতবিহার্যং কেলি-মন্দির্যং
 নির্গচ্ছন্তাম্ আলস্তনস্থরাং নায়িকাং প্রদর্শয়ন্ রাসিক: সখ্য-
 যাহ)—পথ্যাকুলাং কবরীম্ একেন কর-পল্লবেন বিভাণা, স্তন-
 মণ্ডলে শ্রুতং দুঃখলাঞ্চলম্ অত্বেন (কয়েণ) নিদধতী চন্দনলেশ-
 লাঙ্ঘিত-তনু: তাংলুরক্তাধরা এষা (পরিভুক্তা বিলাসিনী)
 প্রিয়মন্দির্যং রতিপতে: সাক্ষাজ্জয়-শ্রী: ইব নিযাতি ॥ ৭ ॥

(পতেয়া প্রবাস-গমনোন্মুখে সাত কাঁচং সখ্যম্ আহ) ।—
 চন্দ্রবদনে ! কাস্ত: দূরদেশং যাস্ততি, ইতি মে চিন্তা
 পরং জায়তে । হি—(যতঃ) লোকানন্দকরঃ চন্দ্রমা: বৈরাগ্যতে,
 কিঞ্চ অয়ং কোকিল-কলালাপঃ বিলাপোদয়ং বিতনোতি, ইতি ।
 আরাম মন্দানিলা: প্রাণান্ এব নিতরং হরন্তি ॥ ৮ ॥

(কস্তাচং বিরাহণ্যা: দুঃখমবলোক্য কাঁচং সখী আহ) ।
 —তাপশাস্ত্যৈ কল্লিতং নবকিসলয়তল্লং কেবলং কর-সরসজ-
 সজ্জাং স্নাপয়ন্ত্যা: কুসুম শর-কুশানুপ্রাপিতাঙ্গারতয়া: কোম-
 লাঙ্গ্যা: পারতাপং ক: বদেৎ,—শিব শিব ! ॥ ৯ ॥

(অত্রাপ্রযাসাবধং গন্তং প্রাক্ কৃতনিশ্চয়: পশ্চাৎ বিরতঃ,
 কথং বিরতোহসীত বন্ধুনা পৃষ্ট: কশিচৎ নায়ক: ভ-গ্যা বিবৃণোতি)
 —সখে ! (পশ্য),—শতকরঃ অম্বুজে শেতে, স্বচ্ছা মোক্তিক-
 সংহতি: কুবলয়দ্বাদ্ব্যং বিনির্গচ্ছতি, ধবলিমা হৈমীং লতাম্
 অঞ্চতি, আতনবা: অজঃ পঙ্কজ-কোশয়ো: স্পর্শাং রাস্ততাং
 যাস্তি, এষা উৎপাত-পরস্পরা মম যাত্রাস্পৃহাং কুন্ততি ॥ ১০ ॥

বজ্রার্থ ।—কেলিগৃহ হইতে নির্দয়োপভুক্তা নায়িকা
 বস্ত্রাদি সামলাহিতে সামলাহিতে বাহির হইতেছে দেখিয়া
 রাসিক নাগর সখাকে দেখাইতেছেন :—ঐ দেখ সখে ! এক
 হাতে শীথল কবরী ধরিয়া অত্র হাতে স্তনমণ্ডল আঁচলে
 কিয়া তাৎপূল-রক্তাধরে বিলাসিনী ঠিক যেন রাত পতির
 বিদগ্ধ-লক্ষ্মীর মত প্রিয়তমের ঘর হইতে বাহির হইতেছে ।

সুন্দরীর সর্ষ-শরীর নায়িকার চন্দন-লেশে কেমন চিত্রিত
 হইয়াছে ! একবার চাহিয়া দেখ ॥ ৭ ॥

পতিকে প্রবাস-গ-নে উত্তত দেখিয়া কোন যুবতি
 সখীকে কহিতেছেন ;—ইন্দুমুখি ! আজ আমার প্রাণকান্ত
 দূরদেশে চলিয়া যাইবেন,—ভাবিয়া চারি দিক অন্ধকার
 দেখিতেছি, বড়ই চিন্তা হইতেছে । কেন না,—ঐ দেখ,
 জগদানন্দ-চন্দ্রনা কি ঘোর শক্রতা করিতেছে, কোকিলের
 কলমধুর বজ্রারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে হইতেছে । হায় সখি !
 এক দিন যে মন্দসনীরে প্রাণ জুড়াইয়া যাইত আজ তাহা
 প্রাণ হরণ করিতে উত্তত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

কোন বিরহিণীর দুঃখ দেখিয়া অত্র এক সুন্দরী সম-
 বেদনায় আকুল হইয়া কহিতেছে,—আহা ! ঐ বিরহিণীর
 আজ কি দুর্দশাই না হইয়াছে ! উহার বিরহ-তাপের শাস্তির
 জন্ত নবপল্লবের যে শয্যা রচিত হইয়াছিল, উত্তপ্ত কর-পল্লবে
 বার বার, যাতনায়, তাহা যেনন স্পর্শ করিতেছে, অর্মান সে
 কিসলয়-শয্যা—সুখাইয়া যাইতেছে, কুসুম-শররূপ প্রবল হতা-
 শতনের জ্বালায় প্রদাহে পুড়িয়া পুড়িয়া যুবতির সোনার অঙ্গ
 অঙ্গারের মত কালো হইয়া গিয়াছে, কি কষ্টই অবলা ভোগ
 করিতেছে । শিব, শিব, এ দৃশ্য আর দেখা যায় না ভাই ॥ ৯ ॥

প্রিয়তমার নিকট যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া হঠাৎ বিরত
 হওয়ায়, “কি জন্ত গেল না ?”—জিজ্ঞাসার উত্তরে নায়ক ঐ
 প্রশ্নকারী বন্ধুকে উত্তর দিচ্ছেন ;—“সখে ! যাইব কি
 করিয়া ? বল ত ; দেখছ না, আজ সব বিপরীত, এমন সব
 দুর্লক্ষণ দেখিয়া কি এমন তীর্থে যাওয়া যায় ? ঐ দেখ,
 শীতহ্রাত চন্দ্রমা আজ পদ্মে শয়ন করিতেছে, নীল-
 উৎপল হইতে ঐ দেখ, অমল-ধবল মুক্ত-মালা নির্গত
 হইতেছে, আবার কাঞ্চনবর্ণময়ী স্বর্ণলতাকে শুভ-কাস্তি
 গিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে,—আর এই আমার অভিনব
 গ্রথিত কসুমমালিকা কমল-কোরকদুগ্ধে স্পর্শ দেখ,
 কেন মুড়িয়া যাইতেছে । এত কুলক্ষণ আমার তার
 কাছে যাওয়ার সাধ মিটিয়াছে ॥ ১০ ॥

দূতীদং নয়নোৎপলদ্বয়মহো তাস্তং নিতাস্তং তব শ্বেদাস্তঃকণিকা ললাটফলকে মুক্তাশ্রিয়ং বিভ্রতি ।

নিশ্বাসাঃ প্রচুরীভবন্তি নিতবাং হা হস্ত চন্দ্রাতপে যাতায়াতবশাৎ বৃথা মম কৃতে শ্রাস্তাসি কাস্তাকৃতে ! ॥ ১১ ॥

অধিবসতি বসন্তে মর্তুকামা হ্রস্বন্তে নবকিশলয়তল্লং পুঞ্জিতাজ্জারকল্পম্ ।

বিবহমসহমানা চক্রবাকীসমানা চকিতবনকুরঙ্গী-লোচনা কোমলাঙ্গী ॥ ১২ ॥

নৈষ্ঠুর্যাং কলকণ্ঠকোমলগিরাং পূর্ণস্ত শীতহ্র্যতেতিগ্নাং বত দক্ষিণস্ত মরুতো দাক্ষিণ্যহানিশ্চ তাম্ ।

শ্রুতবাকৃতিমেব কর্তু মবলাং সন্ন্যাহমাতস্বতে তদ্বিষ্মঃ ক্রিয়তে তৃণাদিচলনোদ্ভূতৈস্তৃণাপ্তিভ্রমৈঃ ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ ।—(নায়কমানেতং গতী দূতী স্বয়মেব নায়কেন উপভুক্তা নানাভোগ-চক্ষিতা চ সতী প্রত্যগতা চতুরঙ্গা নায়িকয়া উচ্যতে) । অহো দূতি ! (মদার্থং কিং কণ্ঠং স্বয়া স্বীকৃতমিতি অহো-শকার্থঃ) তব ইদং নয়নোৎপলদ্বয়ং নিতাস্তং তাস্তং, শ্বেদাস্তঃ-কণিকাঃ ললাট-ফলকে মুক্তা-শ্রিয়ং বিভ্রতি, নিশ্বাসাঃ নিতবাং প্রচুরীভবন্তি, হা হস্ত ! অয়ি কাস্তা-কৃতে ! মম কৃতে চন্দ্রাতপে যাতায়াতবশাৎ বৃথা শ্রাস্তা অসি ! ॥ ১১ ॥

(বসন্ত-সময়ে প্রিয়-বিরহাৎ মরণে কৃতনিশ্চয়াং নায়িকাং বিলোকা সহচরী কাঞ্চিৎ অন্তাম্ আহ) ।—চক্রবাকী-সমানা চকিত-বন-কুরঙ্গী-লোচনা কোমলাঙ্গী (কাচিৎ নায়িকা) বিবহম্ অসহমানা—মর্তুকামা (চ সতী) হ্রস্বন্তে বসন্তে পুঞ্জিতাজ্জার-কল্পং নবকিশলয়-তল্লম্ অধিবসতি ॥ ১২ ॥

(প্রতিশ্রুতসময়ে প্রিয়মনাগতং দৃষ্টা স্বরতাপিতয়া নায়িকয়া প্রেযিতা দূতী নায়কম্ আহ) ।—কলকণ্ঠ-কোমল-গিরাং নৈষ্ঠুর্যাং, পূর্ণস্ত শীতহ্র্যতে: তিগ্নাং, দক্ষিণস্ত মরুতঃ দাক্ষিণ্য-হানি: চ, বত ! (খেদে) তাম্ অবলাং শ্রুতবাকৃতিম্ এব (মৃত্যুং) কর্তুং সন্ন্যাহম্ আভবতে, তৃণাদিচলনোদ্ভূতৈ: তৃণাপ্তিভ্রমৈ: তদ্বিষ্মঃ ক্রিয়তে ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ ।—বিরহিণী, নায়ককে আনিবার জন্য যে তরুণী দূতীকে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী দূতী ফিরিয়া আসিয়াছে,—তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্দশা দেখিয়া নায়িকা সমস্তই বুঝিতে পারিয়া—কৌশলে কহিতেছেন ;—“আহা দূতি ! আমার জন্য আজ তোর কি কষ্টভোগই করিতে

হইয়াছে ! তোর এমন সুন্দর চোক দুটো যেন ছুটিয়া পড়ি-তেছে, সারা কপালে ঘামের শত সহস্র বিন্দু মুক্তার মত দেখা যাইতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে । ওলো সুন্দরি ! আমার জন্য এই প্রখর চন্দ্র-কিরণের আতপে গমনাগমনে শুধু শুধু আজ কি কষ্টই তুই ভোগ করিলি ! আহা হা ! মরিয়া যাই ! একটু এখন ঠাণ্ডা হ’ ॥ ১১ ॥

দুরন্ত বসন্তে বিরহতাপে মরণোন্মত্ত নায়িকাকে দেখিয়া এক সখী অন্য সখীকে কহিতেছে ;—সখি ! দেখ দেখ, এই চক্রবাকীবৎ মনোস্ত-দর্শনা, বন-কুরঙ্গীবৎ চকিত-নয়না, কোমলাঙ্গী কামিনী, এই দুরন্ত বসন্তে অসহ্য বিরহের তাপে মরিতে সক্ষম করিয়া রানীকৃত অঙ্গারবৎ নব-পল্লব-শয্যায় পড়িয়া আছে । দেখিলে বুক ফাটিয়া যায় ! ॥ ১২ ॥

কথা দিবে কথামত সময়ে না আসায়, কন্দর্পানল-দগ্ধা নায়িকা কর্তৃক প্রেরিতা দূতী গিয়া নায়ককে কহিতেছে ;—“নিষ্ঠর ! আজ মদন, কল-কণ্ঠ কোকিলকুলের কুজনের অসহ্য যাতনায়, পূর্ণচন্দ্রের হৃৎসহ কিরণানলে ও দক্ষিণ সমীরণের নিষ্করণ ব্যবহারের দ্বারা সেই প্রেমিণী অবলাকে মারিয়া ফেলিবার সমস্ত যোগাড়-যন্ত্রই করিয়াছে, শুধু মাঝে মাঝে কোন একটা গাছের পাতা পড়ার শব্দ শুনিলেও সেই মরণোন্মত্ততা ভাবিতেছে—এ বুঝি সে আসিতেছে,—তবে আর মরিব না । আহা ! অমনি ইতি-উতি চাহিতেছে । সে যথার্থই আজ—

“পতিত পত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদূপযানম্,
জ্বলতি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পছানম্” ॥ ১৩ ॥

সাপ্তে মা কুরু লোচনে বিগলতি স্তম্ভং শলাকাজনং তীব্রং নিশ্চিসিতং নিবর্তয় নবাস্তাম্যস্তি কণ্ঠশ্রজঃ ।

তস্মৈ মা লুঠ কোমলাঙ্গি ! তদুত্তং হস্তাঙ্গরাগোহশু তে নাতীতো দয়িতোপযানসময়ো মাস্মাত্তথা মন্তথাঃ ॥১৪॥

কাচিং সার্বজনীনবিভ্রমপরা মধোসখীমণ্ডলং লোলাক্ষিক্রবসংজ্ঞয়া বিদধতী সখ্যা সহাভাষণম্ ।

অঙ্কোরজনমঞ্জসা শশিমুখী বিচ্যস্ত বক্ষোজয়োঃ স্থলস্তাবুকয়োঃ স্থিতং মণিসরঞ্চলাঞ্চলেন প্যথাং ॥১৫॥

জিহ্বত্যাননমিন্দুকান্তিরধরং বিশ্বপ্রভা চুষতি স্পষ্টং বাঙ্জতি চারুপদ্যমুকুলচ্ছায়াবিশেষঃ স্তনৌ ।

লক্ষ্মীঃ কোকনদস্ত্র খেলতি করাবালস্য কিঞ্চদরাদেস্ত্রাঃ সূদৃশঃ করোতি পদয়োঃ সেবাং প্রবালদ্র্যতিঃ ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ ।—(যথাকালং নায়কম্ অনাগতং বীক্ষ্য কাতরাং নায়িকাং সখী প্রবোধয়তি) ।—অয়ি কোমলাঙ্গি ! লোচনে সাপ্তে মা কুরু, (তর্হি) স্তম্ভং শলাকাজনং বিগলতি, তীব্রং নিশ্চিসিতং নিবর্তয়, (অত্থা) নবাঃ কণ্ঠশ্রজঃ তাম্যস্তি, হস্ত । তস্মৈ মা লুঠ, অঙ্গরাগঃ তদুত্তম্ অশুতে, দয়িতোপযান-সময়ঃ ন অতীতঃ, অত্থা মাস্ম মন্তথাঃ ॥ ১৪ ॥

(লোক-সমক্ষং সঙ্কেত-কাল-জিজ্ঞাসয়া ইঙ্গিতেন প্রত্যুত্তরং দত্তবতীং নায়ক-প্রেমিতাং দূতীং প্রীতি নায়িকায়ঃ সাক্ষত-চেষ্টাং বর্ণয়তি) ।—সার্বজনীন-বিভ্রম-পরা কাচিং শশিমুখী মধোসখীমণ্ডলং লোলাক্ষিক্রব-সংজ্ঞয়া সখ্যা সহ আভাষণং বিদধতী অঙ্গসা অঙ্কোঃ অঙ্গনং বিচ্যস্ত স্থলস্তাবুকয়োঃ বক্ষোজয়োঃ স্থিতং মণি-সরং চেলাঞ্চলেন প্যথাং । (অপেরলোপঃ) ॥ ১৫ ॥

(কামপি যুবতীং বীক্ষ্য কস্তাচৎ যুবকস্ত সখায়ং প্রীতি উক্তিঃ) ।—ইন্দুকান্তিঃ এতস্তাঃ সূদৃশঃ আননং জিহ্বতি, বিশ্বপ্রভা অধরং চুষতি, চারুপদ্য-মুকুলচ্ছায়াবিশেষঃ স্তনৌ স্পষ্টং বাঙ্জতি, কোকনদস্ত্র লক্ষ্মীঃ করো আলস্য খেলতি, কিঞ্চ প্রবালদ্র্যতিঃ আদরাৎ পদয়োঃ সেবাং করোতি ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ ।—যথাসময়ে প্রিয়তম না আসায় অতিকাতরা নায়িকাকে সখীর প্রবোধ-দান ।—সখি ! নয়ন-দ্বয় আর অশ্রু-পূর্ণ করিও না, নেত্রের সমস্ত কঙ্কল গলিয়া পড়িতেছে । অত উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ বন্ধ কর, উহার তাপে নব-প্রাণিত কণ্ঠমালা শুকাইয়া যাইতেছে ! কোমলাঙ্গি ! ওভাবে শয্যায় পড়িয়া আর ছটফট করিও না, উহাতে বেহের সমস্ত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে । এখনও তোমার জিহ্বতম দয়িতের আগমন-কাল অতীত হয় নাই, ইহারই মধ্যে অত কি ভাবিতেছ । কেনই বা সমস্ত বেশভূষা

মলিন করিয়া ফেলিতেছ ? যদি এখন তিন আসেন, তবে ?— ॥ ১৪ ॥

“কখন সঙ্কেতস্থানে আমি যাইব ? তুমিই বা তথায় কখন ‘আসিবে’—এই কথা দূতীমুখে নায়ক পরকীয়া নায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, সখীদিগের মধ্যে ওকাত্রে উত্তর দিতে না পারিয়া, অভিসারিকা কৌশল-ক্রমে নায়কপ্রেমিত দূতীকে অভিসারের সময় ইঙ্গিতে জানাইতেছে ।—

সর্বলোকমোহন-বিভ্রম-শালিনী কোন উৎকট-মদা ইন্দুবদনা যুবতী সখীগণের মধ্যে বসিয়া চঞ্চল নয়ন ও ক্রদয়ের কম্পনের দ্বারা দূতীর সহিত নীরব ভাষায় আলাপ করিবার অভিজ্ঞা, সহসা নেত্রদ্বয়ে কঙ্কল পরিতে লাগিল ও পীনোন্নত পযোধর-যুগলে বিলুপ্ত মণি-হার বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলিল । এই হুই ক্রিয়া দ্বারা কামিনী দূতীকে জানাইল যে, যখন জগদ্বাসী চক্ষুতে কঙ্কলবৎ অন্ধকারের আবরণ পড়িবে এবং স্তনপদ্মের উপরিস্থিত মুক্তার মালার ছায় গৃহমধ্যবর্তী মঞ্চস্থিত দীপশিখার আলোক নিকীপিত হইবে,—সেই সময়ে আমি প্রিয়তমের নির্দেশমত সঙ্কেতস্থানে গমন করিব ॥ ১৫ ॥

কোন যুবতীকে দেখিয়া কোন চঞ্চল যুবকের স্থখার সহিত কথোপকথন ।—সখি ! দেখ দেখ । এই পুরোবর্তিনী ললনার মুখখানিতে যেন চাদের সাদৃশ্য আসিয়া পড়িয়া আশ্রাণ লইতেছে, আর পযোধর-যুগলের প্রভাজাল অতি সন্তপ্ণে উহার অধর-যুগল-যুগলে, আবার মনোহর কমল-কোরকের স্নেহমালা কামিনীর কুচ-কুমুম সশঙ্কে স্পর্শ করিতে চাহিবে । কোকনদের সৌন্দর্য ললনার করদ্বয়ে খেলা করিবে এবং প্রবালের দ্র্যতি আদরে উহার পদসেবায় রত থাকিবে ॥ ১৬ ॥

দূতি ! স্বয়া কৃতমহো নিখিলং মদুজং ন হাদৃশী পরহিতপ্রবণাস্তি লোকে ।
 শ্রাস্তাসি হস্ত মৃদুলাঙ্গি ! গতা মদর্থং সিধ্যস্তি কুত্র সুকৃতানি বিনা শ্রমেণ ॥ ১৭ ॥
 ন বরীভরীতি কবরীভরে শ্রজো ন চরীকরীতি মৃগনাভিচিত্রকম্ ।
 বিজরীহরীতি ন পুরেব মংপুরো বিবরীবরীতি চ বিপ্রিয়ং প্রিয়া ॥ ১৮ ॥

গুটালিঙ্গনগণ্ডচূষনকুচস্পর্শাদিলীলায়িতং সর্বং বিস্মৃতমেব বিস্মৃতবতো বালে ! খলেভ্যো ভয়াৎ :
 সংলাপস্তধুনা সুদুর্ঘটতমস্তত্রাপি নাতিব্যথা যদৃদর্শনমপ্যভূদশূলভং তেনৈব দূয়ে ভৃশম্ ॥ ১৯ ॥

অন্য ।—(প্রিয়াস্তিকে প্রেযিতাঃ প্রিয়মেব নিগৃঢ়ম্ উপভূক্তবতীং লক্ষিত-সুদতচিহ্নং, আত্মাপরাধং গোপয়ন্তীং দূতীং বক্ষিতা নায়িকা কথয়তি) ।—দূতি ! অহো ! স্বয়া নিখিলং মদুজং কৃতং, লোকে হাদৃশী পরহিত-প্রবণা ন অস্তি । হস্ত মৃদুলাঙ্গি ! মদর্থং গতা শ্রাস্তা অসি, শ্রমেণ বিনা সুকৃতানি কুত্র সিধ্যস্তি ? ॥ ১৭ ॥

(অভিমানিন্ধ্যাঃ নায়িকায়ঃ রোষম্ আস্থিতায়াং বিরহাৰ্জঃ নায়কঃ তস্তাঃ সখীং কথয়তি) ।—প্রিয়া পুরা ইব কবরীভরে শ্রজঃ ন বরীভরীতি, মৃগনাভিচিত্রকং ন চরীকরীতি, মংপুরঃ ন বিজরীহরীতি, বিপ্রিয়ং চ বিবরী-বরীতি ॥ ১৮ ॥

(পূর্বং বহুশঃ কৃতবিহারয়োঃ কয়োচ্চিৎ তরুণয়োঃ বহোঃ কালাৎ পরং নির্জনে সহসা পরস্পরং পশ্যতোঃ নায়কঃ নায়িকাং কথয়তি) ।—বালে ! বিস্মৃতবতঃ খলেভ্যো ভয়াৎ (স্বয়া)—গুটালিঙ্গন-গণ্ড-চূষন-কুচ-স্পর্শাদিলীলায়িতং সর্বং বিস্মৃতম্ এব, অধুনা সংলাপঃ তু দুর্ঘটতমঃ—তত্র অপি ন অতিব্যথা, (পরস্ত) যৎ দৃদর্শনম্ অপি অশূলভম্ অভূৎ, তেন এব ভৃশং দূয়ে ॥ ১৯ ॥

বক্তার্থ—প্রিয়সমীপে প্রেরিতা নবীনা দূতী নিজেই পরিতৃপ্তা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আত্মাপরাধ গোপন করিতে প্রয়াস পাইতেছে দেখিয়া—বিরহিণী যুবতী ঐ সন্তোগ-চিহ্নিতানী বিশ্বাস-বাতিনী দূতীকে কহিতেছেন ;—আহা দূতি ! তোরা মতন আমার হিত্যাকাঙ্ক্ষিণী আর কে আছে ? যা' যা' বলিয়াছিলাম, তুই আমার সে সব কথাই পালন করিয়াছিস্—দেখিতেছি ! সংসারে কয় জন, বল, তোরা মত পরহিত-দ্রব্যা

আছে ? আহা ! কোমলাঙ্গি ! আমার জন্ত তা'র কাছে যাইতে তোরা কত শ্রমই না হইয়াছে ! দেখ দূতি ! শ্রম না করিলে কি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় ? তুই-ই বল ! ॥ ১৭ ॥

অভিমানভরে নায়িকা চূপ করিয়া আছেন, তাই বিরহাৰ্জ নায়ক, ঐ অভিমানিনীর সখীকে কহিতেছেন ;—ধনি ! এ কি হইল—বল ত ! প্রিয়া আমার পূর্বের মত আর কবরী-ভারে মালা পরাইতেছেন না বা কলেবর মৃগনাভি-চিত্রে সুসজ্জিত করিতেছেন না, আগের মত আমার সম্মুখে আর তেমন বিলাস-গমনে ঘোরা-ফেরা করিতে দেখিতেছি না, আবার যদি কিছু ভিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, অমনি টাস টাস করিয়া নীরস উত্তর প্রদান করিতেছেন, কি হইয়াছে ? কোনো অসুখ করিয়াছে কি ? (নায়ক এমন ভাণ করিতেছেন, যেন অভিমানের কারণটা তিনি জানেনই না, তিনি এমনই নিরপরাধ !) ॥ ১৮ ॥

পূর্বে বহুবার সুপরিচিত ও অব্যাহিত ভাবে পরস্পর সম্মিলিত হওয়ার পর, অনেক দিন অন্তে দুই যুবক-যুবতীতে নির্জনে সাক্ষাৎ হওয়ায়, তরুণদ্বক তরুণীকে কহিতেছেন ;—বালিকে ! খল-ব্যক্তিদের দ্বারা চারিদিকে বিস্মৃত দুর্গামের ভয়ে, কলঙ্কের ভয়ে তুমি সেই নির্জনে সন্তোগ, গণ্ডচূষন, বক্ষোজ-স্পর্শ প্রভৃতি সমস্ত লীলাই, দেখিতেছি, ভুলিয়া গিয়াছ । এখন তোমার সহিত দু'একটা কথা বলাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ! তা' হোক, তাতেও আমার তত দুঃখ নাই ; কিন্তু তোমাকে যে, দূর হইতেও একবার নিমেষের জন্ত এখন দেখিতে পাই না, ইহাতেই আমি মরমে মরিয়া যাইতেছি ॥ ১৯ ॥

যা চন্দ্রশ্চ কলঙ্কিনো জনয়তি স্মেরাননেন ত্রপাং বাচা মন্দিরকীরসুন্দরগিরো যা সর্বদা নিন্দতি ।
নিশ্বাসেন তিরস্বরোতি কমলামোদাশ্চিতান্ যানিলান্ সা তৈরেব রহস্যয়া বিরহিতা কাঞ্চিদশাং নীয়তে ॥ ২০ ॥
তদ্বী সা যদি গায়তি শ্রুতিকটুর্বাণধ্বনির্জায়তে যথাবিষ্করুতে স্মিতানি মলিনবালক্যতে চন্দ্রিকা ।
আন্তে স্নানমিবোৎপলং নবমপি স্মাচ্চেৎ পুরো নেত্রয়োস্তৃপ্তাঃ শ্রীরবলোক্যতে যদি তড়িৎদল্লী বিবর্ণৈব সা ॥ ২১ ॥
সত্যং তদ্যদবোচখা মম মহান্ রাগসুদীয়াদিতি হং প্রাপ্তোহসি বিভাত এব সদনং মাংদ্রষ্টৃকামো যতঃ ।
রাগং কিঞ্চ বিভবি নাথ ! হৃদয়ে কাশ্মীর-পত্রোদিতং নেত্রে জাগরজং ললাট-ফলকে লাক্ষা-রসাপাদিতম্ ॥ ২২ ॥
এতস্মিন্ সহসা বসন্তসময়ে প্রাণেশ ! দেশান্তরং গন্তুং হং যতসে তথাপি ন ভয়ং তাপাং প্রপত্তেহধুনা ।
যস্মাৎ কৈরবসারসৌরভমুখা সাকং সরো-বায়ুনা চান্দ্রী দিক্ষু বিজন্ততে রজনিসু স্বচ্ছা ময়ুখচ্ছটা ॥ ২৩ ॥

অন্থয় ।—(প্রিয়তমে যথা প্রতিজ্ঞম্ অনাগতে বিরহ-
তাপিতয়া নায়িকয়া প্রেযিতা দূতী নায়কং কথয়তি) ।—যা
স্মেরাননেন কলঙ্কিনঃ চন্দ্রশ্চ ত্রপাং জনয়তি, যা সর্বদা বাচা
মন্দিরকীরসুন্দর-গিরঃ নিন্দতি, যা নিশ্বাসেন কমলামোদাশ্চি-
তান্ অনিলান্ তিরস্বরোতি, সা ওয়া বিরহিতা (সতী) তৈঃ
এব কাঞ্চিদশাং নীয়তে ॥ ২০ ॥

(কামপি উপভোগ্যাং সুন্দরীং বীক্ষ্য কশ্চিদ্ যুবা সখায়ং
কৃতো) ।—(সখে !) সা তদ্বী যদি গায়তি, বীণাধ্বনিঃ শ্রুতিকটুঃ
জায়তে, যদি স্মিতানি আবিষ্করুতে, চন্দ্রিকা মলিনা এব
আলক্যতে, নবম্ আপি উৎপলং চেৎ তস্যাঃ নেত্রয়োঃ পুরঃ
স্মাৎ, স্নানম্ ইব আন্তে, যদি তস্যাঃ শ্রীঃ অবলোক্যতে, (তর্হি)
সা তড়িৎদল্লী বিবর্ণা এব (ভবতি) ॥ ২১ ॥

(অগ্ন-সন্তোষ-চিহ্নিতং প্রিয়ং স্তুতিচ্ছলেন কাচিৎ খণ্ডিতা
কৃতো) ।—আয় নাথ !—“মম রাগঃ স্বদীয়াং (রাগাং)
মহান্”—ইতি হং যৎ অবোচখাঃ, তৎ সত্যং, যতঃ হং
মাং দ্রষ্টৃকামঃ (সন্) বিভাতে এব সদনং প্রাপ্তঃ অসি, কিঞ্চ
হৃদয়ে কাশ্মীরপত্রোদিতং, নেত্রে জাগরজং ললাট-ফলকে
লাক্ষা-রসাপাদিতং রাগং বিভর্ষি ! ২৩ ॥

(প্রবাগং গন্তুকামং প্রিয়তমং বিরহেণ স্বদেহং ত্যাক্ষ্যন্তী বিদগ্ধা
নায়িকা সর্বোশলং কৃতো) ।—অয়ি প্রাণেশ ! এতস্মিন্ বসন্ত-
সময়ে হং সহসা দেশান্তরং গন্তুং যতসে, তথাপি অধুনা তাপাং
ন ভয়ং প্রপত্তে, যস্মাৎ স্বচ্ছা চান্দ্রী ময়ুখচ্ছটা কৈরবসার-
সৌরভ-মুখা সরোবায়ুনা (সাকং) রজনিসু দিক্ষু বিজন্ততে ॥ ২৩ ॥

বজ্রার্থ ।—প্রতিশ্রুত সময়ে প্রিয়তম না আসায় বিরহিণী
নায়িকা কর্তৃক প্রেরিতা দূতী গিয়া নায়ককে কহিতেছে ;—
জান তুমি প্রিয়, তোমার অভাবে তোমার প্রিয়তমার কি
হৃদশা ঘটিয়াছে ? এক দিন যে সুন্দরী স্মিত-বদনের দ্বারা
কলঙ্কিত চন্দ্রকে লজ্জা দিত, মধুর-বচন-বিজ্ঞাপে মন্দির-রক্ষিত
শুকের সুললিত ভাষাকেও নিন্দিত করিত এবং যে পদ্মিনীর
নিশ্বাস-গন্ধে কমল-গন্ধ-সুরভি সমীরণে অবজ্ঞাত হইত, আজ

সেই সেই পরাজিত, নিম্নিত ও অবজ্ঞাত বস্তুরুলি এক-
ছোটে তোমার প্রেয়সীকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করি-
য়াছে । নিষ্ঠুর ! তোমার বিরহে তার আজ এই হৃদশা ! ॥ ২০ ॥

কোন উপভোগ-যোগ্যা তরুণীকে দেখিয়া এক যুবক
তাহার সখীকে কহিতেছে ;—সখে ! ঐ কৃপাণী যদি গান
ধরে, বীণার বাক্যরও তার কাছে হার মানে । যদি একবার
মুচকিয়া হাসে, চাঁদের জ্যোৎস্নাও স্নান হইয়া যায় । অচির-
বিকসিত কমলের দিকে ঐ তরুণী যদি চায়, সে লজ্জায়
মলিন হইয়া পড়ে । অধিক কি,—ঐ সুন্দরীর চির-নবীন আকৃ-
তির কাছে, বিদ্যমানতাও শ্রী-হীন ও স্নান বলিয়া মনে হয় ॥ ২১ ॥

অগ্ন-সন্তোষ-চিহ্নিত প্রিয়তমকে কোনো ব্যথিতা নায়িকা
স্তুতিচ্ছলে কহিতেছেন ;—নাথ ! এতদিন তুমি যে বলিয়া
আসিতেছ—‘তোমার রাগ হইতে আমার রাগ (অনুরাগ ও
অপরাগ)—অনেক অধিক’—সে কথা আজ দেখিতেছি,
বর্ণে বর্ণে সত্য । কেন না, কৃপাপূর্বক আমাকে এই প্রভাত
কালে দেখা দিতে যদিও তুমি আসিয়াছ, কিন্তু এত দেৱীতেও
তোমার বক্ষের বুক্ষ-রাগ-রচিত পত্রের শোভা, নয়নে সারা
রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ছবি এবং ললাট-পটে লাক্ষারস-
রক্তমা জল্, জল্ করিয়া দীপ্তি পাইতেছে । জাগরণক্লান্তিতে
নেত্র চুলু চুলু করিলেও কত শোভা জন্মিয়াছে ! ॥ ২২ ॥

প্রবাস-গমনোদ্যত প্রিয়তমকে, বিরহে প্রাণত্যাগে ক্লত-
সঙ্কল্পা কোন নায়িকা কহিতেছেন ;—প্রাণবল্লভ ! এই দুঃস্বপ্ন
বসন্তসময়ে তুমি আমাকে ছাড়িয়া বিদেশ যাইতেছ,—যাও,
ইহাতে আজ আমার আর দুঃখ নাই, আর আমার আমি
তাপের ভয় করি না, কেন না, ঐ দেখ, সরসী-জল-শীতল
এবং কৈরবকুলের কেশরসৌরভে সুবাসিত মন সমীরণের
সহিত চন্দ্রের স্বচ্ছ-শীতল ময়ুখমালা দর্শনকে কেমন ছড়াইয়া
পড়িতেছে । ইহাতেই আমার সকল তাপ প্রশমিত হইবে ।
অর্থাৎ এ দৃশ্য আমি সহ্য করিতে পারিব না । মরিয়া বাইব,
সুতরাং তাপশাস্তি হইবে ॥ ২৩ ॥

চক্ষুর্জাদ্যমপৈতু মানিনি ! মুখং সন্দর্শয়ঃ শ্রোত্রয়োঃ পীযুষক্ষতিসৌখ্যমস্তু মধুরাং বাচং প্রিয়ে ! ব্যাহর ।
 তাপঃ শাম্যতু মে প্রসাদশিশিরাং দৃষ্টিং শনৈঃ পাতয় ত্যক্তা দীর্ঘমভূতপূর্বমচিরাজোঃ সখীদোষজম্ ॥ ২৪ ॥
 মানসানমনা মনাগপি নতং নালোকতে বল্লভং নিখাতে দয়িতে নিরন্তরমিয়ং বালা পরতপ্যতে ।
 আনীতে রমণে বলাং পরিজ্ঞৈশ্চোদ্যং সমালম্বতে ধত্তে কণ্ঠগতানমূন্ প্রিয়তমে নির্গন্তুকামে পুনঃ ॥ ২৫ ॥
 কর্ণারবুদমেব কোকিলরুতং তস্তাঃ শ্রুতে ভাষিতে চন্দ্রে লোকরুচিস্তদাননরুচোঃ প্রাগেব সন্দর্শনাং ।
 চক্ষুর্মালিনমেব তল্লয়নয়োরগ্রে মৃগীণাং বরং হৈমী বল্লপি তাবদেব ললিতা যাবন্ন সা লক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥

ইতি কালিদাসকৃত-পুষ্পবাণবিলাসম্ সম্পূর্ণম্ ।

অর্থঃ।—(মহতা অতিমানেন বিমুঢ়াং নায়িকাং নায়কঃ প্রসাদয়তি)।—অয়ি মানিনি! সখীদোষজং দীর্ঘম অভূতপূর্বং রোষম্ অচিরাৎ ত্যক্তা মুখং সন্দর্শয়, মে চক্ষুর্জাদ্যম্ অপৈতু । প্রিয়ে! মধুরাং বাচং ব্যাহর, শ্রোত্রয়োঃ পীযুষক্ষতি-সৌখ্যম্ অস্তু, প্রসাদ-শিশিরাং দৃষ্টিং শনৈঃ পাতয়, তাপঃ শাম্যতু ॥ ২৪ ॥

(কস্তাশ্চিৎ মানিত্তাঃ বিরহতাপখেদং দৃষ্ট্বা সমবেদন-পরা তৎসখী কামপি অত্যাং ক্রুতে)।—ইয়ং বালা মান-মান-মনাঃ নতং বল্লভং মনাক্ অপি ন আলোকতে, দয়িতে নিখাতে (সতি) নিরন্তরং পরং তপ্যতে, পরিজ্ঞৈঃ পুনঃ রমণে বলাং আনীতে (সতি) যৌনং সমালম্বতে, পুনঃ প্রিয়তমে নির্গন্তুকামে (সতি) কণ্ঠগতান্ ধত্তে ॥ ২৫ ॥

(কামপি অপূর্বসুন্দরীং তরুণাং বিলোক্য চঞ্চলঃ কশ্চিদ-বুবা সখায়ং কথয়তি)।—(সখে!) তস্তাঃ ভাষিতে শ্রুতে কোকিলরুতং কর্ণারবুদম্ এব (জাতং) তদাননরুচোঃ সন্দর্শনাং প্রাক্ এব চন্দ্রে লোকরুচিঃ (আসীৎ), তল্লয়নয়োঃ অগ্রে মৃগীণাং চক্ষুর্মালিনম্ এব বরং, যাবৎ সা ন লক্ষ্যতে, তাবৎ এব হৈমী বল্লপি অপি ললিতা (আসীৎ) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থঃ।—মহামানে আনতমুখী নিকটক্ নায়িকাকে নায়ক প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।—মানিনি! বিনাদোষে এ অধীনের উপর এত মান কেন? পূর্বে কখনো ত এত ক্রোধ, এত অতিমান দেখি নাই! দোষ করিল তোমারই সখীরা, আর রোষ করিতেছ আমার উপর?

প্রসন্ন হও, একবার মুখ তুলিয়া চাও, আমার নয়নের জড়তা কাটিয়া যাক্ । প্রিয়ে! অন্ততঃ দু'একটা মধুর কথা कहিয়া আমার কর্ণে অমৃতবষণ কর । তোমার প্রসাদরূপ শিশির-শীতল দৃষ্টিদানে আমার হৃদয়ের তাপ দূর কর ॥ ২৪ ॥

কোন অভিমানিনীর বিরহখেদ-দর্শনে সমবেদনাময়ী তৎ-সখীর জন্ত এক কামিনীর নিকট উক্তি।—এই বালার এতই অভিমান হইয়াছে যে, প্রণত প্রাণেশ্বরের দিকে ভুলেও একবার চাহিতেছে না, অতঃ প্রাণবল্লভ যদি চলিয়া গেলেন, ত'ওমনি বিরহতাপে বালিকা য়ান হইয়া পড়ে। আবার পরিজনবর্গ গিয়া ইহার প্রাণনাথকে ধরিয়া, বলিয়া कहিয়া যদি-ই বা নিকটে লইয়া গেল, তখন ইহার মৌনি-ভাব যেন আরও বৃদ্ধি পায়। আবার যেমন সেই প্রিয়তম চলিয়া যাইবার উপক্রম করেন, তখন বালিকার প্রাণ পুনরায় কণ্ঠগত হইয়া পড়ে। এ এক অদ্ভুত মান! ॥ ২৫ ॥

কোন অনিন্দ্য-সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া এক চঞ্চল বুকের দ্বার নিকট উক্তি।—সখে! তা'র কথা একবার শুনলে কোকিলের রব কানে তপ্তশলাকার ছায় পীড়া দেয়, যতদিন তা'র মুখের সৌন্দর্য না দেখিয়াছিল, ততদিনই লোকের চন্দ্রে প্রীতি আঘুরাগ ছিল। এমনই তা'র চোখ, যে, তা'র সমক্ষে মৃগীগণের চোখ বুজিয়া থাকাই সম্ভব, যতদিন তা'কে না দেখা গিয়াছিল, ততদিনই স্বর্ণলতা সুন্দর বলিয়া মনে হইত ॥ ২৬ ॥

পুষ্পবাণবিলাস সম্পূর্ণ।

शुद्धा र तिल क

७

शुद्धा र र सा ४ क

(मूल, अर्थ और तात्पर्यार्थ-संग्रहित अनुवाद)

महाकवि-कालिदास-विरचित

कलिकाता संस्कृत कलेज और विश्वविद्यालयों के पूर्व अध्यापक

श्रीयुत राजेन्द्रनाथ विद्याभूषण कर्तृक सम्पादित

শুঙ্গারতিলকম

বাহু ঘো চ মৃগালমাস্তকমলং লাবণ্য-লীলাজলং, শ্রোণী তীর্থশিলা চ নেত্র-শফরং ধম্মিল্ল-শৈবালকম্ !
 কান্তায়াঃ স্তনচক্রবাক-যুগলং কন্দর্পবাণানলৈর্দন্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরো নির্মিতম্ ॥ ১ ॥
 আয়াত। মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াত এব প্রভুঃ প্রাণা যান্তু বিভাবসৌ যদি পুনর্জন্মগ্রহঃ প্রার্থয়ে।
 ব্যাধঃ কোকিল-বন্ধনে, হিমকর-ধ্বংসে চ রাহুগ্রহঃ, কন্দর্পে হর-নেত্র-দীপ্তিতিরং প্রাণেশ্বরে মন্থথঃ ॥ ২ ॥
 কন্তুরী-বর-পত্র-ভঙ্গ-নিকরো ভ্রষ্টো ন গণ্ডস্থলে, নো লুপ্তং সখি ! চন্দনং স্তন-তটে ধোতং ন নেত্রোজ্জনম্।
 রাগো ন স্থলিতস্তবধরপুটে তাবলুসংবদ্ধিতঃ, কিং রুষ্টাসি গজেন্দ্র-মন্দ-গমনে। কিংবা শিশুস্তে পতিঃ ॥ ৩ ॥

অর্থঃ।—কন্দর্পবাণানলৈঃ দন্ধানাম্ অবগাহনায় বিধিনা রম্যং সরঃ নির্মিতম্। (কীদৃশং তৎ সরঃ?—ইতি বিশদয়তি কবিঃ)—কান্তায়াঃ ঘো বাহু (তত্র) মৃগালম, আস্ত-কমলং, লাবণ্যলীলাজলং চ তৎ সরঃ, শ্রোণী চ (তত্র) তীর্থ-শিলা, (তথা) নেত্র-শফরং ধম্মিল্ল-শৈবালকং স্তনচক্রবাক-যুগলং চ তৎ সরঃ ॥ ১ ॥

মধুযামিনী আয়াত। যদি (মে) প্রভুঃ ন পুনঃ আয়াতঃ, (তর্হি) প্রাণাঃ বিভাবসৌ যান্তু, পুনঃ যদি জন্মগ্রহঃ (ভবেৎ), (তর্হি) প্রার্থয়ে—(যথা অহং) কোকিল-বন্ধনে ব্যাধঃ, হিমকর-ধ্বংসে রাহু-গ্রহঃ, কন্দর্পে হর-নেত্র-দীপ্তিতিরং, প্রাণেশ্বরে মন্থথঃ চ (ভবেয়ম্) ॥ ২ ॥

অস্মি সখি! তব গণ্ডস্থলে কন্তুরীবরপত্রভঙ্গনিকরঃ ন ভ্রষ্টঃ, স্তনতটে চন্দনং ন লুপ্তং, নেত্রোজ্জনং ন ধোতং, তব অধরপুটে তাবলুসংবদ্ধিতঃ রাগঃ ন স্থলিতঃ। অস্মি গজেন্দ্র-মন্দগমনে। কিং রুষ্টা অসি। কিংবা তে পতিঃ শিশুঃ (অস্তি?) ॥ ৩ ॥

বক্তাথ।—(কবির উক্তি।) আমার মনে হয়,—মদনের শরানলে দম্বীভূত হতভাগ্য-বিরহীদিগের অবগাহনের নির্মিত বিধাতা কণ্টক রমণীরূপ রমণীয় সরোবর নির্মিত হইয়াছে। প্রিয়তমার কমনীয় ভূজলতায় তাহার মৃগাল ও প্রিয়র মৃগর মুখখানি তাহার পদ্ম এবং সুন্দরীর দেহলতার অল্পপয় লাবণ্যের তরঙ্গ-লীলা সেই সরসীর জল ও প্রেমসীর নিতম্বত সেই জলে অবতরণের লোপান আর

তাহার নিয়ত চঞ্চল সশব্দ নয়ন সেই সরোবরের শফর-মৎস্ত (পুঁটিমাছ) এবং ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপ তাহার শৈবাল। আ মরি! মরি! প্রিয়র পীন পয়োধরযুগল বুঝি সেই সরসীর চক্রবাকমিথুন! ॥ ১ ॥

সখি রে। ঐ মধুমাসের রাত্রি আসিল, এ সময়ে যদি আমার প্রাণবল্লভ না আসিলেন, তবে মদনানলে আমার প্রাণ পুড়িয়া যায়—যাক্; কিন্তু যদি আবার জন্মগ্রহণ করি, তা'হলে প্রার্থনা,—যেন আমি ব্যাধরূপে কোকিলকুলের বন্ধন করিতে পারি, না হয় রাহুরূপে জন্মিয়া শীতরশ্মি চক্রে সর্বনাশ করিতে পারি, অথবা ত্রিনয়নের নয়নাগ্নি হইয়া বিরহিণী-ধাতক মদনকে ভস্ম করি, অথবা আমার প্রাণেশ্বরের পক্ষে আমি যেন মদনরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেখাইতে পারি যে, বিরহে কত স্মৃথ! ॥ ২ ॥

এ কি সখি? সারারাত্রি দয়িতকক্ষে বাপন করিয়া গজেন্দ্রের হ্রায় মদ-মন্দ-গমনে বাহির হইতেছ, অথচ তোমার এ কি দশা! তোমার কপোল-তলে মৃগনাভিরচিত পত্র-ভঙ্গরচনা যেমন তেমনই রহিয়াছে, একটুও ভ্রষ্ট বা বিমর্দিত হয়নি, স্তনতটের চন্দন-চর্চা বিলুপ্ত হয় নি, চোখের কাজল যেমন তেমনই রহিয়াছে, অথচ তব তাবলুসংবদ্ধিত একটুও স্থলিত বা বিগলিত হয়নি, এ সব কি? তুমি কি ক্রোধাবিষ্টা হইয়াছিলে? না, তোমার পতি অত্যন্ত বালক, নরম-কীড়ার মর্মে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত? ব্যাপার কি? বল ত! ॥ ৩ ॥

এতেষাং শৃণু কারণং সখি ! পুনর্বক্ষ্যামি সর্বঞ্চ তে, নো রুষ্ঠা রতিমন্দিরে প্রিয়তমে, বালো ন মে বল্লভঃ ।
 মাং দৃষ্ট্ৱা নবযৌবনাং সচকিতাং কন্দর্প-দর্পাপহাং মুক্তো দৈত্য-গুরুঃ প্রিয়েণ সহসানঙ্গ-প্রসঙ্গঃ কুতঃ ॥ ৪ ॥
 সমায়াতে কাস্তে কথমপি চ কালেন বহুনা, কথাভির্দেশানাং সখি ! রজনিরঙ্গং গতবতী ।
 ততো যাবল্লীলা-কলহ-কুপিতাস্মি প্রিয়তমে, সপত্নীব প্রাচী দিগিম্ভবভাবদরুণা ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথমং তিলকম্ ।

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন, কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন ।
 অঙ্গানি চম্পক-দলৈঃ স বিধায় বেধাঃ কাস্তে ! কথং ঘটতিবানুপলেন চেতঃ ? ॥ ৬ ॥
 একো হি খঞ্জনবরো নলিনী-দলস্থো দৃষ্টঃ করোতি চতুরঙ্গ-বলাধিপত্যম্ ।
 কিং বা করিষ্যতি ভবদ্বদনারবিদে, জানামি নো নয়নখঞ্জন-যুগ্মমেতৎ ॥ ৭ ॥

অঙ্কুর।—সখি ! এতেষাং কারণং শৃণু, সর্বং চ তে
 পুনঃ বক্ষ্যামি । রতিমন্দিরে প্রিয়তমে অহং নো রুষ্ঠা আসম্,
 (অথবা) মম বল্লভঃ ন বালঃ (অস্তি) । নবযৌবনাং সচকিতাং
 কন্দর্পদর্পাপহাং মাং দৃষ্ট্ৱা প্রিয়েণ সহসা দৈত্যগুরুঃ (গুরু-
 মিভ্যর্থং) মুক্তঃ, (অতঃ) অনঙ্গ-প্রসঙ্গঃ কুতঃ (সম্ভবতি ?) ॥ ৪ ॥

সখি ! কাস্তে সমায়াতে (সতি), বহুনা কালেন দেশানাং
 কথাভিঃ রজনিঃ অঙ্কং গতবতী, ততঃ যাবৎ (অহং) প্রিয়তমে
 লীলা-কলহ-কুপিতা স্মি, তাবৎ ইয়ং প্রাচী দিক্ সপত্নী
 হৈব অরুণা অভবৎ ॥ ৫ ॥

কাস্তে ! তব নয়নম্ ইন্দীবরেণ, মুখম্ অম্বুজেন, দন্তং
 কুন্দেন, অধরং নবপল্লবেন, অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ বিধায় সঃ
 বেধাঃ (তে) চেতঃ কথম্ উপলেন ঘটতিবানু ? ॥ ৬ ॥

(অয়ি তস্মি ! নলিনীদলস্থঃ একঃ খঞ্জনবরঃ দৃষ্টঃ (সন্)
 চতুরঙ্গ-বলাধিপত্যং করোতি হি, ভবদ্বদনারবিদে এতৎ
 নয়ন-খঞ্জন-যুগ্মং কিং বা করিষ্যতি—নো জানামি ॥ ৭ ॥

বজ্রার্থ।—(পুঙ্খোক্ত প্রেমের উত্তর ।) সখি ! এই
 ব্যাপারের কারণ সব খুলিয়া বলিতেছি—শোন,—আমি—
 গত রাত্রিতে রতিমন্দিরে গিয়া প্রিয়তমের উপর জৌধ করি
 নাই বা আমার প্রাণেশ্বর বালকও নহেন । বহুদিন পরে
 প্রবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমার প্রিয়তম সহসা
 নবযৌবনোন্নত, সচকিত ও কন্দর্পের দর্পহারী মদীয়

রূপ দর্শনে এতই শিথিল-কায় ও নিরীহ-হৃদয় হইয়া পড়িলেন
 যে,—আমাদের উভয়ের সমস্ত আনন্দ-প্রমোদই মাটি
 হইয়া গেল ॥ ৪ ॥

সখি ! আরও কারণ আছে :—প্রাণকান্ত ফিরিয়া
 আসার পর, এতদিন কোন্ কোন্ দেশে পর্যটন করিলেন,
 কি কি করিলেন, কি কি দেখিলেন,—ইত্যাদি গল্প-গুজবে
 অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, রাত্রির অর্ধেক প্রায় অতীত
 হইল । তার পর যেমন আমি প্রিয়তমের উপর একটু
 কৃত্রিম কোপাদি ও কাশের সবে হস্তপাত করিতেছি,
 ইহারই মধ্যে প্রাচীদিক্ সতীনের মত লাল হইয়া
 উঠিল ॥ ৫ ॥

প্রাণেশ্বর ! নীলেন্দীবরের দ্বারা তোমার নয়ন, কমলের
 দ্বারা বদন, কুন্দকুম্বের দ্বারা দন্ত, ও চম্পকদলে অঙ্গ
 নির্মাণপূর্বক, বিধাতা কেন তোমার হৃদয় পাবাণ দিয়া
 গড়িলেন ? ॥ ৬ ॥

পদ্মদলের উপর একটি খঞ্জনকে যে ভাগ্যবান দর্শন
 করেন, তাঁহার হস্তী অশ্ব রথ প্রভৃতি নানাবিধ রাজোচিত
 ঐশ্বর্য জন্মে, আর আজ আমি তোমার বদনারবিদের
 উপর ক্ষণীয় নয়নরূপ এক জোড়া খঞ্জন দেখিতে
 পাইলাম, জানি না, আমার অদৃষ্টে কত সুখ, কত সম্পদই
 বিধাতা লিখিয়াছেন ॥ ৭ ॥

যে যে খঞ্জনমেকমেব কমলে পশ্যন্তি দৈবাৎ কচিং, তে সর্বের কৃতিনো ভবন্তি সূতরাং প্রখ্যাতভূমীভূজঃ ।

যদন্তঃপুঞ্জ-নেত্র-খঞ্জনযুগং পশ্যন্তি যে যে জনাস্তে তে মন্থবাণ-জাল-বিকলা মুঞ্জে । কিমিত্যন্ততম্ ॥ ৮ ॥

প্রবিশ বাটিতি গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কাস্তে ! গ্রহণ-সময়-বেলা বর্ততে শীতরশ্মোঃ ।

অগ্নি ! সুবিমল-কাস্তিং বীক্ষ্য নুনং স রাহগ্রাসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায় ॥ ৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ তিলকম্ ।

শ্লাঘ্যং নীরস-কাষ্ঠ তাড়ন-শতং শ্লাঘাঃ প্রচণ্ডাতপঃ, শ্লাঘ্যং পঙ্ক-বিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোহতি-দাহানলঃ ।

যং কাস্তাকুচ-কুন্ত-বাহু-লতিকা-হিল্লোল-লীলা-সুখং, লবং কুন্তবর ! ত্বয়া, ন হি সুখং দুঃখৈবিনা লভ্যতে ॥ ১০ ॥

কিং কিং বক্তৃমুপেত্য চুঘসি বলাগ্নিলজ্জা । লজ্জা ক তে, বজ্রাস্তং শঠ ! মুঞ্চ মুঞ্চ, শপথৈঃ কিং ধৃত ! বাগবদ্ধনৈঃ ।

খিন্নাহং গত-রাত্রি-জাগর-বশাং তামেব যাহি প্রিয়াং, নির্মাল্যোজ্জ্বিত-পুষ্পদাম-নিকরে কিং ঘটপদানাং রতিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ তিলকম্ ।

অম্বয় ।—অগ্নি মুঞ্জে ! যে যে (জনাঃ) দৈবাৎ কচিং কমলে একম্ এষ খঞ্জনং পশ্যন্তি, তে সর্বের সূতরাং কৃতিনঃ (সন্তঃ) প্রখ্যাত-ভূমীভূজঃ ভবন্তি । (কিন্তু)—যে যে জনাঃ যদন্তঃপুঞ্জ-নেত্র-খঞ্জনযুগং পশ্যন্তি, তে তে মন্থবাণ-জাল-বিকলাঃ (ভবন্তি), ইতি কিং অদ্ভুতং—(কথং ভবেৎ) ? ॥ ৮ ॥

অগ্নি কাস্তে ! বাটিতি গেহং প্রবিশ, বহিঃ মা তিষ্ঠ ; (ইয়ং) শীতরশ্মোঃ গ্রহণসময়-বেলা বর্ততে । (প্রিয়ে) ! তব সুবিমল-কাস্তিং মুখেন্দুং বীক্ষ্য সঃ রাহঃ নুনং পূর্ণচন্দ্রং বিহায় গ্রাসতি ! (অতঃ গৃহান্তর্যম্ আগচ্ছ) ॥ ৯ ॥

হে কুন্তবর ! (তব) ইহ নীরস-কাষ্ঠ-তাড়ন-শতং শ্লাঘ্যং, সঃ প্রচণ্ডাতপঃ শ্লাঘাঃ, (তৎ) পঙ্ক-বিলেপনং (চ) শ্লাঘ্যং, পুনঃ সঃ অতিদাহানলশ্চ শ্লাঘ্যং, যং (যস্মাৎ) ত্বয়া কাস্তাকুচ-বাহু-লতিকা-হিল্লোল-লীলা-সুখং লবম্ । হি (যতঃ)—দুঃখৈঃ বিনা সুখং ন লভ্যতে ॥ ১০ ॥

অগ্নি নিলজ্জা ! উপেত্য কিং কিং বলাৎ বক্তৃং চুঘসি ? (অথবা) তে লজ্জা ক ? শঠ ! (অপলজ্জঃ ত্বম্) বজ্রাস্তং মুঞ্চ মুঞ্চ, ধৃত ! বাগ-বদ্ধনৈঃ শপথৈঃ কিম্ ? অহং গতরাত্রি-জাগর-বশাং খিন্না (অগ্নি) । তামেব প্রিয়াং যাহি, (যৎ-সবিধে গতরাত্রিঃ যাপিতা) । অগ্নি ! নির্মাল্যোজ্জ্বিত-পুষ্পদাম-নিকরে কিং ঘটপদানাং রতিঃ (ভবেৎ) ? ॥ ১১ ॥

বজ্রার্থ ।—(ঐ উক্তিই বিশেষরূপে বলা হইতেছে) যে সকল ব্যক্তি দৈবক্রমে কখনো একটি পক্ষের উপর একটিন্যাত্র খঞ্জনকে দেখিতে পায়, সেই ভাগ্যবানরা ধরণীর অগ্নিপিত্ত প্রাপ্ত হয়, আর তোমার মুখ-পদ্মে নয়নরূপ খঞ্জনদ্বয় বাহারা দর্শন করে, মুঞ্জে । রাজৈষ্যপ্রাপ্তি প পরের কথা, আপাততঃ

তাহারা দুরন্ত মন্থথের শরজালে বিদ্ধ ও বিবশ হইয়া পড়ে । বল ত, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার ! ॥ ৮ ॥

কাস্তে ! তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর যাও, এখন আর বাহিরে থেকে না ; শীতদ্ব্যতি শশকের রাহগ্রাসের সময় আগতপ্রায় । প্রিয়ে, তোমার মুখের এ কলককাস্তি দেখিতে পাইলে, রাহ কলকী শশধরকে ত্যাগ করিয়া তোমার মুখেন্দুই হয় ত গ্রাস করিয়া বসিবে । সূতরাং ঘরে চল ॥ ৯ ॥

হে কুন্তবর ! সার্থক তোমার জন্ম, সেই সর্বপ্রথম নীরস মৃগের দ্বারা তোমাকে শত সহস্রবার আঘাত করিয়া যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইয়াছিল, পরে প্রথর সোরতাপে ফেলাইয়া তোমাকে যে শুষ্ক করা হইয়াছিল, তার পর পঙ্কলিপ্ত করিয়া তোমাকে সেই যে আগুনে পোড়ানো হইয়াছিল,—সে সমস্তই তোমার সার্থক এবং শতধা সুহৃদীয়, কেন না প্রিয়তমার পীন-স্তন তটে আরাম করিতে করিতে তুমি তাঁহার বাহু-লতিকার সদয় আবেষ্টনরূপ হিল্লোল-লীলাসুখ ভোগ করিতে পাইতেছ । তাই রে ! দুঃখ ব্যতিরেকে এ জগতে যে সুখ-ভোগ হয় না, তুমি তার জলন্ত দৃষ্টা : ॥ ১০ ॥

(নিশাশেষে আগত লম্পট স্বামীর প্রতি উক্তি ।) নিলজ্জা ! কাছে ঘেসিয়া জোর করিয়া আমার মুখচুষন করিবে ? লজ্জা করে না ? অথবা তোমার আবার লজ্জা কোথায় ? ছাড় লম্পট ! আমার আঁচল ছাড়, কপট ! অত বাগাড়ম্বরপূর্ণ শপথে লাভ কি ? তোমার শপথ চের দেখিয়াছি ! সারা রাত্রি জাগিয়া আমি অত্যন্ত খিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে জ্বালাইতে এলে-কেন ? তোমার সেই নবীন প্রিয়তমার কাছে যাও । গন্ধহীন কুন্তবের মাল্লার কি ভ্রমর কখনো হস্তি পায় ? বা তথায় আসে ? ॥ ১১ ॥

বাণিজ্যেন গতঃ স মে গৃহ-পতির্বার্তাপি ন জ্ঞায়তে, প্রাতঃসুজ্জননী প্রসূত-তনয়া জামাতৃগেহং গতা।
 বালাহং নব-যৌবনা নিশি কথং স্থাতব্যমস্মদ্-গৃহে, সায়াং সম্প্রতি বর্ততে, পথিক হে। স্থানান্তরে গম্যতাম্ ॥ ১২ ॥
 যামিত্বেষা গহন-জলদৈর্দ্বন্দ্ব-ভীমাক্ষকারা, নিদ্রাং যাতো মম পতিরসৌ ক্লেশিতঃ কৰ্ম্মদুঃখৈঃ।
 বালা চাহং মনসিজ-ভয়াং প্রাপ্ত-গাঢ়-প্রকম্পা, গ্রামশ্চৌদৈরয়মুপহতঃ, পাস্থ! নিদ্রাং জহীহি ॥ ১৩ ॥

ইয়াং ব্যাধায়তে বালা, ক্রমশ্চাঃ কাম্মু কায়তে।

কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে, মনো মে হরিণায়তে

॥ ১৪ ॥

ইতি চতুর্থং তিলকম্।

ক ভ্রাতৃশচলিতোহসি? বৈদ্যক-গৃহে, কিন্তুত্র? শাস্ত্রো রুজাং,
 কিং তে নাস্তি সখে। গৃহে প্রিয়তমা, সর্বান্ গদান্ হস্তি যা?
 বাতশ্চেৎ কুচকুম্ভমর্দনবশাং, পিত্তং বজ্রামৃতাং,
 শ্লেমাণং বিনিহস্তি হস্ত! সুরত-ব্যাপার কেলিশ্রমাং

॥ ১৫ ॥

অর্থঃ—হে পথিক! সঃ যে গৃহপতিঃ বাণিজ্যেন গতঃ, (তত্ত্ব) বার্তা অপি ন জ্ঞায়তে; প্রসূত-তনয়া তজ্জননী প্রাতঃ জামাতৃ-গেহং গতা, অহং (চ) নবযৌবনা বালা, নিশি অস্মদ্-গৃহে কথং স্থাতব্যম্? সম্প্রতি সায়াং বর্ততে. (পথিক!) (স্বয়া) স্থানান্তরে গম্যতাম্ ॥ ১২ ॥

অস্মি পাস্থ! এষা যামিনী গহন-জলদৈঃ বদ্ধ-ভীমাক্ষকারা (জাতা), অসৌ মম পতিঃ কৰ্ম্মদুঃখৈঃ ক্লেশিতঃ (সন্) নিদ্রাং যাতঃ। অহং চ বালা মনসিজভয়াং প্রাপ্ত-গাঢ়-প্রকম্পা (অস্মি), অয়ং গ্রামঃ চ চৌদৈঃ উপহতঃ, (পথিক!) নিদ্রাং জহীহি ॥ ১৩ ॥

ইয়াং বালা ব্যাধায়তে, অস্তাঃ ক্রমশ্চ কার্ম্মু কায়তে, কটাক্ষাঃ চ শরায়ন্তে, মে মনঃ (সম্প্রতি) হরিণায়তে ॥ ১৪ ॥

(প্রঃ) অস্মি ভ্রাতৃঃ! কু চলিতঃ অসি? (উত্তরম্) বৈদ্যক-গৃহে। (প্র) তত্র কিং (কার্যম্)? (উ) রুজাং শাস্ত্রো। সখে। গৃহে তে প্রিয়তমা নাস্তি কিম্? যা (প্রিয়তমা) সর্বান্ গদান্ হস্তি; (তব) বাতঃ চেৎ (জাতঃ), (তং বাতং) কুচকুম্ভ-মর্দনবশাং, পিত্তং চ (চেৎ), —(তৎপিত্তং) বজ্রামৃতাং, হস্ত! শ্লেমাণং সুরতব্যাপারকেলিশ্রমাং (স। প্রিয়তমা) বিনিহস্তি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থঃ—(বিরহিণী যুবতীর উক্তি) হে পথিক! আমার পতি বাণিজ্যের নিমিত্ত বহু দিন বিদেশে গিয়াছেন, তাঁহার কোনই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না; আমার নন্দনের ছেলে হওয়ায়, আজ ভোরে আমার শাস্ত্রাভীও তাঁহার জামাই-বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। আমি নবযৌবনা বালিকা, লজ্জার অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে; কি করিয়া,

এমন অবস্থায় আমাদের এই জনহীন গৃহে তোমাকে থাকিতে দিব? বল ত। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, অন্তত্বে যাওয়াই তোমার উচিত। কি বল? ॥ ১২ ॥

পথিক! নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠ! ঘন-কুম্ভ জলদ-জালে, চাহিয়া দেখ, রাত্রি কি ভয়ানক গাঢ় অন্ধকারে আবৃত, কোলের লোককেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পতি আমার সারাদিনের পরিশ্রমে কাতর হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বালিকা আমি ছর কন্দর্পের ভয়ে থর থর কাঁপিতেছি, এ লক্ষ্মীছাড়া গ্রাম আবার নানাপ্রকার তঙ্করাদিতে নিবারণ বিড়ম্বিত, এমন দুর্ঘ্যোগে কি ঘুমাইতে আছে? উঠ ॥ ১৩ ॥

এই বালিকা, দেখিতেছি, সাক্ষাৎ ব্যাধ, ইহার ক্রমশ্চ ব্যাধের ধমুঃ ও কুটিল কটাক্ষ যেন সূতীক্স বাণ। হায় রে! আমার মনটা এই ব্যাধের হাতে হরিণের মত হইল ॥ ১৪ ॥

(দুই বন্ধুর কথোপকথন;) ভাই! কোথায় চলেছ? কবিরাজবাড়ী। কি প্রয়োজন? রোগের শাস্তির জন্ত। সখে সকল রোগ, সর্বপ্রকার ব্যাধি যার হাতে সারে, সেই প্রিয়তমা কি তোমার গৃহে নাই? শোন, ফিরিয়া যাও, ঘরে গিয়া ঘরের ঔষধ ব্যবহার কর, পরের দ্বারা যাক্ষ কেন? যদি রাতের বেদনা হইয়া থাকে, স্তন-কলস-বিমর্দনেই সারিয়া যাইবে, বদনামৃতের মত ঔষধ পিত্তাধিকার পক্ষে আর নাই। আর যদি শ্লেমার প্রকোপ হইয়া থাকে,—গৃহে গিয়া একটু মনোহর পরিশ্রম কর—এখনই শ্লেমা নির্গত হইবে ॥ ১৫ ॥

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বীলে! হরিণায়তলোচনে! ।
 আয়তে হি পুরা লোকে বিষস্ত বিষমৌষধম্ ॥ ১৬ ॥
 অন্তর্গতা মদনবহ্নিশিখাবলী যা, সা বাধতে কিমহ চন্দন-পঙ্ক-লেটৈঃ ।
 যঃ কুন্তকার পবনোপরি পঙ্কলেপ-স্তাপায় কেবলমসৌ ন চ তাপ-শাস্ত্যে ॥ ১৭ ॥
 দৃষ্ট্বা। যাসাং নয়ন-সুযমাং মন্তবারাঙ্গনানাং
 দেশত্যাগঃ পরম-কৃতিভিঃ কৃষ্ণসারৈরকারি ।
 তাসামেব স্তনযুগজ্জিতাঃ কুস্তিনঃ সন্তি মত্তাঃ,
 প্রায়ো মূৰ্খাঃ পরিভববিধৌ নাভিমানং তনোতি ॥ ১৮ ॥
 ইতি পঞ্চমং তিলকম্ ।

কুসুমো কুসুমোৎপত্তিঃ আয়তে ন চ দৃশ্যতে ।
 বালে! তব মুখাঙ্কোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ম্? ॥ ১৯ ॥
 “কথমেতং কুচদ্বন্দ্বং পতিতং তব সুন্দরি!”—ইতি প্রশ্নে ।
 “পশ্চাদ্ধঃখননানমুচ! পতিস্তি গিরয়োঃপি চ।”—ইত্যুত্তরম্ ॥ ২০ ॥

অর্থঃ—হে হরিণায়ত-লোচনে বালে! পুনঃ দৃষ্টিং
 দেহি। পুরা লোকে বিষস্ত ঔষধং বিষং হি শ্রয়তে ॥ ১৬ ॥
 যা মদন-বহ্নি-শিখাবলী (মম) অন্তর্গতা, সা (মাং)
 বাধতে, ইহ চন্দন-পঙ্ক-লেটৈঃ কিম্? কুন্তকার-পবনোপরি
 যঃ পঙ্কলেপঃ অসৌ কেবলং তাপায় (ভবতি), ন চ তাপ-
 শাস্ত্যে (ভবতি)। (“পবনং কুন্তকারস্ত পাকস্থানে নপুংসকম্।
 নিপ্পাবমরুতোঃ পুংসী”তি মেদিনী) ॥ ১৭ ॥

যাসাং মন্তবারাঙ্গনানাং নয়ন-সুযমাং দৃষ্ট্বা করমকৃতিভিঃ
 কৃষ্ণ-সারৈঃ দেশত্যাগঃ অকারি, তাসাং এব স্তন-যুগ-জ্জিতাঃ
 কুস্তিনঃ মত্তাঃ সন্তি। মূৰ্খাঃ পরিভববিধৌ প্রায়ঃ অভি-
 মানং ন তনোতি ॥ ১৮ ॥

কুসুমো কুসুমোৎপত্তিঃ (কদাপি) ন শ্রয়তে, দৃশ্যতে চ।
 বালে! তব মুখাঙ্কোজে ইন্দীবরদ্বয়ং কথং (সদৃচ্ছতে)? ॥ ১৯ ॥

অগ্নি সুন্দরি! তব এতৎ কুচদ্বন্দ্বং কথং পতিতম্?—
 ইতি প্রশ্নে। অগ্নি মূঢ়! পশু—অধঃখননাং গিরয়ঃ অপি
 পতিস্ত চ ॥—ইতি উত্তরম্ ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থঃ—অগ্নি হরিণলোচনে! বালিকে! আর
 একবার ফিরিয়া তাকাও। অনিয়াছি,—বিষের ঔষধ বিষ।
 আজ তাই চাক্ষুষ করিয়া লই ॥ ১৬ ॥

সখি! বুখা তাপশাস্তর প্রয়াস! আমার বুকের মধ্যে
 মদনানলের যে শিখা লক্ লক্ করিয়া জলিতেছে, চ-ন-
 পঙ্কের প্রলেপে কি তার যাতনা কমে? দেখনি কি,—
 পোনের (কাঁচা ছাড়ি যাহাতে পোড়ায়) উপরে যে পাকের
 প্রলেপ দেয়, তাতে কি তাপের হ্রাস হয়? তাতে বরং
 ভিতরের তাপ আরও বৃদ্ধি পায় ॥ ১৭ ॥

যে সকল প্রমত্ত বারাদানদের নয়নের সৌর্য দর্শন
 করিয়া সৌভাগ্যশালী যুগগণ লজ্জায় দেশত্যাগ করিয়া
 গিয়াছে, সেই রমণীদেরই বিশাল স্তন-বুকের নিকট স্বীয়
 বুকের বিশালতায় বার বার পরাজিত হইয়াও হস্তী সকল
 এখনও মদমত্ত হয়! কি আশ্চর্য! মুখের শত পরিভবেও
 অভিমান জন্মে না ॥ ১৮ ॥

বালিকে! কুলের উপর ফুল ফোটায় কথা কখনো
 শুনিও নাই, কখনো দেখিও নাই; কিন্তু তোমার
 মুখকমলের উপর দুইটি নীলপদ্ম দেখিবে—হি, এ কেমন?
 (নয়নদ্বয়) ॥ ১৯ ॥

“সুন্দরি! তোমার এমন সুন্দর কেশজ-দ্বয়ের পতন
 হইল কেন?”—প্রশ্নের উত্তর,—“হি, অধঃস্থল উৎখাত
 হইলে—পর্বতও ভূমিসাৎ হয় ॥ ২০ ॥

অপূর্বো দৃশ্যতে বহিঃ কামিষ্ঠাঃ স্তনমণ্ডলে ।

দূরতো দহতে গাত্রং হৃদি লগ্নস্ত শীতলঃ ॥ ২১ ॥

এতৎ পয়োধরযুগং পতিতং নিরীক্ষ্য খেদং বৃথা বহসি কিং কমলায়তাক্ষি !

যস্মাৎ সহস্রকিরণো জন-তাপ-কারী অতুন্নতঃ প্রপততীতি কিমত্র চিত্রম্ ॥ ২২ ॥

কোপশ্চয়া যদি কৃতো ময়ি পঙ্কজাক্ষি । সোহস্ত প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মশ্রুৎ ।

আশ্লেষমর্পয় মদর্পিত-পূর্বমুচ্চৈরুচ্চৈঃ সমর্পয় মদর্পিত-চুস্বনঞ্চ ॥ ২৩ ॥

অয়ি ! মন্থথ-চূতমঞ্জরি ! কমলায়ত-চারু-লোচনে ।

অপহৃত্য মনঃ ক যাসি মে কিমরাজকমত্র বর্ততে ? ॥ ২৪ ॥

ইতি বর্ষণং তিলকম্ ।

বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো ! তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ ক্লিষ্টাঃ ।

সম্প্রত্যযোগ্য-স্থিতিরেষ দেশঃ করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি ॥ ২৫ ॥

অর্থঃ—কামিষ্ঠাঃ স্তনমণ্ডলে অপূর্বঃ বহিঃ দেখিয়া কেন বৃথা পরিতাপ করিতেছ ? দেখনি কি—দৃশ্যতে । (অয়ং) দূরতঃ গাত্রং দহতে, হৃদি-লগ্নস্ত শীতলঃ সর্বজন-পরিতাপক অতুন্নত সহস্রকিরণ সূর্য্যও পতিত (ভবতি) ॥ ২১ ॥

অয়ি কমলায়তাক্ষি ! এতৎ পয়োধর-যুগং পতিতং নিরীক্ষ্য কিং বৃথা খেদং বহসি ? যস্মাৎ—অতুন্নতঃ জনতাপকারী সহস্রকিরণঃ (অপি) প্রপততীতি অত্র কিং চিত্রম্ ? ॥ ২২ ॥

অয়ি পঙ্কজাক্ষি ! যদি ত্বয়া ময়ি কোপঃ কৃতঃ, তব প্রিয়ঃ সঃ (কোপঃ) অস্ত, অত্র অশ্রুৎ কিং বিধেয়ম্ (অন্তি) ? (কিন্তু তর্হি)—উচ্চৈঃ মদর্পিতপূর্বম্ আশ্লেষম্ অর্পয়, উচ্চৈঃ মদর্পিত-চুস্বনং চ সমর্পয় ॥ ২৩ ॥

অয়ি মন্থথ-চূতমঞ্জরি ! অয়ি কমলায়তচারুলোচনে ! মে মনঃ অপহৃত্য ক যাসি ? অত্র কিম্ অরাজকং বর্ততে ? ॥ ২৪ ॥

হে জীব-বন্ধো ! মম এষা বিজ্ঞপ্তিঃ, (অধুনা যত্র বাসি,) তত্র এব ক্লিষ্টাঃ দিবসাঃ নেয়াঃ । সম্প্রতি এষঃ দেশঃ অযোগ্য-স্থিতি । (স্বতঃ) হিমাংশোঃ অপি করাঃ তাপয়ন্তি ॥ ২৫ ॥

বক্তার্থঃ—কামিনীর স্তনমণ্ডলের বহিঃ এক অদ্ভুত রক্তমের, দূর হইতে দেখিলে শরীর পুড়িয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ে সংলগ্ন হইলে আবার—দেহমন জুড়াইয়া যায় ॥ ২১ ॥

কমলায়তাক্ষি ! এই পয়োধরযুগ পতিত হইয়াছে

দেখিয়া কেন বৃথা পরিতাপ করিতেছ ? দেখনি কি—সর্বজন-পরিতাপক অতুন্নত সহস্রকিরণ সূর্য্যও পতিত হইয়া থাকেন, স্তত্রাৎ এ সংসারে পরকে তাপিত করিয়া কেহ উন্নত থাকিতে পারে না ॥ ২২ ॥

কমল-নয়নে ! গত্যই যদি তুমি আমার উপর ক্রোধ করিয়া থাক, আর সেইটাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, ভাল, কর, আমার আর কি কর্তব্য আছে ? তবে একটা কথা,—এতদূরই যদি গড়ালো, তা' হ'লে আমার সেই পূর্বকৃত প্রণাম আলিঙ্গনরাশি ও নির্দয়চুস্বনপুঞ্জ সুদে-আশ্লে ফিরাইয়া দাও ॥ ২৩ ॥

ওগো মদনের সহকারমুফুল-মালাক্লপিনি ! ওগো পদ্মানভ-নেত্রে ! খুব লোক তুমি, আমার মন হরণ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিতেছ ? এ দেশে কি রাজা নাই ? তুমি কি অরাজক দেশ পাইয়াছ,—যে, এত বড় একটা ব্যাপার হজম করিবে ? ॥ ২৪ ॥

হে জীবন-বন্ধো ! তুমি প্রবাসে যাবে, যাও, কিন্তু তোমার নিকট আমার একটা প্রার্থনা, যেখানে বাইতেছ, দিন কতক সেইখানে থাকিও, কেন না, এ স্থান সম্প্রতি বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে । হিমাংশুর কিরণে এখানে এতই তাপ যে, প্রাণ থাকা কঠিন, অতএব হঠাৎ ফিরিয়া এসো না । (তোমার বিরহে আমার মৃত্যু নিশ্চিত, —এই ধ্বনিত হইতেছে) ॥ ২৫ ॥

কল্যাণি ! চন্দন-রসৈঃ পরিষিচ্য গাত্রং দ্বিত্রাণ্যহানি কথমপ্যতিবাহয়েথাঃ ।
আগত্য তত্রভবতীং পরিরভ্য দোর্ভ্যাং নেষ্যামি শীত-কিরণাদতিশীতলম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি সপ্তমং তিলকম্ ।

সমাপ্তং শুঙ্গারতিলকম্ ।

অর্থঃ ।—অয়ি কল্যাণি ! চন্দন-রসৈঃ গাত্রং করিয়া চোখ-কান বুজিয়া কোন মতে দুই-তিনটা দিন
পরিষিচ্য দ্বিত্রাণি অহানি কথম্ অপি অতিবাহয়েথাঃ । (অহং কাটাইয়া দাও, তার পর ফিরিয়া আসিয়া,
পুনঃ) আগত্য তত্রভবতীং দোর্ভ্যাং পরিরভ্য শীতকিরণাং বাহুদ্বয়ের প্রগাঢ় আলিঙ্গনে তোমাকে এমনভাবেই
(অপি) অতি-শীতলম্ নেষ্যামি ॥ ২৬ ॥ আবদ্ধ করিব যে, শীতদ্রাব্যের সুশীতল কিরণ

বঙ্গার্থ ।—পূর্বকথিত প্রিয়ার উক্তিতে স্বামীর অপেক্ষা বহুগুণ অধিক শৈত্য তুমি সম্ভোগ করিতে
প্রত্যাশিত ।—কল্যাণি ! চন্দন-রসে সর্বদা পরিষিক্ত পারিবে ॥ ২৬ ॥

শুঙ্গারতিলক সমাপ্ত ।

শৃঙ্গাররসাস্টিকম্

অবিদিত-সুখ-দুঃখং নিগুণং বস্তু কিঞ্চিৎ জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যচক্ষে ।

মম তু মতমনস্ক-স্নেহ-তারুণ্য-ঘূর্ণনমদ-কল-মদিরাক্ষী-নীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ ॥ ১ ॥

কদা কান্তাগারে পরিমল-মিলন-পুষ্প-শয়নে, শয়ানঃ কান্তায়াঃ কুচযুগমহং বক্ষসি বহন ।

অয়ে কান্তে! মুঞ্জে! কুটিল-নয়নে! চন্দ্রবদনে! প্রসীদেতি ক্রোশন নিমিষমিব নেম্যামি রজনীম্ ॥ ২ ॥

সায়ং নায়মুদেতি বাসরমণিশ্চন্দ্রে ন চণ্ডহৃতিদাবাগ্নিঃ কথমম্বরে কিমশনিঃ স্বচ্ছান্তরীক্ষে কুতঃ ।

হস্তেদং নিরণায়ি পান্থ-রমণী-প্রাণানিলস্তাশয়া ধাবদ্-বোর-বিভাবরী-বিষধরী-ভোগস্ত ভীমো মণিঃ ॥ ৩ ॥

আয়াতি যাতি পুনরেব জলং প্রয়াতি, পদ্মাস্কুরাণি বিচিনোতি ধুনোতি পক্ষৌ ।

উন্নতবদ্ ভ্রমতি কুজতি মন্দ-মন্দং, কান্তা-বিয়োগ-বিধুরো নিশি চক্রবাকঃ ॥ ৪ ॥

অর্থঃ—ইহ (সংসারে) কশ্চিৎ জড়মতিঃ (জনঃ) অবিদিতসুখ-দুঃখং নিগুণং কিঞ্চিৎ বস্তু মোক্ষ ইতি আচক্ষে । মম তু মতঃ, (যৎ), অনস্বয়রতারুণ্য-ঘূর্ণনমদকল-মদিরাক্ষী-নীবিমোক্ষঃ, (সঃ এব) হি মোক্ষঃ, (নাস্তৎ) ॥ ১ ॥

কদা পরিমল-মিলন-পুষ্প-শয়নে কান্তাগারে শয়ানঃ (সন্) কান্তায়াঃ কুচ-যুগং বক্ষসি বহন অহং “অয়ে কান্তে! মুঞ্জে! কুটিল নয়নে! চন্দ্রবদনে! প্রসীদ,—ইতি ক্রোশন রজনীং নিমিষম্ ইব নেম্যামি ? ॥ ২ ॥

অয়ং বাসরমণিঃ সায়ং ন উদেতি, (অথবা) অয়ং ন বাসর-মণিঃ, (সঃ) সায়ং ন উদেতি । নায়ং চন্দ্রঃ, সঃ চণ্ডহৃতিঃ ন (ভবতি) । কথমম্বরে দাবাগ্নিঃ ? সঃ চ ন সম্ভবেৎ । স্বচ্ছান্তরীক্ষে অশনিঃ চ কুতঃ (সম্ভবতি) ? হস্ত! ইদং নিরণায়ি,—(নির্ণাতং) পান্থরমণী-প্রাণানিলস্তাশয়া অয়ং (চন্দ্রাকারঃ) ধাবদবোরবিভাবরী-বিষধরীভোগস্ত ভীমঃ মণিঃ (বিজুস্তিতঃ) ॥ ৩ ॥

নিশি কান্তাবিয়োগ-বিধুরঃ চক্রবাকঃ আয়াতি, যাতি, পুনরেব জলং প্রয়াতি, পদ্মাস্কুরাণি বিচিনোতি, পক্ষৌ ধুনোতি, উন্নতং ভ্রমতি, মন্দমন্দং কুজতি (চ) ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থঃ—যাহারা জড়মতি ও নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি লোক, তাহারা ই বলিয়াছে যে, যেখানে সুখদুঃখ কিছুই নাই, যে বস্তু দমন ও শ্রমের অতীত, তাহাই মোক্ষ । আমার মতে কিন্তু—কর্ণের কর্ণপর্শে সতত হস্তোচ্চল তারুণ্য-ভরজিত, নগ্নতরঙ্গিণী মত্তধ্বন্যাক্ষীদিগের যে নীবিমোক্ষ, তাহাই প্রকৃত মোক্ষ । অন্ত সব বাজে ॥ ১ ॥

এমন সুদিন কি আমার আসবে? যখন সৌরভবাগিত কুমুদ-শয্যায় শয়নপূর্বক বন্ধুর-বক্ষঃস্থলা প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, “কান্তে! মুঞ্জে! কুটিলাক্ষি! ইন্দুবদনে! প্রসন্ন হও”—বলিতে বলিতে নিমেষের মত রাত্রি কাটাইতে পারিব? ॥ ২ ॥

আকাশে ও কি? সূর্য্য উদিত হইল কি? না, সায়ং-কালে ত সূর্য্যোদয় হয় না । তবে কি ও চন্দ্র? না, তাহাও নহে; চন্দ্রের কিরণ ত এত প্রচণ্ড হয় না । তবে কি আকাশে দাবানল জলিয়া উঠিল? তা'ই বা কি করিয়া সম্ভবে? স্বচ্ছ অন্তরীক্সবক্ষে অকস্মাৎ বজ্রও ত সম্ভবপর নহে । তবে অম্বরতলে, এই সায়ংকালে ও কি একটা জলজল করিয়া জলিতেছে? উঃ, এতক্ষণে বুঝিয়াছিঃ—হতভাগিনী বিরহিণী পথিকবধুদিগের প্রাণবায়ু ভক্ষণের আশায় বিভাবরী-কর্ণপী কালভূজঙ্গিনী ফণা বিস্তারপূর্বক অসিতেছে, আর ঐ তাহারই শিরঃস্থিত তরঙ্গর মণি আকাশে চাঁদের মত দেখা যাইতেছে । এ যাত্রার আর রক্ষা নাই! ॥ ৩ ॥

আহা! প্রিয়তমার বিচ্ছেদ-কাতর চক্রবাকের রাত্রিতে কি শোচনীয় অবস্থাই ঘটে! কখনো এখানে আসিতেছে, ওখানে যাইতেছে, জলে গিয়া পড়িতেছে, কখনো আবার পদ্মাস্কুরগুলি পাতি পাতি করিয়া কোন হারানো মাণিক্যকে যেন খুঁজিতেছে, কখনো বা পাগলের মত ছুটীছুটি করিতেছে, আবার হতঃপ্রাণে কোথাও দাঁড়া ইয়া মন্দমন্দ কুজনে রজনীকে শিশিরাশ্রুবর্ণিণী করিয়া তুলিতেছে ॥ ৪ ॥

ভঙ্ক্তা। ভঙ্ক্তা ন ভঙ্ক্তে কুটিল-বিস লতা-খণ্ডমিন্দোবিতর্কাং,

তারাকারান্ত বার্তো ন পিবতি পয়সাং বিপ্রমঃ পত্রসংস্থাঃ ।

ছায়ামন্তোজিনীনামলিকুলশবলাং বীক্ষ্য সন্ধ্যামসন্ধ্যাং

কাস্তা-বিশ্লেষ-ভীকুদিনমপি রজনীং মন্ততে চক্রবাকঃ

॥ ৫ ॥

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবন-বিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা, পদ্মভ্রাত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত ।

অঙ্গীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈর্লনপক্ষঃ স্নাতুং গম্তং দ্বয়মপি সখে ! নৈব শক্তো দ্বিরেকঃ ॥ ৬ ॥

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাক্ষ্যষ্টিনিষ্কেপণায় পদমুদ্বৃত্তমুদ্বহন্তী

।

মার্গাচল-ব্যতিকরাবুলিতেব সিদ্ধুঃ শৈলাধিরাজ-তনয়া ন যযৌ ন তসৌ

॥ ৭ ॥

কা কাবলা নিধুবনশ্রম-পীড়িতাজী নিদ্রাং গত্যা দয়িত-বাহু-লতামুদ্বহা

।

সা সা তু যাতু ভবনং মিহিরোদগমোহয়্য সঙ্কেতবাক্যমিতি কাকচয়া বদন্তি

॥ ৮ ॥

শৃঙ্গারসাপ্তকং সমাপ্তম্ ।

অর্থঃ ।—অলিকুল-শবলাম্ অন্তোজিনীনাং ছায়াম্ অসন্ধ্যাং সন্ধ্যাং বীক্ষ্য কাস্তাবিশ্লেষ-ভীকুঃ চক্রবাকঃ দিনম্ অপি রজনীং মন্ততে । (কিঙ্করুতম্) ? —(সঃ) কুটিল-বিস-লতাখণ্ডং ভঙ্ক্তা ভঙ্ক্তা ইন্দোবিতর্কাং ন ভঙ্ক্তে । ত্ববার্তঃ (অপি) পত্রসংস্থাঃ তারাকারাঃ পয়সাং বিপ্রমঃ ন পিবতি ॥ ৫ ॥

সখে ! অসৌ স্বর্ণবর্ণা গন্ধাঢ্যা ভুবন-বিদিতা কেতকী (বর্জতে), (পশ্য), ক্ষুধিত-মধুপঃ পদ্মভ্রাত্যা পুষ্পমধ্যে পপাত । (পশ্যাৎ) —(অয়ঃ) দ্বিরেকঃ (অস্তাঃ) কুসুমরজসা অঙ্গীভূতঃ কণ্টকৈঃ লন-পক্ষঃ (সন্) —স্নাতুং গম্তং (বা) —দ্বয়ম্ অপি (কর্তুং) ন শক্তঃ এব ॥ ৬ ॥

(শৈলাধিরাজতনয়া তং (চন্দ্রশেখরং সহসা) বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাক্ষ্যষ্টিঃ (৫ সতী) নিষ্কেপণায় উদ্বৃত্তং পদম্ উদ্বহন্তী (৫ সতী) মার্গাচল-ব্যতিকরাবুলিতা সিদ্ধুঃ ইন ন যযৌ ন তসৌ ॥ ৭ ॥

নিধুবন-শ্রম-পীড়িতাজী দয়িতবাহু-লতামুদ্বহা কা কা অবলা নিদ্রাং গত্যা, সা সা তু ভবনং যাতু, অয়ং মিহিরোদগমঃ —ইতি সঙ্কেতবাক্যং কাকচয়াঃ বদন্তি ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থঃ ।—হায়, কমলিনীদলের উপর আসিয়া ভ্রমর-পঙ্ক্তি বসিয়াছে, আর তাহাতে কমলিনীর ছায়া গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; প্রিয়া-বিশোগ-ভীকু চক্রবাক পদ্মবনের সেই ছায়াকে সন্ধ্যা মনে করিয়া, ভোক্তনের জন্ত বিভিন্ন কুটিল মৃগালখণ্ডকে চন্দ্রব্রজে ভোজন করিতেছে না, পিপাসায় প্রাণ ফাটিয়া বাইতেছে, তবুও পদ্ম-দল-স্থিত জলবিন্দুকে তারাত্রয়ে

গ্রহণ করিতে ভয় পাইতেছে ! আহা, হতভাগ্য চক্রবাক দিনগানকে রাত্রি মনে করিয়া কতই কষ্ট পাইতেছে ! ॥ ৫ ॥

সখে ! দেখ, দেখ মধুলোলুপ ভ্রমরের দুর্দশা । পদ্মকুল মনে করিয়া ভ্রমর এই হেমবরণী, সৌরভময়ী, জগদ্বিদিতা কেতকী কুসুমিকার মধ্যে পড়িয়া কেমন জঙ্ক হইয়াছে । কেতকীর পরাগে উহার চক্ষুঃ অন্ধ ও কণ্টকে উহার পক্ষ ছিন্নভিন্ন হওয়ায়, বেচারি থাকিতেও পারিতেছে না, বাহির হইয়া যে উড়িয়া যাইবে, তাহাও পারিতেছে না ॥ ৬ ॥

অকস্মাৎ সেই বহুতপস্তা-লব্ধ চন্দ্রশেখরকে সম্মুখে দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধা উমা স্নান-পীড়িত নলিনীর স্নায় কাপিতে লাগিলেন । তাঁহার তপঃক্লিষ্ট ক্ষীণ দেহবষ্টি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল । তিনি স্থান রে গমন করিবার নিমিত্ত যে চরণ শূন্যে উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা আর নামাইতে পারিলেন না, শূন্যেই উত্তোলিত রহিল । পিথমধ্যে শৈলে প্রতিহত হইলে সাগর-গামিনী স্রোতস্বতীর জল যেমন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেই থাকে, তদ্রূপ শৈলেন্দ্র-দুর্জিতা চিত্র-পুঞ্জলিকার স্নায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া ক্রমেই যেন রোমাঞ্চিতদেহে ফুলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

প্রিয়তমের ভূজলতার আবেষ্টনে অবশ হইয়া নৈশ শ্রম-কাতরা কোন্ কোন্ অবলা এখনও দুর্দলভে ঘুমাইতেছে, শীঘ্র উঠ, ঐ অরণোদয় হইতেছে, সন্ধ্যা বাতাস ফিরিয়া যাও, —এই কথা যেন সঙ্কেত-শায়িনীদিগকে সঙ্কেতে বলিবার নিমিত্তই কাককুল অত ভোরে “কা” “কা” করিতেছে ॥ ৮ ॥

শৃঙ্গারসাপ্তকং সমাপ্তম্ ।

১ য খ ঙে র উ প সং হা র

কালিদাস-গ্রন্থাবলীর প্রথমখণ্ডে নিম্নলিখিত ছয়খানি আছে। যথা—

- ১। রঘুবংশ
- ২। মালাবকাগ্নিমিত্র
- ৩। পুষ্পবাণবিলাস
- ৪। ঋতুসংহার
- ৫। অশ্রুতারিতলক, এবং
- ৬। অশ্রুতারুরসাস্তক।

যথাক্রমে, ইহাদের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক।

(১) রঘুবংশ।

“সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তন্মধ্যে, কালিদাস-প্রণীত রঘুবংশ সর্বাপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ—এই তিন রাজার বর্ণন আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত রামের উত্তরাধিকারীদের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অষ্ট পর্য্যন্ত—সর্বাংশই সর্বোৎকৃষ্ট। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অস্বীকার্য কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে, সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে তাঁহারা অতি সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।” (১) “রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং, তন্ত চ টীকা সাপি চ পাঠ্যা।”—শ্লোক আবৃত্তিপূর্ব্বক তাঁহারা সহৃদয়তা ও রসজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন।

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিনৈপুণ্য, অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর চরিত্র-সৃষ্টি এবং সেই সেই সৃষ্ট চরিত্রাবলীর দেশ, কাল ও অবস্থানাদি সমাবেশ বিষয়ে কৌশল। এই কৌশল তাঁহার নাই, তাঁহার রচনায় অল্প বহুবিধ গুণ থাকিলেও তাহাকে

উৎকৃষ্ট আখ্যা দেওয়া যায় না বা তাহা কাল-জয়ী হইতে পারে না। গীত-গোবিন্দ, মহানাটক, ঋতুসংহার প্রভৃতি কাব্যে বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও, প্রাপ্ত সৃষ্টিনৈপুণ্যের অভাবে তৎ তৎ গ্রন্থ প্রধান কাব্য বলিয়া সুধীসমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই। প্রসাদ-মাধুর্য্য প্রভৃতি কাব্যের জীবনীভূত গুণ-গরিমায় এবং স্বভাববর্ণনাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের সম্ভাব সত্ত্বেও ঐ ঐ কাব্য, এক সৃষ্টিনৈপুণ্যের অভাবে কাব্যজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সৃষ্টিবিষয়ক নৈপুণ্য বা চাতুর্য্যই হইল কাব্যের জীবন। সেই সৃষ্টিনৈপুণ্য একদিকে স্বভাবের অনুরূপ হইলে যেমন মনোরম ও সহৃদয়-হৃদয়-গ্রাহী হয়, স্বভাবের বিরোধী হইলে আবার তেমনই বিরক্তিকর হইয়া থাকে।

স্বভাবে যাহা নাই, বিশ্বসৃষ্টিতে যাহা পরিদৃষ্ট হয় না, তাদৃশ বিষয়ের বর্ণনায় কদাচ রসজ্ঞ সামাজিকের চিত্তবিনোদন হইতে পারে না, হয়ও না। এই জন্তই আরব্যোপভাষায় অধিকাংশ ঘটনা বা “পক্ষিরাজ বোটকের” গল্প সহৃদয়-হৃদয়-রঞ্জন নহে। স্বভাবের নিয়মামুসারে যে সকল ব্যাপার নিত্য ঘটিয়া থাকে, চিরদিন ঘটিয়া আসিতেছে, কবির সৃষ্টিতে ব্যাপারই থাকা উচিত। তবে কবি যদি তাঁহার সৃষ্টিকৌশলে, ঐ ব্যাপারসমূহকে স্বাভাবিক ব্যাপার অপেক্ষা অধিকতর মনোহর ও বৈচিত্র্য-সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে কবির সে কাব্য আরও নিরবচ্ছিন্ন হয়। স্বভাবের অক্ষয় চিত্রপটে, জগতের আবহমানকাল প্রচলিত সৃষ্টিধারায় যে সকল বস্তু বা ঘটনা বৈকল্যভাবে পরিদৃষ্ট হয়, কবি যদি তৎ তৎ বস্তু বা সেই সেই ঘটনা তদপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়া প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে সেই কবিসৃষ্টি, বিধাতৃ-সৃষ্টি অপেক্ষা সমধিক চমৎকারিণী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ কবিসৃষ্টিতে স্বভাববিরুদ্ধ অর্থাৎ অস্বাভাবিক কিছুই থাকিলে চলিবে না। স্বভাবে যাহা ঘটিয়া আনা আছে, কবি তাহা আঁঠারো আনা করিতে পারেন, কিন্তু স্বভাবে যাহার এক আনাও নাই বা থাকিলে পারে না, তাদৃশ পদার্থের সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্যের অভাবই প্রকাশ পায় মাত্র। আবার স্বভাবে যাহা আছে, কেবল তাহার অনুকরণপূর্ব্বক চরিত্র-সৃষ্টি করিলেও, তাহা কবির কোনো প্রশংসার কথা নাই। জগতে আদ্যোপাধ্যায় যে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি, কবিসৃষ্টিতে তাহা কেবল তাহারই অনুপ্রাণিত দেখিতে পাই, তবে, তাহা কবির চিত্র করিবার

(১) বিভাসাগর মহাশয়কৃত “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র”।

ক্ষমতার,—যেমন যেমন দেখিয়াছেন, কবি ঠিক সেইরূপ চিত্র করিতে পারেন,—এই ক্ষমতার কথঞ্চিৎ প্রশংসা কর যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই কবিসৃষ্টির চর উৎকর্ষ, একথা স্বীকার করা যায় না। কেন না, তাহা যে সৃষ্টিচাতুর্য নাই। আর সেই সত্যত পরিদৃষ্ট পদার্থসমূহে পুনঃ পরিদর্শনে জগতের, সমাজের, তথা পাঠকের কোন উপকার সাধিত হয় না। যে কাব্যে, যে রচনায়, সমাজে লোক-সৃষ্টির কোনো উপকার সাধিত না হয়, তাদৃশ কাব্য বা রচনাকে “উত্তম কাব্য” আখ্যা দেওয়া যায় না। সমুদ্রে বেলাভূমিতে বসিয়া অন্তরঙ্গমনোভাৱে বা উদয়োন্মুখ সূর্য দেখিতে বড়ই সুন্দর; চিত্র-সম্পাদিনী ক্ষমতার প্রভাবে, কবি হয় ত, ঐ দুই মূর্তির প্রতিকৃতি নির্মাণ করিতে পারেন; শাখামৃগের অস্তিত্ব দর্শকের ক্ষণিক আনন্দ-বর্ধনের অল্পকূল সত্য এবং কবি হয় ত বর্ণনাচাতুর্যে উহার অনেকটা পুনরাবৃত্তি করিয়া পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তি করিতে পারেন; কিন্তু কবিনির্মিত তৎতৎ প্রতিকৃতি দর্শনে ক্ষণিক আনন্দ-লাভ ব্যতিরেকে, দর্শকের অস্ত্র কোনো উপকার সাধিত হয় কি? যে সৃষ্টিতে আনন্দ ব্যতিরিক্ত অস্ত্র কোনো লাভ নাই, অস্ত্র কোনো শিক্ষা নাই, তাহা উৎকৃষ্ট ব্য নহে। সংসারে আনন্দ-লাভের ত অনেক উপায় আ হ। ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তির বহু সাধনই ত ইতস্ততঃ সর্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে আবার কাব্যের প্রয়োজন কি? চিত্র দর্শক আনন্দ-সম্পাদনই যদি জীবনের লক্ষ্য ও কণ্টাপাঠের উদ্দেশ্য হয়, তবে “আরব্যোপন্যাস” “ভূত ও মান” “কক্সাবতী” “ব্যাঘ্রো মহাশয়” প্রভৃতিই ত একমাত্র পাঠ্য হইয়া উঠে। অথবা যে সকল কার্যে মনের সাময়িক আনন্দ জন্মে, সেই সকলের অমূল্যই ত উদ্ভব। যদি বল, অবিস্তৃত উপায়ে চিত্তপ্রসাদ-লাভ অপেক্ষা কাব্যাদি-পাঠরূপ বিষম উপায়ে যদি চিত্ততৃপ্তি জন্মে, মন্দ কি? তত্ত্বতঃ বক্তব্য এই যে, তাৎ-পাশা-দাবা প্রভৃতিও ত তত অবিস্তৃত নহে; আনন্দ-লাভেই যদি তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে ঐ সকলের অমূল্যই ত উচিত, কাব্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, পাঠকের হৃদয়ে আনন্দ-বিধান ছাড়া কাব্যের অস্ত্র উদ্দেশ্য ও আছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য কাব্যশরীরে এতই প্রচ্ছন্ন থাকিবে যে, পাঠক অকস্মাৎ তাহার উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। দৈব-শক্তি যেমন অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করে, তজ্জপ, কবির সেই নিগূঢ় উদ্দেশ্য, কাব্যদেহের সর্বত্র প্রসৃত ও অমূল্য কবির সেই গূঢ় অভিপ্রায়, সমাজই চরণা, লোক-হিতৈষণা-রূপ, কবির সেই সাধু উদ্দেশ্য, যেকের অজ্ঞাতসারে, তদীয় হৃদয়ে একটা গুরুতর আধিপত্য পনও অবলোপ্য সংস্কার প্রকটন করিয়া যায়। কবির সেই প্রচ্ছন্ন আর

জগতের শিক্ষাদান। কবি প্রথমতঃ সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা সৃষ্টি করেন। পরে, ঐ প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যের দ্বারা পরোক্ষভাবে পাঠকের হৃদয়ও সুন্দর করিয়া তোলেন। ফুলের বর্ণ সুন্দর, দেখিলেই চোখ জুড়াইয়া যায়; ঐ ফুল যদি আবার সৌরভ থাকে, তবে উহাতে হৃদয়ও পরিতপ্ত হয়। কাব্যের বহিঃ-সৌন্দর্য নয়নরঞ্জন বটে, কিন্তু তাহাতে যদি আবার অন্তঃ-সৌন্দর্যও থাকে, তবে তাহা মনোরঞ্জনও হয়। নয়নের তৃপ্তি ক্ষণপ্রভাপ্রভাসদৃশী ক্ষণস্থায়ী, মনের তৃপ্তি পাণ্ডুলিপিকার ত্রায় চিরকালস্থায়ী। যাহাতে প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে তৃপ্তি জন্মে, তাহা চিরদিন মনে থাকে। কবে—কোন সময়ে জীবনে কি একটা সামান্য ঘটনা ঘটয়াছিল এবং তাহাতে তখন হৃদয়ের বড়ই পরিতৃপ্তি জন্মিয়াছিল, তাই আজ, এই সুদীর্ঘকাল পরেও যেমন যেই ঘটনা মনে পড়ে, তজ্জপ, কাব্য-বর্ণিত কোনো সৌন্দর্যময় চরিত্রে পাঠ করিতে করিতে যদি হৃদয়ের যথার্থই তৃপ্তি জন্মে, তবে সেই চরিত্রের আধিপত্যও পাঠক-চিত্তে চিরকাল অক্ষর থাকিয়া যায়,—চিরদিন তাহা মনে পড়ে। সেই জন্তই সুকবিগণ লোকশিক্ষাপযোগী আদর্শগুলিকে সৌন্দর্যরূপ হৃদয়রঞ্জন কল্পকে আবৃত করিয়া জগতে শিক্ষার প্রচার করেন। ধীরতা এবং সত্যপ্রিয়তার ত্রায় গুণ নাই। তুমি ধীর হও, সত্যপ্রিয় হও—এই সার কথা মহাভারতের ভীষ্ম এবং বুধিষ্ঠিরের সৃষ্টিতে কীর্ষিত হইয়াছে। মহাভারতের কবি ঐ দুইটি চরিত্রের চিত্রণে এই সার কথা যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়াছেন, শতশত বাগ্মী, তারশব্দে, সহস্র বৎসর বক্তৃতা করিয়াও, তাঁহাদের শ্রোতৃবৃন্দকে সেইরূপ সুন্দর ও সুপরিষ্কৃতভাবে বুঝাইতে পারিতেন না। রাজার শাসনে যে কাজ না হয়, কবির সৃষ্টিকোশে তাহা হইতে পারে। “আয়ত্যাগ করিতে শিক্ষা কর। স্বার্থপরতা অতি হেয়”—এই কথা ধর্মোপদেষ্টা শত বৎসর পরিশ্রমে যতটুকু বুঝাইতেন, কবি রামকর্তৃক গীতাকে নির্বাসিত করাইয়া, এক কথায়, তাহার অনেক অধিক, অনেক সহজে বুঝাইয়া দিলেন। তাই মনে হয়, কবিগণ জগতের সর্বপ্রধান শিক্ষক ও সর্বপ্রধান উপকারক। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, “রাজা রাজনীতি-বেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—সর্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠ।” ক উচ্চঃস্বরে উপদেশ দেন না বটে, কিন্তু এমন সর্বোৎকৃষ্ট সর্বশোকহৃত ও সুপবিত্র চরিত্র সৃষ্টি করেন যে, তাহাতে সকলেই,—সাধু-অসাধু-নির্বিশেষে আকৃষ্ট হন। সুন্দর শায় কোমুদী যত ভোগ করিবে, তত আরও ভোগের বাস জন্মিবে। সুনীল সরসীবক্ষে বিকসিত শতদল যত দেখিবে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি পাইবে। সুন্দর সুপবিত্র মুক্তি যত অবলোকন করিবে, তোমার হৃদয়ে সে মুক্তির্দর্শনের পিপাসা তত আরও অধিক জাগিয়া উঠিবে

ক্রমে তোমার হৃদয়ে সেই পবিত্রমূর্তি-বিষয়ক অমুরাগ জন্মিলে, পবিত্রতার প্রতি অমুরাগ জন্মিলে। এইভাবে তোমার হৃদয়-আপনিই নির্মল—পবিত্র হইয়া উঠিলে। তাই বলিতেছিলাম, শত শত উপদেশে, শত শত শাসনে, শত শত অহুরোধে যে কার্য্য না হয়, সুকবিব একটিমাত্র অনবচ্ছিন্ন চরিত্র সৃষ্টিতে তাহা সাধিত হইতে পারে।

কাব্যের এই সৌন্দর্য্য কোনও নির্দিষ্ট-বিষয়ে নিয়ত নহে। কেবল রূপ, গুণ বা কেবল কোনো বিশেষ অবস্থার বর্ণনে সৌন্দর্য্য পরিমুখ হইয়া না। দেশ, কাল, পাত্র, রূপ, গুণ, অবস্থা, কার্য্য প্রভৃতির সমষ্টি দ্বারা যদি কোনো স্মরণ বস্তু সৃষ্টি করা যায়, তবে তাহার যে সৌন্দর্য্য, তাহাই প্রকৃত এবং স্থায়ী সৌন্দর্য্য, কবি-সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ। নতুবা—অশ্রান্ত সমস্ত উপেক্ষা করিয়া কেবল, নায়িকার চিকুরবর্ণনাতেই যদি সর্ব্বের অর্দ্ধেক ব্যয়িত হয়, তবে তাহাতে সৌন্দর্য্য ফুটিবে কেন? পরন্তু তাহা বিরক্তিকরই হইবে।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টিনৈপুণ্যই কবির প্রথম এবং প্রধান গুণ। সেই সৃষ্টিনৈপুণ্যের কোন স্থলে ত্রুটি ঘটিলে, কাব্যের যেমন অঙ্গহানি হয়, তদ্রূপ, লোকশিক্ষা এবং সমাজশিক্ষারূপ যে উচ্চ উদ্দেশ্যসাধনের বাসনায় কবি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধিবিষয়েও বিষম ব্যাঘাত ঘটে। যাহা দুই-একটি বা দশ-দশটি, সুখশ্রব্য শব্দজাল-মধুর কবিতা রচনাপূর্ব্বক কোন পদার্থের কেবল বহিঃসৌন্দর্য্য-টুকু প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের আসন অনেকটা নিরাপদ। যাহারা আবার বহিঃসৌন্দর্য্যের মনোহর বৃত্তি বা বেষ্ঠনীর মধ্যে বর্ণনীয় পদার্থকে স্থাপিত করিয়া, ঐ বাহ্য-সৌন্দর্য্যের আলোকে উহার অঙ্গ-তাজ উদ্ভাসিত করেন, তাঁহাদের কার্য্যও তত দুষ্কর নহে। কিন্তু যাহারা বহিঃসৌন্দর্য্যকে দূরে রাখিয়া, বর্ণনীয় বস্তুর অভ্যন্তরভাগই কেবল দৃষ্টি করেন,—বেশভূষার প্রতি উদাসীন থাকিয়া অষ্টব্য ব্যক্তির হৃদয়ের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করেন, একটি সম্পূর্ণ বিরাট মূর্তির সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা লোকশিক্ষা দিতে চাহেন, তাদৃশ কবিগণের আসন বড়ই সমস্তাপূর্ণ। তাঁহাদিগকে, প্রতি পদে, প্রতি বর্ণে সমাজের কথা ভাবিতে হয়, লোকহিতৈষণায় প্রণোদিত হইতে হয়। যাহা সমাজের অমঙ্গলকর, যাহার আলোচনায় সমাজের কোনো হিত-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ বিষয়, যতই আপাতরম্য হউক-না কেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এই নিমিত্তই আমাদের সাহিত্যে লেডি ম্যাকবেথ ও ওথেলোর চিত্র নাই। এই জন্যই আমাদের সাহিত্যে প্রাচীনকাল হইতে নিয়ম আছে যে, সমাজের হিত-জনক চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে। আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইবে। যাহাতে সব উত্তম, সব সৎ, তাদৃশ বস্তুর নির্মাণ করিতে হইবে। সেই উত্তম ও সাধু বস্তুর উত্তম ও সাধু সমন্বিতরূপে সুপরিমিত করিবার নিমিত্ত

যতটুকু প্রয়োজন, কেবল তৎপরিমিত উত্তম ও তিনায়কের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। নতুবা, ভক্তভাণ্ডারের ভক্তরোধে অমুত্তম চরিত্র-চিত্রণ সংস্কৃত-সাহিত্যের রীতি-বিরুদ্ধ।

মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠকাব্য অথবা সংস্কৃতভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রঘুবংশের বর্ণে বর্ণে এই সত্য বিদ্যমান। লোকশিক্ষার,—সনাতন আৰ্য্যবংশের ছায়ায় সুখাসীন সমাজ-শিক্ষার উপযোগী বিষয়ে রঘুবংশের আদ্যস্ত পরিপূর্ণ। দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি, গুরুর বাক্যে অটল বিশ্বাস, মাতৃরূপী হেনুর পরিচর্যা, ভিক্ষার্থী কৃতবিদ্য অতিথির নিঃস্বার্থ অভীলাষ পূরণের জন্য ধরলীপতির ব্যাকুলতা, লোকবর্জনের জন্য, রাজ-সিংহাসন নিষ্কলক রাখিবার জন্য, স্বহস্তে রূপতির স্বকীয় হৃৎপিণ্ডের উৎপাটন প্রভৃতি আত্মত্যাগের অধিতীয় দৃষ্টান্তে এবং লোক-হিতকর ও সমাজ-হিতকর আরও বহুতর বিষয়ে রঘুবংশ সমলঙ্কৃত।

রঘুবংশ সম্বন্ধে অশ্রান্ত বক্তব্যের অধিকাংশই, কালিদাস-গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায়, উক্ত কাব্যের উপসংহারে কথিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।—কিন্তু ২৫০ এবং ২৫৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায়, তাৎপর্য্যবিদ্যুত স্থলে দু'একটি আশঙ্কা উত্থাপিত, ও তাহা উপসংহারে বিবৃত হইবে,—বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক।

বামায়ণে উত্তরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে আছে,—লোক-পবাদ শ্রবণান্তর সীতাপতি রামচন্দ্র লক্ষণকে কহিলেন, “সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে লইয়া গিয়া, তুমি গদ্যার পরপাকে, তমসাতীরে বান্ধীকির মনোহর আশ্রমে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এস (১)” লক্ষণ অগ্রজের আজ্ঞা পালন করিলেন।

শক্রয় লবণদৈত্যকে বধ করিতে যথুরায় চলিয়াছেন। পথে বান্ধীকির আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া গেলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, আদি কবির সহিত নানা গল্পগুজব আমোদ-আহ্লাদ করিয়া, শক্রয় পূর্ণশালায় শয়ন করিতে গেলেন। এদিকে ঐ রাত্রিতেই সীতা দুইটি যজ্ঞ পুত্র

(১) স্বয়ং প্রভাতে সৌমিত্রে। সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্।

আকুত সীতামারোপ্য বিষয়াস্তে হৃৎস্বজঃ।

গদ্যায়ান্ত পরে পারে বান্ধীকেস্তঃ সান্বনঃ।

আশ্রমো দিব্যলক্ষ্যশস্ত্রমসাতীশ্রমঃ।

তত্রৈনাং বিজনে দেশে বিদ্যে যথুনন্দনঃ।

শীত্ৰমাগচ্ছ সৌমিত্রে।

বামায়ণ, উত্তর, ৫৫ সর্গ,—১৬, ১৭, ১৮, ১৯, (বঙ্গবাসী)

প্রসব করিলেন (২)। অর্ধরাত্রে শক্রয় সেই অনিন্দ-সংবাদ অবগত হইয়া পর্ণশালায় (সীতার প্রসবস্থানে) গমন করিলেন এবং “মা! বড়ই সৌভাগ্যের কথা”—বলিলেন (৩)।

(কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেন, নিজের শয়ন-কুটারে সিয়াই শক্রয় মনে নেন ঐরূপ—“মা জানকি! বড়ই সৌভাগ্য আমাদের” এইরূপ বলিয়াছিলেন, কেন না, রামের অমুমতি বিনা রামভ্যক্তা জনকীর সন্মর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন, রামায়ণ শক্রয়ের কর্তব্য নহে।”)

লবণকে বধ করিয়া যমুনা-তীরে, মথুরা নগরীর স্থাপন ও নবীনরাজ্যের সুব্যবস্থাদির বিধানপূর্বক, বারো বৎসর পরে শক্রয় অযোধ্যায় ফিরিয়া বাইতেছেন। যাইবার কালে আবার বান্দীকির আশ্রম হইয়া গেলেন। তথায়—মধুর কণ্ঠে রামায়ণ-গান শুনিলেন। কে এমন গান করে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই তিনি বান্দীকিকে ভরসা করিয়া ভিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরদিন অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন (৪)। রামায়ণের এই ব্যাপার কালিদাসের রঘুবংশে কি প্রকারে কতটুকু পরিত্যক্ত, পরিবর্দ্ধিত বা পরিমার্জিত আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রথম দ্রষ্টব্য।

কালিদাসের রামও, (রঘুবংশ চতুর্দশের পয়তালিশ শ্লোক) লক্ষণকে আদেশ করিতেছেন যে,—বান্দীকির তপো-বনে সীতাকে রাখিয়া এস এবং তথায়, লবণবধ করিতে যাইবার সময়—শক্রয় যে রাত্রিতে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই রাত্রিতেই জানকী যজ্ঞ পুত্র প্রসব করিয়াছেন। (রঘু, ১৫শ, ১৩।) কিন্তু লবণবধান্তে শক্রয় যখন অযোধ্যায়, বারো বৎসর পরে ফিরিয়া আসেন—তখন, পাছে মূনির কোনো তপোবিষ্ম হয়,—এই শঙ্কায় শক্রয়, বান্দীকির তপোবন হইয়া আর আসিলেন না। কিন্তু তখনকার বান্দীকির আশ্রমের একটি বিশেষণ কালিদাস দিয়াছেন, তাহা বড়ই মনোহর। কেমন আশ্রম শক্রয় ছাড়িয়া আসিলেন?—মৈথিলী-তনয়দগ্ধীভ-নিষ্পন্দমুগমাত্রম্।—যে আশ্রমে সীতাতনয়মুগলের রামায়ণগানে মুগগুলি পর্যন্ত চিত্রবৎ নিষ্পন্দ হইয়া থাকে।

(২) দ্বিরাত্রমস্তরে শুর উষ্য রাঘবনন্দনঃ।

বান্দীকৈরাশ্রমং পুণ্যমগচ্ছদ্ বাসমুত্তমম্।

ঐ, ঐ, ৭৮ সর্গ, ২, (বঙ্গবাসী)

যামেব রাত্রিং শক্রয়ঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ।

তামের রাত্রিং সীতার্পি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্।

ঐ, ঐ, ৭৯ সর্গ, ১, (বঙ্গবাসী)

(৩) অর্ধরাত্রে তু শক্রয়ঃ শুশ্রাব স্তমহৎ প্রিয়ম্।

পর্ণশালাং ততো গত্বা মাতৃদিশ্চোতি চাত্রবীৎ।

ঐ, ঐ, ৭৯ সর্গ, ১২, (বঙ্গবাসী)

(৪) রামায়ণ। উত্তর। ৮৪ সর্গ, ১৪-২৪।

(রঘু, ১৫শ, ৩৭।) অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া শক্রয়, অগ্রজ রামের নিকটে, সেই বাণ্যার দিন হইতে ফিরিয়া আসার দিন পর্যন্ত, যেখানে বা কিছু ঘটিয়াছে, সমস্ত বৃত্তান্ত আত্মতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। শুধু একটি কথা গোপন রাখিলেন। সীতার যজ্ঞ সান প্রসবের খবরটা আদৌ রামকে শুনাইলেন না। বান্দীকিই শক্রয়কে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। কেন না, যথাসময়ে আদি কবি নিজেই রামের নিকটে সীতাকে “প্রত্যর্পণ” করিবেন। (রঘু, ১৫শ, ৪১।)

রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কালিদাসের রঘুবংশ বিরচিত। শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ পাঠকের হৃদয়বিনোদনের নিমিত্ত রঘুবংশ লিখিত। তাই সৌন্দর্য্যকষ্টির এবং সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির অল্পবোধে, কালিদাস শক্রয়কে, ফিরবার কালে আর বান্দীকি-তপোবনে লইয়া যান নাই বা রামায়ণ-গান শ্রবণ করাইয়া উতলা করিয়া তোলেন নাই। তবে নির্বাসিতা সীতা যে বান্দীকির আশ্রমে হ্রাসরূপে গচ্ছিত ছিলেন এবং সেই হ্রস্ত বস্তুর “প্রত্যর্পণ” আদিকবিকে করিতেই হইবে, এ ইঙ্গিতটা কালিদাস “প্রত্যর্পণিষ্যতঃ কালে কবেরাত্তন্ত শাসনাৎ”—(রঘু, ১৫শ, ৪১) এই শ্লোকের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে দিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপারটাই একটা যেন কেমন কাকতালীয়-সংযোগ-সুঘটিত কিংবা “পূর্বসঙ্কল্পিত” বলিয়া মনে হয়। সীতাকে ত্যাগ করিলেন বান্দীকির আশ্রমে, প্রসবের দিন শক্রয় উপস্থিত ছিলেন। পরে সীতা-কুমাররা যখন ১১১২ বছরের বালক, তখন শক্রয় আর একবার তাহাদের খোঁজ-খবর লইয়া আসিবার জন্যই হউক, আর যে জন্যই হউক, বান্দীকির আশ্রমে গেলেন এবং রামায়ণ-গান শুনিলেন। রামের নিকটে পথের সমস্ত খুঁটিনাটি শক্রয় বর্ণন করিলেন, কেবল ঐ কথাটি, গর্ভাবস্থায় নির্বাসিতা সীতার শেষে কি সন্তান-সন্ততি হইল-না-হইল, এই সংবাদটি রামকে জানাইলেন না। বান্দীকির নিবেদন,—কেন না, তিনিই যখন যথাসময়ে হ্রাসরূপে গচ্ছিত জানকীর “প্রত্যর্পণ” করিবেন, তখন অগ্রে জানাইবার আবশ্যকতা কি? প্রজামণ্ডলে আবার কোন ঘোঁট হইবার সুযোগ দিয়া প্রজারঞ্জন রামকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলার দরকার কি?—

এই সমুদয় পর্যালোচনা করিলে, কালিদাসের লেখার ভঙ্গিতে মনে হয়,—বান্দীকির আশ্রমে সীতাকে বনবাস দেওয়া, তথায় সীতার প্রসব, শক্রয়ের খবরাখবর লওয়া,—দেখা শুনা,—ইত্যাদি ব্যাপার সমস্তই প্রজাপুঞ্জের অজ্ঞাত-সারে বেশ চলিয়াছিল। অনিপুণ পাঠক, কালিদাসের লেখার ব্যঞ্জনার্শাক্তর প্রভায় প্রভাবিত হইয়া যদি ইহাও ভাবেন যে, রাম জানিয়া শুনিয়াই—সর্বদিক্ বিবেচনা করিয়াই সীতাকে বান্দীকির আশ্রমে বনবাস দিয়াছিলেন এবং রামায়ণ শক্রয় খবরাখবর লইতেছিলেন, তবে তাঁহাকে দোষ

কেওয়া চলে না। সহৃদয় পাঠকের অনুমান এবং অনুধাবনের জন্ত, এ সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

রঘুবংশ কালিদাসের কবিশক্তি যেন এক বিরাট পিরামিড, এক জগদ্বাপী ও আকাশচুম্বী বিশাল মঞ্চ। কালিদাস দিলীপ হইতে সেই মঞ্চ গাঁথিয়া তুলিয়া দশরথ পর্যন্ত উঠু করিয়াছেন এবং তত্পরি রামচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই মঞ্চের সৌষ্ঠববৃদ্ধি করিয়াছেন। পরে, রামের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মঞ্চের গাঁথুনি ক্রমে ধসিতে— ভাঙিতে সুরু করিয়াছে এবং অচিরকালমধ্যেই “অধিকার” লইয়া ধূলিসাৎ হইয়াছে। বুদ্ধি এবং পতনের অলঙ্কার চিত্রে রঘুবংশরূপী কবিরের বিশাল মঞ্চ একটা অপূর্ণ দৃশ্য পদার্থ। মূল পুস্তকের ব্যাখ্যাবসরে বলাহুবাধে এবং তাৎপর্য্যে এতাদৃশ অধিকাংশ স্থলই বিশদীকৃত হইয়াছে, এখন ইহা সহৃদয়স্বদয়ের চূড়ান্তবায়ক হইলেই শ্রম সফল মনে করিব ও কৃতার্থ হইব। মাদৃশ অল্পজ্ঞ ব্যক্তির ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্য্য এবং সেই জন্ত আমি সর্বদাই শঙ্কিত। ক্ষমাশীল পাঠক ক্রটি মাৰ্জ্জনা করিবেন।

(২) মালবিকাগ্নিমিত্র।

মালবিকাগ্নিমিত্র, বোধ হয় কালিদাসের ২য় নাটক। বিক্রমোর্ধ্বলী লিখিবার পর ইহা, হয় ত, লিখিয়ছিলেন। কেন না, এই নাটকের প্রস্তাবনায় ৬-চিহ্নিত ইন্দ্রধারের উক্তিতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, প্রথম একখানি নাটক লিখিয়া, তদানীন্তন রসগ্রহমন্তর সম্প্রদায়-বিশেষের উপেক্ষায় ব্যথিত এবং বিরক্ত হইয়াই, কবি, ঐ তীব্র আক্রোশপূর্ণ কবিতাটি লিখিয়াছেন। নতুবা, শুধু, ভাবী উপকার অনুমান করিয়া অন্তঃ প্রতীতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিবার পাত্র কালিদাস ছিলেন না।

মহাকবি কালিদাস, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ধ্বলী এবং শকুন্তলা এই তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। কালিদাসের সরল রচনা, মধুরভাব-ভরস্র এবং অল্পমাত্র সৃষ্টিনৈপুণ্য—এ তিনখানিতেই সম্যক্রূপে সুপারিস্ফুট। এ দেশে এমন এক সময় ছিল, যখন মালবিকাগ্নিমিত্রকে অনেকে কালিদাসের প্রণীত বলিয়াই স্বীকার করিতে না। সে দায়ের অস্তিত্ব এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত রসভাবগ্রাহী সুধীসমাজ এতদিনে হৃদয়ধর্ষণ করিতে পারিয়াছেন যে, কালিদাস ব্যতিক্রম জ্ঞাত কবি। আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু ভাবসম্পদে বৃহত্তম এই নাটকের প্রণতা হইতে পারেন না।

মহাকবি কালিদাসের রচনার এমন একটি অনন্ত-সাধারণ লক্ষণ বা ধর্ম আছে, যদ্বারা, যতি অজ্ঞানসেই, অতীতীয় রচনা হইতে তাঁহার রচনা পৃথক করিয়া ওয়া যায়। বিশেষতঃ, নাটকাদির ত কথাই নাই। অন্তের টক হয় ত

পাঠকালেই স্পষ্ট, কিন্তু অভিনয়কালে তত মনোজ্ঞ নহে। তাহার প্রতিবাদে অভিনয়োপযোগী গুণগরিমার অভাব অনুভূত হয়। সেই সকল কাব্য নামতঃ “দৃশ্য” আখ্যায় বিশেষিত হইলেও কার্য্যতঃ অনেকটা “শ্রব্য”—ভাবাপন্ন। আর কালিদাসের নাটকাবলী পাঠ করিবার কালে যত সুন্দর, অভিনয়কালে ওমপেক্ষা অনেক অধিক মনোহর, অধিক চমৎকারিষ্ঠ। অভিনয় দর্শন ব্যতিরেকে এ সত্যের উপলব্ধি হয় না। কেবল পাঠে তাহার শতাংশের একাংশ আনন্দও অনুভূত হয় না। সুতরাং কোন নাটক কালিদাসের আর কোনখানিই বা তাঁহার নহে, ইহার নিদীর্ণ তত দুঃস্বপ্ন্যাপার নহে।

একই আদিতীয় মহাকবির কল্পনা-প্রসূত হইয়াও, এই তিনখানি নাটক ঘটনার বৈশিষ্ট্যে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পৃথক। আকারে অনেকাংশে সাদৃশ্যযুক্ত হইয়াও প্রকারে অত্যন্ত বিসদৃশ। এক পিতার তিনটি সন্তান হয় ত আকারে অনেকাংশে সদৃশ হইয়াও যেমন প্রকারে, ব্যবহারে, ক্রিয়া-কলাপে ভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে, এই নাটকত্রয়ও অনেকটা দ্বৈরূপ। অথবা কোন চিত্রকরের যৌবনকালের অঙ্কিত চিত্রের সহিত তদীয় প্রবীণ বয়সের চিত্রের যেরূপ প্রভেদ, কালিদাসের এই নাটকত্রয়েও সেইপ্রকার প্রভেদ পরিলক্ষ্য হয়।

প্রবীণ বয়সে, যখন হৃদয় জগতের বাহ্য-সৌন্দর্য্যেই প্রায়শঃ বিমুগ্ধ থাকে, যখন সংসারের সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই চক্ষুতে পড়ে না, সবই সুন্দর, মনোমোহন বলিয়া মনে হয়, প্রাণে যনন্ত আশার অপরিমেয় উদ্ভাস থাকে, সেই সময়ে নবীন চিত্রকর যে বস্তু যে ভাবে দেখেন, একটু প্রাবীণ্য জন্মিলে, সেই বস্তুই তদীয় নয়নে অতীব প্রভিভাত হয়। এই কারণেই চিত্রকরের বয়ঃক্রমের তারতম্য অনুসারে তাঁহার চিত্রাবলীতেও বিলক্ষণ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। চিত্রিত প্রতিমার নাক, মুখ, চক্ষু, কদ-চরণ প্রভৃতি আকর্ষিত তুল্য, চিত্রকরের পূর্বপূর্ব চিত্রের অনুসংবাদী হইলেও তাহাদের ক্রিয়ার বিশেষ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষ্য হয়। প্রথম বয়সের চিত্রিত মুক্তির চক্ষু চঞ্চল—চাক্তহাঙ্গী এবং নিরন্তর ত্রাসান্ত, আর পরবর্ত বয়সের চিত্রিত মুক্তির চক্ষুও চঞ্চল—ত্রাস-মনোর হইলেও, সেই চাক্ষু্যের মধ্যে আবার কদাচিত্ গাভীয়াও উপলব্ধ হয়। নবীন চিত্রকরের চিত্রিত মুক্তির মুখে অতুল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু প্রবীণ চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রের মুখে অতুল সৌন্দর্য্য এবং হৃদয়-নিহিত ভাবের আভ্যবাস্তি—দুই-ই একসঙ্গে উপলব্ধ থাকে। চিত্রকরের চিত্রবাস্তুর পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিত্রিত মুক্তির আভ্যবাস্তুর ইতরবিশেষ ঘটয়া থাকে।

উপরিলিখিত কারণবশতঃই আমরা মনে পাই যে, অগ্নিমিত্রকে বিমুগ্ধ—একবারে আতঙ্কিত করিবার জন্ত যে কবি মালবিকাকে নৃত্যমঞ্চে প্রেরণ করাইয়াছেন ও

এগরসঙ্গীত গান করাইতেছেন, সেই একই কাণ শব্দস্বরকে “অমর-বাধার” চঞ্চল করিয়া “বিটপান্তরিচ” দুঃস্বপ্নের মনোমোহন করিয়াছেন। মালবিকা সমস্ত রাজপরিবারের সমক্ষে, পাটরাণী ধারিণীর, ততোধিক রাগের—তাহার “চিরপ্রাণিত” আগ্রামিত্রের সমক্ষে রজমঞ্চে অভিনেত্রী-বেশে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছে, আর শব্দবলা, শাস্ত-তপোবনের প্রশান্তচ্ছবি সখীগণের সঙ্গে কুসুমায়ন করিবার কালে মুখ-পদ্ম-পতিত ব্রাস্ত্র ভ্রমরের সঙ্গায় সামান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন মাত্র। মালবিকা নৃত্যের তালে তালে আবার সঙ্গীতমুখা বর্ষণ করিতেছে, নৃত্যশাস্ত্রাভ্যাসী “অঙ্গহার প্রদর্শনপূর্বক দর্শকদিগের তাক লাগাইয় দিতেছে, রাজসভার এই সব ব্যাপার হইতেছে, আর শব্দবলা অতি নিরঙ্কশ, পুরুষান্তরবর্জিত তপোবনে সঙ্গীতাত্মক মনোহর স্বরে সমস্ত বনভূমি যেন নিম্পন্দ করিয়া সখীদের সহিত রহস্তালাপ করিতেছেন। ভারতেশ্বর বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া, সেই সব শুনিতেছেন, দেখিতেছেন, মজিতেছেন। মালবিকা কবির যৌবনকালের সৃষ্টি, প্রথম বয়সের চিত্র, তাই তাহার সকলই প্রথম বয়সের ভাবে ভুলপ্রাণিত। আর শব্দবলা তাঁহার পরগত বয়সের সৃষ্টি, বয়সে সৌন্দর্যের সহিত পবিত্রতার ও তারল্যের সহিত গাঢ়ীষের সমাবেশ দর্শন করিতে বাসনা হওয়া, সেই প্রবীণ বয়সের চিত্র, তাই মালবিকা এবং শব্দবলায় এত প্রভেদ। শব্দবলার তুলনায় বিক্রমোর্কশীও এই প্রকারে, শব্দবলার ক্রিয়বর্তী বলিয়া অল্পমিত হয়। তাই মনে হয়, নবীন কালিদাস বিক্রমোর্কশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র সৃষ্টির পর, প্রবীণ বয়সে গম্ভীরবীণী শব্দবলার চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন।

মালবিকাগ্নিমিত্রের ঘটনাবলী সমস্তই এই মর্মে টিয়া-ছিল। বিক্রমোর্কশীর ঘটনার স্থান স্বর্গ এবং মর্ত্য। আর শব্দবলার ঘটনাবলীর স্থল—মর্ত্য, স্বর্গ এবং স্বর্গমন্ডলের অভ্যন্তরীণ শূন্যমার্গ। মালবিকা পাণ্ডিবেঘটনায়, বিক্রমোর্কশী পাণ্ডিব এবং অপাণ্ডিব ঘটনায়, আর শব্দবলা পাণ্ডিব, অপাণ্ডিব এবং এতদুভয়াতিরিক্ত, কবির স্বকল্পিত এক নুতন জগতের ঘটনায় বিনীত। কবির সে জগৎ—স্বর্গ হইতেও মনোহর, নিরুপভ্রম। শব্দবলায় দুঃস্বপ্নের মুখ দিয়া কবি নিজের এ কথা বলাইয়াছেন।

কালিদাস স্বকীয় অধিকাংশ গ্রন্থেই অতি সতর্ক হস্তে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য প্রচার করিয়াছেন। রঘুবংশের কথা; পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই মালবিকাগ্নিমিত্রেও সেই কথা,—রাজা প্রজা—যিনি যখন যে কার্যই করুন বা কেন, সর্বদা সকল বিষয়েই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, যজ্ঞসুত্রমাত্র-ধারী নহে, প্রকৃত ত্যাগী—ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সকলে অবনত হৃদয়ে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচার করিতে যাইয়া কোনো ধর্মাস্ত্রের

নিন্দা বা বিদ্রোহ করেন নাই। এমন কি, তাঁহার প্রতিপাত্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও কোন স্থলে অতি প্রশংসা করিয়া গুঢ় উদ্বেগের রহস্যভেদ করেন নাই। অথচ তদীয় অমল কল্পনাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম-হিতৈষণারূপ বরজ্যোত, তাঁহার আকল্পহায়ী কাব্যাবলীর মধ্যে যজ্ঞপ্রবাহের জায় সন্ততভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে। দুঃস্বপ্ন এবং পুরুষবার চরিত্রে অনেক অলৌকিক ঘটনা পারদৃষ্ট হয়, কিন্তু আগ্রামিত্রের চরিত্র মানুষের যেমন হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপ। ইহার কোন স্থানে কোন প্রকার অতিমানুষতাবের সমাবেশ নাই। ইহাই হইল মালবিকাগ্নিমিত্রের বৈশিষ্ট্য। মালবিকাও ঠিক মর্ত্তের জলনা। ইহাতে কোনপ্রকার অমর্ত্যতাব দেখা যায় না। ভারতের একটি সম্রাট রাজবংশের মেধাবিনী কুমারী কন্যার চরিত্রে যেমনটি হইলে মানায়, ঠিক সেইরূপ; তাই বলিতে-ছিলাম, এই নাটকের সমস্তই মর্ত্তের উপাদানে বিরচিত।

মালবিকাগ্নিমিত্রে একখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক। মোঘ্যবংশের শেষ দুপাত বৃহদ্রথের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুণ্ড্রিত্র (পুণ্ড্রিত্র ?) ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবস্থাপন-বাসনায় স্বীয় প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারতের সেই আদিভূমি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অগ্নিমিত্র বংশই “মিত্রবংশ” নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই বংশের দুপাতবৃন্দ বিলক্ষণ পরাক্রান্ত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বিদিশা-নন্দী ইন্দ্রদেবই রাজধানী। বিদিশাপতি অগ্নিমিত্রই আলোচ্য দৃষ্টকাব্যের নায়ক। অগ্নিমিত্র যখন বিদিশার সিংহাসনে আধিকৃত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে বিদর্ভ-রাজ্যে আনক অন্তঃপ্রব্রবের প্রভাবত হয়। অগ্নিমিত্র সুযোগ-বুঝিয়া, এই গৃহ-বিবাদে সময়ে বিদভরাজ্যে স্বীয় আধিপত্যকারে সচেষ্ট হন। বিদভের বিবদমান রাজ-গণের অন্তঃমুখ্য মাধবসেন পরাক্রান্ত অগ্নিমিত্রের সাহায্যে বিদর্ভে আপা প্রাধান্যস্থাপন মানসে, অগ্নিমিত্রকে কনিষ্ঠা সহোদরার সর্পণ দ্বারা মিত্রভাতৃত্রে আবদ্ধ করিয়া স্বপক্ষে আনিবার উদ্দেশ্যে উক্ত সোদরাকে লইয়া বিদিশামুখে যাত্রা করেন। পথমধ্যে মাধবসেনের পরন বৈরী বিদভের অন্যতম রাজা যজ্ঞসেনের এক জন সীমান্ত-বন্দ্যকারী হঠাৎ সঙ্গেতে আক্রমণ-পূর্বক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাধবকে কারাবদ্ধ করেন। একসময়ে মাধবের সহযাত্রী তদীয় প্রধান ও প্রবীণ মন্ত্রীঃ সুমতি, তাঁহার ভাগিনী কোশিকী ও রাজকুমারী মালবিকাকে ইয়া কতিপয় অচ্যুতসহ পলায়নপূর্বক রমণী-দ্বয়ের প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু অদৃষ্টদোষে পথিমধ্যেই এক গহন অগ্নে এক দল আরণ্য দস্যু কড়ক আক্রান্ত হইয়া মন্ত্রীঃ সুমতিও নিহত হন। আর সুমতির ভাগিনী কোশিকী অমন অবস্থায় ঐ বনমধ্যেই পড়িয়া থাকেন। দস্যুগণ সুমতি ধনরত্নাদির সহিত মাধবসেনের সেই কুমারী সোদরাকেও হস্ত করিয়া লইয়া যায়।

ই ঐতিহাসিক কৃতান্ত উপজীব্য রিয়া কালিদ
কাগ্নিমিত্র নাটক নির্মাণ করিয়া। কালিদাসে।
এই ব্যাপারের আলোচনা দেশে সর্বত্রই হইত
দর দেশে এখনও যেমন, চিত্তোরের সজিনী পদ্মিনী
গান লোকের মুখে মুখে ভাসি যেড়াইতেছে
কালিদাসের সময়েও ঐ কুমারী বধার সর্বত্র
ছিল। বিদর্ভের রাজকন্যাকে দাসে হরণ করিয়া
গিয়াছে, এ একটা আন্দোলনের কাণ্ড নটে। ইহা
এই নাটকের ঐতিহাসিকতার অর্থ বতিপয় কাঃ

প্রিয়দর্শী" মহারাজ অশোক স্বীয় রাজত্বকালে অতি
র সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ সমাজে
যে একটা অযথা আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন
তাহা খসি করিবেন। লোকে, ব্রাহ্মণগণকে যে ঐ
অগ্রদূত বা আধার বলিয়া মনে করে, ব্রাহ্মণের তিঃ
করিবেন। প্রকৃতপক্ষে, যদি কোন রাজার ঐশী শক্তি
তবে তিনি সর্বথা সম্মানযোঃ সকলের প্রাণই
হিংসা ধর্মের মূল-নীতি নহে। ইহা যদি ধাংগার
হইয়া, অশোক, সর্বপ্রথমেই স্বরাষ্ট্রমধ্যে যজ্ঞার্থে
সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া দেন। তাহার পূর্বে
ও শাসনবিষয়ে ব্রাহ্মণগণই একমাত্র হস্ত-কর্তা
ন। অশোক ব্রাহ্মণদিগের এই চিরকী ক্রমতাও
করিয়া লন। ইহা ছাড়া "নীতিশিক্ষক" নামে কতক-
কর্মচারীর নিয়োগ-পূর্বক, অশোক, রাজ্যের উপর
দিগের উপদেশ-দানের যে একটা অপ্রতিহত অধিকার
ক্রমে তাহাও বিলুপ্ত করেন। অশোক নিজে বৌদ্ধ
হইয়াও, সর্বদাই প্রকাশ করিতেন যে, সকল ধর্মই
অভিমত, কোনো ধর্মেরই তিনি বিধ্বী নহেন।
তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল,—ব্রাহ্মণধর্মের অক্ষয়
পর সমূলে ধ্বংস-বিধান।

কিন্তু বৌদ্ধনৃপতি অশোকের মৃত্যুর পরই বাতাস ঘুরিয়া
এক নতুন ব্রাহ্মণ-শক্তির অভ্যুত্থান হইল। অগ্নিমিত্র
সংহাসনে অধিক্রান্ত হইলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণগণ, এই-
মাপন আপন পাওনা বড়ায়-গাঃ বয়সা লইতে
বাধিলেন। অল্পকালমধ্যেই রাজ্যে অগ্নিতবলে,
দর বিলুপ্ত ব্রাহ্মণ-শক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন।
পুষ্পমিত্র, পুত্র অগ্নিমিত্রকে ভারতের সিংহাসনে অভি-
করিয়াই, অশোক যে মগধে বসিয়া যজ্ঞার্থে পশুবধ-
রহিত কারয়া দিয়াছিলেন, সেই : গাঃই মহাসমারোহে
ধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক, ঐ যজ্ঞীয় তুরঙ্গধ্বজার নিমিত্ত,
র পুত্র অগ্নিমিত্রকে নিযুক্ত করিলেন। যার বস্ত্রমিত্রের
পুষ্পমিত্রের পুত্রবধু, বিদিশাপতি
মহারাজী ধারিণী, তুরঙ্গ-রক্ষ

মহারাধে শাস্তিযন্তর্যনাদি করিবার নিমিত্ত
ব্রাহ্মণকে ব্রতী করাইলেন এবং বার্ষিক আট শত অশ্ব-
তীহাদিগের বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য
যাহা বৌদ্ধনৃপতি অশোকের প্রভুত্বকালে একেবারে
হইয়াছিল, হিন্দু নৃপতির সময়ে তাহা আবার ফিরিয়া
আসিল। মহারাজ অগ্নিমিত্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীর স্বাধাই যেন
একেবারে পরিবৃত্ত হইলেন। তাহার বিদূষক ব্রাহ্মণ, কঙ্কী
ব্রাহ্মণ, শুদ্ধান্তবাসিনী পরম সম্মাননীয় পরিব্রাজিকাও
ব্রাহ্মণতনয়া এবং ভিতরে ভিতরে ঘোর হিন্দুভাবাপন্ন। এই
সমুদয় দেখিলে মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব-সঙ্কোচকারী
ব্রাহ্মণ নৃপতির সময়ে পূর্ববিলুপ্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরুত্থান
ঘটিল। পুষ্পমিত্রের সহয়েই বৈয়াকরণকেসরী পতঞ্জলির
আবির্ভাব হয়। ঋষি পতঞ্জলিই প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন দেব-
ভাষার সংস্কার সাধন করেন। দৈবী ভাষা "সংস্কৃত" আখ্যায়
বিবর্তিত হয়। বৌদ্ধনৃপতিগণের রাজত্বকালে, দেশের
প্রচলিত ভাষাতেও বৌদ্ধপ্রভাবের আবরণ পড়িয়াছিল।
পালি প্রভৃতি ভাষায় দেশের সাহিত্য বিরাচিত হইতেছিল।
সংস্কৃতের প্রসার অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল।
পতঞ্জলির অভ্যুদয়ে সে সব যেন আমূল পরিবর্তিত হইয়া
গেল। সংস্কৃতভাষা পুনরুজ্জীবিত হইল। কেবল রাজ-
পরিষদে নহে, দেশে, ভাষাতে, সাহিত্যাদিতে পর্যন্ত
ব্রাহ্মণের আধিপত্য পুনরায় অমুপ্রাণিত হইল।

এই নাটকের প্রারম্ভেই আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা
দেখিতেছি। বিদর্ভপাত যজ্ঞসেনের জ্ঞানক মোধ্যনৃপতি-
দিগের সচিব ছিলেন। অগ্নিমিত্র ঐ সচিবকে কারাবদ্ধ
করেন। যখন অগ্নিমিত্রের কর্ণগোচর হইল যে, বিদর্ভের
অন্ততম রাজপুত্র মাধবসেন তাহাকে ভগ্নী-সম্প্রদান করিতে
আসিবার কালে পথিমধ্যে যজ্ঞসেনের সীমান্তকর্মচারিককে
কারাবদ্ধ হইয়াছেন, তখন অগ্নিমিত্র যজ্ঞসেনের নিকট বলিয়া
পাঠাইলেন যে, আচরাং মাধবসেনকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়।
নৃপতি যজ্ঞসেনও স-দস্তে উত্তর দিলেন,—"মহারাজ।
আমার জ্ঞানক মোধ্যনৃপতিদিগের সচিব ছিলেন। আপনি
তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অগ্রে
আপনি মুক্তিদান করিলে, আমি আপনার ভাবী
মাধবসেনকে কারামুক্ত করিতে পারি। মাধবের সঙ্গে
আমার এখানে নাই। সেই বালিকার কোনো : : :
আমি জ্ঞাত নছি।" যজ্ঞসেনের এই রাজনৈতিক
অগ্নিমিত্র চাটিয়া লাল হইলেন এবং সেনাপতি মাধবসেনকে
বিদর্ভ-বিজয়ের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। মাধবসেন বিদর্ভ জয়
করিয়া যজ্ঞসেনকে অধীনতা-শ্রদ্ধা আবেদন করিলেন। শেষে
গ্নিমিত্র বিজিত বিদর্ভরাজ্যের মধ্যবাহিনী বরদা নদীকে
পূর্বক, বিদর্ভকে চাইটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত করিয়া

একটিতে বোধসেনকে, অপরটিতে যজ্ঞসেনকে স্থাপিত করি-
লেন এবং উভয়কেই—বিদিশার সীমান্তরূপিত করিয়া লইলেন।
মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যে এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য
প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক
ও সামাজিক অবস্থার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা
ছাড়া, অল্প একটি ঘটনাতেও তৎকালীন সামাজিক অবস্থার
কতকটা চিত্র দেখিতে পাইতেছি। অগ্নিমিত্রের সময়ে
ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া আসিলেও সমাজে
বৌদ্ধপ্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। তখনও বৌদ্ধধর্ম পরম সম্মানের
সহিত পরিদৃষ্ট হইত। তাই ব্রাহ্মণপ্রধান রাজ-সংসারে
বৌদ্ধপরিব্রাজিকা পণ্ডিত কৌশিকীর অত প্রতাপ। পুষ্পমিত্র
মগধের বৌদ্ধরাজ্য বিলোপ করিয়া হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপন
করিয়াছিলেন। অথচ, তাঁহারই পুত্র অগ্নিমিত্রের রাজধানীতে বা
রাজ্যান্তঃপুরে এমন একটি প্রাণীও ছিল না যে, বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী
পণ্ডিত কৌশিকীর আজ্ঞা শিরোধার্য না করিত। ধংসপ্রাপ্ত
বৌদ্ধধর্মের প্রতাপ দেশে তখনও এত অধিক ছিল। এই
সমুদয় ব্যাপারও এই নাটকের তথ্য নাটকরচয়িতার
প্রাচীনত্বের অল্পতম প্রমাণ।

(৩) পুষ্পবাণবিলাস

পুষ্পবাণবিলাস, কর্তৃকগুলি পরম্পর-সম্বন্ধ-বিহীন আদি-
রস-মূলক কবিতার সমষ্টি। কালিদাসের লেখার সহিত ষাঁহার
সুপরিচিত, এই উদ্ভট শ্লোকের কবিতা-সমষ্টিকে, তাঁহার
কদাচ কালিদাস-রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না।
ইহা কোন হৃতীয় শ্রেণীর কবির কবিত্বকৃত্তির নির্যাস।

(৪) ঋতুসংহার

ঋতুসংহার ছয়টি ঋতুর সৌন্দর্য ও উপভোগযোগ্যতা,
শ্রেণিক পতি তাঁহার প্রিয়তমাকে দেখাইতেছেন। ইহাতে
ছয় ঋতুর নামে ছয়টি সর্গ। ইহাতে গিরিনিবাসিনীর স্তায়
ভব-ভর করিয়া কবিতার প্রবাহ তরঙ্গে তরঙ্গে বৃত্ত করিতে
চলিয়া গিয়াছে। কোথাও শব্দের দৈন্তে বা ভাবের
রসাত্তিব্যক্তির বাধা জন্মে নাই। এই কাব্য অল্প
কবির নামে যদি প্রচলিত থাকিত, তবুও ইহার
রূপাটো, পাঠক অতি সহজেই ধরিতে পারিতেন।
ইহা ইহার কবি, ষাঁহার নামে প্রচলিত, তিনি
এতই সুন্দর ও কালিদাসীয় 'লিখন' ভঙ্গিতে
তবে এই কাব্য যে কবির অতি কাঁচা বয়সের

লেখা, তাহা সহজেই ইঙ্গিতে পারা যায়। এ সময়ে
বোধ হয় কালিদাস অল্প কোনো কাব্য, বাহাতে তিনি
অমর হইয়াছেন তাহা লেখেন নাই। সে সমুদয় ইহার
পরে লিখিত।

৫) শৃঙ্গারতিলক।

ইহা কবির নহে, আশিরসাতসের একটা উৎকট
পুণ্ডিতগন্ধময় গ্রন্থ। কালিদাসের নামে কোন
অভাগ্য ঐ লব্ধকে সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া ধৃত
হইয়াছে। ল. ভাবচূড়, অসংবদ্ধ ও অসং- কত
কবিতার সঙ্কলন। ইহা কদাচ কালিদাসে নহে।

৬) শৃঙ্গাররসায়ক।

অজ্ঞাত কবির এক আশ্চর্য কবিতা লইয়া আটটি
কবিতা পুরাণী শৃঙ্গাররসায়ক নামে ইহা প্রচলিত হইয়াছে।
কালিদাসের চার কাজ ছিল না, তিনি এই সব "তিলক"
ও "অষ্টক" লিখিয়াছেন! ইহা কোনো কবির বা কবিতা
শিষ্যামুশিক্ষকেরও নহে। ইহা যেন কোন কবিত্ববর্জিত
বিশংস্পর্শী জীর্ণ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্‌গীর্ষ্য চক্ৰণ। তা-
দৃশ কবিতাপুস্তক পাঠকালে অমর কবি কৃষ্ণচন্দ্র
'দ্বাদশ'-শ্লোক কবিতাটি মনে পড়ে।

"নে নাই, বাধা—হেরি বিধুর বদন।

কর্ণ রাই চাই, শুনি প্রমর-গুঞ্জন।

আত্ম সঙ্কিত নাই, বঙ্কিত সাঁতারে।

মানসে মনন, যেতে পয়োনিধিপারে।

অমূল কামা-রস-বিহীন মানস।

অভিযান, করিবারে ক্রম কবিশঃ

প্রেরনাই, প্রায়-লাভ আশা করি মনে।

হায়েজর : এত ব্রাস্ত কে ভব-ভরনে।"



